খাসায়েসুল কুবরা

(প্রথম খন্ড)

রচনা

জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সিয়ুতী (রাহঃ)

অনুবাদ

মুহিউদ্দীন খান

সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

মদীনা পাবলিকেশান্স

৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

খাসায়েসুল কুবরা

জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সিয়ুতী (রাহঃ)
অনুবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান
সম্পাদক ঃ মাসিক মদীনা, ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ঃ

রবিউল আওয়াল ঃ ১৪১৯ হিজরী

শ্রাবণ ঃ ১৪০৫ বাংলা

তৃতীয় সংস্করণ ঃ
শাওয়াল ঃ ১৪১৯ হিজরী
মাঘ ঃ ১৪০৫ বাংলা
ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৯৯ ইংরেজী

প্রকাশক ঃ

মদীনা পাবলিকেশান্স-এর পক্ষে

মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান
৩৮/২, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

বর্ণ বিন্যাস ঃ
ডিজিটাল কম্পিউটার

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায় ঃ
মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

মুদ্রণ ও বাঁধাই ঃ
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ১৪৫.০০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ আল খাসায়েসুল কুব্‌রার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হল। এজন্য আমরা মহান আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

সীরাত পাঠক মাত্রই 'খাসায়েসুল কুবরা' গ্রন্থটির নামের সাথে সম্যক পরিচিত। কারণ সীরাতের বিখ্যাত প্রায় সকল কিতাবেই উক্ত গ্রন্থের উদ্ধৃতি রয়েছে। এ পরিচিতির ফলেই বাংলা ভাষাভাষী পাঠকগণ দীর্ঘদিন যাবত পুস্তকটির বাংলা অনুবাদের তীব্র প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আসছিলেন। সকলের সে চাহিদার কথা বিবেচনা করেই আমরা এ মর্যাদাবান গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ পাঠকগণের হাতে তুলে দিতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করছি।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মদীনা পাবলিকেশান্স ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলীর উপর গুরুত্বপূর্ণ পুস্তকসমূহ প্রকাশের কাজে ব্রতী রয়েছে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টিকে প্রাধান্য না দিয়ে পাঠকগণের প্রয়োজনীয়তা ও সহজ লভ্যতার দিকেই আমরা বেশি যত্নবান থাকার চেষ্টা করি। আমাদের দেশের যারা বই পুস্তক পড়ার ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী তাদের বেশিরভাগই অর্থনৈতিক দিক থেকে তেমন সামর্থবান নন। আবার যারা সামর্থবান তাদের অধিকাংশই বই পুস্তক পাঠে উদাসীন। এ অবস্থাটি বিবেচনায় রেখেই আমরা যতটুকু সম্ভব কমমূল্যে পাঠকগণের হাতে বিভিন্ন বই পুস্তক তুলে দিতে সচেষ্ট রয়েছি।

মাসিক মদীনা সম্পাদক আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধাভাজন মওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব নিরন্তর কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা বাংলা ভাষায় দ্বিনী বই পুস্তকের বিপুল চাহিদা পূরণে তাঁর সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছেন। তার এ একাগ্র সাধনা ও শ্রম যে কত ব্যপক তা প্রত্যক্ষ না করলে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়। আমরা সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী আল্লাহ পাক যেন তাঁর এ সাধনা ও মেধা কবুল করেন। তাঁকে সুস্থতা ও দীর্ঘ হায়াত দানের মাধ্যমে দ্বীনের খেদমত করার তৌফিক দান করেন।

আমরা যতশীঘ্র সম্ভব এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডসহ আরো নতুন কিছু বই পুস্তক পাঠকগণের হাতে তুলে দেয়ার আশা রাখি। সকলের সহযোগিতা আমাদের পাথেয়।

বিনীত

মোস্তফা মঈনউদ্দীন খান

অনুবাদকের আরজ

'খাসায়েসুল কুবরা' বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী মনীষা আল্লামা জালালুদ্দীন আবদুর রহমান সিয়ুতীর (রাহঃ) একটি বিস্ময়কর রচনা। আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া ছাল্লামের মহোত্তম জীবনের আশ্চর্যজনক দিকগুলো সম্পর্কিত ছহীহ বর্ণনার এক অপূর্ব সমাহার এই মহাগ্রন্থটি। হিজরী নবম শতাব্দীর পর সারা দুনিয়াতে সীরাতে নববীর (সাঃ) যতগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে এমন গ্রন্থ খুব কমই পাওয়া যাবে যাতে 'খাসায়েসুল কুবরা' নামক গ্রন্থটির উদ্ধৃতি দেখা যায় না।

দুই খণ্ডে সমাপ্ত এই অসাধারণ গ্রন্থটি সম্পর্কে খোদ আল্লামা সিয়ুতী (রাহঃ) গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেছেন, "আমার শ্রমসাধ্য এই রচনাটি এমন উচ্চ মর্তবাসম্পন্ন একখানা কিতাব যার অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলেম ব্যক্তিমাত্রই সাক্ষ্য দিবেন। এটি এমন এক রহমতের মেঘখণ্ড যার কল্যাণকর বারি সিঞ্চনে নিকটের এবং দূরের সবাই উপকৃত হবেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি অসাধারণ মূল্যবান রচনা। অন্যান্য সীরাত গ্রন্থের মোকাবেলায় এটি এমন এক কিতাব যাকে কোন সম্রাটের মাথার মুকুটে সংস্থাপিত একখানা উজ্জ্বল হীরক খণ্ডের সাথেই তুলনা করা যেতে পারে।.... এটি এমন একটি সুগন্ধি ফুলের সাথেই শুধু তুল্য হতে পারে, যার সুগন্ধ কখনও বিনষ্ট হয় না। হৃদয়-মন আলোকোজ্জ্বলকারী এই অনন্য গ্রন্থটি পাঠ করে সবাই উপকৃত হবেন, আলোকিত হবেন এবং অসীম পুণ্যের অধিকারী হবেন।

আমার এই গ্রন্থটি অন্যান্য সকল কিতাবের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। মুমিনগণের অন্তরে এই কিতাব দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টিতে সহায়ক হবে, ঈমান বৃদ্ধি করার মাধ্যম প্রতিপন্ন হবে। কেননা, বিশেষ সতর্কতার সাথে অত্যন্ত পুণ্যবান বুযুর্গগণের বর্ণনা চয়ন করে এই কিতাবে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

জালালুদ্দীন সুয়ুতীর (রাহঃ) জন্ম ৮৪৯ হিজরীর ১লা রজব মোতাবেক ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা অক্টোবর তারিখে মিসরের রাজধানী কায়রোতে। তাঁর পিতা শায়খ কামালুদ্দীন (মৃ-৮৫৫ হিঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম ও কাজী। কায়রোতে খলীফার প্রাসাদে ইমামের দায়িত্ব পালনকালে সিয়ুতীর (রাহঃ) জন্ম হয়। সে যুগের দুইজন সেরা আলেম তাঁর মহিমময় জীবন গঠনের মূল স্থপতি ছিলেন। শিশুকালে পবিত্র কোরআন হেফজ করার পর পরই পিতা শায়খ কামাল উদ্দীনের ইন্তেকাল হয়ে যাওয়ার পরও তাঁর উচ্চশিক্ষা গ্রহণে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি হয়নি। তিনি হাদীস শাস্ত্রে ইবনে হাজার আস্‌কালানীর (রাহঃ) নিকট থেকে সনদপ্রাপ্ত ছিলেন। হাদীস, তফসীর, উলুমুল-কোরআন, ফেকাহ, ইতিহাস, দর্শনসহ দ্বীনি এলেমের সবক'টি শাখাতেই সিয়ুতীর (রাহঃ) অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল এবং সব ক'টি বিষয়েই তিনি

অত্যন্ত মূল্যবান রচনা রেখে গেছেন। বিশ্ববিখ্যাত তফসীর জালালাইন শরীফের প্রথম অর্ধাংশ জালালুদ্দীন সিয়ুতীর (রাহঃ) রচনা। কথিত আছে যে, মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে তিনি এই কিতাবটির রচনা সমাপ্ত করেন। এ ছাড়াও হাদীস, তফসীর, ফেকাহ, কোরআনের তত্ত্বজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি দ্বীনি এলেমের গুরুত্বপূর্ণ সবক'টি বিষয়েই তাঁর রচিত মূল্যবান গ্রন্থ সারা দুনিয়াতেই অত্যন্ত যত্নের সাথে পঠিত হয়ে থাকে। সিয়ুতীর (রাহঃ) রচিত পুস্তক-পুস্তিকার সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক। তন্মধ্যে নানা বিতর্কিত বিষয়ে রচিত কিছু পুস্তিকা তিনি নিজ হাতে বিনষ্ট করে দিয়েছিলেন। তারপরও এখনও পর্যন্ত যেসব গ্রন্থ সমগ্র বিশ্বময় প্রচলিত আছে সেগুলোর সংখ্যা বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ব্রুকলম্যানের মতে চারশো পনেরোটি।

আল্লামা সিয়ুতীর (রাহঃ) জীবনীকার শামসুদ্দীন দাউদী (মৃ ৯৪৫ হিঃ) লেখেছেন যে, হাদীস, তফসীর, ইতিহাস এবং দ্বীনি এলেমের অন্যান্য শাখায় সিয়ুতী (রাহঃ) ছিলেন তাঁর যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। তাঁর তুল্য আর কেউ ছিলেন না।

সিয়ুতীর (রাহঃ) পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ইরানের অধিবাসী। 'আস্য়ুত' নামক জনপদে তাঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন বলেই তিনি নামের সাথে সিয়ুতী লেখতেন।

সিয়ুতী (রাহঃ) কর্মজীবনের সূচনা করেছিলেন তখনকার মিসরের সর্বোচ্চ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার মাধ্যমে। কিন্তু ৯০৬ হিজরীতে অধ্যাপনা ত্যাগ করে আররোখা নামক একটি দ্বীপে বসবাস করে অবশিষ্ট জীবন গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন থাকেন। এখানেই ৯১১ হিজরীর ১৯শে জুমাদাল-উলা (খৃ ১৫০৫) ইন্তেকাল করেন।

'খাসায়েসুল কুবরা আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় গ্রন্থগুলোর একটি। বাংলাভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণের খেদমতে এই মহৎ গ্রন্থটি পেশ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপাততঃ প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ করা হলো। দ্বিতীয় খণ্ডটিরও অনুবাদ সমাপ্ত হয়েছে। খুব শীঘ্রই সে খণ্ডটিও আগ্রহী পাঠকগণের খেদমতে পেশ করা যাবে বলে আশা করছি। সকলের নিকট দোয়ার আবেদন রইল।

বিনয়াবনত

মদীনা ভবন — মুহিউদ্দীন খান

বাংলাবাজার, ঢাকা — রবিউল আওয়াল, ১৯১৪

সূচীপত্র

শুদ্ধি

পুস্তকটির ৪০০ পৃষ্ঠায় পবিত্র কোরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি

سبح .... مافى একটি শব্দ বাদ পড়েছে।

سبح لله ما فى السموات والارض পড়তে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সৃষ্টি ও নবুওয়ত সকল পয়গাম্বরের অগ্রে

আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন—

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ

স্মরণ কর যখন আমি নবীগণের কাছ থেকে তাদের অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম।

ইবনে আবী হাতেম স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এবং আবূ নায়ীম তাঁর "আদ্দালায়েল" গ্রন্থে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে কাতাদাহ, হাসান ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন- "আল্লাহ তায়ালা আমাকে সকল পয়গাম্বরের অগ্রে সৃষ্টি করেছেন এবং সকলের শেষে প্রেরণ করেছেন। এ কারণেই তিনি আমার কাছ থেকে অঙ্গীকারও সকলের অগ্রে নিয়েছেন।

আবূ সহল কাত্তান স্বীয় 'ইমামী' গ্রন্থে সহল ইবনে সালেহ হামদানী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি আবূ জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) সকলের শেষে প্রেরিত হয়েও সকল পয়গাম্বরের অগ্রে কিরূপে হলেন? জবাবে আবূ জাফর মোহাম্মদ ইবনে আলী বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা যখন আদম (আঃ)-এর ঔরস থেকে তাঁর সমস্ত বংশধরকে সৃষ্টি করেন, তখন তাদের কাছ থেকে সাক্ষ্য নেন যে, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? জবাবে সকলের অগ্রে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বললেন ঃ "بلى" (হ্যাঁ)। এ কারণেই তিনি সকল পয়গাম্বরের অগ্রে, যদিও তিনি প্রেরিত হয়েছেন সকলের শেষে।

আহমদ, বোখারী (স্ব-স্ব ইতিহাস গ্রন্থে), তিবরানী, হাকেম ও আবূ নায়ীম সাহাবী মায়সারাতুল ফজর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কখন নবী মনোনীত হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ যখন আদম (আঃ) আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন।

আহমদ, হাকেম ও বায়হাকী ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এ কথা বলতে শুনেছেন ঃ আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে "উম্মুল কিতাবে" (লওহে মাহফূযে) তখন নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) মৃত্তিকায় লুটোপুটি খাচ্ছিলেন। হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নায়ীম হযরত

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন- নবী করীম (সাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনাকে কখন নবী নিযুক্ত করা হল? তিনি বললেনঃ তখন, যখন আদম (আঃ) জন্ম ও আত্মা ফুঁকার মধ্যবর্তী পর্যায়ে ছিলেন।

আবূ নায়ীম সালেজী থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত ওমর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে প্রশ্ন করেন ঃ আপনি কখন নবী নিযুক্ত হয়েছেন? উত্তর হল ঃ তখন, যখন আদম (আঃ) মৃত্তিকায় লুটোপুটি খাচ্ছিলেন।

ইবনে সা'দ ইবনে আবুল জাদআ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কবে নবী মনোনীত হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ তখন, যখন আদম (আঃ) রুহ ও দেহের মাঝখানে ছিলেন।

ইবনে সা'দ মুতরিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে শাখীর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে প্রশ্ন করলঃ আপনি কবে নবী হিসাবে মনোনীত হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ আদম (আঃ) যখন রুহ ও দেহের মাঝখানে ছিলেন, তখন আমার কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়।

তিবরানী ও আবূ নায়ীম আবু মরিয়ম গামমানী থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেছেন- জনৈক বেদুঈন নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনার নবুওয়তের পূর্বে কি কি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল? তিনি বললেন ঃ সকল পয়গাম্বরের ন্যায় আল্লাহ তায়ালা আমার কাছ থেকেও অঙ্গীকার নেন। ইবরাহীম (আঃ) আমার আগমনের জন্যে দোয়া করেন। ঈসা (আঃ) আমার আগমনের সুসংবাদ দেন। এছাড়া আমার জননী স্বপ্নে দেখেন, তাঁর পদযুগল থেকে একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে, যার আলোকে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আলোকিত হয়ে গেছে।

জ্ঞাতব্য বিষয়

শায়খ তকীউদ্দীন সুবকী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থে আয়াতের لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ (তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর সাহায্য করবে।) অংশের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন ঃ এই অংশে নবী করীম (সাঃ)-এর বিরাট মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনি অতীত পয়গাম্বরগণের আমলে প্রেরিত হলে তাঁদেরও নবী হতেন। কেননা, তাঁর নবুওয়ত রেসালত সকল কাল ও সকল সৃষ্টিতে পরিবেষ্টিত এবং শামিল। এ কারণেই তিনি এরশাদ করেছেন ঃ আমি সমগ্র সৃষ্টির জন্যে নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি। এই "সমগ্র সৃষ্টি" বলতে কেবল ভবিষ্যৎ সৃষ্টিই নয়; বরং অতীত সৃষ্টিও শামিল আছে। এ জন্যেই তো তিনি বলেছেন– আমি তখনও নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ)-এর মৃত্তিকানির্মিত প্রতিকৃতি রুহ থেকে খালি ছিল।

কোন কোন আলেম এই শেষোক্ত হাদীসের অর্থ এই বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানে তখনও নবী ছিলেন। আমরা বলি, এটা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান তো সকল বস্তু ও সকল ঘটনাতেই পরিবেষ্টিত । আদম সৃষ্টির প্রাক্কালে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের বিশেষভাবে উল্লেখ করা কেবল খোদায়ী জ্ঞান বর্ণনা করার জন্যে নয়; বরং এ কথা বলা উদ্দেশ্য যে, তাঁর নবুওয়ত সে সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই আদম (আঃ) চক্ষু খুলেই আরশে "মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" লিখিত দেখতে পান। যদি এই অর্থ নেয়া হয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার জ্ঞানে ভবিষ্যৎ নবী ছিলেন, তবে এটা কেবল তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়; বরং সকল পয়গাম্বরই আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী ভবিষ্যৎ নবী ছিলেন। এ থেকে জানা গেল, কেবল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সকল পয়গাম্বরের পূর্বে তাঁকে নবুওয়তের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়। এরপর গুরুত্ব সহকারে এই বৈশিষ্ট্য ঘোষণা করা হয়েছে, যাতে তাঁর উম্মত তাঁর উচ্চ মর্যাদার সাথে পরিচিত হয়ে যায় এবং এটা উম্মতের জন্যে কল্যাণ ও বরকতের কারণ হয়।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, নবুওয়ত একটি গুণ। তাই এই গুণে যিনি গুণান্বিত হবেন, তাঁর বিদ্যমান থাকা জরুরী। এছাড়া নবুওয়তের জন্যে চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম নির্ধারিত। এমতাবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রেরিত হওয়ার পূর্বেই কিরূপে নবী মনোনীত হয়ে গেলেন? তখন তো তিনি জন্মগ্রহণও করেননি এবং প্রেরিতও হননি।

আমি বলি, আল্লাহ তায়ালা দেহ সৃষ্টি করার পূর্বে রুহ সৃষ্টি করেছেন। তাই উল্লিখিত হাদীসে ইশারা নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র রুহ অথবা তাঁর হকীকত তথা স্বরূপের দিকে হতে পারে। আল্লাহ তায়ালা সকল স্বরূপ "আসল" তথা আদিকালে সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি যখন ইচ্ছা করেন এ সকল স্বরূপের মধ্য থেকে কোন একটিকে অস্তিত্ব জগতে আনয়ন করেন। এ সব স্বরূপের সামগ্রিক উপলব্ধি করতে আমরা অক্ষম। কেবল আল্লাহ পাকই সমস্ত স্বরূপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল অথবা যাদেরকে তিনি আপন নূরের আলোকে স্বরূপ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য দান করেছেন। নবী করীম (সাঃ)-এর পবিত্র স্বরূপ আদম সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁকে নবুওয়তের গুণে ভূষিত করেছেন। তাই তিনি তখনই নবী হয়ে যান। আরশে তাঁর পবিত্র নাম লিখিত হয় এবং ফেরেশতাগণসহ সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহর দরবারে তাঁর সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত করে দেয়া হয়, যদিও তিনি শারীরিক দিক দিয়ে আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যসহ এ দুনিয়ায় পরে আগমন করেন। আবির্ভাব, ধর্ম প্রচার এবং বাহ্যিক জগতে নবুওয়তের যোগ্য হওয়ার দিক দিয়ে তিনি নিঃসন্দেহে সকল পয়গাম্বরের পশ্চাতে; কিন্তু তাঁর পবিত্র স্বরূপ এবং কিতাব ও আদেশ দানের দিক দিয়ে তিনি আদম (আঃ)-এরও অগ্রে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বিশ্ব চরাচরে যা কিছু ঘটে, আল্লাহ্ তায়ালা সে সম্পর্কে আদিকাল থেকে জ্ঞাত। আমরা যৌক্তিক ও শরীয়তের প্রমাণাদি দ্বারা সে সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। আর সাধারণ মানুষ তখন জানতে পারে, যখন সেই ঘটনা বাহ্য জগতে সংঘটিত হয়ে যায়। উদাহরণতঃ নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়ত সম্পর্কে সাধারণ মানুষ তখন জ্ঞাত হয়েছে, যখন তাঁর প্রতি কোরআন অবতরণ শুরু হয়েছে এবং জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে আসতে শুরু করেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালার যে সকল কর্ম কোন বিশেষ পাত্রে আল্লাহর কুদরত, ইচ্ছা ও ক্ষমতার চিহ্ন স্বরূপ হয়ে থাকে, কোরআন অবতরণ সেগুলোর মধ্যে একটি। এর দুটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর সাধারণ মানুষের জন্যে প্রকাশ পায় এবং দ্বিতীয় স্তরে সেই পাত্রের জন্যে আল্লাহর এই কর্ম থেকে পূর্ণতা অর্জিত হয়ে যায়। যদিও মানুষ এই পূর্ণতা সম্পর্কে জানতে পারে না; বরং আমরা "খবরে-ছাদেক" তথা বিশুদ্ধ হাদীসের মাধ্যমে এই পূর্ণতা সম্পর্কে অবগত হই। নবী করীম (সাঃ) সমগ্র সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। তাই তিনি সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং সর্বাধিক মনোনয়নযোগ্য। সহীহ্ হাদীসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, নবী করীম (সাঃ)কে নবুওয়তের পূর্ণতা ও মানবতার পূর্ণতার মর্যাদা হযরত আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পূর্বেই দান করা হয়েছিল। আল্লাহ তায়ালা মানব সৃষ্টির পূর্বেই সকল নবীর পবিত্র আত্মাসমূহের কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তাঁরা সকলেই তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। উদ্দেশ্য, সকল নবী জেনে নিক যে, তিনি সকলের অগ্রে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি নবীগণের জন্যেও তেমনি নবী ও রসূল, যেমন সকল মানুষের জন্যে। তাই لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ বাক্যাংশে কসমের 'লাম' অক্ষরটি দাখিল করা হয়েছে।

নবীগণের কাছ থেকে ঈমান ও সাহায্যের অঙ্গীকার নেয়া খেলাফতের জন্যে বয়াত নেয়ার অনুরূপ

এ অঙ্গীকার এমন, যেমন খলিফাগণের জন্যে বয়াত নেয়া। সম্ভবতঃ খলিফাগণের জন্যে বয়াত নেয়ার পদ্ধতিটি এ অঙ্গীকার থেকেই নেয়া হয়েছে। পরওয়ারদেগারের কাছে নবী করীম (সাঃ)-এর মাহাত্ম্য একটু অনুমান করুন। তিনি সকল নবীর নবী। সেমতে কেয়ামতের দিন সকল নবী তাঁরই পতাকাতলে সমবেত হবেন। শবে মে'রাজেও নবীগণ তাঁর এক্তেদা করে নামায আদায় করেছেন। যদি তিনি আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর সময়কালে আগমন করতেন, তবে এই নবীগণের উপরও তাঁর অনুসরণ ও তাঁর প্রতি ঈমান আনা তেমনি জরুরী হত, যেমন তাঁদের উম্মতের উপরও হত। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা সকল নবীর কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন। তাই সকল পয়গাম্বরের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত ও রেসালত স্বীকার করে নেয়া অপরিহার্য। কেবল এই পয়গম্বারগণ এবং

তাঁর সত্তার সমসাময়িক হওয়া বাকী ছিল। কিন্তু তাঁর শেষ যমানায় আগমন করার কারণে এই গুণগত দাবীতে কোন পরিবর্তন আসেনি।

দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য– এক, কোন কাজ এ কারণে না হওয়া যে, সেই কাজের পাত্র উপস্থিত নেই। দুই, কর্তা সূচনাতে কাজের যোগ্যতাই রাখে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়তের প্রতি নবীগণের ঈমান ও তাঁকে সাহায্য এ কারণে অস্তিত্ব লাভ করেনি যে, তিনি এই নবীগণের সময়কালে উপস্থিতই ছিলেন না। যেন পাত্র উপস্থিত ছিল না যদিও তাঁর পবিত্র সত্তার দাবীদার ছিল। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, যদি তিনি এই নবীগণের সময়কালে আগমন করতেন, তবে তাঁদের জন্যে তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য হয়ে যেত। সেমতে শেষ যমানায় যখন হযরত ঈসা (আঃ) আগমন করবেন, তখন তিনি যথারীতি নবীও হবেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শরীয়তও জারি এবং প্রয়োগ করবেন। এ কথা বলা ঠিক হবে না যে, হযরত ঈসা (আঃ) যখন শেষ যমানায় আগমন করবেন, তখন তিনি নবী হবেন না; বরং রসূলে করীম (সাঃ)-এর উম্মত হবেন। অবশ্যই তিনি উম্মত হবেন; কিন্তু উম্মত হওয়া হযরত ঈসা (আঃ)-এর নবী হওয়ার বিপরীত নয়। যেমন পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) পূর্ববর্তী নবীগণের আমলে প্রেরিত হলে তাঁদের উপর তাঁর অনুসরণ ওয়াজিব হত এবং তাঁরা যথারীতি নবীও থাকতেন। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত সকল নবীর নবুওয়তকে শামিল ও পরিবেষ্টিত করে। তাঁদের শরীয়ত ও মৌলিক নীতিসমূহও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শরীয়তের সাথে সম্পর্কিত। কোথাও শাখাগত বিরোধ থাকলে তা বিশেষীকরণ কিংবা রহিতকরণের বিরোধ বৈ নয়। অথবা বলা যায় যে, বিশেষীকরণ ও রহিতকরণ কিছুই নেই; বরং যে সময় যে নবীর শরীয়ত এসেছে সে সময় তা যেন রসূলুল্লাহরই (সাঃ)-শরীয়ত ছিল এবং সেই যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। পক্ষান্তরে তিনি নিজে যে শরীয়ত নিয়ে আগমন করেছেন, তা তাঁর উম্মতের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা দু'টি হাদীসের অর্থ বোধগম্য হয়ে গেছে। প্রথম হাদীস এই ঃ "আমি সমগ্র মানব জাতির জন্যে নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি।" এর অর্থ এরূপ মনে করা হত যে, তিনি পূর্ববর্তী সকল মানুষের জন্যে নবী। কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের নবী।

দ্বিতীয় হাদীস এই ঃ "আমি তখন নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) রুহ ও দেহের মাঝখানে ছিলেন।" এর অর্থ এরূপ ধারণা করা হত যে, এর উদ্দেশ্য আল্লাহর জ্ঞানে তিনি নবী ছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শেষ যমানায় প্রেরিত হওয়া মানবতার যোগ্যতার ভিত্তিতে হয়েছে। মানবতা যখন তাঁর বিধানাবলী অনুসরণ করার যোগ্য হয়েছে, তখন তিনি

প্রেরিত হয়েছেন। পূর্বেই এই যোগ্যতা অস্তিত্ব লাভ করলে তিনি পূর্বেই প্রেরিত হয়ে যেতেন। সুতরাং পাত্রের সাথে মিল রেখে তিনি প্রেরিত হয়েছেন। মানুষ যখন তার পয়গাম শুনতে এবং তাঁর শরীয়ত অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছে, তখন তিনি প্রেরিত হয়েছেন। এটা এমন, যেমন কেউ তার কন্যার বিবাহের জন্যে কাউকে উকিল নিযুক্ত করে দেয়। এই নিযুক্ত করা এবং সেই ব্যক্তির উকিল হওয়া সঠিক পদক্ষেপ। কিন্তু এই দায়িত্ব তখনই পূর্ণ হবে, যখন কুফু তথা কন্যার উপযুক্ত বর পাওয়া যাবে এবং অন্যান্য জরুরী সরঞ্জামাদিও সংগৃহীত হবে। এ কারণে বিবাহে বিলম্ব হলে উকিলের ওকালতি বিঘ্নিত হবে না। (তকীউদ্দীন সুবকীর বক্তব্য সমাপ্ত হল।)

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মোবারক নাম আল্লাহর নামের সাথে আরশে লিখিত আছে

হাকেম, বায়হাকী ও তিবরানী স্বীয় গ্রন্থ "আছছগীরে" এবং আবূ নায়ীম ও ইবনে আসাকির হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ হযরত আদম (আঃ)-এর প্রমাদ হয়ে গেলে তিনি আল্লাহর দরবারে আরজ করলেন- পরওয়ারদেগার! আপনি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উসিলায় আমার মাগফেরাত করে দেন। এতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন ঃ হে আদম! তুমি মোহাম্মদকে (সাঃ) চিনলে কি রূপে? আদম (আঃ) বললেন ঃ যখন আপনি আমাকে আপনার পবিত্র হস্তে সৃষ্টি করে আমার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিলেন, তখন আমি মাথা তুলে আরশের গায়ে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" লিখিত দেখলাম। এ থেকে অনুধাবন করতে পারি যে, ইনিই আপনার সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন ঃ হে আদম! তুমি সত্য বলেছ। মোহাম্মদ না হলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।"

ইবনে আসাকির কা'বে আহবার থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি পয়গাম্বরগণের সমসংখ্যক লাঠি নাযিল করেন। (খাসায়েসে কুবরার বিভিন্ন কপিতে এ ধরনের শব্দই রয়েছে। সম্ভবতঃ এখানে আরও কিছু বাক্য বাদ পড়েছে।) অতঃপর হযরত আদম (আঃ) আপন পুত্র হযরত শীছ (আঃ)কে সম্বোধন করে বললেন ঃ প্রিয় বৎস! তুমি আমার পরে আমার খলিফা হবে। তুমি তাকওয়া (খোদাভীতি) অবলম্বন কর। তুমি যখনই আল্লাহর যিকির করবে, তার সাথে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম অবশ্যই উচ্চারণ করবে। কেননা, আমি তার নাম আরশের গায়ে তখন লিখিত দেখেছি, যখন আমি রুহ ও মৃত্তিকার মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম। এরপর আমি সমগ্র আকাশমণ্ডল পরিভ্রমণ করেছি। আমি নভোমণ্ডলে এমন কোন জায়গা দেখিনি, যেখানে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম লিখিত নেই। আমার পরওয়ারদেগার আমাকে জান্নাতে

রেখেছেন। আমি জান্নাতে কোন প্রাসাদ ও বাতায়ন এমন দেখিনি, যাতে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নাম লিখিত নেই। আমি তাঁর নাম হুরদের বক্ষে, ফেরেশতাগণের চোখের পুত্তলীতে, 'তূবা'র পত্ররাজিতে এবং সিদরাতুল-মুনতাহার পল্লবসমূহে লিখিত দেখেছি। তুমিও অধিক পরিমাণে তাঁর নাম স্মরণ করবে। কেননা, ফেরেশতারাও সর্বক্ষণ তাঁর পূত নাম স্মরণ করতে থাকে।

ইবনে আদী ও ইবনে আসাকির হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন আমার মে'রাজ হয়, তখন আমি আরশের পায়ায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" লিখিত দেখেছি।

ইবনে আসাকির হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ যে রজনীতে আমার মে'রাজ হয়, সেই রজনীতে আমি আরশে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" লিখিত দেখেছি। এর সাথে আবূ বকর সিদ্দীক, ওমর ফারুক ও ওছমান যুন্নূরাইন (রাঃ)-এর নামও লিখিত ছিল।

আবু ইয়ালা, তিবরানী স্বীয় গ্রন্থ আওসাতে এবং ইবনে আসাকির ও হাসান ইবনে আরফা আপন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ জুযে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি মে'রাজ রজনীতে যে আকাশেই গমন করেছি, সেখানেই "মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" ও "আবূ বকর সিদ্দীক" লিখিত ছিল।

বাযযায আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মে'রাজ রজনীতে আমি যে আকাশেই গমন করেছি, তথায় আমার নাম 'মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ' লিখিত পেয়েছি।

দারে-কুতনী স্বীয় "আফরাদ" গ্রন্থে এবং খতীব ও ইবনে আসাকির হযরত আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি আরশে একটি সবুজ কাপড়ে শুভ্র নূর দ্বারা "মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ", "আবূ বকর সিদ্দীক" এবং "ওমর ফারুক" লিখিত পেয়েছি।

ইবনে আসাকির হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ জান্নাতের দরজায় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" লিখিত আছে।

আবূ নয়ীম স্বীয় গ্রন্থ 'আল-হিলইয়া'য় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ জান্নাতের কোন পাতা এমন নেই, যাতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" লিখিত নেই।

হাকেম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন- হযরত মোহাম্মদের প্রতি ঈমান আন

এবং তোমার উম্মতের যে ব্যক্তিই তাঁর সময়কাল পাবে, তাকে তাঁর প্রতি ঈমান আনতে আদেশ কর। কেননা, মোহাম্মদ না হলে আমি আদমকে সৃষ্টি করতাম না এবং জান্নাত ও দোযখও সৃষ্টি করতাম না। আমি আরশকে পানির পৃষ্ঠে সৃষ্টি করলাম। সে হেলতে দুলতে লাগল। এরপর যখন তাতে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" লিখে দিলাম, তখন নিশ্চল হয়ে গেল। হাফেয যাহাবী (রহঃ) বলেন ঃ এই রেওয়ায়েতের সনদে আমর ইবনে আউস রয়েছে। সে অজ্ঞাত।

ইবনে আসাকির আবুয যুবায়রের মধ্যস্থতায় হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আদম (আঃ)-এর উভয় কাঁধের মাঝখানে "মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ খাতেমুন্নবীয়্যীন" লিখিত ছিল।

বাযযায হযরত আবূ যর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরআনে যে কান্‌য (ধনভাণ্ডার)-এর উল্লেখ আছে, তা একটি স্বর্ণের ফালি, যাতে লিখিত আছে- "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" আমি সেই ব্যক্তির জন্যে বিস্মিত, যে তকদীরে বিশ্বাস রাখে না। আমি সেই ব্যক্তির জন্যে বিস্মিত, যে জাহান্নামের কথা বলেও হাস্য করে। আমি সেই ব্যক্তির আচরণে অবাক, যে মৃত্যুকে স্মরণ করেও গাফেল থাকে। "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ"। এমনি ধরনের রেওয়ায়েত হযরত ওমর ও হযরত আলী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে, যা বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও রেওয়ায়েত আছে, যা খারায়েতী "কামউল হিরছ" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন।

তিবরানী ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন- "হযরত দাউদ (আঃ)-এর আংটির মণিকাটি আকাশ থেকে প্রেরিত হয়েছিল। তিনি সেটিকে স্বীয় আংটিতে সংযুক্ত করে নেন। এতে 'আমাকে ছাড়া কোন (সৃষ্টিকর্তা) নেই, মোহাম্মদ আমার বান্দা ও রসূল লিখিত ছিল।

ইবনে আসাকির ও ইবনে ফিজার স্ব-স্ব ইতিহাস গ্রন্থে আবুল হাসান আলী ইবনে আবদুল্লাহ হাশেমী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি ভারতবর্ষের কোন এক এলাকায় পৌঁছে একটি কাল রঙের গোলাপ গাছ দেখলাম। এর বড় কাল ফুলের সুগন্ধি অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ছিল। ফুলের গায়ে সাদা হরফে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ আবু বকর ছিদ্দীক, ওমর ফারুক" লিখিত ছিল। আমার সন্দেহ হল যে, সম্ভবতঃ এটা কারও কাজ হবে। তাই আমি একটি বন্ধ কলি খুলে দেখলাম। আশ্চর্যের বিষয়, তাতেও এরূপ লিখিত ছিল। এ ধরনের গোলাপ গাছ সেখানে প্রচুর পরিমাণে ছিল। কিন্তু সেই গ্রামের লোকেরা খোদাকে চিনত না। তারা পাথরের পূজা করত।

হযরত আদম (আঃ)-এর আমলে এবং আকাশে আযানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র নাম

আবূ নয়ীম হিলইয়া গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির আতা থেকে, তিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ হযরত আদম (আঃ) ভারতবর্ষে অবতরণ করেন।[১] অবতরণের পর বিমর্ষতা অনুভব করলে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং আযান দেন– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (দু'বার), আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ (দু'বার)। আদম (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই মোহাম্মদ কে? জিবরাঈল বললেন ঃ ইনি আপনার সন্তানদের মধ্যে সর্বশেষ নবী।

বাযযার হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল (সাঃ)কে আযান শিক্ষা দেয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) বোরাকে চড়ে আগমন করলেন। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে বোরাকে সওয়ার করাতে চাইলে বোরাক ক্ষিপ্ত হয়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ থেমে যা। আল্লাহর কাছে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়ে বেশী মনোনীত কোন বান্দা তোর উপর কখনও সওয়ার হয়নি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সওয়ার হয়ে গেলেন। যখন সেই পর্দা পর্যন্ত পৌঁছালেন, যা আল্লাহ তায়ালার মাঝখানে অন্তরায় ছিল, তখন এক ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করল। সে বলল ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। পর্দার পিছন থেকে আওয়াজ এল ঃ আমার বান্দা ঠিকই বলেছে। আমিই সুমহান। ফেরেশতা বলল ঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। পর্দার পিছন থেকে আওয়াজ এলঃ আমার বান্দা ঠিক বলেছে। আমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই। ফেরেশতা বলল ঃ আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। পর্দার পিছন থেকে আওয়াজ এল ঃ আমার বান্দা ঠিক বলেছে। আমিই মোহাম্মদকে নবী করে প্রেরণ করেছি। ফেরেশতা বলল ঃ হাইয়া আলাচ্ছালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, কাদ কামাতিছ-ছালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আবার আওয়াজ এল ঃ আমার বান্দা ঠিক বলেছে। আমি ছাড়া কোন মাবূদ নেই।

এরপর ফেরেশতা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত ধরে ইমামতির জন্যে অগ্রে বাড়িয়ে দিল। তিনি সমগ্র আকাশবাসীর ইমাম হলেন। তাদের মধ্যে হযরত আদম ও নূহ (আঃ)ও ছিলেন। এভাবে আল্লাহ তায়ালা রসূলে করীম (সাঃ)কে সমস্ত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন।

---

(১) হযরত আদম (আঃ) ভারতবর্ষের সরণদ্বীপে অবতরণ করেন। সেখানে এক পাহাড়ে তাঁর পদচিহ্ন মৌজুদ আছে

হুযূর (সাঃ)-এর জন্যে নবীগণের কাছ থেকে ঈমানের অঙ্গীকার নেয়া

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ
وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ
وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا
قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ -

ঃ আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদেরকে দান করেছি কিতাব ও জ্ঞান এবং অতঃপর তোমাদের নিকট কোন রসূল আসেন তোমাদের কিতাবের সত্যায়নের জন্যে, তখন সেই রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ বললেন ঃ তোমরা কি এই শর্তে আমার প্রদত্ত অঙ্গীকার গ্রহণ করে নিয়েছ? তারা বলল ঃ আমরা স্বীকার করছি। আল্লাহ বললেন ঃ তাহলে এবার সাক্ষী থাক, আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।-(সূরা আলে এমরান, আয়াত ৮১)

এই আয়াত সম্পর্কে ইবনে আবী হাতেম সুদ্দী (রাহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ (আঃ)-এর পর যে কোন নবী প্রেরণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তিনি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনবেন এবং তাঁর সাহায্য করবেন, যদি তিনি তাঁর যুগে আসেন। নতুবা আপন উম্মতের কাছ থেকে ঈমান আনা ও সাহায্য করার অঙ্গীকার নিবেন।

ইবনে আসাকির কুরায়ব থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন ------- অবশেষে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত, সর্বশ্রেষ্ঠ কাল এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ শহরে জন্মগ্রহণ করলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা যত দিন চেয়েছেন, তিনি ইবরাহীম (আঃ)-এর হেরেমে বসবাস করলেন। এরপর তিনি "হেরেমে-মোহাম্মদ" অর্থাৎ মদীনায় চলে এলেন। এভাবে তিনি যেন এক হেরেমে জন্মগ্রহণ করলেন এবং অন্য হেরেমের দিকে হিজরত করলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া

ইবনে জরীর স্বীয় তফসীরে আবুল আলিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! আমার সন্তানদের মধ্যে একজন রসূল প্রেরণ করো।

আল্লাহর পক্ষ থেকে জবাব এল ঃ তোমার দোয়া কবুল হয়েছে। এই রসূল শেষ যুগে আগমন করবেন। আহমদ, হাকেম ও বায়হাকী এরবায ইবনে সারিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ "আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দোয়া এবং ঈসার সুসংবাদ।"

ইবনে আসাকির ওবাদা ইবনে সামেত (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-কে বলা হল ঃ আপনি নিজের সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, আমি পিতা ইবরাহীমের দোয়া এবং আমার আগমনের সুসংবাদ সকলের শেষে ঈসা ইবনে মরিয়মও (আঃ) দিয়েছেন।

ইবনে সা'দ জরীর থেকে এবং তিনি যাহহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আমার আগমনের জন্যে আমার পিতা ইবরাহীম তখন দোয়া করেন, যখন তিনি বায়তুল্লাহর ভিত্তি স্থাপন করছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করে নেন।

আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর সন্তানদেরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে অবগত করে দিয়েছিলেন

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন- হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন বিবি হাজেরার দেশত্যাগের আদেশ পান, তখন তাঁদেরকে বোরাকে সওয়ার করানো হয়। তাঁরা যখনই কোন উর্বর ও নরম ভূমি অতিক্রম করতেন, তখনই হযরত ইবরাহীম (আঃ) বলতেন ঃ হে জিবরাঈল, এখানেই নেমে পড়ুন। জিবরাঈল (আঃ) অস্বীকার করতেন। অবশেষে মক্কা এসে গেলে জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ হে ইবরাহীম! এখানে অবতরণ করুন। ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ এখানে, এই ঘাস-পানিবিহীন প্রান্তরে? জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, এখানেই আপনার সন্তানদের মধ্যে উম্মী নবী আবির্ভূত হবেন।

ইবনে সা'দ শা'বী থেকে আরও রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহিফায় বর্ণিত আছে, তাঁর অনেক সন্তান-সন্ততি হবে। অবশেষে তাঁর সন্তানদের মধ্যে উম্মী নবী ও খাতেমুন্নবীয়্যীন আসবেন।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে আরও রেওয়ায়েত করেন- যখন হাজেরা আপন পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে রওয়ানা হলেন, তখন পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হল। সে বলল ঃ হাজেরা, তোমার পুত্র অনেক গোত্র ও প্রজন্মের পিতা হবে। তারই বংশধরের মধ্যে হেরেমে বসবাসকারী নবী উম্মী পয়দা হবেন।

ইবনে সাদ মোহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে আরও রেওয়ায়েত করেন- আল্লাহ তায়ালা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট এ মর্মে ওহী পাঠান যে, আমি তোমার সন্তানদের মধ্যে এমন নবী প্রেরণ করব, যিনি খাতেমুন্নবীয়্যীন হবেন এবং যাঁর নাম হবে 'আহমদ'। তাঁর উম্মতগণ বায়তুল-মোকাদ্দাসের প্রাসাদরাজি পুনঃ নির্মাণ করবে।

আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমন সম্পর্কে অবহিত করেছেন

আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে এরশাদ করেন–

যারা নবী উম্মীর অনুসরণ করে, তাঁরা তার আলোচনা তওরাত ও ইঞ্জিলে লিখিত দেখতে পায়। আরও এরশাদ হয়েছে-

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ـ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا
سِيْمَاهُمْ فِىْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ـ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى
التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ ـ

ঃ মোহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রসূল; তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাদেরকে রুকু ও সেজদায় অবনত দেখবে। তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার চিহ্ন থাকবে। তওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপই এবং ইনজীলেও। তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়।

বোখারীর রেওয়ায়েতে আতা ইবনে ইয়াসার বলেন ঃ আমি একবার আমর ইবনুল 'আস (রাঃ)-এর সাথে দেখা করলাম এবং বললাম- রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন ঃ শুন। কোরআনে উল্লিখিত তাঁর কতক গুণের উল্লেখ তওরাতেও আছে। তওরাতে আছ– হে নবী! আমি আপনাকে শাহেদ (সাক্ষ্যদাতা), মুবাশশির (সুসংবাদদাতা) এবং নযীর (সতর্ককারী) রূপে প্রেরণ করেছি। আপনি উম্মীদের আশ্রয়স্থল, আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম "মুতাওয়াক্কিল" (ভরসাকারী) রেখেছি। আপনি অসচ্চরিত্র ও কঠোর নন এবং বাজারেও ঘুরাফিরা করেন না। আপনি মন্দের জবাবে মন্দ করেন না; বরং মাফ করে দেন। আল্লাহ আপনাকে তুলে নিবেন না, যে পর্যন্ত আপনার জাতি পথভ্রষ্টতা মুক্ত না হয়ে যায় এবং তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" না বলে। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে অন্ধ চক্ষুসমূহকে দৃষ্টিশক্তি, বধির কর্ণসমূহকে শ্রবণশক্তি এবং পথভ্রান্ত অন্তরসমূহকে সৎপথের দিশা দান করবেন।

ইবনে আসাকির "তারীখে দামেশক"-এ মোহাম্মদ ইবনে হামযা থেকে রেওয়ায়েত করেন এবং তিনি তাঁর পিতামহ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে বর্ণনা

করেন– যখন আমি নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে জ্ঞাত হলাম, তখন তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি ইয়াসরিব ভূখণ্ডের আলেম ইবনে সালাম! আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তওরাতে আমার কোন উল্লেখ আছে কি? আমি বললাম ঃ প্রথমে আপনি আপনার প্রতিপালক সম্পর্কে বলুন। এ কথা শুনে তিনি কাঁপতে লাগলেন। জিবরাঈল তৎক্ষণাৎ আগমন করলেন এবং এই আয়াতগুলো তেলাওয়াত করলেনঃ .... বলুন, তিনি আল্লাহ এক। আল্লাহ সর্ব বিষয়ের নির্ভর। তিনি জনক নহেন এবং জাতকও নহেন এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

এই আয়াতগুলো শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে এবং আপনার ধর্মকে সকল ধর্মের উপর বিজয়ী করবেন। তওরাতে আপমার গুণ এভাবে উল্লিখিত আছেঃ

হে নবী! আমি আপনাকে "শাহেদ", "মুবাশশির" ও "নযীর"রূপে প্রেরণ করেছি। আপনি আমার বান্দা ও রসূল। আমি আপনার নাম "মুতাওয়াক্কিল" রেখেছি। আপনি না কটুভাষী, না কঠোর মেজাজী। আপনি বাজারে ঘুরাফিরা করেন না। আপনি মন্দের জওয়াবে মন্দ করেন না; বরং মাফ করে দেন। আল্লাহ আপনাকে তুলে নিবেন না, যে পর্যন্ত আপনার শিক্ষায় উম্মত সঠিক পথে চলতে না থাকে এবং তারা সকলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ না বলে। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে অন্ধ চক্ষুসমূহকে দৃষ্টিশক্তি, বধির কর্ণসমূহকে শ্রবণশক্তি এবং তালাযুক্ত অন্তরসমূহকে উন্মোচন করেন।–(ইবনে আসাকির যায়দ ইবনে আসলাম থেকেও একই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।)

দারেমী স্বীয় মসনদে এবং ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন, কা'ব উপরোক্ত রেওয়ায়েতে আরও সংযোজন করেছেন, "মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ আমার মনোনীত বান্দা। তিনি বদমেযাজ ও কঠোর স্বভাব নন। বাজারেও ঘুরাফিরা করেন না। মন্দের জবাবে মন্দ আচরণ করেন না; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করে দেন। তাঁর জন্মস্থান মক্কা এবং হিজরতের স্থান মদীনা। তাঁর রাজত্ব শামদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। তিনি আল্লাহর রসূল। তাঁর উম্মত আল্লাহর সর্বাধিক প্রশংসাকারী। তারা অভাব-অনটনেও হৃষ্টচিত্তে আল্লাহর প্রশংসা করে। তারা যখন কোন জায়গায় পৌঁছবে, তখন আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে। রৌদ্রের মাধ্যমে সময়ের অনুমান করবে এবং নামায সময়মত আদায় করবে। দেহের মাঝখানে লুঙ্গি বাঁধবে। তারা হাত, পা ধৌত করবে। রাত্রিকালে তাদের এমন শুনা যাবে, যেমন মৌমাছির ভন ভন শব্দ।"

দারেমী, ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির, আবূ ফরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি ইবনে আব্বাস এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) কা'বে আহবারকে

জিজ্ঞাসা করলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণ তওরাতে কিভাবে উল্লেখিত হয়েছে? কা'ব বললেন ঃ তওরাতে তিনি এভাবে আলোচিত হয়েছেন-"মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন এবং মদীনায় হিজরত করবেন। তাঁর রাজত্ব মুল্‌কে শাম পর্যন্ত বিস্তৃত হবেন। তিনি বাজারে ঘুরাফিরাকারী হবেন না। মন্দের জবাবে মন্দ আচরণ করবেন না; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করে দিবেন। তাঁর উম্মত আল্লাহর প্রভূত প্রশংসাকারী হবে। তারা প্রতিটি আনন্দের ক্ষেত্রে আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করবে। তারা আপন হাত, পা ধৌত করবে এবং কোমরে লুঙ্গি বাঁধবে। নামাযের জন্যে যুদ্ধের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। মসজিদ সমূহে তাদের দোয়া ও তেলাওয়াতের গুঞ্জন মৌমাছির ভনভন শব্দের মত শ্রুত হবে। তাদের দোয়া আকাশে-শুনা যাবে।"

যুবায়র ইবনে বাক্কার "আখবারে-মদীনা" গ্রন্থে এবং আবূ নয়ীম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- আমার গুণ এরূপ ঃ আহমদ, মুতাওয়াক্কিল। জন্মস্থান মক্কা। হিজরতভূমি মদীনা। না বদমেযাজ, না কঠোর স্বভাব। সদাচরণের প্রত্যুত্তরে সদাচরণ করেন এবং অসদাচরণের জবাবে অসদাচরণ করেন না। তাঁর উম্মত সর্বাবস্থায় আল্লাহর খুব গুণগান করে। তারা কোমরে লুঙ্গি বাঁধে। আপন হাত, পা ধৌত করে। তাদের 'ইনজীল' তাদের বক্ষে সংরক্ষিত। তারা নামাযের জন্যে জেহাদের ন্যায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। তারা সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে। তারা রাতের বেলায় সন্ন্যাসী এবং দিবাভাগে সিংহ হয়ে যায়।"

ইবনে সা'দ, হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে ইনজীলে এভাবে উল্লেখ আছে- ঃ তিনি না বদমেযাজ, না কঠোর স্বভাব। তিনি বাজারে ঘুরাফিরাও করেন না। মন্দের প্রতিদান মন্দ দিয়ে দেন না; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করে দেন।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম উম্মে দারদা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি কা'বকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তওরাতে নবী করীম (সাঃ)-এর উল্লেখ কিভাবে করা হয়েছে? কা'ব বললেন ঃ তওরাতে তাঁর উল্লেখ এভাবে করা হয়েছে-

ঃ তিনি আল্লাহর রসূল। তিনি না বদমেযাজ, না কঠোর স্বভাব, না বাজারে ঘুরাফিরা করেন। তাঁকে ধনভাণ্ডার দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে অন্ধদেরকে দৃষ্টিশক্তি দান করবেন। বধির কর্ণসমূহকে শ্রবণ শক্তি দান করবেন এবং বিপথগামীদেরকে পথে আনবেন। অবশেষে সকলেই সাক্ষ্য দিবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" তিনি উৎপীড়িতদের সাহায্য করবেন এবং দুর্বলদের হেফাযত করবেন।

আবূ নয়ীম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন- হযরত মূসা-(আঃ)-এর প্রতি তওরাত নাযিল হলে পর

তিনি তাতে উম্মতে মোহাম্মদীর উল্লেখ দেখে বললেন ঃ পরওয়ারদেগার! আমি তওরাতে এক উম্মতের উল্লেখ দেখতে পাচ্ছি, যারা সকলের শেষে আগমন করবে এবং প্রতিযোগিতায় সকলের অগ্রে চলে যাবে। আপনি তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ বললেন ঃ এরা আহমদের উম্মত। মূসা (আঃ) বললেন ঃ পরওয়ারদেগার! তওরাতে এক উম্মতের উল্লেখ আছে, যারা আপনাকে ডাকবে এবং তাদের দোয়া কবুল হবে। তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন ঃ এরা তো আহমদের উম্মত। মূসা (আঃ) বললেন ঃ পরওয়ারদেগার, তওরাতে এমন লোকদের কথা আছে, যাদের 'ইনজীল' তাদের বক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। তারা সেটি মুখে মুখে তেলাওয়াত করবে। তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন ঃ এরাতো আহমদের উম্মত। মূসা (আঃ) বললেন ঃ প্রভু, তওরাতে এমন লোকদের উল্লেখ আছে, যাদের জন্যে গনীমত তথা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হালাল। তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন ঃ এরা আহমদের উম্মত। মূসা (আঃ) বললেন ঃ হে রব! তওরাতে এমন উম্মতের কথা আছে, যারা নিজেদেরই আত্মীয়-স্বজনকে খয়রাত দিবে এবং এ জন্যে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। এদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ পাক বললেন ঃ এরা তো আহমদের উম্মত। মূসা (আঃ) বললেন ঃ পরওয়ারদেগার! তওরাতে তাদের উল্লেখ আছে, যারা সৎকাজ করার ইচ্ছা করলে এবং আনজাম না দিলেও তাদেরকে এক পুণ্যের সওয়াব দেয়া হবে, আর আনজাম দিলে দশ পুণ্যের সওয়াব দান করা হবে। তাদেরকেই আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ তায়ালা বললেন ঃ এরাও আহমদের উম্মত। মূসা (আঃ) বললেন ঃ প্রভু হে! তওরাতে এমন লোকদের কথা আছে, যারা কেবল পাপ কাজের ইচ্ছা করে তা আনজাম না দিলে তাদের কোন পাপ লেখা হবে না। আর যদি আনজামও দেয়, তবে কেবল একটি পাপই লেখা হবে। পরওয়ারদেগার! তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ বললেন ঃ এরাও আহমদের উম্মত। মূসা (আঃ) বললেন ঃ হে রব! তওরাতে এমন লোকদের উল্লেখ আছে, যাদেরকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের সম্পর্কে জ্ঞান দান করা হবে এবং যারা পথভ্রষ্টতা মিটিয়ে দিবে ও মসীহ্ দাজ্জালকে হত্যা করবে। পরওয়ারদেগার, তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ বললেনঃ এরাও আহমদের উম্মত হবে। অতঃপর মূসা (আঃ) বললেন ঃ পরওয়ারদেগার! তাহলে আমাকেও আহমদের উম্মতের একজন করে দিন। এতে আল্লাহ্ তায়ালা মূসা (আঃ)কেও দু'টি স্বাতন্ত্র্য দান করলেন; বললেন ঃ হে মূসা! আমি তোমাকে আমার পয়গাম (রেসালত) ও কালামের জন্যে বেছে নিয়েছি। অতএব, আমি যা দিচ্ছি, তা নাও এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এ কথা শুনার পর হযরত মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! আমি রাযী।

আবূ নয়ীম আবদুর রহমান মুয়াফেরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কা'বে আহবার জনৈক ইহুদী আলেমকে ক্রন্দনরত দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ব্যাপার কি? আলেম বলল ঃ কোন একটি কথা মনে পড়েছে। কা'ব বললেন ঃ আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যদি আমি তোমার ক্রন্দনের কারণ বলে দেই তবে তুমি আমার প্রশ্নসমূহের সঠিক জবাব দিবে কি? সে বলল ঃ হ্যাঁ, দিব। কা'ব বললেনঃ তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি। মূসা (আঃ) তওরাত পাঠ করে পরওয়ারদেগারকে বললেন ঃ পরওয়াদেগার! তওরাতে একটি শ্রেষ্ঠ উম্মতের উল্লেখ আছে, যারা মানুষকে সৎ কাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ করতে নিষেধ করবে। তারা অতীত ও সর্বশেষ কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান আনবে। পথভ্রষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অবশেষে কানা দাজ্জালকেও হত্যা করবে। পরওয়ারদেগার! তাদেরকে আমার উম্মত করে দাও। আল্লাহ্ বললেন ঃ এরা আহমদের উম্মত হবে। এ কথা শুনে ইহুদী আলেম বলল ঃ হাঁ, এটা ঠিক।

অতঃপর কা'ব বললেন ঃ তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহর কিতাবে এ কথাও আছে কি যে, তওরাত পাঠ করার পর মূসা (আঃ) আল্লাহকে বললেন ঃ হে রব, এই কিতাবে এমন লোকদের কথা আছে, যারা তোমার সর্বাধিক প্রশংসা করবে। সময়ের অনুবর্তিতা করবে, সংকল্পে দৃঢ় হবে। কোন কাজের ইচ্ছা করলে ইনশাআল্লাহ্ বলবে। হে রব! তাদেরকে আমার উম্মত করে দিন। আল্লাহ্ বললেন ঃ এরা তো আহমদের উম্মত। এ প্রশ্ন শুনে ইহুদী আলেম বলল ঃ হ্যাঁ, ঐশী কিতাবে এরূপ আছে।

কা'ব বললেন ঃ আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি– কিতাবে এ কথা আছে কি যে, মূসা (আঃ) তওরাত পাঠ করার পর বললেন, হে আল্লাহ! তওরাতে এমন লোকদের উল্লেখ আছে, যারা উচ্চ ভূমিতে আরোহণ করার সময় আল্লাহর হামদ করবে। আর যখন কোন নিম্নভূমিতে অবতরণ করে, তখনও আল্লাহর হামদ করবে। মাটি তাদের জন্যে পবিত্র। সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তাদের সেজদার স্থান। তারা 'জানাবত' থেকে পবিত্র থাকবে। পানি না পাওয়া গেলে মাটিও তাদের জন্যে পাক হওয়ার উপাদানরূপে গণ্য হবে। তাদের মুখমণ্ডল ওযূর কারণে ঝলমল করবে। হে রব! তাদেরকে আমার উম্মত করে দাও। আল্লাহ্ বললেন ঃ এরাও আহমদের উম্মত। এ কথা শুনে ইহুদী আলেম বলল ঃ এটাও ঠিক।

কা'ব বললেন ঃ তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি- তুমি কি ঐশী গ্রন্থে এ কথাও পাও যে, হযরত মূসা (আঃ) তওরাত পাঠ করে আরজ করলেন ঃ প্রভু হে! এই কিতাবে এমন লোকদের উল্লেখ আছে, যাদের প্রতি তুমি রহমত করেছ। যারা দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও কিতাবের উত্তরাধিকার লাভ কর ব! তুমি তাদেরকে মনোনীত

করেছ। তাদের কেউ কেউ নিজের উপর জুলুম করবে। কেউ কেউ মধ্যবর্তী পথে চলবে এবং কেউ কেউ সৎ কাজের দিকে দ্রুত ধাবিত হবে। তবে তোমার রহমত তাদের সকলের উপর সমভাবে বর্ষিত হবে। তাদেরকেই আমার উম্মত করে দাও। আল্লাহ বললেন ঃ এরা তো আহমদের উম্মত। ইহুদী আলেম বললঃ হ্যাঁ, তাই।

কা'ব বললেন ঃ আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি– হযরত মূসা (আঃ) তওরাত পাঠ করার পর আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার কিতাবে এমন লোকদের উল্লেখ দেখা যায়, যাদের কোরআন বুকের মধ্যে সংরক্ষিত থাকবে। তারা জান্নাতীদের অনুরূপ বস্ত্র পরিধান করবে। নামাযের সারি এমন বানাবে, যেমন ফেরেশতারা তোমার দরবারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মসজিদসমূহে তাদের তেলাওয়াতের শব্দ মৌমাছির গুঞ্জনের মত শ্রুত হবে। তাদের কেউ জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত সে পুণ্য কাজ থেকে এমনভাবে খালি না হয়, যেমন প্রস্তরখণ্ডের উপরিভাগ ঘাস থেকে খালি থাকে। হে আল্লাহ! তাদেরকে আমার উম্মত করে দাও। আল্লাহ বললেন, এরা তো আহমদের উম্মত। ইহুদী আলেম বলল, হ্যাঁ, এটাও সঠিক।

আল্লাহ তাআলার জবাব শুনে মূসা (আঃ) বিস্মিত হলেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর উম্মতকে কি পরিমাণ কল্যাণ ও সৌভাগ্য দান করেছেন! তিনি বললেন, হায়! আমি নিজেও যদি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মত হতাম! এরপর আল্লাহ তাঁকে এই আয়াত ওহী করলেন,

يٰمُوْسٰٓى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَبِكَلَامِىْ -

ঃ হে মূসা (আঃ) ! আমি তোমাকে আমার পয়গাম ও কালামের জন্যে মনোনীত করেছি। এতে মূসা (আঃ) খুশী হয়ে গেলেন।

আবূ নয়ীম সায়ীদ ইবনে আবী হেলাল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কা'বে আহবারকে বললেন ঃ বলুন, অতীত ঐশী গ্রন্থসমূহে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতের উল্লেখ কিভাবে করা হয়েছে? কা'ব বললেন ঃ পূর্ববর্তী কিতাবে বলা হয়েছে যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মত আল্লাহ তায়ালার খুব প্রশংসা করবে। তারা প্রত্যেক ভাল-মন্দ বিষয়ে আল্লাহর তারীফ করবে। উচ্চভূমিতে আরোহণ করার সময় আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা করবে এবং নিম্ন ভূমিতে অবতরণ করার সময় তাঁর পবিত্রতা পাঠ করবে। তাদের দোয়া আকাশ পর্যন্ত পৌঁছবে এবং তাদের নামাযের গুঞ্জন মৌমাছিদের শব্দের মত হবে। তারা নামাযে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়, যেমন ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের দরবারে দণ্ডায়মান হয়। যুদ্ধক্ষেত্রেও তারা নামাযের ন্যায় সারিবদ্ধ হবে। তারা

জেহাদের জন্যে বের হলে ফেরেশতারা তাদের অগ্রে ও পশ্চাতে বর্শা নিয়ে বের হবে। আল্লাহর পক্ষে বের হওয়ার সময় আল্লাহ তাদেরকে ছায়াদান করবেন, যেমন বাজপাখী তার বাসায় থাকে। (এ স্থলে কা'ব ইশারার মাধ্যমে বাজের বাসায় পাখা বিস্তার করার দৃশ্য দেখিয়ে দেন।) তারা কোন কঠিন স্থানে পিছপা হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে জিবরাঈল তাদের সাহায্যার্থে চলে আসেন।

আবূ নয়ীম হিলইয়া গ্রন্থে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন— যে ব্যক্তি আহমদকে অস্বীকার করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। মূসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আহমদ কে? আল্লাহ তায়ালা বললেন ঃ আহমদ সেই ব্যক্তি, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যার চেয়ে উত্তম কেউ নেই। তার নাম নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির পূর্বেই আমি আরশে লিখে দিয়েছিলাম। জান্নাতে কেউ দাখিল হবে না, যে পর্যন্ত সে নিজে এবং তাঁর সমস্ত উম্মত দাখিল না হয়ে যায়।

হযরত মূসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তাঁর উম্মত কেমন? আল্লাহ বললেন ঃ তারা আল্লাহর খুব হামদ করবে। প্রত্যেক উঁচু নীচু স্থানে আল্লাহর প্রশংসা করবে। শরীরের মাঝখানে লুঙ্গি বাঁধবে। ওযূ করবে। দিনে রোযা রাখবে এবং রাতে এবাদত করবে। আমি তাদের নিম্নতম পর্যায়ের আমলও কবুল করে নিব। তাদেরকে কেবল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে জান্নাতে দাখিল করব।

হযরত মূসা (আঃ) বললেন ঃ আমাকে তাদের নবী করে দিন। আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করলেন ঃ তাদের নবী তাদের মধ্য থেকেই হবে। মূসা (আঃ) বললেন ঃ তা হলে আমাকে সেই নবীর উম্মত করে দিন। আল্লাহ বললেন ঃ সেই নবী পরবর্তীকালে আগমন করবেন। তবে তুমি জান্নাতে তাঁর সাথে থাকবে।"

ইবনে আবী হাতেম ও আবূ নয়ীম ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তায়ালা ইউশা নবীর কাছে ওহী পাঠালেন ঃ আমি একজন নবী উম্মী প্রেরণ করব, যার মাধ্যমে বধির কর্ণসমূহকে, বন্ধ অন্তরসমূহকে এবং অন্ধ চক্ষুসমূহকে উন্মোচন করব। সেই নবী মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন। মদীনায় হিজরত করবেন এবং তাঁর রাজত্ব শামদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আমার এই বান্দার নাম মুতাওয়াক্কিল, মুস্তফা, মরফূ, হাবীব, মাহবূব ও মুখতার হবে। মন্দের জবাবে মন্দ আচরণ করবে না; বরং মাফ করে দিবে। ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল হবে। জন্তুর পিঠে বোঝা দেখে এবং এতিমকে বিধবার কোলে দেখে অশ্রুসজল হয়ে যাবে। সে না বদস্বভাব হবে, না কঠোর মেযাজ। বাজারে ঘুরাফিরা করবে না। অশোভন ও অমার্জিত কথাবার্তা বলবে না। এতটুকু গম্ভীর যে, প্রদীপের পার্শ্ব দিয়ে

চলে গেলে তার শিখা সামান্যও নড়বে না। বাঁশের উপর দিয়ে হাঁটলেও পায়ের শব্দ শুনা যাবে না। সে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী, প্রতিটি ভাল কাজের জন্যে প্রস্তুত, সচ্চরিত্রতায় ভূষিত, গাম্ভীর্য তাঁর পোশাক, সততা তাঁর ভূষণ, খোদাভীতি তাঁর বিবেক। প্রজ্ঞা তাঁর বুদ্ধিমত্তা। সত্যবাদিতা তাঁর মজ্জা। ক্ষমা ও অনুগ্রহ তাঁর চরিত্র, ন্যায়বিচার তাঁর স্বভাব, সত্যতা তাঁর শরীয়ত। হেদায়াত তাঁর পথ প্রদর্শক। ইসলাম তাঁর ধর্ম এবং আহমদ তাঁর নাম। আমি তাঁর মাধ্যমে পথভ্রষ্টদেরকে হেদায়েত এবং অজ্ঞদেরকে জ্ঞান দান করব। তাঁর মাধ্যমে অনুন্নতদেরকে উন্নত করব। অখ্যাতদেরকে সম্মান দান করব। দরিদ্রদেরকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করব। নিঃস্বদের ধনাঢ্য করব। বিচ্ছিন্নতার পর মিলন ঘটাব। ভিন্ন মতাবলম্বীদেরকে পরস্পরে মিলিত করব এবং তাঁর উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করব। তারা মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আমার প্রতি এবং আমার তওহীদের প্রতি সাচ্চা ঈমান রাখবে। আমার সকল পয়গাম্বরের কিতাবে বিশ্বাস রাখবে। তারা সময়ের খেয়াল রাখবে। তারা সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের অন্তর, মুখমণ্ডল ও রুহ আমার হয়ে গেছে। তাদেরকে মোবারকবাদ! আমি তাদেরকেই সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করব যারা মসজিদে, মজলিসে, নিদ্রাস্থলে এবং ঠিকানায় সর্বদা আমার পবিত্রতা, প্রশংসা, মহত্ত্ব ও একত্ব বর্ণনা করবে। তারা নামাযে এমনভাবে সারিবদ্ধ হবে, যেমন ফেরেশতারা আমার আরশের চারপাশে সারিবদ্ধ হয়। তারা আমার দোস্ত ও আনসার। আমি তাদের খাতিরে আমার দুশমন মূর্তিপূজারীদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিব। তারা দাঁড়িয়ে, বসে, রুকু করে ও সেজদা করে নামায আদায় করবে। তাদের হাজারো লোক আমার খাতিরে জানমাল বিসর্জন দিতে বের হয়ে পড়বে এবং আমার পথে সারিবদ্ধ হয়ে লড়াই করবে। তাদের ধর্মগ্রন্থ সর্বশেষ, তাদের শরীয়ত সর্বশেষ এবং তাদের ধর্ম সর্বশেষ হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের আমলে তাদের কিতাব, তাদের শরীয়ত এবং তাদের ধর্মে ঈমান আনবে না, আমার সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং আমি তার তরফ থেকে মুক্ত। আমি তাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করব। তারা কিয়ামতের দিন সকলের জন্যে সাক্ষ্যদাতা হবে। তারা যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে। কোন বিষয়ে তিক্ততা অনুভব করলে "আল্লাহু আকবার" বলবে। তাদের মধ্যে কোন কলহ সৃষ্টি হয়ে গেলে "সোবহানাল্লাহ" বলবে। তারা হাত মুখ ও পা ধৌত করে এবং লুঙ্গি মাঝখানে বাঁধবে। উঁচু স্থানে উঠার সময় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলবে। আল্লাহর পথে প্রাণ উৎসর্গ করবে। তাদের ইঞ্জিল তাদের বক্ষে সংরক্ষিত থাকবে। তারা রাতে আবেদ, যাহেদ এবং দিনে সিংহের ন্যায় সংগ্রামী হবে। তাদের মুয়াযযিন শূন্য পরিমন্ডলে আহ্বান ছড়িয়ে দেবে। তাদের তেলাওয়াতের গুঞ্জন মৌমাছির আওয়াজের মত হবে। সেই ব্যক্তি সফলকাম, যে তাদের সাথে থাকবে এবং তাদের শরীয়ত মেনে চলবে। এটা আমার পুরস্কার।

আমি যাকে ইচ্ছা এই পুরস্কার দান করি। আমার পুরস্কারের বিস্তৃতির কোন পারাপার নেই।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, জারুদ ইবনে আবদুল্লাহ নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন ঃ সেই আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে নবী করে প্রেরণ করেছেন– আমি আপনার আলোচনা তওরাতে পেয়েছি এবং হযরত ঈসা (আঃ) আপনার আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন।

আবূ নয়ীম সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) কা'ব আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর আমলে ইসলাম গ্রহণ করলেন না কেন? এখন হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কা'ব বললেন ঃ আমার পিতা তওরাতের কিছু অংশ লেখে আমাকে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, ব্যস এটুকুই মেনে চলবে এবং এই আমলই অব্যাহত রাখবে। তিনি অবশিষ্ট তওরাত মোহরাবদ্ধ করে বললেন ঃ এই মোহর ভেঙ্গে তওরাত পাঠ করার চেষ্টা করবে না। এরপর যখন ইসলাম সমগ্র কল্যাণ নিয়ে আগমন করল, তখন আমি ভাবলাম, আমার পিতা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার কাছ থেকে গোপন করেছেন? সেমতে আমি মোহর ভেঙ্গে দিলাম এবং তওরাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আলোচনা পেয়ে গেলাম। তাই আমি এখন মুসলমান হয়ে গেছি।

আবূ নয়ীম শহর ইবনে হাওশাবের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, কা'ব বলেন ঃ আমার পিতা তওরাতের বড় আলেম ছিলেন। তিনি আমার কাছে কখনও কোন কথা গোপন করেননি। অন্তিম সময় উপস্থিত হলে তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ আমি আমার জ্ঞানভাণ্ডার থেকে কোন কথা তোমার কাছে গোপন রাখিনি। হ্যাঁ, দু'টি পৃষ্ঠা আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম, যার মধ্যে ভবিষ্যৎ নবীর আলোচনা ছিল। তাঁর আগমনের সময় সন্নিকটে। আমি দু'টি পৃষ্ঠার বিষয়বস্তু এজন্যে বলিনি, যাতে তুমি কোন মিথ্যা নবীর খপ্পরে না পড়ে যাও। আমি পৃষ্ঠা দু'টি এই তাকে রেখে উপরিভাগ লেপে দিয়েছি। তুমি এগুলো এখনই বের করবে না। কেননা, যদি আল্লাহ তোমার কল্যাণ চান এবং শেষ নবীর আবির্ভাব ঘটে, তবে তুমি তাঁর অনুসারী হয়ে যাবে। এরপর আমার পিতা মারা গেলেন এবং আমরা তাঁকে দাফন করে দিলাম। এখন আমার মধ্যে দু'টি পৃষ্ঠা দেখার আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সেমতে আমি এগুলো বের করলাম। তাতে এই বিষয়বস্তু ছিল ঃ মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আগমন করবেন না। তাঁর জন্মস্থান মক্কা এবং হিজরতের স্থান মদীনা। তিনি না বদমেযাজ, না কঠোর, না বাজারে

ঘুরাফিরা করবেন। তিনি মন্দের জবাবে মন্দ আচরণ করবেন না; বরং ক্ষমা ও মার্জনা করবেন। তাঁর উম্মত আল্লাহর অত্যধিক প্রশংসাকারী হবে। তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর গুণকীর্তন করবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের নবীকে সর্বাবস্থায় মদদ করা হবে। তারা আপন লজ্জাস্থান ধৌত করবে। কোমরে লুঙ্গি পরিধান করবে। তাদের 'ইনজীল' তাদের বক্ষে সুরক্ষিত থাকবে। তারা পরস্পরে এমন সহানুভূতিশীল হবে, যেমন এক মায়ের সন্তান। এই উম্মত সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এই বিষয়বস্তু দেখার কিছুদিন পরেই আমি সংবাদ পেলাম যে, নবী করীম (সাঃ) আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু আমি ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করলাম, যাতে উত্তমরূপে প্রমাণ পেয়ে যাই। ইতিমধ্যে নবী করীম (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে গেল এবং তাঁর একজন খলিফা নিযুক্ত হলেন। তাঁর সেনাবাহিনী আমাদের এলাকায় পৌঁছল। আমি মনে মনে বললাম ঃ আমি এই ধর্মে দাখিল হব না, যে পর্যন্ত তাদের চালচলন না দেখে নেই। এমনিভাবে আমি ইসলাম গ্রহণ বিলম্বিত করতে লাগলাম। অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিয়োজিত কর্মচারীরা এসে গেল। যখন আমি তাদের অঙ্গীকার পূরণের অবস্থা দেখলাম এবং শত্রুর মোকাবিলায় খোদায়ী সাহায্য প্রত্যক্ষ করলাম, তখন বুঝে নিলাম যে, আমি তাদেরই অপেক্ষায় ছিলাম। এক রাতে আমি গৃহের ছাদে কাউকে এই আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনলাম—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا ـ

হে ঐশী গ্রন্থের অধিকারীবৃন্দ! আমি যা নাযিল করেছি (অর্থাৎ কোরআন) তার প্রতি ঈমান আন। এটি তোমাদের কাছে যে কিতাব আছে, তার সত্যায়ন করে। (ঈমান আন) এমন হওয়ার আগেই যে, আমি চেহারাসমূহকে বিকৃত করে পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়ে দিব। (সূরা নিসা, আয়াত-৪৭)

এই আয়াত শুনে আমি খুবই ভীত হয়ে পড়লাম। মনে হল যেন সকাল হওয়ার আগেই আল্লাহ তায়ালা আমার মুখমণ্ডল পশ্চাদ্দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। সেমতে ভোর হওয়ার সাথে সাথে আমি মুসলমানদের অবস্থানের দিকে ধাবিত হলাম।

এ রেওয়ায়েতটিই ইবনে আসাকির শুয়াইব ইবনে রাফে ও অন্য রাবীদের থেকেও বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন ঃ হে দাউদ! তোমার পরে

একজন নবী আসবেন। তাঁর নাম হবে "আহমদ" ও "মোহাম্মদ"। আমি কখনও তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হব না। তিনি কখনও আমার নাফরমানী করবেন না। আমি তাঁর আগে পিছের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়েছি। তাঁর উম্মত রহম প্রাপ্ত হবে। আমি এই উম্মতকে সেই সব নফল দিয়েছি, যা পয়গাম্বরগণকে দিয়েছি এবং সেই সব ফরয অর্পণ করেছি, যা পয়গাম্বরগণকে অর্পণ করেছি। কিয়ামতের দিন তারা পয়গাম্বরগণের মত নূর নিয়ে আমার কাছে আসবে। আমি তাদের উপর প্রত্যেক নামাযের জন্যে পবিত্রতা অর্জন করা ফরয করেছি। এটা পয়গাম্বরগণের জন্যেও জরুরী ছিল। আমি তাদেরকে জানাবাতের গোসল করার আদেশ দিয়েছি। পয়গাম্বরগণকেও তা দিয়েছিলাম। আমি তাদেরকে হজ্জ ও জেহাদ করারও আদেশ দিয়েছি, যেমন পয়গাম্বরগণকে দিয়েছিলাম। হে দাউদ! আমি মোহাম্মদ ও তাঁর উম্মতকে সকল উম্মতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। আমি তাদেরকে ছয়টি গুণ দান করেছি, যা অন্য কোন উম্মতকে দেইনি। আমি ভুল-ভ্রান্তির কারণে তাদেরকে ধৃত করব না। (হাদীসের অবশিষ্টাংশ পরে আসছে।)

তিবরানী, বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির কালতান ইবনে আসেম (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি আগমন করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি তওরাত পড়েছ? সে বলল ঃ হ্যাঁ। আবার প্রশ্ন করলেন ঃ ইঞ্জীলও পড়েছ? সে বলল ঃ হ্যাঁ। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি তওরাত ও ইনজীলে আমার আলোচনা পেয়েছ? লোকটি বলল ঃ হ্যাঁ হুবহু আপনার অভ্যাস ও আপনার আপাদমস্তক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। আমাদের ধারণা ছিল যে, এই শেষ নবী আমাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হবেন। আপনার আবির্ভাবের পর আমাদের আশংকা হয় যে, আপনিই হয়তো সেই নবী। কিন্তু অনেক চিন্তাভাবনার পর জানা গেল যে, আপনি সেই নবী নন। কেননা, আমাদের কিতাবে আছে যে, সেই নবীর সঙ্গে সত্তর হাজার উম্মত এমন থাকবে, যারা বিনা হিসাব-নিকাশে বেহশতে যাবে। আপনার সঙ্গে সামান্য সংখ্যক লোক রয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সেই আল্লাহর কসম, যাঁর কব্জায় আমার প্রাণ; আমিই সেই প্রতিশ্রুত নবী। বিনা হিসাবে যারা বেহেশতে যাবে, তারা আমারই উম্মত। আর তারা সত্তর হাজার কেন, সত্তার হাজারেরও অনেক বেশি হবে।

তিবরানী, ইবনে হাব্বান, হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা যখন যায়দ ইবনে সা'নাকে হেদায়ত করার ইচ্ছা করলেন, তখন যায়দ ইবনে সা'না বলতে লাগল ঃ নবুওয়তের সকল আলামতই আমি চিনে নিয়েছি; কেবল দু'টি আলামতই বাকী রয়েছে। এক. মূর্খতার উপর তাঁর সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য প্রবল হবে এবং দুই, মূর্খতা যত বেশি

প্রকাশ পাবে, তাঁর সহনশীলতা তত বেড়ে যাবে। সেমতে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহনশীলতা ও গাম্ভীর্য পরীক্ষা করার জন্যে তাঁর খুব কাছাকাছি থাকতে শুরু করলাম। অতঃপর আমি তাঁর সাথে অগ্রিম খেজুর ক্রয়ের লেনদেন করলাম এবং মূল্য পরিশোধ করে দিলাম। খেজুর সমর্পণের তারিখ আমার দু'অথবা তিন দিন বাকী থাকতে আমি তাঁর কাছে যেয়ে তাঁর চাদর ধরে ফেললাম এবং কর্কশ ভাষায় বললাম ঃ হে মোহাম্মদ! আমার প্রাপ্য খেজুর পরিশোধ করবে না? তোমরা আব্দুল মুত্তালিবের পরিবার। দাবী পরিশোধে টালবাহানা করাই তোমাদের অভ্যাস, আমি পূর্বেই তা জানতাম। হযরত ওমর (রাঃ) ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহর দুশমন! তুই আল্লাহর রসূল (সাঃ)-এর সাথে এভাবে কথা বলছিস? এক্ষণে আমার হাতে তলোয়ার থাকলে আমি তোর গর্দান উড়িয়ে দিতাম। এসময়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ওমরের দিকে গাম্ভীর্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। অতঃপর মুচকি হেসে বললেন ঃ হে ওমর! এ ব্যক্তি অন্য কোন আচরণের যোগ্য। তোমার উচিত আমাকে দাবী পরিশোধ করতে বলা এবং তাকে ভদ্রভাবে দাবী করতে বলা। যাও, তাকে তার দাবী মিটিয়ে দাও। তুমি যে তাকে ভয় দেখিয়েছ এবং ধমক দিয়েছ, এর বিনিময়ে বিশ ছা' খেজুর অতিরিক্ত দিয়ে দাও। একথা শুনে আমি ওমর (রাঃ)-কে বললাম ঃ হে ওমর! আমি নবুওয়তের সকল আলামতই পরীক্ষা করে চিনে নিয়েছিলাম; কেবল দু'টি আলামত বাকী ছিল। এক. তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতা মূর্খতার ঊর্ধ্বে থাকবে এবং দুই. মূর্খতার বৃদ্ধি সহনশীলতা বৃদ্ধির কারণ হবে। আজ আমি এ দু'টি আলামতও জেনে নিলাম। অতএব তুমি সাক্ষী থাক, আমি আল্লাহকে আমার রব, ইসলামকে ধর্ম এবং মুহম্মদ (সাঃ) নবীরূপে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করলাম।

ইবনে সা'দে যুহরীর রেওয়ায়েতে আছে– জনৈক ইহুদী বলল ঃ আমি তওরাতে উল্লিখিত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সকল গুণই পরীক্ষা করলাম, ধৈর্য ও সহনশীলতা ছাড়া। সেমতে আমি খেজুর ক্রয় করার জন্যে তাঁকে অগ্রিম বিশ দীনার দিলাম। এরপর উপরে উল্লিখিত রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে। রেওয়ায়েতের শেষাংশে বলা হয়েছে– ইহুদী হযরত ওমর (রাঃ)-কে বলল ঃ হে ওমর! ইতিপূর্বে আমি তওরাতে উল্লিখিত সকল গুণই তাঁর মধ্যে পেয়েছি ধৈর্য ও সহনশীলতা ছাড়া। আজ আমি তাঁর সহনশীলতা পরীক্ষা করে তাই পেয়েছি, যা তওরাতে বর্ণিত হয়েছে। এরপর সেই ইহুদী ও তার পরিবারের সকলেই সানন্দে ইসলাম গ্রহণ করল।

আবূ নয়ীম ইউসূফ ইবনে আবদুল্লাহ এবং তিনি পিতা আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি ঐশী গ্রন্থসমূহ পাঠ করেছি ঃ মক্কায় একটি ঝাণ্ডা সমুন্নত হবে। এই ঝাণ্ডাবাহকের সাথে তাঁর আল্লাহ এবং তিনি আল্লাহর সাথে থাকবেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে সকল শহরের উপর বিজয় দান করবেন।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির মূসা ইবনে এয়াকুব যমরী থেকে রেওয়ায়েত করেন এবং তিনি গোছায়মার গোলাম থেকে বর্ণনা করেন যে, মরিসের খৃষ্টান সহল এতীম অবস্থায় আপন চাচার কাছে লালিত-পালিত হয়। সে বলে ঃ একবার আমি ইনজীল পাঠ করতে শুরু করলাম। তাতে দু'টি পাতা পরস্পরে সংলগ্ন ও জড়ানো ছিল। আমি পাতাগুলো আলাদা করলে তাতে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর গুণাবলী এভাবে বর্ণিত ছিল ঃ তিনি না দীর্ঘদেহী, না খর্বাকৃতি। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে "মোহরে নবুওয়ত" থাকবে। তিনি অধিকাংশ সময় দু'পা খাড়া করে বসবেন। সদকা কবুল করবেন না। গাধা ও খচ্চরে আরোহণ করবেন। ছাগলের দুধ দোহন করবেন। তালিযুক্ত জামা পরিধান করবেন। এরূপ লোক অহংকারমুক্ত হয়ে থাকে। তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর এবং তাঁর নাম হবে আহমদ। আমি এ পর্যন্ত পড়ার পর আমার চাচা এসে গেলেন এবং আমার হাতে পাতা দু'টি দেখে আমাকে শাসিয়ে বললেন ঃ তুমি এই পাতাগুলো খুললে কেন? আমি বললামঃ এতে আহমদ নবীর কথা আছে। তিনি বললেন ঃ এই নবী এখনও আত্মপ্রকাশ করেননি।"

বায়হাকী ওমর ইবনে হাকাম ইবনে রাফে' ইবনে সিনানের মাধ্যমে বর্ণনা করেন– "আমাকে আমার চাচা ও পিতৃপুরুষেরা বলেছেন, তাদের কাছে একটি লিখিত বস্তু ছিল, যা মূর্খতা যুগ থেকে বংশ পরম্পরায় তাদের নিকট স্থানান্তরিত হয়ে আসছিল। অবশেষে ইসলামের আগমন ঘটল এবং নবী করীম (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন। আমরা সেই লেখাটি নিয়ে তাঁর খেদমতে হাযির হলাম। তাতে লেখা ছিল ঃ

"আল্লাহর নামে শুরু, যাঁর উক্তি সত্য । মিথ্যাবাদীদের উক্তি ধ্বংস ও বরবাদী ছাড়া কিছু নয়। শেষ যমনায় এক উম্মত আসবে, যারা স্ব স্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করবে। তারা কোমরে পাজামা বাঁধবে। শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন সমুদ্রেও করবে। তাদের নামায এমন হবে যে, এই নামায নূহের সম্প্রদায়ে থাকলে তারা প্লাবনে ধ্বংস হত না। 'আদ সম্প্রদায়ে থাকলে তারা ঝঞ্ঝাবায়ুতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত না এবং ছামূদ গোত্রে থাকলে তারা বিকট শব্দে ভূমিসাৎ হত না।"

আমি এই লেখাটি পাঠ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শুনালে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

ইবনে মানদাহ্ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ তায়ালা আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে হেদায়াত ও রহমত করে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাকে এজন্যে প্রেরণ করেছেন, যাতে আমি সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্র ভেঙ্গে ফেলি। একথা শুনে আউস ইবনে সামআন বলতে লাগল ঃ

আল্লাহর কসম, যিনি আপনাকে রসূল করে প্রেরণ করেছেন– আমি তওরাতে এরূপই পাঠ করেছি।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, কা'বে আহবার (রাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন– আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, সমস্ত মানুষ হিসাব নিকাশের জন্যে হাশরের ময়দানে সমবেত হয়েছে। পয়গাম্বরগণকেও ডাকা হয়েছে। প্রত্যেক পয়গাম্বরের উম্মত তাঁদের সাথে রয়েছে। প্রত্যেক নবীর সঙ্গে দু'টি করে নূর ছিল এবং তাঁর অনুসারীদের সাথে একটি করে নূর ছিল। যখন নবী করীম (সাঃ) আগমন করলেন, তখন তাঁর এক একটি কেশ ও পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে অজস্র ধারায় নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। ফলে সকলের দৃষ্টি তাঁর প্রতি নিবদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর অনুসারীদের প্রত্যেকের সঙ্গে অন্য পয়গাম্বরগণের ন্যায় দু'টি করে নূর ছিল। এই নূরের সাহায্যে তাঁরা পথ চলছিল। কা'ব বলেন ঃ আমি লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ বাস্তবিকই তুমি এ স্বপ্ন দেখেছ? সে বলল ঃ হ্যাঁ দেখেছি। কা'ব বললেনঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর কবজায় আমার প্রাণ, আল্লাহর কিতাবে হযরত মোহাম্মদ, তাঁর উম্মত, নবীগণ এবং তাঁদের উম্মতের গুণাবলী এমনিভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। মনে হয় লোকটি এসকল বিবরণ তওরাতে পাঠ করেছে।

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, পাঁচ জন নবীর আগমনের সুসংবাদ তাঁদের নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বেই মানুষকে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। সেমতে ইসহাক ও ইয়াকূব (আঃ)-এর সুসংবাদ দিয়ে বলা হয়েছে–"আমি সুসংবাদ দিয়েছি ইসহাকের এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের।" হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর সুসংবাদ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– "আল্লাহ্ আপনাকে ইয়াহইয়ার সুসংবাদ দিচ্ছেন।" হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে– "আল্লাহ আপনাকে কলেমাতুল্লার সুসংবাদ দিচ্ছেন।" হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)–এর সুসংবাদের ঘোষণা এভাবে করা হয়েছে– "আমি সুসংবাদদাতা আমার পরে আগমনকারী রসূলের, যাঁর নাম আহমদ।"

আবূ নয়ীম হিলইয়া গ্রন্থে ওয়াহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি দু'শ' বছর পর্যন্ত আল্লাহর নাফরমানী করতে থাকে। তার মৃত্যু হলে লোকেরা তার মৃতদেহ আবর্জনার স্তূপে নিক্ষেপ করল। এতে আল্লাহ তায়ালা ওহী পাঠালেন ঃ হে মূসা! এই ব্যক্তিকে বের করে তার জানাযার নামায পড়। মূসা (আঃ) আরজ করলেন ঃ হে আল্লাহ! বনী-ইসরাঈল সাক্ষ্য দেয় যে, লোকটি দু'শ' বছর পর্যন্ত তোমার নাফরমানী করেছে। আল্লাহ ওহী পাঠালেন ঃ হ্যাঁ, তাই করেছে। কিন্তু সে যখন তওরাত খুলত এবং মোহাম্মদের নামের উপর তার

দৃষ্টি পড়ত, তখন সেটিতে চুম্বন করত, তার উপর চোখ রাখত এবং তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করত। আমি তার এই এবাদত কবুল করে তার সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছি। সত্তর জন হুরও তার বিবাহে দান করেছি।

ইবনে সা'দ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) একবার মদীনার ইহুদীদের একটি পাঠাগারে গমন করলেন এবং তাদেরকে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? তারা বলল ঃ আবদুল্লাহ ইবনে ছুরিয়া। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাকে একান্তে নিয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আমি তোমার ধর্মের কসম দিচ্ছি এবং সেসব নেয়ামতের কসম দিচ্ছি, যা আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে দান করেছেন; অর্থাৎ মান্না, সলওয়া ও মেঘমালার ছায়া দান–আমি যে আল্লাহর রসূল, একথা কি তুমি জান? ইবনে ছুরিয়া বলল ঃ হ্যাঁ, আমি জানি; বরং সমগ্র ইহুদী সম্প্রদায় জানে। কেননা, তওরাতে আপনার গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণিত আছে। কিন্তু এরা আপনার প্রতিহিংসাপরায়ণ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার বাধা কিসের? সে বলল ঃ আমি আমার সম্প্রদায়ের বিরোধিতাকে ভয় করি। কিন্তু এদের ইসলাম গ্রহণ করারও সম্ভাবনা আছে। তখন আমার পক্ষেও ইসলাম কবুল করা সহজ হবে।

আহমদ ও ইবনে সা'দ আবূ ছখর ওকায়লী থেকে রেওয়ায়েত করেন– আমাকে জনৈক বেদুঈন বলেছে যে, একবার নবী করীম (সাঃ) এক ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করেন। তার পুত্র অসুস্থ ছিল এবং সে অসুস্থ পুত্রের কাছে বসে তওরাত পাঠ করছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি- তওরাতে আমার গুণাবলী ও আবির্ভাবের বিষয় উল্লেখ আছে কি? ইহুদী মাথা নেড়ে অস্বীকার করল। কিন্তু তার পুত্র বলল ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী করে বলছি, যিনি মূসা (আঃ)-এর প্রতি তওরাত নাযিল করেছেন–আমার পিতা আপনার গুণাবলী, আপনার সময়কাল ও আপনার আবির্ভাবের কথা তওরাতে উল্লিখিত দেখেছেন। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইহুদীকে পুত্রের কাছ থেকে সরিয়ে দিলেন। এরপর পুত্রের মৃত্যু হয়ে গেলে হুযূর (সাঃ) তার জানাযার নামায় পড়ালেন। বায়হাকী এমনি ধরনের রেওয়ায়েত হযরত আনাস ও ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে সাদ কলবী থেকে, তিনি আবূ ছালেহ থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা নযর ইবনে হারেস ও ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত প্রমুখকে মদীনার ইহুদীদের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্যে প্রেরণ করল। মদীনাবাসীদের নিকট গিয়ে বলল ঃ

আমরা তোমাদের কাছে পরামর্শ করার জন্যে এসেছি। আমাদের এক পিতৃ-মাতৃহীন নগণ্য ব্যক্তি অনেক বড় কথা বলে। তার দাবী এই যে, সে আল্লাহর নবী। ইহুদীরা বলল ঃ তার কিছু গুণাগুণ বর্ণনা কর। তারা কিছু গুণাগুণ বর্ণনা করল। ইহুদীরা জিজ্ঞাসা করল ঃ এখন পর্যন্ত কোন্ শ্রেণীর লোক তাঁর অনুসারী হয়েছে? তারা বলল ঃ নিম্ন শ্রেণীর লোক। এতে একজন ইহুদী আলেম হেসে বললঃ মনে হচ্ছে ইনিই সেই নবী, যাঁর গুণাবলী আমরা আমাদের কিতাবে পাই। তাঁর কওম তাঁর সর্বাধিক দুশমন হবে।

আহমদ, বায়হাকী ও ইবনে আসাকির হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জনৈক ইহুদীর কিছু দীনার পাওনা ছিল। সে তা দাবী করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এক্ষণে আমার কাছে নেই। ইহুদী বলল ঃ দীনার না দেওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে যেতে দিব না। তিনি বললেন ঃ তাহলে আমি তোমার কাছে বসলাম। একথা বলে তিনি বসে পড়লেন। তিনি যোহর, আছর, মাগরিব, এশা এবং পরবর্তী দিনের ফজরের নামায সেখানেই পড়লেন। সাহাবায়ে কেরাম ইহুদীকে শাসালেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল! এক ইহুদী আপনাকে আটকে রেখেছে? তিনি বললেন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে কারও উপর জুলুম করতে মানা করেছেন। এমনিভাবে বেলা বেড়ে গেলে ইহুদী মুসলমান হয়ে গেল এবং নিজের অর্ধেক মাল আল্লাহর পথে দান করল। সে বলল ঃ আল্লাহর কসম! আমি যা কিছু করেছি, কেবল তওরাতে বর্ণিত আপনার গুণাবলী পরীক্ষা করার জন্যেই করেছি। কেননা, তওরাতে আপনার সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

ঃ মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা। তাঁর জন্মস্থান মক্কা এবং হিজরতের স্থান মদীনা। তাঁর রাজত্ব শাম পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি না কঠোরভাষী, না কঠোর স্বভাব এবং না বাজারে ঘুরাফিরাকারী। তিনি মন্দ কাজ করেন না। মিথ্যা বলেন না।

আবুশ শায়খ স্বীয় তফসীরে সায়ীদ ইবনে জুবায়র থেকে বর্ণনা করেন যে, সম্রাট নাজ্জাশীর কয়েকজন সহচর তাঁকে বলেছিলেন ঃ আমাদেরকে সেই নবীর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হোক, যাঁর আলোচনা আমরা আমাদের কিতাবে পাই। সেমতে তারা নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ওহুদ যুদ্ধে যোগদান করেন।

যুবায়র ইবনে বাক্কার কা'ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি যে কিতাব নাযিল করেন, তাতে মদীনাকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে– হে তাইয়েবা, তাবা, মিসকীনা! ধনভাণ্ডার কবুল করো না; বরং স্বীয় পৃষ্ঠদেশ সকল শহরের পৃষ্ঠদেশের উর্ধ্বে তুলে ধর।

যুবায়র ইবনে বাক্কার কাসেম ইবনে মোহাম্মদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তওরাতে মদীনার চল্লিশটি নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে খৃষ্টান, ইহুদী আলেম ও সন্ন্যাসীদের ঘটনাবলী

হাকেম ও বায়হাকী হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) তাঁর নিজের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমি রামহরমুযের একজন সাধারণ বালক ছিলাম। আমার পিতা কৃষক ছিলেন। আমাকে একজন ওস্তাদের কাছে কিছু শিক্ষা লাভ করার জন্য দেয়া হয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পর আমি সেই ওস্তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলাম। আমার বড় ভাই স্বনির্ভর ছিল, কিন্তু আমি একেবারে নিঃস্ব ছিলাম। ওস্তাদ যখন মজলিস ত্যাগ করতেন, তখন সকল শিষ্য সবক মুখস্থ করার জন্যে প্রস্থান করত। এদিকে ওস্তাদ গায়ে চাদর জড়িয়ে পাহাড়ে আরোহণ করতেন। ওস্তাদকে কয়েকবার এরূপ করতে দেখে আমি বললাম ঃ আমাকেও সঙ্গে করে পাহাড়ে নিয়ে যান। ওস্তাদ বললেন ঃ তুমি ছেলে মানুষ। ভয় পেতে পার। আমি বললাম ঃ না, আমি ভয় পাব না। ওস্তাদ বললেন ঃ এই পাহাড়ে কিছু লোক থাকে। তারা সর্বদা এবাদত, সাধনা এবং খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকে। তারা বলে যে, আমরা অগ্নি ও প্রতিমার পূজা করি। অথচ এটা ঠিক নয়। আমি বললাম ঃ আমাকে তাদের কাছে নিয়ে চলুন। ওস্তাদ বললেন ঃ আচ্ছা ঃ আমি তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিচ্ছি। শেষ পর্যন্ত অনুমতি দিলেন। আমি ওস্তাদের সাথে তাদের কাছে পৌঁছে গেলাম। তারা সাত অথবা ছয় জন ছিল। অধিক এবাদতের কারণে তারা অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিল। তারা দিনে রোযা রাখত এবং রাতভর নামায পড়ত। গাছের পাতা এবং যা কিছু পাওয়া যেত ভক্ষণ করে নিত। আমরা গিয়ে তাদের কাছে বসলে তারা আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করল। অতীত পয়গাম্বরগণের কথা বলল। অবশেষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথা বর্ণনা করত যে, তিনি পিতা ছাড়াই জন্মগ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তাঁকে রসূল করেছেন এবং মৃতকে জীবিত করার, পাখী সৃষ্টি করার, অন্ধ, বোবা ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করার মোজেযা দান করেছেন। কিন্তু লোক তাঁকে মেনে নেয় এবং কিছু লোক অস্বীকার করে। তিনি বললেন ঃ বৎসগণ! তোমাদের আল্লাহ্ আছেন। তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত হতে হবে। তোমাদের সম্মুখে রয়েছে জান্নাত ও জাহান্নাম। এতদুভয়ের কোন একটিতে তোমাদের যেতে হবে। যারা অগ্নির পূজা করে, তারা কাফের ও পথভ্রষ্ট। আল্লাহ তাদের কাজে সন্তুষ্ট নন এবং তাদের কোন ধর্ম নেই। এসব কথাবার্তা শুনে আমরা চলে এলাম এবং পরের দিন আবার গেলাম। তারা পুনরায় এমনি ধরনের ভাল ভাল কথা বলল। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের কাছেই রয়ে গেলাম। তারা বলল ঃ সালমান! তুমি এখনও ছেলেমানুষ। আমরা যে পরিমাণ এবাদত করি, তুমি তা করতে পারবে না। তুমি কেবল নামায পড়বে আর ঘুমিয়ে পড়বে। এরপর পানাহার করবে।

এরপর সমসাময়িক বাদশাহের কানে তাদের সংবাদ পৌঁছে গেল। বাদশাহ তাদেরকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলে আমি বললাম ঃ আমি আপনাদেরকে ত্যাগ করতে পারব না। সেমতে আমিও তাদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম। অবশেষে আমরা মুসেলে পৌঁছে গেলাম। এখানকার লোকেরা আমাদের খুব সম্মান করল। একদিন এক ব্যক্তি গুহা থেকে বের হয়ে এল। সে এসে সালাম করতঃ আমার সঙ্গীদের কাছে বসে গেল। সঙ্গীরা তার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করছিল। সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? তারা সমুদয় ঘটনা বর্ণনা করল। এরপর সে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল এবং সঙ্গীরা আমার সপ্রশংস পরিচয় প্রদান করল। এরপর আগন্তুক আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা বর্ণনা করল এবং নবীগণের ইতিহাস তুলে ধরল। সবশেষে হযরত ঈসা (আঃ)-এর কথা আলোচনা করে উপদেশ দিল যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং ঈসা (আঃ)-এর শরীয়ত মেনে চল। আল্লাহর বিধি-বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করো না। এই উপদেশদানের পর যখন সে গমনোদ্যত হল, তখন আমি বললাম ঃ আমি আপনার সঙ্গে যাব। সে বলল ঃ বৎস! তুমি আমার সাথে থাকতে পারবে না। আমি কেবল রবিবারে এই গুহা থেকে বাইরে আসি। আমি বললাম ঃ যা-ই হোক, আমি আপনার সাথে থাকব। এই বলে আমি তার পিছনে পিছনে গুহায় পৌঁছে গেলাম। পরবর্তী রবিবার পর্যন্ত তিনি কিছুই খেলেন না এবং নিদ্রাও গেলেন না। কেবল রুকূ ও সেজদায় পড়ে রইলেন। রবিবার এলে আমরা বাইরে বের হলাম। লোকজন সমবেত হয়ে গেল। তিনি পূর্বের ন্যায় উপদেশ দিতে শুরু করলেন। এরপর পুনরায় গুহায় ফিরে এলেন। আমিও তাঁর সঙ্গে এলাম। এভাবে সে প্রতি রবিবারে বাইরে বের হত এবং মানুষকে সদুপদেশ দিত। এক রবিবারে সে লোকজনকে বলল ঃ আমি অতিশয় বৃদ্ধ হয়ে গেছি। অস্থিতে প্রাণ নেই। অন্তিম সময় আসন্ন। দীর্ঘ দিন হয় বায়তুল-মোকাদ্দাসের যিয়ারত করিনি। এখন সেখানে যেতে চাই। একথা শুনেই আমি বললাম ঃ আমিও সঙ্গে যাব। এরপর আমরা বায়তুল মোকাদ্দাসে পৌঁছে গেলাম। সে ভিতরে যেয়ে নামায শুরু করে দিল। সে প্রায়ই আমাকে বলত, সালমান! আল্লাহ্ তায়ালা "আহমদ" নামে একজন রসূল পাঠাবেন। তিনি তেহামায় অর্থাৎ মক্কায় আবির্ভূত হবেন। তাঁর চিহ্ন এই যে, তিনি উপহার খাবেন, সদকা খাবেন না। তাঁর কাঁধের মাঝখানে নবুওয়তের মোহর থাকবে। তাঁর আত্মপ্রকাশের সময় সন্নিকটে। আমি তো এত বুড়ো হয়ে গেছি যে, তাঁর সময়কাল পাব বলে আশা করতে পারি না। যদি তুমি তাঁর সময়কাল পাও, তবে তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে। আমি বললাম ঃ যদিও তিনি আপনার ধর্ম ত্যাগ করতে বলেন? সে বলল ঃ হ্যাঁ যদিও তিনি আমার ধর্ম বর্জন করতে বলেন, তবুও তাঁর প্রতি ঈমান আনবে। এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বের হলে শহরের বাইরে এসেই তিনি রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন।

আমি তাঁকে অনেক তালাশ করলাম কিন্তু সন্ধান করতে পারলাম না। এভাবে তালাশ করতে করতেই অবশেষে বনু কালবের একটি কাফেলার দেখা পাওয়া গেল। আমি তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করলাম। আমার ভাষা শুনে তাদের এক ব্যক্তি আমাকে নিজের উটের পিঠে বসিয়ে নিল। সে আমাকে নিজের শহরে এনে এক মহিলার হাতে বিক্রয় করে দিল। সে আমাকে বাগানের কাজে নিযুক্ত করল। এভাবেই আমি মদীনায় উপনীত হলাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করলে আমি বাগানের কিছু খেজুর নিয়ে তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। তাঁর কাছে কিছু লোকজন উপবিষ্ট ছিল। আমি খেজুর সামনে রেখে দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিসের খেজুর? আমি বললাম ঃ সদকা। তিনি উপস্থিত লোকদেরকে বললেন ঃ তোমরা খাও। তিনি নিজে খেলেন না। আমি কিছুক্ষণ সেখানে অবস্থান করে পুনরায় কিছু খেজুর নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে রেখে দিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কিসের খেজুর? আমি বললাম ঃ হাদিয়া (উপহার)। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ বলে নিজেও খেলেন এবং সঙ্গীদেরকেও খাওয়ালেন। আমি মনে মনে বললাম ঃ একটি চিহ্ন তো সত্য প্রমাণিত হল। এরপর আমি ঘুরে তাঁর পশ্চাদ্দিকে এলাম। তিনি আমার মতলব ঠাহর করে গায়ের চাদর সরিয়ে দিলেন। আমি তাঁর বাম কাঁধে নবুওয়তের মোহর স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এরপর আমি সামনে এসে বসলাম এবং কলেমা পাঠ করলাম– আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লালাহু ওয়া আন্নাকা রসূলুল্লাহ।

ইবনে সাদ, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ইবনে ইসহাক থেকে, তিনি আসেম ইবনে আমর থেকে, তিনি মাহমূদ ইবনে লবীদ থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত সালমান ফারেসী বলেছেন ঃ আমি পারস্যের এক সম্পন্ন কৃষকের সন্তান। আমার প্রতি আমার পিতার স্নেহ-মমতা এত গভীর ছিল যে, তিনি আমাকে কন্যাদের মত গৃহে অন্তরীণ করে রেখেছিলেন। অগ্নিপূজায় আমার অনুরাগ এত তীব্র ছিল যে, আমি সেই অগ্নিরই সেবাদাস হয়ে রইলাম, যা আমার পিতা প্রজ্বলিত করত। তাই বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমার তেমন কোন খবরই ছিল না। একবার আমার পিতা আমাকে ডেকে বললেন ঃ বৎস! ক্ষেত-খামারের কোন খবর নেই। এর খবর নেয়া জরুরী। তুমি চলে যাও এবং মজুরদেরকে কাজ বলে চলে এস। দেখ, দেরী করো না। তুমি দেরী করলে আমার সমস্ত চিন্তা তোমাতেই নিবদ্ধ থাকবে। সেমতে আমি ক্ষেতের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে আমি খৃষ্টানদের একটি গির্জা পেলাম। তাদের শব্দ শুনে আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এখানে কি হচ্ছে? সে বলল ঃ খৃষ্টানরা নামায পড়ছে। আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখতে লাগলাম। দৃশ্যটি আমার কাছে খুব মনোরম মনে হল। আমি সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেখানেই বসে রইলাম।

এদিকে আমার পিতা আমার খোঁজে লোকজন পাঠিয়ে দিলেন। আমি তো ক্ষেতে যাইনি। সন্ধ্যায় গৃহে পৌঁছলে পিতা বললেন, কোথায় ছিলে? আমি বলেছিলাম না শীঘ্র চলে আসতে?

আমি বললাম ঃ আমি খৃষ্টানদেরকে দেখেছি। তাদের নামায আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ফলে অপলক নেত্রে তাদের উপাসনা প্রত্যক্ষ করেছি। পিতা বললেন ঃ তোমার এবং তোমার বাপদাদার ধর্ম তাদের ধর্মের চেয়ে উত্তম।

আমি বললাম, অসম্ভব। তাদের ধর্মই উত্তম। কারণ, তারা আল্লাহর এবাদত করে, তাঁকেই ডাকে এবং তাঁরই নামায পড়ে। আর আমরা সেই অগ্নির পূজা করি, যা নিজেরাই প্রজ্বলিত করি। যখন ছেড়ে দেই, তখন নির্বাপিত হয়ে যায়।

আমার পিতা এসব কথাবার্তা শুনে ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি আমার হাতে পায়ে শিকল পরিয়ে দিলেন। কিন্তু আমি গোপনে খৃষ্টানদেরকে লোক মারফত জিজ্ঞাসা করলাম যে, তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞান অর্জন করার উপায় কি? তারা বলল, তোমাকে শাম দেশে যেতে হবে। অতঃপর আমি তাদের কাছে পয়গাম পাঠালাম যে, শাম দেশের কোন কাফেলা আগমন করলে আমাকে যেন সংবাদ দেয়া হয়। কিছুদিন পর তাদের কাছে ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলা আগমন করলে তারা আমাকে সংবাদ দিল। এরপর বাণিজ্যিক কাফেলা প্রয়োজনাদি শেষ করে ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলে খৃষ্টানরা আমার কাছে লোক পাঠিয়ে দিল। আমি শিকল খুলে কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং বাইতুল মোকাদ্দাসে পৌঁছে গেলাম।

সেখানে যেয়ে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এই ধর্মের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম কে? লোকেরা বলল, গির্জার পাদ্রী। আমি তার কাছে গেলাম এবং বললাম, আমি আপনার সাথে গির্জায় থাকতে চাই, যাতে এবাদত ও শিক্ষা লাভ করতে পারি। পাদ্রীর সম্মতি পেয়ে আমি তার সাথে থাকতে লাগলাম। কিন্তু সেই পাদ্রী তেমন ভাল লোক ছিল না। সে মানুষকে দান-খয়রাতের উপদেশ দিত। মানুষ যখন টাকা পয়সা ও ধন সম্পদ তার কাছে আনত, তখন সে সেগুলো গরীবদেরকে দেয়ার পরিবর্তে নিজের কাছে রেখে দিত। তার এ কাজ আমি মোটেই পছন্দ করতে পারতাম না। কিছুদিন পর এই পাদ্রী মারা গেলে মানুষ তাকে সমাহিত করার জন্যে সমবেত হলে আমি তাদেরকে পাদ্রীর অন্যায়ভাবে ধনসম্পদ আহরণের কথা বলে দিলাম। লোকেরা বলল, এই অভিযোগের প্রমাণ কি? একথা শুনে আমি পাদ্রীর সমস্ত ধনভাণ্ডার বাইরে নিয়ে এলাম। এগুলো ছিল সোনা রূপায় ভর্তি সাতটি বৃহৎ মৃৎপাত্র। লোকেরা তার এই কাণ্ড দেখে বলতে লাগল, আমরা তাকে দাফন করব না। তারা পাদ্রীর মৃত দেহ একটি কাঠে ঝুলিয়ে প্রস্তর বর্ষণ করল। এরপর তারা একজনকে এনে পাদ্রী নিযুক্ত করল। আল্লাহর কসম, আমি তার মত উপাসনাকারী কাউকে দেখিনি। সে দিবারাত্র এবাদতে ডুবে থাকত। ফলে আমি তাকে অত্যধিক

মহব্বত করতে লাগলাম। আমি সর্বক্ষণ তার সঙ্গে থাকতাম। অবশেষে যখন তার ওফাত নিকটবর্তী হল, তখন একদিন বললাম, এখন আপনার অন্তিম সময়। আপনার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। এখন আপনিই বলে দিন আপনার পরে আমি কার কাছে যাব।

পাদ্রী বললেন, মুসেলে এক ব্যক্তি আছে। তার কাছে চলে যাও। তাকেও আমার মতই পাবে। মোট কথা, এই পাদ্রীর ওফাতের পর আমি মুসেলে পৌঁছে গেলাম। এখানে নতুন পাদ্রীর সাথে সাক্ষাতের পর তাকেও পূর্বের পাদ্রীর ন্যায় অত্যন্ত এবাদতকারী ও সংসারত্যাগী পেলাম। আমি তাকে বললাম, অমুক পাদ্রী আমাকে আপনার কাছে থাকার জন্যে পাঠিয়েছে। এরপর আমি তার কাছে থাকতে লাগলাম। সবশেষে তারও ওফাত নিকটবর্তী হল। আমি তাকে বললাম, এখন আমি কার কাছে যাব? তিনি বললেন, বৎস! নসীবায়নে এক ব্যক্তি আছে। সেও আমাদের মতই। তার কাছে চলে যেয়ো। সেমতে আমি তার কাছে চলে গেলাম এবং বললাম, অমুক পাদ্রী আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছে। তিনি বললেন, বৎস, তুমি আমার কাছে থাক। আমি থাকতে লাগলাম। অবশেষে তারও অন্তিম সময় ঘনিয়ে এল। আমি বললাম, এখন আপনি আমাকে কার কাছে পাঠাবেন? তিনি বললেন, রোম দেশে ওমূরিয়া নামক স্থানে একজন পাদ্রী আছেন। তুমি তার কাছে চলে যেয়ো। তিনিও আমাদের মত। মোট কথা, তার মৃত্যুর পর আমি ওমূরিয়া পৌঁছে গেলাম। এই পাদ্রীকেও পূর্ববর্তী পাদ্রীদের ন্যায় এবাদতকারী ও সন্ন্যাসী পেলাম। তার কাছে থাকাকালে কিছু উপার্জন করে আমি কিছু সংখ্যক ছাগল ও গরুর মালিক হয়ে গেলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারও শেষ সময় উপস্থিত হলে আমি বললাম, আপনার শেষ সময় এসে গেছে। এখন আমি কার কাছে যাব? তিনি বললেন, প্রিয় বৎস! এখন এমন কোন লোক নেই, যার কাছে আমি তোমাকে পাঠাব। কিন্তু একজন নবীর আগমনের সময়কাল সন্নিকটে। তিনি হেরেমে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং খর্জূরশোভিত লবণাক্ত ভূমিতে হিজরত করবেন। তাঁর নবুওয়তের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী থাকবে। স্কন্ধের মাঝখানে থাকবে নবুওয়তের মোহর। তিনি উপহার গ্রহণ করবেন, কিন্তু সদকা তথা দান খাবেন না। সম্ভব হলে তুমি সেখানে পৌঁছে যেয়ো। কারণ, তাঁর আবির্ভাবের সময়কাল খুব নিকটে এসে গেছে।

এই পাদ্রীর ওফাতের অল্প কয়েকদিন পরেই বনূ-কলবের কয়েকজন আরব ব্যবসায়ী সেখানে গমন করল। আমি তাদের সাথে দেখা করে বললাম, তোমরা আমাকে সঙ্গে করে আরব দেশে নিয়ে চল। এর বিনিময়ে আমি তোমাদেরকে আমার পশুপাল দিয়ে দিব। আমি তাদেরকে ছাগলগুলো দিয়ে দিলাম এবং তারা আমাকে সঙ্গে নিয়ে নিল। কিন্তু কুবা উপত্যকায় পৌঁছে কাফেলার লোকেরা আমার

উপর জুলুম করল। তারা আমাকে এক ইহুদীর হাতে বিক্রয় করে দিল। আমি সেখানে খর্জূর বৃক্ষ দেখে অনুমান করলাম যে, এটাই সেই দেশ, যার সম্পর্কে পাদ্রী বলেছিল। এরপর বনূ কুরায়যার এক ইহুদী কুবা উপত্যকায় আগমন করল। সে আমাকে ক্রয় করে মদীনায় নিয়ে এল। আল্লাহর কসম, মদীনাকে দেখার সাথে সাথে আমার চিনতে বাকী রইল না যে, এটাই আমার ঈপ্সিত দেশ। আমি গোলামীর জীবন অতিবাহিত করতে লাগলাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় আবির্ভূত হলেন; কিন্তু আমি তা জানতে পারলাম না। অবশেষে তিনি হিজরত করে মদীনার অদূরে কুবা পল্লীতে পৌঁছে গেলেন। আমি মালিকের বাগানে কাজ করছিলাম। তার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার কাছে এসে বলতে লাগল, বনী কায়লার সর্বনাশ হোক। মক্কা থেকে এক ব্যক্তি এসেছে। তারা সকলেই তার চারপাশে সমবেত হয়ে বলে বেড়াচ্ছে যে, সে নবী।

একথা শুনামাত্রই আমার সর্বাঙ্গে কম্পন এসে গেল। আমি মালিকের উপর পড়ে যেতে লাগলাম। বললাম, এ কেমন সংবাদ! মালিক আমাকে একটি ঘুষি মেরে বলল, এতে তোর কি? তুই নিজের কাজ কর। আমি বললাম, না, না! আমার কিছু না। অতঃপর আমার মধ্যে এই সংবাদের সত্যাসত্য জানার আগ্রহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমি সেখান থেকে বের হলাম। পথিমধ্যে আমি আমার এক স্বদেশিনী মহিলাকে পেলাম। তার গোটা পরিবার ইসলামে দীক্ষিত ছিল। সে আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঠিকানা বলে দিল। আমার কাছে কিছু খাদ্য সামগ্রী ছিল। সেগুলো নিয়ে কুবায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে গেলাম। আমি আরজ করলাম, আমি জেনেছি আপনি একজন মহান ব্যক্তি এবং আপনার সাথে কিছু প্রবাসী লোক আছে। আমার কাছে কিছু সদকার খাদ্য সামগ্রী আছে। ভাবলাম, আপনারাই এর সর্বাধিক হকদার। তাই নিয়ে এসেছি। নিন, খান।

নবী করীম (সাঃ) নিজের হাত গুটিয়ে রাখলেন এবং সাহাবীগণকে খেতে বললেন। আমি মনে মনে বললাম, এক চিহ্ন তো দেখা হল। আমি ফিরে এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুবা থেকে মদীনায় চলে এলেন। আমি আবার কিছু সঞ্চয় করে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আরজ করলাম, আমি দেখেছি যে, আপনি সদকা খান না। তাই এই হাদিয়া নিয়ে এসেছি। একথা শুনে তিনি নিজেও তা খেলেন এবং সাহাবীগণকেও খেতে বললেন। আমি মনে মনে বললাম, উভয় চিহ্ন দেখা হয়ে গেল। এরপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গেলাম। তিনি এক জানাযার সাথে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর গায়ে দু'টি পশমী চাদর ছিল। আমি নবুওয়তের মোহর দেখার উদ্দেশ্যে ঘুরে তাঁর পিছনে এলাম। এতে তিনি বুঝে নিলেন যে, আমি একটি কথিত চিহ্নের খোঁজ করছি। সম্ভবতঃ এটা বুঝতে গিয়েই তিনি পৃষ্ঠদেশ থেকে চাদর সরিয়ে নিলেন। আমি নবুওয়তের মোহর দেখতে পেলাম।

আমি ক্রন্দন করছিলাম এবং মোহর চুম্বন করে যাচ্ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সালমান! সামনে এস। আমি সামনে এসে বসে পড়লাম। তাঁর মনোবাঞ্ছা ছিল যে, আমার ঘটনাবলী সাহাবীগণও শুনুন। সেমতে আমি আমার জীবনের সকল ঘটনা শুনালাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সালমান! তুমি তোমার মালিকের সাথে মুকাতাবাতের চুক্তি সম্পাদন করে নাও। (অর্থাৎ শর্তাধীনে মুক্তি লাভের চুক্তি কর।) আমি মালিকের সাথে তিনশ' খর্জূর বৃক্ষ রোপণ ও চল্লিশ ওকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে চুক্তি সম্পাদন করলাম। সাহাবীগণের প্রত্যেকেই আমাকে খর্জূর চারা দিলেন; কেউ ত্রিশটি, কেউ বিশটি এবং অন্যরা একটি করে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন, এসব চারা রোপণের জন্যে মালিকের যমিনে গর্ত খনন কর। খননের পর চারা রোপণের জন্যে আমাকে খবর দিয়ো। আমি গর্ত খনন করলাম। এ কাজে সাহাবীগণ আমাকে সাহায্য করলেন। খনন সমাপ্ত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করলেন। আমরা চারা তুলে তুলে তাঁর হাতে দিতে লাগলাম এবং তিনি সেগুলো গর্তে স্থাপন করতে লাগলেন। সেই আল্লাহর কসম, যিনি তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, এগুলোর মধ্যে একটি চারাও বিনষ্ট হল না। এরপর আমার যিম্মায় চল্লিশ ওকিয়া সোনা রয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে কোন খনি থেকে কবুতরের ডিমসম স্বর্ণ এল। তিনি বললেন, সালমান! এই স্বর্ণ নিয়ে নাও এবং তোমার কাছে যে পাওনা রয়ে গেছে, এ থেকে মালিককে তা চুকিয়ে দাও। আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! এটা তো আমার ঋণ পরিশোধের জন্যে যথেষ্ট হবে না। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা এ থেকেই পরিশোধ করে দিবেন। সেই আল্লাহর কসম, যার কবজায় আমার প্রাণ, আমি সেই স্বর্ণখণ্ড থেকে চল্লিশ ওকিয়া মালিককে শোধ করে দিলাম এবং সেই পরিমাণ আমার কাছেও রয়ে গেল।

আবূ নয়ীম আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সালমান (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি রামহরমুযে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এবং গ্রামের শিশুদের সাথে খেলাধুলা করতাম। সেখানে একটি পাহাড় ছিল, যাতে গুহাও ছিল। একদিন আমি একাই সেদিকে চলে গেলাম। গুহার ভিতর থেকে একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তি বের হয়ে এল। সে পশমী চাদর ও জুতা পরিহিত ছিল। সে আমাকে ইশারায় ডাকল। আমি তার নিকটে গেলে সে বলল ঃ হে বালক, হযরত ঈসা (আঃ)কে জান? আমি জবাব দিলাম ঃ আমি তো কখনও এ নামও শুনিনি।

সে বলল ঃ ঈসা (আঃ) আল্লাহর রসূল। যে ঈসা (আঃ)-এর প্রতি এবং তাঁর পরে আগমনকারী আহমদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আনবে, সে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্ত হয়ে আখেরাতের অগণিত নেয়ামতে পৌঁছে যাবে।

আমি দেখলাম যে, লোকটির মুখ থেকে নূরের জ্যোতি বের হচ্ছে। আমার মন তার কথায় আটকে গেল। সে আমাকে শিক্ষা দিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) আল্লাহর রসূল। তার পরে মোহাম্মদ (সাঃ)

আল্লাহর রসূল। মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন সত্য। সে আমারকে নামাযের পদ্ধতিও শিখিয়ে দিল এবং বলল ঃ যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে এবং কেবলামুখী হয়ে যাবে, তখন তোমার চতুর্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হলেও এদিক ওদিক দেখবে না। ফরয নামাযে পিতামাতা ডাক দিলেও জবাব দিবে না। হাঁ, আল্লাহর রসূল তোমাকে ডাকলে ফরয নামাযও ছেড়ে দিবে। কেননা, রসূলের ডাক আল্লাহর পক্ষ থেকেই ডাকের নামান্তর হয়ে থাকে। অতঃপর সে বলল ঃ যদি তুমি মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ (সাঃ)-কে পাও, তবে তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং আমার সালাম বলবে। তিনি মক্কার পাহাড় থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি বললাম ঃ তার কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। সে বলল ঃ তিনি রহমতের নবী। তাঁর নাম মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। তিনি মক্কার পাহাড় থেকে আবির্ভূত হবেন। উট, গাধা, ঘোড়া ও খচ্চরে আরোহণ করবেন। স্বাধীন ও গোলাম তাঁর দৃষ্টিতে সমান হবে। রহমত তাঁর অন্তরে ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকবে। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে কবুতরের ডিমের ন্যায় চিহ্ন থাকবে। সেটির অভ্যন্তর ভাগে লেখা থাকবে – আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল। আর বহির্ভাগে লেখা থাকবে— যথা ইচ্ছা যাও। তুমি সফল। তিনি হাদিয়া খাবেন; কিন্তু সদকা কবুল করবেন না। তিনি হিংসা ও বিদ্বেষপরায়ণ হবেন না। কোন যিম্মী ও মুসলমানের প্রতি অবিচার করবেন না।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম শুরাহবিল ইবনে সহল থেকে বর্ণনা করেন যে, সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেছেন ঃ যখন আমি ধর্মের খোঁজে বের হলাম, তখন সন্ন্যাসীদের কাছে পৌঁছলাম। তারা বলত, এ যুগে আরবভূমি থেকে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তাঁর কাঁধে নবুয়তের মোহর থাকবে। সেমতে আমি আরব দেশেপৌঁছলাম এবং নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাব ঘটল। সন্ন্যাসীরা যে সকল চিহ্ন বর্ণনা করেছিল, সেগুলো আমি স্বচক্ষে দেখে নিলাম। নবুওয়তের মোহরও দেখলাম। এরপর আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, আল্লাহ এক এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম বুরায়দা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সালমান ফারেসী (রাঃ) এ শর্তে মুক্তি চুক্তি করেছিলেন যে, তিনি মালিকের জন্যে খর্জূরের চারা লাগাবেন এবং পূর্ণ এক বছর পর্যন্ত সেগুলোর দেখাশুনা করবেন । এ চুক্তির পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমস্ত চারা আপন পবিত্র হাতে রোপণ করেন, একটি চারা ছাড়া। সেটি হযরত ওমর (রাঃ) রোপণ করেছিলেন। বছর পূর্ণ হওয়ার পর সকল চারাতেই ফল ধরল; কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ)-এর রোপণ করা চারায় ফল ধরল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কে রোপণ করেছে? বলা হল ওমর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেটি উপড়ে সেখানেই আপণ হাতে চারটি পুনরায় রোপন করলেন। তাতে সে বছরই ফল ধরল।

ইবনে সা'দ ও আবূ নয়ীম আবূ ওছমান মহন্দী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে; সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেছেন আমি মুক্তির জন্যে মালিকের সাথে এ শর্তে চুক্তি

করেছিলাম যে, তার জন্যে পাঁচশ চারা রোপণ করব। সবগুলো গাছে যখন ফল ধরবে, তখন আমি মুক্ত হয়ে যাবো। এ চুক্তির পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করলেন এবং সমস্ত চারা নিজ হাতে রোপণ করলেন একটি ছাড়া, যেটি আমি রোপণ করেছিলাম। তাঁর রোপণকরা সকল চারাই ফলন্ত হল; কিন্তু আমার রোপণ করা চারাটা ফলন্ত হল না।

হাকেম ও বায়হাকী আবু তোফায়ল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেছেন ঃ নবী করীম (সাঃ) আমাকে এ পরিমাণ সোনা দিয়ে ছিলেন। এ সময় সালমান (রাঃ) বৃদ্ধাঙ্গলি ও শাহাদতের অঙ্গুলি মিলিয়ে স্বর্ণ পরিমাণে গোলাকৃতি দেখালেন। তিনি বলেনঃ এ স্বর্ণটুকু এক পাল্লায় এবং ওহুদ পাহাড় এক পাল্লায় রাখা হলে স্বর্ণের পাল্লা ভারী হয়ে যেত।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আহমদ ও বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, সালমান (রাঃ) বলেছেন ঃ নবী করীম (সাঃ) যখন আমাকে সোনা দিলেন এবং বললেন যে, এ দ্বারা মালিকের পাওনা চুকিয়ে দাও, তখন আমি আরয করলাম ঃ এর দ্বারা পাওনা পূর্ণ হবে কি রূপে? অতঃপর তিনি স্বর্ণখণ্ডটি মুখে লাগালেন এবং আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে বললেনঃ যাও, এটা নিয়ে যাও। আল্লাহ্ তায়ালা তোমার ঋণ শোধ করে দিবেন। সেমতে আমি মালিকের কাছে গেলাম এবং তা থেকে চল্লিশ ওকিয়া তাকে শোধ করে দিলাম।

ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ বায়হাকী ও আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, আছেম ইবনে আমর ইবনে কাতাদাহ্ এক ব্যক্তি থেকে এবং সেই ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ) থেকে শুনেছে যে, তিনি বলেন ঃ আমাকে সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেছেন যে, আসূরিয়ার পাদ্রীর মৃত্যু নিকটবর্তী হলে সে আমাকে বললঃ শামদেশে দু'টি খর্জূরপূর্ণ ভূমিতে পৌছে যাও। সেখানে প্রতি বছর এক ব্যক্তি এক খর্জূরপূর্ণ ভূমি থেকে বের হয়ে অন্য খর্জূরপূর্ণ ভূমির দিকে যায়। সে পথি মধ্যে রোগীদের জন্যে দোয়া করতে করতে যায়। ফলে রোগীরা আরোগ্য লাভ করে। সে ব্যক্তিকে ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, যে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করছ।

সেমতে আমি সেখানে গেলাম এবং এক বছর সেখানে অবস্থান করলাম। সে ব্যক্তি বাইরে এলে আমি তার বাহুতে হাত রেখে বললাম ঃ আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন – ইবরাহীম (আঃ)-এর সনাতন ধর্ম কোনটি?

সে বললঃ একজন নবীর আগমন আসন্ন। তিনি হেরেম থেকে আবির্ভূত হবেন এবং তিনিই সে সনাতন ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

হযরত সালমান (রাঃ) এ ঘটনা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি বললেনঃ হে সালমান! যদি বিশ্বাস কর, তবে তুমি হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেখেছ। (সুহায়লী বলেন, এ হাদীসের সনদ বিচ্ছিন্ন এবং এক রাবী অজ্ঞাত।)

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছেম ইবনে আমর ইবনে কাতাদাহ বলেনঃ আমাদের মুরুব্বীগণ আমাকে বলেছেন যে, আরববাসীদের মধ্যে কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অবস্থা আমাদের চেয়ে বেশী জানে না। আমাদের সাথে কিতাবধারী ইহুদী সম্প্রদায় বাস করত। আমরা ছিলাম পৌত্তলিক। আমাদের কোন বিষয় ইহুদীদের খারাপ লাগলে তারা বলত ঃ একজন নবীর আগমন আসন্ন। আমরা তাঁর অনুসরণ করব এবং তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জনগোষ্ঠীর ন্যায় ধ্বংস করে দিব। কিন্তু যখন আল্লাহ তায়ালা নবী পাক (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন, তখন আমরা ঈমান আনলাম, আর তারা পূর্ববৎ কুফরে অটল রইল। এর প্রেক্ষাপটে কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوا

ঃ কিতাবধারীরা ইতিপূর্বে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করত।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আলী ইযদী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইহুদীরা এ বলে দোয়া করত ঃ হে আল্লাহ! এ (আখেরী) নবীকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর, যাতে তিনি আমাদের মধ্যে ও অন্যদের মধ্যে ফয়ছালা করে দেন।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন আরবের গাতফান গোত্র ও খায়বরের ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হল, তখন ইহুদীরা পরাজিত হলে এই মর্মে দোয়া করতে লাগলঃ হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে প্রতিশ্রুত নবী-উম্মীর উছিলায় আবেদন করি যে, এ নবীকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর এবং আমাদেরকে বিজয় দান কর। এরপর পুনরায় যুদ্ধ হলে গাতফান গোত্র হেরে গেল এবং ইহুদীরা বিজয়ী হল। কিন্তু নবী করীম (সাঃ) প্রেরিত হলে তারা যথারীতি কুফরিতে অটল রইল। তখন আল্লাহ্ তায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করলেন।

ইবনে ইসহাক, আহমদ, বুখারী, হাকেম, বায়হাকী, তিবরানী ও আবূ নয়ীম মাহমূদ ইবনে লবীদ থেকে এবং তিনি সালাম ইবনে সালামাহ্ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমাদের এলাকায় এক ইহুদী ছিল। এক বার সে বনী আবদে আশহালে মজলিসে আগমন করে বক্তৃতা দিতে লাগল। সে মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন, কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, হিসাব-নিকাশ ও দাড়িপাল্লা সম্পর্কে আলোচনা করল। পৌত্তলিক বনী আবদে আশহাল মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী ছিল না। তার আলোচনা শুনে তারা বললঃ এটা কিরূপে সম্ভবপর যে, মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে? আমল অনুযায়ী জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে? ইহুদী বলল ঃ হাঁ! সে কসম খেয়ে আরও বললঃ যদি তোমরা বিরাট অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে

আমাকে তাতে নিক্ষেপ কর,অতঃপর আমার ভস্ম মাটিতে মিশ্রিত করে দাও, তবুও আমি কিয়ামতে জীবিত হয়ে যাব। লোকেরা বললঃ আচ্ছা, কোন নিদর্শন বর্ণনা কর।

ইহুদী মক্কা ও এয়ামনের দিকে ইশারা করে বললঃ দেশের এ দিক থেকে একজন নবী আবির্ভূত হবেন।

লোকেরা প্রশ্ন করল ঃ এই নবী কবে আসবেন? উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি ছিলাম সর্বকণিষ্ঠ। ইহুদী আমার দিকে ইশারা করে বললঃ এ যুবক পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হলে অবশ্যই নবীর সাক্ষাত পাবে। এ ঘটনার কিছু দিন পরেই নবী করীম (সাঃ) প্রেরিত হয়ে গেলেন। সে ইহুদী তখনও জীবিত ছিল। আমরা ঈমান আনলাম; কিন্তু সে অবাধ্যতা ও প্রতিহিংসার কারণে কুফরেই অটল রইল। আমি তাকে বললাম ঃ তুমি তো এমন এমন বলতে। এখন ঈমান আন না কেন? ইহুদী বললঃ আমার সেই কথা এই নবীর সম্পর্কে ছিল না।

বায়হাকী, তিবরানী, আবূ নয়ীম খলিফা ইবনে সাওদাহ্ থেকে বর্ণনা করেন – আমি মোহাম্মদ ইবনে আদী ইবনে রবীয়াকে প্রশ্ন করলাম ঃ মূর্খতা যুগে তোমার পিতা তোমার নাম 'মোহাম্মদ' রাখল কেন? সে বললঃ আমি আমার পিতাকে এ প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ আমরা বনী-তামীমের চার ব্যক্তি সিরিয়ার সফরে রওয়ানা হই – আমি, সুফিয়ান ইবনে মাজাশে, এয়াযিদ ইবনে ওমর এবং উসাতা ইবনে মালেক। সিরিয়া পৌঁছে আমরা একটি ছোট জলাশয়ের পাড়ে অবস্থান করলাম। সেখানে বৃক্ষ ছিল। এক সন্ন্যাসী এসে বললঃ তোমরা কে? আমরা বললামঃ আমরা আরবের মুযার গোত্রের লোক। সে বললঃ তোমাদের মধ্যে সত্বরই একজন নবী আত্মপ্রকাশ করবেন। তাড়াতাড়ি যাও এবং তাঁর কাছ থেকে হেদায়াত হাছিল কর। কেননা, তিনি সর্বশেষ নবী।

আমরা বললামঃ তাঁর নাম কি ?সে বললঃ তাঁর নাম মোহাম্মদ।

আমরা সফর থেকে গৃহে ফিরে এলে সকলেরই পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল এবং সকলেই আপন আপন পুত্রের নাম " মোহাম্মদ" রেখেছিলাম।

ইবনে সা'দ সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আরবরা অতীন্দ্রিয়বাদী ও কিতাবধারীদের মুখ থেকে "মোহাম্মদ" নামের একজন নবীর আগমন সম্পর্কে প্রায়ই শুনত। যে-ই একথা শুনত, সে-ই নবুওয়তের আকাঙ্ক্ষায় স্বীয় পুত্রের নাম "মোহাম্মদ" রাখত।

ইবনে সা'দ কাতাদাহ ইবনে সাকান ওরফী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনু তামীমে এক ব্যক্তির নাম ছিল মোহাম্মদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে জামাশে। কেননা,

এক পাদ্রী তার পিতাকে বলেছিল যে, আবরদের মধ্যে মোহাম্মদ নামীয় একজন নবী পয়দা হবেন। তাই তার পিতা পুত্রের নাম মোহাম্মদ রেখে দেয়।

বায়হাকী মারওয়ান ইবনে হাকাম থেকে, তিনি মোয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তার পিতা আবূ সুফিয়ান বলেছেন– আমি এবং উমাইয়া ইবনে আবী সলত সিরিয়া গেলাম। সেখানে খৃষ্টানদের এক বস্তীদিয়ে যাওয়ার সময় তারা উমাইয়াকে দেখে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করল এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে লাগল। উমাইয়া আমাকে বললঃ তুমিও চল। আমি বললামঃ না, আমি যাব না। অতঃপর উমাইয়া তাদের সাথে চলে গেল। ফিরে এসে আমাকে বললঃ তুমি আমার কাছ থেকে কিছু গোপন করছ। আমি বললামঃ হ্যাঁ। সে বললঃ পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে জ্ঞানী এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে যে, একজন নবী আবির্ভূত হবেন। আমি বললামঃ সম্ভবতঃ আমিই। জ্ঞানী ব্যক্তি বললঃ না, সে তোমাদের মধ্য থেকে নয়। সে মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ তার বংশপরিচয় কি? সে বললঃ আপন সম্প্রদায়ের মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্য থেকে হবে। তাঁর আত্মপ্রকাশের নিদর্শন এই যে, হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর থেকে শামদেশে আশি বার ভূমিকম্প হয়েছে। আরও একবার ভূমিকম্প হবে। এতে শামবাসীদের প্রভূত বিপদ ও কষ্ট হবে।

আমাদের দেশে ফিরে আসার পর এক অশ্বারোহী আগমন করল। আমরা জিজ্ঞাসা করলামঃ কোত্থেকে আগমন করছ? সে বলল ঃ সিরিয়া থেকে। আমরা বললামঃ সেখানে কোন ঘটনা ঘটেছে? সে বলল ঃ হ্যাঁ। সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে। ফলে সে দেশবাসী বিপদ ও পেরেশানীতে পতিত আছে।

আবূ নয়ীম কা'ব ও ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সম্রাট বখতে নছর একটি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু জাগ্রত হওয়ার পর ভুলে যান। তিনি যাদুকর ও অতীন্দ্রিয়বাদীদেরকে ডেকে বললেনঃ স্বপ্নটি দেখার পর আমি অত্যন্ত পেরেশান আছি। তারা বললঃ স্বপ্নটি আমাদেরকে শুনান। সম্রাট বললেনঃ স্বপ্নের বিবরণ আমি ভুলে গেছি। তারা বললঃ তা হলে আমরা কি বলতে পারি? বখতেনছর দানিয়ালকে তলব করে নিজের পেরেশানীর কথা বললেন। দানিয়াল বললঃ আপনি স্বপ্নে একটি বিশালকায় প্রতিমা দেখেছেন, যার পা মাটিতে এবং মস্তক আকাশে। এর উপরিভাগ স্বর্ণের মধ্যভাগ রৌপ্যের এবং নিম্নভাগ তামার। এর গোছা লোহার এবং পা মাটির। আপনি প্রতিমাটি দেখছেন এবং এর সৌন্দর্যে ও কারুকার্যে বিস্ময় প্রকাশ করছেন। এমন সময় আল্লাহ্ তায়ালা আকাশ থেকে একটি পাথর প্রতিমার মাথায় নিক্ষেপ করলেন। ফলে গোটা প্রতিমাটি ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল। এর স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, লোহা ও মাটি পরস্পরে মিশ্রিত হয়ে গেল। আপনি ভাবতে লাগলেন, এখন সমগ্র মানব ও জিন মিলেও এর

অংশসমূহকে আলাদা করতে পারবে না। বায়ু প্রাবাহিত হলে এর সমস্ত কণা উড়ে যাবে। এরপর আকাশ থেকে যে পাথর এসেছিল, সেটি বড় হতে লাগল এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে সমগ্র পৃথিবী আচ্ছন্ন হয়ে গেল। পাথর ও আকাশ ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট রইল না।

একথা শুনে বখতেনছর বললেনঃ হাঁ, আমি এ স্বপ্নই দেখেছি। এখন এর ব্যাখ্যা দাও। দানিয়াল বললঃ প্রতিমার অর্থ হচ্ছে বিশ্বের সমগ্র জাতি। আকাশ থেকে আগত পাথর হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন, যা শেষ যমানায় ছড়িয়ে পড়বে। এ দ্বীন নিয়ে আরবদেশে একজন নবীয়ে উম্মী আবির্ভূত হবেন। আল্লাহ তায়ালা এ দ্বীনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহকে মিছমার করে দিবেন, যেমন প্রতিমা টুকরা টুকরা হয়ে গেছে। এ দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা সারা বিশ্বের উপর বিজয়ী করবেন, যেমন এ পাথর সারা পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলেছে।

ইবনে আসাকির "তারীখে-দামেশ্‌ক" গ্রন্থে ঈসা ইবনে দাব থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেছেন – আমি কা'বার আঙিনায় উপবিষ্ট ছিলাম। যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়লও সেখানেই বসা ছিল। এমন সময় উমাইয়া ইবনে আবীসলত সেখান দিয়ে গমন করছিল। সে বললঃ যে নবীর অপেক্ষা করা হচ্ছে, সে তোমাদের মধ্য থেকে হবে, না আমাদের মধ্য থেকে, না ফিলিস্তিনবাসীদের মধ্য থেকে? যায়দ ইবনে আমর বললঃ কোন নবী প্রেরিত হবে কি না, তা আমার জানা নেই। এ কথাবার্তা শুনে আমি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলাম এবং তাঁকে সব কিছু শুনালাম। তিনি বললেন ঃ হাঁ ভাতিজা! কিতাবধারীরা আমাদেরকে বলেছে যে, প্রতীক্ষিত নবী আরবদের মধ্যবিত্ত ধরনের একটি বংশের মধ্য থেকে হবেন। বংশের জ্ঞান আমার আছে। তোমাদের কওম আরবদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত এবং মধ্যবিত্ত ধরনের বংশধর।

আমি বললামঃ, চাচাজান, এ নবী কি বলবেন?

ওয়ারাকা বললেন, তাই বলবেন, যা তাঁকে বলতে বলা হবে। কিন্তু তিনি নিজে যুলুম করবেন না এবং তাঁর উপরও যুলুম করা হবে না।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেন, যখন রসূলে করীম (সাঃ) আবির্ভূত হলেন, তখন আমি তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করি এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনি।

তায়ালেসী, বায়হাকী ও আবুনয়ীম সায়ীদ ইবনে যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একবার সায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল এবং ওয়ারাকা ইবনে নওফেল দ্বীনের খোঁজে বের হয়ে মূছেলের এক সন্ন্যাসীর কাছে পৌঁছে যায়। সন্ন্যাসী যায়দকে প্রশ্ন করল, কোত্থেকে এসেছ? যায়দ বলল, ইবরাহীম (আঃ)-এর নির্মিত ইমারতের শহর থেকে।

প্রশ্ন হল, উদ্দেশ্য কি? যায়দ বলল, দ্বীনের খোঁজে এসেছি। সন্ন্যাসী বলল, দেশে ফিরে যাও। তোমরা যে ধর্মের তালাশ করছ, তা খোদ তোমাদের ভূখণ্ডে প্রকাশ পাবে।

আবু ইয়ালা, বগভী, তিবরানী, হাকেম, বায়হাকী ও আবু নয়ীম উসাতা ইবনে যায়দ থেকে, তিনি যায়দ ইবনে হারেছা থেকে বর্ণনা করেন যে, যায়দ ইবনে আমর ইবনে নওফেলের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়েছে। তিনি যায়দকে বললেন, চাচাজান, মানুষ আপনার দুশমন হয়ে গেল কেন? প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত ব্যক্তিগণ মূর্তিপূজার বিরুদ্ধাচরণের কারণে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

যায়দ বলল, আল্লাহর কসম, আমার পক্ষ থেকে কিছু হয়নি। তবে আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট মনে করতাম। তাই আমি দ্বীনের তালাশে বের হয়ে পড়ি এবং দ্বীপের এক শায়খের কাছে পৌঁছে যাই। সে আমাকে বলল, তুমি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক? আমি বললাম, বায়তুল্লাহর প্রতিবেশীদের একজন। সে বলল, তোমাদের দেশ থেকে একজন নবী প্রকাশ পাবেন। তাঁর নক্ষত্র উদিত হয়ে গেছে। ফিরে গিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান আন। আমি ফিরে এলাম; কিন্তু কিছুই অনুভব করলাম না। যায়দ ইবনে হারেছা বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাতের পূর্বেই যায়দ ইবনে আমরের ইন্তেকাল হয়ে যায়।

ইবনে সাদ ও আবু নয়ীম আমের ইবনে রবিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, আমের বলেছেন- আমি যায়দ ইবনে আমর ইবনে নওফেলের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন সে মক্কা থেকে হেরা অভিমুখে যাচ্ছিল এবং তার ও তার কওমের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। কেন না, যায়দ ইবনে আমর কওমের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিমাপূজা থেকে আলাদা থাকত। সাক্ষাতের পর যায়দ বলল, হে আমের! আমি আমার কওমের বিরুদ্ধাচরণ করে ইবরাহিমী দ্বীনের অনুসরণ করি। আমি একজন নবীর অপেক্ষায় আছি, যিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্য থেকে হবেন। তার নাম হবে আহমদ। আমি সম্ভবতঃ তাকে পাব না। আমি এই মুহূর্তে তার প্রতি ঈমান আনছি, তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করছি এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি নবী। যদি তুমি অধিক দিন জীবিত থাক এবং এ নবীর সাথে সাক্ষাৎ পাও, তবে আমার পক্ষ থেকে তাঁকে সালাম বলবে। হে আমের, আমি তোমাকে তাঁর কিছু বৈশিষ্ট্যও বলে দিচ্ছি, যাতে তুমি সহজে চিনতে পার। তিনি না খর্বাকৃতি হবেন, না লম্বাটে। কেশ বেশী হবে না, কমও হবে না। তাঁর চক্ষুদ্বয় লালচে হবে। উভয় কাঁধের মাঝখানে নবুয়তের মোহর থাকবে। তাঁর নাম হবে আহমদ। এ শহর তাঁর জন্মস্থান ও নবুয়তের স্থান হবে। কিন্তু তাঁর কওম তাঁকে শহর থেকে বহিষ্কার করবে। কেন না, তারা তাঁর দাওয়াত অপছন্দ করবে। অবশেষে তিনি মদীনায় হিজরত করবেন। সেখানে তিনি প্রাধান্য লাভ করবেন। তাঁর ব্যাপারে তুমি কখনও

প্ররোচিত হবে না। আমি ইবরাহিমী দ্বীনের তালাশে সমগ্র দেশ ঘুরেছি। যে ইহুদী, খ্রীষ্টান ও অগ্নিপূজারীকেই আমি জিজ্ঞেস করেছি, সে এসব বৈশিষ্ট্যই বলেছে, যা আমি বর্ণনা করলাম। তারা আরও বলেছে যে, এ নবী ছাড়া এখন আর কোন নবী অবশিষ্ট নেই।

আমের বলেন, নবী করীম (সাঃ) নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর আমি এসব কথা তাঁকে বললাম। তিনি তিন বার যায়দ ইবনে আমরের জন্যে রহমতের দোয়া করলেন। অতঃপর বললেন, আমি তাঁকে জান্নাতে আপন চাদর মাটিতে ছড়িয়ে চলতে দেখতে পাচ্ছি।

ইবনে সা'দ শা'বী থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে যায়দ ইবনে খাত্তাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যায়দ ইবনে আমর ইবনে নওফেল বলেছেন - আমি সিরিয়ার এক সন্ন্যাসীর কাছে গেলাম এবং তাকে বললাম, আমি মূর্তিপূজা, ইহুদীবাদ ও খৃষ্টবাদ কিছুই পছন্দ করি না। সন্ন্যাসী বলল, তুমি আসলে ইবরাহিমী দ্বীনের তালাশে আছ। হে মক্কাবাসী ভাই! তুমি যে ধর্ম খুঁজে বেড়াচ্ছ, তা তো আজ নেই। তোমাদের নিজের শহরে সত্য প্রকাশ পাবে। তোমাদের কওমে এবং তোমাদের শহরেই সে একজন নবী ইবরাহিমী দ্বীন নিয়ে আগমন করবেন। তিনি আল্লাহর কাছে সর্বাধিক সম্মানিত বান্দা হবেন।

আবু নয়ীম আবূ উমামা বাহেলী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমর ইবনে আবাসা সালমা বর্ণনা করেছেন - আমি মূর্খতা যুগে আমার কওমের বাতিল কর্মকাণ্ড ত্যাগ করেছিলাম। জনৈক কিতাবধারী ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে আমি তাকে সর্বোত্তম ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, মক্কা থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, তিনি নিজের কওমের প্রতিমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন। তিনিই-ই সর্বোত্তম ধর্ম নিয়ে আগমন করবেন। তাঁকে পেলে তাঁর অনুসরণ করবে। এরপর আমি মক্কায় এলাম এবং লোকজনের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম কোন ঘটনা ঘটেছে কি না? তারা বলল, না। এরপর আমি মক্কা থেকে আগমনকারী কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করে খোঁজ-খবর নিতে লাগলাম। তারা না সূচক জওয়াব দিতে থাকে। একবার এমনিভাবে পথিমধ্যে বসা ছিলাম। এমন সময় এক অশ্বারোহী আগমন করল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোত্থেকে এসেছ? সে বলল, মক্কা থেকে। আমি বললাম, সেখানকার খবর কি? সে বলল, হাঁ, এক ব্যক্তি নিজের কওমের প্রতিমাদেরকে ত্যাগ করে অন্য এক খোদার দিকে দাওয়াত দেয়। আমি মনে মনে বললাম, এ সেই ব্যক্তি, যাকে আমি তালাশ করি। আমি তার কাছে গেলাম। কিন্তু তিনি তখন আত্মগোপন করার মত অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কে? তিনি বললেন, নবী। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, রসূল। আমি জিজ্ঞেস কলাম, আপনাকে কে প্রেরণ করেছে? তিনি বললেন, আল্লাহ। আমি বললাম, কি পয়গাম দিয়েছেন? তিনি বললেন, আত্মীয়তার

সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। প্রাণের হেফাযত করতে হবে। পথঘাট শান্তিপূর্ণ রাখতে হবে। প্রতিমাসমূহ ভেঙ্গে দিতে হবে। একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতে হবে। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না।

আমি বললাম, আপনার আনিত পয়গাম কি চমৎকার! আমি আপনার প্রতি ঈমান আনলাম এবং আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করলাম। আমি আপনার সাথে থাকতে পারি কি? আপনি কি বলেন?

তিনি বললেন, তুমি মানুষের বিরোধিতা দেখতেই পাচ্ছ। আপাততঃ আপন পরিবারের মধ্যে যেয়েই থাক। যখন শুনবে যে, পরিস্থিতি আমার অনুকূলে এসে গেছে, তখন তুমি আমার অনুসরণ করো। সেমতে আমি যখন শুনলাম যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করেছেন, তখন আমি তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। ইবনে সা'দ এ রেওয়ায়েতটি শহর ইবনে হাওশাব থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেছেন, সম্রাট বখ্‌তে নছরের পক্ষ থেকে ব্যাপক ধ্বংসলীলা আসার পর বনী ইসরাঈল এদিক-ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। তাদের কিতাবে মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণিত ছিল। একথাও ছিল যে, তিনি আরবের কোন খর্জুর বিশিষ্ট বস্তীতে আত্মপ্রকাশ করবেন। সেমতে বনী-ইসরাঈল যখন সিরিয়া থেকে রওয়ানা হল, তখন সিরিয়া ও ইয়ামনের মধ্যবর্তী প্রতিটি আরব বস্তী সম্পর্কে তারা ধারণা করত যে, এটা ইয়াসরিবের অনুরূপ। এরপর তাদের একটি দল সেখানে বসতি স্থাপন করত। তারা সকলেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁর অনুসরণ করার অপেক্ষায় ছিল। বনী-হারূনের যাদের কাছে তওরাত ছিল, তাদের একটি দল ইয়াসরিবে বসতি স্থাপন করে। তাদের বিশ্বাস ছিল যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এখানেই আগমন করবেন। তারা আপন সন্তানদেরকে তাঁর অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করত। কিন্তু তাদের সন্তানরা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়কাল পেল, তখন উত্তমরূপে চিনাজানা সত্ত্বেও কুফরের উপর অটল হয়ে রইল।

আবূ নয়ীম বর্ণনা করেন যে, হযরত হাসসান ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেছেন - সাত বছর বয়সে গৃহে অবস্থান কালে আমি যা কিছু দেখতাম, মনে রাখতাম এবং যা কিছু শুনতাম, স্মৃতির মণিকোঠায় সংরক্ষিত রাখতাম। একবার আমাদের কাছে ছাবেত ইবনে যাহহাক নামক এক যুবক আগমন করল। সে বলতে লাগল যে, বনী কুরায়যার এক ইহুদী তার সাথে তর্ক করছিল এবং বলছিল - একজন নবীর আগমন অত্যাসন্ন। তিনি এক কিতাব নিয়ে আসবেন, যা আমাদের কিতাবের অনুরূপ। তিনি তোমাদের সকলকে আদ জাতির ন্যায় ধ্বংস করে দিবে। হাসসান (রাঃ) বলেন, আমি যাদুর কারণে অনুভব করলাম যেন আমি একটি সুরম্য প্রাসাদের উপরে আছি।

আমি একটি উচ্চকণ্ঠ শুনলাম। এক ইহুদী মদীনার সুউচ্চ ভূমিতে আরোহণ করেছে। তার কাছে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত আছে। মানুষ তার কাছে সমবেত হয়েছে এবং জিজ্ঞাসা করছে - কি বলছ? ইহুদী বলল, আহমদের নক্ষত্র উদিত হয়ে গেছে। কোন নবীর আগমন আসন্ন হলেই এ নক্ষত্র উদিত হয়। আহমদ ছাড়া কোন নবী এখন অবশিষ্ট নেই। মানুষ একথা শুনে হাসতে লাগল এবং বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল। (হযরত হাসসান (রাঃ) একশ বিশ বছর বয়ঃক্রম পান। ষাট বছর মূর্খতা যুগে এবং ষাট বছর ইসলামোত্তর যুগে অতিবাহিত করেন।)

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম হুয়ায়সা ইবনে সউদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে যে সকল ইহুদী বাস করত, তারা প্রায়ই একজন নবীর কথা বলাবলি করত, যিনি মক্কায় প্রেরিত হবেন। তাঁর নাম হবে আহমদ। তিনিই হবেন সর্বশেষ নবী। তাদের কিতাবে তাঁর গুণাবলীও বর্ণিত আছে। হুয়ায়সা বলেন, আমি শিশু ছিলাম; কিন্তু যা দেখতাম এবং শুনতাম, সবই মনে রাখতে পারতাম। একবার আমি বনী আব'দে-আশহালের দিক থেকে একটি চীৎকার শুনলাম। এতে আমার কওমের লোকেরা ঘাবড়ে গেল যে, কি জানি হল! পুনরায় চীৎকার শুনা গেল। আমরা এই আওয়াজ শুনলাম এবং বুঝতেও পারলাম। এক ব্যক্তি বলছিল - হে মদীনাবাসীগণ, এই দেখ আহমদের নক্ষত্র। তিনি পয়দা হয়ে গেছেন। একথা শুনে আমরা বিস্মিত হলাম। এরপর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আমরা একথা ভুলেও গেলাম। আমার কওমের অনেকে মারা গেল এবং শিশু যুবকে পরিণত হল। আমি নিজেও যুবক হয়ে গেলাম। এ সময় আমি আবার সেই আওয়াজ শুনলাম। বলা হচ্ছিল, হে মদীনাবসীগণ, মোহাম্মদ আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং নবুয়তও পেয়ে গেছেন। তাঁর কাছে জিবরাঈল (আঃ)-ও এসে গেছেন, যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে আসতেন। এর কিছু দিন পরেই মক্কা থেকে খবর এল যে, এক ব্যক্তি নবুয়ত দাবী করেছে। এরপর কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করল এবং কিছু পিছনে রয়ে গেল। আমি তখন ইসলাম গ্রহণ করলাম, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করে এলেন।

ইবনে সাদ ও আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন - কুরায়যা, নুযায়র, ফদক ও খয়বরের ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করত। তারা তাঁর মদীনায় হিজরত করার কথাও বলত। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন ইহুদী আলেমরা বলতে লাগল, এ রাতে আহমদ জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর নক্ষত্র উদিত হয়ে গেছে। যখন তিনি নবুয়ত লাভ করলেন, তখনও তারা বলতে লাগল, তিনি নবুয়ত পেয়ে গেছেন। সত্যিই ইহুদীরা তাঁকে উত্তমরূপে চিনত। তাঁকে স্বীকার করত এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করত।

আবূ নয়ীম, ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির বর্ণনা করেন যে, আবূ নহলা বলেছেন, বনী কুরায়যার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আলোচনা তাদের কিতাবে পাঠ করত। সন্তানদের কাছে তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করত। নাম বলত এবং একথাও বলত যে, তিনি মদীনায় হিজরত করবেন। কিন্তু যখন তিনি আগমন করলেন, তখন হিংসা করতে লাগল এবং তাঁকে অস্বীকার করল।

আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, আমি আমার পিতা মালেক ইবনে সিনানের কাছে শুনেছি যে, একবার তিনি বনী আব'দে আশহালের কাছে গমন করেন কথাবার্তা বলার জন্যে। সেখানে তিনি ইউশা' নামক এক ইহুদীকে বলতে শুনেন যে, একজন নবীর আগমন আসন্ন। তাঁর নাম আহমদ। তিনি হেরেম থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। কেউ তাঁকে প্রশ্ন করল, তাঁর বৈশিষ্ট্য কি? সে বলল, তিনি না খর্বাকৃতি হবেন, না লম্বাটে। তাঁর চক্ষুদ্বয় লালচে হবে। তিনি পাগড়ী পরবেন এবং গাধার পিঠে সওয়ার হবেন। তরবারি তাঁর ঝুঁটিতে থাকবে। তিনি এ শহরে হিজরত করবেন। আমি বিস্মিত হয়ে আপন কওম বনী-হাযরায় চলে এলাম। আমার কওমের এক ব্যক্তি বলল, কেবল ইউশাই এ কথা বলে না; বরং সমগ্র ইয়াসরিবের ইহুদীও তাই বলে। একথা শুনে আমি বনী-কুরায়যার একটি সমাবেশে এলাম। সেখানেও এ আলোচনাই চলছিল। যুবায়র ইবনে আতা বলছিল, সেই লাল নক্ষত্র উদিত হয়েছে, যা কেবল কোন নবীর আগমনেই উদিত হয়। এখন মোহাম্মদ ছাড়া কোন নবী অবশিষ্ট নেই।

আবূ নয়ীম মাহমূদ ইবনে লবীদ থেকে এবং তিনি মোহাম্মদ ইবনে সালামাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, বনী আবদে আশহালে এক ইউশা' নামীয় ইহুদী ছিল। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন এ ইহুদী বলত একজন নবীর আগমন নিকটে। তিনি জনপদে প্রেরিত হবেন। একথা বলার সময় সে হাত দিয়ে মক্কার দিকে ইশারা করত। যে তাঁকে পায়, সে যেন তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রেরিত হলেন, তখন আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম; কিন্তু সে অবাধ্যতা ও হিংসার বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল না।

আবূ নয়ীম আবদুল্লাহ ইবনে সালাম থেকে বর্ণনা করেন যে, সম্রাট তুব্বা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সত্যায়ন না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেন নি। কেন না, ইয়াসরিবের ইহুদীরা তাঁর কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সংবাদ বর্ণনা করেছিল।

ইবনে সা'দ ইকরামা থেকে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এবং তিনি উবাই ইবনে কা'ব থেকে বর্ণনা করেন যে, তুব্বা যখন সসৈন্যে মদীনায় আগমন করলেন, তখন কানাত উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। তিনি ইহুদী আলেমদেরকে বলে পাঠালেন যে, আমি এ বস্তীকে উজাড় করে দিব। ইহুদীদের মধ্যে শামুন ছিল বড় আলেম। সে বললঃ

হে মহান বাদশাহ! এ শহরে বনী-ইসমাঈলের নবী হিজরত করবেন, যিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন এবং যাঁর নাম হবে আহমদ। যে জায়গায় আপনি অবস্থান করছেন, সেখানে তাঁর সঙ্গী ও তাঁর শত্রুদের মধ্যে অনেক খুনখারাবী হবে।

তুব্বা বললেন, তাঁর সাথে যুদ্ধ কে করবে?

শামুন জবাব দিল, তাঁর কওম তাঁর সাথে যুদ্ধ করবে।

তুব্বা প্রশ্ন করলেন, তাঁর সমাধি কোথায় হবে?

শামুন বলল, এ শহরেই।

তুব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, যুদ্ধে কে পরাজিত হবে?

শামুন বলল, জয়-পরাজয় উভয়ই হবে। যে মাঠে আপনি আছেন, এখানে পরাজয় হবে এবং তাঁর সঙ্গীসাথী এত বেশী পরিমাণে নিহত হবে যে, যা অন্য কোথাও এমনটা হবে না। কিন্তু পরিণামে তিনিই বিজয়ী হবেন। তখন কেউ তাঁর মোকাবিলা করবে না।

তুব্বা জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর গুণাবলী কি? শামুন বলল, তিনি না লম্বাটে হবেন, না খর্বাকৃতি। তাঁর চক্ষুদ্বয় লালচে হবে। তিনি গাধার পিঠে সওয়ার হবেন। পাগড়ী বাঁধবেন। তরবারি তার ঝুঁটিতে থাকবে। তিনি পরওয়া করবেন না যে, কার সাথে দেখা করছেন।

ইবনে সা'দ আবদুল হামিদ ইবনে জাফর থেকে, তিনি আপন পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যুবায়র ইবনে বাততা ইহুদীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় আলেম ছিল। সে বলত, আমার পিতা আমার কাছ থেকে একটি কিতাব গোপন করেছিল। কিতাবটি যখন পাই, তখন তাতে আহমদ নবীর উল্লেখ ছিল, যিনি মক্কায় আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর এ গুণাবলী থাকবে। যুবায়র একথা তাঁর পিতার মৃত্যুর পর বর্ণনা করেছিল এবং তখন পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রেরিত হননি। অল্পদিন পরেই সে শুনল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কায় আবির্ভূত হয়ে গেছেন। এ খবর শুনে সে নিজের হেফাজতে রাখা কিতাব থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আলোচনা মিটিয়ে দিল এবং বলল, এ আলোচনা এ ব্যক্তি সম্পর্কে নয়।

আবূ নয়ীম সা'দ ইবনে ছাবেত থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনূ কুরায়যা ও বনূ নুযায়রের ইহুদী আলেমরা নবী করীম (সাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করত। লাল নক্ষত্র উদিত হলে তারা বলল, এটা নবীর জন্মের নক্ষত্র এবং তিনি আখেরী নবী। তাঁর নাম আহমদ এবং তিনি ইয়াসরিবের দিকে হিজরত করবেন। কিন্তু যখন নবী করীম (সাঃ) আগমন করলেন, তখন তারা তাঁর নবুয়ত অস্বীকার করল এবং হিংসায় জ্বলে উঠল।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে যিয়াদ ইবনে লবীদ বর্ণনা করেন যে, তিনি মদীনার টিলাসমূহে এ আওয়াজ শুনতে পান- হে ইয়াসরিববাসীগণ! বনী-ইসরাঈলের মধ্য থেকে নবুয়ত খতম হয়ে গেছে। এখন আখেরী নবী আহমদ পয়দা হবেন। তিনি ইয়াসরিবের দিকে হিজরত করবেন।

ইবনে সা'দ ও আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, আম্মারা ইবনে খুযায়মা ইবনে ছাবেত আপন পিতার কাছ থেকে উদ্ধৃত করেছেন - আবূ আমের নামক জনৈক সন্ন্যাসী আউস ও খাযরাজের ইহুদীদের মধ্যে সর্বাধিক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করত। ইহুদীদের কাছে যেয়ে ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত। ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করত এবং মদীনায় হিজরত করার কথাও বলত। এরপর সে তায়মার ইহুদীদের কাছে গেল। তারাও একথাই বলল। এরপর আবূ আমের সিরিয়ায় গেল। সেখানকার খৃষ্টানদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারাও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করল এবং বলল যে, মদীনা হবে তাঁর হিজরত ভূমি। আবূ আমের সিরিয়া থেকে ফিরে এসে বলতে লাগল যে, সে সনাতন ধর্মের অনুসারী। পশমী বস্ত্র পরিধান করল, সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করল এবং দাবী করল যে, সে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ধর্ম অনুসরণ করে । কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কায় নবুয়ত ঘোষণা করলেন, তখন সে মক্কায় আসেনি; বরং স্বীয় অবস্থায় অটল রইল। যখন নবী করীম (সাঃ) মদীনায় এলেন, তখন সে হিংসা ও কপটতার পথ অবলম্বন করল। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এসে বলল, "আপনি কোন্ ধর্ম নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন?" রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন," সনাতন ধর্ম নিয়ে এসেছি।" সে বলল, "আপনি এতে মিশ্রণ করেছেন।" নবী করীম (সাঃ) বললেন, আমি তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট সনাতন ধর্ম নিয়ে এসেছি। ইহুদী ও খৃষ্টানরা তোমার কাছে আমার যেসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিল, সেগুলোর কি ফল হল? আবু আমের বলল, আপনি সেই ব্যক্তি নন, যাঁর গুণাবলী তারা বর্ণনা করেছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, তুমি মিথ্যাবাদী। সে বলল, আমি মিথ্যা বলি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ তায়ালা মিথ্যাবাদীকে নিঃসঙ্গ ও ধিকৃত মৃত্যু দান করুন। সে বলল, আমিন।

এরপর আবূ আমের মক্কায় চলে এল এবং আপন ধর্ম ত্যাগ করে কোরায়শদের পৌত্তলিক ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেল।

আবূ নয়ীম ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জাফর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবুল হাকীমও উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং তাতে আরও সংযোজন করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের পর আবূ আমের তায়েফে চলে গেল। তায়েফের অধিবাসীরাও মুসলমান হয়ে গেলে সে সিরিয়া চলে গেল এবং সেখানে নিঃসঙ্গ ও ধিকৃত অবস্থায় মারা গেল।

আবূ নয়ীম আবূ সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণনা করেন যে, কা'ব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালেব শুক্রবারে কওমের লোকদেরকে একত্রিত করে এ ভাষণ দিত—শুন এবং শিখ, অন্ধকার রাত, উজ্জ্বল দিন, দিগন্ত বিস্তৃত ভূমি, সুউচ্চ আকাশ, স্তম্ভসম পাহাড়, নিদর্শন বিশিষ্ট নক্ষত্রমালা, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নারী পুরুষ সকলই ধ্বংস হয়ে যাবে। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ, বংশ সংরক্ষণ কর। ধন সম্পদ বৃদ্ধি কর। মৃত্যুর পর কেউ ফিরে এসেছে কি? কোন মৃত জীবিত হয়েছে কি? গৃহ তোমাদের সম্মুখে। তোমরা যেমন বল, তেমন নয়। হেরেমের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কর এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন কর। একে আঁকড়ে থাক। কেন না, এর সাথে এক মহাসংবাদ জড়িত আছে। এখান থেকে নবীর আবির্ভাব হবে। আমাদের উপর দিয়ে দিবারাত্রি লাগাতার অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। যে কোন সময় নবী মোহাম্মদ এসে যাবেন। তিনি সত্য সত্য খবর শুনাবেন। আল্লাহর কসম, আমার চক্ষু, কর্ণ ও হাত পা সুস্থ থাকলে আমি তাঁর সাহায্যার্থে উঠে দাঁড়াতাম।

কা'ব ইবনে লুওইয়ের ওফাত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পাঁচ শ ষাট বছর পূর্বে হয়েছিল।

আবূ নয়ীম ও ইবনে ইসহাক যুহরী থেকে, তিনি সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ক্বায়স্ ইবনে সায়েদা ওকাযের মেলায় তার সম্প্রদায়ের সামনে বক্তৃতায় বলল— মক্কার দিক থেকে তোমাদের কাছে সত্য আসবে। শ্রোতারা প্রশ্ন করল, কোন্ প্রকার সত্য? সে বলল, এক ব্যক্তি উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, কাল চক্ষু লুওয়াই ইবনে গালেবের সন্তানদের মধ্যে হবে, সে তোমাদেরকে অনন্ত জীবন ও অক্ষয় নেয়ামতের দিকে আহবান করবে। তোমরা তাঁর দাওয়াতে সাড়া দিয়ো। যদি আমি তাঁর আবির্ভাব পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, তবে সর্বাগ্রে তাঁর দিকে ধাবিত হতাম।

খারায়েতী ও ইবনে আসাকির জামে ইবনে জেরান ইবনে জামী ইবনে ওছমান ইবনে সিমাল ইবনে আবিল হিছন ইবনে সামাওয়াল ইবনে আদিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন আউস ইবনে হারেছার মৃত্যু সন্নিকটবর্তী হল, তখন সে আপন পুত্র মালেককে কিছু উপদেশ দেওয়ার পর বলল, আল্লাহর একটি ডাক আসবে, যদ্দ্বারা সৎকর্মপরায়ণরা সাফল্য লাভ করবে। যখন গালেবের বংশধর থেকে মক্কায় যমযম ও হাজারে-আসওয়াদের মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি প্রেরিত হবে, তখন তাঁর সাফল্যের জন্যে চেষ্টা করবে। হে বনী আমের। তাঁকে সাহায্য করলেই কামিয়াবী অর্জিত হবে।

ইবনে সা'দ হারাম ইবনে ওছমান আনছারী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আসআদ ইবনে যুরারাহ চল্লিশজন সঙ্গীসহ সিরিয়া থেকে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে

আগমন করেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, কোন আগন্তুক তাঁকে বলছেন, হে আবূ উমামা! মক্কায় একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তুমি তাঁর অনুসরণ করো। তাঁর চিহ্ন এই যে, তুমি যখন মনযিলে অবতরণ করবে, তখন তোমার সকল সঙ্গী মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে। তুমি বেঁচে যাবে এবং অমুক ব্যক্তির চক্ষু বিনষ্ট হয়ে যাবে। সে মতে সে যখন মন্যিলে অবতরণ করল, তখন সকলেই প্লেগ রোগে আক্রান্ত হল। আবূ উমামা ছাড়া সকলেই মারা গেল এবং তার এক সঙ্গীর একটি চক্ষু নষ্ট হয়ে গেল।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম শা'বী থেকে, তিনি জুহায়নার এক শায়খ থেকে বর্ণনা করেন যে, মূর্খতা যুগে এক ব্যক্তি ওমায়র ইবনে হাবীব অসুস্থ হয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। আমরা তার মুখমন্ডল ঢেকে দিলাম এবং মনে করলাম যে, সে মারা যাবে। অবশেষে তার কবর খননের জন্যেও লোকজনকে বলে দিলাম। আমরা তার কাছেই বসা ছিলাম, এমতাবস্থায় হঠাৎ সে উঠে বসল এবং বলল, আমি এখন সেই জায়গায় গিয়েছিলাম, যেখানে বেহুঁশ হয়েছিলাম। আমাকে কেউ বলল, হোবল তোকে ধিকৃত করুক! তোর কবর খনন করা হচ্ছে এবং তোর মা তোর জন্যে কাঁদতে বসবে। তুই কি চাস না যে, তোর স্থলে "কছল" (এক ব্যক্তির নাম)-কে কবরে নিক্ষেপ করে তার উপর মাটি চাপা দিয়ে দেই? তুইকি প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনবি? পরওয়ারদেগারের শোকর করবি এবং শিরক ও গোমরাহী ছেড়ে দিবি? আমি বললাম, হাঁ। এরপর আমাকে ছেড়ে দেয়া হল। এদিকে আমরা কছলের কাছে যেয়ে দেখলাম যে, সে মৃত পড়ে আছে। তাকে ওমায়রের জন্য খননকৃত কবরে দাফন করা হল। ওমায়র জীবিত রইল এবং ইসলাম গ্রহণ করল।

ইবনে আসাকির কা'ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিল ঐশী নির্দেশ। ঘটনা এই যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) বাণিজ্যের উদ্দেশে সিরিয়া গমন করেন। সেখানে তিনি একটি স্বপ্ন দেখে বুহায়রা নামক সন্ন্যাসীর গোচরীভূত করেন। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কোথেকে এসেছেন? তিনি বললেন মক্কা থেকে। প্রশ্ন হল, আপনি কোন গোত্রের লোক? তিনি বললেন, কোরায়শ গোত্রের। প্রশ্ন হল, কি করেন? তিনি বললেন, ব্যবসা-বাণিজ্য।

এ কথা শুনে সন্ন্যাসী বলল, আল্লাহ আপনার স্বপ্ন সত্য করে দেখাবেন। তিনি আপনার কওমে একজন নবী পাঠাবেন। আপনি তাঁর উযীর হবেন এবং তাঁর ওফাতের পর তাঁর খলিফা হবেন।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) এ ঘটনাটি গোপন রাখলেন। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আবির্ভূত হলে তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, ইয়া মোহাম্মদ! আপনার কাছে আপনার দাবীর

স্বপক্ষে কোন দলীল আছে কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমার দলীল সেই স্বপ্ন, যা আপনি সিরিয়াতে দেখেছিলেন।

একথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, কপালে চুম্বন করলেন এবং বললেন, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

ইবনে আসাকির মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান বায়াসী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি স্বীয় পিতার কাছ থেকে, পিতা তাঁর পিতার কাছ থেকে শুনেছেন যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করল, ইসলামের পূর্বে আপনি কি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর নবুয়তের কোন চিহ্ন দেখেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, দেখেছি। শুধু আমি কেন, কোরায়শ-অকুরায়শ যে-ই হোক না কেন, প্রত্যেকের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবুওয়তের নিদর্শন স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আমি মুর্খতা যুগে এক বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ সে বৃক্ষের শাখাগুলো আমার মাথার উপর ঝুঁকে পড়ল। আমি হতভম্ব হয়ে সেগুলোর দিকে তাকাতে শুরু করলে তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ থেকে আওয়াজ এল, অমুক নবী অমুক সময়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। তুমি সকলের মধ্যে সর্বাধিক সৌভাগ্যশালী হয়ে যাও।

অতীত কিতাব সমূহে ছাহাবায়ে-কেরামের উল্লেখ ঃ

ইবনে আবীহাতেম স্বীয় তফসীরগ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তওরাত, যবূর এবং আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার পূর্বে স্বীয় জ্ঞানে একথা বিধিবদ্ধ করে দেন যে, উম্মতে-মোহাম্মদীকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করা হবে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন,

إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ـ

ঃ নিশ্চয় আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দারা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে।

ইবনে আবীহাতেম বর্ণনা করেন যে, হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) উপরোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করার পর বললেন, আমরাই সৎকর্মপরায়ণ বান্দা। আমি বলছি - আমি যবূরের এক কপিতে একশ পঞ্চাশটি সূরা দেখেছি। চতুর্থ সূরায় একথা ছিল - হে দাউদ, শুন এবং সোলায়মানকে বলে দাও, মানুষকে যেন বলে দেয় যে, পৃথিবী আমার। আমি মোহাম্মদ (সাঃ) ও তাঁর উম্মতকে এই পৃথিবীর ওয়ারিস করব।

ইবনে আসাকির ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেছেন - আমি ইসলামের আগমনের পূর্বে ইয়ামন গিয়েছিলাম এবং জনৈক ইহুদী শায়খের গৃহে অবস্থান করেছিলাম। তার বয়স ছিল দশ বছর কম চার'শ

বছর। তিনি অত্যন্ত সুপন্ডিত ছিলেন এবং প্রাচীন গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি আমাকে বলল, তুমি হেরেমের লোক না? আমি বললাম, জ্বী হাঁ। শায়খ প্রশ্ন করলেন, তুমি কোরায়শী ? আমি বলাম, জ্বী হাঁ। তিনি জিজ্ঞাস করলেনঃ তুমি তায়মী? আমি জওয়াব দিলামঃ জ্বী হাঁ। তিনি বললেন, ব্যস একটি বিষয় রয়ে গেল। আমি বললাম, সেটি কি? তিনি বললেন, তোমার পেট খুলে দেখাও। আমি বললাম, কেন? শায়খ বললেন, আমি সত্য জ্ঞানে একথা পেয়েছি যে, হেরেমে একজন নবী প্রেরিত হবেন। তাঁর সাহায্যকারী হবে একজন যুবক ও একজন বৃদ্ধ। যুবক হবে অকুতোভয় প্রতিরক্ষাকারী। বৃদ্ধ দুর্বল ও শ্বেতকায় হবে। তার পেটে থাকবে তিল এবং বাম উরুতে একটি চিহ্ন থাকবে। আমাকে পেট দেখিয়ে দিলে তোমার ক্ষতি কি? আমি তোমার সকল গুণ দেখেছি। কেবল এটিই দেখা হয়নি। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেন, আমি পেট খুলে দিলাম। সে আমার পেটে কাল তিল দেখে বলল, কাবার প্রভুর কসম, তুমিই সেই ব্যক্তি।

ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন যে, রবী, ইবনে আনাম বর্ণনা করেছেন - অতীত কিতাবসমূহে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বৃষ্টির পানির সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা যেখানেই পড়ে, উপকার করে।

ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ বকরাহ বলেছেন, আমি হযরত ওমর (রাঃ)-এর কাছে গেলাম। তখন তাঁর কাছে কিছু লোক বসে আহার করছিল। হযরত ওমর (রাঃ) পিছনে বসা এক ব্যক্তির দিকে চোখে ইশারা করে জিজ্ঞাস করলেন, তোমাদের কিতাবে তার সম্পর্কে কি লেখা আছে? আমি বললাম, ইনি নবীর খলিফা ও বন্ধু।

দীনুয়রী ও ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন যে, যায়দ ইবনে আসলাম বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) আমাকে বলেছেন - মূর্খতা যুগে আমি কোরায়শের কিছু লোকের সঙ্গে বাণিজ্যের উদ্দেশে সিরিয়া গিয়েছিলাম। কাফেলা মক্কায় প্রত্যাবর্তন শুরু করলে আমার একটি কাজ মনে পড়ে গেল। সঙ্গীদেরকে বললাম, তোমরা চলতে থাক। আমি তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমি সিরিয়ার এক বাজারে ঘুরাফেরা করছিলাম, এমন সময় এক পাদ্রী এসে আমার ঘাড় চেপে ধরল। সে আমাকে গীর্জায় নিয়ে গেল। সেখানে মাটির একটি প্রকান্ড স্তূপ ছিল। সে আমাকে একটি কোদাল, একটি কুড়াল ও একটি ঝুড়ি এনে দিল এবং বলল, এই মাটি তুলে বাইরে নিয়ে যাও। আমি বসে ভাবতে লাগলাম যে, এ কিরূপে সরাব। দ্বিপ্রহরে পাদ্রী এল এবং বলল, মাটি সরাওনি কেন? এরপর সে আমায় ঘুষি মারল। আমিও কোদাল তুলে তার মাথায় আঘাত করলাম। ফলে মাথা কেটে গেল। সেখান থেকে বের হওয়ার পর আমি পথ ভুলে গেলাম। দিবারাত্রি চলতে লাগলাম।

সকালে এক গীর্জার নিকটে পৌঁছলাম এবং ছায়ায় বসে পড়লাম। গীর্জা থেকে এক ব্যক্তি বের হয়ে এল এবং বলল, এখানে বসে আছ কেন? আমি বললাম, আমি পথ ভুলে গেছি। সে আমার জন্য খাদ্য নিয়ে এল এবং আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগল। সে বলল, এ সময়ে আমি কিতাবের সর্ববৃহৎ আলেম। তুমিই আমাদেরকে গীর্জা থেকে বহিষ্কার করে দিবে এবং এ শহর দখল করে নিবে। আমি বললাম তুমি আমার ব্যাপারে ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত আছ। সে বলল, আচ্ছা, তোমার নাম কি? আমি বললাম, ওমর ইবনে খাত্তাব। সে বলল, নিঃসন্দেহে তুমিই সেই ব্যক্তি। এ গীর্জা এবং এর ভিতরে যা আছে, সব তুমি আমার নামে লিখে দাও।

আমি বললাম ঃ তুমি আমার সাথে সদয় আচরণ করেছ। এখন এটাকে মলীন করছ কেন? সে বললঃ ব্যস তুমি এটা লিখে দাও যে, এ গির্জার উপর তোমার কোন দখল নেই। তুমি প্রকৃতই সেই ব্যক্তি হলে আমার উদ্দেশ্য সফল হবে। নতুবা এতে তোমার কোন লোকসান নেই।

আমি বললামঃ আচ্ছা আন। আমি তাকে লিখিত দিয়ে তাতে মোহর লাগিয়ে দিলাম।

হযরত ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতকালে যখন বাইতুল মোকাদ্দাসে যান,তখন সেই সন্ন্যাসী লিখিত দলীল নিয়ে উপস্থিত হয়। তিনি এতে খুব আশ্চর্য বোধ করেন। হযরত ওমর (রাঃ) সমস্ত ঘটনা আমাকে শুনান এবং বলেনঃ এই গির্জায় ওমর কিংবা ইবনে ওমরের কোন অংশ নেই।

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আবূ ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ ওবায়দা বর্ণনা করেছেন – নবী করীম (সাঃ)-এর যমানায় একবার হযরত ওমর (রাঃ) যখন নিজের ঘোড়া চালনা করছিলেন, তখন তাঁর উরু খুলে যায়। নাজরানের এক ব্যক্তি তাঁর উরুতে তিল দেখে বললঃ এ সে ব্যক্তি, যার সম্পর্কে আমাদের কিতাবে লেখা আছে যে, সে আমাদেরকে আমাদের গৃহ থেকে বহিষ্কার করবে।

আবূ নয়ীম শহর ইবনে নাওশাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কা'ব বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রাঃ) যখন বাইতুল মোকাদ্দাসে ছিলেন, তখন আমি তাঁকে বললামঃ অতীতের কিতাবসমূহে লেখা আছে যে, এ দেশ একজন সাধু ব্যক্তি জয় করবে। সে মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তার মনে তাই থাকবে, যা মুখে থাকবে। তার কর্ম তার কথার সত্যায়ন করবে। ন্যায়ের ব্যাপারে আপন-পর তার দৃষ্টিতে সমান হবে। তার অনুসারী রাতে দরবেশ এবং দিনে সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী হবে। তারা পরস্পরে নম্র আচরণ করবে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং সৎকাজে একে অপরের চেয়ে অগ্রণী

হবে। একথা শুনে হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি যা বলছ, ঠিক? আমি বললামঃ আল্লাহর কসম, ঠিক। তিনি বললেনঃ আল্লাহ্ তায়ালার শোকর, যিনি আমাদেরকে ইযযত দিয়েছেন, সম্মান ও গৌরবে ভূষিত করেছেন এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে আমাদের প্রতি রহম করেছেন।

ইবনে আসাকির ওবায়দ ইবনে আদম, আবূ মরিয়ম ও আবূ শোয়ায়ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ওমর যখন জাবিয়া নামক স্থানে ছিলেন, তখন খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছেন। লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনার নাম কি? তিনি বললেনঃ খালিদ ইবনে ওলীদ। তারা জিজ্ঞাসা করলঃ আপনাদের আমীরের নাম কি? তিনি বললেনঃ ওমর ইবনে খাত্তাব। তারা বললঃ তাঁর কিছু গুণাবলী বর্ণনা করুন।

খালিদ ইবনে ওলীদ হযরত ওমর (রাঃ)-এর দেহাবয়ব বর্ণনা করলেন। তারা বললঃ বায়তুল মোকাদ্দাস আপনি জয় করবেন না, বরং ওমর জয় করবেন। কারণ, আমাদের কিতাবে লেখা আছে যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের আগে সকল শহর জয় করবে। যে ব্যক্তি বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করবে, তার এ গুণ হবে। দ্বিতীয়তঃ কায়সারিয়া বায়তুল-মোকাদ্দাসের আগে জয় হবে। যান, প্রথমে কায়সারিয়া জয় করুন। এরপর আপনাদের আমীরকে সঙ্গে নিয়ে আসুন।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম মুগীছ আওযায়ী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) কা'বে আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তওরাতে আমার কি গুণাবলী বর্ণিত আছে? তিনি বললেন ঃ আপনার সম্পর্কে বলা হয়েছে – একজন কঠোরহস্ত খলিফা, যে আল্লাহর ব্যাপারে কারও তিরস্কারে ভীত হবে না। এরপর এক খলিফা হবে, যাকে একটি যালেম দল শহীদ করবে। এরপর পরীক্ষার যুগ শুরু হয়ে যাবে।

ইবনে আসাকির হযরত ওমর (রাঃ)-এর মুয়াযযিন আকরা থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) এক পাদ্রীকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কিতাবে আমাদের সম্পর্কে কি লেখা আছে? সে বললঃ আপনার বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকর্মের উল্লেখ আছে ঠিকই; কিন্তু আপনার নাম নেই। হযরত ওমর (রাঃ) প্রশ্ন করলেনঃ আমার সম্পর্কে কি আছে? পাদ্রী বলল, ইস্পাত-কঠিন শিং। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ এর মানে? সে বললঃ এর মানে কঠোর খলিফা। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহু আকবার। এরপর আমার পরে কে? পাদ্রী বললঃ একজন সৎ ব্যক্তি, যে আত্মীয়দেরকে অগ্রাধিকার দিবে। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা ইবনে আফফানের প্রতি রহম করুন। তারপরে কে হবে? উত্তর হলঃ তরবারির ঝংকার। খলিফা বললেন ঃ এটা তো পরিতাপের কথা। পাদ্রী বললঃ আমিরুল-মুমিনীন, যদিও তিনি নিজে সৎলোক হবেন· কিন্তু তাঁর খেলাফতে রক্ত প্রবাহিত হবে এবং তরবারি কোষমুক্ত হবে।

ইবনে আসাকির ইবনে সিরীন থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কা'বে আহবার হযরত ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন ঃ আমিরুল-মুমিনীন, আপনি স্বপ্নে কিছু দেখেন? হযরত ওমর (রাঃ) অস্বীকার করলে কা'ব বললেন ঃ আমি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, যিনি উম্মতের মঙ্গলের ব্যাপারাদি স্বপ্নে দেখে থাকেন।

ইবনে রাহওয়াইহি আবূ আইউব আনছারীর মুক্ত ক্রীতদাস হাসান ইবনে আফলাহ্ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মিসরীয়দের বিদ্রোহের পূর্বে মদীনায় আসতেন এবং কোরায়শ নেতৃবৃন্দকে বলতেন - ওছমানকে হত্যা করো না। তারা বলতঃ আল্লাহ্র কসম, তাঁকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। একথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম চলে যেতেন এবং একথা বলতে বলতে যেতেন যে, তারা তাঁকে অবশ্যই হত্যা করবে। অতঃপর তিনি পুনরায় এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা তাকে হত্যা করো না। তিনি নিজেই চল্লিশ দিনের মধ্যে ইন্তেকাল করবেন। তারা আবার পূর্বের কথাই বলল যে, তাঁকে হত্যা করা হবে না। এরপর আবার এলেন এবং হত্যা না করার জন্যে অনুরোধ করে বললেনঃ ওছমান নিজেই চল্লিশ দিনের মধ্যে ইন্তেকাল করবেন।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির তাউস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ওছমান (রাঃ)-কে শহীদ করা হলে আবদুল্লাহ ইবনে সালামকে প্রশ্ন করা হলঃ আপনি তওরাতে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর আলোচনা কিভাবে পেয়েছেন? তিনি বললেনঃ আমরা তাঁকে ঘাতক ও অবমাননাকারীদের আমীর রূপে পেয়েছি।

ইবনে আসাকির মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ থেকে, তিনি নিজের দাদা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম হযরত ওছমান (রাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ যুদ্ধ ও সন্ধি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ সন্ধি উপযুক্ত। কিন্তু আমাদের কিতাবে আছে আপনি কিয়ামতের দিন ঘাতক ও অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হবেন।

ইবনে আসাকির এ সনদেই রেওয়ায়েত করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মিসরীয়দেরকে বললেন ঃ তোমরা ওছমানকে (রাঃ) হত্যা করো না। কেননা, এই যিলহজ্ব মাস শেষ হওয়ার আগেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে যাবে।

আবুল কাসেম বগভী সায়ীদ ইবনে আবদুল আজীজ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাত হয়ে গেলে ইহুদী আলেম যীকুরুবাত হেমইয়ারীকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরে কে হবে? সে বলল ঃ "আল-আমীন" (অর্থাৎ আবূ বকর রাঃ)। জিজ্ঞাসা করা হলঃ তারপরে? সে বললঃ ইস্পাত কঠিন শিং (অর্থাৎ হযরত ওমর রাঃ) প্রশ্ন করা হল ঃ তারপরে? সে বললঃ

আযহার (অর্থাৎ হযরত ওছমান রাঃ) প্রশ্ন করা হলঃ তারপরে? উত্তর হল ঃ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল (অর্থাৎ হযরত আলী রাঃ)।

ইবনে রাহওয়াইহি ও তিবরানী আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আলী (রাঃ)-এর শাহাদাতের পর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম আমাকে বললেন ঃ চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়ে গেছে। এখন সন্ধি হয়ে যাবে। ইবনে সা'দ আবু সালেহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ওছমান (রাঃ)-এর "হুদী" (উট চালনার গান) গায়ক এই হুদী গাইতঃ তারপরে আলী আমীর হবেন। যুবায়রের সাথে তার মতবিরোধ হবে। কা'ব বলেন ঃ উদ্দেশ্য মোয়াবিয়া। মোয়াবিয়াকে বলা হলে তিনি বললেনঃ হে আবূ ইসহাক! এটা কি রূপে হতে পারে। এখানে তো মোহাম্মদ (সাঃ)-এর ছাহাবী আলী ও যুবায়র উদ্দেশ্য। আবূ ইসহাক বললেনঃ না, আপনিই উদ্দেশ্য।

দারেমী ও ইবনে রাহওয়াইহি আবূ জরীর ইযদী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নবী করীম (সাঃ)-কে বললেনঃ আমরা অতীত কিতাবসমূহে কিয়ামতের দিন আপনাকে পরওয়ারদেগারের সামনে মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখতে পাই, এ কারণে যে, আপনার পরে আপনার উম্মত নতুন নতুন বিষয় গড়ে নিয়েছে।

তিবরানী ও বায়হাকী মোহাম্মদ ইবনে এয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, কায়স ইবনে খারশাহ ও কা'বে আহবার এক সঙ্গে যাচ্ছিলেন। ছিফফীন নামক স্থানে পৌছে কা'ব থেমে গেলেন এবং গভীর দৃষ্টিপাত করার পর বললেনঃ এ স্থানে মুসলমানদের অনেক রক্ত প্রবাহিত হবে, যা পৃথিবীর কোন অংশে প্রবাহিত হবে না। কায়স বললেনঃ আপনি কিরূপে জানলেন? গায়েবের খবর তো আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। কা'ব বললেনঃ পৃথিবীর প্রতি অংশে যা কিছু হবে এবং যা কিছু আবিষ্কৃত হবে সব আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব তওরাতে উল্লেখিত আছে।

হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুখতারের খণ্ডিত শির আনা হলে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র (রাঃ) বললেনঃ কা'ব যা কিছু বর্ণনা করেছিলেন, আমি সবগুলোর সত্যতা পেয়ে গেছি – একটি ছাড়া। তা এই যে, এক ছকফী আমাকে হত্যা করবে। আ'মাশ বলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র জানতেন না যে, হাজ্জাজ তার সম্পর্কে কি সংকল্প করে রেখেছিল। হাকেম মুস্তাদরাকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর বলেছেনঃ কিতাবে উল্লেখিত আছে যে, মোয়াবিয়ার বংশে এক ব্যক্তি রক্তপিপাসু হবে। সে মানুষের ধন-সম্পদকে বৈধ মনে করবে এবং বায়তুল্লাহ ভেঙ্গে দিবে। আমার

সামনেই এরূপ হয়ে গেলে ভাল। নতুবা আমাকে স্মরণ করো। (বনূ কোরায়সে বসবাসকারিনী বনূ মুগীরার এক মহিলাকে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছিল।) হাজ্জাজ ও ইবনে যুবায়রের আমল আসার পর এই মহিলা বায়তুল্লাহর ভগ্নদশা দেখে বললঃ আল্লাহ্ আবদুল্লাহ ইবনে আমরের প্রতি সদয় হোন।

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ হেশাম ইবনে খালেদ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেনঃ আমি তওরাতে পাঠ করেছি যে, আকাশ ও পৃথিবী ওমর ইবনে আবদুল আজীজের জন্যে চল্লিশ বছর পর্যন্ত ক্রন্দন করবে।

মোহাম্মদ ইবনে ফুযালা জনৈক সন্ন্যাসীর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে, ন্যায়পরায়ণ শাসকদের মধ্যে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের মর্তবা এমন, যেমন পবিত্র মাসসমূহের মধ্যে রজব মাসের মর্তবা।

ওলীদ ইবনে হেশাম বর্ণনা করেন, আমরা প্রবাসে এক জায়গায় অবস্থান করলে জনৈক সন্ন্যাসী বলল ঃ আমিরুল-মুমিনীন সোলায়মান ওফাত পেয়ে গেছেন। আমরা বললাম ঃ তারপরে কে খলিফা হবে? সে বলল ঃ ওমর ইবনে আবদুল আজীজ। আমরা সিরিয়ায় পৌঁছলে একথা সত্য সাব্যস্ত হল। চার বছরপর আমরা আবার সেই জায়গায় অবস্থান করে সন্ন্যাসীকে বললাম ঃ আপনার কথা সত্য ছিল। সে বললঃ এখন ওমর ইবনে আবদুল আজীজকে বিষ প্রদান করা হয়েছে। আমরা দেশে ফিরে এসে এখবরও সত্য পেলাম।

ইবনে আসাকির মুগীরা ইবনে নোমান থেকে বর্ণনা করেন যে, বছরার এক ব্যক্তি বলেছে - আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসের উদ্দেশে গমন করছিলাম, বৃষ্টি আমাকে এক গির্জায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। গির্জার সন্ন্যাসী আমাকে বলল ঃ আমাদের কিতাবে আছে যে, তোমাদের ধর্মাবলম্বীরা আসরায় (সিরিয়ার একটি স্থানের নাম) যুদ্ধ করবে। তারা হিসাব নিকাশ ও আযাবের ঊর্ধ্বে থাকবে। এ খবর শুনার কিছু দিন পরেই হাজার ইবনে আদী ও তার সঙ্গীরা আসরায় আসে এবং পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত হয়।

বায়হাকী কা'বে আহবার থেকে বর্ণনা করেন যে, বনূ-আব্বাসের কালো পতাকা প্রকাশ পাবে। সিরিয়ায় তাদের হাতে অনেক যালেম নিহত হবে।

কুলায়বী হাম্মাদ ইবনে সালামাহ থেকে, তিনি ইয়ালা ইবনে আতা থেকে এবং তিনি বুজায়র আবূ ওবায়দ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কিতাবধারী সারাহ ইয়ারমূকী বর্ণনা করেছেন -- আমি কিতাবে পাই যে, এ উম্মতের নবীসহ বারজন শীর্ষ নেতা হবেন। তাদের সময়কাল পূর্ণ হয়ে গেলে উম্মত অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করতে শুরু করবে এবং তাদের শক্তি পরস্পরের মধ্যে ব্যয় হবে।

নবী করীম (সাঃ) -এর আবির্ভাব সম্পর্কে অতীন্দ্রিয়বাদীদের খবর

আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ থেকে, তিনি এয়াহইয়া ইবনে আমর শায়বানী থেকে এবং তিনি আবদুল্লাহ ইবনে দায়লামী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে আববাস (রাঃ)-এর কাছে এসে বললঃ আমি জানতে পারলাম, আপনি সাতীহ্ নামক এক অতীন্দ্রিয়বাদী সম্পর্কে বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানব জাতির মধ্যে তার মত কাউকে সৃষ্টি করেননি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহ তায়ালা সাতীহ্কে কসাইয়ের চাটাইয়ের উপর পড়ে থাকা মাংসপিণ্ডের মত করে সৃষ্টি করেছেন। সে যেখানে যেত, চাটাইসহই তুলে নেয়া হত। কেননা, তার মধ্যে না ছিল কোন হাড্ডি, না ছিল কোন গ্রন্থি। কেবল মাথার খুলি, ঘাড় ও হাতের তালু ছিল। তাকে পা থেকে ঘাড় পর্যন্ত কাপড়ের ন্যায় ভাঁজ করে নেয়া হত। জিহ্বা ব্যতীত শরীরের কোন অংশে স্পন্দন ছিল না। সে যখন মক্কায় আসার ইচ্ছা করল, তখন তাকে চাটাইসহ বহন করে আনা হল। কুছাইয়ের পুত্রদ্বয় আবদে শামস ও আবদে মানাফ, আহওয়াস ইবনে ফেহের এবং আকীল ইবনে আব্বাস কোরায়শ বংশের এই চার ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলে সে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তারা জবাবে নিজেদের বংশপরিচয় পরিবর্তন করে বললঃ আমরা জুমাহ্ গোত্রের লোক। আপনার আগমনের সংবাদ শুনে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। কেননা, আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য ছিল। আকীল তাকে হিন্দী তলোয়ার ও রুশী বর্শা উপহার দিল। কিন্তু প্রথমে তারা এ দু'টি বস্তু বায়তুল্লাহর দরজায় রেখে দিল এটা পরীক্ষা করার জন্যে যে, সাতীহ্ এগুলো দেখে কি না?

সাতীহ্ বলল ঃ আকীল, তোমার দু'টি হাত আমাকে দাও। আকীল নিজের হাত তার হাতে ধরিয়ে দিল।

সাতীহ্ বললঃ সেই সত্তার কসম, যিনি গোপন বিষয়াদি জানেন, যিনি গোনাহ মার্জনাকারী, কসম সেই দায়িত্বের, যা পূর্ণ করা হয় এবং কসম কা'বা গৃহের – তুমি আমার কাছে হিন্দী তলোয়ার ও রুশী বর্শা উপহার নিয়ে এসেছ।

কোরায়শী নেতারা বলল ঃ হে সাতীহ্, তুমি সত্য বলেছ।

সাতীহ বলল ঃ কসম লাতের ও রামধনুর, কসম অগ্রগামী নওজোয়ান অশ্বের এবং সেই অশ্বের, যার ললাটের শুভ্রতা এক দিকে ঝুকে আছে, কসম খর্জুর বৃক্ষের এবং কাঁচা পাকা খেজুরের– কাক উড়ন্ত অবস্থায় সংবাদ দিয়েছে যে, তোমরা জুমাহ্ গোত্রের লোক নও। বরং বাতহা উপত্যকার অধিবাসী কোরায়শী।

তারা সকলে বলল ঃ তুমি ঠিক বলেছ। আমরা মক্কার বাসিন্দা। তোমার জ্ঞান-গরিমার কথা শুনে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি। আমাদেরকে বল,

আমাদের কালে এবং আমাদের পরবর্তীকালে কি কি ঘটনা সংঘটিত হবে? সাতীহ্ বললঃ এবার তোমরা সত্যকথা বলেছ। শুন যেসব বিষয় খোদা আমাকে ইলহাম করেছেন- হে আরবের লোক সকল! তোমরা বার্ধক্যে উপনীত হয়েছ। তোমাদের ও অনারবদের অন্তর্জ্ঞানে এখন আর কোন তফাৎ নেই। তোমাদের মধ্যে কোন জ্ঞান-গরিমা ও বুদ্ধিমত্তা অবশিষ্ট নেই। তোমাদের বংশধর থেকে একটি দল সৃষ্টি হবে, যারা সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুসন্ধানকারী হবে। তারা বাঁধ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, অনারবদেরকে হত্যা করবে এবং গনীমত হাসিল করবে। কোরায়শ নেতারা প্রশ্ন করল ঃ হে সাতীহ্, তারা কোন বংশের লোক হবে?

সাতীহ্ বলল ঃ কসম স্তম্ভবিশিষ্ট গৃহের, শান্তির ও সম্রাটের- তারা তোমাদেরই বংশধর থেকে হবে, যারা প্রতিমা চূর্ণ করে দিবে এবং শয়তানের এবাদত ছেড়ে এক রহমানের এবাদত করবে। খোদার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্ধদের অগ্রে চলে যাবে।

কোরায়শরা বলল ঃ হে সাতীহ্, তারা কোন ব্যক্তির পরিবার থেকে হবে?

সাতীহ্ বলল ঃ কসম সেই সত্তার, যিনি সেরা সম্ভ্রান্ত, যিনি কীট-পতঙ্গ গণনাকারী, যিনি টিলাসমূহকে কম্পমান করে এবং দুর্বলকে সবল করে- তারা সংখ্যায় হাজার হাজার হবে এবং আবদে-শামস ও আবদে-মানাফের পরিবার থেকে হবে। তাদের পরস্পরে মতবিরোধও থাকবে।

কোরায়শরা বলল ঃ হে সাতীহ্, তাদের আরও কথা শুনাও এবং বল যে, তাদের অভ্যুদয় কবে হবে?

সে বললঃ সেই সত্তার কসম, যিনি অনন্তকাল থাকবেন, যিনি সকল পরিণাম সম্পর্কে ওয়াকিফ- নবী হাদী এ শহরেই আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি মানুষকে সৎকর্মের প্রতি দাওয়াত দিবেন এবং ইয়াগুছ, নসর ও ছদদের এবাদত অস্বীকার করে এক খোদার এবাদত করবেন। এরপর আল্লাহ তাঁকে ওফাত দিবেন। সে সময় দুনিয়াতে তাঁর প্রশংসা কীর্তিত হবে এবং আকাশে তাঁর সাক্ষ্য দেওয়া হবে। তাঁর পরে ছিদ্দীক শাসনকর্তা হবেন। তিনি ঠিক ঠিক ফয়ছালা করবেন এবং মানুষের অধিকার আদায়ে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি করবেন না। তার পরে সনাতন ধর্মের অনুসারী ও অত্যন্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি শাসনকর্তা হবেন। তিনি অতিথিপরায়ণ হবেন এবং সনাতন ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন। তার পরে এক লৌহবর্মধারী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি শাসক হবেন। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল ঐক্যবদ্ধ হবে এবং তাঁকে হত্যা করবে। তার পরে আসবে এক বিজয়ী শাসনকর্তা। তার আমলে সৈন্যদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। তারপরে তার পুত্র শাসক হবে। সে ধনসম্পদ আত্মসাৎ করবে এবং সন্তানদের জন্যে সম্পদ জমা করবে। তার পরে অনেক রাজরাজড়া

আসবে এবং অনেক রক্ত প্রবাহিত হবে। অবশেষে একজন দয়বেশ প্রকৃতির লোক আসবেন এবং তাদেরকে পিষ্ট করে দিবেন। অতঃপর যালেম আবূ জাফর শাসনকর্তা হবে। সে সত্যকে দূরে ঠেলে দিবে এবং অসত্যকে নিকটবর্তী করবে। বিভিন্ন দেশ জয় করবে। এরপর আসবে এক খর্বাকৃতি শাসক, যার কোমরে চিহ্ন থাকবে। সে অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হবে। এরপর আসবে এক প্রতারক শাসক, যে দেশকে কাঙ্গাল করে দিবে। এরপর তার ভাই আসবে এবং একই ধারায় রাজ্যশাসন করবে। ধনসম্পদ কুক্ষিগত করবে। এরপর এক প্রভূত নেয়ামতশালী বীর পুরুষ শাসক হবে। তার আত্মীয় ও পরিবারের লোকজন তার কাছ থেকে রাজত্ব ছিনিয়ে নিবে এবং তাকে হত্যা করবে। এরপর সপ্তম শাসক এসে দেশকে বেকার ও সম্পদশূন্য করে দিবে। সে নিজের দেশে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুরবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তি রাজত্বের অভিলাষী হবে। মীসান ও লেবাননের মাঝখানে দামেশকে নিযারী ও কাহতানী বংশের যোদ্ধারা সমবেত হবে এবং নিযারীরা কাহতানীদেরকে পিষ্ট করে দিবে। এয়ামন বিভক্ত হয়ে যাবে। চতুর্দিকে ছিন্ন তাঁবু, বিচ্ছিন্ন ঝাণ্ডা এবং পায়ে শিকল পরিহিত কয়েদী দৃষ্টিগোচর হবে। মিম্বর বরবাদ হয়ে যাবে। বিধবারা সতীত্ব হারাবে। গর্ভবতী নারীদের গর্ভপাত হবে। ভূমিকম্প আসবে। ওয়ায়েল খেলাফতের দাবীদার হবে।একারণে নিযারীরা ক্ষেপে যাবে। গোলাম ও ব্যভিচারী বেড়ে যাবে। ভাল লোক কুত্রাপি পাওয়া যাবে। মানুষ ক্ষুধায় মারা যাবে এবং দ্রব্যমূল্য গগনচুম্বী হবে। কোন এক ছফর মাসে সকল যালেমকে হত্যা করা হবে। এই সংবাদ ব্যাপক প্রচার লাভ করবে। এরপর তীরন্দাজ ও পদাতিক বাহিনী আসবে। তারা বর্শাবাহীদেরকে হত্যা করবে। মানুষকে বন্দী করবে। এরপর ধর্ম মিটে যাবে। পরিস্থিতি বদলে যাবে। সেতুসমূহ বিধ্বস্ত করা হবে এবং দ্বীপবাসীরা প্রবল হবে। এরপর দক্ষিণ থেকে সেনাবাহিনী আসবে। তারা ফাসেকদের মদদ করবে। এটা এমন এক সংকটময় যুগ হবে, যখন মানুষের লজ্জা-শরম বলতে কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

কোরায়শ নেতারা বলল ঃ হে সাতীহ্, এরপর কি হবে?

সে বলল ঃ এরপর এয়ামন থেকে এক শুভ্র ব্যক্তি আসবে। সে আদন ও সানা-আর মধ্যবর্তী স্থান থেকে আত্মপ্রকাশ করবে। তার নাম হবে হাসান কিংবা হুসাইন। আল্লাহ্ তার মাধ্যমে সকল ফেতনা খতম করে দিবেন।

ইবনে আসাকির ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বাদশাহ রবিয়াহ ইবনে নছর একটি ভয়াবহ স্বপ্ন দেখলেন। এর ব্যাখ্যার জন্যে তিনি দেশের সকল ভবিষ্যদ্বক্তা, অতীন্দ্রিয়বাদী, যাদুকর ও জ্যোতিষীদেরকে দরবারে তলব করলেন এবং

বললেনঃ আমি একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। তোমরা এর ব্যাখ্যা দাও। তারা বললঃ স্বপ্ন শুনান, যাতে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। রবিয়াহ বললঃ স্বপ্ন শুনিয়ে দিলে এর ব্যাখ্যায় আমার মন সন্তুষ্ট হবে না। এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা সেই দিতে পারে, যে না শুনেই স্বপ্ন জেনে নেয়। এক ব্যক্তি বললঃ যদি বাদশাহের ইচ্ছা তাই হয়, তবে সাতীহ ও শককে তলব করা উচিত। এক্ষেত্রে তাদের চেয়ে বড় কোন বিজ্ঞ নেই। তারাই এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারবে। আসলেও তখনকার দিনে এ দু'জনের সমকক্ষ কোন অতীন্দ্রিয়বাদী ছিল না।

প্রথমে সাতীহকে দরবারে আনা হলো। বাদশাহ বললেন ঃ হে সাতীহ! আমি একটি ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেছি। তুমি বল আমি কি দেখেছি?

সাতীহ বলল ঃ আপনি দেখেছেন যে, ঘোরকৃষ্ণ বর্ণের এক ব্যক্তি অন্ধকার ভেদ করে নির্গত হল এবং মক্কার ভূখন্ডে যেয়ে পতিত হল। সেখানে যত খুলিওয়ালা ছিল, সে সবাইকে গিলে ফেলল।

বাদশাহ বলল ঃ ঠিক বলেছ। এখন এর ব্যাখ্যা বল।

সাতীহ বলল ঃ অতঃপর কংকরময় মাঠের মধ্যে যত কীট আছে, আমি তাদের কসম খাচ্ছি। সেই কৃষ্ণকায় ব্যক্তি আপনার দেশ আবিসিনিয়ায় আসবে এবং আবীন থেকে জারাশ পর্যন্ত ভূখন্ডের অধিপতি হয়ে যাবে।

বাদশাহ বললেন ঃ এটা তো আমাদের জন্যে পীড়াদায়ক ও ক্রোধের কারণ। আচ্ছা বল, এ ঘটনা আমার আমলে হবে , না আমার পরে? সাতীহ বলল ঃ এ ঘটনা আপনার ষাট-সত্তর বছর পরে ঘটবে। বাদশাহ প্রশ্ন করলেন ঃ তাদের রাজত্ব বাকী থাকবে, না খতম হয়ে যাবে? সাতীহ্ বলল ঃ সত্তর বছরের কিছু বেশি সময় পরে খতম হয়ে যাবে। তারা অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পলায়ন করবে। বাদশাহ প্রশ্ন করলেন ঃ তাদেরকে কে হত্যা করবে এবং কে বহিষ্কার করবে?

সাতীহ্ বললেন ঃ ইরাম যী ইয়াযন নামক এক ব্যক্তি আদন থেকে আত্মপ্রকাশ করবে এবং এয়ামনে কাউকে ছাড়বে না।

বাদশাহ বললেন ঃ তার রাজত্ব কায়েম থাকবে, না খতম হয়ে যাবে? সাতীহ বললেন ঃ সত্তর বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে খতম হয়ে যাবে।

বাদশাহ প্রশ্ন করলেন ঃ কে খতম করবে?

সতীহ্ বললেন ঃ একজন ধীশক্তি সম্পন্ন নবী আসবেন, যাঁর প্রতি ওহী নাযিল হবে।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই নবী কোন পরিবার থেকে হবেন?

সতীহ বললেন ঃ এই নবী গালেব ইবনে ফেহের ইবনে মালিক ইবনে নযরের সন্তানদের মধ্য থেকে হবেন। তাঁর রাজত্ব শেষ যমানা পর্যন্ত কায়েম থাকবে।

বাদশাহ্ বললেন ঃ হে সাতীহ, যমানারও কোন শেষ আছে কি? সাতীহ্ বললেন ঃ হ্যাঁ। সেটা এমন একদিন হবে, যখন আপনি এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষকে সমবেত করা হবে। সেই দিনে সৎকর্মপরায়ণরা ভাগ্যশালী হবে এবং কুকর্মীরা ভাগ্যাহত হবে।

বাদশাহ্ বললেন ঃ হে সাতীহ, তুমি যা বললে, তা ঠিক?

সাতীহ্ বললেন ঃ আমি পশ্চিমাকাশের লাল আভা, অন্ধকার এবং প্রত্যুষের কসম খেয়ে বলছি– আমি যা বলেছি, তা ঠিক।

এরপর বাদশাহ্ শককে ডেকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং সাতীহের বক্তব্য গোপন রাখলেন এটা দেখার জন্যে যে, উভয়ে একই কথা বলে, না ভিন্ন ভিন্ন।

শক বলল ঃ আপনি একটি কয়লাকে অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে আসতে দেখেছেন। আপনি সেটি বাগানে রেখে দিলেন। সে সেখানকার সকল প্রাণীকে গিলে ফেলল। বাদশাহ্ প্রশ্ন করলঃ এর ব্যাখ্যা কি?

শক বললঃ উভয়কাল ও পাথুরে ময়দানের মধ্যস্থলে যত মানুষ আছে, আমি তাদের কসম খেয়ে বলছি, আপনার দেশে কৃষ্ণকায়রা আগমন করবে। তারা সবার উপর প্রবল হয়ে যাবে এবং আবীন ও নাজরান পর্যন্ত এলাকার শাসনকর্তা হয়ে যাবে।

বাদশাহ্ বললেন ঃ এটা তো আমাদের জন্যে খুবই কষ্টদায়ক এবং ক্রোধ উদ্দীপক। এ ঘটনা আমার আমলে হবে, না আমার পরে?

শক বলল ঃ না, অনেক কাল পরে হবে। এরপর এক প্রতাপশালী ব্যক্তি দেশবাসীকে মুক্তি দিবে এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবে।

বাদশাহ্ প্রশ্ন করলেন ঃ এই প্রতাপশালী ব্যক্তি কে হবে?

শক বলল ঃ সে যীইয়াযন পরিবারের এক সম্ভ্রান্ত যুবক হবে।

বাদশাহ্ প্রশ্ন করলেন ঃ তার রাজত্ব খতম হয়ে যাবে, না টিকে থাকবে?

শক বলল ঃ তার রাজত্ব একজন নবী খতম করবেন, যিনি সত্য ও সুবিচার নিয়ে আগমন করবেন। তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে ফয়ছালার দিন পর্যন্ত রাজত্ব থাকবে।

বাদশাহ্ বললেন ঃ ফয়ছালার দিন কি?

শক বলল ঃ এই দিনে বাদশাহদেরকে প্রতিদান দেওয়া হবে। আকাশ থেকে ডাক আসবে, যা জীবিত মৃত সকলেই শুনবে এবং তারা মীকাতে সমবেত হবে। যারা আল্লাহকে ভয় করে থাকবে, তারা সফলকাম হবে।

ইবনে আসাকির বলেনঃ সাতীহ আরমের বন্যার সালে জন্মগ্রহণ করে এবং নবী করীম (সাঃ) যে সালে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সালে মারা যায়। তার বয়স পাঁচশ' বছর মতান্তরে তিন শ' বছর হয়েছিল।

আবূ মূসা মুদায়নী কলবী থেকে এবং তিনি আওয়ানা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একবার হযরত ওমর (রাঃ) মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের কারও কাছে নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে মূর্খতাযুগের কোন খবর আছে কি? একথা শুনে একশ' ষাট বছর বয়স্ক তোফায়েল ইবনে যায়দ হারেছী বললঃ হ্যাঁ, আমিরুল-মুমিনীন, মামূন ইবনে মোয়াবিয়ার অতীন্দ্রিয়বাদিতা সম্পর্কে তো আপনি জানেনই----। এরপর সে নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনের আলোচনা পর্যন্ত একটি দীর্ঘ বর্ণনা শুনিয়ে দিল এবং মামূনের এই কবিতাও শুনাল– হায়, আমি যদি তাঁকে পেতাম। হায়, আমি যদি আগে দুনিয়াতে না আসতাম!

তোফায়ল বলেনঃ আমরা যখন তেহামায় ছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির সংবাদ অবগত হই। আমি মনে মনে বললামঃ ইনিই সেই নবী, যাঁর ভবিষ্যদ্বাণী মামূন করেছিল। এরপর দিন অতিবাহিত হতে থাকে। অবশেষে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলাম।

পবিত্র নাম পাথরে খোদিত পাওয়া গেছে

ইবনে আসাকির হাসান থেকে এবং তিনি সোলায়মান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার কা'বে আহবার কে বললেনঃ হে কা'ব, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ফযীলত সম্পর্কে আপনার জন্মের পূর্বেকার কোন ঘটনা শুনান। কা'ব বললেনঃ অবশ্যই হে আমিরুল মুমিনীন, আমি কিতাবে পড়েছি হযরত ইবরাহীম খলিলুল্লাহ একটি পাথর পান, যাতে চারটি ছত্র লেখা ছিল। প্রথম ছত্র এইঃ আমি আল্লাহ। আমা ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। আমার ইবাদত কর।

দ্বিতীয় ছত্র এই ঃ আমি আল্লাহ। আমা ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। মোহাম্মদ আমার রসূল। যে তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে, তাকে মোবারকবাদ!

তৃতীয় ছত্র এই ঃ আমিই আল্লাহ। আমা ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। যে আমার উপর ভরসা করবে, সে মুক্তি পাবে।

চতুর্থ ছত্র এই ঃ আমিই আল্লাহ। আমা ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। হেরেম আমার। কা'বা আমার গৃহ। যে আমার গৃহে প্রবেশ করবে, সে আমার আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে।

বুখারী ও বায়হাকী মোহাম্মদ ইবনে আসওয়াদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তার পিতা কোন জায়গার নীচে একটি লেখা পান। সেটি পড়ার জন্যে কোরায়শরা

হেমইয়ার গোত্রের এক ব্যক্তিকে ডাকল। সে বললঃ এটি এমন এক দলিল, যা বলে দিলে তোমরা আমাকে হত্যা করবে। মোহাম্মদ ইবনে আসওয়াদের পিতা বলেনঃ এতে আমরা বুঝে নিলাম যে, এর মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আলোচনা আছে। সেমতে আমরা দলিলটি লুকিয়ে ফেললাম।

আবূ নয়ীম হারিশ ইবনে আবূ হারিশ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তালহা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন– বায়তুল্লাহর প্রথম খনন কার্যে একটি নকশাযুক্ত পাথর পাওয়া যায়। সেটা পড়ার জন্যে এক ব্যক্তিকে ডাকা হল। তাতে লেখা ছিলঃ আমার মনোনীত বান্দা। সে মুতাওয়াক্কিল, মুনীব ও মুখতার। সে মক্কায় জন্মগ্রহণ করবে। সে বাঁকা পথকে সরল করবে। সে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তাঁর উম্মত খুব প্রশংসাকারী হবে। তারা প্রতিটি উচ্চভূমিতে আল্লাহর হামদ করবে। কোমরে লুঙ্গি বাঁধবে এবং হাত পা পবিত্র রাখবে।

ইবনে আসাকির আবুত্তাইয়ের আবদুল মুনয়িম ইবনে গলবুন থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন আমূরিয়া বিজিত হল তখন সেখানে এক গির্জার প্রাচীরে স্বর্ণাক্ষরে এই কথাগুলো লিখিত দেখা গেলঃ

পরবর্তীদের মধ্যে মন্দ সেই ব্যক্তি, যে পূর্ববর্তীদেরকে মন্দ বলে। পূর্ববর্তীদের এক ব্যক্তি পরবর্তীদের হাজারো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। হে গুহাবাসী, তোমার সম্মান ও গৌরব অর্জিত হয়েছে। কেননা, খোদা তোমার প্রশংসা করেছেন। খোদা তাঁর নাযিল করা কিতাবে বলেন ঃ দু'জনের দ্বিতীয়জন যখন তারা উভয়েই গুহায় ছিল। হে ওমর! তুমি শাসক নও–বাপ। হে ওছমান, তোমাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং তোমার কবর পর্যন্ত যিয়ারত করা হয়নি। হে আলী, তুমি ধার্মিকদের পথপ্রদর্শক, রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে কাফেরদেরকে দূরে বিতাড়নকারী। সুতরাং যে গুহাবাসী, সে ধার্মিক, সে জনপদের আশ্রয়স্থল। যালেমের ভাল-মন্দ কাজ তাদের মধ্য থেকে কার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করতে পারে?

রাবী বলেন, আমি পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, বার্ধ্যকের কারণে যার ভ্রূ চোখের উপর ঝুলে পড়েছিল ঃ

এই কথাগুলো কবে থেকে তোমাদের গির্জার প্রাচীরে লিখিত আছে?

পাদ্রী বলল ঃ আপনাদের নবীর নবুয়ত প্রাপ্তির দু'হাজার বছর পূর্ব থেকে।

আবূ মোহাম্মদ জওহরীর রেওয়ায়েত এয়াহইয়া ইবনে ইয়ামান বলেন, বনী সোলায়মের মসজিদের ইমাম আমাকে বলেছেন যে, তাঁর পূর্বপুরুষেরা রোমের জেহাদে অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে তাঁরা এক গির্জায় লিখিত দেখতে পান ঃ

যে সম্প্রদায় হুসাইনকে শহীদ করেছে, তারা কি কিয়ামতের দিন তাঁর নানার শাফায়াত আশা করতে পারে?

তারা প্রশ্ন করলেন ঃ এটা কোন সময়ের লেখা? জওয়াব হল ঃ তোমাদের নবীর নবুয়ত প্রাপ্তির ছয়শ' বছর পূর্বের লেখা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বংশগত পবিত্রতা

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমার বংশতালিকায় হযরত আদম (আঃ) থেকে শুধুই বিবাহ রয়েছে কোন ব্যভিচার নেই।

তিরমিযী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার বংশে মূর্খতা যুগের কোন বিয়ে নেই। আমার বংশে সকল বিবাহ ইসলামী পদ্ধতির অনুরূপ হয়েছে।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার বংশে সকলেরই বিবাহ হয়েছে এবং কোন অপকর্ম হয়নি।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আবী শায়বা মোহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমার বংশে হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে সকলেরই বিবাহ আছে। কোথাও মূর্খতা যুগের বিয়ে নেই। আমার বংশ সর্বত্র পাক পবিত্র।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির কলবী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যে 'কাযা ও কদরে' (আমার ভাগ্য লিখনে) ছয়শ' বছর এমন লিখা হয়েছে যে, এতে কোথাও ব্যভিচার নেই এবং কোথাও মূর্খতা যুগের অপকর্ম নেই।

আদনী, তিবরানী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে পিতামাতা কর্তৃক আমার জন্ম পর্যন্ত আমার বংশে সকল জন্ম বিবাহের মাধ্যমে হয়েছে। কোথাও মূর্খতা যুগের কোন অপকর্ম নেই।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আমার বংশে আমার পিতামাতা কখনও মূর্খতাসুলভ পদ্ধতিতে মিলিত হয়নি। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সর্বদা পবিত্র ঔরস থেকে পবিত্র গর্ভাশয়ে স্থানান্তর করতে থাকেন। যেখানেই পরিবারে দু'টি শাখার উদ্ভব হয়েছে, সেখানেই আল্লাহ তাআলা আমাকে সর্বোত্তম শাখায় রেখে দিয়েছেন।

ইবনে সা'দ কলবী থেকে, তিনি আবূ ছালেহ্ থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আরববাসীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে মুযার। মুযারের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে আবদে মানাফ। আবদে মানাফের সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে বনূ হাশেম এবং বনু হাশেমের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততি। আল্লাহ্ তাআলা হযরত আদম (আঃ) থেকে যেখানেই বংশ বিভক্ত করেছেন, আমাকে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ শাখায় রেখেছেন।

আল্লাহ্ তায়ালা রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ ۔

(সেজদাকারীদের মধ্যে আপনার স্থান পরিবর্তন)

বাযযার, তিবরানী ও আবূ নয়ীম ইকরামা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্ তায়ালার উপরোক্ত উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে পয়গাম্বরগণের ঔরসে স্থানান্তর করতে থাকেন। অবশেষে মা আমেনা তাঁকে প্রসব করেন।

বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি হযরত আদমের (আঃ)-পরে সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবারে আসতে থাকি। সবশেষে সেই পরিবারে প্রেরিত হয়ে গেছি, যাতে এখন আছি।

মুসলিম ওয়াছেলা ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে হযরত ইসমাঈল (আঃ)কে মনোনীত করেন। অতঃপর ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানদের মধ্য থেকে কেনানাকে, কেনানার মধ্য থেকে কোরায়শকে, কোরায়শের মধ্য থেকে বনী-হাশেমকে এবং বনী-হাশেমের মধ্য থেকে আমাকে মনোনীত করেছেন।

তিরমিযী রেওয়ায়েত করেন, এছাড়া বায়হাকী ও আবু নয়ীম হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন আমাকে সৃষ্টি করেন, তখন সৃষ্টির সেরা করে সৃষ্টি করেন।

তিনি যখন গোত্র সৃষ্টি করেন, তখন আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে সৃষ্টি করেন। যখন মানবাত্মা সৃষ্টি করেন, তখন আমাকে সর্বোত্তম মানবাত্মারূপে সৃষ্টি করেন। এরপর যখন পরিবার সৃষ্টি করেন, তখন আমাকে সর্বোৎকৃষ্ট পরিবারে পয়দা করেন। সুতরাং আমি সর্বশ্রেষ্ঠ, পরিবারের দিক দিয়েও এবং মানবাত্মার দিক দিয়েও।

বায়হাকী, তিবরানী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন মখলূক সৃষ্টি করেন, তখন সমগ্র মখলূকের মধ্যে বনী-আদমকে মনোনীত করেন। বনী-আদমের মধ্যে আরবকে পছন্দ করেন। আরবের মধ্যে মুযারকে, মুযারের মধ্যে কোরায়শকে, কোরায়শের মধ্যে বনী হাশেমকে এবং বনী হাশেমের মধ্যে আমাকে বেছে নেন। এ জন্যেই আমি সর্বোত্তমের মধ্যে সর্বোত্তম।

বায়হাকী, তিবরানী ও আবূনয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টিকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। আমাকে এতদুভয়ের সর্বোত্তম ভাগে রেখেছেন। এরপর উভয় ভাগকে তিন প্রকারে বিভক্ত করে আমাকে সর্বোত্তম এক প্রকারে রেখেছেন। এরপর প্রত্যেক প্রকারকে গোত্রে বিভক্ত করে আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে রেখেছেন। এরপর গোত্রকে পরিবারে বিভক্ত করে আমাকে সর্বোত্তম পরিবারে রেখেছেন। এ কারণেই আল্লাহ বলেন,

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا

হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে নাপাকী দূর করতে এবং তোমাদেরকে উত্তম রূপে পবিত্র করতে।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির মালেক থেকে, তিনি যুহরী থেকে এবং তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখনই মানুষের দু'টি দল হয়েছে, আল্লাহ আমাকে সর্বোত্তম দলে রেখেছেন। আমি পিতামাতা থেকে জন্মলাভ করেছি। আমার বংশে মূর্খতা যুগের কোন অনাচার ছিল না। আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আমার পিতামাতা পর্যন্ত আমার বংশে সকলেই বিবাহের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছে। কোথাও ব্যভিচার নেই। আমি তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম এবং আমার পিতাও ছিলেন সর্বোত্তম।

বায়হাকী মোহাম্মদ ইবনে আলী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে আরবকে পছন্দ করেন, আরবে কেনানাকে, কেনানার মধ্যে কোরায়শকে, কোরায়শের মধ্যে বনী-হাশেমকে এবং বনী হাশেমের মধ্যে আমাকে পছন্দ করেছেন।

বায়হাকী, তিবরানী ও ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলেছেন, আমি

পূর্ব পশ্চিম প্রদক্ষিণ করেছি; কিন্তু মোহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে পাইনি এবং বনী-হাশেমের চেয়ে উত্তমও পাইনি।

ইবনে আসাকির হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, ঃ হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আমার বংশে কোথাও অপকর্ম নেই। সমস্ত জাতি প্রজন্ম পরম্পরায় আমার সম্পর্কে বিতর্ক করেছে। অবশেষে আমি দু'টি সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে বনী হাশেম ও বনী যাহরায় পয়দা হয়ে গেছি।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলে করীম (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ (নিশ্চয় তোমাদের কাছে তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন রাসূল আগমন করেছেন।) তিনি اَنْفُسِكُمْ -এর ফা অক্ষরে পেশের পরিবর্তে যবর যোগে তেলাওয়াত করলেন। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তোমাদের মধ্যে তোমাদের উৎকৃষ্টতম ব্যক্তি রাসূল হয়ে এসেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি বংশমর্যাদায় উৎকৃষ্টতম। আদম (আঃ) থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আমার বাপদাদাদের মধ্যে কোন অপকর্ম নেই; বরং সকলেই বিশুদ্ধ বিবাহের মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেছে।

ইবনে আবী ওমর আদনী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আদম সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে কোরায়শ আল্লাহ তায়ালার সামনে একটি নূরের আকারে ছিল। এই নূর যখন তসবীহ পাঠ করত, তখন ফেরেশতারাও সঙ্গে তসবীহ পাঠ করত। আল্লাহ তায়ালা আদমকে সৃষ্টি করে এই নূর তাঁর ঔরসে রেখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এরপর আল্লাহ আমাকে আদমের ঔরসে পৃথিবীতে নামালেন। এরপর নূহ (আঃ)-এর ঔরসে স্থানান্তর করলেন। এমনিভাবে আল্লাহ পাক আমাকে সম্মানিত বান্দাদের ঔরসে এবং পবিত্রাত্মা নারীদের গর্ভে স্থানান্তর করতে থাকেন। অবশেষে আমার পিতামাতা আমাকে জন্ম দিলেন। আমার পিতৃপুরুষদের মধ্যে কেউ কখনও ব্যভিচারের ভিত্তিতে সঙ্গম করেনি।

এ হাদীসের অর্থে আরও একটি হাদীস আছে, যা তিবরানী ও হাকেম খুরায়ম ইবনে আউস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। খুরায়ম বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন আমি তাঁর কাছে গেলাম। এ সময় হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি আপনার প্রশংসা করতে চাই। তিনি বললেন, বল, আল্লাহ তোমার মুখ সালামত রাখুন।

সেমতে হযরত আব্বাস (রাঃ) বললেনঃ

এর আগে আপনি ছায়ায় দিনাতিপাত করতেন এবং এমন স্থানে (জান্নাতে) থাকতেন, যেখানে পাতা মিলিত করা হয়। (হযরত আদম (আঃ)-এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।)

অতঃপর আপনি দুনিয়াতে (আদমের ঔরসে) এলেন। তখন আপনি না মনুষ্য ছিলেন, না মাংসপিণ্ড, না জমাট রক্ত। আপনি সেই বীর্য, যা নৌকায় সওয়ার হয়েছে এবং নসর (প্রতিমা) ও নসর পূজারীদেরকে পানি গ্রাস করেছে। (হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত।)

আপনি এমনিভাবে ঔরস থেকে গর্ভাশয়ে স্থানান্তরিত হতে থাকেন এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। যখন ইবরাহীম (আঃ) অগ্নিতে ঝাঁপ দেন, তখন আপনি তাঁর ঔরসে ছিলেন। এমতাবস্থায় অগ্নির কি সাধ্য ছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) কে স্পর্শ করে?

অবশেষে আপনার শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ আপনার মাহাত্ম্য খন্দকের উচ্চস্থানকে ঘিরে নিল, যার নীচে অন্যান্য পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশ আছে।

আপনি যখন ভূমিষ্ঠ হলেন, তখন পৃথিবী আলোকময় হয়ে গেল এবং আপনার নূরে দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

এখন আমরা এই নূর ও আলোর মধ্যে আছি। আমাদের সম্মুখে হেদায়াতের পথ উন্মুক্ত।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁকে তাঁর সন্তান-সন্ততি দেখালেন। হযবত আদম (আঃ) তাদের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব নিরীক্ষা করতে থাকেন। অবশেষে তিনি একটি চমকদার নূর দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ পরওয়ার দেগার! এ কে? আল্লাহ তায়ালা বললেন, এ তোমার সন্তান আহমদ। সেই প্রথম এবং সেই শেষ। সেই সর্বপ্রথম শাফায়াত করবে।

আবূ নয়ীম এই হাদীস প্রসঙ্গে বলেন, এই শ্রেষ্ঠত্ব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুয়তের দলীল। কেননা, নবুয়ত একাধারে রাজতন্ত্র ও শাসনতন্ত্র হয়ে থাকে। যদি রাজা সম্ভ্রান্ত ও মানুষের মধ্যে সাধক বিশিষ্ট হয়, তবে মানুষ তার সামনে ঝুঁকে পড়ে এবং নির্দ্বিধায় আনুগত্য করে। এ কারণেই হিরাক্লিয়াস আবূ সুফিয়ানকে প্রশ্ন করেছেন, তোমাদের মধ্যে তার বংশমর্যাদা কিরূপ? আবূ সুফিয়ান বলল, তিনি উচ্চ বংশমর্যাদা সম্পন্ন। হিরাক্লিয়াস বলল ঃ পয়গাম্বরগণ আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে বংশ মর্যাদায় বিশিষ্টই হয়ে থাকেন।

হযরত আবদুল মুত্তালিবের স্বপ্ন

আবূ নয়ীম আবূ বকর ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে, তিনি স্বীয় পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেব বলেছেন, আবদুল মুত্তালিব বর্ণনা করেছেন, এক রাতে বায়তুল্লায় নিদ্রিত অবস্থায় আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। অতঃপর কোরায়শ বংশের এক অতীন্দ্রিয়বাদিনীর কাছে যেয়ে স্বপ্ন বর্ণনা করলাম। স্বপ্নটি ছিল এইঃ একটি বৃক্ষ উদ্গত হল। দেখতে দেখতে এর শাখা প্রশাখা আকাশচুম্বী হয়ে গেল এবং পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ল। অতঃপর এই বৃক্ষ থেকে একটি নূর নির্গত হল, যার আলো সূর্য অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশি ছিল। সকল আরব অনারব এর সামনে সেজদাবনত ছিল। নূরটি বড়ও হচ্ছিল এবং ছড়িয়েও যাচ্ছিল। এরপর নূরটি কখনও প্রকাশ পেত এবং কখনও গোপন হয়ে যেত। একদল কোরায়শ এই বৃক্ষ শাখার নিকটবর্তী হলে একজন সুদর্শন যুবক তাদের কোমর ভেঙ্গে দিত। আমিও বৃক্ষের শাখা ধরার চেষ্টা করলাম; কিন্তু ধরতে পারলাম না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এটা কার অংশ? উত্তর হল ঃ এটা তাদের অংশ, যারা তোমার পূর্বে একে ধারণ করেছে। এই স্বপ্নের কারণে আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে গেলাম।

এই স্বপ্ন শুনে অতীন্দ্রিয়বাদিনীর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বলল ঃ যদি তোমার এই স্বপ্ন সত্য হয়, তবে তোমার ঔরস থেকে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে, যে পূর্ব ও পশ্চিমের অধিপতি হবে এবং সমস্ত মানুষ তার সামনে নত হয়ে যাবে।

আবদুল মুত্তালিব আবূ তালেবকে বললেন, সম্ভবত ঃ তুমিই সেই শিশু। নবী করীম (সাঃ) প্রেরিত হয়ে গেলে আবু তালেব এই ঘটনা শুনাতেন এবং বলতেন ঃ আল্লাহর কসম, সেই বৃক্ষ হচ্ছে আবুল কাসেম আমীন। তাকে বলা হত তা হলে আপনি তার প্রতি ঈমান আনেন না কেন? তিনি জওয়াব দিতেন ঃ ভালমন্দের ভয় করি এবং লজ্জা লাগে।

মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে যে সকল মোজেযা প্রকাশ পায়

হাকেম, বায়হাকী, তিবরানী ও আবূ নয়ীম আবূ আওয়ান থেকে, তিনি মেসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এবং তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল মুত্তালিব বর্ণনা করেছেন, আমরা শীতকালীন সফরে এয়ামনে পৌছলাম। সেখানে আমি এক ইহুদী আলেমের কাছে গেলে এক কিতাবধারী আমাকে প্রশ্ন করল ঃ তুমি কে? আমি বললাম ঃ আমি একজন কোরায়শী। সে জিজ্ঞাসা করল ঃ কোরায়শের কোন্ পরিবার থেকে? আমি বললাম ঃ আমি বনূ-হাশেমের।

অতঃপর সে বলল ঃ আমাকে অনুমতি দাও, আমি তোমার দেহ দেখব। আমি বললাম ঃ হ্যাঁ, তবে গুপ্তস্থান ছাড়া। সেমতে সে আমার নাকের ছিদ্র দেখে বলল ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার এক হাতে রাজত্ব এবং অন্য হাতে নবুয়ত রয়েছে। আমার ধারণা ছিল যে, এই নবুয়ত ও রাজত্ব বনূ-যুহরার মধ্যে হবে। এখন এটা কিরূপে হল?

আমি বললাম ঃ আমি জানি না।

কিতাবধারী বলল ঃ স্ত্রী আছে? আমি বললাম ঃ এখন পর্যন্ত নেই। সে বলল ঃ দেশে ফিরে বনূ-যুহরায় বিয়ে করে নাও।

এরপর আবদুল মুত্তালিব মক্কা প্রত্যাবর্তন করলেন এবং হালা বিনতে ওয়াহাব ইবনে আবদে মানাফকে বিয়ে করলেন। তাঁর গর্ভ থেকে হামযা ও ছফিয়্যা জন্মগ্রহণ করলেন। আবদুল মুত্তালিব আপন পুত্র আবদুল্লাহকে আমেনা বিনতে ওয়াহাবের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করে দিলেন। তাঁর গর্ভ থেকে রাসূলে করীম (সাঃ) জন্মগ্রহণ করলেন। এতে কোরায়শরা বলতে লাগল ঃ আবদুল্লাহ নিজের পিতার উপর বাজী নিয়ে গেল। এই হাদীসটি আবূ নয়ীম হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেছেন এবং ইবনে সা'দ তাবাকাতে জাফর ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ কিতাবধারী আমার নাকের চুল দেখে বলল ঃ আমি নবুয়ত ও রাজত্ব দেখতে পাচ্ছি। তন্মধ্যে একটি বনূ-যুহরায় হবে। এই রেওয়ায়েতের শেষভাগে আছে, আল্লাহ তায়ালা আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে নবুয়ত ও রাজত্ব উভয়ই অবধারিত করে দিয়েছেন।

আবূ নয়ীম সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিতা আবদুল্লাহ নিজের কোন গৃহ নির্মাণ করছিলেন। ফলে তাঁর সর্বাঙ্গ ধূলি ধূসরিত ছিল। এই অবস্থায়ই তিনি এক মহিলা ইয়ালা আদভিয়ার কাছ দিয়ে গমন করলেন। ইয়ালা তাঁর চক্ষুদ্বয় দেখে কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে নিজের দিকে ডাকল। সে তাঁকে বললো ঃ যদি তুমি আমার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন কর, তবে আমি তোমাকে একশ' উট দিব। আবদুল্লাহ বললেন ঃ গোসল করে শরীরের মাটি পরিষ্কার করে আসি। একথা বলে তিনি স্ত্রী আমেনার কাছে চলে এলেন এবং সহবাস করলেন। এতে গর্ভ স্থির হল। এরপর আবদুল্লাহ আদভিয়ার কাছে যেয়ে বলল ঃ তুমি যে দাওয়াত দিয়েছিলে, সে সম্পর্কে কি মনে কর? ইয়ালা বললেন ঃ না, এখন না। আবদুল্লাহ বললেন ঃ কেন? সে বলল ঃ যখন তুমি ইতিপূর্বে এসেছিলে, তখন তোমার কপালে নূর ছিল। আমেনা সেটি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে এরূপ আছে– তুমি যে নূর নিয়ে গিয়েছিলে, তা ফিরিয়ে নিয়ে আসনি। তুমি আমেনার কাছে যেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তার গর্ভ থেকে এক বাদশাহ জন্মগ্রহণ করবে।

আবূনয়ীম, খারায়েতী ও ইবনে আসাকির 'মাতা' থেকে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল মুত্তালিব পুত্র আবদুল্লাহর বিবাহের জন্যে বের হয়ে বাতহার জনৈকা ইহুদী অতিন্দ্রীয়বাদিনীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, উদ্দেশ্য মহিলার নিকট থেকে কিছু পরামর্শ গ্রহণ। এই মহিলা অতীত কিতাবসমূহের সুপণ্ডিত ছিল। তার নাম ছিল ফাতেমা। সে আবদুল্লাহর মুখমণ্ডলে নবুওয়তের নূর দেখে বলল ঃ হে যুবক! তুমি আমার সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন কর। আমি তোমাকে একশ' উট দিব। আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ

ঃ হারাম কাজ করার চেয়ে মরে যাওয়া উত্তম। সম্মান ও ধর্ম উভয়ই রক্ষা করে তোমার আবদার রক্ষা কিরূপে সম্ভব?

আবদুল্লাহ্ পিতার কাছে ফিরে এলেন এবং আমেনা বিনতে ওয়াহাবকে বিবাহ করলেন। তিন দিন তাঁর কাছে থাকার পর ফাতেমার কথা মনে পড়ল। সেখানে পৌঁছলে সে জিজ্ঞাসা করল ঃ কি হল? আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ আমার পিতা আমেনা বিনতে ওয়াহাবের সাথে আমার বিয়ে দিয়েছেন। আমি তিনদিন তার কাছে অবস্থান করেছি।

এ কথা শুনে ফাতেমা বলল ঃ আল্লাহর কসম, আমি কোন কুলটা নারী নই। আমি তোমার মুখমণ্ডলে যে নূর দেখেছিলাম, সেটি নিজের মধ্যে স্থানান্তরিত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় অন্যকিছুই ছিল। ফাতেমা আরও বলল ঃ

"আমি একটি অত্যুজ্জ্বল মেঘ দেখেছি, যা থেকে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়ল। তমসার মধ্যে একটি নূর চমকে উঠল। সে চতুর্দশীর চাঁদের মত সমগ্র পরিবেশকে উজ্জ্বল করে দিল। আমি সেই নূরের আকাঙ্ক্ষা করলাম, যাতে এ নিয়ে গর্ব করতে পারি। কিন্তু প্রতিটি আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হয় না। আল্লাহর কসম, বনী যোহরা গোত্রের সেই মেয়েটি তোমার কাছ থেকে যা ছিনিয়ে নিয়েছে, তুমি তার খবরও রাখ না।"

সে আরও বলল ঃ

হে বনী-হাশেম! আমেনা তোমাদের ভ্রাতার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এখন তার বিবেক ও অন্তরে দ্বন্দ্ব চলছে, যেমন প্রদীপ নির্বাপিত হওয়ার পর আপন তেলে নিমজ্জিত ছোট ছোট বাতি সৃষ্টি করে।

মানুষ যে ধনৈশ্বর্য অর্জন করে, তা তার নিজেরই ইচ্ছার ফলশ্রুতি নয়, আর যা হারিয়ে ফেলে, তাও তার অবহেলার কারণে হারায় না।

তুমি কোন বিষয় দাবী করলে সুন্দরভাবে করবে। কেননা, তোমার বাপদাদা তোমার জন্যে যথেষ্ট হবে হয় বন্ধ হাত, না হয় উন্মুক্ত হাত!

আমেনা যখন আবদুল্লাহর কাছ থেকে অভিলাষ পূরণ করে নিল, তখন আমার দৃষ্টি তার দিক থেকে সরে গেল এবং আমার মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

এই হাদীসটি ইবনে সা'দ হেশাম ইবনে কলবী থেকে এবং তিনি ফাইয়ায ইবনে খাছআমী থেকেও রেওয়ায়েত করেন। সাথে এ কথাগুলোও আছে–আবদুল্লাহ ফাতেমার কাছে ফিরে এসে বললেন ঃ সেই প্রস্তাবটি সম্পর্কে এখন তোমার কি ধারণা? ফাতেমা বলল ঃ এক সময় আকর্ষণ ছিল; কিন্তু আজ আর নেই। তার এই জবাব আরবে প্রবাদ বাক্য হয়ে গেছে।'

ইবনে সা'দ ওয়াহাব ইবনে জরীর ইবনে হাযেম থেকে, তিনি স্বীয় পিতা থেকে এবং আবূ এয়াযীদ মদনী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমি জানতে পেরেছি, আবদুল্লাহ্ এক খাছআমী নারীর কাছ দিয়ে গমন করলে সে তাঁর কপাল থেকে আকাশ পর্যন্ত একটি নূর দেখতে পায়। এটা দেখে সে আবদুল্লাহ্কে বলল ঃ তুমি আমার সান্নিধ্যে আসবে? আবদুল্লাহ্ বললেন ঃ হাঁ, কংকরগুলি ফেলে আসি। কংকর স্থানান্তর করার পর তিনি আমেনার সান্নিধ্যে চলে গেলেন। এরপর খাছআমী মহিলার কথা মনে পড়লে তার কাছে পৌছলেন। মহিলা বলল ঃ অন্য কোন নারীর কাছে গিয়েছিলে? আবদুল্লাহ বললেন ঃ হাঁ, আমার পত্নী আমেনার কাছে। সে বলল ঃ তা হলে তোমার আর কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যখন যাচ্ছিলে, তখন তোমার কপাল থেকে একটি নূর আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এখন সেটা নেই। আমেনাকে এমর্মে জ্ঞাত করো যে সে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে গর্ভে ধারণ করেছে। ইবনে আসাকিরও এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির ইকরামা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন– এক খাছআমী সুন্দরী মহিলা হজ্বের মওসুমে এখানে আসত। তার কাছে বিভিন্ন ধরনের আচার থাকত। সম্ভবতঃ সে এটা বিক্রয় করত। একবার সে আবদুল্লাহর কাছে এল। তাকে দেখে আবদুল্লাহর পছন্দ হল। মহিলা নিজেকে তার কাছে পেশ করলে আবদুল্লাহ্ বলল ঃ আমি আসছি। অতঃপর তিনি চলে গেলেন এবং স্ত্রী আমেনার সাথে সহবাস করলেন। ফলশ্রুতিতে নবী করীম (সাঃ)-এর গর্ভ হয়ে গেল। অতঃপর আবদুল্লাহ্ সেই মহিলার কাছে ফিরে এলে সে বলল ঃ তুমি কে? আবদুল্লাহ বললেন ঃ আমি সেই ব্যক্তি, যে তোমার কাছে আসার ওয়াদা করেছিল। মহিলা বলল ঃ তুমি সেই ব্যক্তি নও। সেই ব্যক্তি হলে তোমার কপালের নূর অদৃশ্য হয়ে গেছে। এখন দৃষ্টি গোচর হচ্ছে না।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ইবনে শিহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ অত্যন্ত সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। একবার কয়েকজন কোরায়শী রমনীর কাছ দিয়ে গমন করলে তাদের একজন বলল ঃ তোমাদের মধ্যে কে এই যুবককে বিয়ে করে তার

কপালের নূর আগলে নিবে? অতঃপর আমেনা তাকে বিয়ে করল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গর্ভ সঞ্চার হল।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের ভগিনী কাতীলা জ্যোতির্বিদ ছিল। আবদুল্লাহ তার কাছ দিয়ে গেলে সে তাঁকে নিজের দিকে আহবান করল এবং আঁচল ধরে ফেলল। আবদুল্লাহ আবার আসব বলে সেখান থেকে চলে গেলেন। অতঃপর আমেনার কাছে যেয়ে সহবাস করলেন। ফলে নবী করীম (সাঃ) গর্ভে এলেন। অতঃপর পুনরায় কাতীলার কাছে যেয়ে তাকে অপেক্ষমাণ পেল। সে বলল ঃ তুমি যা বলেছিলে, সে সম্পর্কে তোমার মত কি? কাতীলা বলল ঃ না। তুমি যখন গমন করছিলে, তখন তোমার কপালে একটি ঝলমলে নূর ছিল। এখন সেই নূর নেই।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির কলবী থেকে, তিনি আবূ ছালেহ থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়াতে করেন যে, যে মহিলা আবদুল্লাহর কাছে নিজেকে পেশ করেছিল, সে ছিল ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের ভগিনী।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদী থেকে, তিনি আলী ইবনে এয়াযীদ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি আপন ফুফু থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমরা শুনতাম আমেনা গর্ভবতী অবস্থায় বলতেন–আমি গর্ভবতী, এ অনভূতি পর্যন্ত আমার হয় না। সাধারণতঃ মহিলারা মনের উপর যে বোঝা অনুভব করে, আমি তেমন করি না। কেবল হায়েয বন্ধ হয়ে যাওয়াই অনুভব করেছি, যা সাধারণতঃ বন্ধও হয় এবং আসেও। হায়েয বন্ধ হওয়ার পর একদিন যখন আমি জাগরণ ও নিদ্রার মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলাম, তখন আমার কাছে এক আগন্তুক এসে বলল ঃ তুমি জান তোমার গর্ভে কে আছে? আমি বললাম ঃ আমি জানি না। সে বলল ঃ এই উম্মতের সরদার ও নবী তোমার গর্ভে রয়েছে। এটা ছিল সোমবার। এরপর প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলে আগন্তুক আবার এল এবং বলল ঃ বল– আমি প্রত্যেক হিংসাপরায়ণের অনিষ্ট থেকে তাকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে দিচ্ছি। আমি কথাগুলো বলে গেলাম। পরে মহিলাদের কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করলে তারা বলল ঃ ঘাড়ে ও বাহুতে লোহা পরিধান কর। আমি তাই করলাম। কিছুদিন পরেই লোহা ভেঙ্গে আলাদা হয়ে গেল। এরপর আমি আর লোহা পরিনি।

নাবূ নয়ীম বুরায়দা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমেনা স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁকে বলা হল ঃ তুমি সমগ্র সৃষ্টির সেরা ও সারা বিশ্বের সরদারকে গর্ভে ধারণ করেছ। সে ভূমিষ্ঠ হয়ে গেলে তার নাম রাখবে আহমদ ও মোহাম্মদ এবং তার উপর এটি ঝুলিয়ে দিবে। আমেনা জাগ্রত হয়ে দেখলেন যে, সোনালী অক্ষরে লেখা একটি পৃষ্ঠা তাঁর কাছে রাখা আছে। তাতে

লিখা আছে– আমি তাকে এক আল্লাহর আশ্রয়ে দিচ্ছি প্রত্যেক হিংসাপরায়ণের অনিষ্ট থেকে, প্রত্যেক বিচরণকারী সৃষ্টি থেকে, সরল পথে বাধা সৃষ্টিকারী ও ফাছাদের চেষ্টাকারী প্রত্যেক উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান থেকে, প্রত্যেক ফুঁৎকারকারী ও গ্রন্থি সংযোজনকারী থেকে এবং প্রত্যেক অবাধ্য সৃষ্টি থেকে, যে পথে জাল বিছিয়ে দেয়। আমি আল্লাহর নাম নিয়ে এদের সকলকে প্রতিরোধ করি এবং অদৃশ্য হাতের হেফাযতে দেই, যে হাত সর্বোচ্চ। আল্লাহর হাত সকল হাতের উপরে। এরা তার কোন ক্ষতি করতে পারে না নিদ্রা বা জাগরণে, চলাফিরায় রাতের প্রথম অংশে এবং দিনের শেষাংশে।”

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর পিতা সিরিয়ার বাণিজ্য থেকে প্রত্যাবর্তনকালে পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাতৃগর্ভে ছিলেন এবং আবদুল্লাহর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। ওয়াকেদী বলেন ঃ ওফাত ও বয়স সম্পর্কে সকল উক্তি ও রেওয়ায়েতের মধ্যে এটি অধিকতর নির্ভুল।

ওয়াকেদী আরও বলেন ঃ আলেমগণের মধ্যে একথা সুবিদিত যে, নবী করীম (সাঃ) ছাড়া আমেনা ও আবদুল্লাহর কোন সন্তান হয়নি।

হস্তীবাহিনীর ঘটনা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর শহরের সম্মান

ইবনে সা'দ, ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও ইবনে আসাকির আবূ জা'ফর মোহাম্মদ ইবনে আলী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইয়ামানের বাদশাহ আবরাহা হস্তিসজ্জিত বাহিনীসহ যখন মক্কা আক্রমণ করতে আসে, তখন সেটা ছিল মহররম মাসের মাঝামাঝি সময় এই স্মরণীয় ঘটনা ও নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মের মাঝখানে পঞ্চাশ রাতের ব্যবধান ছিল।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হস্তীবাহিনী মক্কার নিকটবর্তী হলে আবদুল মুত্তালিব অগ্রসর হন এবং তাদের বাদশাহকে বলেন ঃ আপনি কষ্ট করলেন কেন, বলে পাঠালেই তো আমরা আপনার সকল ইঙ্গিত বস্তু নিয়ে হাযির হয়ে যেতাম।

বাদশাহ বললেন ঃ আমি জানতে পেরেছি যে, এই গৃহে যে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। আমি এই গৃহের লোকজনকে ভীতি প্রদর্শন করতে এসেছি। আবদুল মুত্তালিব আবার বললেন ঃ আপনি যা কিছু চান, আমরা সেসব নিয়ে আপনার কাছে হাযির হয়ে যাব। আপনি ফিরে যান। বাদশাহ অস্বীকার করলেন এবং বললেনঃ অবশ্যই এগৃহে প্রবেশ করব। এরপর তিনি বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হলেন। আবদুল মুত্তালিব পশ্চাতে রয়ে গেলেন এবং পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান হয়ে বললেনঃ আমি এই গৃহের এবং গৃহের লোকজনের ধ্বংস দেখতে চাই না।

অতঃপর এই কবিতা পাঠ করলেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি তোমার গৃহের হেফাযত কর। এর উপর কেউ যেন আধিপত্য বিস্তার করতে না পারে। হে আল্লাহ্! ব্যাপারটি তোমার হাতে। যা চাও, কর।

ঠিক সেই সময়ই সমুদ্রের দিক থেকে এক খণ্ড মেঘের মত উত্থিত হল এবং আবাবীল পাখী হস্তীবাহিনীকে আচ্ছন্ন করে নিল। শেষ পর্যন্ত গোটা হস্তিবাহিনী চর্বিত ভূষিতে পরিণত হল।

সায়ীদ ইবনে মনছূর ও বায়হাকী ইকরামা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তায়ালার উক্তি طَيْرًا اَبَابِيْلَ আসলে ছিল সমুদ্রের দিক থেকে আগত ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী। এদের মস্তক হিংস্র প্রাণীর ন্যায় ছিল। এই পাখী এর আগেও দেখা যায়নি এবং পরেও কখনও দৃষ্টিগোচর হয়নি। এরা মানুষের ত্বককে বসন্তগ্রস্ত করে দিয়েছিল। বসন্তও সে বছরই প্রথমবারের মত দেখা গিয়েছিল।

সায়ীদ ইবনে মনছূর ওবায়দ ইবনে ওমর লায়ছী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তায়ালা যখন হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করলেন, তখন তাদের উপর খাত্তাফের মত সামুদ্রিক পাখী প্রেরণ করলেন। প্রত্যেক পাখী তিনটি করে কংকর বহন করছিল। একটি কংকর চঞ্চুতে ছিল এবং দু'টি দু'থাবায়। এই পাখীরা মাথার উপরে আচ্ছন্ন হয়ে সজোরে চীৎকার করতঃ কংকর নিক্ষেপ করতে থাকে। যার উপর সে কংকর পতিত হত,.তা এপার ওপার হয়ে যেত। এরপর আল্লাহ্ তায়ালা ভীষণ ঝঞ্ঝাবায়ূ প্রেরণ করলেন। ফলে সবকিছু ধ্বংস স্তূপে পরিণত হল।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হস্তীবাহিনী ছাফাহ্ নামক স্থানে পৌঁছলে আবদুল মুত্তালিব এসে বললেন ঃ এটা আল্লাহর ঘর। তিনি এর উপর কাউকে চড়াও হতে দেবেন না। তারা বলল ঃ আমরা একে ভূমিসাৎ করেই যাব। কিন্তু যে হাতীই সম্মুখে অগ্রসর হত, সে পিছনে সরে আসত। অতঃপর আল্লাহতায়ালা আবাবীল পাখীকে কালো কংকর দিয়ে পাঠালেন। তারা কংকর নিক্ষেপ করলে প্রত্যেকের শরীরে পাঁচড়া দেখা দেয়। পাঁচড়া চুলকালে শরীরের মাংস খসে পড়ত।

আবূ নয়ীম ওয়াহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তাদের সাথে যে সকল হাতী ছিল, সেগুলোর কোন একটি হাতী অগ্রসর হলে তার গায়ে কংকর লাগল। ফলে সকল হাতী পিছনে হটে গেল।

আবদুল মোত্তালিব কর্তৃক যমযম খননকালে

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল মুত্তালিব বায়তুল্লায় নিদ্রিত ছিলেন। কোন আগন্তুক এল এবং বলল ঃ "বাররাহ্" খনন কর। আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ বাররাহ্ কি? এ

কথা শুনে আগন্তুক চলে গেল। পরের দিন যখন আবদুল মুত্তালিব বিছানায় শয়ন করলেন, তখন সে আবার এসে বলল ঃ "তাইবা" খনন কর। আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ তাইবা কি? এরপর আগন্তুক চলে গেল। সে পরের দিন আবার এল এবং বলল ঃ "যমযম" খনন কর। আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ যমযম কি? সে বলল ঃ এটি এমন কূপ, যা শুষ্ক হবে না এবং পানিও হ্রাস পাবে না। এরপর সে যমযমের স্থান নির্দেশ করল। আবদুল মুত্তালিব খনন কাজ শুরু করলেন। কোরায়শরা বলল ঃ আবদুল মুত্তালিব, এ কি হচ্ছে! তিনি বললেন ঃ আমাকে যমযম খনন করার আদেশ দেয়া হয়েছে। অতঃপর যখন পানি বের হয়ে এল, তখন কোরায়শরা বলল ঃ আমাদের পিতা ইসমাঈলের (আঃ) পানিতে আমাদেরও অংশ আছে।

আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ এতে তোমাদের কোন অংশ নেই। এটা একান্তভাবে আমার। কোরায়শরা বলল ঃ আচ্ছা, কাউকে দিয়ে মীমাংসা করিয়ে নাও। আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ ঠিক আছে, তাই করা হোক। কোরায়শরা বলল ঃ আচ্ছা, আমরা আমাদের ও তোমার মধ্যে বণী-সা'দ ইবনে হুযায়মের অতিন্দ্রীয় বাদিনীকে সালিস মেনে নিচ্ছি। সে যে মীমাংসাই করবে, আমরা উভয় পক্ষ তা মেনে নিব। আবদুল মুত্তালিব এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

সেমতে আবদুল মুত্তালিব তাঁর কয়েকজন পুত্রকে নিয়ে এবং কোরায়শদের প্রত্যেক পরিবার থেকে কয়েক ব্যক্তি সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। সিরিয়ার পথে বহুদূর বিস্তৃত ঘাসপানি হীন বিশাল মরুভূমি ছিল। সেখানে পৌঁছার পর আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর সঙ্গীদের পানি খতম হয়ে গেল। জীবন বিপন্ন দেখে তারা কোরায়শ পক্ষের কাছে পানি চাইল। কোরায়শরা বলল ঃ আমরা তোমাদেরকে পানি দিতে পারি না। কেননা, আমরাও এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি। আবদুল মুত্তালিব সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এখন তোমাদের কি মত? তারা বলল ঃ আমরা আপনার মতের অনুসরণ করব। আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ প্রত্যেকেই নিজের কবর খনন করবে। কেউ মারা গেলে তার সঙ্গী তাকে কবরস্থ করবে। অবশেষে শেষ ব্যক্তি তার সঙ্গীকে কবরস্থ করবে। এক ব্যক্তির কবরবিহীন মৃত্যু সকলের কবরবিহীন মৃত্যুর চেয়ে অনেক উত্তম।

সেমতে সকলেই কবর খনন করল। অতঃপর আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা তো নিজেদেরকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করছি। এই অবস্থায় আমরা পানির খোঁজে বের হই না কেন? হতে পারে আল্লাহ আমাদের দুর্দশা দেখে পানি সৃষ্টি করে দিতে পারেন।

আবদুল মুত্তালিব সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ যাত্রা কর। সে মতে তারা রওয়ানা হল। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে বসতেই উষ্ট্রী হুচট খেল এবং তার

পায়ের নিচ থেকে মিঠা পানির ঝরণা উথলে উঠল। এরপর সকলেই আপন আপন উষ্ট্রী বসিয়ে দিল। নিজেরাও পানি পান করল এবং জন্তুগুলোকেও পান করাল। এরপর কাফেলার অবশিষ্ট সকলকে ডেকে বললেন ঃ তোমরাও এসে যাও। আল্লাহ্ আমাদের জন্যে পানি সৃষ্টি করেছেন। কোরায়শরা এল এবং নিজেরাও পান করল এবং জন্তুদেরকেও পান করাল। অতঃপর তারা বলতে লাগল ঃ আবদুল মুত্তালিব! আল্লাহ তোমার পক্ষে ফয়ছালা দিয়েছেন। যে সত্তা তোমাদেরকে এই ঘাস পানি বিহীন ময়দানে পানি পান করিয়েছেন, তিনিই তোমাকে যমযমও দান করেছেন। ফিরে চল। যমযম একান্তভাবে তোমার। আমরা এতে অংশীদার নই।

বায়হাকী যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল মুত্তালিবকে বলা হল, কোরায়শরা হস্তী বাহিনীর ভয়ে হেরেম ত্যাগ করে চলে গেছে। এখন আপনি কি করবেন? আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি ইজ্জতের তালাশে হেরেম ত্যাগ করে অন্য কোথাও যাব না। এরপর তিনি বায়তুল্লাহর কাছে বসে গেলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার উটের পাল রক্ষা করেছি। তুমি তোমার ঘর রক্ষা কর। তিনি এমনিভাবেই হেরেমে বসে রইলেন। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা হস্তীবাহিনীকে ধ্বংস করে দিলেন। কোরায়শরা ফিরে এসে তাঁর ছবর এবং আল্লাহর ঘরের সম্মানের কারণে তাঁকে অত্যন্ত মহান ব্যক্তি ভাবতে থাকে।

আবদুল মুত্তালিব হেরেমেই নিদ্রিত ছিলেন, এমন সময় স্বপ্নে কেউ এসে তাঁকে বলল ঃ যমযম খনন কর। তিনি জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমার দৃষ্টিতে এর আলামত স্পষ্ট করে দাও। সে মতে তিনি আবার স্বপ্নে কাউকে বলতে শুনলেন ঃ যমযম সেই স্থানে খনন কর, যেখানে গোবর ও রক্ত পড়ে রয়েছে, যেখানে সাদা পাখাবিশিষ্ট কাক চঞ্চু মারছে–পিপীলিকার গর্তের কাছে। এই স্বপ্ন দেখে আবদুল মুত্তালিব রওয়ানা হয়ে গেলেন, এটা দেখার জন্যে যে, সেখানে কি কি আলামত প্রকাশ পেয়েছে। তিনি দেখলেন যে, ছাফা ও মারওয়ার মাঝখানে খারুরা নামক স্থানে একটি গরু যবেহ করা হয়েছে। গরুটি কসাইয়ের হাত ফসকে পালিয়েছে। অবশেষে যমযমের জায়গায় এসে মাটিতে পড়ে গেছে। সেখানেই তাকে যবেহ করে গোশত নিয়ে যাওয়া হয়েছে। একটি কাক এসে পিপীলিকার গর্তের কাছে আবর্জনায় বসে পড়ল। এই আলামতগুলো দেখে আবদুল মুত্তালিব সেখানেই খননকার্য শুরু করে দিলেন। কোরায়শরা এসে বলল ঃ কি করছ? তিনি বললেন ঃ কূপ খনন করছি।

অনেক পরিশ্রমের পরও যখন পানি পাওয়া গেল না, তখন তিনি মান্নত করলেন যে, যদি পানি বের হয়ে আসে, তবে তিনি নিজের একটি পুত্রকে বলীদান করবেন। এরপর খনন শুরু করলে পানি বের হয়ে এল। আবদুল মুত্তালিব কূপের চতুর্দিকে

দেয়াল তুলে দিলেন। হাজীরা এই কূপ থেকে পানি পান করত। কিন্তু কোরায়শদের কিছু দুষ্কৃতকারী রাতে এসে এই দেয়াল ভেঙ্গে দিত। আবদুল মুত্তালিব সকালে তা ঠিক করে দিতেন। বেশ কিছুদিন্ এরূপ চলার পর আবদুল মুত্তালিবকে স্বপ্নে এই দোয়া শিক্ষা দেয়া হল ঃ হে আল্লাহ! আমি এই কূয়া গোসল করার জন্যে হালাল রাখি না। তবে পান করার জন্যে হালাল। আবদুল মুত্তালিব জাগ্রত হয়ে স্বপ্নের এই কথা ঘোষণা করে দিলেন। এই ঘোষণার পর কেউ কূপের দেয়াল ভাঙ্গলে সে গুরুতর রোগে আক্রান্ত হয়ে যেত। তাই দুর্বৃত্তরা কূপে আসা পরিত্যাগ করল।

এরপর আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আমার এক পুত্রকে বলী দেব বলে মান্নত করেছিলাম। এখন আমি কোন্ পুত্রকে বলী দেব, তা নির্ধারণ করার জন্যে লটারী দিচ্ছি। তুমি যাকে পছন্দ কর, তার নাম লটারীতে তুলে দাও।

আবদুল মুত্তালিব লটারী দিলে আবদুল্লাহর নাম বের হল। পুত্রদের মধ্যে আবদুল্লাহ ছিলেন সর্বাধিক প্রিয়। আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি আবদুল্লাহকে অধিক পছন্দ কর, না একশ' উট? এরপর আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ ও একশ' উটের মধ্যে লটারী দিলেন। লটারীতে একশ' উট বের হয়ে এল। সে মতে তিনি একশ' উট যবেহ করলেন।

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল মুত্তালিব যমযম খননে কেউ তার সাহায্যকারী নেই দেখে মান্নত করলেন–যদি আল্লাহ তায়ালা আমার জীবদ্দশাতেই দশটি পুত্রকে যৌবনে পৌঁছে দেন, তবে আমি একজনকে বলী দান করব। এরপর যখন দশপুত্র পূর্ণ যুবকে পরিণত হয়ে গেল, তখন সবাইকে একত্রিত করে মান্নত সম্পর্কে বললেন। সকলেই বলল ঃ ঠিক আছে। আপনি মান্নত পূর্ণ করুন। সেমতে লটারী দেয়া হলে আবদুল্লাহর নাম বের হয়ে এল। আবদুল মুত্তালিব ছুরি হাতে নিয়ে আবদুল্লাহর হাত ধরে যবেহ করার জন্যে রওয়ানা হলেন। এই দৃশ্য দেখে বোনেরা কান্নাকাটি জুড়ে দিল। তারা বলল ঃ আব্বাজান! আপন পুত্রের বদলে হেরেমে কিছু উট যবেহ করে দিন। আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহ ও দশ উটের মধ্যে লটারী দিলেন। কেননা, তখনকার দিনে "দিয়ত" (মুক্তিপণ) দশটি উট ছিল। লটারীতে আবদুল্লাহর নাম বের হল। এরপর আবদুল মুত্তালিব দশটি করে উট বৃদ্ধি করে লটারী দিতে থাকেন। কিন্তু প্রত্যেক বার আবদুল্লাহর নাম বের হল। কিন্তু যখন একশ' উট পূর্ণ হয়ে গেল, তখন লটারীতে উট বের হল।

এতে আবদুল মুত্তালিব "আল্লাহু আকবার" বলে উঠলেন এবং সকলের সামনে উট যবেহ করলেন। আবদুল মুত্তালিবই সর্বপ্রথম মুক্তিপণ একশ' উট নির্ধারণ করেন। এ নিয়মই আরবে প্রচলিত হয়ে যায়। নবী করীম (সাঃ)ও এটা বহাল রাখেন।

হাকেম, ইবনে জরীর ও উমভী সালেহী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) বর্ণনা করেছেন–একবার আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলাম। এক বেদুঈন এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ঘাস শুকিয়ে গেছে। পানি ফুরিয়ে গেছে। পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে এবং পশুপাল বরবাদ হয়ে গেছে। হে দু' যবীহের পুত্র! আল্লাহ আপনাকে যা দিয়েছেন, তা থেকে আমাকে কিছু দিন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুচকি হাসলেন এবং অস্বীকার করলেন না। হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল ঃ দুই যবীহ্ কে? (যাকে আল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়, তাকে যবীহ্ বলে।) তিনি বললেন ঃ আবদুল মুত্তালিব যখন যমযম খনন করার আদেশ পান, তখন মান্নত করলেন, এ কাজটি সহজে সম্পন্ন হলে আমি আমার কোন পুত্রকে যবেহ্ করব। খনন সমাপ্ত হলে তিনি দশ পুত্রের মধ্যে লটারী দিলেন। এতে আবদুল্লাহর নাম বের হল। আবদুল মুত্তালিব তাকে যবেহ করতে চাইলে তার মাতুল গোষ্ঠি বনূ মখযূম বাধা দিয়ে বলল ঃ উটের ফেদিয়া দিয়ে পরওয়ারদেগারকে রাযী করে নাও। সেমতে তিনি একশ' উট যবেহ করলেন। মোয়াবিয়া (রাঃ) বললেন ঃ অতএব এক যবীহ্ আবদুল্লাহ এবং অপর যবীহ হযরত ইসমাঈল (আঃ)।

শবে-মীলাদের মোজেযা

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হাসসান ইবনে ছাবেত (রাঃ) বর্ণনা করেন– আমি সাত-আট বছরের সচেতন বালক ছিলাম। একদিন এক ইহুদী একটি টিলায় আরোহণ করে মদীনার ইহুদী সম্প্রদায়কে ডাক দিল। তারা সমবেত হয়ে জিজ্ঞাসা করল ঃ ব্যাপার কি? ইহুদী বলল ঃ আজ রাতে আহমদ জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর নক্ষত্র উদিত হয়ে গেছে।

বায়হাকী, তিবরানী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির হযরত ওছমান ইবনে আবুল আস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন–আমার মা আমাকে বলেছেন যে, যখন আমেনার গৃহে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করেন, তখন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ঘরের চারদিক কোন নূরের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে গিয়েছিল। তারকারাজি এমনভাবে ঝুঁকে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল যেন আমার উপরই আছড়ে পড়বে। তাঁর জন্মের সময় আমেনার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হয়ে সমগ্র গৃহকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলে।

আহ্মদ্ বাযযায, তিবরানী, হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমি আল্লাহর বান্দা। আমি তখন থেকে খাতামুন্নাবীয়্যীন, যখন আদমের সত্তা মৃত্তিকায় লুটোপুটি খাচ্ছিল। আমার জন্যে হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করেছেন, হযরত

ঈসা (আঃ) সুসংবাদ দিয়েছেন এবং আমার মা স্বপ্ন দেখেছেন। পয়গাম্বরগণের জননীগণ এরূপ স্বপ্ন দেখে থাকেন। নবী করীম (সাঃ)-এর জননী তাঁর জন্মের সময় একটি নূর দেখেন, যদ্দ্বারা সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ চমকে উঠে।

হাকেম ও বায়হাকী খালেদ ইবনে মে'দান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! নিজের সম্পর্কে কিছু বলুন। তিনি বললেন ঃ আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ। আমার মা আমি গর্ভে থাকা অবস্থায় স্বপ্ন দেখেছেন যেন তাঁর শরীর থেকে একটি নূর উদিত হয়েছে, যার ফলে শামদেশের বুছরা ভূখণ্ড আলোকময় হয়ে গেছে। খালেদ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জননী গর্ভাবস্থায় যে নূর দেখেছিলেন, সেটা ছিল স্বপ্ন ; কিন্তু জন্মের সময় যে নূর দেখেছিলেন, সেটা ছিল জাগ্রত অবস্থায় বাস্তব ঘটনা।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে হযরত আমেনা বর্ণনা করেন যে, গর্ভ সঞ্চার হওয়ার পর কেউ তাঁকে বলল ঃ তোমার গর্ভে এই উম্মতের সরদার রয়েছেন। এর নিদর্শন এই যে, যখন তিনি ভূমিষ্ঠ হবেন, তখন একটি নূর উদিত হবে, যার ফলে শামদেশের বুছরার রাজপ্রাসাদ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। এই শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাঁর নাম রাখবে মোহাম্মদ।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত কারেন যে, হযরত আমেনা বলেছেন–নবী করীম (সাঃ)-কে গর্ভে ধারণ করার পর তাঁর জন্ম পর্যন্ত আমার কোন কষ্ট হয়নি। তিনি যখন ভূমিষ্ট হলেন, তখন তাঁর সাথে একটি নূর উদিত হল, যার ফলে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী সমস্ত ভূপৃষ্ঠ আলোকময় হয়ে গেল। জন্মের সময় তিনি হাত দিয়ে মাটিতে ভর দেন। এক মুষ্টি মাটি নিয়ে হাত বন্ধ করে নেন এবং আকাশ পানে তাকিয়ে থাকেন।"

ইবনে সা'দ ছওর ইবনে এয়াযিদ থেকে, তিনি আবুল আজফা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমি যখন ভূমিষ্ঠ হলাম, তখন আমার জননী আপন শরীর থেকে একটি নূর উদিত হতে দেখলেন, যার ফলে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত আলোর ছটা ছড়িয়ে পড়ে।

আবূ নয়ীম আতা ইবনে ইয়াসার থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত উম্মে সালামাহ্ (রাঃ) হযরত আমেনার এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন–যে রাতে নবী করীম (সাঃ) জন্মগ্রহণ করেন, আমি একটি নূর উদিত হতে দেখি, যে কারণে সিরিয়ার প্রাসাদ এতটুকু উজ্জ্বল হয়ে যায় যে, আমি তা দেখতে পাই।

ইবনে সা'দ আমর ইবনে আছেম থেকে, তিনি হুমাম ইবনে এয়াহইয়া থেকে, তিনি ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জননীর এই বর্ণনা

উদ্ধৃত করেছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করলে আমার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হয়, যার ফলে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ আলোকময় হয়ে যায়। তিনি সম্পূর্ণ পাক পবিত্র অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন– কোন মালিন্য ছিল না। ভূমিষ্ঠ হয়েই তিনি মাটিতে হাত রাখেন।

ইবনে সা'দ মুয়ায আম্বরী থেকে, তিনি ইবনে আওন থেকে, তিনি ইবনুল কিবতিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আমেনা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্ম প্রসঙ্গে বলেছেন–আমি আমার শরীর থেকে একটি আলোকপিণ্ড উদিত হতে দেখি, যার ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

ইবনে সা'দ হাসসান ইবনে আতিয়্যা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) ভূমিষ্ঠ হয়ে হাতের তালু ও হাঁটু দিয়ে মাটিতে ভর দেন। তাঁর দৃষ্টি আকাশ পানে নিবদ্ধ ছিল।

ইবনে সা'দ মূসা ইবনে ওবায়দা থেকে, তিনি আপন ভাই থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) ভূমিষ্ঠ হয়ে হাত দিয়ে মাটিতে ভর দেন। মাথা আকাশ পানে উত্তোলন করেন এবং হাতে এক মুষ্টি মাটি তুলে নেন। বনু-লাহাবের এক ব্যক্তি এই খবর পেয়ে মন্তব্য করল ঃ একথা সত্য হলে এই শিশু সমগ্র বিশ্ব করতলগত করে নিবে।

আবূ নয়ীম আবদুর রহমান ইবনে আওফ থেকে, তিনি তাঁর জননী আশশিফা বিনতে আমর ইবনে আওফের এমর্মের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্ম আমার হাতে হয়েছে। তাঁর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল ছিল। আমি কাউকে বলতে শুনলাম–তোমার প্রতি আল্লাহ্র রহমত, তোমার প্রতি তোমার রবের রহমত। এরপর আমার সামনে পূর্ব ও পশ্চিম আলোকিত হয়ে গেল এবং আমি রোমের কিছু রাজপ্রাসাদ দেখতে পেলাম। এরপর আমি নবজাত শিশুকে কাপড় পরিয়ে শুইয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে আমার উপর তমসা ও ভীতির একটা পর্দা যেন পড়ে গেল এবং শরীরে কম্পন এসে গেল। আমি কাউকে বলতে শুনলাম–তুমি একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জওয়াব দেয়া হল–পশ্চিম দিকে। এরপর আমার এই অবস্থা কেটে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর পুনরায় সেই অবস্থা আমাকে আচ্ছন্ন করে নিল–ভীতি, অন্ধকার ও কম্পন। আবার কাউকে বলতে শুনলাম–একে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ? জওয়াব এল–পূর্ব দিকে। শিফা বিনতে আমর ইবনে আওফ বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত এই কথাগুলো আমার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। তিনি যখন নবুওত প্রাপ্ত হলেন, তখন আমি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলাম।

আবূ নয়ীম আমর ইবনে কোতায়বা থেকে, তিনি আপন পিতার কাছ থেকে শুনেছেন যে, হযরত আমেনার সন্তান প্রসবের সময় উপস্থিত হলে আল্লাহ তায়ালা

ফেরেশতাগণকে আদেশ করলেন ঃ সমস্ত আকাশ ও জান্নাতের দরজা খুলে দাও। সকল ফেরেশতা আমার সামনে উপস্থিত হোক। সে মতে ফেরেশতাগণ একে অপরকে সুসংবাদ দিতে দিতে হাযির হতে লাগল। পৃথিবীর পাহাড়সমূহ উঁচু হয়ে গেল এবং সমুদ্র স্ফীত হয়ে গেল। এসবের অধিবাসীরা একে অপরকে সুসংবাদ দিল। সকল ফেরেশতা হাযির হয়ে গেল। শয়তানকে সত্তরটি শিকল পরানো হল এবং তাকে কাস্পিয়ান সাগরে উপুড় করে ঝুলিয়ে দেয়া হল। সকল দুষ্ট ও অবাধ্য মখলুককেও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেয়া হল। সূর্যকে সেদিন অসাধারণ আলো প্রদান করা হল এবং তার প্রান্তে শূন্য পরিমণ্ডলে সত্তর হাজার হুরকে দাঁড় করানো হল, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের অপেক্ষায় ছিল। নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মানার্থে আল্লাহ তায়ালা সে বছর পৃথিবীর সকল নারীর জন্যে পুত্র সন্তান নির্ধারণ করে দিলেন। এটাও ঠিক করলেন যে, কোন বৃক্ষ ফলবিহীন থাকবে না এবং যেখানে অশান্তি সেখানে শান্তি স্থাপিত হয়ে যাবে।

অতঃপর যখন প্রতীক্ষিত জন্ম হল, তখন সমস্ত পৃথিবী নূরে ভরে গেল। ফেরেশতারা একে অপরকে মোবারকবাদ দিল। প্রত্যেক আকাশে পদ্মরাগ মণি ও চুনির স্তম্ভ নির্মিত হল। ফলে আকাশ আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শবে মে'রাজে এসব স্তম্ভ দেখতে পেলে তাঁকে বলা হয় যে, এগুলো আপনার জন্মের সুসংবাদের কারণে নির্মিত হয়েছিল।

যে রাতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জন্ম হয়, আল্লাহ্ তায়ালা হাওযে-কাওসারের কিনারে সত্তর হাজার মেশক-আম্বরের বৃক্ষ সৃষ্টি করেন এবং এসবের ফলকে জান্নাতীদের সুগন্ধি সাব্যস্ত করেন। সে রাতে সকল আকাশের অধিবাসীরা নিরাপত্তার জন্য দোয়া করেন। সকল প্রতিমা উপুড় হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। লাত ও ওযযা আপন আপন ধনভাণ্ডার উদ্‌গীরণ করে দেয়। তারা বলাবলি করতে থাকে–কোরায়শদের মধ্যে আল-আমীন এসেছেন, ছিদ্দীক এসেছেন; অথচ কোরায়শরা জানেই না যে, কি হয়ে গেল। বায়তুল্লাহ্ থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত এই আওয়াজ ভেসে আসতে থাকে– এখন পূর্ণচন্দ্র ফিরে এসেছে। এখন আমার যিয়ারতকারীরা আগমণ করবে। এখন আমি মূর্খতার আবর্জনা থেকে পাক পবিত্র হয়ে যাব। হে ওয্যা! তোর ধ্বংস এসে গেছে। বায়তুল্লাহ্র ভূকম্পন তিনদিন ও তিন রাতে খতম হল। এটা ছিল পবিত্র জন্মের প্রথম নিদর্শন, যা কোরায়শরা অবলোকন করল।

আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন– গর্ভধারণের নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি এই যে, সে রাতে কোরায়শদের প্রত্যেকটি জন্তু বলল ঃ কা'বার প্রতিপালকের কসম, গর্ভ হয়ে গেছে। তিনিই দুনিয়ার শান্তি এবং দুনিয়াবাসীদের প্রদীপ। সে রাতে কোরায়শদের

এবং আরবের সকল গোত্রের অতিন্দ্রীয়বাদী নারীদের সঙ্গিনী জিন আত্মগোপন করে এবং তাদের অতিন্দ্রীয়বাদ বিদ্যা খতম হয়ে যায়। দুনিয়ার সকল বাদশাহের সিংহাসন ভেঙ্গে যায়। সেদিন বাদশাহরা সকলেই বোবা হয়ে যায়। পূর্বের জন্তু-জানোয়াররা পশ্চিমের জন্তু জানোয়ারদের কাছে সুসংবাদ নিয়ে যায়। এভাবে সমুদ্রের প্রাণীরা একে অপরকে সুসংবাদ দেয়। গর্ভের প্রত্যেক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আকাশে এবং পৃথিবীতে ঘোষণা করা হত– সুসংবাদ হোক। এখন আবুল কাসেম (সাঃ) কল্যাণ ও বরকত নিয়ে দুনিয়াতে এসে গেছেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) জননীর উদরে পূর্ণ নয়মাস অবস্থান করেন। কিন্তু তাঁর জননী পেটে কোন ব্যথা বা অস্থিরতা অনুভব করেননি। এমন কোন বিষয়ও হয়নি, যা সাধারনত: গর্ভাবস্থায় হয়ে থাকে। মাতৃগর্ভে থাকাকালেই পিতা আবদুল্লাহর ইন্তেকাল হয়ে যায়। এতে ফেরেশতারা বলল ঃ পরওয়ারদেগার! আপনার এই নবী এতীম হয়ে গেছেন। পরওয়ারদেগার এরশাদ করলেন ঃ আমি তাঁর অভিভাবক, রক্ষক ও মদদগার। তোমরা তাঁর জন্ম থেকে বরকত হাসিল কর। তাঁর জন্ম বরকতময়।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্মের সময় আকাশ ও জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেন। হযরত আমেনা নিজের সম্পর্কে বলতেন ঃ গর্ভের ছয়মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমার কাছে জনৈক আগন্তুক এসে নিদ্রায় আমার পায়ে টোকা দিয়ে বলল ঃ হে আমেনা! তুমি সরাবিশ্বের মনোনীত ব্যক্তিকে গর্ভে ধারণ করেছ। সে জন্মগ্রহণ করলে তাঁর নাম রাখবে মোহাম্মদ। আমেনা নিজের নেফাস সম্পর্কে বলেন ঃ আমারও তাই হয়েছে যা মহিলাদের হয়। কিন্তু কেউ জানতে পারেনি। এরপর আমি ভীষণ গড়গড় শব্দ শুনতে পাই এবং ভীত হয়ে পড়ি। দেখি কি, যেন কোন সাদা পাখীর পাখা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে। ফলে সমস্ত ভয় ও কষ্ট দূর হয়ে গেল। এরপর দেখি, সাদা দুধে পূর্ণ একটি পিয়ালা রাখা আছে। আমি পিপাসার্ত ছিলাম। তাই পাত্র তুলে পান করে নিলাম। এরপর আমার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হল। তাতে কয়েকজন মহিলা দৃষ্টি গোচর হল। তাঁরা খেজুর গাছের মত দীর্ঘ ছিলেন। মনে হচ্ছিল তাঁরা আবদে মানাফ পরিবারের কন্যা। তাঁরা আমাকে গভীরভাবে দেখতে লাগলেন। আমি হতভম্বই ছিলাম, এমন সময় একটি কিংখাব (ফুলকাটা জরিদার রেশমী বস্ত্র) আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে ছড়িয়ে পড়ল। কেউ বলল ঃ তাঁকে মানুষের দৃষ্টি থেকে উধাও করে নাও। এরপর কিছু লোক দেখলাম, তারা শূন্য মণ্ডলে রূপার লোটা হাতে দণ্ডায়মান ছিল। এরপর পাখীদের একটি ঝাঁক এল এবং আমার কোল আবৃত করে নিল। তাদের চঞ্চু পান্নার এবং পাখা চুনীর ছিল।

অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আমার সামনে পূর্ব ও পশ্চিম উন্মুক্ত করে দিলেন। আমি তিনটি ঝাণ্ডা উড্ডীয়মান দেখলাম। একটি পূর্বে, একটি পশ্চিমে ও একটি

কা'বা গৃহের ছাদে। এরপর আমার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল এবং নবী,করীম (সাঃ) জন্ম গ্রহণ করলেন। তিনি যখন বাইরে এলেন, তখন আমি তাঁকে সেজদারত দেখলাম। তিনি অনুনয় সহকারে অঙ্গুলি উত্তোলিত রেখেছিলেন। এরপর আকাশে একটি সাদা মেঘ এসে আকাশকে আচ্ছন্ন করে নিল। অতঃপর অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি একজনকে বলতে শুনলাম ঃ মোহাম্মদকে পূর্ব ও পশ্চিমে নিয়ে যাও এবং সমুদ্রে নিয়ে যাও। যাতে মানুষ তাঁর নাম, আকৃতি ও গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফ হয়ে যায় এবং তারা জানতে পারে যে, তাঁর নাম "মাহী"। তাঁর আমলে শিরক মিটে যাবে। এর পরক্ষণেই আমি তাঁকে একটি সাদা পশমী কাপড়ে জড়িত দেখলাম। নীচে ছিল সবুজ রেশম। তিনি যেন বহু মূল্যবান ধাতু নির্মিত তিনটি চাবি হাতের মুঠিতে ধারণ করে রেখেছেন। আওয়াজ এল ঃ মোহাম্মদ নবুওয়তের চাবি গ্রহণ করেছেন। এরপর একটি মেঘখণ্ড এল, যার মধ্য থেকে অশ্বের হ্রেষারব এবং পাখা নাড়ানোর শব্দ ভেসে আসছিল। অবশেষে সেটি আচ্ছন্ন হয়ে গেল। অতঃপর অদৃশ্য হয়ে গেল। এরপর কেউ ডেকে বলল ঃ মোহাম্মদকে পূর্ব ও পশ্চিমে নিয়ে যাও, পয়গাম্বরগণের জন্মভূমিতে নিয়ে যাও। জিন, মানব, পশুপক্ষী এবং হিংস্র প্রাণীদের কাছে নিয়ে যাও। তাঁকে আদম (আঃ)-এর পরিচ্ছন্নতা, নূহ (আঃ)-এর নম্রতা, ইবরাহীম (আঃ)-এর বন্ধুত্ব, ইসমাঈল (আঃ)-এর ভাষা, ইয়াকুব (আঃ)-এর মুখমণ্ডল, ইউসুফ (আঃ)–এর রূপ, দাউদ (আঃ)-এর কণ্ঠস্বর, আইউব (আঃ)-এর ছবর, এয়াহইয়া (আঃ)-এর বৈরাগ্য এবং ঈসা (আঃ)-এর কৃপা দান কর। তাঁকে সকল পয়গাম্বরের চরিত্রের নমুনা করে দাও। এরপর এই অবস্থাও দূর হয়ে গেল। এরপর আমি আমার শিশুর হাতে সবুজ রেশমী বস্ত্র জড়িত দেখলাম। কেউ বলল ঃ মোহাম্মদ সারা বিশ্ব দখল করে নিয়েছে। সৃষ্টির প্রতিটি বস্তু তাঁর মুঠিতে চলে গেছে। এরপর তিন ব্যক্তি এল। তাদের একজনের হাতে রূপার লোটা, অপর জনের হাতে সবুজ পান্নার ক্ষুদ্র প্লেট এবং তৃতীয় জনের হাতে সাদা রেশম রয়েছে। সেটি খুলে সে একটি মনোমুগ্ধকর আংটি বের করল। লোটার পানি দিয়ে আংটিটি সাতবার ধৌত করতঃ সেটি দিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর দুই কাঁধের মধ্যস্থলে মোহর করে দিল। অতঃপর কিছুক্ষণ আপন পাখায় আবৃত্ত রেখে আমাকে ফিরিয়ে দিল।

আবূ নয়ীম দুর্বল সনদে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেছেন–আমাদের ছোটভাই আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করলে তাঁর মুখমণ্ডলে নূর সুর্যের মত ঝলমল করত। আমাদের পিতা বললেন ঃ এই শিশুর অদ্ভুত অবস্থা। আমি স্বপ্নে দেখলাম তাঁর নাসিকা থেকে একটি সাদা পাখী বের হয়ে উড়ে গেল এবং পূর্ব ও পশ্চিম ঘুরে কা'বাগৃহের উপর পতিত হল। সমগ্র কোরায়শ গোষ্ঠি তাঁকে সিজদা করল। অতঃপর পাখীটি আবার আকাশে উড়ে গেল। আমি বনী-মখযূমের অতিন্দ্রীয়বাদিনীর কাছে গেলে সে বলল ঃ তোমার এ স্বপ্ন সত্য হলে তোমার ঔরস

থেকে একপুত্র জন্মগ্রহণ করবে। পূর্ব ও পশ্চিমের অধিবাসীরা তাঁর অনুসারী হয়ে যাবে।

অতঃপর আমেনা সন্তান প্রসব করলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুমি কি দেখেছ? সে বলল ঃ আমার প্রসব ব্যথা শুরু হলে আমি গড় গড় আওয়াজ এবং কিছু মানুষের কথা বলার শব্দ শুনতে পেলাম। এরপর আমি ইয়াকূতের খুঁটিতে কিংখাবের ঝাণ্ডা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে স্থাপিত দেখলাম। আমি শিশুর মাথা থেকে একটি নূর উদিত হতে দেখলাম, যা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এর আলোকে আমি সিরিয়ার প্রাসাদকে স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলতে দেখলাম। এরপর আমি নিকটেই কাতা পাখীর একটি ঝাঁক নবী করীম (সাঃ)-কে পাখা বিস্তার করে সিজদা করতে দেখলাম। আমি সায়ীরা আসাদীর জিনকে বলতে শুনলাম—তোমার এই পুত্রের জন্মের কারণে প্রতিমা ও অতিন্দ্রীয়বাদীদের বিলয় হয়ে গেছে। সায়ীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। এরপর আমি একজন দীর্ঘদেহী সুশ্রী যুবককে দেখলাম। সে নবী করীম (সাঃ)-কে আমার কোল থেকে নিয়ে গেল এবং তাঁর মুখে থুথু দিল। তার কাছে স্বর্ণের একটি প্লেট ছিল। সে নবী করীম (সাঃ)-এর বুক চিরে হৃদপিণ্ড বের করল। অতঃপর হৃদপিণ্ডটি চিরে একটি কাল বিন্দু বের করে দূরে নিক্ষেপ করল। প্লেটে সাদা রঙের সুগন্ধি ছিল। তা হৃদপিণ্ডে ভরে দেয়া হল। এরপর একটি সাদা রেশমী থলে থেকে একটি আংটি বের করল এবং তার সাহায্যে নবী করীম (সাঃ)-এর দুই কাঁধের মধ্যভাগে মোহর এঁটে দিল। অতঃপর তাঁকে জামা পরিয়ে দিল। *

হাফেয আবূ যাকারিয়া এয়াহইয়া ইবনে মায়েয মীলাদ প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আমেনা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্ম দিবসের আশ্চর্য ঘটনাবলী বর্ণনায় বলেন ঃ আমি সেদিনের ঘটনাবলীতে বিস্ময়াবিষ্ট ছিলাম, এমন সময় তিন ব্যক্তি আগমন করল। তাদের সৌন্দর্য দেখে মনে হচ্ছিল সূর্য যেন তাদের মুখমণ্ডল থেকে উদিত হচ্ছে। একজনের হাতে রূপার লোটা ছিল, যা থেকে মেশকের খোশবূ ভেসে আসছিল। দ্বিতীয় জনের হাতে পান্নার চতুষ্কোণ প্লেট ছিল। প্রত্যেক কোণে একটি সাদা মোতি জড়ানো ছিল। কেউ বলল ঃ এটা সারা বিশ্ব-পূর্ব পশ্চিম, জল ও স্থল। হে আল্লাহর হাবীব! এটি ধারণ করুন যেদিক দিয়ে ইচ্ছা, একথা শুনে আমিও ঘুরে গেলাম এটা দেখার জন্যে যে, তিনি কোন্ দিকে ধরেন। তিনি মাঝখানে ধরলেন। আওয়াজ এল ঃ কা'বার কসম, মোহাম্মদ কা'বা ধারণ করেছেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর জন্যে

---

* এ রেওয়ায়েতটি এবং এর পূর্বেকার দু'টি রেওয়ায়েত অধিক অগ্রহণযোগ্য। আমার গ্রন্থে এ ধরনের অগ্রাহ্য রেওয়াতে আর একটিও নেই। এটি লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা আমার ছিল না। কেবল হাকেম আবূ নয়ীমের অনুসরণ করে লিপিবদ্ধ করেছি।

কা'বাকে কেবলা ও বাসস্থান করে দিয়েছেন। আমি দেখলাম তৃতীয় জনের হাতে খুব উত্তমরূপে ভাঁজ করা একটি সাদা রেশমী বস্ত্র রয়েছে। সে কাপড়টি খুলল এবং তার ভিতর থেকে একটি সুশ্রী আংটি বের করল। এরপর আমার দিকে অগ্রসর হল। প্লেটওয়ালা ব্যক্তি আংটিটি নিয়ে সাতবার লোটার পানি দ্বারা ধৌত করল। এরপর সেটি দিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর দুই কাঁধের মাঝখানে মোহর এঁকে দিল। অতঃপর সেটি রেশমে ভাঁজ করে তাতে মেশকের সূতা বেঁধে দিল। অতঃপর সেটি কিছুক্ষণ আপন পাখায় রেখে দিল। (ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এই ব্যক্তি ছিল জান্নাতের রক্ষী রিযওয়ান।) সে নবী করীম (সাঃ)-এর কানে কিছু কথা বলল, যা আমি বুঝতে পারিনি। অতঃপর সে বলল ঃ হে মোহাম্মদ! আপনাকে সুসংবাদ। প্রত্যেক নবীর জ্ঞান আমি আপনাকে দিয়েছিলাম। আপনি তাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানবান এবং সর্বাধিক বীরপুরুষ। আপনার কাছে সাফল্যের চাবি রয়েছে। আপনাকে প্রখর ব্যক্তিত্ব ও জাঁকজমক দান করা হয়েছে। হে আল্লাহ্র খলিফা! যে কেউ আপনার নাম শুনবে, আপনাকে না দেখেই তার অন্তর কেঁপে উঠবে।

ইবনে ওয়াহিদ 'তানভীর' গ্রন্থে বলেন ঃ এ হাদীসটি অজ্ঞাত।

ইবনে সা'দ, হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ জনৈক ইহুদী মক্কায় বাস করত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করত। মীলাদের রাত্রিতে সে কোরায়শদের মজলিসে এসে বলল ঃ হে কোরায়শগণ! আজ রাতে তোমাদের মধ্যে কোন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে কি? তারা বলল ঃ আমাদের জানা নেই। সে বলল ঃ মনে রেখ, এ রাতে আখেরী উম্মতের নবী জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কাঁধের মাঝখানে চিহ্ন আছে, যাতে কিছু চুল রয়েছে। এই শিশু দু'দিন দুধ পান করবে না। কেননা, কোন জিন তার মুখে অঙ্গুলি রেখেছে। কোরায়শরা বিস্ময় সহকারে মজলিস ত্যাগ করল। আপন আপন গৃহে পৌঁছে তারা গৃহের লোকজনকেও একথা বলল। তারা বলল ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র সন্তান হয়েছে। তারা তাঁর নাম রেখেছে মোহাম্মদ। অতঃপর কোরায়শরা ইহুদীর কাছে পৌঁছে এ সংবাদ জানিয়ে দিল। সে বলল ঃ আমাকে নিয়ে চল। আমি এই শিশুকে দেখতে চাই। সে মতে তারা ইহুদীকে হযরত আমেনার কাছে নিয়ে গেল এবং শিশুকে দেখাতে বলল। হযরত আমেনা দেখালেন। তারা তাঁর পিঠ খুলে সেখানে একটি তিলের ন্যায় চিহ্ন দেখতে পেল। এটা দেখে ইহুদী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে এলে কোরায়শরা জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমার কি হয়েছিল? সে বলল ঃ বনী-ইসরাঈল থেকে নবুওয়ত খতম হয়ে গেছে। তোমাদের এতে আনন্দিত হওয়া উচিত। আল্লাহর কসম, সে তোমাদের উপর এমন বিজয় অর্জন করবে যে, তার খবর পূর্ব-পশ্চিম তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির আবুল হাকাম তানূখী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শদের মধ্যে কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হলে তাকে হাঁড়ি দেয়ার জন্যে মহিলাদের হাতে সোপর্দ করা হত। তারা শিশুকে সকাল পর্যন্ত হাঁড়ির নিচে রাখত। সে মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ভূমিষ্ঠ হলে আবদুল মুত্তালিব তাঁকে মহিলাদের কাছে সোপর্দ করলেন। সকালে এসে তারা দেখল যে, হাঁড়ি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় চক্ষু মেলে আকাশ পানে তাকিয়ে আছেন। মহিলারা আবদুল মুত্তালিবের কাছে এসে বলল ঃ আমরা এমন শিশু কখনও দেখিনি। তার উপরে হাঁড়ি ভেঙ্গে গেছে এবং আমরা তাঁকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ তাকে হেফাযত কর। আমি মঙ্গলই আশা করি। সপ্তম দিনে আবদুল মুত্তালিব জন্তু যবেহ করলেন এবং কোরায়শদেরকে দাওয়াত করলেন। আহার শেষে সকলেই জিজ্ঞাসা করল ঃ আবদুল মুত্তালিব! শিশুর কি নাম রেখেছেন? তিনি বললেন ঃ নাম রেখেছি মোহাম্মদ। তারা বলল ঃ পারিবারিক নাম না রাখার কারণ কি? আবদুল মুত্তালিব বললেন ঃ আমি চাই যে, আকাশে আল্লাহতায়ালা এবং পৃথিবীতে মানবজাতি তার প্রশংসা করুক।

আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির মুসাইয়িব ইবনে শরীফ থেকে, তিনি মোহাম্মদ ইবনে শরীফ থেকে, তিনি আমর ইবনে শরীফ থেকে, তিনি আপন পিতা থেকে, তিনি আপন দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, মাররুয-যাহরানে ঈছা নামক এক সিরীয় সন্ন্যাসী বাস করত। সে ছিল বিজ্ঞ আলেম। অধিকাংশ সময় গির্জার ভিতরেই অবস্থান করতো। মাঝে মাঝে মক্কায় এলে মানুষ তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত। তখন সে বলত ঃ তোমাদের মধ্যে এক শিশু জন্মগ্রহণ করবে। তার সামনে সমগ্র আরব মাথা নত করবে এবং সে অনারবেরও মালিক হয়ে যাবে। এটাই তাঁর আগমনের সময়। যে তাঁর সময় পাবে এবং তাঁর অনুসরণ করবে, সে সফলকাম হবে। আর যে তাঁর বিরোধিতা করবে, সে ব্যর্থ মনোরথ হবে। আল্লাহর কসম, আমি রুটি ও শরাবের দেশ এবং শান্তির জায়গা ছেড়ে এই অভাব-অনটন ও ভয়ভীতির স্থানে তাঁরই অন্বেষণে এসেছি।

উক্ত সন্ন্যাসী মক্কার প্রতিটি নবজাত শিশু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত এবং বলত ঃ এখনও আসেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের সকালে আবদুল মুত্তালিব 'ঈছা' সন্ন্যাসীর দ্বারে দাঁড়িয়ে তাকে ডাক দিলেন। সে প্রশ্ন করল ঃ কে? উত্তর হল ঃ আমি আবদুল মুত্তালিব। সন্ন্যাসী তাঁর কাছে এসে বলল ঃ সম্ভবতঃ তুমিই তার বাপ। আজ সেই শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, যার সম্পর্কে আমি তোমাকে বলেছিলাম যে, সে সোমবারে জন্মগ্রহণ করবে, নবুওত প্রাপ্ত হবে এবং সোমবারে ওফাত পাবে। তার নক্ষত্র গত সন্ধ্যায় উদিত হয়ে গেছে। এর চিহ্ন এই যে, এখন তার ব্যথা আছে। এই ব্যথা তিনদিন থাকবে। তুমি মুখ বন্ধ রাখবে। কেননা, এতটুকু হিংসা কারও

সাথে করা হয়নি, যা তাঁর সাথে করা হবে. এবং এতটুকু শত্রুতা কারও সাথে করা হয়নি, যা তাঁর সাথে করা হবে।

আবদুল মুত্তালিব জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সে কতটুকু বয়স পাবে? সন্ন্যাসী বলল ঃ কম হোক কিংবা বেশি। তবে সত্তর বছর হবে না; বরং এর কম কোন বেজোড় সংখ্যায় হবে–একষট্টি কিংবা তেষট্টি। তার উম্মতের লোকদেরও এরূপ বয়ঃক্রম হবে।

আবু নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জাহেলিয়াত যুগে রাতের বেলায় কোন শিশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে হাঁড়ির নীচে রেখে দেয়া হত এবং সকাল পর্যন্ত কেউ তাকে দেখতো না। জন্মের পর নবী করীম (সাঃ)কেও হাঁড়ির নীচে রেখে দেয়া হয়। সকালে দেখা গেল, হাঁড়ি দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে আছে এবং তাঁর চক্ষু আকাশের দিকে উত্থিত। এতে সকলেই আশ্চর্যান্বিত হল। এরপর তাঁকে দুধ পান করানোর জন্য বনূ-বকরের এক মহিলার হাতে সোপর্দ করা হল। সে তাঁকে দুধ পান করালে তার সংসারে চতুর্দিক থেকে কল্যাণ ও বরকত আসতে লাগল। তাঁর কাছে গুটিকতক ছাগল ছিল। আল্লাহ তাতে বরকত দিলেন এবং ছাগলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেল।

আবূ নয়ীম দাউদ ইবনে আবী হিন্দ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করলে নবুওয়তের নূরে টিলাসমূহ উজ্জ্বল হয়ে যায়, তিনি হাত দিয়ে মাটিতে ভর দেন এবং চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। যখন তাকে বড় হাঁড়ি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় তখন হাঁড়ি দু'টুকরা হয়ে যায়।

ইবনে সা'দ হযরত ইকরিমা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করলে তাঁর জননী তাঁর উপর হাঁড়ি রেখে দেন, যা ভেঙ্গে যায়। তিনি বলেন ঃ আমি যখন তাঁকে দেখলাম, তখন তাঁর চক্ষুদ্বয় উন্মুক্ত ছিল এবং তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

ইবনে আবী হাতেম ইকরিমা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, পবিত্র জন্মের সময় ভূপৃষ্ঠ নূরে উজ্জ্বল হয়ে যায়। ইবলীস বললঃ আজ এমন এক শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে যে আমাদের কাজকারবার পণ্ড করে দিবে। ইবলীসের এক সহচর বললঃ তুমি যাও এবং তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট করে দাও। সেমতে ইবলীস এল কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে পৌঁছল, তখন হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাকে সজোরে লাথি মারলেন। ফলে সে আদনে যেয়ে পতিত হল।

যুবায়র ইবনে বাক্কার ও ইবনে আসাকির মারুফ ইবনে খরবূস থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবলীস সপ্ত আকাশ প্রদক্ষিণ করত। কিন্তু যখন হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তিনি আকাশেও প্রবেশাধিকার রহিত হয়ে গেল। এরপর

যখন নবী করীম (সাঃ) জন্মগ্রহণ করলেন, তখনও তাঁর জন্যে সাত আকাশের দরজাই বন্ধ করে দেয়া হল। নবী করীম (সাঃ) সোমবার দিন প্রত্যুষে জন্মগ্রহণ করেন।

বায়হাকী, আবূ নয়ীম, খারায়েতী ও ইবনে আসাকির আবূ ইয়ালা ইবনে এমরান বাজালী থেকে , তিনি মখযূম ইবনে সানী থেকে এবং তিনি নিজের পিতা থেকে (যার বয়ঃক্রম ছিল দেড়শ' বছর) রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মের রাত্রিতে পারস্য রাজের প্রাসাদে ভূকম্পন হয়। ফলে চৌদ্দটি গম্বুজ ভূমিসাৎ হয়ে যায়। পারস্যের মহা অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়ে যায়, যা এক হাজার বছর ধরে অনির্বাণ ছিল। সাদা হ্রদ শুকিয়ে যায়। ভোর বেলায় পারস্য রাজ আতঙ্কিত হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, এ বিষয়টি উযীরদের কাছে গোপন রাখা ঠিক হবে না। সে মতে তিনি মুকুট পরিধান করে সিংহাসনে বসলেন। সকলকে একত্রিত করে পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন। এমনি মুহূর্তে সংবাদ এল যে, অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়ে গেছে। সম্রাট খুবই দুঃখিত হলেন। প্রধান পুরোহিত বললঃ ঈশ্বর সম্রাটকে সালামত রাখুন। আমিও আজ রাতে স্বপ্ন দেখেছি যে, শক্ত উট আরবী ঘোড়াকে টেনে আনছে এবং দজলা পার হয়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন ঃ পুরোহিত, এবার কি হবে? সে বললঃ আরবের দিক থেকে কোন বিরাট ঘটনা সংঘটিত হবে। এরপর সম্রাট নো'মান ইবনে মুনযিরকে লিখলেন ঃ কোন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমি তাকে কিছু প্রশ্ন করব। নো'মান আবদুল মসীহ ইবনে আমর ইবনে হাসসান গাসসানীকে দরবারে পাঠিয়ে দিল। সম্রাট তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি জান, আমি তোমাকে কি জিজ্ঞেস করতে চাই? সে বললঃ বাদশাহ সালামত বলুন। সঠিক জওয়াব জানা থাকলে আমি বলে দিব। নতুবা যে জানে, তাঁর ঠিকানা বলে দিব। সম্রাট তাকে সবকিছু খুলে বললেন। আবদুল মসীহ বললঃ আমার মামা সাতীহ্ এ বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। তিনি সিরিয়ার প্রান্ত দেশে বাস করেন। সম্রাট বললেন ঃ তাকে নিয়ে এস। আমি তাকেই জিজ্ঞাসা করব। আবদুল মসীহ রওয়ানা হয়ে সাতীহের কাছে পৌছল। সে তখন মরনোন্মুখ। আবদুল মসীহ্ সালাম করলে সে মাথা তুলল এবং বললঃ আবদুল মসীহ একটি দ্রুতগামী উটে সওয়ার হয়ে সাতীহের কাছে এসেছে, যার মৃত্যু আসন্ন। তোমাকে সাসানীদের সম্রাট প্রেরণ করেছে। কেননা, রাজপ্রাসাদে ভুকম্পন হয়েছে। পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নির্বাপিত হয়ে গেছে। প্রধান পুরোহিত স্বপ্ন দেখেছে যে, শক্ত উট আরবী ঘোড়াসমূহকে টেনে নিচ্ছে এবং দজলা পার হয়ে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। হে আবদুল মসীহ্, যখন তেলাওয়াত বেশি হতে থাকে, লাঠি বাহক আত্মপ্রকাশ করে, সামাদাহ্ উপত্যকা পানিতে টগবগ করতে থাকে, সাদা হ্রদ শুকিয়ে যায় এবং পারস্যের অগ্নিকুণ্ড শীতল হয়ে যায়, তখন

সাতীহের জন্যে সিরিয়া নয়। ব্যস গম্বুজের সম সংখ্যক সম্রাট হবে এবং যা হবার হয়ে যাবে।

একথা বলে সাতীহ্ মারা গেল। আবদুল মসীহ ফিরে এসে সম্রাটকে সমস্ত ঘটনা বলল। শুনে সম্রাট বললেনঃ যতদিনে আমাদের চৌদ্দজন সম্রাট হবে, ততদিনে কতকিছু হবে কে জানে। কিন্তু চৌদ্দজনের মধ্যে দশজন সম্রাট তো চার বছরের মধ্যেই অতিক্রান্ত হয়ে গেল। অবশিষ্ট চারজন হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। ইবনে আসাকির বলেনঃ এ হাদীসটি গরীব শ্রেণীভুক্ত। এটা কেবল মখযূম তাঁর পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবূ আইউব বাজালী এতে একক। ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে সাতীহের আলোচনায় একথাই বলেছেন। আবদুল মসীহের আলোচনায় উপরোক্ত সনদে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করার পর তিনি বলেনঃ এটি মারুফ ইবনে খরবূয বিশর ইবনে তায়ম মক্কী থেকেও রেওয়ায়েত করেছেন। আমি বলি, এই সনদে আবদানও কিতাবুছ-ছাহাবায় রেওয়ায়েত করেছেন। ইবনে হজর "আল এছাহাবা" গ্রন্থে একে মুরসাল বলেছেন।

খারায়েতী ও ইবনে আসাকির ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল, ওবায়দুল্লাহ ইবনে জাহশ, ওছমান ইবনে হুওয়ায়রিছ প্রমুখ কোরায়শ নেতা এক রাতে এক প্রতিমার কাছে সমবেত হন। তাঁরা দেখলেন যে, প্রতিমাটি উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তাঁরা একে খারাপ মনে করে সোজা করে দিলেন। কিছুক্ষণ পর সেটি আবার সজোরে পড়ে গেল। তাঁরা আবার সোজা করে দিলেন। কিন্তু তৃতীয়বার আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ওছমান ইবনে হুওয়ায়রিছ বললেন ঃ অবশ্যই কিছু একটা ঘটেছে। এটা ছিল নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মের রাত্রি। এ স্থলে ওছমান এই কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

ঃ হে মূর্তি, তোঁর কাছে দূরদূরান্ত থেকে আগত আরব-সরদারগণ রয়েছেন। আর তুই উল্টে পড়ে আছিস। ব্যাপার কি বল। তুই কি খেলা করছিস?

আমাদের দ্বারা কোন গোনাহ হয়ে থাকলে আমরা স্বীকার করি এবং গোনাহ থেকে বেঁচে থাকি। আর যদি তুই লাঞ্ছিত ও পরাভূত হয়ে মাথা নত করে থাকিস, তবে তুই প্রতিমাদের সরদার ও প্রভু নস।" এরপর তাঁরা প্রতিমাটি পুণরায় খাড়া করে দিলেন। এরপর সেটির ভিতর থেকে আওয়াজ এলঃ এ প্রতিমা ধ্বংস হয়ে গেছে সে শিশুর কারণে, যার নূরে সমগ্র বিশ্ব আলোকময় হয়ে গেছে। তাঁর আগমনে সকল প্রতিমাই ভূমিসাৎ হয়ে গেছে। রাজ-রাজড়াদের অন্তর তাঁর ভয়ে কেঁপে উঠেছে। পারস্যের অগ্নিকুণ্ড নিভে গেছে। ফলে পারস্য সম্রাট খুবই মর্মাহত হয়েছেন। অতিন্দ্রীয়বাদীদের কাছ থেকে তাদের জিনেরা উধাও হয়ে গেছ। এখন

তাদেরকে কেউ সত্য-মিথ্যা খবর পৌঁছাবে না। হে বনূ-কুছাই, পথভ্রষ্টতা পরিত্যাগ কর এবং প্রকৃত সত্যের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নাও।

খারায়েতী হেশাম ইবনে ওরওয়া থেকে, তিনি নিজের পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদী আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল ও ওয়ারাকা ইবনে নওফেল বলেছেন – আমরা মক্কা থেকে আবরাহার প্রত্যাবর্তন করার পর আবিসনিয়া সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে গেলাম। তিনি বললেনঃ হে কোরায়শগণ সত্য বল, তোমাদের মধ্যে এমন কোন শিশু জন্মগ্রহণ করেছে কি, যার বাপ তাকে বলী দান করার ইচ্ছা করেছিল? এরপর লটারীর মাধ্যমে আরও অনেক উট যবেহ করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল? আমরা বললাম, হাঁ, এরূপ শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল। নাজ্জাশী জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমরা জান কি যে, সে পরে কি করেছে? আমরা বললামঃ সে আমেনা নাম্নী এক মহিলাকে বিবাহ করেছে এবং তাকে গর্ভবতী রেখে ইন্তেকাল করেছে।

সম্রাট আবার প্রশ্ন করলেনঃ তোমরা কি জান, গর্ভের এই শিশু জন্মগ্রহণ করেছে কি না?

জবাবে ওয়ারাকা বললেন ঃ আমি এক রাতে এক প্রতিমার কাছে ছিলাম। আমি সেটির ভিতর থেকে এই আওয়াজ শুনেছি ঃ নবী পয়দা হয়ে গেছেন। সম্রাটেরা লাঞ্ছিত হয়েছে। গোমরাহী দূর হয়ে গেছে এবং শিরক মিটে গেছে।

এরপর প্রতিমাটি উপুড় হয়ে পড়ে গেল। যায়দ বললেন ঃ হে বাদশাহ! আমার কাছেও এমনি ধরনের খবর আছে। আমি সেই পবিত্র রাতে স্বপ্নযোগে আবূ কুবায়স পাহাড়ে পৌঁছে এক ব্যক্তিকে আকাশ থেকে অবতরণ করতে দেখলাম তার দু'টি সবুজ পাখা ছিল। সে কিছু সময় আবূ কুবায়স পাহাড়ে অবস্থান করে মক্কায় এসে বললঃ শয়তান লাঞ্ছিত হয়েছে। মূর্তিপূজা খতম হয়ে গেছে। "আমীন" জন্মগ্রহণ করেছেন। এরপর সে একটি কাপড় খুলে পূর্ব ও পশ্চিমে ছড়িয়ে দিল। আমি দেখলাম, কাপড়টি সমগ্র আকাশের নীচে তাঁবুর মত হয়ে গেল। এরপর একটি নূর উদিত হল, যার চাকচিক্যে আমার চক্ষু ঝলসে গেল। এসব দেখে আমি ভীত হয়ে গেলাম। এ গায়েবী আওয়াজকারী আপন পাখা নাড়া দিল এবং কা'বার উপর পতিত হল। এরপর একটি নূর উদিত হলে মক্কার ভূখণ্ড উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে বললঃ ভূপৃষ্ঠ পবিত্র হয়ে গেছে এবং সে তার সজীবতা উদ্গীরণ করেছে। এরপর সে কা'বা গৃহে রক্ষিত প্রতিমাদের প্রতি ইশারা করলে সেগুলো ভূমিসাৎ হয়ে গেল। "

নাজ্জাশী বললেনঃ এখন আমার কথা শুন। আমি সে রাতেই আমার শয্যায় নিদ্রিত ছিলাম। স্বপ্নে দেখি হঠাৎ মাটি ভেদ করে একটি গ্রীবা ও মাথা বের হল। সে বললঃ হস্তীবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে। আবাবীল পাখী তাদেরকে কংকর নিক্ষেপ করে

নাস্তানাবূদ করে দিয়েছে। পাপী-অপরাধীদের আশ্রমও খতম হয়ে গেছে। নবী মক্কী, জন্মগ্রহণ করেছেন। এখন যে তাঁর কথা মানবে, সে সফলকাম হবে। আর যে অবাধ্য হবে... এতটুকু বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি চীৎকার করতে চাইলাম; কিন্তু আমার মুখ দিয়ে আওয়াজ বের হল না। আমি পালাতে চাইলাম; কিন্তু দাঁড়াতে পারলাম না। এরপর আমার গৃহের লোকজন আমার কাছে এসে গেল। আমি তাদেরকে বললামঃ হাবশী লোকদেরকে আমার সম্মুখ থেকে সরিয়ে দাও। তাঁরা তাই করল।

নবী করীম (সাঃ) খতনা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন

তিবরানী, আবূ নয়ীম, খতীব ও ইবনে আসাকির হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমার পরওয়ারদেগার আমাকে এক সম্মান এই দান করেছেন যে, আমি খতনা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছি। কেউ আমার গুপ্ত অঙ্গ দেখেনি।

ইবনে সা'দ ইউনুস ইবনে আতা থেকে, তিনি হাকাম ইবনে আবান থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) নালকাটা ও খতনা অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছেন। আবদুল মোত্তালেবের কাছে বিষয়টি অভিনব মনে হয়। ফলে তাঁর দৃষ্টিতে নবী করীম (সাঃ)-এর মর্যাদা বেড়ে যায়। তিনি বললেনঃ আমার এই বৎসের বিরাট শান হবে। শেষ পর্যন্ত তাই হয়েছে। এই রেওয়ায়েতটি বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকিরও বর্ণনা করেছেন।

ইবনে আদী ও ইবনে আসাকির আতা থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) নালকাটা ও খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

ইবনে আসাকির হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন।

হাকেম মুস্তাদরাক গ্রন্থে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খতনা সংক্রান্ত রেওয়ায়েতগুলো মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

ইবনে দুরায়দের 'আলওয়াশাহ্' গ্রন্থে আছে, ইবনুল কলবী কা'বে আহবারের বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন, আমরা আমাদের কিতাবে পাই যে, হযরত আদম (আঃ) ও অন্য বারজন নবী খতনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) হচ্ছেন সর্বশেষ নবী। মাঝখানে রয়েছেন হযরত শীস, ইদরীস, নূহ, লূত, ইউসুফ, মূসা, সোলায়মান, শোয়ায়ব, ইয়াহইয়া, হুদ এবং ছালেহ (আঃ)

তিবরানী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির আবূ বকরাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাঈল (আঃ) যখন নবী করীম (সাঃ)-এর কলব পাক করেন, তখন তাঁর খতনাও করেন।

দোলনায় চাঁদের সাথে কথাবার্তা

বায়হাকী, ছাবূনী, খতীব ও ইবনে আসাকির হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নবুয়তের এ আলামত দেখে ঈমান এনেছি যে, আপনি চাঁদের সাথে বাক্যালাপ করছিলেন এবং তার দিকে আঙ্গুলে ইশারা করছিলেন। আপনি যেদিকে ইশারা করতেন, চাঁদ সেদিকেই হেলে যেত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমি চাঁদের সাথে কথা বলছিলাম এবং চাঁদ আমার সাথে কথা বলছিল। সে আমাকে ক্রন্দনে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। চন্দ্র যখন আল্লাহ্‌র আরশের নীচে সেজদা করে, তখন আমি তার তস্‌বীহ্ শুনতে পাই।

বায়হাকী বলেনঃ এ হাদীসটি কেবল আহমদ ইবনে ইবরাহীম জেলী রেওয়ায়েত করেছেন, যিনি একজন মজহুল (অজ্ঞাত) রাবী। ছাবুনী বলেন ঃ এ হাদীসের সনদ দুর্বল হলেও হাদীসের বাণী মোজেযা অধ্যায়ে হাসান (গ্রহণযোগ্য)।

দোলনায় কথাবার্তা

হাকেম আবুল ফযল ইবনে হজর 'সায়রুল ওয়াকেদী' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) ভূমিষ্ঠ হয়েই কথা বলেন। ইবনে সবা' 'আল-খাছায়েছ' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, ফেরেশতারা তাঁর দোলনা নাড়াচ্ছিল এবং তিনি প্রথমে যে বাক্য বলেন, তা ছিল এই

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا ــ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا ـ

আল্লাহ্ মহান। তাঁর জন্যে অনেক অনেক প্রশংসা।

দুগ্ধপানকালে প্রকাশিত মোজেযা

ইবনে ইসহাক, ইবনে রাহওয়াইহি, আবূ ইয়ালা, তিবরানী, বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর ইবনে আবূ তালেব থেকে হযরত হালীমা বিনতে হারেছের উক্তি বর্ণনা করেন যে, হালীমা বলেন, আমি দুর্ভিক্ষের বছর সা'দ ইবনে বকরের কয়েকজন মহিলার সাথে মক্কা পৌঁছলাম। আমি আমার গাধায় সওয়ার হয়ে এলাম। আমার সাথে আমার স্বামী ও একটি শিশু ছিল। আর ছিল একটি বৃদ্ধা উষ্ট্রী, সেটি এক ফোটা দুধও দিত না। শিশুকে সঙ্গে নিয়ে সে রাতে আমার বিন্দুমাত্রও ঘুম হল না। কেন না, আমার বুকে দুধ ছিল না, উষ্ট্রীও দুধ দিচ্ছিল না। মক্কা পৌঁছার পর আমার সঙ্গীয় সকল মহিলাকেই মক্কার সেই মহান শিশুটিকে

গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়া হল। কিন্তু তিনি এতীম শিশু- একথা শুনে কেউ তাঁকে গ্রহণ করতে সম্মত হল না। আমি ছাড়া সকল মহিলাই দুধপান করানোর জন্যে কোন না কোন শিশু পেয়ে গেল। আমার জন্যে রাসূলে করীম (সাঃ) ছাড়া গ্রহণ করার মতো কোন শিশু ছিল না। এমতাবস্থায় আমি আমার স্বামীকে বললাম, কোন শিশু ছাড়াই খালি হাতে ফিরে যাওয়া আমি পছন্দ করি না। আমি এ এতীম শিশুকেই নিয়ে নেই। স্বামীর সম্মতি পেয়ে আমি তাঁকেই নিয়ে নিলাম। তাঁকে কোলে নিয়ে তাঁবু পর্যন্ত পৌছার পূর্বেই আমার বুক দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর দুধভাই খুব তৃপ্ত হয়ে দুধপান করলেন। এরপর আমার স্বামী আমাদের বুড়ো উষ্ট্রীর ওলান দুধে পরিপূর্ণ দেখতে পেলেন। উষ্ট্রীর দুধ দোহন করে তিনি নিজেও পান করলেন, আমিও পান করলাম। আমরা সকলেই তৃপ্ত হয়ে সুনিদ্রার মধ্যে রাত্রি অতিবাহিত করলাম। আমার স্বামী আনন্দে গদ্ গদ্ হয়ে বললেন, হালীমা, তুমি খুবই বরকতময় একটি শিশু গ্রহণ করেছ। দেখ, আজিকার রাত্রি কেমন চমৎকারভাবে অতিবাহিত হয়েছে!

মোটকথা, আমরা দেশে ফিরে এলাম। ফেরার পথে আমার গাধী এত দ্রুত হাঁটছিল যে, কাফেলার কোন গাধা তার মোকাবিলা করতে পারছিল না। আমার সঙ্গিনীরা বলল, হালীমা, এটা কি সেই গাধী, যাতে সওয়ার হয়ে তুমি আমাদের সাথে এসেছিলে? আমি বললাম, হাঁ, সেই গাধীই। তারা বলল, এখন তো এর চমৎকার রং ঢং দেখা যাচ্ছে। এভাবে আমরা বনু সা'দের জনপদে ফিরে এলাম। এর চেয়ে অধিক শুষ্ক কোন-জনপদ ছিল না। কিন্তু আমার ছাগলগুলো সেখান থেকে সন্ধ্যায় পেট ভরে ও দুধে পরিপূর্ণ হয়ে ফিরে আসত। মোটকথা, আমরা এবং আমাদের গবাদিপশু মহাসুখে কালাতিপাত করছিলাম। অন্যদের ছাগল এক ফোঁটা দুধ দিত না এবং সন্ধ্যায় ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসত। সকলেই আপন আপন রাখালকে বলত, তোমরা সেই জায়গায় ছাগল চরাও, যেখানে হালীমার ছাগল চরে। ওরা আমার ছাগলের সাথে চরিয়েও যখন সন্ধ্যায় ছাগলপাল ফিরিয়ে আনত তখন সকল ছাগল ক্ষুধার্ত থাকত। তাদের দুধ থাকত না। অথচ আমার ছাগল তৃপ্ত ও দুধে পরিপূর্ণ থাকত। আল্লাহ্ তায়ালা এমনিভাবে আমাদেরকে বরকত দেখাতে থাকেন। অবশেষে নবী করীম (সাঃ) দু'বছরের হয়ে গেলেন। তিনি এত দ্রুতগতিতে বেড়ে উঠছিলেন, যা সাধারণতঃ শিশুরা বেড়ে উঠে না। দু'বছর বয়সেই তিনি যথেষ্ট বড় হয়ে গেলেন এবং খাওয়া দাওয়া শুরু করলেন। অতঃপর আমরা তাঁকে তাঁর জননীর কাছে নিয়ে এলাম। তাঁর অনেক বরকত দেখে আমরা তাঁকে নিজেদের কাছে রাখতে আগ্রহী ছিলাম। তাই আমরা তাঁর জননীকে বললাম, আপনি এ শিশুকে আরও এক বছরের জন্যে আমাদের কাছে দিয়ে দেন। আমরা তাঁর মক্কার অসুখ-বিসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা করি। এরপর আমরা খুব পীড়াপীড়ি করলাম। অবশেষে তিনি হাঁ বলে দিলেন।

নবী করীম (সাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে দু'তিন মাস অতিবাহিত হলে একদিন তিনি আমাদের বাড়ির পিছনে গবাদিপশু বাঁধার জায়গায় তাঁর দুধভাইয়ের সাথে খেলাধুলা করতে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর দুধ ভাই ফিরে এসে বলল, আমার কোরায়শী ভাইয়ের কাছে সাদা পোষাকধারী দু'ব্যক্তি এসে তাকে শুইয়ে দিল এবং পেট চিরে ফেলল। একথা শুনে আমি এবং তাঁর দুধ পিতা দৌড়ে সেখানে গেলাম। আমরা দেখলাম তিনি দাঁড়িয়ে আছেন; কিন্তু মুখমন্ডল বিবর্ণ। তাঁর দুধ পিতা তাঁকে গলায় জড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, প্রিয় বৎস! তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, আমার কাছে দু'জন সাদা পোষাকধারী আগমন করে। তাঁরা আমাকে শুইয়ে দেয় এবং আমার পেট বিদীর্ণ করে সেখান থেকে কিছু বের করে ফেলে দেয়। এরপর পেট যেমন ছিল, তেমনি করে দেয়। তাঁর দুধ পিতা বললেন, আমার আশংকা হয় যে, আমার এই বাছার উপর কোন কিছুর আছর তো হয়ে যায়নি! কাজেই কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটার আগেই আমাদের উচিত তাঁকে তাঁর পরিবারের কাছে পৌঁছে দেয়া।

সেমতে আমরা তাঁকে নিয়ে তাঁর মাতার কাছে গেলাম। তিনি বললেন, ব্যাপার কি, তোমরা না তার জন্যে অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষী ছিলে? আমরা বললাম, আমরা তাঁর প্রাণ নাশের অথবা কোন বড় দুর্ঘটনার আশংকা করি। তিনি বললেন, না, এটা হতে পারে না। সত্য কথা বল কি হয়েছে? তাঁর পীড়াপীড়িতে আমরা সমস্ত ঘটনা শুনিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, তোমরা কি তাঁর উপর শয়তানের ভয় করছ? আল্লাহর কসম, শয়তান তাঁর বিরুদ্ধে কোন পথ পেতে পারে না। আমার এই বাছাধনের শানই ভিন্ন। আমি তোমাদেরকে তাঁর একটি ঘটনা শুনাব কি? আমরা বললাম, অবশ্যই শুনান। তিনি বললেন, তাকে পেটে নিয়ে আমি সব সময় নিজকে অত্যন্ত হালকা পেয়েছি। গর্ভাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখেছি, একটি নূরের উদয় হয়েছে। ফলে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ উজ্জ্বল হয়ে গেছে। এরপর তিনি ভূমিষ্ঠ হলেন, তবে এভাবে নয়, যেভাবে শিশুরা ভূমিষ্ঠ হয়। তাঁর হাত মাটিতে ঠেকানো ছিল এবং তিনি আকাশের দিকে মাথা উত্তোলন করে রেখেছিলেন। যাক, তোমরা তাঁকে ছেড়ে যাও।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির মোহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া গোলাবী থেকে, তিনি ইয়াকূব ইবনে জা'ফর ইবনে সোলায়মান থেকে, তিনি আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত হালীমা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দুধ ছাড়ানো হলে তিনি বললেনঃ

اَللّٰهُ اَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا-

আল্লাহ্ অনেক মহান। আল্লাহ্র অনেক অনেক প্রশংসা। আমি সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করি।

যখন তিনি কিছুটা বড় হলেন, তখন অন্য শিশুদেরকে খেলা করতে দেখে নিজে তা থেকে বেঁচে থাকতেন। একদিন আমাকে বললেন, আম্মাজান, আমার ভাইকে দিনের বেলায় দেখি না কেন? আমি বললাম, আমার জীবন তোমার জন্যে উৎসর্গ, আপনার ভাই ছাগল চরাতে চলে যায়। সে সকালে গিয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসে। তিনি বললেন কাল থেকে আমাকেও তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিবেন। পরদিন থেকে তিনি খুশী খুশী যেতেন এবং খুশী খুশী ফিরে আসতেন। এমনি এক দিনে সকলে বাইরে চলে গেলে দুপুরের সময় আমার এক পুত্র সামুরাহ্ ভীত-আতংকিত অবস্থায় দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ী এল। তার কপাল ঘর্মাক্ত ছিল। সে কেঁদে কেঁদে বলল, আব্বা, আব্বা, জলদি আমার ভাই মোহাম্মদের কাছে যাও। তাঁর কাছে পৌঁছে তাঁকে মৃত পাবে।

আমরা জিজ্ঞেসা করলাম, কি হয়েছে?

সে বলল, আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে মোহাম্মদকে আমাদের মধ্য থেকে ছো মেরে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল। সেখানে তাঁর বক্ষ বিদারণ করল। এরপর কি হল, তা আমার জানা নেই।

একথা শুনে আমি এবং আমার স্বামী দৌড়ে গেলাম। আমরা দেখলাম তিনি পাহাড়ের চূড়ায় বসে আকাশের দিকে দেখছেন এবং মুচকি হাসছেন। আমি তাঁর উপর ঝুঁকে পড়লাম এবং কপাল চুম্বন করে বললাম, আমার জীবন তোমার জন্যে উৎসর্গ। তোমার কি হয়েছে?

তিনি বললেন, আম্মাজান, সব ঠিক আছে। আমি দাঁড়িয়েছিলাম, এমন সময় তিন ব্যক্তি আমার কাছে এল। তাদের একজনের হাতে রুপার একটি পাত্র ছিল। দ্বিতীয় জনের হাতে সবুজ পান্নার প্লেট ছিল, যা বরফে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁরা আমাকে ধরে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল। সেখানে আমাকে আস্তে শুইয়ে দিল। এরপর তাদের একজন নাভি থেকে আমার পেট বিদীর্ণ করল। আমি দেখতে থাকলাম; কিন্তু কিছু অনুভব করতে পারলাম না এবং কোন কষ্টও হয়নি। এরপর সে আপন হাত আমার পেটে ঢুকিয়ে নাড়ীভূড়ি বের করে নিল। এরপর সেগুলো বরফ দিয়ে উত্তমরূপে ধৌত করে পুনঃস্থাপন করল। অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তিকে বলল, সরে এস। আল্লাহ্ তোমাকে যে আদেশ করেছেন, তা পূর্ণ কর। সেমতে সে আমার কাছে এল এবং আমার পেটে হাত ঢুকিয়ে হৃদপিন্ড বের করে নিল। সেটি বিদীর্ণ করে তার মধ্য থেকে একটি কাল রক্তভর্তি বিন্দু বের করে দূরে নিক্ষেপ করল। সে বলল, হে আল্লাহ্র হাবীব, এটা শয়তানের অংশ ছিল। এরপর নিজের কাছ থেকে একটি বস্তু দিয়ে সেটি ভরে দিল। অতঃপর তার উপর একটি

নূরোজ্জ্বল মোহার এঁটে দিল, যার শীতলতা আমি এখনও শিরায় শিরায় অনুভব করছি। এরপর তৃতীয় ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল এবং বলল, তোমরা উভয়ে সরে যাও। তোমরা আল্লাহর আদেশ পূর্ণ করেছ। এরপর সে আমার কাছে এল এবং আমার বুকের ফাটলে নাভি পর্যন্ত হাত বুলিয়ে বলল, তাঁকে তাঁর উম্মতের দশ ব্যক্তির মোকাবিলায় ওজন কর। তাঁরা আমাকে ওজন করলে আমি ভারী হলাম। সে বলল, ছাড়, যদি তোমরা তাঁকে সমগ্র উম্মতের মোকাবিলায় ওজন কর, তবুও তিনি ভারী হবেন। অতঃপর সে আমার হাত ধরে আস্তে দাঁড় করাল। সকলেই আমার উপর ঝুঁকে পড়ল এবং আমার মাথা ও কপাল চুম্বন করল। অতঃপর বলল, হে হাবীবে খোদা! আপনি ভয় করবেন না। যদি আপনি জানতে পারেন যে, আপনার আল্লাহ আপনার কতটুকু মঙ্গল চান, তবে আপনার চক্ষুদ্বয় শীতল হয়ে যাবে। এরপর তাঁরা আমাকে তেমনি উপবিষ্ট রেখে আকাশের দিকে উড়ে গেল।

হযরত হালীমা বলেন, আমি শিশু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিয়ে বনূ সা'দের বস্তীতে এলাম। লোকেরা বলতে লাগল, তাঁকে নিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে যাও। সে দেখেশুনে তাঁর চিকিৎসা করবে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমার কিছু হয়নি। আমার শরীর-মন সুস্থ ও সঠিক রয়েছে। কিন্তু লোকেরা আমাকে বলতেই থাকল যে, তাঁর উপর কোন কিছুর আছর হয়ে গেছে। অবশেষে তাঁরা আমার মতের উপর প্রবল হয়ে গেল এবং আমি তাঁকে জনৈক অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে নিয়ে গেলাম। আমি তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললে সে বলল, তুমি থাম। আমি খোদ বালকের কাছ থেকে শুনে নিচ্ছি। কেন না, সে নিজের ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত।

অতঃপর সে শিশু মহানবীকে (সাঃ) লক্ষ্য করে বলল ঃ হে বালক, বলতো তোমার ঘটনা কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা শুনালেন, যা শুনে অতীন্দ্রিয়বাদী একদম লাফিয়ে উঠল এবং ডাকতে আরম্ভ করল, হে আরববাসীগণ! এক মহা অনিষ্ট সন্নিকটে। এ বালক এবং আমাকে এক সাথে হত্যা কর। যদি তোমরা তাকে ছেড়ে দাও এবং সে বড় হয়, তবে বড়দের জ্ঞানবুদ্ধিকে ভ্রষ্ট করে দিবে। তোমাদের ধর্মকে মিথ্যা বলবে। তোমাদেরকে এক অচেনা প্রতিপালকের দিকে আহবান করবে এবং এমন এক ধর্মের দিকে দাওয়াত দিবে, যার সাথে তোমরা পরিচিত নও।"

হালীমা বলেন, এসব কথা শুনে আমি তাঁর হাত থেকে নবী করীম (সাঃ)-কে টেনে নিলাম এবং তাকে বললাম তুই-ই উন্মাদ ও বদ্ধ পাগল। যদি আগে জানতাম তুই এমন কথা বলবি, তবে তোর কাছে আমি আমার এই বরকতময় শিশুকে নিয়ে আসতাম না। নিজেকে হত্যা করার জন্যে তুই নিজেই কাউকে ডেকে নে। আমি মোহাম্মদকে হত্যা করব না। এরপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিয়ে গৃহে এলাম। পথিমধ্যে বনূ সা'দের যে গৃহের কাছ দিয়েই তিনি গমন করতেন, তাঁর তরফ

থেকে মেশকের সুগন্ধি আসত। প্রত্যহ তাঁর কাছে দুজন সাদা ব্যক্তি আসত এবং তাঁর কাপড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিত, এরপর আর আত্মপ্রকাশ করত না। লোকেরা বলত, হালীমা, তাঁকে তাঁর দাদার হাতে ফিরিয়ে দাও। সেমতে আমি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে দৃঢ় সংকল্প হলাম। এরপর আমি এ আওয়াজ শুনলাম- হে মক্কার কংকরময় ভূমি! তোমাকে মোবারকবাদ। আজিকার দিনে তুমি তোমার নূর, তোমার ধর্ম, তোমার দ্যুতি ও তোমার পূর্ণতা ফিরে পাচ্ছ। তুমি শান্তিময় হয়ে যাও। তুমি কখনও লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে না।'

হযরত হালীমা বলেন, আমি আবদুল মোত্তালিবকে সবকিছু খুলে বললে তিনি বললেন, হালীমা, আমার এ বাছার বিরাট শান হবে। আমি তাঁর সময়কাল পাওয়ার বাসনা রাখি।

বায়হাকী যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আপন পিতামহ আবদুল মোত্তালিবের লালন-পালনে ছিলেন। তিনি তাঁর জন্যে বনূ সা'দের এক মহিলাকে দুধ পান করানোর জন্যে মোতায়েন করেন। সে মহিলা তাঁকে নিয়ে ওকাযের বাজারে পৌছলে জনৈক অতীন্দ্রিয়বাদী তাঁকে দেখে বলতে লাগল, হে ওকাযবাসীগণ! এ বালককে হত্যা কর। কেন না, সে বাদশাহ হবে। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দুধ মা তাঁকে ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন। এভাবে আল্লাহ তাঁকে রক্ষ করলেন। এরপর রসূলে করীম (সাঃ) ধাত্রীমাতার কাছেই লালিত পালিত ও বড় হন। যখন হাঁটতে শুরু করেন, তখন তাঁর দুধ ভগিনী তাঁকে কোলে নিয়ে বাইরে যেতো। একদিন সেই ভগিনী এসে বলতে লাগল, আম্মাজান, আমি দেখলাম কিছু লোক এসে আমাদের কোরায়শী ভাইকে ধরে তাঁর পেট বিদীর্ণ করে দিল। একথা শুনে দুধ মা দৌড়ে সেখানে গেলেন এবং তাঁকে উপস্থিত দেখতে পেলেন। কিন্তু তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ ছিল। দুধ মা তাঁকে নিয়ে তাঁর জননী আমেনার কাছে যেয়ে বললেন, আপনার শিশুকে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন। আমি তাঁর প্রাণ নাশের আশংকা করি।

আমেনা বললেন, আল্লাহর কসম, আমার পুত্র সম্পর্কে তোমার আশংকা অমূলক। আমি তো তাঁকে জন্মের সময় দেখেছি যে, তাঁর উভয় হাত মাটিতে ঠেকানো ছিল এবং মস্তক আকাশের দিকে উত্থিত ছিল।

এরপর রসূলুল্লাহর (সাঃ) জননী ও পিতামহ তাঁর দুধ ছাড়িয়ে দেন। এরপর তাঁর জননীর ইন্তেকাল হয়ে গেল। তিনি এতীম হয়ে দাদার লালন-পালনে এসে গেলেন। শিশু অবস্থায় তিনি দাদার তাকিয়া এনে তার উপর বসে যেতেন। দাদা বেশ বার্ধক্য বস্থায় উপনীত ছিলেন। একটি বালিকা তাঁকে ধরে তাকিয়ার কাছে নিয়ে আসত। বালিকা নবী করীম (সাঃ)-কে বলত, হে বালক, তোমার দাদার বালিশ থেকে সরে যাও। এতে আবদুল মোত্তালিব বলতেন, আমার বাছাকে তাকিয়া

উপরই থাকতে দাও। সে আপাদমস্তক কল্যাণ। এরপর তাঁর দাদাও ওফাত পেয়ে গেলেন এবং তিনি চাচা আবু তালেবের লালন-পালনে এসে গেলেন। যখন তিনি বেশ বড় হয়ে গেলেন, তখন আবূ তালেব তাঁকে শামদেশে বাণিজ্য সফরে নিয়ে গেলেন। তায়মা পৌঁছার পর এক ইহুদী আলেম তাঁকে দেখে আবূ তালেবকে বলল, এ বালক আপনার কি হয়? আবূ তালেব বললেন, আমার ভাতিজা। আলেম বললেন, আপনি কি ওকে ভালবাসেন? আবূ তালেব "হাঁ" বললে সে বলল, আল্লাহর কসম, আপনি তাঁকে শামদেশে নিয়ে গেলে ইহুদীরা তাকে হত্যা করবে। কেন না ওরা তাঁর দুশমন। একথা শুনে আবূ তালেব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মক্কায় ফিরিয়ে আনলেন।

আবূ ইয়ালা, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির শাদ্দাদ ইবনে আউস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী-আমেরের এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নবুয়তের স্বরূপ কি? তিনি বললেন, আমার নবুয়তের সূচনা এই যে, আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া, ভাই ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং মা আমেনার প্রথম সন্তান। যখন আমি মাতার গর্ভে স্থিত হই, তখন তিনি তেমনি বোঝা অনুভব করেন, যেমন মহিলারা অনুভব করে। এরপর আমার মাতা স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পেটে নূর আছে। আমার মাতা বলেন, আমি এ নূরের পিছনে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতাম, আর নূর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে যেত। অবশেষে এ নূরে পূর্ব ও পশ্চিম আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেল। এরপর আমি যখন জন্মগ্রহণ করলাম ও বড় হলাম, তখন কোরায়শদের প্রতিমা ও কাব্যের প্রতি আমার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হল। যখন আমি বনী-লায়ছ ইবনে বকরে দুধ পান করতাম, তখন একদিন আমি সঙ্গীদের সাথে গৃহের লোকজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক উপত্যকায় পৌঁছে গেলাম। আমার কাছে তিন ব্যক্তি এল। তাদের মধ্যে একজনের কাছে বরফভর্তি স্বর্ণের প্লেট ছিল। সে আমাকে সঙ্গীদের মধ্য থেকে ধরে নিল। সঙ্গীরা সকলেই গোত্রের দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। আগন্তুকদের একজন আমাকে ধরে আস্তে মাটিতে শুইয়ে দিল। অতঃপর নাভি থেকে বুক পর্যন্ত চিরে দিল। আমি সব কিছু দেখছিলাম; কিন্তু কোন অনুভূতি ছিল না। এরপর সে আমার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করল এবং সেগুলো বরফ দিয়ে উত্তমরূপে ধৌত করল। অতঃপর সেগুলো পুনরায় যথাস্থানে স্থাপন করল। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এগিয়ে এল এবং সঙ্গীকে বলল, সরে যাও। সে তার হাত আমার পেটে ঢুকিয়ে আমার হৃদপিন্ড বের করল। এটি চিরে তার মধ্য থেকে একটি কাল মাংসপিন্ড বের করে ফেলে দিল। অতঃপর হাতের সাহায্যে ডানে বামে কিছু তালাশ করল। আমি দেখলাম তাঁর হাতে নূরের একটি চাকচিক্যময় আংটি রয়েছে। সে সেটি দিয়ে আমার হৃদপিন্ডে মোহর এঁটে দিল। এটা ছিল নবুয়তের নূর ও প্রজ্ঞা। এরপর আমার হৃদপিন্ডটি যথাস্থানে স্থাপন করল। আমি দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ মোহরের শীতলতা অন্তরে অনুভব করেছি।

এরপর তৃতীয় ব্যক্তি তাঁর সঙ্গীকে বলল, সরে যাও। সে আমার বুকের উপর নাভি পর্যন্ত হাত বুলাল। ফলে আল্লাহর হুকুমে কাটা অংশটি সংযুক্ত হয়ে গেল। অতঃপর সে আমার হাত ধরে আস্তে দাঁড় করাল এবং প্রথম ব্যক্তিকে বলল, তাঁকে তাঁর উম্মতের দশ ব্যক্তির মোকাবিলায় ওজন কর। সে ওজন করলে আমি ভারী হলাম। অতঃপর সে বলল, তাঁকে তাঁর উম্মতের একশ জনের মোকাবিলায় ওজন কর। সে তাই করল। এখানেও আমি ভারী হয়ে গেলাম। অগত্যা সে বলল, ছাড়। যদি তোমরা তাঁকে তাঁর সমগ্র উম্মতের মোকাবিলায় ওজন কর, তাহলেও সে ভারী হবে। এরপর তাঁরা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল এবং আমার মাথা ও কপাল চুম্বন করে বলল, হে আল্লাহর হাবীব, আপনি ভয় করবেন না। কেন না, আপনার জন্যে যে কল্যাণের ইচ্ছা করা হয়েছে, তা জানতে পারলে আপনার চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। এরপর গোত্রের লোকজন আগমন করলে আমি তাদেরকে সমুদয় বৃত্তান্ত বললাম। কিছু লোকে বলল, এ বালকের উপর আছর হয়েছে। তাকে আমাদের অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে নিয়ে চল। সে দেখে শুনে চিকিৎসা করবে। আমি বললাম, তোমাদের ধারণা সঠিক নয়! আমার কিছুই হয়নি। আমার প্রাণ সুস্থ এবং অন্তর সব ঠিক আছে। আমার দুধ পিতা বললেন, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে, সে ঠিক ঠিক কথাবার্তা বলছে। আমার মনে হয় আমার বাছাধনের কিছুই হয়নি। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সকলেই আমাকে অতীন্দ্রিয়বাদীর কাছে নিয়ে গেল এবং আমার ঘটনা শুনাল। সে বলল, তোমরা চুপ থাক। আমি বালকের মুখ থেকেই শুনতে চাই। সে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। আমি তাকে সমস্ত ঘটনা বললাম। আমার কথা শুনে সে আমাকে নিজের বুকে চেপে ধরল এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে শুরু করল, হে আরববাসীগণ! হে আরববাসীগণ! এ বালককে হত্যা কর এবং আমাকেও হত্যা কর। লাত ও ওযযার কসম, তোমরা তাকে ছেড়ে দিলে সে বড় হয়ে তোমাদের ধর্ম বদলে দিবে। তোমাদের ও তোমাদের বাপদাদার জ্ঞানবুদ্ধি ভ্রষ্ট করে দিবে। তোমাদের প্রতিটি কথার বিরোধিতা করবে এবং এমন এক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করবে, যার কথা তোমরা আজ পর্যন্ত শুননি।

আমি আমার দুধ মার দিকে ঝুঁকে পড়লাম। তিনি আমাকে তাঁর কোল থেকে বের করে আনলেন এবং তাকে বললেন, তুই একটা বদ্ধ পাগল ও নির্বোধ। তুই এরূপ বলবে, তা আগে জানলে কখনও তোর কাছে এ শিশুকে নিয়ে আসতাম না। নিজের হত্যাকারীকে নিজেই ডেকে নে। আমি এই শিশুকে নিহত হতে দিব না। এরপর লোকেরা আমাকে গৃহের লোকজনের কাছে নিয়ে এল।

আবূ নয়ীম বলেন, এ হাদীসে আছে যে, আমেনা গর্ভাবস্থায় বোঝা অনুভব করেছেন। অন্যান্য হাদীসে আছে যে, তিনি বোঝা অনুভব করেননি। উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, গর্ভের প্রাথমিক পর্যায়ে বোঝা

অনুভব করেছেন এবং পরে সমগ্র সময়ে বোঝা অনুভূত হয়নি। এভাবে উভয় অবস্থায় সাধারণ অভ্যাসের বিপরীত হবে।

আবূ নয়ীম হযরত বুরায়দাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) বনূ সাদ ইবনে বকরে দুধপান করেছেন। তাঁর জননী তাঁর দুধ মাকে বললেন, আমার বাছাধনের প্রতি খেয়াল রাখবে। তাঁর জন্মের সময় আমি দেখেছি যে, আমার শরীর থেকে একটি স্ফুলিঙ্গ উদিভ হয়েছে, যার ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ উজ্জ্বল হয়ে গেছে। এ আলোকে আমি সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ দেখতে পেয়েছি। একদিন তাঁর দুধ মা এক অতিন্দ্রীয়বাদীর কাছ দিয়ে গমন করছিলেন। মানুষ তাকে নানাবিধ প্রশ্ন করছিল। হালীমাও কৌতূহল বশতঃ শিশু মুহম্মদকে (সাঃ) নিয়ে সেখানে গেলেন। অতিন্দ্রীয়বাদী তাঁকে দেখে জড়িয়ে ধরল এবং বলল, লোক সকল! একে হত্যা কর, একে হত্যা কর। দুধ মা বলেন, একথা শুনে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ধরে ফেললাম। ইতিমধ্যে আমাদের গোত্রের লোকজনও এসে গেল। তারা তাঁকে অতীন্দ্রিয়বাদীর কবল থেকে উদ্ধার করল।

ইবনে সা'দ, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির ইয়াহইয়া ইবনে এয়াযিদ সা'দী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী-সা'দ ইবনে বকরের দশ জন মহিলা দুগ্ধপোষ্য শিশু গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসে। হালীমা ছাড়া সকলেই শিশু পেয়ে যায়। হালীমার জন্যে রসূলুল্লাহ(সাঃ)-কে পেশ করা হলে তিনি বললেন, এতীম শিশু, তেমন অর্থ-সম্পদও নেই। তাঁর জননী কি-ই বা দিতে পারবেন। কিন্তু হালীমার স্বামী বলল, নিয়ে নাও। সম্ভবতঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁর মধ্যে আমাদের জন্যে কল্যাণ রেখেছেন। সেমতে তাঁরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গ্রহণ করলেন। তাঁকে বুকে শোয়ানোর সাথে সাথে হালীমার স্তন দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এ দুধ তিনি এবং তাঁর দুধভাই মিলে পান করলেন। অথচ ইতিপূর্বে তাঁর দুধভাই ক্ষুধার জ্বালায় ঘুমাতে পারত না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মাতা হালীমাকে বললেন, হে দুগ্ধদাত্রী, এ শিশু সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ো। তাঁর অবশ্যই আলাদা শান হবে। এরপর তাঁর সম্পর্কে তিনি যা যা দেখেছিলেন ও শুনেছিলেন, সব হালীমাকে শুনালেন। তিনি আরও বললেন, আমাকে এ পর্যন্ত বলা হয়েছে যে, এ শিশুটিকে বনী সা'দ ইবনে বকর এবং এরপর আবূ সয়ায়বের লোকজনের মধ্যে দুধপান করাবে। হযরত হালীমা বলেন, আমার স্বামীই আবূ সুয়ায়ব।

অতঃপর হালীমা আপন গাধীর পিঠে এবং তাঁর স্বামী বৃদ্ধা উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার হয়ে গেলেন। তাঁরা সরর উপত্যকায় সঙ্গিনীদের অগ্রে চলে গেলেন। তাদের সওয়ারী মাথা উঁচু করে দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করছিল। সঙ্গিনীরা বলল, হে হালীমা, তুমি কি করলে? হালীমা বললেন, আমি এক কল্যাণকর ও বরকতময় শিশু গ্রহণ করেছি। এরপর অতিশীঘ্রই মহিলারা আমার প্রতি হিংসা করতে লাগল।

আবূ নয়ীম ওয়াহেদী থেকে, তাঁর থেকে আবদুছ ছামাদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে সাদী, তাঁর থেকে তাঁর পিতা, পিতা থেকে দাদা বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, হযরত হালীমার রাখালরা বর্ণনা করেছে যে, হালীমার ছাগলগুলো মাঠে ঘাস খাওয়ার সময় মাথা পর্যন্ত তুলত না। সবুজতা তাদের মুখে এবং বিষ্ঠায়ও দৃষ্টিগোচর হত। অথচ অন্য সব ছাগল বসে থাকত। তারা তৃনখন্ড পর্যন্ত খেতে পেত না এবং সন্ধ্যায় সকালের চেয়ে বেশী ক্ষুধার্ত থাকত।

নবী করীম (সাঃ) হযরত হালীমার কাছে প্রথম দফায় দু'বছর অবস্থান করেন। এরপর তাঁর দুধ ছাড়িয়ে দেয়া হয়। যখন তিনি চার বছরের হলেন, তখন হালীমা তাঁকে মাতার কাছে নিয়ে এলেন। তাঁর বরকত ও কল্যাণ দেখে তাঁকে পুনরায় নিয়ে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন। ফেরার পথে সা'দ উপত্যকায় পৌঁছলে আবিসিনিয়ার কিছু লোক তাদের সাথে মিলিত হয়। তাঁরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে গভীর দৃষ্টিতে দেখল। তাঁর কাঁধে নবুয়তের মোহর এবং চোখের লালিমা দেখে তারা হযরত হালীমাকে জিজ্ঞাসা করল, শিশুটির চোখে কোন রোগ আছে কি? হালীমা বললেন, চোখের এ লালিমা কোন রোগের কারণে নয়; বরং এটা স্থায়ীভাবেই আছে। তারা বলল, আল্লাহর কসম, ইনি নবী হবেন।

যুলমাজাসে নামক স্থানে এক ব্যক্তি বাস করত, সে মুখের ভাব দেখে স্বভাব বলে দিত। মানুষ তার কাছে শিশুদেরকে দেখানোর জন্যে নিয়ে যেত। হযরত হালীমাও একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিয়ে গেলে সে তাঁর চোখের লালিমা ও নবুয়তের মোহর দেখে চিৎকার করে বলল, হে আরববাসীগণ, এ শিশুকে হত্যা কর। সে তোমাদের ধর্মকে হত্যা করবে। তোমাদের প্রতিমা ভেঙ্গে দিবে। তোমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে। হালীমা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সেখান থেকে নিয়ে এলেন এবং আর কখনও কাউকে দেখাননি।

ইবনে সা'দ ও হাসান ইবনে তাররাহ্ যায়দ ইবনে আসলাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত হালীমা যখন নবী করীম (সাঃ)-কে গ্রহণ করেন, তখন মাতা আমেনা তাকে বলেন, তুমি একজন বড় মর্যাদাবান শিশু গ্রহণ করেছ। সে যখন আমার গর্ভে ছিল, তখন আমার এমন কোন কষ্ট হয়নি, যা এ সময় মহিলাদের হয়ে থাকে। এরপর ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় এলে আমাকে বলা হয় যে, তুমি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করবে। তাঁর নাম রাখবে আহমদ। সে সারা জাহানের সরদার হবে। এরপর যখন তিনি জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাঁর হাত মাটিতে ঠেকানো ছিল এবং মাথা আকাশের দিকে উত্থিত ছিল। অতঃপর হালীমা স্বামীর কাছে যেয়ে সকল কথা শুনালেন। তিনি এসব কথা শুনে আনন্দিত হলেন। এরপর হালীমা নিজের গাধীর পিঠে সওয়ার হয়ে এবং তাঁর স্বামী দুধে পরিপূর্ণ উষ্ট্রীতে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন। স্বামী সকাল-বিকাল উষ্ট্রীর দুধ দোহন করতেন। হালীমা বলেন, ইতিপূর্বে

আমি আমার শিশুকে দুধ পান করাতে পারতাম না। সে ক্ষুধার কারণে আমাদেরকে নিদ্রা যেতে দিত না। কিন্তু এখন এ শিশু ও তার দুধ ভাই উভয়েই তৃপ্ত হয়ে দুধপান করত এবং ঘুমিয়ে পড়ত। যদি তৃতীয় আর একটি শিশুও থাকত, তবে সে-ও তৃপ্ত হয়ে দুধপান করতে পারত।

হযরত হালীমা নবী করীম (সাঃ)-কে নিয়ে হুযায়ল গোত্রের স্বভাব বর্ণনাকারীর কাছে পৌছলেন। সে তাঁকে দেখেই চীৎকার করে বলতে লাগল, হে আরব জাতি, এই শিশুকে হত্যা কর। সে তোমাদের ধর্মাবলম্বী লোকদেরকে হত্যা করবে। তোমাদের মূর্তি ভেঙ্গে দিবে। তোমাদের উপর বিজয়ী হবে। একথা শুনে হযরত হালীমা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিয়ে সেখান থেকে চলে এলেন।

ইবনে সাদ ও ইবনে তাররাহ ঈসা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মালেক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এ বৃদ্ধ স্বভাব বর্ণনাকারী হুযায়ল গোত্র ও তাদের প্রতিমাদেরকে ডেকে বলল, এ শিশু আকাশ থেকে কোন নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। এ কথা বলে সে মানুষকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাপারে উস্‌কানি দিতে লাগল। কিন্তু কিছু দিন পরেই সে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল এবং উন্মাদ হয়ে কাফের অবস্থায় মারা গেল।

ইবনে সা'দ ও ইবনে তাররাহ ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন হযরত আমেনা নবী করীম(সাঃ)-কে দুধপান করানোর জন্যে হালীমা সা'দিয়ার হাতে সোপর্দ করলেন, তখন বললেন, আমার এ শিশুর খুব হেফাযত করবে। এরপর তিনি যা যা দেখেছিলেন, সব হালীমাকে বললেন। কিছুদিন পরে হালীমার কাছে কয়েকজন ইহুদী আগমন করলে তিনি পরীক্ষার ছলে তাদেরকে বললেন, আমার এ পুত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে বল। সে এভাবে গর্ভে অবস্থান করেছে এবং এভাবে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। আমি এই এই দেখেছি। মোটকথা আমেনা যা যা বলেছিলেন, সবই তাদেরকে শুনালেন। সব কথা শুনে ইহুদীরা একে অপরকে বলল, এ শিশুকে হত্যা কর। এরপর তারা হালীমাকে প্রশ্ন করল, সে কি এতীম? হালীমা বললেন, না। এ ইনি হচ্ছেন তার পিতা এবং আমি তার মাতা। ইহুদীরা বলল, সে এতীম হলে আমরা অবশ্যই তাকে হত্যা করতাম।

ইবনে সা'দ, আবূ নয়ীম, ইবনে আসাকির ও ইবনে তাররাহ আতা ইবনে আবী রাবাহ থেকে, তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- থেকে বর্ণনা করেন যে, হালীমা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কোথাও দূরে যেতে দিতেন না। একদিন তাঁর অসাবধানতার সুযোগে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন ভগিনী শায়মার সাথে দ্বিপ্রহরে গবাদি পশুর দিকে চলে গেলেন। হালীমা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে সেখানে পৌছে শায়মার সাথে দেখতে পেলেন। তিনি শায়মাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ প্রখর রোদ্রের মধ্যে তাকে নিয়ে এলে কেন। শায়মা বলল, আম্মাজান, আমার ভাইয়ের শরীরে মোটেই রৌদ্র

লাগেনি। একটি মেঘখন্ড সর্বক্ষণ তাকে ছায়া প্রদান করেছে। তিনি থেমে গেলে মেঘখণ্ডও থেমে যেত। তিনি চললে সে-ও চলতে থাকত। এভাবেই আমরা এখানে পৌঁছে গেছি।

হালীমা বললেন, একথা ঠিক?

শায়মা বলল, হাঁ, আল্লাহর কসম।

ইবনে সা'দ যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হাওয়াযেন গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করে। তাদের মধ্যে নবী করীম (সাঃ)-এর দুধ চাচা আবূ ছরওয়ানও ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনাকে দুগ্ধপান করার সময় দেখেছি। কিন্তু আপনার চেয়ে বেশী কাউকে কল্যাণময় পাইনি। এরপর আপনাকে দুধ ছাড়ার সময় দেখেছি। তখনও আপনার চেয়ে কল্যাণময় কাউকে পাইনি। এরপর আপনাকে নব যুবক দেখেছি। এখনও আপনার চেয়ে কল্যাণকারী কাউকে দেখি না।"

ইবনে তাররাহ বর্ণনা করেন- আমি আবূ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইবনে মুয়াল্লা ইযদীর গ্রন্থে হযরত হালীমার (রাঃ) এই কবিতা দেখেছি। তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করে নবী করীম (সাঃ)-কে ঘুম পাড়াতেন-

ঃ হে রব, তুমি যখন দিয়েছ, তখন তাঁকে অব্যাহত রাখ। তাঁকে উচ্চতার চরম শিখরে নিয়ে যাও এবং উন্নতি দান কর। তাঁর সত্তার মাধ্যমে শত্রুদের সকল মিথ্যাচার নস্যাৎ করে দাও।

ইবনে সাবা' খাছায়েছ গ্রন্থে বর্ণনা করেন যে, হযরত হালীমা বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-কে ডান স্তন দিলে তিনি দুধ পান করতেন; কিন্তু বাম স্তন দিলে পান করতেন না। এটা ছিল তাঁর ইনছাফ। কেন না, তিনি জানতেন যে, তাঁর একজন দুধ শরীক ভাই আছে।

মোহরে নবুয়ত সম্পর্কে রেওয়ায়েত

বুখারী ও মুসলিম সায়েব ইবনে ইয়াযিদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর পশ্চাতে দাঁড়ালাম এবং তাঁর কাঁধের মাঝখানে চকোরের ডিম্বের ন্যায় 'মোহরে-নবুয়ত' দেখলাম।

মুসলিম ও বায়হাকী জাবের ইবনে সামুরাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমি উভয় কাঁধের মাঝখানে কবুতরের ডিম্বের ন্যায় 'মোহরে-নবুয়ত' দেখেছি। তিরমিযীর বর্ণিত ভাষা এরূপ - কবুতরের ডিমের ন্যায় লাল ফোঁড়ার মত।

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে জারজিস বর্ণনা করেছেন- আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উভয় কাঁধের মাঝখানে 'মোহরে-নবুয়ত' দেখেছি, যা বাম কাঁধের কিনারে এমন ছিল, যেমন অনেকগুলো তিল একত্রিত হয়ে গেছে।

আহমদ, ও বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, কুররাহ বর্ণনা করেছেন - আমি বললাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাকে মোহরে নবুয়ত দেখান। তিনি বললেন, হাত ভিতরে ঢুকাও। আমি হাত ঢুকিয়ে দেখলাম 'মোহরে-নবুয়ত' কাঁধের উচ্চতায় ডিমের মত ছিল।

আহমদ, ইবনে সা'দ ও বায়হাকী আবূ রমছা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি তাঁর পিতাঁর সাথে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে যান। তিনি বলেন, আমি 'মোহরে-নবুয়ত' উভয় কাঁধের মাঝখানে একটি ফোঁড়ার ন্যায় দেখেছি। ইবনে সা'দের এক রেওয়ায়েতে ছোট্ট আপেলের মত এবং আহমদের এক রেওয়ায়েতে 'কবুতরের ডিমের মত' আছে।

বুখারী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এবং বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন, উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে-নবুয়ত একটি স্ফীত মাংসখন্ডের মত ছিল। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর 'মোহরে-নবুয়ত' তাঁর পৃষ্ঠদেশে একটি স্ফীত মাংসের মত ছিল। আহমদের রেওয়ায়েতে আছে - উভয় কাঁধের মাঝখানে স্ফীত মাংস ছিল।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ) বলেন, আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকটে গেলে তিনি গায়ের চাদর সরিয়ে বললেন, দেখ যে আদেশে আমি আদিষ্ট হয়েছি। সেমতে আমি তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে কবুতরের ডিমের ন্যায় মোহরে নবুয়ত দেখলাম।

আহমদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হিরাক্লিয়াসের দূত তানূখী বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে গেলে তিনি বললেন, হে তানূখী, দেখ আমি কিসের জন্যে আদিষ্ট হয়েছি। আমি ঘুরে তাঁর পৃষ্ঠদেশে মোহরে নবুয়ত দেখলাম, যা কাঁধের হাড্ডির উপর একটা ক্ষতস্থানের মত ছিল। ইবনে হেশাম বলেন, ক্ষতস্থান বলে সেই চিহ্ন বুঝানো হয়েছে, যা পরে মাংসের উপর ফুলে ওঠে।

তিরমিযী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি বৈশিষ্ট্য এ ছিল যে, তাঁর স্কন্ধদেশের মাঝখানে মোহরে-নবুয়ত অঙ্কিত ছিল।

তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ মূসা (রাঃ)- বলেন, মোহরে-নবুয়ত কাঁধের হাড্ডির নীচে একটা ছোট আপেলের মত ছিল।

আহমদ, তিরমিযী, হাকেম, আবূ ইয়ালা ও তিবরানী আলবা ইবনে আহমার থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ যায়দ বলেছেন - রসূলুল্লাহ (সাঃ)- আমাকে বললেন, কাছে এসে আমার পিঠে হাত বুলাও। আমি নিকটবর্তী হয়ে তাঁর পিঠে হাত বুলালাম এবং অঙ্গুলি মোহরে নবুয়তের উপর রেখে দিলাম।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, মোহরে-নবুয়ত কেমন ছিল?

তিনি বললেন, কাঁধের মধ্যস্থলে কিছু কেশ একত্রিত ছিল।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত সালমান (রাঃ) বর্ণনা করেন ডান কাঁধের হাড্ডির কাছে মোহরে-নবুয়ত ডিমের মত ছিল। এর রঙ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেহের অনুরূপ ছিল।

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, নবী করীম (সাঃ) নিজের সওয়ারীর উপর আমাকে পশ্চাতে বসিয়ে নিলেন। আমি আমার মুখমন্ডল মোহরে-নবুয়তের উপর ঝুঁকিয়ে নিলাম। সেখান থেকে আমি মেশকের মত সুবাস পেতে থাকলাম।

তিবরানী ও ইবনে- আসাকিরের রেওয়ায়েতে আবু যায়দ ইবনে আখতাব বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিঠে মোহরে-নবুয়ত ক্ষতস্থানের স্ফীত চিহ্নের মত দেখেছি। এক রেওয়ায়েতে আছে - যেমন কেউ নখ দিয়ে চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে।

ইবনে আসাকির ও হাকেমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, মোহরে-নবুয়ত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিঠে গোলাকৃতি গোশতের মত ছিল। এতে গোশত দিয়ে "মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ" লিখিত ছিল।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, মোহরে নবুয়ত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঝুঁটির মাঝখানে কবুতরের ডিমের মত ছিল। এর ভিতরের দিকে লেখা ছিল اَللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَمُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ এবং বাইরের দিকে লেখা ছিল, تَوَجَّهْ حَيْثُ شِئْتَ فَاِنَّكَ الْمَنْصُوْرُ যে দিকে ইচ্ছা মুখ করুন। কারণ, আপনি সাহায্যপ্রাপ্ত।

তিবরানী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে ওব্বাদ ইবনে আমর বর্ণনা করেন,- মোহরে-নবূয়ত রসূলে করীম (সাঃ)-এর বাম কাঁধের কোণে ছাগলের হাঁটুর মত ছিল। এটা দেখা তাঁর কাছে অপ্রিয় ছিল।

ইবনে আবী খায়ছামা তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, মোহরে-নবুয়ত একটি কাল তিলের মত ছিল, যাতে হলদে রঙের প্রভাব ছিল এবং যার চুতর্দিকে ঘোড়ার কেশরের মত চুল ছিল।

আলেমগণ বলেন, 'মোহরে-নবুয়ত' সম্পর্কে বর্ণনাকারীগণের ভাষায় বিভিন্নতা রয়েছে। এর কারণ এই যে, যে রাবী যে তুলনা বর্ণনায় যেভাবে স্বাচ্ছন্দ অনুভব করেছেন, তিনি তাই বর্ণনা করেছেন। কেউ চকোরের ডিমের মত, কেউ

কবুতরের ডিমের মত বলেছেন। কেউ বলেছেন আপেলের মত আবার কেউ গোশতের স্ফীত খন্ডের মত বলেছেন। কেউ স্ফীত ক্ষতস্থান বলেছেন আবার কেউ ছাগলের হাঁটুর অনুরূপ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু সবগুলোর অর্থ একই; অর্থাৎ স্ফীত মাংস। আর যে রাবী চুলের সমষ্টি বলেছেন, তা একারণে যে, মোহরে নবুয়তের চারপাশে সমান সমান চুল ছিল।

কুরতুবী বলেন, ছহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মোহরে নবুয়ত বাম কাঁধের উপর স্ফীত ছিল এবং লাল ছিল। যখন হ্রাস পেত, তখন কবুতরের ডিমের মত এবং যখন বড় হত, তখন হাতের তালুর গর্তের মত হত।

সোহায়লী বলেন, খাঁটি কথা এই যে, মোহরে-নবুয়ত রসূলে করীম (সাঃ)-এর বাম ঝুঁটির কিনারে ছিল। কেননা, তিনি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে হেফাযতে ছিলেন। এ স্থানটিই শয়তানের প্রবেশ পথ।

আলেমগণের এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, মোহরে নবুয়ত জন্মের সময়ও ছিল, না পরে সংযুক্ত হয়েছে? যাঁরা পরে সংযুক্ত হওয়ার কথা বলেন, তারা শাদ্দাদ ইবনে আওসের রেওয়ায়েতকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করেন, যা দুগ্ধপান অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। রেওয়ায়েত সমূহে আরও আছে যে, ওফাতের পর মোহরে নবুয়ত তুলে নেয়া হয়েছিল। ওফাতের বর্ণনায় একথা উল্লেখ করা হবে।

মুস্তাদরাকে হাকেমের রেওয়ায়েতে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বলেন, আল্লাহ তায়ালা অন্যান্য নবীগণের হাতে নবুয়তের আলামত সৃষ্টি করে প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের নবী (সাঃ)-এর নবুয়তের আলামত তাঁর স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখানে সৃষ্টি করেছেন।

চক্ষু সম্পর্কিত মোজেযা ও বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন, مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى এঁর দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি এবং দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। (সূরা নজম)

ইবনে আদী, বায়হাকী ও ইবনে আসাকির হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, তোমরা কি মনে কর যে, আমার মুখ এদিকে? আল্লাহর কসম, তোমাদের রুকূ সেজদা আমার কাছে গোপন নয়। কেন না, আমি আমার পিঠের পশ্চাতেও দেখি।

মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বললেন, লোক সকল! আমি তোমাদের সম্মুখে আছি। আমার পূর্বে রুকূ ও সেজদায় যেয়ো না। কেন না, আমি তোমাদেরকে সম্মুখ থেকেও দেখি এবং পিছন থেকেও দেখি।

আবদুর রাযযাক, হাকেম ও আবূ নয়ীম আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন - আমি পিছনেও তেমনি দেখি, যেমন সম্মুখে দেখি।

আবূ নয়ীম হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পিঠের পশ্চাৎ থেকেও দেখি।

হুমায়দী স্বীয় মসনদে, ইবনে মুনযির স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এবং বায়হাকী বর্ণনা করেন যে, মুজাহিদ কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতের তফসীরে বলেছেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) নামাযের পিছনের সারিগুলো তেমনি দেখতেন, যেমন সম্মুখের সারি দেখতেন-

اَلَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ -

ওলামায়ে কেরাম বলেন, নবী করীম (সাঃ)-এর পশ্চাতে দেখা আসলে একটি অলৌকিক বাস্তব ঘটনা। এটাও সম্ভব যে, অলৌকিকভাবে এ দেখা চোখের মাধ্যমে হত। কোন বস্তু সামনে আসা ছাড়াই তিনি দেখে ফেলতেন। কেননা, আহলে সুন্নত আলেমগণের বিশুদ্ধতম মত এই যে, দেখার জন্যে কোন বস্তুর সম্মুখে থাকা জরুরী নয়। এ নীতির অধীনেই আখেরাতে আল্লাহর দীদার হবে। কেউ বলেছেন, নবী করীম (সাঃ)-এর পশ্চাতেও একটি চক্ষু ছিল, যদ্দ্বারা তিনি দেখতেন। আরও বলা হয়েছে যে, তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে সূঁচের ছিদ্রের মত দু'টি চক্ষু ছিল। তিনি এ চক্ষুদ্বয় দিয়ে দেখতেন এবং কাপড় ইত্যাদি এ দেখার মধ্যে অন্তরায় হত না। তবে এটা একটি বিচ্ছিন্ন অভিমত মাত্র।

পবিত্র মুখ ও থুথু সম্পর্কিত মোজেযা

আহমদ, ইবনে মাজা, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পানির বালতি পেশ করা হল। তিনি বালতি থেকে পানি পান করলেন এবং অবশিষ্ট পানি কূপে ঢেলে দিলেন। (অথবা রাবী বলেছেন, তিনি কূপে কুলী করলেন) ফলে কূপ থেকে মেশকের মত সুগন্ধি বের হতে থাকে।

আবূ নয়ীম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আপন গৃহের কূপে থুথু ফেললেন। ফলে মদীনায় এর চেয়ে মিঠা পানির কোন কূপ আর ছিল না।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাঁদী রোযিনা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) আশুরার দিনে নিজের এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরকে ডেকে তাদের মুখে থুথু দিতেন। এরপর তাদের

জননীকে বলতেন ঃ আজ রাত পর্যন্ত ওদেরকে দুধ পান করিয়ো না। কেননা, তাঁর মুখের থুথু তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত।

তিবরানী রেওয়ায়েত করেন যে, ওমায়রা বিনতে মাসউদ ও তাঁর ভগিনীগণ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বয়াত হওয়ার জন্যে গেলেন। তাঁরা ছিলেন পাঁচজন। তাঁরা দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) গোশত আহার করছেন। তিনি তাদের জন্যে গোশত চিবিয়ে দিলেন, যা সকলেই অল্প অল্প করে খেলেন। এর প্রভাবে তাদের সকলের মুখ থেকে আমৃত্যু কোন দুর্গন্ধ বের হয়নি।

তিবরানী আবু ওমামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈকা কটুভাষিণী মহিলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করল। তিনি তখন গোশত আহার করছিলেন। মহিলা বলল ঃ আমাকে খাওয়াবেন না? তিনি আপন হাত থেকে দিতে চাইলে মহিলা বলল, মুখ থেকে দিন। সেমতে তিনি মুখ থেকে গোশ্‌ত বের করে মহিলাকে দিলেন। মহিলা তা খেল। এরপর কখনও এ মহিলা সম্পর্কে কটুভাষা ও কুকথার অভিযোগ শোনা যায় নি।

বায়হাকী ওমর ইবনে শিবাহ থেকে, তিনি আবূ ওবায়দ নহভী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমের ইবনে কুরায়য তার পাঁচ বছর বয়স্ক পুত্র আবদুল্লাহকে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলেন। তিনি তার মুখে থুথু দিলেন। এরপর সে কোন পাথরকেও ঘষা দিলে নবী করীম (সাঃ)-এর বরকতে পানি বের হয়ে আসত।

বায়হাকী মোহাম্মদ ইবনে ছাবেত ইবনে কায়স ইবনে শাম্মাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তার পিতা জমিলা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে যখন তালাক দিয়ে দেন, তখন মোহাম্মদ তার পেটে ছিল। যখন মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করল, তখন জমিলা কসম খেল যে, সে এই শিশুকে দুধ পান করাবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শিশুর পিতাকে বললেন ঃ শিশুকে নিয়ে আমার কাছে এস। তিনি শিশুকে নিয়ে এলে তিনি তার মুখে থুথু দিলেন এবং বললেনঃ একে নিয়ে যাও। আল্লাহ্ এর রিযিকদাতা। মোহাম্মদের পিতা বলেন ঃ আমি তিনদিন শিশুকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আনতে থাকলাম। এরপর এক মহিলা ছাবেত ইবনে কায়মের কথা জিজ্ঞেস করতে করতে এল। আমি বললাম ঃ তুমি কি চাও? মহিলা বলল ঃ আমি আজ স্বপ্নে দেখেছি যে, ছাবেত ইবনে কায়মের শিশুপুত্র মোহাম্মদকে দুধ পান করাচ্ছি। মোহাম্মদের পিতা বললঃ আমিই ছাবেত, আর সে হচ্ছে আমার পুত্র মোহাম্মদ।

ইবনে আসাকির আবূ জাফর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একবার যখন হযরত হাসান (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন, তখন তার দারুণ পানি পিপাসা হয়। নবী করীম (সাঃ) তার জন্যে পানি আনতে বললেন। কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি হাসানের মুখে আপন জিহ্বা প্রবেশ করিয়ে দিলেন। হযরত হাসান তা চুষলেন এবং পরিতৃপ্ত হয়ে গেলেন।

তিবরানী ও ইবনে আসাকির হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন। তিনি বলেন ঃ একবার আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সফরে বের হলাম। পথিমধ্যে হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-এর কান্নার আওয়াজ শুনা গেল। তাঁরা তাদের জননীর সঙ্গে ছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্রুত তাদের কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ আমার বাছাধনদের কি হয়েছে? হযরত ফাতেমা (রাঃ) বললেন ঃ তাঁরা পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পানি আনতে বললেন, কিন্তু এক ফোঁটা পানিও পাওয়া গেল না। তিনি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে বললেন ঃ তাদের একজনকে আমার কাছে দাও। তিনি পর্দার পিছনে একজনকে দিয়ে দিলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তখনো শিশু চিৎকার করে যাচ্ছিল। এরপর হুযুর (সাঃ) আপন জিহ্বা শিশুর মুখে দিয়ে দিলেন। শিশু চুষতে চুষতে চুপ হয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয় শিশু তেমনি কান্নাকাটি করছিল। তিনি তাঁকেও নিয়ে গেলেন এবং তাঁর সাথেও তাই করলেন। এভাবে তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন এবং কান্নার আওয়াজ আর শোনা গেল না।

দারেমী, তিরমিযী (শামায়েলে), বায়হাকী, তিবরানী (আওসাতে) ও ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনের দু'দাঁতের মাঝখানে ফাঁক ছিল। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন মনে হত যেন এ ফাঁক দিয়ে নূর বের হচ্ছে।

তিবরানীর রেওয়ায়েতে আছে যে, আবু কুরছাফা বর্ণনা করেন, আমি আমার মা ও খালা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে একই সময়ে বয়াত হয়েছি। ফেরার পথে আমার মা ও খালা বলতে লাগলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত সুশ্রী, সুবেশী ও নম্রভাষী কাউকে দেখিনি। আমরা তাঁর পবিত্র মুখ থেকে নূর বের হতে দেখেছি।

নুরোজ্জ্বল মুখমণ্ডল সম্পর্কিত মোজেযা

ইবনে আসাকির হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত কারেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ) এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে সালাম বলেছেন। আরো বলেছেন যে, হে আমার হাবীব, আমি ইউসুফকে আপন কুরসীর নূর দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছি। আর আপনার মুখমণ্ডলকে আমার আরশের নূর প্রদান করেছি। ইবনে আসাকির বলেনঃ এ রেওয়ায়েতের সনদে একজন রাবী অজ্ঞাত এবং হাদীসটি মুনকার।

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন– আমি সকাল বেলায় কাপড় সেলাই করছিলাম। হঠাৎ আমার হাত থেকে সূচ পড়ে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও সেটি পাওয়া গেল না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করলে তাঁর মুখমণ্ডলের ঔজ্জ্বল্যে সূচ দৃষ্টিগোচর হয়ে গেল। তাঁকে একথা বললে তিনি

বললেনঃ হে হুমায়রা! তার জন্যে আফসোস, তার জন্যে আফসোস, তার জন্যে আফসোস, (তিনবার) যে আমার মুখমণ্ডলের দীদার থেকে বঞ্চিত।

বগল মোবারক

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দোয়ার সময় উভয় হাত এতটুকু উঁচু করতে দেখেছি যে, তাঁর বগল মোবারকের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়ে যেত।

ইবনে সা'দ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন সেজদা করতেন, তখন তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হয়ে যেত।

ছাহাবায়ে কেরাম বর্ণিত একাধিক হাদীসে রসূলূল্লাহ (সাঃ)-এর বগলের শুভ্রতা উল্লেখিত হয়েছে। মুহিব তবরী বলেনঃ বগলের শুভ্রতা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধারণ মানুষের বগলের রং ত্বক থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। কুরতুবীও এমনি রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি আরও বর্ণনা করেছেন যে, রসূলূল্লাহ (সাঃ)-এর বগলে চুলও ছিল না।

কথা বার্তা

আবূ আহমদ, ইবনে মান্দাহ, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির হযরত বুরায়দা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের চেয়ে শুদ্ধভাষী কেন, অথচ আপনি আমাদের মধ্যেই রয়েছেন– কোথাও যানওনি?

তিনি বললেনঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে সে ভাষা আয়ত্ত করিয়েছেন। কতক রেওয়ায়েতে এ হাদীসটি বুরায়দা থেকে এ ভাবে আছে যে, তিনি বলেছেন– আমি হযরত ওমর (রাঃ)-কে বলতে শুনলাম।

বায়হাকী (শোয়াবুল-ঈমানে), ইবনে আবিদ্দুনিয়া (কিতাবুল-মাতারে), ইবনে আবী হাতেম, খতীব (কিতাবুন্নুজুমে), ও ইবনে আসাকির মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম তায়মী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, লোকেরা বললঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা আপনার চেয়ে অধিক শুদ্ধভাষী কাউকে দেখিনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ কোরআন আমার মাতৃভাষা স্পষ্ট আরবীতে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে আসাকির মোহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি স্বীয় পিতা থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল ايدلك الرجل امراته রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ نعم اذا

كان ملفجا হযরত আবূ বকর (রাঃ) প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এ ব্যক্তি আপনাকে কি বলল? আপনি কি জওয়াব দিলেন? তিনি বললেনঃ সে বলেছে– কেউ কি তার স্ত্রীর সাথে টালবাহানা করতে পারে? আমি বললামঃ হাঁ, যদি সে নিঃস্ব ও সম্বলহীন হয়।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি সমগ্র আরব ঘুরেছি এবং শুদ্ধভাষী লোকদের বাক্যালাপ শুনেছি; কিন্তু আপনার চেয়ে বেশী শুদ্ধভাষী কাউকে পাইনি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে আদব শিক্ষা দিয়েছেন এবং আমি বনী সা'দ ইবনে বকরে লালিত হয়েছি।

ইবনে সা'দ ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াযিদ সা'দী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলূল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– আমি তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সুবক্তা। আমি কোরায়শ বংশোদ্ভূত। আমার ভাষা বনী সা'দ ইবনে বকরের ভাষা।

তিবরানী হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেনঃ আমি আরবদের মধ্যে সর্বাধিক সুবক্তা। আমি কোরায়শের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বনূ সা'দে লালিত-পালিত হয়েছি। এমতাবস্থায় আমার ভাষা কিরূপে ভুল হতে পারে?

অন্তর মোবারক

আল্লাহ্ পাক বলেছেন– اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ আমি কি আপনার বক্ষ উন্মোচন করি নি? বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে যে,ইবরাহীম ইবনে তাহমান সা'দকে উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে তিনি কাতাদাহ্ থেকে এবং তিনি আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করলেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর পেট বুক থেকে পেটের নিম্নাংশ পর্যন্ত বিদীর্ণ করা হয় এবং তাঁর হৃদপিণ্ড পর্যন্ত বের করে স্বর্ণের প্লেটে ধৌত করে ঈমান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়। এরপর যথাস্থানে স্থাপন করা হয়।

আহমদ ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শিশু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একদিন হযরত জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। তিনি তখন অন্যান্য শিশুদের সাথে খেলাধুলায় রত ছিলেন। জিবরাঈল তাঁকে ধরে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। অতঃপর বক্ষ বিদীর্ণ করে সেখান থেকে একখণ্ড জমাট রক্ত বের করে বললেনঃ এটা শয়তানের অংশ। এরপর হৃদপিণ্ডকে একটি স্বর্ণের প্লেটে ধৌত করে যথাস্থানে রেখে দিলেন। শিশুরা দৌড়ে তাঁর দুধমার কাছে গেল

এবং বললঃ মোহাম্মদ খুন হয়ে গেছে। সকলেই পৌছে দেখল তাঁর মুখমণ্ডল বিবর্ণ। হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ আমি নিজে তাঁর বক্ষদেশে সেলাইয়ের চিহ্ন দেখেছি।

আহমদ, দারেমী, হাকেম, বায়হাকী, তিবরানী ও আবূ নয়ীম ওতবা ইবনে আবদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন– আমার দুধ-মা ছিলেন সা'দ ইবনে বকর গোত্রের মহিলা। আমি ও তাঁর পুত্র একদিন পশু পাল চরাতে গেলাম। কিন্তু আমাদের কাছে কোন পাথেয় ছিল না। আমি ভাইকে বললামঃ তুমি যাও এবং আম্মার কাছ থেকে কিছু খাবার নিয়ে এস। ভাই চলে গেল এবং আমি সেখানেই গবাদি পশু পালের মধ্যে রয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমার কাছে বাজের ন্যায় দু'টি সাদা পাখী এল। তারা একে অপরকে বললঃ ইনিই কি তিনি? দ্বিতীয় পাখী বললঃ হাঁ। এরপর উভয়েই আমার দিকে অগ্রসর হল এবং আমাকে ধরে উপুড় করে শুইয়ে দিল। অতঃপর আমার হৃদপিণ্ড বের করল এবং চিরে তার মধ্য থেকে দু'টি কাল রক্তখণ্ড বের করল। একজন অপরজনকে বললঃ আমাকে বরফের পানি এনে দাও। অতঃপর উভয়েই আমার পেট ধৌত করল। অতঃপর বললঃ ঠাণ্ডা পানি আন। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে আমার বক্ষের অভ্যন্তর ভাগ ধৌত করল। অতঃপর বললঃ ছুরি আন। ছুরি আমার ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়া হল। অতঃপর একে অপরকে বললঃ এই ফাঁটল সেলাই করে দাও। সে সেলাই করে দিল এবং মোহরে-নবুয়ত লাগিয়ে দিল। অতঃপর একে অপরকে বললঃ তাঁকে এক পাল্লায় রাখ এবং তার উম্মতের এক হাজার ব্যক্তি অপর পাল্লায় রাখ। আমি এ এক হাজারকে নিজের উপরে ভারী দেখলাম এবং আশংকা করতে লাগলাম যে, তাদের কিছু লোক আমার উপর পড়ে যাবে না তো? এরপর তারা উভয়েই বললঃ যদি তাঁকে তাঁর সমগ্র উম্মতের মোকাবিলায়ও ওজন কর, তবুও তিনি ভারী হবেন। তারা উভয়েই আমাকে ছেড়ে চলে গেল এবং আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে দুধ মার কাছে পৌছে তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললাম। তাঁকে বললামঃ কোথাও আমার জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়নি তো? তিনি বললেনঃ আমি তোমাকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিচ্ছি। এরপর তিনি আমাকে সওয়ারীতে বসালেন এবং নিজে আমার পিছনে বসলেন। অতঃপর আমাকে নিয়ে আমার জননীর কাছে পৌছে বললেনঃ আমি আমার আমানত ও দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। অতঃপর তাঁকে সমস্ত ঘটনা বললেন। কিন্তু আমার জননী কিছু মনে করলেন না এবং বললেনঃ আমি নিজে দেখেছি যে, আমার শরীর থেকে একটি নূর উদিত হয়েছে, যার আলোকে সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ উজ্জ্বল হয়ে গেছে।

বায়হাকী ইয়াহইয়া ইবনে জা'দা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমার কাছে বড় পাখীর আকারে দু'জন ফেরেশতা এল। তাদের সাথে বরফ ও ঠাণ্ডা পানি ছিল। তাদের একজন আমার বক্ষ উন্মোচন করল এবং অপরজন চঞ্চুর সাহায্যে তাতে পিচকারী মারল এবং ধৌত করল। (মুরসাল)

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ, ইবনে হাব্বান, হাকেম, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির মুয়ায ইবনে মোহাম্মদ ইবনে মুয়ায ইবনে উবাই ইবনে কা'ব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আপন দাদা থেকে এবং তিনি উবাই ইবনে কা'ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনার নবুয়তের সূচনা কিরূপে হল?

তিনি বললেনঃ আমার বয়স যখন দশ বছর, তখন একদিন জঙ্গলের পথে যাওয়ার সময় আমি আমার মাথার উপর দু' ব্যক্তিকে দেখলাম। তাদের একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলঃ ইনিই কি তিনি ? দ্বিতীয়জন বললঃ হাঁ। অতঃপর তারা আমাকে ধরে চিৎ করে শুইয়ে দিল এবং আমার পেট চিরে ফেলল। তাদের একজন স্বর্ণের প্লেটে পানি আনল এবং অপরজন আমার পেট ধৌত করল। এরপর একে অপরকে বললঃ তাঁর বুক চিরে ফেল। আমি আমার বুক বিদীর্ণ দেখলাম। কিন্তু কোন কষ্ট অনুভূত হল না। অতঃপর সে বললঃ তাঁর অন্তর চিরে ফেল। আমার অন্তর বিদীর্ণ করা হল। ফেরেশতা বললঃ এর মধ্য থেকে হিংসা বিদ্বেষ বের করে দাও। সে একটি রক্তখণ্ড বের করে ফেলে দিল। ফেরেশতা বললঃ তাঁর অন্তরে নম্রতা ও দয়া দাখিল করে দাও। সে রুপার মত কোন বস্তু স্থাপন করে দিল। অতঃপর কিছু কণা বের করে তাতে ছিটিয়ে দিল। অতঃপর আমার বৃদ্ধাঙ্গুলি নেড়ে বললঃ যাও। আমি রওয়ানা হলে আমার অন্তরে ছোটদের প্রতি দয়া এবং বড়দের প্রতি নম্রতা ছিল। আবূ নয়ীম বলেনঃ এ রেওয়ায়েতটি মুয়ায আপন বাপদাদা থেকে একাই রেওয়ায়েত করেছেন এবং বয়সের বর্ণনায়ও তিনি একা।

দারেমী, বাযযার, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ যর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কিরূপে বিশ্বাস হল যে, আপনি নবী?

তিনি বললেনঃ বাতহায়ে মক্কায় আমার কাছে দু'ব্যক্তি এল। তাদের একজন মর্ত্যে ছিল ও অপরজন আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত ছিল। একজন অন্যজনকে প্রশ্ন করলঃ ইনিই কি তিনি? অন্যজন বললঃ হাঁ, ইনিই তিনি। সে বললঃ তাহলে তাকে এক ব্যক্তির মোকাবিলায় ওজন কর। তারা আমাকে এক ব্যক্তির বিপরীতে ওজন করল। আমি ভারী হলাম। সে বললঃ দশজনের মোকাবিলায় ওজন কর। আবার ওজন করা হলে আমি ভারী হলাম। সে বললঃ একশ জনের মোকাবিলায় ওজন কর। আবার ওজন করা হল এবং আমি ভারী হলাম। সে আবার বললঃ এক হাজারের মোকাবিলায় ওজন কর। আবার ওজন করা হলে আমিই ভারী হলাম। এরপর তারা সকলেই পাল্লা থেকে আমার উপর পতিত হতে লাগল। অতঃপর আগন্তুকদ্বয়ের একজন বললঃ তার পেট বিদীর্ণ কর। সে

মতে সে আমার পেট বিদীর্ণ করে সেখান থেকে শয়তানের স্পর্শ করার জায়গা এবং একটি রক্তখণ্ড বের করে ফেলে দিল। এরপর সে বললঃ পেট পাত্রের মত ধৌত করে এবং অন্তরকে ভরা জিনিষের মত ধৌত কর। এরপর বললঃ তার পেট সেলাই করে দাও। সে আমার পেট সেলাই করে দিল এবং আমার কাঁধে মোহরে নুবয়ত লাগিয়ে দিল। আজও তা বিদ্যমান আছে। এরপর তারা প্রস্থান করল। আমি এ সকল দৃশ্য সুস্পষ্টরূপে দেখলাম।

আবূ নয়ীম ইউনুস ইবনে মায়ারা ইবনে জলীস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমার কাছে এক ফেরেশতা স্বর্ণের প্লেট নিয়ে হাযির হল। সে আমার পেট চিরে নাড়িভুড়ি বের করে ধৌত করল। এরপর এগুলোর উপর কিছু গুঁড়া ছিটিয়ে বললঃ অন্তর মজবূত ও স্মরণশক্তি সম্পন্ন। দৃষ্টি চক্ষুষ্মান। কর্ণ শ্রবণশক্তি সম্পন্ন। আপনি মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ। মানুষ আপনার অনুসরণ করবে এবং আপনার পশ্চাতে সমবেত হবে। আপনার অন্তর সুস্থ, জিহবা সত্যবাদী, নফ্স প্রশান্ত, দেহ নিরোগ এবং আপনি সর্বগুণের আধার।

দারেমী ও ইবনে আসাকির ইবনে গনম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলেন। অতঃপর তার অন্তর বিদীর্ণ করলেন এবং বললেনঃ দৃঢ় অন্তর; শ্রবণকারী কান, চক্ষুষ্মান নেত্র, ইনি মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ। মানুয তাঁর অনুসরণ করবে, পিছনে সমবেত হবে। তাঁর দেহ সুস্থ, জিহ্বা সত্যবাদী এবং মন প্রশান্ত।

মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, আমি আমার গৃহে ছিলাম, এমন সময় কেউ এল এবং আমাকে যমযমে নিয়ে গেল। সেখানে আমার বক্ষবিদারণ করে যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করল। এরপর ঈমান ও প্রজ্ঞাভর্তি স্বর্ণের প্লেট আনা হল, যা দিয়ে আমার বক্ষ পরিপূর্ণ করা হল। (হযরত আনাস [রাঃ] বলেনঃ রসূলে পাক [সাঃ] আমাদেরকে এই বক্ষবিদারণের চিহ্ন দেখাতেন।) এরপর ফেরেশতা আমাকে দুনিয়ার আকাশে নিয়ে গেল। এরপর হযরত আনাস (রাঃ) মে'রাজের হাদীস বর্ণনা করলেন।

বায়হাকী বলেনঃ বক্ষবিদারণ একাধিকবার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। একবার দুগ্ধপানের সময়, একবার নবুয়তপ্রাপ্তির সময় এবং একবার মে'রাজ রজনীতে।

আমি বলি– দুগ্ধপানের আলোচনায় বক্ষবিদারণ সম্পর্কে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। আরও রেওয়ায়েত নবুয়তপ্রাপ্তি ও মে'রাজের আলোচনায় আসবে। এ সব রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের নিমিত্ত বক্ষবিদারণ তিনবার হয়েছে ধরে নিতে হবে। সুহায়ল, ইবনে ওয়াহিদ ও ইবনে মুনীর বক্ষবিদারণ দু'বার হওয়ার প্রবক্তা। কিন্তু ইবনে হজর বলেন ঃ বক্ষবিদারণ তিনবার হয়েছে। তিনবার করার

উদ্দেশ্য পূর্ণতাদান ও পবিত্রকরণ; যেমন এ উদ্দেশ্যেই ওযূর অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করার বিধান রয়েছে। বক্ষবিদারণ বিশেষ করে তিনবার করা এ জন্যে, যাতে রসূলে করীম (সাঃ) শৈশবকাল অতিবাহিত করার সময় শয়তানের প্রভাব থেকে সংরক্ষিত ও নিষ্পাপ থাকেন, নবুয়ত প্রাপ্তির সময় অন্তর ওহীর জন্যে পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় এবং মে'রাজের সময় আল্লাহ্ পাকের সাথে বাক্যালাপের জন্যে প্রস্তুত হয়। বক্ষবিদারণ ও বক্ষ ধৌতকরণ রসূলে করীম (সাঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য, না অন্য পয়গাম্বরগণেরও বক্ষ বিদারণ হয়েছে, এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনুল মুনীর বলেন ঃ বক্ষবিদারণ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এরই একক বৈশিষ্ট্য। এটি এমন এক প্রকার পরীক্ষা, যা হযরত ইসমাঈল (আঃ)কেও দিতে হয়েছে; বরং এটা তার চেয়েও কঠিন এবং এতে ছবর করা আরও দুরূহ। কেননা, বক্ষবিদারণ একটি বাস্তব ঘটনা। এ ঘটনা তখন ঘটে, যখন নবী করীম (সাঃ) এতীম ছিলেন এবং দুগ্ধপানরত অবস্থায় আপন পরিবার পরিজন থেকে দূরে অবস্থান করছিলেন।

হাই তোলা

বুখারী, ইবনে আবী শায়বা ও ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, এয়াযিদ ইবনে আছাম বর্ণনা করেছেন– নবী করীম (সাঃ) কখনও হাই তোলেন নি।

ইবনে আবী শায়বা, সালামাহ্ ইবনে আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান থেকে বর্ণনা করেন যে, কখনও কোন নবী হাই তোলেন নি।

কর্ণ

তিরমিযী, ইবনে মাজা ও আবূ নয়ীম হযরত আবূ যর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি এমন কিছু দেখি, যা তোমরা দেখ না, এমন কিছু শ্রবণ করি, যা তোমরা শ্রবণ কর না। আকাশ বোঝার কারণে চড় চড় করে। তার চড় চড় করাই সঙ্গত। কেননা, আকাশে চার আঙ্গুল পরিমিত জায়গাও এমন নেই, যেখানে কোন একজন ফেরেশতা আল্লাহর সামনে মাথা নত করে রাখেনি।

আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, হাকীম ইবনে হেযাম বর্ণনা করেছেন– রসূলে করীম (সাঃ) একবার ছাহাবায়ে-কেরামের সঙ্গে থাকা অবস্থায় বললেনঃ তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ, যা আমি শুনতে পাচ্ছি? ছাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ আমরা তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। তিনি বললেনঃ আমি আকাশের চড়চড় শব্দ শুনছি। কোন কোন সময় কোন কোন অংশ থেকে এরূপ শব্দ শোনা যায়। কেননা, তাতে অর্ধহাত পরিমিত জায়গাও এমন নেই, যেখানে কোন একজন ফেরেশতা সেজদারত অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় নেই।

কণ্ঠস্বর

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত বারা বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের উদ্দেশে খোতবা দিলে তাঁর কণ্ঠস্বর পর্দানশীন মহিলারা পর্দার মধ্যে থেকেও শুনতে পায়।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত বুরায়দা (রাঃ) বর্ণনা করেন– নবী করীম (সাঃ) একদিন নামায পড়ালেন। এরপর ফিরে এলেন এবং এমন আওয়াজ সহকারে ডাক দিলেন, যা পর্দানশীন মহিলারা পর্দার মধ্যে শুনতে পেল।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে আবূ বরযাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে আমাদের উদ্দেশে খোতবা দিলেন, যা পর্দানশীন মহিলারা পর্দায় বসে বসেও শুনতে পেল।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক জুম্মার দিনে হযরত নবী করীম (সাঃ) মিম্বরে বসলেন এবং মুছল্লীদের উদ্দেশে বললেনঃ বসে যাও। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তখন বনী গঁনমে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে এ কণ্ঠস্বর শুনতে পান এবং সেখানেই বসে যান।

ইবনে যা'দ ও আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুর রহমান ইবনে মুয়ায তায়মী বর্ণনা করেছেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিনায় আমাদের উদ্দেশে খোতবা দিলেন। এতে আমাদের কান খুলে গেল। (এক রেওয়ায়েতে আছে আল্লাহ তায়ালা আমাদের কান খুলে দিলেন।) অবশেষে আমরা তাঁর খোতবা আপন গৃহে বসে শুনতে ছিলাম।

ইবনে মাজা ও বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, উম্মেহানী (রাঃ) বলেছেন– নবী করীম (সাঃ) কা' বার প্রাঙ্গনে রাতে যে কেরাত পাঠ করতেন, তা আমি আপন গৃহে শুয়েও শুনতে পেতাম।

বুদ্ধিজ্ঞান

আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বেহ বর্ণনা করেন– আমি একাত্তরটি কিতাব পাঠ করেছি। সবগুলোতেই পাঠ করেছি যে, আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে তার লয়প্রাপ্তি পর্যন্ত সকল মানুষকে যে জ্ঞানবুদ্ধি দান করেছেন, তা রসূল আকরাম (সাঃ)-এর জ্ঞানবুদ্ধির তুলনায় এমন, যেমন বিশ্বের বালুকাসমূহের মধ্যে একটি বালুকণা। নিঃসন্দেহে মোহাম্মদ (সাঃ) সমগ্র মানবজাতির মধ্যে সর্বাধিক বুদ্ধিমান এবং সর্বাধিক বিচার- বিবেচনাশীল।

ঘর্ম

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– নবী করীম (সাঃ) আমাদের গৃহে আগমন করলেন এবং "কায়লুলা" (দ্বিপ্রহরের নিদ্রা) করলেন। তাঁর

পবিত্র শরীর থেকে ঘর্ম প্রবাহিত হতে লাগল। আমার জননী শিশি নিয়ে এলেন এবং ঘর্ম মুছে তাতে ভরতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চোখ খুলে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ উম্মে সুলায়ম, কি করছ? তিনি বললেনঃ এ ঘর্ম সুগন্ধি রূপে আমরা ব্যবহার করি। কেননা, এটা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট সুগন্ধি।

মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) উম্মে সুলায়মের কাছে আসতেন এবং কায়লুলা করতেন। তিনি তাঁর জন্যে চামড়ার বিছানা বিছিয়ে দিতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাতে কায়লুলা করতেন। তাঁর খুব বেশি ঘাম নির্গত হত। উম্মে সুলায়ম এ ঘাম জমা করে আতরের সাথে মিশিয়ে নিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ উম্মে সুলায়ম, ঘাম দিয়ে কি কর? তিনি জওয়াব দিলেনঃ আতরের সাথে মিশিয়ে নেই।

মোহাম্মদ ইবনে সিরীন থেকে বর্ণিত আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত উম্মে সুলায়ম (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে একটি চামড়ার বিছানায় কায়লুলা করতেন। তাঁর ঘর্ম এলে আমি তা আপন খুশবূতে মিশিয়ে নিতাম।

দারেমী, বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কোন পথ দিয়ে গমন করলে প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর ঘামের খোশবু দিয়ে বুঝতে পারত যে, তিনি এ পথ দিয়ে গমন করেছেন কিংবা এভাবে বুঝতে পারত যে, তিনি গমন করলে প্রত্যেক বৃক্ষ ও পাথর তাঁকে সেজদা করত।

ইবনে সা'দ ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) আগমন করলে আমরা তাঁর খোশবূ দিয়ে তাঁর আগমন বার্তা জানতে পারতাম।

বাযযার ও আবূ ইয়ালার রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনার যে পথ দিয়ে গমন করতেন, সেখান থেকে খোশবূ উত্থিত হত এবং মানুষ বলাবলি করত যে, এ পথে রসূলুল্লাহ (সাঃ) গমন করেছেন।

দারেমীর রেওয়ায়েতে ইবরাহীম নখয়ী বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) রাতের বেলায় পাকবদনের খোশবূ দ্বারা পরিচিত হতেন।

খতীব, ইবনে আসাকির, আবূ নয়ীম ও দায়লমী দু' সনদে ইমাম বুখারী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন– আমি সূতা কাটছিলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) জুতা সেলাই করছিলেন। এমন সময় তাঁর কপাল থেকে ঘর্ম প্রবাহিত হতে লাগল। এ ঘর্ম থেকে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এতে আমি হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ কি কারণে হতবুদ্ধি হয়ে গেলে? আমি বললামঃ আপনার কপালে ঘাম দেখা দিল এবং এ ঘাম থেকে নূর বিচ্ছুরিত হল।

যদি কবি আবূ কবীর হুযালী আপনাকে দেখত, তবে জানতে পারত যে, তার সৌন্দর্য্য বর্ণনামূলক সব কবিতার প্রতীক আপনিই। সে তার অনবদ্য কবিতায় যখন বলেঃ

"সেই চতুর যুবক প্রত্যেক হায়েযের অবশিষ্টাংশ থেকে, দুগ্ধদাত্রীর রোগ থেকে, গর্ভবতীর দুধের অনিষ্ট থেকে এবং সহবাসকারিণী থেকে পবিত্র ও সংরক্ষিত।"

"যখন তুমি তাঁর মুখমন্ডলের অনুপম সৌন্দর্য অবলোকন করবে,তখন এমন উজ্জ্বল ও দেদীপ্যমান মনে হবে, যেমন ঘন-কৃষ্ণ মেঘমালার মধ্যে বিদ্যুৎ চমক।"

এই কবিতা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাতে যা ছিল, রেখে দিলেন এবং আমার কপালে চুম্বন এঁকে দিয়ে বললেনঃ হে আয়েশা! আল্লাহ্ তায়ালা উত্তম প্রতিদান দিন, আমার মনে পড়ে না যে, আমি কখনও এতটুকু আনন্দিত হয়েছি, যতটুকু তোমার কবিতা শুনে হয়েছি।

আবূ আলী ছালেহ ইবনে মোহাম্মদ বাগদাদী বলেনঃ আমার জানা নেই যে, আবূ ওবায়দা কখনও হেশাম ইবনে ওরওয়া থেকে কোন হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন। কিন্তু আমার মতে এ হাদীসটি হাসান। কেননা, এটি ইমাম বুখারী রেওয়ায়েত করেছেন।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মোবারক মুখমন্ডল অত্যন্ত সুশ্রী ছিল এবং রং ছিল উজ্জ্বল। সৌন্দর্য বর্ণনাকারীদের প্রত্যেকেই তাকে চতুর্দশীর চাঁদের সাথে তুলনা করেছেন। তাঁর ঘর্ম মুখমন্ডলে মোতির ন্যায় ঝলমল করত এবং তা থেকে খাঁটি মেশকের সুবাস আসত।

আবূ ইয়ালা, তিবরানী ও ইবনে আসাকির হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)- থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আমার কন্যার বিবাহ ঠিক করেছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেনঃ আমার কাছে তো কিছু নেই। এক কাজ কর। একটি চওড়া মুখের শিশি ও একটি কাঠি নিয়ে আমার কাছে এস। লোকটি এগুলো নিয়ে এল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন উভয় বাহু থেকে ঘাম মুছে শিশিতে ভরতে লাগলেন। শিশি ভরে গেলে তিনি তা লোকটিকে দিয়ে বললেনঃ তোমার কন্যাকে বলবে- সে যেন এ কাঠিটি শিশিতে ভিজিয়ে নেয় এবং সুগন্ধিরূপে ব্যবহার করে। কথিত আছে-সে এ খোশবূ ব্যবহার করলে মদীনাবাসীরা তা অনুভব করে। তাই তারা এ গৃহকে খোশবূর গৃহ বলে অভিহিত করে।

দারেমীর রেওয়ায়েতে বনী হারীশের এক ব্যক্তি বলে - রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মায়েয ইবনে মালেককে 'রজম' তথা প্রস্তর বর্ষণে হত্যা করার আদেশ দেন, তখন আমি আমার পিতার সাথে ছিলাম। তাঁর গায়ে পাথর লাগতেই আমি ভীত বিহ্বল

হয়ে পড়লাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে গলায় জড়িয়ে ধরলেন। ফলে তার বগলের ঘাম আমার উপর মেশকের ন্যায় প্রবাহিত হল।

বাযযার রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত মুয়ায ইবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেন -আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেনঃ কাছে এস। আমি কাছে গেলে তাঁর শরীরের সুঘ্রাণ পেলাম। মেশক ও আম্বরেরও এমন চমৎকার সুঘ্রাণ আমি কখনও পাইনি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহান গুণাবলী

বুখারী ও মুসলিম হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বাধিক সুশ্রী ও সর্বাধিক পূতপবিত্র চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি না অধিক লম্বা ছিলেন, না বেঁটে।

বুখারী রেওয়ায়েত করেন– হযরত বারা ইবনে আযেবকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করা হল, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল তরবারির মত ছিল? তিনি বললেনঃ না; বরং তাঁর মুখমণ্ডল চাঁদের মত ছিল।

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন– হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) লম্বা মুখাকৃতি বিশিষ্ট ছিলেন? তিনি বললেনঃ না; বরং তাঁর মুখাকৃতি চাঁদের ন্যায় গোলাকার ছিল।

দারেমী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেনঃ আমি একবার চাঁদনী রাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখছিলাম। তিনি তখন লাল বস্ত্রজোড়া পরিহিত ছিলেন। আমি কখনও চাঁদের দিকে এবং কখনও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হলাম যে, হুযূর আকরাম (সাঃ) চাঁদ অপেক্ষা অনেক বেশি সুশ্রী, সুন্দর ও আলোকময়।

বুখারীর রেওয়ায়েতে কা'ব ইবনে মালেক বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন আনন্দিত হতেন, তখন মুখমন্ডল এমন উজ্জ্বল হয়ে যেত, যেন একখন্ড চাঁদ। তাঁর এ অভ্যাস সম্পর্কে আমরা সবিশেষ জ্ঞাত ছিলাম।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূবকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমণ্ডল এমন ছিল, যেমন চাঁদের গোলাকার বৃত্ত।

বায়হাকী আবূ ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ ইসহাক বলেনঃ জনৈকা হামদানী মহিলা আমাকে জানায় যে, সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হজ্ব করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর মুখমণ্ডল কেমন ছিল? মহিলা বললঃ মুখমণ্ডল চতুর্দশীর চাঁদের মত ছিল। এমন মুখমণ্ডল আমি না তার পূর্বে দেখেছি, না তাঁর পরে।

দারেমী, বায়হাকী, তিবরানী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ ওবায়দা (রাঃ) বলেনঃ আমি রবী বিনতে মুয়াভেযকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখাকৃতি বর্ণনা করতে বললাম। তিনি বললেনঃ আমি যখন তাঁকে দেখতাম, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতাম সূর্য উদিত হয়েছে।

মুসলিম রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ তোফায়ল (রাঃ)-কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে বলা হলে তিনি বললেনঃ মুখমণ্ডল শুভ্র ও লাবণ্য মিশ্রিত ছিল।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) মাঝারি গড়নের ছিলেন। না খুব লম্বাকৃতি, না বেঁটে। রং ছিল চমকদার। না সম্পূর্ণ গোধূম বর্ণ , না সম্পূর্ণ চুনার মত শুভ্র। চিরুনী করা কেশ। না সম্পূর্ণ জড়ানো; বরং সামান্য কোঁকড়ানো।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর মুখমণ্ডল শুভ্র লালিমা মিশ্রিত ছিল।

ইবনে সা'দ তিরমিযী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন– আমি রসূলুল্লাহর (সাঃ)- চেয়ে অধিক সুশ্রী ও সুন্দর কাউকে দেখিনি। মনে হত যেমন মুখমণ্ডল থেকে কিরণ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। আমি তাঁর চেয়ে অধিক দ্রুতগতি সম্পন্নও কাউকে দেখিনি। তিনি যখন হাঁটতেন, তখন মনে হত যেন মাটি পিছনের দিকে সরে যাচ্ছে (অর্থাৎ খুব দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রান্ত হচ্ছে) আমরা তাঁর সঙ্গে হাঁটলে যথেষ্ট লাফাতে হত। অথচ তিনি বেশ গাম্ভীর্য সহকারে হাঁটতেন বলে মনে হত।

ইবনে সা'দ এবং ইবনে আসাকির কাতাদাহ থেকে, তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আনাস বলেছেন– আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে সুশ্রী ও সুকণ্ঠী করে প্রেরণ করেছেন। অবশেষে আমাদের নবী (সাঃ)-কেও সুশ্রী ও সুকণ্ঠী করে প্রেরণ করেছেন।

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত আলী ইবনে আবূ তালেব (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক নবীকে সুশ্রী, শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূত ও সুকণ্ঠী করে প্রেরণ করেছেন। আমাদের নবী (সাঃ)ও সুশ্রী, শ্রেষ্ঠ বংশোদ্ভূত এবং সুকণ্ঠী ছিলেন।

দারেমীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেনঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ) অপেক্ষা অধিক বীর, অধিক দাতা এবং অধিক উজ্জ্বল মুখমণ্ডল বিশিষ্ট কাউকে দেখিনি।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমণ্ডল প্রশস্ত ছিল। তাঁর চোখের শুভ্রতায় লাল সরু ডোরা ছিল।

তিরমিযী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন– হযূর (সাঃ) না বেশি লম্বা ছিলেন, না বেঁটে। বরং তাঁর গড়ন ছিল মাঝারি। কেশ না সম্পূর্ণ কুঞ্চিত, না সম্পূর্ণ সোজা; বরং সামান্য কোঁকড়া ছিল। তিনি স্থূলদেহী ছিলেন না, গোল মুখমণ্ডলের ছিলেন, বরং মুখমন্ডল হালকা গোলাকৃতি ছিল। তাঁর রং সাদা লাল মিশ্রিত ছিল। চক্ষুদ্বয় খুব কাল ছিল এবং পলক দীর্ঘ ছিল। তাঁর গ্রন্থির হাড্ডি মোটা ছিল। উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী জায়গাও মোটা ও মাংসল ছিল। শরীরে চুল বেশি ছিল না। বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত চুলের একটি রেখা ছিল। হাতের তালু ও পদযুগল মাংসল ছিল। তিনি যখন চলতেন, তখন শক্তিসহকারে পা তুলতেন, যেন নিম্নভূমির দিকে যাচ্ছেন। তিনি কারও দিকে মনোযোগ দিলে সমগ্র শরীর সহকারে মনোযোগ দিতেন। তাঁর উভয় ঝুঁটির মধ্যস্থলে মোহরে-নবুয়ত ছিল।

হযরত আলী (রাঃ) থেকেই বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সাঃ)-এর চোখের পুতলী ও পলক লম্বা ছিল।

বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর ললাট প্রশস্ত ও পলকযুক্ত ছিল।

তায়ালেসী, তিরমিযী ও বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) না বেঁটে ছিলেন, না অধিক লম্বা। তাঁর দাড়িও বড় ছিল। হাতের তালু ও পদযুগল মাংসল ছিল। গ্রন্থির হাড্ডি মোটা ছিল। মুখমণ্ডলে লাল আভা ছিল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত চুলের লম্বা রেখা ছিল। তিনি দৃঢ় পদক্ষেপে চলতেন; যেন উচ্চভূমি থেকে নিম্নভূমিতে যাচ্ছেন। আমি তাঁর মত কাউকে না তাঁর পূর্বে দেখেছি, না পরে।

তায়েলেসী, আহমদ ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনাব রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাতের কব্জী দীর্ঘ ছিল। দু'কাঁধের মাঝখানে দূরত্ব ছিল। চোখের পলক দীর্ঘ ছিল। তিনি বাজারে হৈ চৈ কারী, গালমন্দকারী ও কটুভাষী ছিলেন না। তিনি কারও মুখোমুখি হলে সমগ্র দেহসহকারে মুখোমুখি হতেন এবং যখন ঘুরে যেতেন, তখন সমগ্র দেহ সহকারে ঘুরে যেতেন।

বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর দাড়ি কাল এবং দাঁত অত্যন্ত সুন্দর ছিল।

হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃদ্ধ হয়েছিলেন কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বার্ধক্যের দোষ থেকে মুক্ত রেখেছেন। মাথায় ও দাড়িতে সতের আঠারটি পাকা চুল ছিল।

বুখারী ও মুসলিম হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মাঝারি গড়নের ছিলেন। তাঁর ঝুঁটির মধ্যস্থলে বেশ দূরত্ব

ছিল। মাথার কেশ কানের লতি স্পর্শ করত। আমি তাঁর চেয়ে অধিক সুশ্রী ও সুন্দর আর কাউকে দেখিনি।

আহমদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে মুহরিশ কা'বী বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) জেয়েরানা থেকে রাতের বেলায় ওমরার এহ্‌রাম বাঁধেন। আমি তাঁর পিঠের দিকে তাকালাম, যা চাঁদের ফালির মত ঝলমল করছিল।

তায়ালেসী, ইবনে সা'দ তিবরানী ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেনঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-এর পেটের দিকে তাকালে মনে হত যেন উপরে নীচে সাদা কাগজ জড়িয়ে আছে।

তিরমিযী ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেন রুপায় গড়া ছিলেন। চুল সামান্য বক্র ও কোঁকড়া ছিল। পেট ছিল সমতল। কাঁধের হাড্ডি চওড়া ছিল। যখন হাঁটতেন, পা দৃঢ়ভাবে রাখতেন। যখন কারও দিকে মনোযোগ দিতেন, তখন পূর্ণ শরীর সহকারে মনোযোগ দিতেন। যখন ঘুরতেন, পূর্ণ শরীর সহকারে ঘুরতেন।

বুখারী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর মাথা ও পা বড় ছিল এবং হাতের তালু সমতল ছিল।

বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পা বড় এবং মুখমণ্ডল সুশ্রী ছিল। আমি তাঁর পরে তাঁর মত কাউকে দেখিনি।

তিবরানী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে মায়মূনা বিনতে কারুম বলেনঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)কে দেখেছি। আমি একথা ভুলতে পারি না যে, তাঁর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে সংলগ্ন অঙ্গুলিটি অন্য সকল অঙ্গুলি অপেক্ষা বৃহৎ ছিল।

বায়হাকী যিল্ আদভিয়ার জনৈক ছাহাবী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেছেন– আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)- কে দেখেছি। তাঁর দেহাবয়ব অত্যন্ত সুন্দর ছিল। প্রশস্ত ললাট ছিল। নাক সরু ছিল। ভ্রূ সূক্ষ্ম ছিল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত ডোরার মত চুলের রেখা ছিল।

বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) না বেঁটে ছিলেন, না অধিক লম্বা; বরং লম্বার অধিক কাছাকাছি ছিলেন। হাতের তালু ও পা মাংসল ছিল। বুকে চুলের রেখা ছিল। তাঁর ঘর্ম ম্যোতির ন্যায় ঝলমল করত। তিনি ঝুঁকে হাঁটতেন, যেন উচ্চভূমি থেকে নামছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) খুব বেশি লম্বা ছিলেন না; বরং মাঝারি গড়নের চেয়ে কিছু উঁচু ছিলেন। যখন অন্য লোকদের সাথে চলতেন, তখন তাদের চেয়ে উঁচু দৃষ্টিগোচর

হতেন। তিনি শুভ্র ছিলেন। মাথা বড় ছিল। উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ও হাসি মুখ ছিলেন। পলক লম্বা ছিল। হাতের তালু ও পা মাংসল ছিল। চলার সময় দৃঢ় পদক্ষেপে চলতেন, যেন নীচে নামছেন। মুখমণ্ডলে ঘর্ম মোতির ন্যায় ঝলমল করত। আমি তাঁর মত না তাঁর পূর্বে কাউকে দেখেছি, না তাঁর পরে।

মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রং উজ্জ্বল ছিল। ঘর্ম মোতির মত ঝলমল করত। তিনি যখন চলতেন, ঝুঁকে চলতেন।

বাযযার ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) সর্বাধিক সুন্দর ছিলেন। গড়ন মাঝারি ছিল। উভয় কাঁধের মাঝখানে ব্যবধান ছিল। কপোল সমতল ছিল। কেশ খুব কাল, চক্ষু কাজল এবং পলক দীর্ঘ ছিল। চলার সময় পূর্ণ পা রাখতেন। পায়ে গর্ত ছিল না। কাঁধ থেকে চাদর সরালে পিঠ মনে হত রুপায় গড়া। হাসলে দাঁত মোতির ন্যায় মনে হত। আমি তাঁর পূর্বে এবং তাঁর পরে তাঁর মত আর কাউকে দেখিনি।

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি এমন কোন রেশম ও কিংখাব স্পর্শ করিনি, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতের তালু অপেক্ষা অধিক কোমল। আমি এমন কোন মেশক ও আম্বরের ঘ্রাণ নেই নি, যার সুগন্ধি হুযূর (সাঃ)-এর শরীরের সুগন্ধি অপেক্ষা অধিক হৃদয়গ্রাহী।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার গালে হাত বুলিয়েছেন। আমি তাঁর পবিত্র হাতের শীতলতা অনুভব করেছি। আর মনে হয়েছে যেন কোন আতর বিক্রেতার বাক্স থেকে সুগন্ধি আসছে।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে এয়াযিদ ইবনে আসওয়াদ বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার হাতে আপন পবিত্র হাত দিয়েছেন। তাঁর হাত বরফের চেয়ে ঠাণ্ডা এবং মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত ছিল।

তিবরানী মুস্তাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তার পিতা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে যান এবং তাঁর পবিত্র হাত আপন হাতে নেন। তিনি অনুভব করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত রেশম অপেক্ষা অধিক কোমল এবং বরফের চেয়ে বেশি ঠান্ডা ছিল।

আহমদের রেওয়ায়েতে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেনঃ আমি মক্কায় একবার অসুস্থ হয়ে পড়লাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দেখতে এলেন এবং আমার কপালে হাত রাখলেন। এছাড়া আমার মুখমণ্ডল, বুক ও পেটেও হাত বুলালেন। আমি আজ পর্যন্ত আমার কলিজায় পবিত্র হাতের শীতলতা অনুভব করি।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মোবারক মুখমণ্ডল লালিমা মিশ্রিত শুভ্র ছিল। অঙ্গুলিসমূহ মাংসল ছিল। তিনি না বেশি লম্বা ছিলেন, না বেঁটে। কেশ সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না, সম্পূর্ণ কুঞ্চিত ছিল না। তিনি যখন হাঁটতেন, তখন পিছনে মানুষ লাফিয়ে চলত। সত্য এই যে, তাঁর মত কাউকে দেখা যায়নি।

আবূ মূসা মুদায়নী আমদ ইবনে আবদ হাযরামী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে দেখেছি। কিন্তু তাঁর মত না তাঁর আগে, না পরে কাউকে দেখেছি।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পদযুগল সকল মানুষের মধ্যে সুন্দরতম ছিল।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমণ্ডল শুভ্র লালিমা মিশ্রিত ছিল। তাঁর চক্ষু কাল ছিল। বুকে চুলের সরু রেখা ছিল। নাক পাতলা ও স্ফীত ছিল। গাল সমতল ছিল। দাড়ি ঘন ছিল। মাথার কেশ কানের লতি স্পর্শ করত। ঘাড় রূপার সোরাহীর মত ছিল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত চুলের রেখা ছিল। এছাড়া পেট ও বুকে চুল ছিল না। তাঁর ঘাম মুখমণ্ডলে মোতির ন্যায় ঝলমল করত। তাঁর ঘামের গন্ধ মেশকের চেয়েও বেশি সুবাসিত ছিল।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) আমাকে এয়ামন প্রেরণ করেন। একদিন আমি জনতার উদ্দেশ্যে যখন খোতবা দিচ্ছিলাম, তখন এক ইহুদী আলেম হাতে কিতাব নিয়ে দণ্ডায়মান ছিল। সে কিতাব দেখে যাচ্ছিল। সে আমাকে বললঃ আবুল কাসেম (সাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করুন। আমি বর্ণনা করলাম যে, তিনি না বেশি লম্বা, না বেঁটে। তাঁর চুল না সম্পূর্ণ কোঁকড়া, না সম্পূর্ণ সোজা। তবে হাল্কা কুঞ্চিত ও কাল। মাথা বড়। রং লালিমা মিশ্রিত সাদা। গ্রন্থি বড় বড়। হাতের তালু ও পা মাংসল। বুকে চুলের হালকা রেখা আছে। পলক লম্বা। ভুরু মিলিত এবং ললাট প্রশস্ত। উভয় কাঁধের মাঝখানে দূরত্ব আছে। যখন হাঁটেন, তখন মনে হয় যেন নিচে অবতরণ করছেন। আমি তাঁর মত তার আগেও দেখিনি এবং পরেও দেখিনি।

ইহুদী আলেম বললঃ তাঁর চোখে লাল ডোরা আছে। দাড়ি সুন্দর। মুখ সুন্দর। তিনি যখন মনোযোগ দেন, তখন পূর্ণ শরীর দিয়ে মনোযোগী হন। আর যখন ঘুরেন, পূর্ণ শরীরে ঘুরেন। আমি বললামঃ হাঁ, এগুলোও তাঁর গুণাবলী। এরপর ইহুদী আলেম বললঃ আরও একটি বিষয় আছে। আমি বললামঃ কি? সে বললঃ তাঁর মধ্যে ঝুঁকে চলা আছে। আমি বললামঃ এ কথা তো আমি আগেই বলেছি যে, তিনি যখন হাঁটেন, তখন মনে হয় যেন নিচে অবতরণ করছেন। ইহুদী আলেম

বললঃ এ গুণটি আমি আমার বাপদাদার কিতাবে পেয়েছি। কিতাবে আরও উল্লেখিত আছে যে, তিনি আল্লাহর হেরেমে, শান্তির আবাসস্থলে এবং আপন গৃহ থেকে নবুওত লাভ করবেন। এরপর সেই হেরেমের দিকে হিজরত করবেন, যাকে তিনি নিজে হেরেম সাব্যস্ত করবেন। তাঁর সম্মানও আল্লাহর হেরেমের অনুরূপ হবে। তাঁর মদদগার ও আনছার, যাদের কাছে তিনি হিজরত করবেন, তাঁরা আমর ইবনে আমেরের বংশধর হবেন। তাঁরা খর্জুর বাগানের মালিক হবেন। তাদের পূর্বে এই ভূ-ভাগ ইহুদীদের করতলগত থাকবে। হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ আসলে তাই। ইহুদী আলেম বললঃ তা হলে আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি নবী এবং সমগ্র মানব জাতির জন্যে আল্লাহর রসূল।

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে এসে বললঃ আপনার চাচাত ভাইয়ের গুণাবলী বর্ণনা করুন। হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ মোহাম্মদ (সাঃ) না খুব লম্বা ছিলেন, না বেঁটে। তিনি মাঝারি গড়ন থেকে কিছু বেশি ছিলেন। রং ছিল লালিমা মিশ্রিত সাদা। চুল কোঁকড়া ছিল; কিন্তু সম্পূর্ণ কুঞ্চিত ছিল না। মাথার চুল কানের লতি পর্যন্ত ছিল। ললাট প্রশস্ত ছিল। গাল সুস্পষ্ট ছিল। চক্ষু কাল এবং ভূরু মিলিত ছিল। পলক দীর্ঘ এবং নাক উঁচু ছিল। বুকে চুলের সরু রেখা ছিল। দাঁত চমকদার ছিল। দাড়ি ঘন ছিল। গ্রীবা রূপার সোরাহীর মত ছিল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত কিছু চুল ছিল; যেন কাল মেশকের ডোরা। শরীরে ও বুকে এছাড়া কোন চুল ছিল না। হাতের তালুতে পূর্ণিমার চাঁদের মত বৃত্ত ছিল। নূরের হরফে দু'ছত্র লেখা ছিল। উপরের ছত্রে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এবং নিচের ছত্রে মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ লিখিত ছিল।

ইবনে আসাকির হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওফাতের পর বায়তুল-মোকাদ্দাসের জনৈক ইহুদী আলেম হযরত আলি (রাঃ)-এর কাছে এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুণাবলী বর্ণনা করতে বলল। হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) না বেশী লম্বা ছিলেন, না বেঁটে; বরং গড়ন মাঝারি ছিল। রং শুভ্র লালিমা মিশ্রিত ছিল। কোঁকড়া চুল কানের লতি পর্যন্ত দীর্ঘ ছিল। বক্ষ প্রশস্ত এবং গাল সমতল ছিল। ভূরু মিলিত এবং চক্ষু কাল ছিল। পলক লম্বা এবং নাক পাতলা ছিল। বুকের উপর চুলের একটি সরু রেখা ছিল। দাঁতের মধ্যে ফাঁক ছিল এবং দাড়ি ঘন ছিল। গ্রীবা রূপার সোরাহীর মত। মুখমণ্ডলে ঘামের ফোঁটা মোতির মত ঝলমল করত। হাতের তালু ও পা মাংসল ছিল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত ডোরার মত চুলের একটি রেখা ছিল। এছাড়া পেটে ও পিঠে কোন চুল ছিল না। শরীর থেকে মেশকের মত সুগন্ধি বের হত। লোকজনের মধ্যে দণ্ডায়মান হলে সকলের চেয়ে উঁচু মনে হতেন। হাঁটার সময়

মনে হত যেন কোন প্রস্তর খণ্ড থেকে অবতরণ করছেন। কারও প্রতি মনোযোগ দিলে পূর্ণ শরীরসহ মনোযোগ দিতেন। চলার সময় মনে হত যেন নিচে নামছেন।

এসব কথা শুনে ইহুদী আলেম বললঃ আমি তওরাতে তাই পেয়েছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির মুকাতিল ইবনে হাইয়ান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ওহী পাঠালেন- হে ঈসা! আমার আদেশ পালনে রত থাক। শুন এবং আনুগত্য কর। হে পূত, পবিত্র ও পরহেযগার মহিলার পুত্র, আমি তোমাকে পিতা ছাড়া সৃষ্টি করে সমগ্র বিশ্বের জন্যে নিদর্শন করেছি। আমারই এবাদত কর এবং আমারই উপর ভরসা কর। আমি আল্লাহ, চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠিত। নবী উম্মী আরবীকে সত্য বলে বিশ্বাস কর, যিনি উটওয়ালা ও শিরস্ত্রাণওয়ালা এবং যিনি মুকুটধারী, জুতা ওয়ালা এবং লাঠিওয়ালা। তাঁর মাথার কেশ কোঁকড়া, ললাট প্রশস্ত, ভূরু মিলিত, আয়তলোচন, পলক দীর্ঘ, চক্ষু কাল, নাক উঁচু, গাল সমতল এবং দাড়ি ঘন। মুখমণ্ডলে ঘাম মোতির মত ঝলমল করে। শরীর থেকে মেশকের সুগন্ধি আসে। গ্রীবা রূপার সোরাহীর মত। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত ডোরার মত চুলের একটি রেখা আছে। এছাড়া বুকে ও পেটে কোন চুল নেই। হাতের তালু ও পা মাংসল। মানুষের সাথে আগমন করলে তিনি তাদের চেয়ে উঁচু মনে হন। হাঁটার সময় মনে হয় যেন উচ্চভূমি থেকে নিম্নভূমিতে অবতরণ করছেন। তিনি সামান্য দ্রুত গতিতে চলেন।

ইবনে সা'দ, তিরমিযী (শামায়েল), বায়হাকী, তিবরানী, আবু নয়ীম, ইবনে সাকান, ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত হাসান (রাঃ) বলেনঃ আমি আমার মামা হিনদ ইবনে আবীহালাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দেহাবয়ব সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি হুযূর (সাঃ)-এর দেহাবয়ব অধিক পরিমাণে ও সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করতেন। আমার প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) আপন সত্তার দিক দিয়েও মহান ছিলেন এবং অপরের দৃষ্টিতেও অত্যন্ত মর্যাদাবান ছিলেন। তাঁর মোবারক মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করত। তাঁর গড়ন সম্পূর্ণ মাঝারি গড়নের চেয়ে কিছুটা দীর্ঘ ছিল। কিন্তু বেশি লম্বা গড়নের চেয়ে খাটো ছিলেন। মাথা সমতার পর্যায়ে বড় ছিল। কেশ যৎকিঞ্চিৎ কুঞ্চিত ছিল। মাথার কেশে আপনা আপনি সিঁথি হয়ে গেলে তিনি সিঁথি করতেন না। নতুবা সিঁথি করতেন। চুল কানের লতি পার হয়ে যেত। তাঁর রঙ অত্যন্ত চমকদার ছিল এবং ললাট প্রশস্ত। তাঁর ভূরু কুঞ্চিত, পাতলা ও ঘন ছিল। কিন্তু উভয় ভূরু মিলিত ছিল না। উভয়ের মাঝখানে একটি শিরা ছিল, যা ক্রোধের সময় স্ফীত হয়ে উঠত। তাঁর নাক কিছুটা উঁচু ছিল। দর্শক তাঁকে উন্নত নাসিকা বিশিষ্ট বলে মনে করত। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে মনে হত যে, সুন্দরতা ও চাকচিক্যের কারণে উঁচু মনে হয়। নতুবা আসলে বেশি উঁচু নয়।

দাড়ি মন, চক্ষু, কাল, গাল সমতল, মুখ প্রশস্ত এবং দাঁত চিকন ও উইল ছিল। সম্মুখের দাঁতগুলোতে ফাঁক ছিল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত চুলের একটি রেখা ছিল। গ্রীবা রূপার মত স্বচ্ছ কোন মূর্তির গ্রীবার মত ছিল। তাঁর সমস্ত অঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ ও মাংসল ছিল। দেহ বলিষ্ঠ ছিল এবং পেট ও বুক সমতল ছিল। নাভি ও বুকের মাঝখানে একটি রেখার মত চুলের ডোরা ছিল। এছাড়া বক্ষদেশ চুলমুক্ত ছিল। তবে উভয় বাহু, কাঁধ এবং বুকের উপরি অংশে চুল ছিল। তাঁর কবজি লম্বা এবং হাতের তালু প্রশস্ত ছিল। হাতের তালু ও পা মাংসপূর্ণ ছিল। হাত-পায়ের অঙ্গুলি লম্বা ছিল। পায়ের তলা গভীর এবং পা সমতল ছিল। তাতে পানি থেমে থাকত না; সাথে সাথে গড়িয়ে পড়ত। চলার সময় জোরেসোরে পা তুলতেন এবং সামনের দিকে ঝুঁকে চলতেন। পা আস্তে মাটিতে রাখতেন। তিনি দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিঁলেন। চলার সময় মনে হত যেন নিম্নভূমিতে অবতরণ করছেন। কোন দিকে মনোযোগ দিলে পূর্ণ শরীর ঘুরিয়ে মনোযোগ দিতেন। দৃষ্টি নত থাকত। দৃষ্টি আকাশের তুলনায় মাটির দিকে বেশি থাকত। সাধারণতঃ চোখের কোণ দিয়ে দৃষ্টিপাত করতেন। পথ চলার সময় সাহাবায়ে-কেরামকে অগ্রে দিতেন। কারও সাথে সাক্ষাৎ করলে আগে সালাম করতেন।

আমি বললামঃ এবার তাঁর কথাবার্তা সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেনঃ হুযূর (সাঃ) অধিকাংশ সময় চিন্তাযুক্ত ও ভাবনায় লিপ্ত থাকতেন। প্রায়ই চুপ থাকতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। কথাবার্তার সূচনা ও সমাপ্তি ঠোঁটের কিনারায় করতেন। সারগর্ভ বাক্যাবলী সহযোগে কথাবার্তা বলতেন। কথাবার্তায় কোন বাড়তি শব্দ থাকত না এবং কমও থাকত না। তিনি প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন- কঠোর ছিলেন না। এতটুকু নেয়ামতকেও বিরাট মনে করতেন। কোন বস্তুর দোষ বলতেন না। কোন খাদ্যবস্তুকেই অপছন্দ করতেন না এবং তারীফও করতেন না। ন্যায়-অন্যায়ের কোন ব্যাপার ঘটলে ন্যায় জয়যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর মানসিক অস্বস্তি দূর হত না। নিজের কোন ব্যাপারেই কখনও নারাজ হতেন না। ইশারা করলে পূর্ণ হাতের তালু দিয়ে ইশারা করতেন। বিস্ময় প্রকাশ করলে হাত উল্টিয়ে নিতেন। কথা বলার সময় ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি বাম হাতের তালুতে রাখতেন। অসন্তুষ্ট হলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন এবং মন সংকুচিত হয়ে যেত। আনন্দিত হলে দৃষ্টি ঝুঁকিয়ে নিতেন। তাঁর হাসি ছিল মুচকি হাসি। মুচকি হাসির সময় দাঁত শিলার মত ঝলমল করত।

মোবারক নামসমূহ

কোন কোন আলেম বলেনঃ নবী করীম (সাঃ)-এর এক হাজার নাম আছে। কিছু কোরআনে বর্ণিত আছে এবং কিছু প্রাচীন কিতাবাদিতে পাওয়া যায়।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— আমার অনেক নাম। আমি মোহাম্মদ। আমি

আহমদ এবং আমি মাহী; অর্থাৎ কুফর বিলোপকারী। আমি হাশের; অর্থাৎ আমার পায়ের নিচে হাশরের ময়দান কায়েম হবে। আমি আকীব। আমার পরে কোন নবী আগমন করবে না।

আহমদ, তায়ালেমী, ইবনে সা'দ-হাকেম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রাঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি- আমি মোহাম্মদ আমি আহমদ। আমি হাশের। আমি মাহী। আমি হাতেম এবং আমি আকীব।

তিবরাণী ও আবূ নয়ীম জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন ঃ আমি মোহাম্মদ। আমি আহমদ। আমি হাশের এবং আমি মাহী।

আহমদ ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের একাধিক নাম আমাদেরকে বলেছেন। তন্মধ্যে কিছু আমাদের মনে আছে এবং কিছু ভুলে গেছি। তিনি বলেছেন- আমি মোহাম্মদ। আমি আহমদ। আমি হাশের। আমি নবীয়ে তওবা, নবীয়ে মালহামা এবং নবীয়ে-রহমত।

আহমদ, ইবনে আবী শায়বা ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বর্ণনা করেন- মদীনার কোন রাস্তায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে আমার দেখা হলে তিনি বললেনঃ আমি মোহাম্মদ! আমি আহমদ। আমি নবীয়ে-রহমত। আমি নবীয়ে তওবা। আমি হাশের। আমি নবীয়ে মালাহেম; অর্থাৎ ন্যায়ের খাতিরে আমাকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আবূ নয়ীম, ইবনে মরদুওয়াইহি ও দায়লমী হযরত আবূ তোফায়ল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমার পরওয়ারদেগারের কাছে আমার নাম দশটি- মোহাম্মদ, আহমদ, ফাতেহ, হাতেম, আবুল কাসেম, হাশের, আকেব, মাহী, ইয়াসীন ও তোয়াহা।

ইবনে মুজাহিদ রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি মোহাম্মদ এবং আমি আহমদ। আমি রসূলে-রহমত। আমি রসূলে-মালহামা। আমি হাশের। আমি জেহাদের জন্যে প্রেরিত হয়েছি- চাষাবাদের জন্যে নয়।

ইবনে আদী ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ কোরআনে আমার নাম মোহাম্মদ, ইনজীলে আহমদ এবং তওরাতে আহইয়াদ। কারণ, আমি আমার উম্মতকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করব।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, প্রাচীন কিতাবসমূহে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এসব নাম রয়েছে- আহমদ, মোহাম্মদ, মাহী, মুককী, নবীয়ে-মালাহেম, আহমতায়া,কারকলীতা, ও মামযায।

ইবনে ফারেস হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তওরাতে নবী করীম (সাঃ)-এর নাম এভাবে– আহমদ, মুচকি হাস্যকারী, যোদ্ধা, উষ্ট্রারোহী, পাগড়ি পরিধানকারী, স্কন্ধে তলোয়ারবাহী।

আমি বলিঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নামাবলীর ব্যাখ্যায় আমি একটি কিতাব রচনা করেছি। যার মধ্যে কোরআন, হাদীস ও প্রাচীন কিতাবসমূহ থেকে তিনশ' চল্লিশটি নাম সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কতক নাম আল্লাহ তায়ালার নাম।

কাযী আয়ায বলেনঃ নবী করীম (সাঃ)-এর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহ তায়ালা আপন নামাবলীর মধ্য থেকে প্রায় ত্রিশটি নাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরও নাম বলেছেন। সেগুলো এইঃ

আকরাম, আমীন, আওয়াল, আখের, বশীর, জাব্বার, হক, খবীর, যুল কুওয়াহ, রঊফ, রহীম, শহীদ, শাকূর, ছাদেক, আযীম, আফূ, আলেম, আযীয, ফাতেহ, করীম, মুবীন, মুমিন, মোহায়মেন, মুকাদ্দাস, মওলা, ওলী, নূর, হাদী, তোয়াহা, ইয়াসীন।

আমি বলিঃ আমাদের সামনে আরও কিছু নাম এসেছে, সেগুলো এইঃ আহাদ, আছদাক, আহসান, আছওয়াদ, আ'লা, আমের, নাহী, বাতেন, বার, বোরহান, হাশের, হাফেয, হাফীয, হাসীব, হাকীম, হালীম, হাইউ, খলীফা, দায়ী, রাফে' রফীউদ্দারাজাত, সালাম, সাইয়্যিদ, শাকের, ছাবের, ছাহেব, তাইয়্যেব, তাহের, আদল, আলী, গালেব, গফূর, গনী, কায়েস, করীব, মাজেদ, মু'তী, নাসেখ, নাশের, ওয়াফা, হামীম ও নূন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাম আল্লাহতায়ালার নাম থেকে উদ্ভূত

হযরত হাসসান ইবনে ছাবেত (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পরিচিতি দান প্রসঙ্গে বলেনঃ

তিনি উজ্জ্বলমুখ, মোহরে-নবুয়তের বাহক। আল্লাহর নূর তাঁর উপর ঝলমল করছে। আল্লাহতায়ালা পাঞ্জেগানা আযানে তাঁর সম্মানিত নামকে নিজের নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছেন। তাঁর নাম নিজের নাম থেকে উদ্ভূত করেছেন। সে মতে আল্লাহ তায়ালার নাম মাহমূদ এবং তিনি মোহাম্মদ।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না থেকে এবং তিনি আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জাদআন থেকে বর্ণনা করেন যে, সমাবেশের মধ্যে উপরোক্ত কবিতা পাঠ করা হয় এবং একে আরবের উৎকৃষ্টতম কবিতা সাব্যস্ত করা হয়।

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) জন্মগ্রহণ করলেন, তখন আবদুল মোত্তালিব একটি ভেড়া যবেহ করে তাঁর আকীকা করলেন। অভ্যাগতদের একজন প্রশ্ন করলঃ হে আবুল হারেছ! আপনি এই শিশুর নাম মোহাম্মদ রাখলেন কেন? কোন পারিবারিক নাম রাখলেন না কেন? আবদুল মোত্তালিব বললেনঃ আমি চাই যে, আকাশে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রশংসা করুন এবং পৃথিবীতেও মানুষের কাছে সে প্রশংসিত হোক।

মাতুলালয়ে প্রকাশিত মোজেযা

ইবনে সা'দ ইবনে আব্বাস, যুহরী ও আছেম ইবনে আমর ইবনে কাতাদাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স যখন ছয় বছর, তখন তাঁর জননী তাকে নিয়ে মদীনায় বনী আদী ইবনে নাজ্জারে গেলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচারিকা উম্মে আয়মানও ছিলেন। আমেনা শিশু নবীজীকে (সাঃ) নিয়ে নাবেগার গৃহে পৌঁছেন এবং সেখানে এক মাস অবস্থান করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই সময়কার অনেক কথা মনে রেখেছিলেন। তিনি এই গৃহের দিকে তাকিয়ে বলতেনঃ আমার মা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন। আমি বনী আদীর ক্ষুদ্র জলাশয়টিতে সাঁতার কাটতাম। ইহুদীরা তখন তাঁর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাত। উম্মে আয়মান বলেনঃ আমি এক ইহুদীকে বলতে শুনলামঃ ইনি এই উম্মতের নবী এবং এটা তাঁর হিজরতভূমি। আমি এ কথাটি স্মৃতির মণিকোঠায় সংরক্ষিত রেখেছিলাম। এরপর তাঁর জননী তাঁকে নিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে জননী ইন্তেকাল করেন।

আবূ নয়ীম ও ওয়াকেদীর ওস্তাদগণ থেকে এমনিভাবে রেওয়ায়েত করেন। কিন্তু তাঁর রেওয়ায়েতে এই বিষয়বস্তুর উপর অধিক জোর দেয়া হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি এক ইহুদীকে আমার দিকে গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করতে দেখলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলঃ তোমার নাম কি? আমি বললামঃ আহমদ। এরপর সে আমার পিঠের দিকে দেখে বললঃ সে এই উম্মতের নবী। এরপর আমি মামার কাছে যেয়ে এ কথা বললাম। তিনি আমার জননীকে বললেন। তিনি আমার সম্পর্কে ভীত হলেন এবং আমরা মদীনা থেকে ফিরে এলাম। উম্মে আয়মান বর্ণনা করতেন— একদিন মদীনায় বেশ বেলা হলে দু' ইহুদী আমার কাছে এল এবং বললঃ আহমদকে একটু বাইরে আন। আমি বাইরে আনলে ওরা কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর একজন বললঃ সে এই উম্মতের নবী এবং এই শহর তাঁর দারুল-হিজরত। এখানে অনেক হত্যাকাণ্ড হবে এবং মানুষ বন্দী হবে। উম্মে আয়মান বলেনঃ আমি এসব কথা আমার স্মৃতিতে সযত্নে সংরক্ষিত রেখেছি।

জননীর মৃত্যুর সময় প্রকাশিত মোজেযা

আবূ নয়ীম যুহরী থেকে, তিনি উম্মে সুমাইয়া বিনতে জারহুম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তাঁর জননী বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জননী হযরত আমেনার অন্তিম রোগশয্যায় উপস্থিত ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন পাঁচ-ছয় বছরের বালক ছিলেন এবং জননীর শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। হযরত আমেনা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ প্রিয় বৎস! আল্লাহ তোমাকে বরকতময় করুন।

হে মৃত্যুপথযাত্রী মায়ের পুত্র! আল্লাহর নেয়ামতরাজির বদৌলতে লটারীর সময় একশ' উটের বিনিময়ে তোমার পিতা বেঁচে যান। আমার স্বপ্ন সত্য হলে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে মানবজাতির প্রতি প্রেরিত হবে। তুমি হেরেম ও হেরেমের বাইরে নিরাপত্তা সহকারে আবির্ভূত হবে। তুমি সেই দ্বীন নিয়ে প্রেরিত হবে, যা তোমার পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। কেননা, আল্লাহ তোমাকে প্রতিমার পূজা থেকে বিরত রেখেছেন।

এরপর বললেনঃ প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। প্রতিটি নতুন বস্তু পুরাতন হবে। প্রত্যেক বৃদ্ধ ধ্বংসশীল। আমিও মরে যাব। আমার স্মৃতি থেকে যাবে যে, আমি একটি কল্যাণ ছেড়ে গেছি এবং একটি পবিত্র সত্তাকে জন্ম দিয়েছি। এরপর আমেনার ইন্তেকাল হয়ে গেলে আমরা জিনদের এই শোকগাঁথা শুনে এবং তা মনে রেখেছি–

ঃ আমরা ক্রন্দন করছি যুবতী, সৎকর্মপরায়ণতা , সুন্দরী সতী আমেনার জন্যে।

আবদুল্লাহর পত্নী, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জননী, ধীরস্থির, মদীনায় মিম্বরের অধিপতি এখন নিজের কবরে সমাহিত।

মক্কাবাসীদের বৃষ্টির জন্যে দোয়া

ইবনে সা'দ ইবনে আবিদ্দুনিয়া, বায়হাকী, তিবরানী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির মাখরামা ইবনে নওফেল থেকে, তিনি তাঁর জননী রুকায়কা বিনতে ছফী (আবদুল মুত্তালিবের যমজ ভগিনী) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ কোরায়শরা কয়েক বছর ধরে অনাবৃষ্টিতে পীড়িত ছিল। ফলে দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে মানুষ জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ে এবং হাড্ডি পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। একদিন আমি নিদ্রিত অবস্থায় উচ্চস্বরে একটি গায়েবী আওয়াজ শুনলাম- হে কোরায়শ সম্প্রদায়! যে নবী তোমাদের মধ্য থেকে প্রেরিত হবেন, তাঁর আবির্ভাবের সময় সন্নিকটে। এখন তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন। তোমরা জীবন ও সজীবতার দিকে এগিয়ে এস এবং নিজেদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে তালাশ কর, যে সৎবংশোদ্ভূত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী, কোমল ত্বক ও শুভ্র বর্ণ, পলক ঘন, গাল সমতল, উঁচু নাকবিশিষ্ট, সে

নিজের গৌরব নিজে গোপন করে, সে একটি আদর্শ জীবন পদ্ধতির দিকে মানুষকে আহব্যান করে। সে, তাঁর পুত্র ও পৌত্র এবং প্রত্যেক গোত্র থেকে বাছাই করা ব্যক্তিবর্গ সমবেত হয়ে নিজেদের উপর পানি ঢেলে দিবে, সুগন্ধি মাখবে, রোকন চুম্বন করবে এবং বায়তুল্লাহর মাতাফ তওয়াফ করবে। এরপর আবূ কুবায়স পাহাড়ে আরোহণ করবে। উপরোক্ত ব্যক্তি যেন কওমের সরদার হয়। এরপর অজস্র ধারায় বৃষ্টিপাত হবে। রুকায়কা বলেনঃ এই স্বপ্ন দেখে আমি ভীত বিহ্বল ও কম্পমান হয়ে উঠে বসলাম। আমি আমার স্বপ্ন শুনালাম এবং মক্কার এক একটি গিরিপথে দন্ডায়মান হলাম। সকলেই আমাকে 'শাবিয়াতুল-হামদ' বলে আমার দিকে ধাবিত হল। প্রত্যেক গোত্র থেকে এক ব্যক্তি এসে গেল। তাঁরা সকলেই নিজেদের উপর পানি ঢালল, সুগন্ধি মাখল, রোকন চুম্বন করল এবং বায়তুল্লাহর তওয়াফ করল। অতঃপর আবূ কুরায়স পাহাড়ে আরোহণ করে পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেল। এরপর আবদুল মোত্তালিব দোয়ার জন্যে দণ্ডায়মান হলেন। তাঁর সঙ্গে রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও ছিলেন। তিনি তখন কিশোর বয়সী ছিলেন। আবদুল মোত্তালিব দোয়া করলেনঃ

হে আল্লাহ! ক্ষুধা মিটিয়ে দাও। কষ্ট দূর কর। তুমি বিজ্ঞ, তোমার কাছেই প্রার্থনা। তোমার এই দাস ও দাসীরা তোমার হেরেমে সমবেত হয়েছে তোমার সামনে অনাবৃষ্টির অভিযোগ করার জন্যে। এতে জন্তু পশুপাল গৃহ পর্যন্ত খতম হয়ে গেছে। হে আলাহ! খুব বৃষ্টি বর্ষণ কর।

তাঁদের সে স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেল। প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে নালা ভরে গেল। তখন দু'জন কোরায়শ সরদার আবদুল মোত্তালিবকে মোবারকবাদ জানালেন।

এ ঘটনা সম্পর্কে রুকায়কা বললেনঃ যখন জীবন অচল হয়ে গেল এবং বৃষ্টির চিহ্নমাত্র রইল না, তখন 'শাবিয়াতুল-হামদের' দোয়ায় আল্লাহ পানি নাযিল করলেন। এতো বৃষ্টি বর্ষিত হল যে, সকল গর্ত ভরে গেল এবং জন্তু-জানোয়ার ও বৃক্ষ সবুজ ও সতেজ হয়ে গেল।

সকল কাজে সাফল্য

বোখারী (স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে) ইবনে সা'দ আবু ইয়ালা, তিবরানী, ইবনে আদী, হাকেম, বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও ইবনে মানদাহ কুযায়র ইবনে সায়ীদ ইবনে আবীহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তাঁর পিতা বর্ণনা করেন- আমি একবার জাহেলিয়াত যুগে হজ্ব করতে গেলাম। আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, সে বায়তুল্লাহর তওয়াফরত অবস্থায় বলছেঃ

মোহাম্মদ! আমার উট নিয়ে এসে যাও। হে খোদা! মোহাম্মদকে ফিরিয়ে আন এবং আমার প্রতি রহম কর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, লোকটি কে? লোকেরা

বললঃ সে আবদুল মোত্তালিব। তিনি আপন পৌত্রকে উটের অন্বেষণে প্রেরণ করেছেন। তিনি পৌত্রকে যে কাজেই পাঠান, পৌত্র তাতে সফলকাম হয়। কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল যে, নবী করীম (সাঃ) উট নিয়ে এসে গেছেন।

বায়হাকী ও ইবনে আদী বাহস ইবনে হাকীম থেকে, তিনি আপন পিতা থেকে এবং তিনি আপন দাদা মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মূর্খতা যুগে তিনি ওমরা করার উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, তওয়াফ করছে আর বলে যাচ্ছেঃ মোহাম্মদ! আমার উট নিয়ে চলে এস। হে খোদা! মোহাম্মদকে ফিরিয়ে আন এবং আমার প্রতি রহম কর। আমি বললামঃ লোকটি কে? লোকেরা বললঃ কোরায়শ সরদার আবদুল মোত্তালিব। তাঁর অনেক উট। কিছু উট হারিয়ে গেলেই তিনি পুত্রদেরকে তালাশ করতে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা উট তালাশ করে না পেলে তিনি পৌত্রকে উট খুঁজে আনতে পাঠিয়েছেন, যা খুঁজে আনতে পুত্ররা ব্যর্থ হয়েছে। অনেকক্ষণ হয় পৌত্র খোঁজ করতে গেছে। আমি সেখানে থাকতে থাকতেই হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) উট নিয়ে এসে গেলেন।

আবদুল মোত্তালিব নবী করীম (সাঃ)-এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মা'বাদ থেকে এবং তিনি তাঁর পরিবারের একজন থেকে বর্ণনা করেন যে, আবদুল মোত্তালিবের জন্যে কা'বা গৃহের ছায়ায় ফরশ বিছানো হত। তিনি এর উপর বসতেন। তাঁর পুত্রদের মধ্যে কেউ সম্মানের খাতিরে তাঁর আসনে বসত না। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে সোজা দাদার আসনে বসে যেতেন। চাচারা তাঁকে সেখান থেকে সরাতে চাইলে দাদা বলতেনঃ আমার বাছাকে থাকতে দাও। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিঠে হাত বুলাতেন এবং বলতেনঃ আমার এই বাছাধনের বিরাট মর্যাদা হবে। আবদুল মোত্তালিবের যখন ওফাত হয়, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আট বছরের ছিলেন। আবদুল মোত্তালিব তাঁর সম্পর্কে আবু তালেবকে ওছিয়ত করে যান।

আবূ নয়ীম আতা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এমনিভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। তবে তিনি নিম্নোক্ত কথাগুলোও সংযোজন করেছেন-

'আমার বাছাকে এই ফরশে বসতে দাও। সে তাঁর গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন। আমি আশা করি সে এমন গৌরব অর্জন করবে, যা কোন আরব তাঁর পূর্বেও অর্জন করেনি এবং পরেও অর্জন করবে না।

ইবনে সা'দ, ইবনে আসাকির ও যুহরী মুজাহিদ ও নাফে ইবনে জুবায়র থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) দাদার বিছানায় বসে যেতেন। তাঁর চাচা

তাকে সরাতে চাইলে দাদা বলতেনঃ আমার বাছাকে থাকতে দাও। সে তে. ফেরেশতা তুল্য। বনী মুদাল্লাজের কিছু লোক আবদুল মোত্তালিবকে বললঃ এই শিশুর হেফাযত করবেন। কেননা তাঁর মত পা আমরা কারও দেখিনি। আবদুল মোত্তালিব উম্মে আয়মানকে বলতেনঃ হে বরকাহ্! এই শিশু থেকে কখনও গাফেল থাকবে না। কেননা, আহ্‌লে- কিতাবের ধারণা সে এই উম্মতের নবী হবে।

আবূ নয়ীম ও ওয়াকেদী থেকে এবং তিনি আপন ওস্তাদগণ থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার আব্দুল মোত্তালিব হাজারে-আসওয়াদের কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর বন্ধু নাজরানের এক পাদ্রী। তিনি আবদুল মোত্তালিবকে বললেন ঃ ইসমাঈলের (আঃ) বংশধরের মধ্যে যে নবী অবশিষ্ট আছেন, আমরা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। এই শহর তাঁর জন্মস্থান এবং তাঁর এই এই গুণ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেখানে আগমন করলে পাদ্রী তাঁকে দেখলেন। তাঁর চক্ষু, পৃষ্ঠ ও পা দেখে তিনি বললেন ঃ এ-ই সেই ব্যক্তি। এই বালক আপনার কি হয়? আবদুল মোত্তালিব বললেনঃ আমার পুত্র। পাদ্রী বললেন ঃ না, তাঁর পিতা জীবিত নেই। আবদুল মোত্তালিব বললেনঃ সে আমার পৌত্র। সে যখন মায়ের পেটে ছিল, তখন তার পিতার ইন্তেকাল হয়। পাদ্রী বললঃ ঠিক। এরপর আবদুল মোত্তালিব পুত্রদেরকে বললেনঃ তোমরা তোমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রকে হেফাযত করবে। শুনলে তো তার সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে?

বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির সাকীর ইবনে যারকা ইবনে সায়ফ ইবনে যী ইয়ামন থেকে, তিনি আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর জন্মের দু'বছর পর সায়ফ ইবনে যী ইয়ামন আবিসিনিয়া জয় করে। তাকে মোবারকবাদ জানানোর জন্য কোরায়শদের একটি প্রতিনিধি দল আগমন করে। তাদের মধ্যে আবদুল মোত্তালিবও ছিলেন। সায়ফ বললঃ হে আবদুল মোত্তালিব! আমি আমার জ্ঞান থেকে তোমাকে একটি গোপন কথা বলছি, যা তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে বলতাম না। আমার বিশ্বাস তুমি এই গোপন কথার যথার্থ আমানতদার প্রমাণিত হবে। তুমি একথাটি সর্বদা গোপন রাখবে আল্লাহর নির্দেশ আসা পর্যন্ত। আমাদের কাছে ঐশী গ্রন্থের যে জ্ঞানভাণ্ডার রয়েছে, তাতে আমি পাই যে, এক মহাকল্যাণ আত্মপ্রকাশ করবে এবং একটি বিরাট ঘটনা সংঘটিত হবে, যার মধ্যে সমগ্র মানবজাতি এবং তোমার গোত্রের জন্যে, বিশেষতঃ তোমার জন্যে বিরাট গৌরব নিহিত আছে।

আবদুল মোত্তালিব প্রশ্ন করলেন ঃ সেটা কি?

যীইয়ামন বললেন ঃ মক্কার ভূখণ্ডে এক শিশু জন্মগ্রহণ করবে, যার উভয় কাঁধের মাঝখানে একটি তিল থাকবে। সে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে ইমাম ও সরদার হবে। এটাই তাঁর জন্মের সময় অথবা সম্ভবতঃ তাঁর জন্ম হয়ে গেছে। তাঁর নাম

হবে মোহাম্মদ। সে পিতৃমাতৃহীন এতিম হবে। তাঁর দাদা ও চাচা তাঁর লালন পালন করবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবুওতের বিকাশ ঘটাবেন। আমাদেরকে করবেন তাঁর সাহায্যকারী। তাঁর বন্ধুরা তাঁর মাধ্যমে ইয্যত ও সম্মান অর্জন করবে এবং তাঁর শত্রুরা লাঞ্ছিত হবে। বন্ধুদের সাহায্যে তিনি দেশ জয় করবেন। তিনি আল্লাহর এবাদত করবেন এবং প্রতিমাসমূহ ভেঙ্গে দিবেন। তাঁর কথা চূড়ান্ত ফয়সালাকারী এবং তাঁর নির্দেশ ন্যায়ভিত্তিক হবে। সৎকাজের আদেশ করবেন এবং তা আনজাম দিবেন। মন্দকে প্রতিহত করবেন এবং খতম করবেন। পর্দাবিশিষ্ট গৃহের কসম, তুমি নিঃসন্দেহে তাঁর দাদা। তুমি এরূপ কোন বিষয় অনুভব করেছ কি?

আবদুল মোত্তালিব বললেনঃ হাঁ জাঁহাপনাহ! আমার এক আদরের পুত্র ছিল। আমি বংশের এক সম্ভ্রান্ত কন্যার সাথে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। তার গর্ভ থেকে এক শিশু জন্মগ্রহণ করেছে। আমি তার নাম রেখেছি মোহাম্মদ। তার পিতামাতা উভয়েই ইন্তেকাল করেছে। আমি এবং তার চাচা তাকে লালন-পালন করি।

সায়ফ বললেন ঃ আমিও তাই বলেছি। এই শিশুর হেফাযত করবেন এবং ইহুদীদের শ্যেন দৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। কারণ, তাঁরা তাঁর শত্রু। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে সফলতা দিবেন না। যদি আমি না জানতাম যে, তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই মৃত্যু আমাকে খতম করে দিবে, তবে আমি আমার সকল পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে মদীনায় পৌঁছে যেতাম। কারণ, তিনি মদীনায় সফলতা লাভ করবেন। সেখানে তাঁর মদদগার থাকবে এবং সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হবে।

আবূ নয়ীম, খারায়েতী ও ইবনে আসাকির ও কলবী থেকে, তিনি আবূ ছালেহ থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এমনিভাবে রেওয়ায়েত করেছেন।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম আবদুল্লাহ ইবনে কা'ব ইবনে মালেক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমার পরিবারের বড়দের মুখ থেকে শুনেছি যে, আবদুল মোত্তালিবের জীবদ্দশায় একবার তাঁরা ওমরার উদ্দেশ্যে গমন করেন। তাদের সঙ্গে তায়মার এক ইহুদীও ছিল। সে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে মক্কা অথবা এয়ামন যাচ্ছিল। সে আবদুল মোত্তালিবকে দেখে বললঃ আমাদের কিতাবে আছে এই ব্যক্তির বংশধর থেকে এক নবী জন্মগ্রহণ করবে। তিনি নিজে এবং তাঁর স্বজাতি আমাদেরকে কওমে-আদের মত ধ্বংস করবে।

ইবনে সা'দ আবূ হাসেম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন এক অতিন্দ্রীয়বাদী মক্কায় আসে। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে আবদুল মোত্তালিবের সঙ্গে দেখে বললঃ হে কোরায়শ পরিবার! এই শিশুকে হত্যা কর। কেননা, সে তোমাদেরকে হত্যা করবে। অতিন্দ্রীয়বাদীর এই সাবধানবাণীর কারণে কোরায়শরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভয় করতে থাকে।

আবূ তালেবের পালনকালে প্রকাশিত মোজেযা

ইবনে সা'দ আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির আতা ইবনে আবী রাবাহ থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেবের সন্তানরা সকালে চোখে ময়লা মালিন্য নিয়ে ঘুম থেকে উঠত। আর রসূলুল্লাহ (সাঃ) পাক ছাফ ও সজীব অবস্থায় গাত্রোত্থান করতেন। আবূ তালেব শিশুদের সামনে খাবারের পাত্র রে ে দিতেন। শিশুরা হুড়াহুড়ি করে তা থেকে খাদ্য গ্রহণ করত। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) হাত গুটিয়ে রাখতেন। তাঁর এই অভ্যাস দেখে আবু তালেব তাঁকে আলাদা খাবার দিতে থাকেন।

ইবনে, সা'দ আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস ও মোজাহিদ প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাড়া আবূ তালেবের পরিবারবর্গ সম্মিলিতভাবে কিংবা একা একা আহার করত, তখন তাদের পেট ভরত না। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) সঙ্গে থাকতেন, তখন সকলের পেট ভরে যেত। সে মতে সকাল কিংবা সন্ধ্যায় খাওয়ার সময় হলে আবূ তালেব বলতেনঃ থাম, আমার বাছাধন আসুক। এরপর তিনি আগমন করতেন এবং তাঁদের সাথে আহার করতেন। তখন সকলে পেট ভরে খেয়েও আহার্য বেঁচে যেত। পক্ষান্তরে তিনি শরীক না হলে সকলে ক্ষুধার্ত থাকত। দুধ হলে চাচা প্রথমে তাঁকে পান করাতেন। এরপর সকলেই এই পিয়ালা থেকে পান করত এবং তৃপ্ত হয়ে যেত। এই অবস্থা দেখে আবূ তালেব বলতেনঃ তুমি খুবই বরকতময়।

আবূ নয়ীম ওয়াকেদী থেকে, তিনি মোহাম্মদ ইবনে হাসান ইবনে ওসামা ইবনে যায়েদ থেকে, তিনি আপন পরিবারবর্গ থেকে এবং তাঁরা উম্মে আয়মান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমি কখনও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ক্ষুধা ও পিপাসার কথা বলতে শুনিনি। তিনি সকাল সকাল যমযমের পানি পান করে নিতেন। আমরা নাশতা দিলে বলতেনঃ আমার পেট ভরা আছে।

ইবনে সা'দ এ রেওয়ায়েতটি অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন, যাতে এ কথাগুলোও সংযোজিত আছে- তিনি ক্ষুধা ও পিপাসার অভিযোগ না শৈশবে করেছেন, না বড় হয়ে।

ইবনে সা'দ ইবনে কিবতিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেবের জন্যে বাতহায় তাকিয়া রাখা হত, যাতে তিনি ঠেস দিয়ে বসতেন। এটা ভাঁজ করা ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে সেটা খুলে তাঁর উপর শুয়ে পড়লেন। আবূ তালেব এসে বললেনঃ আমার ভাতিজা বেশ আরাম পাচ্ছে। ইবনে সা'দ আমর ইবনে সায়ীদ থেকেও এমনিভাবে রেওয়ায়েত করেছেন।

তিবরানী আম্মার থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেব মক্কাবাসীদের জন্যে ভোজের আয়োজন করতেন। নবী করীম (সাঃ) সেখানে এলে ততক্ষণ উপবেশন করতেন না, যতক্ষণ নিচে কোন কিছু বিছিয়ে না দেয়া হত। আবূ তালেব বলতেনঃ আমার ভাতিজা খুবই সুরুচি সম্পন্ন।

আবূ তালেবের সঙ্গে সিরিয়া সফর

ইবনে আবী শায়বা, তিরমিযী, হাকেম, বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও খারায়েতী (হাওয়াতেক গ্রন্থে) আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেব কোরায়শের কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তির সাথে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এক সন্নাসীর আস্তানার কাছে পৌঁছে তাঁরা যাত্রা বিরতি করলেন। সন্ন্যাসী তাদের কাছে চলে এল। অথচ এর আগে যখন তাঁরা গমন করতেন, তখন সন্ন্যাসী তাদের কাছে আসত না এবং তাঁদের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করত না। সে এসে তাঁদের মধ্যে ঘুরাফেরা করতে লাগল। অবশেষে সে এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত ধরে ফেলল। এবং বললঃ সে সাইয়্যিদুল আলামীন, সে রসূলু রাব্বিল আলামীন! এঁকেই আল্লাহ রহমাতুল্লিল আলামীন করে প্রেরণ করেছেন! কোরায়শী প্রবীণরা বললঃ এ কথা তুমি কিরূপে জানতে পারলে? সে বললঃ যখন তোমরা গিরিপথ দিয়ে আসছিলে, তখন সে যে কোন বৃক্ষ ও পাথরের কাছ দিয়ে এসেছে, সকলেই তাকে সিজদা করেছে। বৃক্ষ ও পাথর কেবল নবীকেই সেজদা করে। আমি তাঁকে সেই মোহরে-নবুওয়তের সাহায্যে শনাক্ত করতে পারি, যা তাঁর কাঁধের নবম হাড্ডির নিচে একটি আপেলের আকারে রয়েছে। এরপর সন্ন্যাসী ফিরে গেল এবং সকলের জন্যে খাদ্য তৈরী করে নিয়ে এল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) উট চরাতে গিয়েছিলেন। সন্ন্যাসী বললঃ তাঁকে ডাক। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন, তখন একটি মেঘখণ্ড তাঁর উপর ছায়া করছিল। সন্ন্যাসী বললঃ দেখ, মেঘখণ্ড তাঁকে কিরূপে ছায়া দিচ্ছে। তাঁর আগমনের পূর্বেই সকলে বৃক্ষের ছায়ায় বসে গিয়েছিল। তিনি এলে বৃক্ষের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ল। সন্ন্যাসী বললঃ দেখ, বৃক্ষের ছায়া তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সন্ন্যাসী তাদের কাছে দাঁড়িয়ে কসম দিয়ে বলতে লাগলঃ তোমরা তাঁকে রোম নিয়ে যেয়ো না। কেননা, রোমকরা তাঁকে চিনে ফেলবে এবং হত্যা করবে। এরপর সন্ন্যাসী সেখান থেকে রওয়ানা হতেই নয়জন রোমককে আসতে দেখল। সে জিজ্ঞাসা করলঃ কেন এসেছ ? তারা বললঃ আমরা সেই নবীর খোঁজে এসেছি, যে এই শহরে প্রকাশ পাবে। তাঁর খোঁজে চতুর্দিকে লোক পাঠানো হয়েছে। সন্ন্যাসী বললঃ তোমরা কি মনে কর যদি আল্লাহ কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তবে মানুষ তা প্রতিহত করতে পারে ? তাঁরা বললঃ না। অতঃপর এই রোমকরা সন্ন্যাসীর হাতে বয়াত হয়ে তাঁর কাছেই অবস্থান করল।

সন্ন্যাসী কোরায়শদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলঃ তোমাদের মধ্যে এই বালকের ওলী কে? তাঁরা বললেন ঃ আবূ তালেব। এরপর সন্ন্যাসী তাঁকে বারবার কসম দিয়ে বললঃ এই বালককে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। অগত্যা আবূ তালেব তাঁকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। সন্ন্যাসী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পিঠা ও যয়তুনের তৈল উপহার দিল।

ইবনে-হজর "আল-এছাবা" গ্রন্থে বলেনঃ এই হাদীসের রেওয়ায়েতকারীগণ নির্ভরযোগ্য। কোন রাবীই "মুনকার" নন।

বায়হাকী ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অভিভাবক ছিলেন। তিনি তাঁকে নিয়ে এক কাফেলার সাথে সিরিয়া রওয়ানা হন। কাফেলা বুছরা যেয়ে যাত্রা বিরতি করল। নিকটস্থ একটি গির্জায় বুহায়রা নামক এক সন্ন্যাসী বসবাস করত। সে খৃষ্টানদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি ছিল। খৃষ্টানদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় যে জ্ঞান প্রচলিত ছিল, সে সে সম্পর্কে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিল। কোরায়শদের কাফেলা প্রায়ই এ পথে গমন করত; কিন্তু বুহায়রা কারও সাথে কথা বলত না এবং কারও মুখোমুখিও হত না। এবার যখন কোরায়শী কাফেলা তাঁর গির্জার কাছে অবতরণ করল, তখন সে তাঁদের জন্যে একটি ভোজের আয়োজন করল। সে কোন কিছু দেখেছিল। কাফেলার আসার সময় সে গির্জায় বসে লক্ষ্য করছিল যে, কাফেলার উপর একটি সাদা মেঘখণ্ড ছায়া দান করছিল। কাফেলা গির্জার কাছে এসে একটি বৃক্ষের ছায়াতলে বসে গেল। সন্ন্যাসী দেখল যে, মেঘখণ্ড বৃক্ষের উপরে এসে গেছে এবং বৃক্ষের শাখা পল্লব একজন বালকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। বালক সেই বৃক্ষ শাখার ছায়ায় বসে গেলেন। বুহায়রা সন্ন্যাসী এসব দেখে গির্জা থেকে অবরণ করল এবং খাদ্য প্রস্তুত করার নির্দেশ দিল। এরপর কাফেলার লোকজনকে বলে পাঠালঃ আমি তোমাদের সকলের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করেছি। আমি চাই তোমরা ছোটবড় সকলেই আমার দাওয়াত গ্রহণ কর।

কাফেলার এক ব্যক্তি বললঃ হে বুহায়রা! আজ তোমার আচরণ অভূতপূর্ব। এর আগে তো তুমি কখনও এরূপ করনি। আমরা প্রায়ই তোমার কাছ দিয়ে গমন করেছি। আজ কি হল?

বুহায়রা বললঃ তোমার কথা ঠিক। কিন্তু তোমরা মেহমান। আমি তোমাদের আপ্যায়ন করতে চাই। তোমাদের সকলের জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। সে মতে কাফেলার সকলেই সমবেত হল। কিন্তু কম বয়স্ক হওয়ার কারণে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উটগুলোর নিকটে বৃক্ষের ছায়ায় বসে রইলেন। বুহায়রা লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে ইপ্সিত গুণাবলী কারও মধ্যে দেখতে পেল না। সে বললঃ কোরায়শগণ! আমার ভোজসভায় যেন কেউ অনুপস্থিত না থাকে। তাঁরা বললঃ

বুহায়রা! কেউ অনুপস্থিত নেই একটি বালক ছাড়া, যার বয়স সবার চেয়ে কম। সে উটগুলো দেখাশুনা করতে রয়ে গেছে। বুহায়রা বললঃ না এরূপ করো না। তাকেও ডেকে আন, যাতে সে-ও তোমাদের সাথে শরীক হতে পারে। জনৈক কোরায়শী বললঃ লাত ও ওযযার কসম, এটা খুবই লজ্জার কথা যে, আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের পুত্র আমাদের সাথে আহারে শরীক হবে না। এ কথা বলে সে চলে গেল এবং রসূলে করীম (সাঃ)-কে কোলে তুলে নিয়ে এল এবং মজলিসে বসিয়ে দিল। বুহায়রা তাঁকে গভীর দৃষ্টিতে দেখতে লাগল এবং তাঁর শরীরে আলামত তালাশ করতে লাগল। আহার শেষে সকলেই যখন এদিক ওদিক চলে গেল, তখন বুহায়রা তাঁর কাছে এসে বললঃ বৎস! আমি তোমাকে লাত ও ওযযার কসম দিয়ে বলছি– আমি যা জিজ্ঞেস করব, তার সঠিক উত্তর দিবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমাকে লাত ও ওযযার কসম দিয়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। কেননা, আল্লাহর কসম, আমি কোন বস্তুকে এতটুকু ঘৃণা করি না, যতটুকু লাত ও ওযযাকে করি। বুহায়রা বললঃ তা হলে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যা জিজ্ঞাসা করি, তার জবাব দাও। তিনি বললেনঃ যা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা কর। বুহায়রা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিদ্রা ও অন্যান্য অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করল। তিনি জবাব দিলেন। এসব জবাব বুহায়রার জানা তথ্যাবলীর হুবহু অনুরূপ ছিল। এরপর সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পৃষ্ঠে উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে-নবুওয়ত দেখল। এ কাজ সমাপ্ত হলে সে আবূ তালেবকে জিজ্ঞাসা করলঃ এই কিশোর তোমার কি হয়? তিনি বললেনঃ সে আমার পুত্র। বুহায়রা বললঃ সে তোমার পুত্র নয়। কেননা, তাঁর পিতা এখন জীবিত থাকার কথা নয়। আবূ তালেব বললেনঃ সে আমার ভাতিজা। সে বললঃ তাঁর পিতার কি হয়েছে? আবূ তালেব বললেনঃ সে যখন মাতৃগর্ভে, তখনই তার পিতার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। বুহায়রা বললঃ তোমার কথা ঠিক। তুমি তোমার ভাতিজাকে আপন শহরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও এবং তাকে ইহুদীদের কবল থেকে রক্ষা কর। আমি যা জেনেছি, তারা তা জানতে পারলে তাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। কারণ, ভবিষ্যতে তোমার এই ভাতিজার বিরাট মর্যাদা হবে। তাই অনতিবিলম্বে তাঁকে দেশে নিয়ে যাও। সেমতে আবূ তালেব তাড়াহুড়া করে সিরিয়ার ব্যবসা সমাপ্ত করে তাঁকে মক্কায় নিয়ে এলেন। কথিত আছে যুবায়র, তাম্মাম ও ইদরীস নামীয় তিনজন খৃষ্টান সিরিয়া সফরের সময় কিশোর নবীজীর মধ্যে কিছু বিষয় দেখে তাঁর ক্ষতি করার ইচ্ছা করে। কিন্তু বুহায়রা এ কথা বলে তাদেরকে নিরস্ত করে যে, ঐশী গ্রন্থে তাঁর এই এই গুণাবলী উল্লিখিত আছে। তোমরা সকলে মিলে চাইলেও তাঁকে কাবু করতে পারবে না। সকলেই তার এ কথা মেনে নেয় এবং ফিরে চলে যায়। হযরত আবূ বকর এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত কবিতা বলেনঃ

তারা মোহাম্মদ (সাঃ)–এর মধ্যে বিষণ্ণ মনের বিষণ্ণতা দূর হওয়ার মত বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করল।

তারা দেখল প্রত্যেক শহরের সন্ন্যাসীরা তাঁকে সেজদা করে যাচ্ছে।

যুবায়র, তাম্মাম ও ইদরীস এসব বিষয় দেখল; অথচ তারা কুমতলব নিয়ে এসেছিল।

বুহায়রা তাদেরকে বুঝালে তারা অনেক তর্ক বিতর্কের পর মেনে নিল।

অনুরূপভাবে সে ইহুদীদেরকে বুঝাল এবং আল্লাহর পথে তাদের সাথে জেহাদ করল।

তাঁর উপদেশ বিফল হয়নি; বরং উপকারই সিদ্ধ হয়েছে। সে আরও বললঃ আমি তাঁর বিরুদ্ধে হিংসুটেদের ভয় করি। কেননা, তাঁর নাম ঐশী গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত আছে।

আবূ নয়ীম ওয়াকেদী থেকে এবং তিনি আপন ওস্তাদগণ থেকে এমনিভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। এই রেওয়ায়েতে এ কথাগুলোও আছে– বুহায়রা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চোখের লালিমা দেখে জিজ্ঞাসা করলঃ এই লালিমা সব সময় থাকে, না কোন সময় খতমও হয়ে যায়? লোকেরা বললঃ সব সময় থাকে। এরপর সে নিদ্রা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। জবাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমার চক্ষু নিদ্রিত হয় এবং আমার অন্তর জাগ্রত থাকে। এই রেওয়ায়েতে তোমার এই পুত্র বড় মর্যাদাবান– এ কথার পরে এ বাক্যও রয়েছে, আমরা আমাদের কিতাবে এবং বাপদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁর বিরাট মর্যাদা দেখতে পাই। আমাদের কাছ থেকে তাঁর সম্পর্কে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। আবূ তালেব প্রশ্ন করলেন ঃ কেন অঙ্গীকার নিয়েছে? সে বললঃ আল্লাহ তায়ালা আমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং এই অঙ্গীকার সহকারে ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ) আগমন করেছেন।

ইবনে সা'দ এই রেওয়ায়েত দাউদ ইবনে হুছাইন থেকে এমনিভাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে এ কথাও রয়েছে যে, তখন নবী করীম (সাঃ)-এর বয়স ছিল বার বছর।

আবূ নয়ীম হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেব কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হন। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও সঙ্গে নিয়ে যান। দ্বিপ্রহরের গরমের সময় বুহায়রা সন্ন্যাসীর নিকটে পৌঁছুলে সে দৃষ্টি তুলে তাকাল। সে দেখল যে, একখণ্ড মেঘ নবী করীম (সাঃ)-কে ছায়া দিয়ে যাচ্ছে। এটা দেখে সে খাদ্য প্রস্তুত করাল এবং সকলকে তার

গির্জায় দাওয়াত করল। নবী করীম (সাঃ) গির্জায় প্রবেশ করলে গির্জা স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে বুহায়রা চীৎকার করে বললঃ

"সে আল্লাহর নবী। আল্লাহ তাকে আরব থেকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে আবির্ভূত করবেন।"

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আকীল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ তালেব নবী করীম (সাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে এক গির্জাবাসীর কাছে অবতরণ করলে সে জিজ্ঞাসা করলঃ এই বালক তোমার কি হয়? আবূ তালেব বললেনঃ আমার পুত্র। সে বললঃ না, তোমার পুত্র নয়। তাঁর পিতার জীবিত থাকার কথা নয়। কেননা, তাঁর মুখমণ্ডল নবীর মুখমণ্ডল এবং তাঁর চক্ষু নবীর চক্ষু অনুরূপ।

আবূ তালেব জিজ্ঞাসা করলেনঃ নবী কি?

সে বললঃ যার উপর সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে ওহী নাযিল করা হয়। সে পৃথিবীর মানুষকে সে সম্পর্কে অবহিত করে।

আবূ তালেব বললেনঃ ঠিক আছে।

সে বললঃ তাকে ইহুদী সম্প্রদায় থেকে হেফাযত করে রাখ। রাবী বলেনঃ আবূ তালেব এখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং অন্য এক সন্ন্যাসীর কাছে পৌঁছুলেন। সেও প্রশ্ন করলঃ এই বালক তোমার কে?

আবূ তালেব বললেনঃ আমার পুত্র।

সে বললঃ সে তোমার পুত্র নয়। তাঁর পিতা জীবিত নেই। তাঁর মুখমণ্ডল নবীর মুখমণ্ডল এবং তাঁর চক্ষু নবীর চক্ষু।

আবু তালেব বললেনঃ সোবহানাল্লাহ, তুমি ঠিক বলেছ। এরপর আবূ তালেব নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বললেন, ভাতিজা! শুনলে তো তোমার সম্পর্কে কি বলা হচ্ছে? তিনি বললেনঃ চাচাজান! আল্লাহর কুদরতের তো পারাপার নেই; হতেও পারে।

ইবনে সা'দ সায়ীদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবসা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সন্ন্যাসী হযরত আবূ তালেবকে বললঃ আপন ভাতিজাকে এখান থেকে সম্মুখে নিয়ে যাবেন না। কেননা, ইহুদীরা তাঁর শত্রু এবং সে এই উম্মতের নবী ও আরব। ইহুদীরা হিংসা করবে। কারণ, ওরা চায় যে, নবী বনী-ইসরাঈল থেকে হোক। তাই আপন ভাতিজার ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির আবু মেদ্‌লায থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেব নবী করীম (সাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া সফরে রওয়ানা হন।

পথিমধ্যে এক জায়গায় অবতরণ করলে জনৈক সন্ন্যাসী তাঁদের কাছে এসে বললঃ তোমাদের মধ্যে একজন সাধু পুরুষ আছেন। এরপর বলল ঃ এই বালকের অভিভাবক কে? আবূ তালেব বললেনঃ আমি। সে বেললঃ এই বালকের হেফাযত করবে। তাঁকে সিরিয়ায় নিয়ে যেয়ো না। কেননা, ইহুদীরা তাঁকে দেখে হিংসা করবে। সে মতে আবূ তালেব তাঁকে মক্কায় ফিরিয়ে আনলেন।

ইবনে মান্দাহ দুর্বল সনদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) সিরিয়ার এক বাণিজ্যিক সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল আঠার বছর এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশ বছর। পথিমধ্যে তাঁরা এক কুল বৃক্ষের কাছে অবতরণ করলেন। তিনি বৃক্ষের ছায়ায় বসে গেলেন এবং হযরত আবূ বকর (রাঃ) বুহায়রা নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সাথে কথা বলতে চলে গেলেন।

বুহায়রা প্রশ্ন করলঃ বৃক্ষের ছায়ায় কে? তিনি বললেনঃ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিব।

বুহায়রা বললঃ আল্লাহর কসম, সে নবী। কেননা, এই কুল বৃক্ষের ছায়ায় হযরত ঈসা (আঃ)-এর পর অদ্যাবধি কেউ বসেনি।

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর মনে বিষয়টি বদ্ধমূল হয়ে গেল। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওতপ্রাপ্ত হলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁর অনুসরণ করেন।

ইবনে হজর আল-এছাবা গ্রন্থে বলেনঃ এই রেওয়ায়েত বিশুদ্ধ হলে এটা হযরত আবূ তালেবের সঙ্গে সফরের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় সফর হবে।

হযরত আবূ তালেব তাঁর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন

ইবনে আসাকির স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে জালহামা ইবনে আরকাতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি মক্কায় এলাম। তখন দুর্ভিক্ষ চলছিল। কোরায়শরা বললঃ হে আবূ তালেব! উপত্যকায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ। মানুষ ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ করছে। এস, বৃষ্টির দোয়া কর। আবূ তালেব বের হলেন। তাঁর সঙ্গে অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত এক বালক ছিল তার উপমা এমন যেন কাল মেঘ সরে গিয়ে রৌদ্র বের হয়ে এসেছে। তাঁর চারপাশে ছোট ছোট শিশুরা ছিল। আবূ তালেব তাঁর হাত ধরে কাবার প্রাচীরে ঠেস দিলেন এবং আপন অঙ্গুলি দিয়ে বালককে স্পর্শ করলেন। তখন আকাশে এক খণ্ড মেঘও ছিল না। কিন্তু দেখতে দেখতে চতুর্দিক থেকে মেঘ এসে গেল এবং প্রবল বৃষ্টি বর্ষণ করল। উপত্যকা পানিতে ভরে গেল। নগর ও গ্রাম সবুজ ও সতেজ হয়ে গেল। এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত আবূ তালেব বলেনঃ

তাঁর উজ্জ্বল মুখমণ্ডল দ্বারা মেঘমালাও সিক্ত হয়। তিনি এতীমদের আশ্রয়স্থল এবং বিধবাদের রক্ষক। বিপদ মুহূর্তে হেশাম বংশীয়রা তাঁর ওছিলা ধরে এবং তাঁর কাছ থেকে নেয়ামত ও ফযীলত হাছিল করে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে দেখে আবূ তালেবের কাছ থেকে ইহুদীদের পলায়ন

ইবনে আওন থেকে বর্ণিত আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে আমর ইবনে সায়ীদ বলেনঃ কয়েকজন ইহুদী আবূ তালেবের কাছ থেকে কিছু পণ্য-সামগ্রী ক্রয় করতে আসে। তখন শিশু নবী করীম (সাঃ) সেখানে এসে পড়েন। ইহুদীরা তাঁকে দেখে সবকিছু ছেড়ে পালিয়ে গেল। আবূ তালেব কাছে বসা এক ব্যক্তিকে বললেনঃ যাও, অমুক অমুক পথে তাদেরকে বাধা দাও। তাদেরকে দেখে হাতে হাত রেখে বলঃ খুব আশ্চর্যের বিষয় দেখেছি। এরপর দেখ তারা কি জওয়াব দেয়। লোকটি গেল এবং ইহুদীদেরকে দেখে তাই করল। ইহুদীরা বললঃ তুমি আর আশ্চর্যের বিষয় কি দেখেছ, আমরা তোমার চেয়েও অধিক আশ্চর্যের বিষয় দেখেছি। আমরা এই মাত্র মোহাম্মদকে মাটির উপর চলতে দেখেছি।

আবূ লাহাবের মনে বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার সূচনা

ইবনে আসাকির আবুল যিনাদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেব ও আবূ লাহাব পরস্পরে মল্ল যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। আবূ লাহাব আবূ তালেবকে ভূতলশায়ী করে বুকের উপর চেপে বসল। নবী করীম (সাঃ) তখনও শিশু ছিলেন। তিনি ছুটে গিয়ে আবূ তালেবকে উঠে বসতে সাহায্য করতে লাগলেন। আবূ লাহাবের চুলের ঝুঁটি ধরে সজোরে টান দিলেন। আবূ লাহাব বলল ঃ আমিও তোমার চাচা, সেও তোমার চাচা। এরপরও তুমি তার সাহায্য করলে কেন? তিনি বললেন ঃ তিনি আমার কাছে তোমা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

আবূ লাহাব কথাটি মনে গেঁথে নিল এবং সেদিন থেকেই নবী করীমের সাথে শক্রতার পথ বেছে নিল।

আবূ তালেবের ওফাত

ইবনে সা'দ আবদুল্লাহ ইবনে ছালাবা ইবনে ছগীর ওযরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেবের ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি সকল পুত্রকে কাছে ডেকে এনে বললেনঃ যে পর্যন্ত মোহাম্মদের অনুসরণ করতে থাকবে, কল্যাণ তোমাদের সঙ্গে থাকবে। তাই তাঁকে অনুসরণ ও সাহায্য করবে।

মুসলিম আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন. ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি আবূ তালেবের কোন উপকার করেছেন কি? তিনি তো আপনার হেফাযত করতেন এবং আপনার জন্যে মানুষের প্রতি ক্রুদ্ধ হতেন। তিনি বললেনঃ হাঁ, তিনি জাহান্নামের কিনারায় আছেন। আমি না থাকলে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকতেন।

ইবনে সা'দ বলেন, আমাকে আফফান ইবনে মুসলিম বলেছেন, তার কাছ থেকে ছাবেত বানানী এবং তাঁর কাছ থেকে ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ বর্ণনা করেছেন যে, আব্বাস (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি আবূ তালেবের জন্যে কোন মঙ্গলের আশা রাখেন কি? তিনি বললেনঃ আমি আমার পরওয়ারদেগারের কাছে সকল প্রকার মঙ্গলের আশা রাখি। ইবনে আসাকিরও এটি রেওয়ায়েত করেছেন।

ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– আবূ তালেবের আমার উপর হক আছে, যা আমি শোধ করব।

তাম্মাম (ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে) এবং ইবনে আসাকির হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- কিয়ামতের দিন আমি আমার পিতামাতা, চাচা আবূ তালেব এবং মূর্খতা যুগের এক ভাইয়ের জন্যে সুপারিশ করব।

তাম্মাম বলেনঃ এই রেওয়ায়েতে ওলীদ ইবনে সালামাহ মুনকিরে হাদীস। তাই অগ্রহণযোগ্য।

খতীব ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– আমি আমার পিতা, চাচা আবূ তালেব এবং আমার দুধভাই (সাদিয়া)-এর পুত্রের জন্যে সুপারিশ করব, যাতে তারা পুনরুত্থানের সময় ধূলিকণা হয়ে যায়। খতীব এই রেওয়ায়েতের সনদ সম্পর্কে বলেন যে, এতে খাত্তাব ইবনে আবদুদ্দায়েম ও সুফী দুর্বল। তিনি এয়াহইয়া ইবনে মোবারক ছানআনী থেকে মুনকার রেওয়ায়েতসমূহ বর্ণনা করায় প্রসিদ্ধ। ছানআনী নিজেও মজহুল তথা অপরিচয়।

আবূ তালেবের জন্যে এস্তেগফার করতে নিষেধ করা হয়েছে

ইবনে আসাকির হাসান ইবনে আম্মারাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) আবূ তালেবের জন্যে দোয়া করার জন্যে তাঁর কবরে যান। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেনঃ

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ

অর্থাৎ নবী ও মুমিনদের জন্যে শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্যে এস্তেগফার করবে। সে মতে আবূ তালেবের মুশরিক অবস্থায় ইন্তেকাল করার ব্যাপারটি নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যে অত্যন্ত অসহনীয় দুঃখের কারণ হয়ে যায়। তখন আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াতখানি নাযিল করেনঃ

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاۤءُ

আপনি যাকে চান হেদায়েতের পথে আনতে পারেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান হেদায়েত দান করেন।

অর্থাৎ আপনি আবূ তালেবকে হেদায়েতের পথে আনতে পারেন না। আল্লাহ যাকে চান; (অর্থাৎ আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে) হেদায়েত দান করেন। মোটকথা, আবূ তালেবের বিনিময়ে নবী করীম (সাঃ) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)-কে পেয়েছেন। এ কারণেই আবূ তালেবের ইন্তিকালের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাচাদের মধ্যে হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে সর্বাধিক ভালবাসতেন।

আবূ তালেব কোরায়শদের ধৃষ্টতা প্রতিহত করতেন

ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেবের ইন্তিকালের পর জনৈক নির্বোধ কোরায়শী নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি মাটি নিক্ষেপ করে। তাঁর এক কন্যা দৌড়ে আসেন এবং ক্রন্দন করতে করতে পবিত্র মুখমণ্ডল থেকে মাটি ছাফ করতে থাকেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কন্যাকে বললেনঃ ক্রন্দন করো না। আল্লাহ তায়ালা তোমার পিতার হেফাযত করবেন।

মূর্খতাযুগের আচার-আচরণ থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হেফাযত

বোখারী ও মুসলিম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কা'বাগৃহ পুনঃনির্মাণের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্তরখণ্ড বহন করে আনছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গি। পিতৃব্য হযরত আব্বাস (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ ভাতিজা! যদি তুমি লুঙ্গি খুলে কাঁধে বেঁধে নাও, তবে পাথরের ঘর্ষণ থেকে তোমার কাঁধ নিরাপদ হয়ে যাবে। পিতৃব্যের কথায় তিনি লুঙ্গি খুলে কাঁধে বেঁধে নিলেন। এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। সেদিনের পর আর কখনও তাঁকে আবরু উন্মুক্ত অবস্থায় দেখা যায়নি।

বুখারী ও মুসলিম জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন বায়তুল্লাহর পুনঃনির্মাণ করা হয়, তখন নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আব্বাস (রাঃ) উভয়েই পাথর বহন করে আনছিলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) ভাতিজাকে বললেনঃ তোমার লুঙ্গি কাঁধের উপর রেখে নাও। পাথরের ঘর্ষণ থেকে তোমার হেফাযত হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং চক্ষুদ্বয় আকাশে নিবদ্ধ হয়ে গেল। এরপর উঠে বললেনঃ আমার লুঙ্গি। এরপর লুঙ্গি নিয়ে পরে নিলেন।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি এবং আমার ভাতিজা কাঁধে পাথর বহন করে আনছিলাম। আমাদের লুঙ্গি পাথরের নিচে ছিল। যখন মানুষের ভিড় হয়ে যেত, তখন আমরা

লুঙ্গি পরে নিতাম। আমি যাচ্ছিলাম এবং নবী করীম (সাঃ) আমার অগ্রে ছিলেন। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। আমি তাঁকে তালাশ করতে এসে দেখি তিনি আকাশের দিকে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কি হল? তিনি দাঁড়ালেন এবং লুঙ্গি নিয়ে নিলেন। অতঃপর বললেনঃ আমাকে উলঙ্গ চলাফিরা করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি এই ঘটনা গোপন করতাম। কারও কাছে বলতাম না এই আশংকায় যে, এ কথা শুনলে মানুষ তাঁকে উন্মাদ বলবে।

হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবূ তুফায়ল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা যখন কা'বা নির্মাণ করে, তখন তারা পার্শ্বর্তী পাহাড় থেকে পাথর আনত। রসূলে করীম (সাঃ)ও পাথর স্থানান্তর করতেন। এই অবস্থায় একবার তার গুপ্তাঙ্গ খুলে যায়। তৎক্ষণাৎ গায়েবী আওয়াজ এল- আপন গুপ্তাঙ্গ আবৃত কর। এটা ছিল প্রথম আওয়াজ, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেয়া হয়। এ ঘটনার আগে ও পরে আর কখনও তাঁর গুপ্তাঙ্গ দেখা যায়নি।

ইবনে সা'দ ইবনে আদী, হাকেম ও আবূ নয়ীম ইকরামার সনদ সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ তালেব যমযম কূপ মেরামত করছিলেন এবং নবী করীম (সাঃ) পাথর বহন করে আনছিলেন। তিনি তখন অল্প বয়স্ক ছিলেন। তিনি নিজের পরনের লুঙ্গির সাহায্যে পাথরের ঘর্ষণ থেকে কাঁধের হেফাযত করলেন। পরক্ষণেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সংজ্ঞা ফিরে এলে আবূ তালেব কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেনঃ এক সাদা পোশাকধারী ব্যক্তি আমার কাছে এসে বললঃ গুপ্তাঙ্গ আবৃত কর। রসূলে করীম (সাঃ) এটা নবুয়তের প্রথম নিদর্শন দেখলেন যে, তাঁকে গুপ্তাঙ্গ আবৃত করতে বলা হল। সেদিন থেকে তাঁর গুপ্তাঙ্গ দেখা যায়নি।

ইবনে সা'দ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সাঃ)-এর গুপ্তাঙ্গ দেখিনি।

ইবনে রাহওয়াইহি (স্বীয় মসনদে), ইবনে ইসহাক, বাযযার, বায়হাকী আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি– মূর্খতা যুগের পুরুষরা নারীদের সাথে যা যা করার ইচ্ছা করত, দু'টি রাত ছাড়া আমি কখনও সে সবের ইচ্ছা করিনি। কিন্তু এ দু'রাতেও আল্লাহ তায়ালা আমাকে জাহেলিয়াতের কাজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। ঘটনা এই যে, আমি আমার পরিবারের ছাগল চরাচ্ছিলাম। এক রাতে আমি আমার সঙ্গীকে বললামঃ আমার ছাগলগুলোর দেখাশুনা কর। আমি মক্কা যাব এবং যুবকরা যেমন কিসসা কাহিনী শুনে, আমিও শুনব। সঙ্গী

বললঃ ঠিক আছে, যাও। আমি মক্কা এলাম এবং সেখানকার গৃহসমূহের মধ্যে প্রথম গৃহের দিকে এলাম। আমি সেখানে ক্রীড়া কৌতুক ও ঢোল বাজনার শব্দ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলামঃ এখানে কি হচ্ছে? আমাকে বলা হল যে, অমুক ব্যক্তি অমুক মহিলাকে বিয়ে করেছে। আমি সেখানে দেখার উদ্দেশ্যে বসে পড়লাম। আল্লাহ্ তায়ালা আমার চোখে নিদ্রা চাপিয়ে দিলেন। আল্লাহর কসম, আমি রৌদ্রের খরতাপে জাগ্রত হলাম। এরপর আমি আমার সঙ্গীর কাছে ফিরে গেলাম। সে জিজ্ঞাসা করলঃ গত রাতে কি করেছ? আমি বললামঃ কিছুই না। এরপর যে পরিস্থিতি দেখেছিলাম, তা বর্ণনা করলাম।

দ্বিতীয় রাতেও আমি সঙ্গীকে বললামঃ আমার ছাগলগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমি কিস্সা-কাহিনী শুনার জন্য মক্কা যাচ্ছি। সে আমার ছাগলের হেফাযত করতে থাকল। আমি মক্কা এলাম এবং প্রথম রাতের অনুরূপ কথাবার্তা শুনলাম। আমি দেখার জন্যে বসে গেলাম। আল্লাহতায়ালা আবার আমাকে ঘুমে অচেতন করে দিলেন। পরদিন রৌদ্রের খরতাপে আমার ঘুম ভাঙ্গল। আমি সঙ্গীর কাছে গেলাম। সে জিজ্ঞাসা করলঃ কি করলে? আমি বললামঃ কিছুই না। এরপর তাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলাম। আল্লাহর কসম, এই দু'রাতের পরে আমি কখনও কোন খেলতামাশায় যোগ দেয়ার ইচ্ছাও করিনি এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহপাক আমাকে নবুওয়তে ভূষিত করলেন। হাফেয ইবনে হজর আসকালানী বলেনঃ এই হাদীসের সনদ হাসান ও মুত্তাছিল এবং এর রাবী নির্ভরযোগ্য।

তিরমিযী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! মূর্খতাযুগে নারীদের কোন খেল-তামাশায় আপনি উপস্থিত হয়েছেন কি? তিনি বললেনঃ না। তবে দু'বার এর উপক্রম হয়েছিল। একবার আমি ঘুমিয়ে পড়ি এবং অন্যবার আমার ও তাদের মধ্যে লোকজনের জটলা অন্তরায় হয়েছিল।

বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে,

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

(আপনি আপনার পরিবার পরিজন এবং নিকটতম আত্মীয় বর্গকে সতর্ক করুন) কোরআন পাকের এই আয়াত অবতীর্ণ হলে নবী করীম (সাঃ) কোরায়শদের সকল শাখাকে ডেকে বললেনঃ হে কোরায়শ সম্প্রদায়! আমি যদি বলি যে এই পাহাড়ের পশ্চাতে একটি অশ্বারোহী দল আছে, যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে, তবে তোমরা আমার কথা কি সত্য বলে বিশ্বাস করবে? সকলে সমস্বরে উত্তর দিলঃ নিঃসন্দেহে আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করব। কারণ, আমরা কখনও আপনাকে মিথ্যা বলতে দেখিনি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি ভয়ংকর আযাব সম্পর্কে সতর্ক করছি, যা তোমাদের সামনে রয়েছে।

এ কথা শুনে দুষ্টমতি আবূ লাহাব ক্রুদ্ধ হয়ে বললঃ তুমি ধ্বংস হও, এ জন্যেই কি তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছ? এ ঘটনার প্রেক্ষাপটে আল্লাহ তায়ালা সূরা লাহাব নাযিল করেন।

আবূ নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— আমি যায়দ ইবনে আমর ইবনে নুফায়ল সম্পর্কে শুনেছি যে, সে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারও নামে যবেহকৃত পশুর নিন্দা করত। এ কারণেই আমি এ ধরনের যবেহকৃত পশুর স্বাদ আস্বাদন করিনি। অবশেষে আল্লাহ আমাকে তাঁর রেসালত দ্বারা ভূষিত করেছেন।

আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলঃ আপনি কখনও প্রতিমাদের এবাদত করেছেন কি? তিনি বললেনঃ না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ আপনি কখনও মদ্যপান করেছেন কি? তিনি বললেনঃ কখনও পান করিনি। এসব কাজ যে গর্হিত, তা আমি জানতাম; অথচ আমি তখনও পর্যন্ত কিতাব ও ঈমান সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম না।

ইবনে সা'দ, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির ইকরামা থেকে এবং তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ উম্মে আয়মন বলেছেন— বুয়ালা নামক এক মূর্তির কাছে কোরায়শরা বছরে একবার করে একত্রিত হত। আবূ তালেবও আপন গোত্রসহ এই মূর্তির কাছে জমায়েত হতেন এবং রসূলুল্লাহ(সাঃ)কে সকলের সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে তাগিদ দিতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) অস্বীকার করতেন। এই অস্বীকৃতির কারণে একবার আবূ তালেব নারাজ হলেন। তাঁর ফুফীগণও সেদিন তাঁর প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট হলেন। তারা বললেনঃ আমাদের উপাস্যদের প্রতি তোমার অনীহা দেখে আমাদের ভয় হয়। কোথাও এই উপাস্যরা তোমার কোন ক্ষতি করে বসবে। এরপর তারা পীড়াপীড়ি করতে থাকলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং বেশ কিছুদিন পর্যন্ত নিখোঁজ থাকেন। উম্মে আয়মন বলেনঃ এরপর তিনি আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এলেন। কিন্তু তখন তিনি অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত ছিলেন। ফুফীরা জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেনঃ আমি নিজের ব্যাপারে জিনদের আশংকা করি। ফুফীরা বললেনঃ আল্লাহ শয়তানের সাথে তোমাকে জড়িত না করুন। তোমার মধ্যে এমন সদগুণাবলী রয়েছে, যার যোগ্য তুমিই। তুমি কি দেখেছ? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমি যখন এক মূর্তির নিকটবর্তী হলাম, তখন

এক সাদা পোশাক পরিহিত দীর্ঘদেহী ব্যক্তি আমার নজরে পড়ল! সে আমাকে সজোরে আওয়াজ দিলঃ মোহাম্মদ! এর কাছ থেকে দূরে থাকুন এবং একে স্পর্শ করবেন না। উম্মে আয়মন বলেনঃ এরপর তিনি কখনও কোরায়শদের ধর্মীয় উৎসবাদির ধারে কাছেও যাননি। অবশেষে নবুওয়তপ্রাপ্ত হন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন- আমি রোকন ও যমযমের মধ্যস্থলে আধা জাগ্রত ও আধা নিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ আমার কাছে জিবরাইল ও মিকাইল (আঃ) আগমন করলেন। একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইনিই কি সেই ব্যক্তি? উত্তর হলঃ হাঁ, ইনিই সেই ব্যক্তি। ইনি খুব ভালমানুষ যদি মূর্তিদেরকে স্পর্শ না করেন। নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ নবুওয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত আমি কখনও প্রতিমাদেরকে স্পর্শ করিনি।

আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির আতা ইবনে আবীরুবাহ থেকে এবং তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা চাচাত ভাইদের সাথে আসাফ মূর্তির নিকটে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। তিনি কিছুক্ষণ বায়তুল্লার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চলে আসেন। তাঁর চাচাত ভাইরা জিজ্ঞাসা করলঃ তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেনঃ আমাকে এই মূর্তির কাছে দাঁড়াতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে।

আবূ নয়ীম ও বায়হাকী যায়দ ইবনে হারেছা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একটি তাম্র নির্মিত মূর্তিকে আসাফ অথবা নায়েলা বলা হত। মুশরিকরা তওয়াফ করার সময় এটি স্পর্শ করত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। আমিও তাঁর সাথে তওয়াফ করলাম। আমি যখন মূর্তিটির নিকটে এলাম, তখন সেটি স্পর্শ করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেনঃ এটি স্পর্শ করো না। যায়দ বলেনঃ আমি মনে মনে বললাম, কি হয় দেখার জন্যে আবার তওয়াফ করে মূর্তিটি স্পর্শ করব। সে মতে আমি মূর্তিটি স্পর্শ করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তোমাকে কি নিষেধ করিনি? আমি আরয করলামঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সম্মান দিয়েছেন এবং আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। আমি ইতিপূর্বে আর কখনও মূর্তির গায়ে স্পর্শ করিনি, ভবিষ্যতেও করবো না।

ইমাম আহমদ হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রাঃ) থেকে এবং তিনি হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর এক প্রতিবেশী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন- আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খাদীজা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি- আল্লাহর কসম, আমি কখনও লাত ও ওযযার এবাদত করিনি। আমি কখনও ওযযার এবাদত করব না।

আবূ ইয়ালা, ইবনে আদী, বায়হাকী ও ইবনে আসাকির হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবুওত প্রাপ্তির আগে নবী করীম (সাঃ) কোন কোন সময় মুশরিকদের সাথে তাদের সমাবেশে যোগদান করতেন। একবার তিনি শুনলেন যে, তাঁর পিছনে দু'জন ফেরেশতা একে অপরকে বলছে- আমার সাথে চল, যাতে আমরা নবীর পিছনে দণ্ডায়মান হই। সে বললঃ তাঁর নিয়ত যখন মূর্তিকে চুম্বন করার কাছাকাছি, তখন তার পিছনে দণ্ডায়মান হওয়া কিরূপে সম্ভবপর হতে পারে? এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও মুশরিকদের কোন ধর্মীয় সমাবেশে যোগদান করেননি।

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মূর্খতা যুগে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে দেখেছি তিনি স্বগোত্রের মাঝখানে আরাফাতে আপন উটের উপর সওয়ার ছিলেন। এরপর তাঁর কওম তাঁকে সেখান থেকে নিয়ে যায়। আরাফাতে তাঁর অবস্থান আল্লাহর তওফীক দানের কারণেই ছিল।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শ ও মক্কার কয়েকটি সম্ভ্রান্ত গোত্র মুযদালেফায় অবস্থান করত এবং হেরেমবাসী হওয়ার দাবী করত।

হাসান ইবনে সুফিয়ান স্বীয় মসনদে, বগভী মোজাকে এবং মাওয়ারদি আছছাহাবায় রবিয়া ইবনে জরশী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে আরাফাতে ওকুফ (অবস্থান) করতে দেখেছি। তখন আমার বিশ্বাস জন্মে যে, আল্লাহ তায়ালা আপন কৃপায় তাঁকে এর তওফীক ও হেদায়েত দান করেছেন।

যৌবনে কোরায়শরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'আমীন' বলত

ইয়াকূব ইবনে সুফিয়ান ও বায়হাকী ইবনে শিহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন কোরায়শরা কা'বা গৃহ নির্মাণ করে এবং রোকনে পৌঁছে, তখন রোকন বহন করার ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয় যে, কোন গোত্রের লোকেরা এটি বহন করবে। অবশেষে ফয়ছালা হয় যে, যে ব্যক্তি সকলের অগ্রে এখানে আসবে, তাঁকেই সালিস মেনে নেয়া হবে। পরদিন দেখা গেল যে, রসূলে করীম (সাঃ) সকলের আগে পৌঁছেছেন। তিনি তখন অল্প বয়স্ক ছিলেন। কিন্তু সকলেই তাঁকে সালিস নিযুক্ত করল। তিনি রোকনকে একটি চাদরে স্থাপন করতে বললেন। স্থাপন করা হল। এরপর তিনি প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন করে সরদার নিলেন এবং তাদেরকে চাদরের প্রান্ত ধরার আদেশ দিলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) রোকন রাখার স্থানে উপরে আরোহণ করলেন। সরদাররা হাজারে আসওয়াদ তাঁর দিকে

তুলে ধরলে তিনি সেটি স্বস্থানে স্থাপন করে দিলেন। তাঁর এই বিজ্ঞজনোচিত কাজে সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করল। ওহী নাযিল হওয়ার পূর্বেই সকলেই তাঁকে "আমীন" (বিশ্বস্ত) খেতাবে ভূষিত করেছিল। তারা যখন কোন উট যবেহ্ করত, তখন তাঁর কাছে দোয়ার আবেদন করত।

আবূ নয়ীম ও ইবনে সাদ হযরত ইবনে আব্বাস ও মোহাম্মদ ইবনে জুবায়র থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যেসময় নবী করীম (সাঃ) হাজারে আসওয়াদ স্থাপন করেন, তখন নজদের অধিবাসী এক ব্যক্তি তাঁকে একটি পাথর দিতে গেল, যাতে সেটির সাহায্যে হাজারে-আসওয়াদকে অটল করে বসানো যায়। হযরত আব্বাস (রাঃ) নজদীকে পাথর দিতে মানা করলেন এবং নিজে নবী করীম (সাঃ)কে পাথর দিয়েছিলেন। নবী করীম (সাঃ) সেটি দিয়ে হাজারে-আসওয়াদকে অনড় করে স্থাপন করলেন। এতে নজদী লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে বললঃ তাদের জন্যে অবাক লাগে, যারা বুদ্ধি বিবেচনা, সম্ভ্রান্ততা ও স্বাচ্ছন্দ্যে সকলের সেরা হওয়া সত্ত্বেও একজন কমবয়েসী ও কম ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির আনুগত্য করে। তাই এই ব্যক্তিকে এমন সম্মানিত ও সরদার করেছে যে, সকলেই যেন তাঁর খাদেম। সাবধান! এই বালক একদিন অগ্রগামী হয়ে যাবে এবং তাদের নেতৃত্বে ভাগ বসাবে। কথিত আছে এই ছদ্মবেশী লোকটি ছিল স্বয়ং ইবলীস।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির হযরত দাউদ ইবনে হুছাইন (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যৌবনই চরিত্র গুণে সবার উপরে, মেলামিশায় সকলের চেয়ে সম্মানিত, বিশ্বস্ততায় সকলের চেয়ে মহান, কথাবার্তায় সর্বাধিক সত্যবাদী এবং অশ্লীল ও অনর্থক কথাবার্তা থেকে সবার চেয়ে অধিক দূরে অবস্থানকারী ছিলেন। তাঁকে কখনও কারও সাথে কলহবিবাদ করতে দেখা যায়নি। এমন কি, তাঁর স্বজাতি তাঁকে আমীন উপাধিতে ভূষিত করে।

আবূ নয়ীম মোজাহিদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমার মওলা আবদুল্লাহ্ ইবনে সায়েব বর্ণনা করেছেন, আমি মূর্খতা যুগে একবার ব্যবসায়ে নবী করীম (সাঃ)-এর শরীক ছিলাম। পরবর্তীকালে আমি যখন মদীনায় এলাম, তখন তিনি বললেনঃ আমাকে চিন? আমি বললামঃ জ্বী হাঁ, আপনি আমার শরীক ছিলেন এবং খুব ভাল শরীক ছিলেন। কোন বিষয়ে ঝগড়াও করেননি এবং সমস্যাও সৃষ্টি করেননি।

আবূ দাউদ, আবূ ইয়ালা ও ইবনে মান্দাহ্ আল মারেফা গ্রন্থে খারায়েতী মাকারেমুল আখলাক গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবিল হাম্মাদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বে আমি তাঁর সাথে একটি লেনদেন করেছিলাম। আমার কাছে তাঁর কিছু জিনিস পাওনা ছিল।

আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করলাম যে, আপনার নির্ধারিত স্থানে আমি সেই জিনিস নিয়ে হাযির হব। ঘটনাক্রমে আমি সেই দিন এবং তার পরের দিন জিনিসটি নিয়ে আসার কথা ভুলে গেলাম। তৃতীয় দিন এসে আমি তাঁকে সেই জায়গায় পেলাম। তিনি বললেনঃ তুমি আমাকে বড্ড কষ্ট দিয়েছ। আমি এ স্থানে তিনদিন ধরে তোমার অপেক্ষা করছি।

ইবনে সা'দ রবী ইবনে খায়ছাম থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসলামের পূর্বে মূর্খতা যুগে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ফয়সালা করানোর জন্যে মোকাদ্দমা আনা হত।

হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর পণ্য সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া সফর

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন যে, হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর প্রস্তাব পেয়ে নবী করীম (সাঃ) তাঁর পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া সফরে গমন করেন। তাঁর সঙ্গে ছিল হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর গোলাম মায়সারা। সিরিয়া পৌঁছে তাঁরা এক সন্ন্যাসীর গির্জার নিকটস্থ এক বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করলেন। সন্ন্যাসী মায়সারাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলঃ এই বৃক্ষের নিচে কে অবস্থান করছে? মায়সারা জওয়াব দিলেনঃ ইনি হেরেমের অধিবাসী একজন কোরায়শী। সন্ন্যাসী বললঃ এই বৃক্ষের নিচে নবী ছাড়া কখনও কেউ অবস্থান করেনি।

মায়সারা বর্ণনা করেন– যখন দ্বিপ্রহর হত এবং প্রচণ্ড তাপ অনুভব হত, তখন দু'জন ফেরেশতাকে তাঁর উপর ছায়া করতে দেখতাম। তিনি উটের উপর সফর করছিলেন। তিনি যখন সিরিয়া থেকে হযরত খাদিজার পণ্য সামগ্রী নিয়ে এলেন এবং হযরত খাদিজা (রাঃ) তা বিক্রয় করলেন, তখন দ্বিগুণ মুনাফা হল। মায়সারা হযরত খাদিজাকে সন্ন্যাসীর উক্তি এবং ফেরেশতাদের ছায়া করার কথা শুনালেন। এসব কথা শুনে তাঁর মনে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বিয়ে করার আগ্রহ সৃষ্টি হল। এ রেওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকীও ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে ইসহাক ও ইবনে আসাকির নফীসা বিনতে ইয়ালার ভগিনী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বয়স যখন পঁচিশ বছর, তখন তিনি মক্কায় আমীন নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া গমন করেন। তাঁর সঙ্গে হযরত খাদিজার মায়সারা নামক গোলামও ছিল। তাঁরা উভয়েই বুছরা নামক স্থানে পৌঁছেন এবং একটি ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষের নিচে অবস্থান করেন। তাঁকে দেখে নাস্তূরা নামক সন্ন্যাসী বললঃ এ বৃক্ষের নিচে কখনও কোন নবী ছাড়া অন্য কেউ অবস্থান করেনি।

এরপর সন্ন্যাসী মায়সারাকে জিজ্ঞাসা করলঃ তাঁর উভয় চোখে লালিমা আছে কি? মায়সারা বললেনঃ হাঁ, লালিমা আছে এবং এই লালিমা কখনও হ্রাস হয় না। সন্ন্যাসী বললঃ ইনিই সম্ভবতঃ প্রতিশ্রুত শেষ নবী। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)

ক্রয়-বিক্রয়ে মশগুল হয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁর সাথে ঝগড়া বাঁধিয়ে দিল এবং বললঃ লাত ও ওযযার কসম খান।

তিনি বললেনঃ আমি কখনও লাত ও ওযযার কসম খাইনি। ঘটনাচক্রে এই প্রতিমাদ্বয়ের কাছ দিয়ে যেতে হলেও আমি মুখ ফিরিয়ে নেই এবং পথের প্রান্ত ধরে চলে যাই। একথা শুনে লোকটি বললঃ আপনার কথাই সত্য। এরপর সে মায়সারাকে বলল ঃ আল্লাহর কসম, ইনি নবী। তাঁর মর্যাদা ও গুণাবলী আমাদের আলেমগণ কিতাবাদীতে পাঠ করে থাকেন।

মায়সারা এসব কথা স্মৃতিতে সংরক্ষিত রাখলেন। অতঃপর যখন তারা সিরিয়া থেকে ফিরে এলেন এবং মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন ছিল দ্বিপ্রহর। তখন হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁর বাড়ীর উপর তলার কক্ষে ছিলেন। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে উটে সওয়ার দেখলেন। আরও দেখলেন যে, দু'জন ফেরেশতা তাঁর উপর ছায়া করে রেখেছে। তিনি নিকটস্থ সকল মহিলাকে এ দৃশ্য দেখালেন।

সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করতে লাগল। খাদিজা (রাঃ) এ ঘটনাটি মায়সারার গোচরীভূত করলে তিনি বললেনঃ আমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় থেকেই আমি এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। এরপর মায়সারা হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে সন্ন্যাসীর কথা এবং ঝগড়াটে ব্যক্তির কথাবার্তা ও কসম দেয়া সম্পর্কে অবহিত করলেন।

হযরত খাদিজার সাথে বিবাহের সময় যে নিদর্শনের প্রকাশ ঘটে

ইবনে সা'দ সায়ীদ ইবনে জুবায়র ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কার মহিলাদের মধ্যে রজব মাসে তাদের আনন্দের দিন সম্পর্কে মতভেদ দেখা দিলে সকলেই এক প্রতিমার নিকটে দণ্ডায়মান হয়। হঠাৎ তারা একটি মানবীয় আকৃতি দেখতে পায়। আকৃতিটি আস্তে আস্তে তাদের নিকটে এসে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করলঃ তায়মার মহিলারা! তোমাদের শহরে একজন নবী হবেন। তাঁর নাম হবে আহমদ। তিনি আল্লাহর পয়গাম নিয়ে আবির্ভূত হবেন। অতএব যে নারীর মধ্যে এই নবীর পত্নী হওয়ার যোগ্যতা আছে, সে যেন তাঁর পত্নী হয়ে যায়। একথা শুনে মহিলারা সেই লোকটির প্রতি কংকর ছুড়ে মারল, বিদ্রূপ করল এবং কঠোর আচরণ প্রদর্শন করল। কিন্তু হযরত খাদিজা তাঁর কথায় বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করলেন না।

নবুয়তপ্রাপ্তির সময় যে সকল মোজেযার প্রকাশ ঘটেছে

বোখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওহীর সূচনা হয় সত্যস্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্নই দেখতেন, তা ভোরের আলোর মত সত্য হয়ে সামনে এসে যেত। কিছুদিন পরে

তাঁর কাছে একান্ত বাস প্রিয় হয়ে যায়। কয়েক দিনের পানাহারের সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে তিনি হেরা গিরি গুহায় নির্জনবাসী হয়ে আল্লাহ তায়ালার এবাদতে মশগুল হয়ে পড়তেন। এরপর হযরত খাদিজার কাছে পুনরায় কিছু খাদ্য সামগ্রী নিয়ে যেতেন। অবশেষে একদিন হঠাৎ ওহী এসে গেল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হেরা গুহাতেই ছিলেন, তখন ফেরেশতা এসে তাঁকে বললঃ পড়ুন! তিনি বললেনঃ আমি পড়ুয়ে নই। হুযূর (সাঃ) বলেন ঃ ফেরেশতা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এমন জোরে চাপ দিলেন যে, আমি শক্তিহীন হয়ে গেলাম। এরপর ছেড়ে দিয়ে বললঃ পড়ুন। আমি বললামঃ আমি পড়ুয়া নই। ফেরেশতা আবার আমাকে ধরে সজোরে চাপ দিল। ফলে আমি নিস্তেজ হয়ে পড়লাম। পুনরায় ছেড়ে দিয়ে বললঃ পড়ুন। আমি বললামঃ আমি পড়ুয়া নই। তৃতীয়বার ফেরেশতা আবার আমাকে ধরে সজোরে চাপ দিল। আমি অবশ হয়ে গেলাম। এরপর আমাকে ছেড়ে বললঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে স্থিতিস্থাপক উপাদান থেকে। পড়ুন, আপনার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না। (সূরা আলাক)

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) গুহা থেকে ফিরে এলেন। ভীতি ও বিহ্বলতার কারণে তাঁর গ্রীবা ও কাঁধের মাংস কাঁপছিল। তিনি খাদিজার (রাঃ) কাছে পৌঁছে বললেন ঃ আমাকে বস্ত্রাবৃত কর। ভয়ভীতি দূর হয়ে গেলে তিনি খাদিজার (রাঃ) কাছে ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং বললেন ঃ আমি মৃত্যুর আশংকা করছি। সব শুনে হযরত খাদিজা (রাঃ) আরয করলেন ঃ

"কখনই নয়। আল্লাহ আপনাকে লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করেন। সত্য কথা বলেন। দুর্বলদের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বদেরকে অর্থ সম্পদ দেন। অতিথিদের সেবাযত্ন করেন। বিপদাপদ দূরীকরণে মানুষের সহায়তা করেন।"

এরপর হযরত খাদিজা (রাঃ) হুযূর (সাঃ)-কে আপন চাচাত ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওযযার কাছে নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা মূর্খতা যুগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আরবী ভাষার একজন সুলেখক ছিলেন এবং

সাধ্যানুযায়ী আরবী ভাষায় ইনজীলের তরজমা করতেন। হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ এই ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি দেখেছেন ? নবী করীম (সাঃ) যা দেখেছিলেন, তা বিবৃত করলেন। ওয়ারাকা শুনে বললেন ঃ

ঃ ইনি তো সেই জিবরাঈল, যাকে মূসা (আঃ)-এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল। হায়! আমি যদি আজ শক্তসমর্থ ও যুবক হতাম। হায় আমি যদি তখন পর্যন্ত জীবিত থাকতাম, যখন আপনার স্বজাতি আপনাকে এদেশ থেকে বহিষ্কার করবে!

রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রশ্ন করলেনঃ তারা কি আমাকে বহিষ্কার করবে ?

ওয়ারাকা বললেনঃ জী হাঁ। যে-ই আপনার মত নবুয়ত নিয়ে এসেছেন, তাঁর সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। আমি সেই সময়কাল পেলে আপনার জোরদার সাহায্য করব।

এরপর ওয়ারাকা বেশিদিন জীবিত থাকেননি।

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী যুহরী থেকে, তিনি ওরওয়া থেকে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে উপরোক্ত রূপ রেওয়ায়েত করেছেন। তবে এতে আরও আছে যে, অতঃপর কিছু দিনের জন্যে ওহী বন্ধ রইল। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা জানতে পারি যে, ওহী বন্ধ হওয়ার কারণে নবী করীম (সাঃ) অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হন। এমন কি, তিনি বারবার পাহাড়ের চূড়া থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার ইচ্ছা করেন। যখনই তিনি এই উদ্দেশ্যে কোন পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করতেন, তখনই জিবরাঈল (আঃ) তাঁর সম্মুখে এসে বলতেনঃ মোহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। এতে তাঁর মনে প্রশান্তি ও স্থিরতা আসত এবং তিনি ফিরে আসতেন। এরপর যখন ওহীর আগমনে আরও বেশী বিলম্ব হত, তখন তিনি আবার সেই ইচ্ছা করতেন এবং জিবরাঈল আত্মপ্রকাশ করে সান্ত্বনা দিতেন।

ইবনে হজর আসকালানী বলেনঃ ওহীর সূচনালগ্নে জিবরাঈল (আঃ) কর্তৃক বুকে চেপে ধরা কেবল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরই বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন পয়গাম্বর সম্পর্কে এরূপ বর্ণিত নেই। এই চেপে ধরার মধ্যে এই রহস্য নিহিত ছিল, যেন রসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্য কোন বস্তুর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেন এবং এ বিষয়েই আগ্রহ ও প্রচেষ্টা কেন্দ্রিভূত করেন। এ বিষয়েও হুঁশিয়ার করা উদ্দেশ্যে ছিল যে, যে সকল বিষয় আপনার প্রতি নাযিল করা হবে, তা অত্যন্ত ভারী। এ কথাও বলা হয়েছে যে, মনের কুমন্ত্রণা ও জল্পনা-কল্পনা দূর করার জন্যে চাপ দেয়া হয়েছে। কেননা, অবতীর্ণ বিষয়সমূহ দৈহিক গুণাবলী নয়। সে মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শরীরে এ অবস্থা দেখা দেয়ার সাথে সাথে তিনি বুঝে নিলেন যে, এটা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ।

বোখারী ও মুসলিম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার ওহী বন্ধ থাকার সময়কাল সম্পর্কে কথা বলছিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনলাম- ঃ একবার আমি যখন পথ চলছিলাম, তখন আকাশ থেকে আওয়াজ শুনে মাথা তুলে তাকালাম। দেখি কি, সেই ফেরেশতা, যিনি আমার কাছে হেরা গিরিগুহায় এসেছিলেন- আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি জমকালো কুরসীতে উপবিষ্ট আছেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তৎক্ষণাৎ গৃহে এসে বললামঃ আমাকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত কর!, আমাকে বস্ত্রদ্বারা আবৃত কর! সেমতে আমাকে বস্ত্রাবৃত করা হল। তখন আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

হে বস্ত্রাচ্ছাদিত! উঠুন, সতর্কবাণী প্রচার করুন এবং আপনার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার বস্ত্র পবিত্র করুন এবং অপবিত্রতা পরিহার করুন। (সূরা মুদ্দাসসির)

এরপর ধারাবাহিকভাবে ওহী আসতে থাকে।

ইমাম আহমদ, ইয়াকূব ইবনে সুফিয়ান স্ব-স্ব রচনাবলীতে, ইবনে সা'দ ও বায়হাকী শা'বী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে নবুয়তে ভূষিত হন এবং তাঁর নবুয়তের সাথে ইসরাফীল (আঃ) তিন বছর পর্যন্ত থাকেন। তখন কোরআন করীম অবতীর্ণ হত না। ইসরাফীল তাঁকে কলেমা ও অন্য কিছু শিক্ষা দিতেন। তিন বছর পূর্ণ হয়ে গেলে জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নবুওয়তের সঙ্গী হয়ে গেলেন। জিবরাঈল (আঃ)-এর বাচনিক বিশ বছর পর্যন্ত কোরআন নাযিল হতে থাকে। দশ বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদীনায়।

আবূ নয়ীম হযরত আলী ইবনে হুমায়ুন (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্ন আসে। তিনি স্বপ্নে যা দেখতেন, তা হুবহু তেমনিভাবে প্রকাশ পেত।

আবূ নয়ীম আলকামা ইবনে কায়স থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, পয়গাম্বরগণকে প্রথমে যে বস্তু দেয়া হতো, তা স্বপ্নে দেয়া হতো। এতে তাঁদের চিত্ত প্রশান্ত হয়ে যেতো। এরপর ওহী অবতরণের পালা শুরু হতো।

বায়হাকী ও মুসলিম মূসা ইবনে ওকবা থেকে এবং ইবনে সিহাব যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমরা জানতে পেরেছি যে, নবী করীম (সাঃ) সর্ব প্রথম যা

দেখেছিলেন, তা ছিল নিদ্রাবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি স্বপ্ন। স্বপ্নটি তাঁর জন্যে অসহনীয় হয়। তিনি বিষয়টি হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর গোচরীভূত করেন। তিনি বললেনঃ সুসংবাদ নিন। আল্লাহ আপনার সাথে মঙ্গলজনক আচরণ করবেন এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত খাদিজার কাছ থেকে বাইরে চলে গেলেন। এরপর আবার তাঁর কাছে গেলেন এবং বললেনঃ আমি দেখেছি যে, আমার উপর বিদীর্ণ করা হল, অতঃপর ধৌত করে পাক করা হল, অতঃপর পূর্বাবস্থায় করে দেয়া হল। হযরত খাদিজা (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম, এটা কল্যাণ ও মঙ্গল। সুসংবাদ নিন। এরপর জিবরাঈল (আঃ) প্রকাশ্যে আগমন করলেন। হুযূর (সাঃ) তখন মক্কার উপরিভাগে ছিলেন। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে এমন সম্মানিত আসনে বসালেন, যা আশ্চর্যজনক ছিল।

নবী করীম (সাঃ) বলতেনঃ জিবরাঈল আমাকে দুধের ফেনার ন্যায় শ্বেত শুভ্র মত ফরশে বসালেন, যাতে মোতি ও ইয়াকূত জড়ানো ছিল। ফরশে বসানোর পরে জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে নবুওয়তের সুসংবাদ দিলেন। এতে তিনি উদ্দীপিত হলেন। এরপর জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ পড়ুন—

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ .....مَا لَمْ يَعْلَمْ

রসূলে আকরাম (সাঃ) আপন প্রতিপালকের রেসালত কবুল করে চলে এলেন। পথিমধ্যে প্রতিটি বৃক্ষ ও পাথর তাঁকে সালাম করল। তিনি প্রফুল্ল মুখে ও আনন্দিত মনে পরিবারের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি যে মহান বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তার প্রতি তাঁর পূর্ণ আস্থা ছিল। হযরত খাদিজার (রাঃ) কাছে এসে তিনি বললেন ঃ আমি যে ঘটনাটি স্বপ্নে দেখেছিলাম এবং তোমার কাছে বর্ণনা করেছিলাম, তা বাস্তবে পরিণত হয়েছে। জিবরাঈল (আঃ) প্রকাশ্যে আমার কাছে এসেছেন। আমার প্রতিপালক তাঁকে আমার কাছে প্রেরণ করেছেন। অতঃপর জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে পয়গাম এনেছিলেন, হুযূর (সাঃ) তা খাদিজা (রাঃ)-কে শুনালেন। হযরত খাদিজা বললেনঃ সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ আপনার সাথে মঙ্গলজনক আচরণই করবেন। আপনি আল্লাহর পয়গাম কবুল করুন। এটা সত্য। আপনি নিশ্চিতরূপেই আল্লাহর রসূল। এরপর হযরত খাদিজা (রাঃ) গৃহের বাইরে গেলেন এবং ওতবা ইবনে রবিয়া ইবনে আবদে শামসের গোলাম আদাসের কাছে পৌঁছলেন। আদাস নায়নুয়ার অধিবাসী এবং ধর্ম বিশ্বাসে খৃষ্টান ছিল। তিনি আদাসকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি জিবরাঈল সম্পর্কে কিছু জান কি?

আদাস বললঃ কুদ্দুসুন্ কুদ্দুসুন্ জিবরাঈল, মূর্তিপূজারীদের দেশে তাঁর নাম উচ্চারণ করাও অনুচিত। হযরত খাদিজা (রাঃ) বললেনঃ জিবরাঈল সম্পর্কে তুমি যা জান বর্ণনা কর।

আদাস বললঃ জিবরাঈল আল্লাহ তায়ালা ও পয়গাম্বরগণের মধ্যে বিশ্বস্ত দূত। তিনি হযরত মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর উযীর।

হযরত খাদিজা (রাঃ) তাঁর কাছ থেকে চলে এলেন এবং ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে যেয়ে তাঁকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করলেন। ওয়ারাকা বললেনঃ

নিশ্চয়ই তোমার স্বামী সেই প্রতিক্ষিত নবী, কিতাবধারীরা যাঁর অপেক্ষা করে এবং যার আলোচনা তওরাত ও ইনজীলে পায়।

এরপর ওয়ারাকা আল্লাহর কসম খেয়ে বললেনঃ যদি তাঁর নবুওয়তের দাওয়াত প্রকাশ পায় এবং আমি জীবিত থাকি, তবে আল্লাহ তাঁর রসূলের আনুগত্য ও পূর্ণমাত্রায় সাহায্য করার ব্যাপারে অবশ্যই আমার পরীক্ষা নিবেন। এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকা ইন্তেকাল করলেন।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। তবে এ রেওয়ায়েতের শুরুতে আরও বলা হয়েছে যে, হুযূর (সাঃ) মক্কায় বসবাসকালে স্বপ্ন দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর গৃহের ছাদের দিকে এল। সে ছাদের এক একটি কড়িকাঠ বের করতে লাগল। অবশেষে সে সমস্ত ছাদ খুলে ফেলল। অতঃপর তাতে রূপার একটি সিঁড়ি লাগিয়ে দিল। সেই সিঁড়ি বেয়ে দু'ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে এল। তিনি বলেনঃ তাদেরকে দেখে আমি চীৎকার করে কাউকে ডেকে সাহায্যের আবেদন করতে চাইলাম; কিন্তু আমাকে কথা বলতে বাধা দেয়া হল। আগন্তুকদ্বয়ের একজন আমার মাথার দিকে ও অন্যজন পার্শ্বে বসে গেল এবং তাদের একজন আপন হাত আমার প্রার্শ্বে দাখিল করে দু'টি পাজরের হাড্ডি বের করে নিল। এরপর সে আমার পেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। আমি তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করছিলাম। সে আমার হৃৎপিণ্ড বের করে নিজের হাতের তালুতে রাখল। সে তার সঙ্গীকে বললঃ এই সাধু পুরুষের হৃদপিণ্ড কি চমৎকার! এরপর সে আমার হৃদপিণ্ড স্বস্থানে রেখে দিল এবং পাঁজরের হাড্ডিও যথাস্থানে স্থাপন করল। এরপর উভয়েই প্রস্থান করল এবং সিঁড়ি তুলে নিল। আমি জাগ্রত হয়ে গৃহের ছাদ পূর্ববৎ দেখতে পেলাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ঘটনার কথা হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে বললে তিনি বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা আপনার মঙ্গল করবেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখান থেকে চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে বললেনঃ আমার উদর বিদীর্ণ করতঃ ধৌত করে পবিত্র করা হয়েছে। এরপর পূর্ববৎ করে দেয়া হয়েছে। এরপর এই হাদীসে পূর্বোক্ত ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং অতিরিক্ত আরও বলা হয়েছে যে, জিবরাঈল (আঃ) একটি ঝরণা খনন করে ওযূ করলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে

নিরীক্ষণ করছিলেন। জিবরাঈল (আঃ) প্রথমে স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করলেন। অতঃপর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন, মাথা মসেহ করলেন, উভয় পা গিঁটসহ ধৌত করলেন, অতঃপর বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে দু'রাকাত নামায পড়লেন। নবী করীম (সাঃ)-ও তাঁকে যা যা করতে দেখলেন তাই করলেন।

আবূ নয়ীম এই রেওয়ায়েত তৃতীয় আর একটি তরিকায় যুহরীর সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী বলেনঃ এই রেওয়ায়েতে যে উদর বিদীর্ণ করার কথা আছে, এর উদ্দেশ্য শৈশবকালীন উদর বিদীর্ণ করাও হতে পারে অথবা এবার পুনরায় বিদীর্ণ করাও হতে পারে। তৃতীয়বার মে'রাজের সময়ও অনুরূপ বিদীর্ণ করা হয়েছে।

ইবনে ইসহাক আবদুল মালেক ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবূ সুফিয়ান ও জনৈক আলেম থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তায়ালা যখন রসূলে করীম (সাঃ)-কে সম্মানে ভূষিত করার ইচ্ছা করলেন এবং নবুওয়তের সূচনা করলেন, তখন তিনি যে কোন বৃক্ষ ও পাথরের কাছ দিয়ে গমন করতেন, সে-ই তাঁকে সালাম করত। তিনি পিছনে ও ডানে-বামে তাকালে বৃক্ষ ও পাথর ছাড়া অন্য কিছু দেখতেন না। বৃক্ষ ও পাথর তাঁকে "আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ" বলে সালাম করত।

নবী করীম (সাঃ) হেরা গিরিগুহায় প্রতি বছর এক মাস এবাদত করার জন্যে গমন করতেন। অবশেষে যখন আল্লাহর ইচ্ছা পূরণ করার মাস এল এবং সেটা ছিল রমযান, তখন রসূলে করীম (সাঃ) পূর্ববৎ সেখানে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর বিশেষ এক রাত্রিতে জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে আগমন করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

ঃ জিবরাঈল যখন এলেন, তখন আমি নিদ্রিত ছিলাম। তিনি এসেই বললেনঃ পড়ুন। আমি বললাম, কি পড়ব? জিবরাঈল (আঃ) আমাকে এমন চাপ দিলেন যে, আমি মৃত্যুর আশংকা করতে লাগলাম। এরপর তিনি আলাদা হয়ে গেলেন এবং বললেনঃ পড়ুন। আমি বললামঃ কি পড়ব? এরপর তিনি আমাকে আবার চাপ দিলেন এবং আলাদা হয়ে বললেনঃ পড়ুন। আমি বললামঃ কি পড়ব? তিনি বললেনঃ

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ .... مَا لَمْ يَعْلَمْ

এরপর তিনি চলে গেলেন এবং আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। তখন আমার অন্তরে আল্লাহর বাণী যেন অংকিত ছিল এবং আমার দৃষ্টিতে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কবি ও উন্মাদের চেয়ে অধিক অপছন্দনীয় কিছুই ছিল না। কবি ও উন্মাদের প্রতি তাকানোও আমার জন্যে সহনীয় ছিল না। আমি মনে মনে বললামঃ তুমি কবি

অথবা উন্মাদ। আমি আরও ভাবলাম, কোরায়শরা যাতে তোমার এই ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করতে না পারে, সে জন্যে আমি এক সুউচ্চ পাহাড়ে যেয়ে আত্মহত্যা করে স্বস্তি লাভ করব। আমি গৃহ থেকে এ উদ্দেশ্যেই বের হলাম। যখন আমি আত্মহত্যার সংকল্প করছিলাম, তখন আকাশ থেকে এই আওয়াজ শুনতে পেলামঃ মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসূল। আমি জিবরাঈল। আমি আকাশের দিকে মাথা তুলে দেখলাম জিবরাঈল! একজন সুপুরুষের আকারে বিদ্যমান আছেন। তাঁর উভয় পা আকাশের প্রান্তে রয়েছে। তিনি বলছেনঃ মোহাম্মদ! আপনি আল্লাহর রসূল। আমি জিবরাঈল। তাঁর এই কথা আমাকে পূর্বকৃত সংকল্প থেকে গাফেল করে দিল। আমি স্বস্থানে অনড় হয়ে গেলাম। সম্মুখে অগ্রসর হওয়া এবং পিছনে সরে আসার শক্তি আমার মধ্যে ছিল না। আকাশের যে প্রান্তেই দৃষ্টিপাত করতাম, একই দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হত। আমি দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে লাগলাম।

অবশেষে দিন শেষ হয়ে এল। এরপর জিবরাঈল চলে গেলেন। আমিও ঘরে ফিরে এলাম। খাদিজার (রাঃ) কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি কোথায় ছিলেন?

আমি প্রশ্ন করলাম ঃ আমি কবি না উন্মাদ? হযরত খাদিজা বললেন ঃ আমি এ বিষয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তিনি আপনার সাথে এরূপ আচরণ করবেন না। আমি ভালভাবেই জানি যে, আপনি সত্যবাদী, আমানতদার, পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। আপনি আত্মীয়দের সাথে সদয় আচরণ করবেন।

হুযূর (সাঃ) বলেন ঃ অতঃপর আমি খাদিজাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ সুসংবাদ নিন! আপনি দৃঢ়পদ থাকুন। আমি আশা করি আপনি এ উম্মতের নবী হবেন।

এরপর হযরত খাদিজা (রাঃ) ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন এবং সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকা বললেন ঃ যদি তুমি আমাকে সত্যবাদী মনে কর, তবে বিশ্বাস কর যে তিনি এই উম্মতের নবী এবং তাঁর কাছে সেই জিবরাঈলই আগমন করেছেন, যিনি মূসা (আঃ)-এর কাছে এসেছিলেন।

হযরত খাদিজা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-কে বললেন ঃ যে সত্তা আপনার কাছে আসে বলে আপনি মনে করেন, যখন সে আসে, তখন আমাকে অবগত করতে পারেন কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। হযরত খাদিজা (রাঃ) বললেন ঃ এবার যখন সে আসে, আমাকে বলবেন। সে মতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খাদিজা (রাঃ)-এর কাছে ছিলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ খাদিজা! ইনি জিবরাঈল। খাদিজা (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ নিঃসন্দেহে। খাদিজা (রাঃ) বললেন ঃ আপনি আমার ডান দিকে বসুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে বসলেন। খাদিজা (রাঃ) বললেন ঃ আপনি এখন তাঁকে

দেখতে পাচ্ছেন? উত্তর হল ঃ হাঁ। খাদিজা (রাঃ) বললেন ঃ আপনি আমার কোলে এসে যান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাই করলেন। খাদিজা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি এখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন? উত্তর হল ঃ হাঁ। খাদিজা (রাঃ) আপন মাথা খুলে দিলেন এবং ওড়না সরিয়ে ফেললেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোলেই উপবিষ্ট ছিলেন। খাদিজা (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি এখন তাঁকে দেখতে পাচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ না। খাদিজা বললেন, ইনি শয়তান নন; বরং ফেরেশতা। আপনি দৃঢ়পদ থাকুন এবং সুসংবাদ নিন। এসব কথোপ কথনের মাধ্যমেই হযরত খাদিজা (রাঃ) ঈমান আনলেন এবং সাক্ষ্য দিলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য।

আবূ নয়ীম ও বায়হাকী ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি এই হাদীসটি আবদুল হাসানের সামনে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ আমি হাদীসটি ফাতেমা বিনতে হুসাইন (রাঃ)-এর কাছে শুনেছি। তিনি হযরত খাদিজা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি খাদিজার (রাঃ)-এই কথাগুলোও বর্ণনা করেছেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমার কামিজের ভিতরে দাখিল করলে জিবরাঈল চলে গেলেন। এ রেওয়ায়েতটি তিবরানীও আওসাতে উদ্ধৃত করেছেন।

ইসমাঈল ইবনে হাকীম, ওমর ইবনে আবদুল আজিজ, আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনে হারেছ ও উম্মে ছালামাহ্ কর্তৃক হযরত খাদিজা (রাঃ) থেকে উপরোক্তরূপ হাদীস বর্ণিত আছে।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবূ মায়সারা আমর ইবনে শোরাহবিল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে বললেন ঃ আমি যখন নির্জনে থাকি তখন একটি আওয়াজ শুনি, যাতে ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। হযরত খাদিজা (রাঃ) বললেন ঃ

ঃ আল্লাহর পানাহ্! আল্লাহ আপনাকে অপদস্ত করবেন না। আপনি আমানতদার। আত্মীয়দের সাথে সদয় ব্যবহার করেন এবং বিশুদ্ধ কথা বলেন।

আবূ বকর (রাঃ) এলে তাঁকেও একথা জানানো হলে তিনি বললেন ঃ আপনি নবী করীমকে (সাঃ) সঙ্গে নিয়ে ওয়ারাকার কাছে যান। সেমতে তারা উভয়েই ওয়ারাকার কাছে গেলেন। হুযূর (সাঃ) ওয়ারাকাকে বললেন ঃ আমি যখন নির্জনে থাকি, তখন পিছন দিকে "ইয়া মোহাম্মদ! ইয়া মোহাম্মদ"!! আওয়াজ শুনতে পাই। তখন আমি দৌড়াতে থাকি।

ওয়ারাকা বললেন ঃ আপনি এরূপ করবেন না; বরং আপনার কাছে কেউ এলে আপনি দৃঢ়পদ থাকুন এবং তাঁর কথা শুনুন। এরপর আমার কাছে এসে খবর দিন।

এ কথাবার্তার পর যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নির্জনে গেলেন, তখন কেউ তাঁকে "ইয়া মোহাম্মদ" বলে ডাকল এবং বলল ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অতঃপর বলল ঃ পড়ুন–

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ - اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ...... وَلَا الضَّآلِّيْنَ

এরপর বলল ঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়ারাকাকে অবহিত করলেন। ওয়ারাকা বললেন ঃ

সুসংবাদ নিন! আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি সেই নবী, যাঁর আগমনের সুসংবাদ ঈসা (আঃ) দিয়েছেন। মূসা (আঃ)-এর জিবরাঈল আপনার কাছে আগমন করেছেন। আপনি নবী, আপনাকে সত্বরই জেহাদের নির্দেশ দেয়া হবে। তখন আমি বর্তমান থাকলে আপনার সঙ্গে অবশ্যই জেহাদে শরীক হব। ওয়ারাকার ইন্তিকালের পর নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমি ওয়ারাকাকে রেশমী বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। কারণ, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আমাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছিল।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবূ মায়সারা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন বাইরে যেতেন, তখন শুনতে পেতেন যে, কেউ তাঁকে "ইয়া মোহাম্মদ" বলে ডাকছে। তিনি এ বিষয়টি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর গোচরীভূত করেন, যিনি ছিলেন তাঁর বহু পুরানা বন্ধু।

আবূ নয়ীম ফযলের সনদ সহকারে বুরায়দা (রাঃ) থেকেও এমনিভাবে রেওয়ায়েত করেছেন।

আবূ নয়ীম আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ থেকে বর্ণনা করেন যে, ওয়ারাকা হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার স্বামী তাকে সবুজ পোশাকে দেখেছেন কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ। ওয়ারাকা বললেন, তোমার স্বামী নবী। তিনি উম্মতের তরফ থেকে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হবেন।

আবূ নয়ীম ওরওয়া থেকে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত খাদিজা (রাঃ) ওয়ারাকার সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি বললেন ঃ যে ভূখণ্ডে মূর্তি পূজা করা হয়, যেখানে জিবরাঈলের আলোচনা করা শোভনীয় নয়। তিনি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর নবীগণের মধ্যে বিশ্বস্ত দূত। তুমি

তোমার স্বামীকে সেই স্থানে নিয়ে যাও, যেখানে তিনি এই দৃশ্য দেখেছেন। তিনি যখন জিবরাঈলকে দেখবেন, তখন তুমি আপন মস্তক খুলে দিয়ো। আল্লাহর প্রেরিত দূত হলে নবী করীম (সাঃ) তাঁকে দেখতে পাবেন না; অর্থাৎ জিবরাঈল প্রস্থান করবেন।

হযরত খাদিজা (রাঃ) ওয়ারাকার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, যখন আমি মাথা খুললাম, তখন জিবরাঈল উধাও হয়ে গেলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে দেখতে পেলেন না। খাদিজা (রাঃ) ফিরে এসে এ ঘটনা ওয়ারাকাকে বললে তিনি বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জিবরাঈলই আগমন করেন। এরপর ওয়ারাকা দাওয়াত-প্রকাশের অপেক্ষা করতে থাকেন।

তায়ালেসী হারেছ ইবনে আবী উসামা এবং আবূ নয়ীম হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) মান্নত করেন যে, তিনি এবং হযরত খাদিজা (রাঃ) একমাস হেরা গিরি গুহায় এ'তেকাফ করবেন। এই মান্নত রমযানুল মোবারকে পড়ে। তিনি এক রাত বাইরে বের হলে "আসসালামু আলাইকা" শুনতে পেলেন। তিনি বলেন ঃ আমি মনে করলাম হয়তো কোন জিন সালাম করেছে। আমি দ্রুত খাদিজার কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি হল? আমি তাকে ঘটনা বললাম। তিনি বললেন ঃ সুসংবাদ নিন। সালাম মঙ্গলের বাক্য। এরপর আমি পুনরায় বের হলে হঠাৎ জিবরাঈলকে আকাশের দিগন্তে দেখলাম। তাঁর একবাহু পূর্বে এবং অপর বাহু পশ্চিমে ছিল। আমি ভয় পেলাম এবং দ্রুত ফিরে এসে দেখি জিবারাঈল দরজার মাঝখানে আছেন। তিনি আমার সাথে কথা বললে আমার ভয়ভীতি দূর হয়ে গেল। এরপর তিনি এক স্থানে আমার সাথে দেখা করার ওয়াদা দিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত হলাম। কিন্তু তিনি আসতে বিলম্ব করলেন। আমি ফিরে যেতে উদ্যত হলেই অকস্মাৎ জিবরাঈল ও মিকাঈলকে আকাশের কিনারা বেষ্টন করে থাকতে দেখলাম। জিবরাঈল নিচে নেমে এলেন এবং মিকাঈল আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে রয়ে গেলেন। জিবরাঈল আমাকে ধরে চিৎ করে শুইয়ে দিলেন। এরপর তিনি আমার কলবের স্থানটি চিরে ফেললেন এবং কলব বের করে তা থেকে একটি বস্তু বের করলেন। অতঃপর কলবকে স্বর্ণের প্লেটে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন এবং স্বস্থানে রেখে ক্ষতস্থান সংশোধন করে দিলেন এবং আমাকে ধনুকের মত ঝুঁকিয়ে পিঠে মোহর লাগিয়ে দিলেন। আমি মোহর লাগার প্রভাব অন্তরে অনুভব করলাম। এরপর আমার গ্রীবা ধরলেন। আমি কান্নার জন্যে উঁচু আওয়াজ বের করলাম। জিবরাঈল আমাকে বললেন ঃ পড়ুন। এর আগে আমি কখনও কোন কিতাব পড়িনি। তাই পড়তে পারলাম না। তিনি আবার বললেন ঃ পড়ুন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কি পড়ব? জিবরাঈল اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ থেকে শুরু করে পাঁচ আয়াত পূর্ণ

করলেন। এরপর আমাকে এক ব্যক্তির সাথে ওজন করলেন। আমি ভারী হলাম। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে ওজন করলে আমিই ভারী হলাম। এরপর একশ' ব্যক্তির সাথে আমাকে ওজন করলেন। এখানেও আমি ভারী হলাম। মিকাঈল বললেন ঃ কা'বার প্রভুর কসম! তাঁর উম্মত তাঁর অনুসরণ করবে। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ পথিমধ্যে যত বৃক্ষ ও পাথর ছিল, সকলেই আমাকে আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ বলেছে।

ইমাম আহমদ, ইবনে সা'দ ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত খাদিজা (রাঃ) ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের সাথে এ সম্পর্কে কথা বললে তিনি বললেন ঃ ইনি জিবরাঈল। মূসার (আঃ) নিকট যিনি আসতেন। যদি তিনি নবীরূপে আবির্ভূত হন এবং আমি তখন জীবিত থাকি, তবে সর্ব প্রকারে তাঁকে শক্তি ও সাহায্য যোগাব।

আবূ নয়ীম মুতামার ইবনে সোলায়মান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সাঃ) কে ধরে একটি ফরশে বসালেন, যাতে মোতি ও ইয়াকূত জড়ানো ছিল। অতঃপর জিবরাঈল বললেন ঃ পড়ুন –

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ

وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ

তিনি আরও বললেন ঃ আপনি কোন প্রকার ভয় করবেন না। আপনি আল্লাহর রসূল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন জিবরাঈলের কাছ থেকে ফিরে আসছিলেন, তখন পথিমধ্যে প্রতিটি বৃক্ষ ও পাথর সিজদায় অবনত হয়ে "আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলছিল। ফলে তাঁর মন প্রশান্ত হয়ে গেল এবং তিনি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত পূর্ণমাত্রায় অনুধাবন করতে পারলেন।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওয়ারাকা ইবনে নওফেল হুযূর (সাঃ)-কে প্রশ্ন করেন ঃ জিবরাঈল আপনার কাছে কোন্ অবয়বে আসেন। তিনি বললেন ঃ তিনি আকাশ থেকে আমার কাছে আসেন। তখন তাঁর উভয় বাহু থাকে মোতির এবং তালু সবুজ।

ইবনে রিস্তা কিতাবুল মোছারেফে যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হেরা গুহায় ছিলেন, এমতাবস্থায় এক ফেরেশ্তা তাঁর কাছে রেশমী কিংখাবের বস্ত্র নিয়ে আসে, যাতে আরবী হরফে প্রথমবারের মত অবতীর্ণ আয়াতগুলো লিখিত ছিল।

ওবায়দ ইবনে ওমায়র কিতাবুল মাছাহেফে বর্ণনা করেন, জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একটি বস্ত্র নিয়ে আসেন এবং বলেন ঃ পড়ুন। তিনি বললেন ঃ আমি পড়ুয়া নই। জিবরাঈল বললেন ঃ পড়ুন- اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন হুযূর (সাঃ) আজইয়াদ নামক স্থানে ছিলেন। হঠাৎ তিনি এক ফেরেশতাকে দেখলেন। সে আকাশের কিনারে পায়ের উপর পা রেখে তাঁকে আওয়াজ দিচ্ছিল ঃ মোহাম্মদ! আমি জিবরাঈল। এটা দেখে হুযুর (সাঃ) ঘাবড়ে গেলেন। তিনি আকাশের দিকে মাথা তুললেই জিবরাঈলকে দেখতে পেতেন। তিনি দ্রুতবেগে হযরত খাদিজার (রাঃ) কাছে এলেন এবং ঘটনা বর্ণনা করে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম, মূর্তি ও অতীন্দ্রিয়বাদীরা আমার কাছে যতটুকু ঘৃণিত, ততটুকু অন্য কোন বস্তু নয়। আমি নিজের সম্পর্কে অতীন্দ্রিয়বাদী হওয়ার আশংকা করছি। খাদিজা (রাঃ) বললেন ঃ কখনও নয়। এটা অসম্ভব। আপনি এমন কথা মুখে আনবেন না। আল্লাহ্ আপনার সাথে এরূপ করবেন না। আপনি আত্মীয়দের সাথে সদয় ব্যবহার করেন, সত্য কথা বলেন এবং আমানত ফিরিয়ে দেন। আপনার চরিত্র মহান। এরপর খাদিজা (রাঃ) ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। ওয়ারাকার কাছে এটা তাঁর প্রথমবার যাওয়া। তিনি ওয়ারাকাকে সকল ঘটনা বললে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, তিনি সত্যবাদী। এটা নবুওয়তের সূচনা। তাঁর কাছে জিবরাঈল আসেন। তুমি তাঁকে মঙ্গল ছাড়া অন্যকিছু চিন্তা না করতে বল।

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হেরা গুহায় প্রথমবার ওহী নাযিল হওয়ার পর বেশ কিছুদিন পর্যন্ত জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে হুযূর (সাঃ)-এর সাক্ষাৎ হয়নি। এতে তিনি খুব দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। এমন কি তিনি কখনও খবীর পাহাড়ে এবং কখনও হেরা পাহাড়ে যাতায়াত করতে থাকেন। তিনি কখনও নিজেকে পাহাড় থেকে নিচে ফেলে দেয়ার সংকল্প নিয়েও যেতেন। একদিন যখন তিনি এমনি সংকল্প নিয়ে পাহাড়ে যাচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়াজ শুনলেন। তিনি মাথা তুলতেই দেখলেন যে, জিবরাঈল (আঃ) আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে একটি কুরসীতে চারজানু হয়ে উপবিষ্ট আছেন এবং বলছেন ঃ হে মোহাম্মদ! আপনি নিশ্চিতরূপেই আল্লাহর রসূল এবং আমি জিবরাঈল। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) চলে এলেন। তাঁর চক্ষু শীতল হল এবং অন্তর আশ্বস্ত হল। এরপর থেকে পরপর ওহী আসতে থাকে।

হাকেম ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল মালেক ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবূ সুফিয়ান অত্যন্ত স্মরণশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন-হযরত খাদিজা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়ার

ব্যাপারে ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের সাথে আলোচনা করতেন। এ প্রসঙ্গে ওয়ারাকা ইবনে নওফেল নিম্নোক্ত কবিতা রচনা করেন ঃ

ঃ আকস্মিক ঘটনাবলী ও বিধিলিপির অবস্থা হচ্ছে ? আল্লাহ্ যে বিষয়ের নির্দেশ দেন, তা অপরিবর্তনীয়।

খাদিজা আমাকে ডাকে, যাতে আমি বলি। খাদিজার অদৃশ্য বিষয়াবলীর কোন খবর নেই।

খাদিজা আমার কাছে নবী (সাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসে, যাতে আমি শেষ যুগে যা হবে, সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করি।

খাদিজা আমাকে এমন বিষয়ে অবহিত করেছে, যা আমি প্রাচীন কাল থেকে শুনে আসছি।

তা এই যে, মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে জিবরাঈল আগমন করেন এবং সংবাদ দেন যে, হুযূর (সাঃ)-কে মানব জাতির প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।

আমি বললাম ঃ তুমি যা আশা করছ, আল্লাহতায়ালা তা তোমার জন্যে পূর্ণ করবেন। অতএব আশা রাখ এবং অপেক্ষা কর।

খাদিজা হুযূর (সাঃ)-কে আমার কাছে প্রেরণ করেছে, যাতে আমি তাকে তাঁর স্বপ্ন ও জাগরণের বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি।

সেমতে তিনি আমার কাছে এসে এমন বিস্ময়কর কথা বর্ণনা করলেন, যা শুনে শরীর শিউরে উঠে।

তা এই ঃ আমি আল্লাহর বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিবরাঈলকে দেখেছি। তিনি ভয়াবহ আকৃতি ধারণ করে আমার সামনে আসেন।

এরপর জিবরাঈল থেমে রইলেন এবং আমি ঘাবড়ে গেলাম সেই বৃক্ষের কারণে, যা আমার চলার পথে পড়ত এবং আমাকে সালাম করত।

আমি মোহাম্মদ (সাঃ)-কে বললাম ঃ আমার ধারণা আপনি অতি সত্বর প্রেরিত হবেন এবং অবতীর্ণ সূরাসমূহ্ তেলাওয়াত করবেন। আমার জ্ঞানও এ ধারণার সত্যায়ন করে।

আমি আপনার খেদমতে উৎসাহের সাথেই উপস্থিত হব, যদি আপনি জেহাদ ঘোষণার মাধ্যমে কাফেরদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন।

তায়ালেসী, তিরমিযী ও বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ মক্কায় একটি পাথর আছে। যে রাতে আমি নবুওয়তে ভূষিত হই, সে রাতে সে আমাকে সালাম করেছিল। আমি সেটির কাছ দিয়ে গমন করলে বিলক্ষণ চিনতে পারি।

মুসলিম এ রেওয়ায়েতই এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ আমি মক্কার সেই পাথরটিকে চিহ্নিত করতে পারি, যে নবুওয়তপ্রাপ্তির পূর্বে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও তাকে চিনি।

তিবরানী, আবূ নয়ীম ও বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে যখন মক্কায় ছিলাম, তখন একদিন তিনি আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে শহরের একদিকে চলে গেলেন। তাঁর সামনে যে-কোন বৃক্ষ, টীলা ও পাথর পড়ত, সে-ই তাঁকে "আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ" বলত। আমি তা শুনতাম।

তিরমিযী এ রেওয়ায়েতটিকে হাসান এবং হাকেম ছহীহ্ বলেছেন। বাযযার ও আবূ নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন আল্লাহ্ তায়ালা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করলেন, তখন আমি যে পাথর ও বৃক্ষের কাছে দিয়ে যেতাম, সে-ই আমাকে "আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ্" বলত।

ইবনে সা'দ ও আবূ নয়ীম বাররাহ্ বিনতে আবী তাজরাত থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যে সময় আল্লাহ তায়ালা হুযূর (সাঃ)-কে নবুওয়ত ও কারামতে ভূষিত করলেন, তখন থেকে তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্য এত দূরে চলে যেতেন, যেখান থেকে কোন গৃহ তাঁর দৃষ্টিগোচর হত না। তিনি গিরিপথে এবং মরুভূমির নিম্ন এলাকায় পৌছে যেতেন। তিনি যে বৃক্ষ ও পাথরের কাছ দিয়ে যেতেন, সেটিই তাঁকে "আসসালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ" বলত। তিনি ডানে বামে ও পশ্চাতে তাকাতেন; কিন্তু কোন জনমানব দৃষ্টিগোচর হত না।

আবূ নয়ীম কর্তৃক অন্য তরিকায় বর্ণিত এ রেওয়ায়েতের শেষ ভাগে আছে, হুযূর (সাঃ) "ওয়া আলাইকুমস্ সালাম" বলে জবাব দিতেন। জিবরাঈল (আঃ) তাঁকে সালাম শিক্ষা দিয়েছিলেন।

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী ইবরাহীম ইবনে মোহাম্মদ ইবনে তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম ইবনে মোহাম্মদ বলেন ঃ আমি (তালহা) একবার বুছরার বাজারে গেলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম এক সন্ন্যাসী তার উপাসনালয়ে বসে বলছিল ঃ এই আগন্তুকদেরকে জিজ্ঞাসা কর তাদের মধ্যে হেরেমের অধিবাসী কেউ আছে কিনা? তালহা বলেন ঃ আমি বললাম ঃ আমি হেরেমবাসী। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করল ঃ আহমদ আত্মপ্রকাশ করেছেন কি? আমি বললাম ঃ কোন্ আহমদ? সে বলল ঃ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব। তাঁর আত্মপ্রকাশের মাস এটাই। তিনি সর্বশেষ নবী। তাঁর আত্মপ্রকাশের স্থান হচ্ছে হেরেমে এবং হিজরতের স্থান খর্জুর শোভিত প্রস্তরময় লবণাক্ত ভূমি। তাঁর প্রতি

ঈমান আনায় তোমাদের অগ্রগামী হওয়া উচিত। তালহা বলেন ঃ সন্ন্যাসীর কথা আমার অন্তরে স্থান করে নিল। আমি দ্রুতগতিতে মক্কায় পৌঁছলাম এবং মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, নতুন কিছু ঘটেছে কিনা? তারা বলল ঃ হাঁ, মোহাম্মদ ইবনে আবুদুল্লাহ নবুওয়ত পাওয়ার কথা বলছেন। আবূ বকর ইবনে আবূ কোহাফা তাঁর অনুসরণ করছেন। আমি সেখান থেকে বের হয়ে আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে এলাম এবং সন্ন্যাসীর কথাবার্তা সম্পর্কে তাকে অবহিত করলাম। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এসব কথা জানালে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অতঃপর আমিও ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম। নওফেল ইবনে আদভিয়া হযরত আবূ বকর ও তালহা উভয়কে ধরে এক রশিতে বেঁধে ছিল। এজন্যে তাঁদেরকে "কুরায়নাইন" (দুই সহচর) নামে অভিহিত করা হয়।

আবূ নয়ীম ইকরামা থেকে এবং তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আব্বাস বলেন ঃ আমি বাণিজ্য উপলক্ষে সেই কাফেলার সঙ্গে এয়ামন গেলাম, যাদের মধ্যে আবূ সুফিয়ান ইবনে হরবও ছিলেন। সেখানে হানযালাহ ইবনে আবূ সুফিয়ানের চিঠি পৌঁছল এই মর্মে যে, মোহাম্মদ (সাঃ) ঘোষণা করছেন যে, তিনি আল্লাহতায়ালার রসূল ও তাঁর প্রতি আহবান কারী। এ সংবাদটি সমগ্র এয়ামনেও ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের কাছে জনৈক ইহুদী আলেম এসে বলল ঃ যিনি নবুওয়ত দাবী করেছেন, আমি জানতে পারলাম তোমাদের মধ্যে তাঁর একজন চাচা রয়েছেন। হযরত আব্বাস বলেন ঃ আমি বললাম, হাঁ, আমিই তাঁর চাচা। ইহুদী আলেম বলল ঃ আমি আপনাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি–আপনার ভাতিজার মধ্যে যৌবনের চপলতা কিংবা জ্ঞানবুদ্ধির অভাব আছে কি?

হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি জবাব দিলাম, আবদুল মুত্তালিবের আল্লাহর কসম, কোনটিই নেই। তিনি কখনও মিথ্যা বলেন নি, বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি। তিনি কোরায়শদের মধ্যে "আমীন" উপাধিতে ভূষিত আছেন।

ইহুদী আলেম জিজ্ঞাসা করল ঃ তিনি কি স্বহস্তে লিখেন?

আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এই প্রশ্ন শুনে আমার ধারণা হল যে, হুযূর (সাঃ)-এর জন্যে স্বহস্তে লিখা বোধ হয় ভাল হবে। তাই আমি ইচ্ছা করলাম যে বলি, জ্বী "হা, তিনি স্বহস্তে লিখেন। কিন্তু আবূ সুফিয়ান তা খণ্ডন করবে–এই ভয়ে আমি সত্য কথাই বললাম এবং জবাব দিলাম– না, তিনি স্বহস্তে লিখেন না। একথা শুনে ইহুদী আপন জায়গা থেকে লাফিয়ে উঠল এবং স্বীয় চাদর ছেড়ে একথা বলতে বলতে চলে গেল ঃ ইহুদীদের সর্বনাশ হয়েছে, ইহুদীদেরকে হত্যা করা হয়েছে।

আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমরা আমাদের অবস্থান স্থলে ফিরে এলে আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আবুল ফযল! তোমার ভাতিজাকে ইহুদীরা ভয় করে। আমি

বললাম ঃ তুমিও তো দেখলে। এখন বল তোমার কি ইচ্ছা? মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ঈমান আন। যদি তাঁর দাবী সত্য হয়, তবে সত্যের প্রতি অগ্রগামীদের একজন হবে। আর মিথ্যা হলে তুমি একা নও; বরং তোমার সাথে তারাও থাকবে, যারা তোমার সমকক্ষ। তাদের যা পরিণাম হবে, তোমারও তাই হবে।

আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি কুফায় অশ্বারোহী দলকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর প্রতি ঈমান আনব না।

আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি আবূ সুফিয়ানকে বললাম ঃ তুমি কি বল? সে বলল ঃ ব্যস, আর জিজ্ঞেস করো না। এমনিতেই মুখ দিয়ে একটি কথা বের হয়ে পড়েছে। আমি জানি আল্লাহ অশ্বারোহী দলকে কুফায় আত্মপ্রকাশ করতে দিবেন না।

আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন আমরা অশ্বারোহী দলকে কুফা থেকে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছি। আমি আবূ সুফিয়ানকে বললাম ঃ তুমি কি বলেছিলে মনে পড়ে? আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ হাঁ, আল্লাহর কসম, এখন আমি সেই বিষয়টিই স্মরণ করছি।

আবূ নয়ীম মোয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফিয়ান (রাঃ) বলেছেন–আমি এবং উমাইয়া ইবনে আবূ ছল্ত উভয়েই বাণিজ্য ব্যপদেশে সিরিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে পৌছে উমাইয়া বলল ঃ চল, আমরা একজন খৃষ্টান আলেমের সাথে দেখা করি। কিতাব সম্পর্কে তিনি অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। আমরা তাকে কিছু প্রশ্ন করব। আবূ সুফিয়ান বর্ণনা করেন ঃ আমি উমাইয়াকে বললাম ঃ এই আলেমকে কোন প্রশ্ন করার প্রয়োজন আমার নেই। শেষ পর্যন্ত উমাইয়া একাই গেল এবং ফিরে এল। সে বর্ণনা করল ঃ আমি সেই আলেমের কাছে গিয়ে তাকে অনেক প্রশ্ন করেছি। আমি তাকে বলেছি যে, প্রতীক্ষিত নবী সম্পর্কে আপনি যা জানেন বলুন। খৃষ্টান আলেম বললেন ঃ সেই নবী একজন আরব হবেন। আমি বললাম ঃ কোন্ আরব? তিনি বললেন ঃ আরবরা যে বায়তুল্লাহর হজ্ব করে, তিনি সেই বায়তুল্লাহর অধিবাসীদের একজন হবেন। তিনি কোরায়শ বংশোদ্ভূত হবেন। আমি বললাম ঃ তাঁর কিছু গুণাবলী বর্ণণা করুন। তিনি বললেন ঃ তিনি একজন যুবক। তিনি যখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌছাবেন, তখন তাঁর নবুওয়ত প্রকাশ পাবে। তিনি জুলুম-নিপীড়ন ও হারাম বিষয়াদি থেকে দূরে থাকবেন, আত্মীয়ের সাথে সদয় ব্যবহার করবেন, অন্যকেও এরূপ করতে বলবেন। তিনি মাতাপিতা উভয় দিক দিয়ে সম্ভ্রান্ত হবেন। তাঁর গোত্র মধ্যবিত্ত হবে, তাঁর অধিকাংশ সৈন্য হবে ফেরেশতা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তাঁর আগমনের চিহ্ন কি হবে? তিনি বললেন ঃ হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইন্তিকালের পর সিরিয়ায়

ত্রিশটি ভূমিকম্প হয়েছে। প্রতিটি ভূমিকম্প ছিল এক মহাবিপদ। কেবল একটি ভূমিকম্প বাকী রয়ে গেছে। তাতেও মানুষের প্রভূত দুঃখ-দুর্দশা হবে।

আবূ সুফিয়ান বর্ণনা করেন, উমাইয়ার কাছে এসব কথা শুনে আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, এসব কথা সত্য নয়। উমাইয়া বলল ঃ আমি যার কসম খাই, তার কসম, এটা বাস্তবিক সত্য।

আবূ সুফিয়ান বর্ণনা করেন ঃ এরপর আমরা সিরিয়া থেকে স্বদেশ অভিমুখে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে হঠাৎ শুনতে পেলাম এক অশ্বারোহী আমাদের পশ্চাতে বলছে–তোমাদের চলে আসার পরে সিরিয়ায় এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প হয়েছে। এতে অনেক মানুষ নিহত হয়েছে এবং অনেক মানুষ ব্যাপক দূর্ঘটনায় পতিত হয়েছে।

আবূ সুফিয়ান বর্ণনা করেন, উমাইয়া আমার সামনে এল এবং বলল ঃ এখন খৃষ্টান আলেমের উক্তি সম্পর্কে তোমার মত কি? আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, তার কথা ঠিক। এরপর আমি মক্কায় এলাম এবং পণ্য-সামগ্রী বিক্রয় করলাম। এরপর আমি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এয়ামন রওয়ানা হলাম। এয়ামনে পাঁচ মাস অবস্থান করার পর মক্কায় ফিরে এলাম। মানুষ আমার কাছে এসে সালাম করত এবং তাদের প্রদত্ত পুঁজি সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করত। এরপর নবী করীম (সাঃ) আমার কাছে এসে সালাম করলেন। তিনি আমাকে সফরের অবস্থা এবং অবস্থানস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু নিজের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই উঠে দাঁড়ালেন।

আবূ সুফিয়ান বলেন ঃ আমি হিন্দাকে বললাম, আল্লাহর কসম, আমি আশ্চর্য বোধ করি যে, কোরায়শ গোত্রের প্রতিটি ব্যক্তির পুঁজি আমার কাছে রয়েছে। তারা এসে নিজেদের হিসাব সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। কিন্তু মোহাম্মদ (সাঃ) এ সফরে যে পুঁজি বিনিয়োগ করেছিলেন সে সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাই করেননি।

হিন্দা বলল ঃ তুমি তাঁর শান সম্পর্কে অবগত নও। তিনি তো আল্লাহর রসূল হওয়ার ধারণা পোষণ করেন।

আবূ সুফিয়ান বলেন ঃ তখন খৃষ্টান আলেমের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি হিন্দাকে বললাম ঃ তাঁর এই দাবী সম্পর্কে তিনিই ভাল বলতে পারেন। হিন্দা বলল ঃ তিনি তো একথাই বলেন যে, তিনি আল্লাহর রসূল।

হযরত আমীর মোয়াবিয়া (রাঃ) পিতা আবূ সুফিয়ান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি (আবূ সুফিয়ান) বর্ণনা করেছেন, আমরা গাজা অথবা ইলিয়ায় ছিলাম, উমাইয়া ইবনে ছলত আমাকে বলল ঃ আবূ সুফিয়ান! ওতবা ইবনে রবিয়ার হাল

হকিকত বর্ণনা কর। আমি বললাম ঃ বরং তুমি বর্ণনা কর। উমাইয়া বলল ঃ ওতবা উভয় তরফ থেকে সম্ভ্রান্ত। সে জুলুম-নিপীড়ন ও হারাম বিষয়াদি থেকে দূরে থাকে। আমি বললাম ঃ তাই সে ভদ্র ও সচ্চরিত্র। উমাইয়া বলল ঃ তুমি কি ওতবাকে দোষারোপ করছ? আমি বললাম ঃ তুমি ভুল বলছ; বরং বয়স যতই বাড়ে, ভদ্রতা ততই বাড়ে। উমাইয়া বলল ঃ তুমি কথাবার্তায় তড়িঘড়ি করো না। আমি বলছি–আমি কিতাবে পাই যে, একজন নবী হবেন এবং তিনি আমাদের এই হাররার মধ্য থেকে হবেন। আমার ধারণা ছিল যে, তিনি আবদে মানাফ থেকে হবেন। আবদে মানাফের মধ্যে গভীর দৃষ্টিপাত করে দেখলাম যে, ওতবা ছাড়া অন্য কারও মধ্যে নবী হওয়ার যোগ্যতা নেই। কিন্তু তুমি যখন ওতবার বয়স বৃদ্ধির কথা আমাকে বললে, তখন আমি বুঝলাম যে, ওতবা সেই সম্ভাব্য নবী নয়। কেননা, বয়স চল্লিশ বছর পার হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হয়নি।

আবু সুফিয়ান বলেন ঃ আমি যখন সফর থেকে ফিরে এলাম, তখন মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল শুরু হয়েছে বলে শুনলাম। আমি সওদাগরদের একটি দলের সাথে আবার ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং উমাইয়ার কাছ দিয়ে গেলাম। আমি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তাকে বললাম ঃ উমাইয়া! যে নবীর কথা তুমি বলতে, তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন! উমাইয়া বলল ঃ তিনি সত্য নবী। তুমি তাঁর অনুসরণ কর। বিশ্বাস রাখ আমিও তোমার সাথে তাঁর অনুসরণ করব। আবূ সুফিয়ান! যদি তুমি তাঁর বিরোধিতা কর, তবে একদিন ছাগলের বাচ্চার ন্যায় বাঁধা অবস্থায় তাঁর কাছে নীত হবে। তিনি তোমার সম্পর্কে যা ইচ্ছা ফয়সালা করবেন।

হারেছ ইবনে উসামা স্বীয় মসনদে ইকরামা ইবনে খালেদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় কিছু লোক সমুদ্রে এক নৌকায় সওয়ার হয়। প্রতিকূল বায়ু তাদেরকে এক অজানা সামুদ্রিক দ্বীপে নিয়ে যায়। তারা সেই দ্বীপে এক ব্যক্তিকে পায়। সে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমরা কে ? তারা বলল ঃ আমরা কোরায়শী। প্রশ্ন হল ঃ কোরায়শী কারা ? তারা বলল ঃ হেরেমের অধিবাসী এবং তৎসঙ্গে পরিচিতিমূলক কিছু বর্ণনা দিল। সে বলল ঃ না তোমরা হেরেমের অধিবাসী, না আমরা। পরে দেখা গেল যে, লোকটি জুরহাম গোত্রের একজন। সে বলল ঃ তোমরা জান কি উৎকৃষ্ট ঘোড়ার নাম "জিয়াদ" কেন হল? কারণ আমাদের ঘোড়া অত্যন্ত দ্রুতগামী।

এরপর কোরায়শীরা বলল ঃ আমাদের মধ্যে একব্যক্তি নবুওয়ত দাবী করে। একথা শুনে সে বলল ঃ তোমরা এই নবীর অনুসরণ কর। আমি ভাল অবস্থায় নাই, তা না হলে আমিও তোমাদের সাথে এই নবীর কাছে পৌঁছে যেতাম।

ইবনে আসাকির আবদুর রহমান ইবনে হুমায়দের দাদা হুমায়দ ইবনে আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন– আমি হুযূর (সাঃ)-এর

আবির্ভাবের এক বছর পূর্বে এয়ামন গেলাম এবং আসকালান ইবনে আওয়াকেন হেমইয়ারীর কাছে অবস্থান করলাম। আসকালান ছিলেন অত্যাধিক বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি। এর আগে আমি যখনই এয়ামন যেতাম, তাঁর কাছেই অবস্থান করতাম। তিনি সর্বদাই আমাকে মক্কা, বায়তুল্লাহ এবং যমযম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। তিনি আরও জিজ্ঞাসা করতেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ আত্মপ্রকাশ করেছে কি? তাঁর জন্যে একটি খবর আছে। তাঁর কাছে একটি কিতাব আছে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তোমাদের বর্তমান ধর্মের বিরোধিতা করেছে? আমি তাকে বলতাম– না, এখন পর্যন্ত এমন কোন বিষয় প্রকাশ পায়নি।

এবার যখন আমি তাঁর কাছে এলাম, তখন তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং শ্রবণশক্তিও হ্রাস পাচ্ছিল। আমি তাঁর কাছে অবতরণ করলে তাঁর পুত্র ও পৌত্ররা সমবেত হল। তারা আমাকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত করল।তিনি নিজে চোখের উপর একটি পট্টি বাঁধলেন এবং বালিশে হেলান দিয়ে বসলেন। অতঃপর বললেন ঃ কোরায়শী ভাই! আমার কাছে তোমার বংশপরিচয় বর্ণনা কর। আমি বললাম ঃ আমি আবদুর রহমান ইবনে আওফ ইবনে আবদে মানাফ ইবনে হারেছ ইবনে যুহরা। তিনি বললেন ঃ যুহরার ভাই ছিল। এই বংশ পরিচয় যথেষ্ট। আমি কি তোমাকে এমন সুসংবাদ দিয়ে আনন্দিত করব না, যা তোমার জন্যে এই বাণিজ্য অপেক্ষা উত্তম ?

আমি বললাম ঃ অবশ্যই সুসংবাদ দিন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে একটি বিস্ময়কর বিষয় সম্পর্কে অবহিত করছি। একটি কাম্য বস্তুর সুসংবাদ দিচ্ছি। তা এই যে, আল্লাহ তায়ালা গত মাসে তোমাদের গোত্রে একজন নবী প্রেরণ করেছেন, তাঁর উপর কিতাব নাযিল করেছেন এবং তাঁর জন্যে ছোয়াব নির্ধারিত করেছেন। তিনি প্রতিমার পূজা করতে নিষেধ করেন এবং বাতিলকে প্রতিহত করেন।

আবদুর রহমান বর্ণনা করেন ঃ আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, এই নবী কাদের মধ্য থেকে আবির্ভূত হয়েছেন? তিনি বললেন ঃ তিনি অন্য কোন গোত্র থেকে নয়–বনী-হাশেম গোত্র থেকে। তোমরা হলে তাঁর মাতুল গোষ্ঠি। আবদুর রহমান, এখানে বেশীদিন থেকো না, তাড়াতাড়ি ফিরে যাও। সেখানে যেয়ে তাঁকে সাহায্য কর এবং তাঁর সত্যায়ন কর। তাঁর খেদমতে আমার এই কবিতাগুলো পেশ করবে ঃ

আমি আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেই, যিনি সুউচ্চ এবং রাতের অন্ধকার ও ভোরের আলো প্রকাশ করেন।

তিনি গৌরব ও বীরত্বে কোরায়শ বংশীয়। হে সেই মহোত্তম ব্যক্তির সন্তান! যাঁর যবেহের বিনিময়ে ফিদিয়া দেয়া হয়েছে!

তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি সত্যের দিকে আহ্বান করেন এবং ন্যায় ও কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। আমি আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেই, যিনি মূসা (আঃ)-এর প্রতিপালক।

তিনি বাতহায় প্রেরিত হয়েছেন।

আপনি আল্লাহর দরবারে আমার জন্যে সুপারিশ করুন। আল্লাহ্ মানুষকে সাফল্যের দিকে আহ্বান করেন।

আবদুর রহমান বর্ণনা করেন ঃ আমি এই কবিতাগুলো মুখস্থ করে নিলাম। অতঃপর সেখানে আমার প্রয়োজন দ্রুত সমাধা করে মক্কায় ফিরে এলাম। আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে দেখা করে এ ঘটনা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহতায়ালা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ (সাঃ)-কে মানব জাতির প্রতি রসূল করে প্রেরণ করেছেন। তুমি তাঁর কাছে যাও।

আবদুর রহমান বলেন ঃ আমি হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন হযরত খাদিজা (রাঃ)-এর গৃহে ছিলেন। আমাকে দেখে মুচকি হেসে বললেন ঃ বল, কি খবর ? আমি একজন চরিত্রবান ব্যক্তির মুখমণ্ডল দেখছি। আমি তার জন্যে কল্যাণের আশা রাখি, যাকে তুমি পিছনে ছেড়ে এসেছ।

আমি আরয করলাম ঃ হে মোহাম্মদ! কার কথা বলছেন?

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তুমি আমার কাছে কোন্ আমানত নিয়ে এসেছ এবং কেউ তোমাকে পয়গাম দিয়ে প্রেরণ করেছে। বল, সেই পয়গাম কি?

আমি বৃদ্ধ হেমইয়ারীর কবিতা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম।

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ হেমইয়ারী ভাই বিশেষ শ্রেণীর মুমিন। অতঃপর বললেন ঃ পরওয়ারদেগার! অনেক মানুষ আমার প্রতি ঈমান এনেছে, অথচ তারা আমাকে দেখেনি। অনেক মানুষ আমার সত্যায়ন করেছে; অথচ তারা আমার কাছে হাযির হয়নি। এরা আমার সত্যিকার ভাই।

অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথা ও গায়েবী আওয়াজ

ইমাম বোখারী হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর বাচনিক রেওয়ায়েত করেন যে, তার কাছ দিয়ে জনৈক সুশ্রী ব্যক্তি গমন করলে তিনি তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি বলল ঃ আমি মূর্খতাযুগে আরবের অতীন্দ্রিয়বাদী ছিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে প্রশ্ন করলেন ঃ তোমার নারী জিন তোমার কাছে যেসব খবর নিয়ে আসত, সেগুলোর মধ্যে সর্বাধিক আশ্চর্যজনক খবর কোন্‌টি ছিল? সে বলল ঃ একদিন আমি যখন বাজারে ছিলাম, তখন সেই নারী জিন আমার কাছে এল। তার

আগমনে আমি যে কি পরিমাণ ঘাড়বে গেলাম, তা আমিই জানি। সে এসে এই কবিতা পাঠ করল ঃ

ঃ তুমি জিন ও তাদের অবচেতন অবস্থা দেখনি। তাদের নৈরাশ্য দেখনি। উট ও উটের গদির সাথে জিনদের সংযুক্ত হওয়া দেখনি।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তুমি ঠিক বলেছ। আমিও আরবের মাবূদদের কাছে এক রাত অতিবাহিত করেছিলাম। গভীর রাতে এক ব্যক্তি একটি বাছুর নিয়ে এল এবং যবেহ্ করল। বাছুরের ভিতরে কেউ এমন জোরে চীৎকার করল যে, আমি কখনও এমন চীৎকার শুনিনি। চীৎকারকারী বলছিল ঃ ইয়া জলীহু, এ বিষয়টি মুক্তিদাতা, সেই ব্যক্তি উপদেশ দাতা, সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে; অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই।

এটা শুনে সকলেই হতবাক হয়ে গেল এবং লাফিয়ে উঠে সেখান থেকে পলায়ন করল। আমি মনে মনে বললাম ঃ আমি এর পরিণতি না দেখে যাব না। এরপর দ্বিতীয়বার ও তৃতীয় বার তোমনিভাবে আওয়াজ করল। আমি সেখান থেকে চলে এলাম। এই ঘটনার কয়েকদিন পরই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের খবর শুনা গেল।

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী মোজাহিদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী গেফার গোত্র এমর্মে একটি বাছুর মান্নত করে যে, তাদের কোন এক প্রতিমার কাছে নৈকট্য লাভের জন্যে বাছুরটি যবেহ করবে। হঠাৎ সেই বাছুরটি এই বলে চীৎকার করতে থাকে—

يا لذريح امر تجيح صائح يصيح لسان فصيح يدعو بمكة

ان لا اله الا الله

এই চীৎকার শুনে তারা বাছুর যবেহ না করে চলে গেল। ইতিমধ্যেই নবী করীম (সাঃ) প্রেরিত হয়ে গেলেন।

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী মোজাহিদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমাদের জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেছেন—আমি আমার পরিবারের একটি গাভী পালছিলাম। হঠাৎ আমি তার পেট থেকে এই আওয়াজ শুনতে পেলাম।

يالذريح قول فصيح رجل يصيح ان لا اله الا الله

মক্কায় পৌছে দেখলাম যে, নবী করীম (সাঃ) প্রেরিত হয়ে গেছেন।

বারা ইবনে আযেব থেকে বর্ণিত বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে যে, ওমর ফারুক (রাঃ) সওয়াদ ইবনে কাবেরকে বললেন ঃ তুমি তোমার ইসলাম গ্রহণের সূচনা বর্ণনা কর। সওয়াদ বললেন ঃ এক জিন আমার সহচর ছিল। একদিন যখন আমি নিদ্রিত ছিলাম, সেই জিন হঠাৎ আমার কাছে এসে বলল ঃ উঠ এবং বুঝ। লুয়ই ইবনে গালেবের বংশধর থেকে একজন রসূল প্রেরিত হয়েছেন। এরপর সে এই কবিতা পাঠ করল ঃ

ঃ আমি জিন, তাদের নাপাক লোক এবং উটের পিঠে তাদের গদি বাঁধার কারণে আশ্চার্যান্বিত হই।

জিনরা মক্কার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারা হেদায়েত অন্বেষী। তাদের মধ্যে যারা মু'মিন, তারা নাপাক জিনদের মত নয়।

হাশেমের অধস্তন এই পুরুষের দিকে মনোযোগী হও এবং হাশেমের মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি তুলে দেখ।

সওয়াদ বর্ণনা করেন–সে আমাকে জাগ্রত করল এবং সতর্ক করে বলল ঃ হে সওয়াদ! আল্লাহতায়ালা একজন নবী প্রেরণ করেছেন। তুমি তাঁর কাছে গেলে হেদায়েত পাবে। দ্বিতীয় রাতেও সে আমার কাছে এল এবং আমাকে জাগ্রত করে এই কবিতা পাঠ করল ঃ

ঃ আমি জিন, তাদের অন্বেষণ এবং যারা উটের পিঠে গদি বাঁধে, তাদের আচরনে আশ্চর্যান্বিত হই। তারা মক্কা অভিমুখে আসছে। তারা হোদায়েতের অন্বেষী। জিনদের মধ্যে যারা সত্যবাদী, তারা মিথ্যুকদের মত নয়।

বনী হাশেমের মনোনীত ব্যক্তিত্বের দিকে চল। অগ্রবর্তী জিনরা পরবর্তীদের মত নয়।

তৃতীয় রাতে সে এসে আমাকে জাগ্রত করল এবং এই কবিতা আবৃত্তি করল ঃ

ঃ আমি জিন ও তাদের বীরত্বের কারণে আশ্চর্য হই আরও এ কারণে যে, তারা উটের পিঠে হাওদা বাঁধে।

মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হচ্ছে হেদায়েতের আকাঙ্ক্ষায়। দুষ্ট জিন পছন্দনীয় জিনদের অনুরূপ নয়।

সওয়াদ বর্ণনা করেন–আমি যখন দেখলাম যে, এই জিন এক রাতের পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাতেও আমাকে এ বিষয়ের প্রতিই আকৃষ্ট করছে, তখন আমার মনে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ স্থান করে নিল। আমি হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি আমাকে দেখে মারহাবা বললেন এবং এরশাদ করলেন ঃ হে সওয়াদ ইবনে কাবের! আমি জানি তোমাকে কিসে টেনে এনেছে। আমি আরয করলাম ঃ

ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কিছু কবিতা রচনা করেছি। আপনি সেগুলো শুনুন। অতঃপর আমি আবৃত্তি করলাম ঃ

ঃ আমার কাছে নিদ্রাবস্থায় রাতের পর রাতে এক সুশ্রী ব্যক্তি আগমন করল। আমি যে বিষয়ে তাকে পরীক্ষা করেছি, তা মিথ্যা নয়।

সে তিন রাত পর্যন্ত এসেছে। প্রতিরাতেই সে বলেছে যে, তোমার কাছে লুওয়া ইবনে গালেবের বংশধর থেকে একজন রসূল এসেছেন। আমি সফর করতে প্রস্তুত হলাম। দ্রুতগামী বড় মুখবিশিষ্ট উষ্ট্রী প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করার পর আমাকে আপনার কাছে পৌছিয়েছে।

আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রতিপালক নেই। আপনি প্রত্যেক অদৃশ্য বিষয়ে বিশ্বস্ত।

শাফায়াতের দিক দিয়ে আপনি অন্যান্য পয়গাম্বর অপেক্ষা অধিক নৈকট্যশীল। হে পবিত্র ও মহান ব্যক্তি বর্গের সন্তান!

হে সৃষ্টির সেরা, আপনার কাছে আগত বিষয় সম্পর্কে আমাদেরকে আদেশ করুন যদিও তাতে এমন শ্রম ও কঠোরতা থাকে, যা মানুষকে বৃদ্ধ করে দেয়।

আপনি সেই দিন যেন আমার শাফায়াত করুন, যেদিন আপনি ছাড়া কোন শাফায়াতকারী সওয়াদ ইবনে কাবেরকে অবমুক্ত করতে পারবে না।

ইমাম সুয়ূতী বর্ণনা করেন ঃ এই হাদীসটি একাধিক তরিকায় বর্ণিত আছে। যেমন ইবনে শাহীন 'সাহাবা' গ্রন্থে ফযল ইবনে ঈসা কারশীর তরিকায় আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বিস্তারিত ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন যে, সওয়াদ ইবনে কাবের হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছেন। হাসান ইবনে সুফিয়ান স্বীয় মসনদে হুসাইন ইবনে আম্মারার তরিকায় বর্ণনা করেছেন যে, সওয়াদ হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর কাছে এসেছেন। এরপর বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বোখারী স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে এবং বগভী ও তিবরানী এবাদ ইবনে আবদুস ছামাদের তরিকায় সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) থেকে সওয়াদের বিস্তারিত রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন।

হাসান ইবনে সুফিয়ান, আবূ ইয়ালা, হাকেম, বায়হাকী ও তিবরানী ওছমান ইবনে আবদুর রহমানের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরশী (রাঃ) থেকে দীর্ঘ রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন।

এ ছাড়া এ রেওয়ায়েতটি ইবনে আবী খায়ছামা ওরুয়ানী স্বীয় মসনদে এবং খারায়েতী আবূ জা'ফর বাকের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

বায়হাকী হেশাম ইবনে মোহাম্মদ কলবী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ বনী তায় গোত্রের একজন শায়খ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, মাযান

তায়ী আম্মানে অবস্থান করে পারিবারিক প্রতিমার সেবা করত। তার নিজের "নাজেয" নামক একটি প্রতিমা ছিল। মাযান বলেন ঃ আমি একদিন একটি জন্তু যবেহ করলে প্রতিমার মুখ থেকে আওয়াজ শুনলাম; মাযান! আমার কাছে এস, আমার কাছে এস!! তুমি এমন কথা শুনবে, যা গোপন থাকার নয়। বুঝে নাও ইনি প্রেরিত রসূল। তিনি আল্লাহর তরফ থেকে সত্য এনেছেন। তুমি এই নবীর প্রতি ঈমান আন, যাতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের তাপ থেকে রক্ষা পাও। এই অগ্নির ইন্ধন পাথর। মাযান বলেন ঃ আমি মনে মনে বললাম ঃ ভারী আশ্চর্যের বিষয়! অতঃপর কিছুদিন পরে আমি একটি জন্তু যবেহ করলাম। এবার পূর্বের তুলনায় বেশি ও অধিক স্পষ্ট আওয়াজ শুনলাম। প্রতিমা বলছিল ঃ মাযান, শুন। তুমি আনন্দিত হবে। কল্যাণ বিকাশ লাভ করেছে এবং অনিষ্ট আত্মগোপন করেছে। তেহামা থেকে মহান আল্লাহর ধর্মসহ একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন। পাথর দিয়ে গড়া প্রতিমা ছেড়ে দাও এবং দোযখের তাপ থেকে নিরাপত্তা অর্জন কর। একথা শুনে আমি মনে মনে বললাম, ভারী আশ্চর্যের কথা! নিশ্চয় এটা আমার কাম্য বস্তুই হবে। এরপর আমাদের কাছে হেজাজ থেকে একব্যক্তি আগমন করল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তোমাদের ওখানকার খবর কি? সে বলল ঃ তেহামায় এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। তার কাছে যেই আসে, তাকেই সে বলে–তুমি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর কথা মেনে নাও। তাঁর নাম আহমদ। আমি মনে মনে বললাম ঃ আল্লাহর কসম, এটা সেই খবর, যা আমি শুনেছি। এরপর আমি সফর করে রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি আমার কাছে ইসলামের স্বরূপ বর্ণনা করলেন। আমি ইসলাম কবুল করলাম। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি গানবাজনা, নারী ও মদের প্রতি ভীষণভাবে আসক্ত। দুর্ভিক্ষ আমাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। ধনসম্পদ বিনষ্ট হয়েছে এবং নারী-পুরুষ ও শিশুরা অস্থি কংকালসার হয়ে পড়েছে। আমার কোন পুত্র সন্তান নেই। আপনি আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া করুন! তিনি যেন আমার বিপদাপদ দূর করেন, বৃষ্টিবর্ষণ করেন এবং আমাকে পুত্র সন্তান দান করেন।

রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করলেন– ইলাহী। তাকে গান বাজনার বিনিময়ে কোরআন পাকের তেলাওয়াত এবং হারামের বিনিময়ে হালাল দান কর। তাকে বৃষ্টি দিয়ে উপকৃত কর এবং পুত্রসন্তান দান কর।

মাযান বর্ণনা করেন– আল্লাহ তায়ালা আমার সমস্ত কষ্ট দূর করে দিলেন। আম্মান সবুজ ও শস্যশ্যামল হয়ে গেল। আমি চারজন আদর্শ মহিলাকে বিয়ে করলাম এবং আল্লাহ আমাকে হাইয়ান ইবনে মাযান দান করলেন।

ইবনে সা'দ আহমদ, তিবরানী, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে সর্বপ্রথম

খবর মদীনায় আসে জনৈকা মহিলার এক অনুগত জিন মারফত। জিনটি একদিন পাখীর আকৃতি ধারণ করে তার প্রাচীরে বসে গেল। মহিলা তাকে বলল ঃ নিচে এস, সে বলল ঃ না। কারণ, মক্কায় এক নবী প্রেরিত হয়েছেন। তিনি আমাদেরকে কুকর্ম করতে নিষেধ করেছেন এবং আমাদের জন্যে যিনা হারাম করেছেন।

এ রেওয়ায়েতটি ইবনে সা'দ ও বায়হাকী অন্য তরিকায় আলী ইবনে হুসায়ন (রাঃ) থেকে মুরছালও উদ্ধৃত করেছেন।

আবূ নয়ীম আরতাত ইবনে মুনযির থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি যমরাহ্ থেকে শুনেছেন- মদীনার এক নারীর সাথে এক জিনের দৈহিক সম্পর্ক ছিল। জিন একবার উধাও হয়ে গেল এবং অনেক দিন পর্যন্ত তার কাছে এলোনা। এরপর সেই জিন এক ছিদ্রের মধ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করল। মহিলা তাকে বলল ঃ ছিদ্রের মধ্য থেকে আসার অভ্যাস তোমার ছিল না। এখন এলে কেন? জিন বলল ঃ মক্কায় এক নবী আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি যে পয়গাম নিয়ে এসেছেন, তা আমি শুনেছি। তিনি যিনা হারাম করেছেন। তাই আজ তোমাকে শেষ ছালাম জানাতে এসেছি।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত ওছমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ)-এর নবুওয়ত লাভের পূর্বে আমরা একটি কাফেলার সাথে সিরিয়া গিয়েছিলাম। আমরা সিরিয়ার দ্বারপ্রান্তে থাকতেই এক অতীন্দ্রিয়বাদিনী আমাদের কাছে এসে বলল ঃ আমার অনুগত জিন আমার কাছে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে গেল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুমি ভিতরে আসবে না? সে বলল ঃ পথ নেই। আহমদ (সাঃ) আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি এমন আদেশ এনেছেন, যা সহ্যের বাইরে। একথা বলে অতীন্দ্রিয়বাদিনী চলে গেল। হযরত ওছমান (রাঃ) বলেন ঃ আমি মক্কায় ফিরে এসে দেখি নবী করীম (সাঃ) সত্যিই আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছেন।

ইবনে শাহীন, ইবনে মান্দাহ ও আলমায়ানী যথাক্রমে আছহাহাবা, "দালায়েলু-নবুওয়ত" ও "আল-জলীম" গ্রন্থে ইবনে সুবরাহ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি হযরত যুবাব ইবনে হারেছ (রাঃ)-এর মুখে শুনেছি যে, ইবনে দাফশার একটি সুশ্রী জিন ছিল। যে কোন ঘটনা ঘটত, সে যুবাবকে অবহিত করত। একদিন সে এসে যুবাবকে কোন বিষয়ে অবহিত করল। এরপর তাকে লক্ষ্য করে বলল ঃ যুবাব! অত্যন্ত আশ্চর্যজনক একটি কথা শুন। মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কিতাবসহ প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি মক্কায় মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন; কিন্তু তারা দাওয়াত কবুল করছে না। এর কিছুদিন পরেই আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে শুনে ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম।

ওমর ইবনে শাবাহ্-জামূহ ইবনে ওছমান গেফারী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ মূর্খতা যুগে একদিন আমরা গৃহে অবস্থানকালে হঠাৎ গভীর রাতে এক চীৎকারকারীর আওয়াজ শুনলাম। সে কিছু সমরসঙ্গীত ও আবৃত্তি করল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাতেও এমনি শুনা গেল। এর কিছুদিন পরেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সংবাদ পাওয়া গেল।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির এয়াযিদ ইবনে রোমানী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ওছমান ও হযরত তালহা (রাঃ) উভয়েই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওছমান (রাঃ) আরয করলেন, ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এই মাত্র সিরিয়া থেকে এসেছি। আমরা মায়ান ও সরকার মধ্যবর্তী এক স্থানে নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম। হঠাৎ এক ঘোষক ঘোষণা করল ঃ নিদ্রামগ্নরা! জাগ্রত হয়ে যাও। আহম্মদ (সাঃ) মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমরা মক্কায় পৌঁছে লোকমুখে আপনার কথা শুনলাম।

ইবনে সা'দ, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির সুফিয়ান হুযালী থেকে বর্ণনা করেন–আমরা এক কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া গেলাম। যারকা ও মায়ানের মধ্যস্থলে পৌঁছে আমরা রাতের বেলায় সেখানে অবস্থান করলাম। হঠাৎ আমরা এক ঘোড় সওয়ারের আওয়াজ শুনলাম ঃ হে নিদ্রামগ্নরা! জাগ্রত হয়ে যাও। এটা নিদ্রার সময় নয়। আহমদ (সাঃ) আত্মপ্রকাশ করেছেন। জিনদেরকে শোচনীয়ভাবে হাঁকিয়ে দেয়া হয়েছে।

একথা শুনে আমরা সকলেই ভীত হয়ে গেলাম। আমরা সকলেই ছিলাম যুবক ও শক্তিশালী। একথা শুনে আমরা যখন গৃহাভিমুখে ফিরে আসছিলাম, তখন সকলের মুখে একই কথা ছিল। তা এই যে, মক্কায় কোরায়শ বংশীয় এক নবী আত্মপ্রকাশ করেছেন, যাঁর নাম আহমদ। কোরায়শরা তাঁর ব্যাপারে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে।

আবূ নয়ীম এয়াকূব ইবনে এয়াযিদ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর সম্মুখ দিয়ে এক ব্যক্তি গমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ও িয়া! তুমি তো অতীন্দ্রিয়বাদী। তোমার সঙ্গিনী জিনের সাথে তোমার সম্পর্ক কবে থেকে? সে বলল ঃ আমার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সে।

আমার কাছে এসে বলতে লাগলঃ

يا سلام يا سلام الحق المبين والخير الدائم وغير حلم

النائم الله اكبر

উপস্থিত লোকদের মধ্যে একজন বললঃ আমিরুল-মুমিনীন, এ ধরনের একটি ঘটনা আমি বর্ণনা করছি– একবার আমরা এক পরিষ্কার স্বচ্ছ বিজনভূমিতে সফর করছিলাম। এই জনশূন্য প্রান্তরে আমরা একটি আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। অকস্মাৎ আমরা সম্মুখ দিয়ে এক সওয়ারকে আসতে দেখলাম। সে বলছিল ঃ

يا احمد يا احمد الله اعلى وامجد اتاك ما وعدك من الخير يا احمد

এরপর সে চলে গেল। অতঃপর জনৈক আনছারী বলে উঠলেন ঃ আমিরুল মুমিনীন! এই প্রকার একটি ঘটনা আমিও বর্ণনা করছি- আমি সিরিয়া গিয়েছিলাম। সেখানে এক জনশূন্য প্রান্তরে হঠাৎ শুনলাম গায়েব থেকে কেউ এই কবিতা পাঠ করছে–

ঃ একটি নক্ষত্র উদিত হয়ে পূর্ব দিগন্ত উদ্ভাসিত করে দিয়েছে। সে মানুষকে বিনাশকারী অন্ধকার থেকে বের করে। তিনি রসূল। যে তাঁকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, সে সফলতা লাভ করবে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর ইসলামকে সুউচ্চ ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কায় আবূ কোবায়স পাহাড়ে এক জিন উচ্চস্বরে এই কবিতা পাঠ করলঃ

ঃ আল্লাহ্ তায়ালা কা'ব ইবনে ফেহরের মতামতকে লাঞ্ছিত করুন। এদের জ্ঞানবুদ্ধি কত দুর্বল!

বনী-কা'বের ধর্ম তাদের পিতৃ-পুরুষগণকে সমর্থনকারীদের ধর্ম। তারা এতে তিরস্কৃত হয়।

যখন তোমাদের বিরুদ্ধে ফয়ছালা করা হবে, তখন জিন এবং আদমের পুরুষরা তোমাদের সঙ্গে থাকবে। সত্বরই তুমি উষ্ট্রারোহীদেরকে দলে দলে ছুটে আসতে দেখবে। তারা বড় বড় শহরে লোকদেরকে হত্যা করবে। তোমাদের মধ্যে এমন কোন ভদ্র আছে কি, যার মন স্বাধীন এবং যার পিতৃ পুরুষেরা সম্ভ্রান্ত?

সেই ভদ্র যেন এমন আঘাত করে, যা সম্ভাব্য সেই আযাব এবং দুঃখ-কষ্ট থেকে স্বস্তির কারণ হয়।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ এই কবিতার খবর মক্কায় প্রচারিত হয়ে গেল। মুশরিকরা এই কবিতা একে অপরকে পড়ে শুনাত এবং বলত- এতে মুসলমানদেরই কুৎসা গাওয়া হয়েছে। রসূলে আকরাম (সাঃ) বললেনঃ এটা এক

শয়তানের রচিত কবিতা। সে প্রতিমার ভিতর থেকে মানুষের সাথে কথা বলে। এর নাম মুসয়ির। আল্লাহ্ তায়ালা একে লাঞ্ছিত করবেন। তিন দিন পর এক আওয়াজদাতা পাহাড়ে এই কবিতা পাঠ করলঃ

ঃ আমি মুসয়ির শয়তানকে হত্যা করেছি। কেননা, সে অবাধ্যতা ও অহংকার করেছে।

ঃ সে সত্যকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে এবং অবিশ্বাসীদের জন্য পথ আবিষ্কার করেছে। আমি এমন এক তরবারি দিয়ে তার জীবনাবসান ঘটিয়েছি, যা সত্তার ভিত্তিকে উপড়ে ফেলে এবং চূড়ান্ত করে দেয়। তাকে হত্যা করার কারণ এই যে, সে আমাদের পবিত্র নবীর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছে।

এই কবিতা শুনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেনঃ সে দৈত্য জাতীয় জিন। তার নাম সমহজ। আমি তার নাম রেখেছি আবদুল্লাহ্। সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে এবং আমাকে বলেছে যে, সে কয়েক দিন ধরেই মুসয়ির শয়তানকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

ফাকেহী আখবারে-মক্কায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীসটি আমের ইবনে রবীয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আমরা যখন মক্কায় ছিলাম, তখন হঠাৎ কোন এক পাহাড়ে একটি আওয়াজ শুনা গেল, যাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা ছড়ানো হল। নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ এটা শয়তানের আওয়াজ। যখনই কোন শয়তান কোন নবীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে, তখনই আল্লাহ্ তায়ালা তাকে হত্যা করেছেন। তিনি আরও বললেনঃ আল্লাহ্ তায়ালা এই শয়তানকে সেই জিনের হাতে হত্যা করিয়েছেন, যার নাম "সমহজ"। আমি তার নাম রেখেছি আবদুল্লাহ্। রাতের বেলায় সেই জায়গায় আমি একটি অজ্ঞাত আওয়াজ শুনেছি। সে এই কবিতা পাঠ করছিলঃ

نحن قتلنا مسعرا لما طغى واستكبرا

واصغر الحق وسن المنكرا بشتمه نبيا المطهر

আবূ নয়ীম ও ফাকেহী "আখতারে মক্কা" গ্রন্থে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর নবুওয়ত প্রকাশ লাভ করলে মুসয়ির নামক এক জিন আবূ কোবায়স পাহাড়ে এই কবিতা পাঠ করলঃ قبح الله راى كعب بن فهر الابيات সকাল হলে কোরায়শ কাফেররা বলাবলি করলঃ আমরা যথেষ্ট অবহেলা করেছি। শেষ পর্যন্ত জিন আমাদেরকে উৎসাহিত করছে। পরবর্তী রাতে সমহজ নামক এক জিন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই কবিতা পাঠ করলঃ

ঃ আমি এমন তরবারি দিয়ে তার ভবলীলা সাঙ্গ করেছি, যা বন্যার ন্যায় বিনাশকারী।

যে বিদ্রোহ করতে চায়, আমরা তাকে পর্যুদস্ত করে দেই।

আবূ সায়ীদ "শরফুল মুস্তফা" গ্রন্থে জুনদুল ইবনে নযলা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলামঃ হুযূর! আমার এক বন্ধু জিন হঠাৎ আমার কাছে এসে বললঃ

ঃ সাবধান! ধর্মের বাতি এমন নবীর হাতে প্রজ্বলিত হয়েছে, যিনি, সত্যবাদী, ভদ্র ও বিশ্বস্ত।

এমন উষ্ট্রীর পিঠে রওয়ানা হও, যে দ্রুতগামী ও সুঠাম, যে সমতল ও অসমতল উভয় প্রকার মাটিতে চলতে অভ্যস্ত।

আমি ভীত হয়ে জাগ্রত হলাম এবং বললামঃ কি হয়েছে? সে বললঃ যিনি পৃথিবীকে সমতল করেছেন, ফরয নির্ধারণ করেছেন, তার অনুপম সত্তার কসম, মোহাম্মদ (সাঃ) ভূপৃষ্ঠের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। তিনি সম্মানিত স্থানে লালিত হয়েছেন এবং মদীনা অভিমুখে হিজরত করেছেন।

এ কথাগুলো শুনে আমি রওয়ানা হলাম। হঠাৎ গায়েব থেকে এই কবিতা পাঠের আওয়াজ এলঃ

ঃ হে রসূলের দিকে গমনকারী উষ্ট্রারোহী! তুমি হেদায়াত ও সুপথের তওফীক প্রাপ্ত হয়েছে।

ইবনে কলবী আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেনঃ হারেছ ইবনে দাগনা নামক এক ব্যক্তি ছিল বনী-কলব গোত্রের খাদেম। একদিন আমি যখন আমার গৃহের আঙিনায় উপবিষ্ট ছিলাম, তখন অকস্মাৎ সে ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় এসে বললঃ তোমার উট নিয়ে নাও। আমি বললামঃ উদ্বিগ্ন হচ্ছ কেন? সে বললঃ আমি জঙ্গলে ছিলাম। সেখানে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি পাহাড়ের উপত্যকা থেকে নেমে আমার সামনে উপস্থিত হল। তার মাথা ছিল শকুনে মাথার মত। সে সেই জায়গা থেকে নামল, যেখানে ঈগল পাখিও পিছলে যায়। সে স্বস্থানে ঝুলছিল এবং সেখান থেকে সরছিল না। আমি যা দেখেছি, তাকে তার চেয়ে বেশি বুঝতে পারছি। সে বলল ঃ

ঃ হে হারেছ ইবনে দাগনা! তুমি মনের কুমন্ত্রণাকে স্থান দিয়ো না। নূরের এই আলো অগ্নি গ্রহণকারীর হাতে রয়েছে। তুমি সত্যের দিকে ঝুঁকে পড় এবং প্রবঞ্চনা করো না।

হারেছ আরও বললঃ আমি আমার উটগুলোকে হাকিয়ে দূরে অন্য জায়গায় ঘাস খাওয়ার জন্যে ছেড়ে দিলাম এবং নিজে ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ এক উষ্ট্রারোহী

এসে আমাকে পদাঘাত করল। আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। দেখি কি, সে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তি। সে বললঃ হারেছ! আমার কথা শুন হেদায়াত পাবে। পথভ্রষ্ট ও হীতাহীত জ্ঞানশূন্য মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্তের মত নয়। সততার পথ পরিহার করো না। জগতের সকল ধর্মই আহমদ (সাঃ)-এর ধর্ম আসার পর রহিত হয়ে গেছে।

হারেছ বর্ণনা করেন– আমি এই কবিতা শুনে অজ্ঞান হয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এল। এভাবেই আল্লাহ্ আমার অন্তরকে ইসলামের জন্যে মনোনীত করেছেন।

তিবরাক ও আবূ নয়ীম আমর ইবনে মুররা জুহানী থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেনঃ আমি হজ্বের ইচ্ছায় রওয়ানা হলাম। মক্কায় আমি স্বপ্নে একটি নূর দেখলাম, যা কা'বা গৃহ থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল। অবশেষে আমার সামনে মদীনার পাহাড় আলোকিত হয়ে গেল। আমি এই নূরের মধ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম। কেউ বলছিলঃ তমসা বিলীন হয়ে গেছে। নূর সমুন্নত হয়েছে। খাতেমুল আম্বিয়া প্রেরিত হয়ে গেছেন। অতঃপর এই নূর পুনরায় ফুটে উঠল। আমি এই নূরে হীরা ও মাদায়েনের শুভ্র রাজপ্রাসাদ দেখতে পেলাম। এরপর আমি এই নূরের মধ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম। কেউ বলছিলঃ ইসলাম আত্মপ্রকাশ করেছে এবং প্রতিমা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্ক সংযোজিত হয়েছে।

আমি ভীত অবস্থায় জাগ্রত হলাম এবং স্বজনদের ডেকে বললাম ঃ আল্লাহর কসম, কোরায়শদের এই গোত্রের মধ্যে নতুন কোন ঘটনা প্রকাশ পাবে। আমি স্বপ্নে যা দেখেছিলাম, তা তাদেরকে বললাম। অতঃপর যখন আমরা আমাদের বাড়ীঘরে পৌঁছলাম, তখন খবর এল যে, আহমদ নামের এক ব্যক্তি নবুওতপ্রাপ্ত হয়েছেন। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং স্বপ্নের বিষয়বস্তু বর্ণনা করলাম। তারপর ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম।

আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাকে আমার গোত্রের কাছে প্রেরণ করুন। তিনি তাই করলেন। আমি এসে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে একজন ছাড়া সকলেই মুসলমান হয়ে গেল। সেই এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলঃ

ঃ হে আমর ইবনে মুররা! আল্লাহ্ তোমার জীবনকে তিক্ত বিষাক্ত করুন! তুমি আমাদের উপাস্যদেরকে ছেড়ে দিতে বল। তুমি তোমার পৈতৃক ধর্মের বিরোধিতা করছ। এরপর সে এই কবিতা পাঠ করলঃ

ঃ আমর ইবনে মুররা এমন সব কথাবার্তা বলে, যা কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির কথা হতে পারে না।

দীর্ঘকাল পর্যন্ত হলেও আমি তার কথা ও কর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখব।

যে সকল বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি অতীত হয়ে গেছে, তাদেরকে বোকা ও নির্বোধ মনে করতে হবে ? যে এটা করতে চায়, সে সফলকাম হবে না।"

আমর ইবনে মুররা লোকটিকে বললঃ আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী, আল্লাহ তার জীবন তিক্ত করে দিবেন। তার জিহবা অচল করবেন এবং তাকে অন্ধ করে দিবেন।

আমর ইবনে মুররা বর্ণনা করেনঃ আল্লাহর কসম, মৃত্যুর পূর্বে লোকটির সকল দাঁত ঝরে পড়ল। সে কোন কিছু খেয়ে স্বাদ পেত না। পরিশেষে সে অন্ধ ও বধির হয়ে গেল।

আবূ নয়ীম, খারায়েতী ও ইবনে আসাকির ইবনে খরবূস মক্কী খাছয়ামী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আরবরা হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করে নিত। তারা প্রতিমার পূজা করত এবং প্রতিমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করত। এক রাতে আমরা এক প্রতিমার কাছে উপস্থিত হয়ে দোয়া ভিক্ষা করছিলাম। হঠাৎ একটি গায়েবী আওয়াজ শুনা গেলঃ তোমরা শরীরী হয়ে বিচারকে প্রতিমাদের সাথে সম্পৃক্ত কর। তোমরা নির্বোধ নও। ইনি সৃষ্টির সেরা নবী। এই নবী বিচারকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ। তিনি নূর ও ইসলাম প্রকাশ করেন। এই নবী মানুষকে প্রতিমা পূজা থেকে বিরত রাখেন এবং বালাদে-হারাম তথা সম্মানিত শহরে সত্য প্রচার করেন।

রাবী বর্ণনা করেনঃ এই আওয়াজ শুনে আমরা ঘাবড়ে গেলাম এবং সেখান থেকে প্রস্থান করলাম। যখন এ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে কথাবার্তা চলছিল, তখনই সংবাদ পাওয়া গেল যে, নবী করীম (সাঃ) মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এরপর যখন তিনি মদীনায় আগমন করলেন, তখন আমি তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম।

ইবনে সা'দ বাযযার ও আবূ নয়ীম হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেনঃ আমরা বোয়ানায় এক প্রতিমার কাছে বসা ছিলাম। আমরা উট যবেহ করেছিলাম। হঠাৎ আমরা উটের পেট থেকে এই আওয়াজ শুনতে পেলামঃ শুন, আশ্চর্যের কথা! ওহীর কারণে আকাশে শয়তানদের কান পেতে কথা চুরি করার সুযোগ খতম হয়ে গেছে। এখন জিনদের প্রতি অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করা হয়। সেই নবীর কারণে, যিনি মক্কায় আছেন এবং যাঁর নাম আহমদ। তাঁর হিজরত ভূমি ইয়াসরিব (মদীনা)। জুবায়র বর্ণনা করেনঃ এটা শুনে আমরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লাম। ঠিক এসময়টিতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) আত্মপ্রকাশ করলেন।

আবূ নয়ীম হযরত তামীম দারী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন তিনি বলেনঃ হুযূর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় আমি সিরিয়ায় ছিলাম। আমি এক কাজে বের

হলে পথিমধ্যেই রাত হয়ে গেল। মনে মনে বললামঃ এই বিশাল জঙ্গলের নিকটে কিরূপে রাত কাটাব ? একটি জায়গা বেছে নিয়ে শয়ন করার পর আমি অদৃশ্য থেকে কাউকে বলতে শুনলামঃ আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা, আল্লাহর আযাব থেকে জিনরা বাঁচাতে পারে না। আমি বললাম, তোমাকে আল্লাহর কসম, বল কি বলতে চাও। সে বললঃ আল্লাহর প্রেরীত রসূল আবির্ভূত হয়েছেন। আমরা হাজুন নামক স্থানে তাঁর পিছনে নামায পড়েছি এবং আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। জিনদের ধোঁকা প্রতারণা খতম হয়ে গেছে। এখন তাদের উদ্দেশ্যে আগুনের গোলা নিক্ষেপ করা হয়। তুমি রব্বুল আলামীনের রসূল মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কাছে যাও এবং ইসলাম গ্রহণ কর।

তামীম বর্ণনা করেনঃ সকালে উঠে আমি এক সন্ন্যাসীর কাছে গেলাম এবং তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলাম। সে বললঃ জিনরা সঠিক কথা বলেছে। সেই নবী হেরেম থেকে যাহির হবেন এবং তাঁর হিজরত-ভূমি হেরেম হবে। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তুমি তাঁর কাছে যাও না কেন ?

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে খুয়ায়লিদ যমিরী বলেনঃ আমরা এক মূর্তির কাছে বসা ছিলাম। হঠাৎ মূর্তির পেট থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম। কেউ বলছিলঃ ওহীর কারণে আকাশে শয়তানদের কথা চুরি বন্ধ হয়ে গেছে। তাদের প্রতি এখন অগ্নিগোলা বর্ষিত হয়। একজন নবীর কারণে, যিনি মক্কায় আছেন। তাঁর নাম আহমদ এবং তাঁর হিজরত ভূমি ইয়াসরিব। তিনি নামায, রোযা, পুণ্যকাজ ও আত্মীয়তা বজায় রাখার আদেশ দেন। এটা শুনে আমরা সেখান থেকে প্রস্থান করলাম এবং মানুষকে জিজ্ঞাসা করলাম। তারা বললঃ সেই নবীর নাম আহমদ, তিনি মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আবূ নয়ীম, ইবনে জরীর, ইবনে যাকারিয়া ও ইবনুত্তাররাহ কিতাবুশ-শোয়ারা গ্রন্থে আব্বাস ইবনে মেরদাস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের সূচনাকারী ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

আমার পিতার ইন্তিকালের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি আমাকে যেমার নামীয় এক প্রতিমা সম্পর্কে ওছিয়ত করলেন। আমি সেই প্রতিমাটি নিজের গৃহে স্থাপন করলাম। আমি প্রত্যহ তার কাছে যেতাম। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন রাতের বেলায় আমি সেই প্রতিমার ভিতর থেকে একটি আওয়াজ শুনলাম। সে বলছিলঃ "সুলায়মের সকল গোত্রকে বলে দাও যে, আনীস মরে গেছে এবং মসজিদবাসীরা আবাদ হয়ে গেছে।"

যেমার প্রতিমা বরবাদ হয়ে গেছে। মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে তার এবাদত করা হত।'

কোরায়শদের মধ্যকার এক ব্যক্তিত্ব ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর পরে নবুওয়ত ও হেদায়াতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি খোদ সৎপথপ্রাপ্ত।

আব্বাস বর্ণনা করেনঃ আমি এ ঘটনাটি মানুষের কাছে গোপন রাখলাম এবং কাউকে এ সম্পর্কে কিছু বললাম না। আহযাব যুদ্ধ থেকে যখন সকলেই ফিরে এল, তখন আমি যাতে-ইরকের আতীক নামক স্থানের আশেপাশে উট চরাচ্ছিলাম। হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনলাম। মাথা তুলতেই দেখি, এক ব্যক্তি উট পাখির উভয় পাখায় সওয়ার অবস্থায় বলছেঃ সেটাই নূর, যা সোমবার ও মঙ্গলবারের রাতে গামছা উষ্ট্রীওয়ালার সাথে বনী আখিল-ওনাকার গৃহসমূহে প্রকাশ পেয়েছে। অতঃপর আব্বাসের বাম দিক থেকে এক গায়েবী আওয়াজদাতা তাকে জবাব দিলঃ জিন ও তাদের স্বগোত্রীয়দেরকে সুসংবাদ দিয়ে দাও যে, সওয়ারী তার পিঠের গদি রেখে দিয়েছে এবং আকাশ তার রক্ষীদেরকে প্রকাশ করে দিয়েছে।

আব্বাস বলেনঃ আমি ভয়ে লাফিয়ে উঠলাম এবং বুঝলাম যে, মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল।

খারায়েতী, তিবরানী ও আবূ নয়ীম অন্য সনদ সহকারে আব্বাস ইবনে মেরদাস থেকে বর্ণনা করেন যে, দ্বিপ্রহরের সময় আমি উটের পালের মধ্যে ঘুরাফিরা করছিলাম। এমন সময় তুলার মত সাদা একটি উটপাখি দৃষ্টিগোচর হল। তার উপরে সাদা শুভ্র বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তি সওয়ার ছিল। সে বললঃ হে আব্বাস ইবনে মেরদাস! আকাশকে তার রক্ষীরা ঘিরে ফেলেছে। যুদ্ধ তার শ্বাস গিলে ফেলেছে এবং অশ্বরা তাদের গদি রেখে দিয়েছে। সৎকাজ নিয়ে আগমনকারী ব্যক্তি সোমবার ও মঙ্গলবারের রাতে জন্মগ্রহণ করেছে। সে কুছওয়া উষ্ট্রীর মালিক। আব্বাস বলেনঃ আমি ভয়ে সেখান থেকে চলে এলাম এবং যেমার নামক এক প্রতিমার কাছে গেলাম। হঠাৎ শুনি কি, এক আওয়াজদাতা তার মধ্য থেকে কবিতা পাঠ করছে।

আবূ নয়ীম আব্বাস ইবনে মেরদাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমি দ্বিপ্রহরে এক বৃক্ষের নিচে বসা ছিলাম। হঠাৎ আমার সামনে একটি উটপাখি প্রকাশ পেল। তার উপর এক সাদা পোশাকধারী বেদুঈন সওয়ার ছিল। সে আমাকে বললঃ হে আব্বাস ইবনে মেরদাস, সরদারপুত্র! তুমি জিনদেরকে এবং তাদের নৈরাশ্যকে দেখনি? যুদ্ধ তার শ্বাস গিলে ফেলেছে এবং আকাশকে তার রক্ষীরা বন্ধ করে দিয়েছে। ইবনে মেরদাস বলেনঃ আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। অতঃপর মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকলাম। একদিন আমার চাচাত ভাই এসে বললঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেন, আর আপনি লুকিয়ে আছেন?

ইবনে সাদ ও আবূ নয়ীম সায়ীদ ইবনে আমর হুযালী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমি প্রতিমার নামে একটি জন্তু বলীদান করেছিলাম। হঠাৎ তার মধ্য থেকে এই আওয়াজ শুনলামঃ আশ্চর্যের বিষয়! বনী-আবদুল মোত্তালিবের মধ্য থেকে একজন নবী আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি যিনা ও প্রতিমার নামে বলীদান করা হারাম সাব্যস্ত করেন। আকাশসমূহে পাহারা বসেছে এবং জিনদের লক্ষ্য করে আগুনের গোলা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।

আমর বলেনঃ এ কথা শুনে আমরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লাম। মক্কায় আসার পর হুযূর (সাঃ)-এর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কে কোন খবরদাতা পাওয়া গেল না। আমরা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলামঃ মক্কায় আহমদ নামে কোন ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেছেন কি, যিনি আল্লাহর দিকে আহবান করেন? তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ ব্যাপার কি? আমি ঘটনা বর্ণনা করলে তিনি বললেনঃ হাঁ, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাঃ) আছেন তিনি আল্লাহর রসূল।

ইবনে সা'দ ও আবূ নয়ীম আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদা হুযালী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমি এক প্রতিমার কাছে থাকাবস্থায় তার পেট থেকে আওয়াজ শুনলাম। সে বলছিলঃ জিনদের ধোঁকা ও প্রতারণার অবসান হয়েছে। আহমদ নামীয় নবীর কারণে আমাদের প্রতি আগুনের গোলা নিক্ষেপ করা হয়। এ কথা শুনে আমি সেখান থেকে চলে এলাম। এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে সে আমাকে হুযূর (সাঃ)-এর আত্মপ্রকাশের কথা বলল।

ইবনে মান্দার রেওয়ায়েতে বকর ইবনে জবালা বলেনঃ আমরা নিজেদের এক প্রতিমার কাছে একটি জন্তু যবেহ করলে তার পেট থেকে হঠাৎ এই বাক্য শুনা গেলঃ বকর ইবনে জবালা! তুমি মোহাম্মদ (সাঃ)-কে চিন?

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মূর্খতা যুগে একবার আমি একটি পলাতক উটের খোঁজে বের হলাম। ভোর বেলায় আমি এক গায়েবী আওয়াজদাতাকে বলতে শুনলামঃ

ঃ অন্ধকার রাতে নিদ্রামগ্নরা, আল্লাহতায়ালা হেরেমে একজন নবী প্রেরণ করেছেন।

তিনি বনী হাশেমের একজন সদস্য। তিনি অনেক অন্ধকারকে আলোকময় করেন।

রাবী বলেনঃ আমি এদিক-ওদিক তাকালাম। কিন্তু কোন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হল না। তখন আমি এই কবিতা পাঠ করলামঃ

ঃ হে অন্ধকার রাতে আহবানকারী! মারহাবা, তুমি এমন কল্পনার কথা বলছ যা এসে গেছে।

আল্লাহ তোমাকে হেদায়াত করুন। সুন্দরভাবে সেই বিষয় বর্ণনা কর, যার প্রতি তুমি আহবান কর। তাকে সুবর্ণ সুযোগ গণ্য করা হবে।

রাবী বলেনঃ তৎক্ষণাৎ আমি তার গলা ছাফ করার শব্দ শুনলাম। সে বললঃ নূরদেদীপ্যমান হয়ে গেছে এবং মিথ্যা নাস্তানাবুদ হয়ে গেছে। আল্লাহ মোহাম্মদ (সাঃ)-কে কল্যাণসহ প্রেরণ করেছেন। এরপর সে এই কবিতা পাঠ করলঃ

ঃ আল্লাহর জন্যে প্রশংসা, যিনি সৃষ্টিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। তিনি আমাদের নবী আহমদ (সাঃ)-কে প্রেরণ করেছেন। প্রেরিতদের মধ্যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী।

আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত নাযিল করুন যতদিন তাঁর জন্যে একটি দল হজ্ব করতে থাকে।

রাবী বলেনঃ এরপর ভোরের আলো ফুটে উঠল এবং আমি আমার উট পেয়ে গেলাম।

আবূ ইয়াযীদ "শরফুল-মোস্তফা" গ্রন্থে জা'দ ইবনে কায়স মুরাদী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেনঃ আমরা চার ব্যক্তি মূর্খতা যুগে হজ্বের উদ্দেশ্যে বের হলাম। এয়ামনের এক জঙ্গল দিয়ে গমন করার সময় রাত হয়ে গেল। আমরা একটি বড় উপত্যকায় আশ্রয় নিলাম। যখন রাত স্তব্ধ হয়ে গেল এবং আমার সঙ্গীরা নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল, অকস্মাৎ উপত্যকার এক দিক থেকে একটি আওয়াজ ভেসে এল। কেউ এই কবিতা পাঠ করছিলঃ

ঃ রাতে বিশ্রাম গ্রহণকারীরা! তোমরা যখন হাতীম ও যমযমের মাঝখানে অবস্থান কর, তখন পৌঁছিও

আমাদের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সালাম। যেখানে তিনি যান এবং যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করেন আমাদের সালাম তাঁর সাথী হোক।

তাঁকে বলে দাও, আমরা আপনার ধর্মের লোক। ঈসা (আঃ) আমাদেরকে তাই বলে গেছেন।

আবূ সা'দ "শরফুল-মোস্তফা' গ্রন্থে-(দুর্বল সনদে) বর্ণনা করেছেন যে, জুনদুর ইবনে ছুমায়লের কাছে কেউ এসে বললঃ জুনদু! মুসলমান হয়ে যাও। সেই আগুনের উত্তাপ থেকে মুক্ত থাকবে, যা প্রজ্বলিত করা হবে। তুমি সফলকাম হবে। জুনদুর বললঃ ইসলাম কি? সে বললঃ প্রতিমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং সর্বজ্ঞানী অধিপতির সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন। জুনদুর' প্রশ্ন করলঃ এর উপায় কি? সে বললঃ আরব থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আত্মপ্রকাশ আসন্ন। তিনি সম্ভ্রান্ত। অখ্যাত নন। তিনি হেরেম থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং আরব ও অনারব তাঁর

অনুগত হবে। জুনদুর' তাঁর চাচাত ভাই রাফে ইবনে খেদাজকে এ সম্পর্কে অবহিত করল। অতঃপর তারা যখন সংবাদ পেল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মদীনায় হিজরত করেছেন, তখন তারা এসে ইসলাম গ্রহণ করল।

আবির্ভাবের সময় প্রতিমা উপুড় হয়ে পড়ে গেল

ইবনে ইসহাক ও আবূ নয়ীম হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন আল্লাহ্ তায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন, তখন কেসরা (পারস্য সম্রাট) সকাল বেলায় দেখলেন যে, তাঁর প্রাসাদের গম্বুজ ভূমিসাৎ হয়ে গেছে এবং দজলা নদীর স্রোতধারা প্রতিহত হয়ে গেছে। এসব ঘটনা দেখে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হলেন। তিনি অতিন্দ্রীয়বাদী, জ্যোতির্বিদ ও যাদুকরদেরকে দরবারে তলব করলেন এবং বললেনঃ এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর। তারা চিন্তা ভাবনা শুরু করলে তাদের উপর আকাশের চতুষ্পার্শ্ব রুদ্ধ করে দেয়া হল, পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল এবং তারা স্বীয় শাস্ত্রে ব্যর্থ ও অপমানিত হয়ে গেল। সে মতে কোন যাদুকরের যাদু, অতীন্দ্রিয়বাদীর কলাকৌশল এবং জ্যোতিষীর জ্যোতির্বিদ্যা কার্যকর রইল না।

অপরদিকে খায়েব অন্ধকার রাতে এক টিলার উপর গমন করে এক বিদ্যুৎচ্ছটা দেখতে পেল, যা হেজাযের দিক থেকে প্রকাশ পেয়ে পূর্ব দিগন্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। সকাল বেলায় সে নিজের পায়ের নিচে তাকিয়ে একটি সবুজ সতেজ উদ্যান দেখতে পেল। এই অস্বাভাবিক ঘটনা সম্পর্কে সে মন্তব্য করলঃ আমি যা দেখতে পাচ্ছি, তা সত্য হলে হেজায থেকে এক বাদশাহ্ আত্মপ্রকাশ করবেন, তাঁর প্রভাব দূর প্রাচ্যদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

বিষয়টি নিয়ে অতীন্দ্রিয়বাদীরা যখন পরস্পরে আলোচনায় বসল, তখন একে অপরকে বললঃ তোমরা জান যে, তোমাদের ও তোমাদের শাস্ত্রের মধ্যে কি বস্তু অন্তরায় হয়েছে। সেই বস্তুটি হচ্ছেন সদ্য আবির্ভূত একজন নবী। তিনি এই দেশ দখল করে নিবেন এবং বাদশাহীর পরম্পরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিবেন।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম হযরত মোহাম্মদ ইবনে কাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি ৮ হিজরীতে পারস্য রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনে গেলাম। পারস্য সম্রাটের অতুলনীয় প্রাসাদ ও অট্টালিকারাজি দেখে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম। সেখানকার জনৈক বৃদ্ধ ব্যক্তি আমাকে বললঃ পারস্য-রাজ সর্বপ্রথম যে অপ্রীতিকর বিষয় জানতে পারেন, তা ছিল এই যে, যে রাতে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে ওহী আগমন করে, সে রাতে তার প্রাসাদের গম্বুজ ভূমিস্যাৎ হয়ে যায় এবং দজলা নদীর স্রোতধারা বিঘ্নিত হয়।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন নবী করীম (সাঃ) নবুওত প্রাপ্ত হলেন, তখন প্রত্যেক প্রতিমা উপুড় হয়ে গেল। শয়তানরা অভিশপ্ত ইবলীশকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে সে বললঃ একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন। তোমরা তাঁকে তালাশ কর। তারা বললঃ কোন নবী আমরা পাইনি। ইবলীশ বললঃ আমি তাঁকে তালাশ করছি। সে মতে ইবলীশ নবী করীম (সাঃ)-এর খোঁজে বের হল। সে মক্কায় তাঁকে পেল। অতঃপর সে শয়তানদের কাছে গিয়ে বলল ঃ আমি এই নবীকে পেয়েছি। কিন্তু তাঁর সাথে জিবরাঈল রয়েছেন।

আবূ নয়ীম হুলিয়া গ্রন্থে মোজাহিদ থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবলীশ চারবার ফরিয়াদ ও আহাজারি করেছে- প্রথমবার যখন সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়। দ্বিতীয়বার যখন তাকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হয়। তৃতীয়বার যখন রসূলে আকরাম (সাঃ) প্রেরিত হন এবং চতুর্থবার যখন সূরা ফাতিহা নাযিল করা হয়।

নবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের কারণে আকাশের হেফাযত

আল্লাহ তায়ালা জিনদের উক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا وَاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا

(জিনেরা পরস্পরে বলাবলি করেছিল) আমরা আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমরা দেখলাম কঠোর প্রহরী ও উল্কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ। পূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনার জন্যে বসতাম। কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে তার উপর নিক্ষেপের জন্যে প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ডের সম্মুখীন হতে হয়। (সূরা জিন)

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী সায়ীদ ইবনে জুবায়রের তরিকায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শয়তানরা আকাশের দিকে আরোহণ করত, ওহীর বিষয়বস্তু শুনত, অতঃপর পৃথিবীতে এসে শ্রুত বিষয়বস্তুর সাথে আরও সংযোজন করে মানুষের কাছে বর্ণনা করত। তাদের এ কর্মপন্থাই আবহমান কাল থেকে চলে আসছিল। অবশেষে আল্লাহতায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তখন থেকে তাদের সে সব ঘাঁটিতে বসা নিষিদ্ধ ও বন্ধ করে দেয়া হল। শয়তানরা এ ঘটনা ইবলীশের কাছে বর্ণনা করলে সে বললঃ পৃথিবীতে কোন বিরাট

ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে ঘটনাটি কি, তা তদন্ত করার জন্যে ইবলীস শয়তানদেরকে প্রেরণ করল। তারা এসে রসূলে করীম (সাঃ)-কে কোরআন তেলাওয়াতে রত দেখল। তারা বললঃ আল্লাহর কসম, এটাই সেই ঘটনা। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ শয়তানদেরকে আগুনের গোলা দ্বারা হত্যা করা হয়। যখনই কোন তারকা মানুষের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে যায়, তখনই বুঝতে হবে যে, তারকাটি শয়তানকে পেয়েছে এবং আঘাত করেছে। তারকা শয়তানের মুখমণ্ডল, পাঁজর ও হাত জ্বালিয়ে দেয়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন যে, আকাশে জিনদের প্রতিটি দলের বসার জন্যে জায়গা ছিল। তারা সেখান থেকে ওহীর বিষয়বস্তু শুনত এবং অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে এসে বর্ণনা করত। আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে নবুওত দান করার পর শয়তানদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন। যখন আরবের অতীন্দ্রিয়বাদীদের কাছে জিনদের তরফ থেকে সংবাদ আসা বন্ধ হয়ে গেল, তখন তারা বলতে লাগলঃ আকাশের জিন ধ্বংস হয়ে গেছে। এরপর তারা এই পন্থা অবলম্বন করল যে, উটওয়ালারা প্রতিদিন একটি উট, গরু ওয়ালারা প্রতিদিন একটি গরু এবং ছাগল ওয়ালারা প্রতিদিন একটি ছাগল বলী দিতে শুরু করল। ইবলীশ বললঃ পৃথিবীতে কোন বড় ঘটনা ঘটেছে। আমার কাছে প্রত্যেক জায়গার মাটি নিয়ে এস। তার চেলারা মাটি নিয়ে এল। সে প্রত্যেক জায়গার মাটির ঘ্রাণ নিল। মক্কার মাটির ঘ্রাণ নিয়ে সে বললঃ এখানেই ঘটনাটি ঘটেছে। সে দ্রুতগতিতে মক্কায় পৌঁছে দেখল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রেরিত হয়েছেন।

বায়হাকী আওফীর সনদ সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, যেদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওয়তের ঘোষণা দিলেন, সেদিনই শয়তানদেরকে বাধা দেয়া হল এবং তাদের উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হল। ইবলীশ বললঃ কোন ভূখণ্ডে নবী প্রেরিত হয়েছেন তোমরা যেয়ে তালাশ কর। শয়তানরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। নবুওয়তের কোন চিহ্ন তারা পেল না। এরপর খোদ ইবলীশ মক্কায় এল। সে রসূলে করীম (সাঃ)-কে হেরা গিরিগুহা থেকে বের হয়ে আসতে দেখল। এরপর ইবলীস তার চেলাচামুণ্ডাদের মধ্যে ফিরে গেল এবং তাদেরকে অবহিত করল।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন- হযরত ঈসা (আঃ) ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মাঝখানে যে অন্তর্বর্তীকাল ছিল, তাতে আকাশের হেফাযত করা হত না। শয়তানরা আকাশের মাটিসমূহে কথাবার্তা শুনার জন্যে যেয়ে বসত। যখন আল্লাহতায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন, তখন আকাশে কড়া পাহারা বসিয়ে দেয়া হল এবং শয়তানরা নিহত হতে লাগল।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম হযরত উবাই ইবনে কাব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আকাশে উত্তোলনের পর থেকে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হয়নি। নবী করীম (সাঃ)-এর নবুওয়তপ্রাপ্তির পর আবার উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ শুরু হয়। সে মতে কোরায়শদের কাছে এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার, যা ইতিপূর্বে তারা কখনও দেখেনি। তারা নিজেদের জন্তুগুলো ছেড়ে দিতে ও গোলাম আযাদ করতে শুরু করল। তারা বুঝল যে, প্রলয়ের সময় এসে গেছে। ছকীফ গোত্রও তাই করতে লাগল। আবদে ইয়ালীল এই সংবাদ পেয়ে বললঃ তড়িঘড়ি করো না; বরং যে তারকা নিক্ষেপ করা হয়, তাঁর পরিচয় জানা গেলে তা মানুষের ধ্বংসের কারণ। আর যদি পরিচয় জানা না যায়, তবে তা এমন বিষয়ের কারণে, যা প্রকাশ পেয়েছে। এ কথা শুনে আরবরা গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখল যে, নিক্ষিপ্ত তারকাগুলো পরিচয়ের বাইরে। তারা আবদে ইয়ালীলকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বললেন ঃ এটা একজন নবীর আবির্ভাবের সময়। এর কিছুদিন পরেই আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব তায়েফ আসে এবং সংবাদ দেয় যে, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্ আত্মপ্রকাশ করেছেন এবং তিনি প্রেরিত নবী হওয়ার দাবী করেন। এ সংবাদ শুনে আবদে ইয়ালীল বললেন ঃ এ কারণেই তারকা নিক্ষিপ্ত হয়।

ইবনে সা'দ এয়াকুব ইবনে ওতবা ইবনে মুগীরা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তারকা নিক্ষেপের ঘটনা দেখে আরবে ছকীফ গোত্রের লোকজন সর্বপ্রথম ভীত সন্ত্রস্ত হয়। তারা আমর ইবনে উমাইয়ার কাছে যেয়ে বললঃ আপনি নতুন আত্মপ্রকাশ কারী বিষয়টি দেখেছেন কি ? সে বললঃ হাঁ, আমি দেখেছি। তোমরা লক্ষ্য করে দেখ, যদি সেগুলো বড় বড় নক্ষত্র হয়, যদ্দ্বারা দিক ও পথ জানা যায় এবং গ্রীষ্ম ও শীত জানা যায়, তবে তাদের সেগুলোর হওয়া প্রলয় ও মানব জাতির ধ্বংসের আলামত। আর যদি সেগুলো প্রসিদ্ধ তারকা ছাড়া অন্য অখ্যাত তারকা হয়, তবে এটা আল্লাহতায়ালার ইচ্ছার অধীনে হয় এবং সেই ইচ্ছা হচ্ছে একজন নবীর আবির্ভাব, যিনি আরবে প্রেরিত হবেন। তাঁর কারণে এসব ঘটনা ঘটছে।

খারায়েতী হাক্বায়েক গ্রন্থে এবং ইবনে আসাকির মেরদাস ইবনে কায়স থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে অতীন্দ্রিয়বাদ ও নবী করীমের (সাঃ) আত্মপ্রকাশের কারণে অতীন্দ্রিয়বাদীদের সংবাদ আদান-প্রদান বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমি বললামঃ আমাদের এখানে খালছা নাম্নী এক বাঁদী ছিল। তার সম্পর্কে আমরা ভাল ছাড়া অন্য কিছু জানতাম না। যে আমাদের কাছে এসে বললঃ হে দওস গোত্রের লোকজন! তোমরা আমার মধ্যে ভাল ছাড়া অন্য কোন বিষয় জাননি। কিন্তু অন্য বিষয়ও আমার মধ্যে আছে। আমরা প্রশ্ন করলামঃ সে বিষয়টি কি? সে বললঃ আমি আমার ছাগল চরাচ্ছিলাম। হঠাৎ এক অন্ধকার এসে আমাকে ঘিরে ফেলল। আমি

অনুভব করলাম যে, কোন এক অজ্ঞাত পুরুষ যেন আমাকে সম্ভোগ করছে। আমি গর্ভবতী হয়ে গেলাম। অতঃপর যখন প্রসবের সময় এল, তখন এমন এক ছেলে সন্তান ভূমিষ্ট হল, যার লম্বা ও ঝুলন্ত উভয় কান কুকুরের কানের মত ছিল। সেই ছেলে আমাদের মধ্যে বড় হয়ে একদিন অন্য ছেলেদের সাথে খেলাধুলা করছিল। হঠাৎ সে ঝম্প দিয়ে উঠল, পরিধেয় বস্ত্র খুলে দূরে নিক্ষেপ করল এবং উচ্চস্বরে হায় হায় বলল। অতঃপর সে করতে লাগলঃ আল্লাহর কসম, পাহাড়ের এই ঘাঁটির অপর পার্শ্বে অশ্বারোহী দল আছে এবং তাদের মধ্যে আছে এক সুশ্রী যুবক।

এ কথা শুনে আমরা দৌড়ে সেখানে গেলাম এবং অশ্বারোহী দলকে বিতাড়িত করে তাদের মাল লুটে নিলাম।

সেই ছেলেটি আমাদের কাছে যা বলত, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হত। ইয়া রসূলাল্লাহ! যখন আপনার আবির্ভাবের সময় এল, তখন সে আমাদেরকে যে সব সংবাদ বলত, তা মিথ্যা হত। আমরা তাকে বললামঃ ব্যাপার কি, তুমি যা বল, সব মিথ্যা হয় কেন? ছেলেটি বললঃ আমি কিছুই জানি না। যে আমাকে সত্যবাদী করেছিল, সে-ই আমাকে মিথ্যাবাদী করেছে। তোমরা আমাকে তিনদিন পর্যন্ত গৃহবন্দী করে রাখ। এরপর আমার কাছে এস। আমরা তাই করলাম। তিনদিন পর এসে গৃহের দরজা খুললাম। দেখি কি, সেই বালক একটি অঙ্গারের মত পড়ে আছে। সে বললঃ হে দউস গোত্রের লোকজন! আকাশে পাহারা বসানো হয়েছে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর আত্মপ্রকাশ করেছেন। আমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ কোথায় আত্মপ্রকাশ করেছেন? সে বললঃ মক্কায়। এখন আমি মৃত। তোমরা আমাকে এক পাহাড়ের চূড়ায় দাফন করে দিয়ো। আমি অগ্নি প্রজ্বলিত করব তোমরা যখন আমার অগ্নি প্রজ্বলিত করা দেখবে, তখন আমাকে তিনটি পাথর মারবে। প্রত্যেক পাথর মারার সময় "বিইসমিকা আল্লাহুম্মা" বলবে। এরপর আমার প্রজ্বলন বন্ধ হয়ে যাবে এবং আমি স্থির ও ঠাণ্ডা হয়ে যাব।

আমরা তাই করলাম। এরপর আমরা নবীর আবির্ভাবের সংবাদের অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে হাজীরা হজ্ব শেষে আমাদের কাছে এল এবং তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করল।

ইবনে সা'দ ও আবূ নয়ীম যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ওহী মাঝপথে শ্রবণ করা হত। যখন ইসলাম এল, তখন জিনদেরকে এ কাজ থেকে বিরত রাখা হল। বনী-আসাদে সায়ীরা নাম্নী এক মহিলার একটি অনুগত জিন ছিল। ওহী শ্রবণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেই জিন সায়ীরার কাছে এল এবং তার বক্ষ দেশে প্রবেশ করে চীৎকার করে বলতে লাগলঃ পারস্পরিক আলিঙ্গন মওকূফ হয়ে গেছে, তরবারি উত্তোলিত হয়ে গেছে এবং এমন বিষয় এসেছে, যা প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। আহমদ (সাঃ) যিনা হারাম করেছেন।

বায়হাকী যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন– আল্লাহতায়ালা শয়তানদেরকে আকাশের কথাবার্তা শ্রবণ থেকে নক্ষত্ররাজির মাধ্যমে বাধা প্রদান করেছেন। অতীন্দ্রিয়বাদ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং এর কোন অংশ এখন অবশিষ্ট নেই।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম নাফে' ইবনে জুবায়র থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, হযরত ঈসার (আঃ) পর অন্তবর্তীকালে শয়তানরা আকাশের আলাপ আলোচনা শুনত এবং তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করা হত না। কিন্তু যখন নবী করীম (সাঃ) প্রেরিত হলেন, তখন তাদের প্রতি উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগল।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম আতা থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শয়তানরা ওহীর কথাবার্তা শ্রবণ করত। যখন আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে প্রেরণ করলেন, তখন শয়তানরা বাধাপ্রাপ্ত হল। তারা ইবলীশের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ করলে সে বললঃ কোন বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। সে আবূ কোবায়স পাহাড়ে আরোহণ করে দেখল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মকামে-ইবরাহীমের পিছনে নামায পড়ছেন। ইবলীশ বললঃ আমি এখনি তাঁর ঘাড় মটকে দেয়ার জন্যে যাচ্ছি। এহেন মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে সে এল। তখন জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ছিলেন। তিনি এই অভিশপ্তকে লাথি মেরে বহু দূরে নিক্ষেপ করলেন।

ওয়াহেদী ও আবূ নয়ীম মোজাহিদ থেকেও একই ধরনের রেওয়ায়েত করেছেন।

আবূ নয়ীম হযরত আনাস ইবনে মালেক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন নবী করীম (সাঃ) প্রেরিত হলেন, তখন ইবলীশ তাঁকে প্রতারিত করতে এল। জিবরাঈল (আঃ) তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং ইবলীশকে তাঁর স্কন্ধদেশ থেকে আলাদা করে জর্দান উপত্যকায় নিক্ষেপ করলেন।

আবূ শায়খ, তিবরানী ও আবূ নয়ীম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) মক্কা মোকাররমায় সিজদারত ছিলেন। অভিশপ্ত ইবলীশ তাঁর ঘাড় পিষ্ট করে দেয়ার অভিপ্রায় নিয়ে অগ্রসর হল। জিবরাঈল (আঃ) এমন এক ফোঁক মারলেন যে, জর্দান না পৌঁছা পর্যন্ত তার পা কোথাও ঠেকল না।

কোরআনের মোজেযা

আল্লাহপাক এরশাদ করেন ঃ

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيْرًا

হে নবী! বলে দিন, যদি মানব ও জিনজাতি সম্মিলিত হয়ে এই কোরআনের অনুরূপ কালাম আনার চেষ্টা করে, তবে তারা এর অনুরূপ কালাম আনতে পারবে না, যদিও একে অপরের সাহায্য করে।

আল্লাহ্ তায়ালা আরোও বলেনঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَ كُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الاية

ঃ আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ কালাম সম্পর্কে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে এর অনুরূপ একটি সূরা নিয়ে আস এবং তোমাদের সকল শরীককে ডেকে নাও আল্লাহ্ ছাড়া; যদি তোমরা সত্যবাদী হও। এরপর যদি তোমরা না পার এবং কখনও পারবে না, তবে অগ্নিকে ভয় কর।

আল্লাহ্ তায়ালা আরো বলে ঃ

فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖ اِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ

তারা সত্যবাদী হলে কোরআনের অনুরূপ একটি আয়াতই নিয়ে আসুক।

ইমাম বুখারী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর এই উক্তি বর্ণনা করেন যে— প্রত্যেক পয়গাম্বরকেই এমন বিষয় দেয়া হয়েছে, যার প্রতি মানুষ ঈমান আনবে। আমাকে যা দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছে ওহী। এই ওহী আল্লাহ্ তায়ালা আমার কাছে প্রেরণ করেছেন। আমি আশা করি সকল পয়গাম্বর অপেক্ষা আমার অনুসারীর সংখ্যা অধিক হবে।

আলেমগণ বলেন ঃ এই হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে, পয়গাম্বরগণের মোজেযাসমূহ তাঁদের জীবৎকাল সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে সমাপ্ত হয়ে গেছে। এসকল মোজেযা কেবল তারাই প্রত্যক্ষ করেছেন, যারা পয়গাম্বরগণের আমলে বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু কোরআনুল করীমের-মোজেযা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কোরআন পাক স্বীয় বর্ণনাভঙ্গি, প্রাঞ্জলতা ও অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দেয়ার ব্যাপারে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। এমন কোন কাল অতিক্রান্ত হয় না, যার মধ্যে কোরআন পাকের বর্ণিত সংবাদসমূহের মধ্যে কোন না কোন একটি ভবিষ্যদ্বাণী আত্মপ্রকাশ না করে। এসব বিষয় কোরআন পাকের বিশুদ্ধতা-দাবীর স্বপক্ষে প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

উপরোক্ত হাদীসের এ উদ্দেশ্যও বর্ণনা করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী মোজেযাসমূহ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল। চর্মচক্ষু দিয়ে সেগুলো প্রত্যক্ষ করা হত; যেমন হযরত ছালেহ্ (আঃ)-এর উষ্ট্রী এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি। এর বিপরীতে কোরআনী মোজেযাসমূহ অন্তরঃচক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করা হয়। সুতরাং যারা অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পরিচালিত হয়ে কোরআনের অনুসরণ করে তাদের সংখ্যা বেশি না হয়ে পারে না। কেননা, যে মোজেযা চর্মচক্ষু দিয়ে অবলোকন করা হয়, তা অবলোকনকারীর গতায়ু হয়ে যাওয়ার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর যে বিষয় জ্ঞানের চক্ষু দিয়ে প্রত্যক্ষ করা হয়, তা অবশিষ্ট থাকে। যারা প্রথম প্রত্যক্ষকারীদের পরে আসে, তারা সর্বদা তা প্রত্যক্ষ করতে থাকে।

হাফেয ইবনে হজর বলেন ঃ উপরোক্ত উভয় ব্যাখ্যার সম্মিলন এক বাক্যের মধ্যে সম্ভবপর। কেননা, উভয় উক্তির সারমর্ম একটি অপরটির পরিপন্থী নয়।

হাকেম ও বায়হাকী ইকরামা থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওলীদ ইবনে মুগীরা নবী করীম (সাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হলে তিনি তার সামনে কোরআন পাক তেলাওয়াত করলেন। এতে তার অন্তর বিগলিত হল। আবূ জহল এ সংবাদ অবগত হয়ে ওলীদের কাছে গেল এবং বলল ঃ চাচা! কোরায়শরা আপনার জন্যে ধনসম্পদ একত্রিত করতে চায়। ওলীদ বলল ঃ কেন? আবূ জহল বলল ঃ আপনাকে দেয়ার জন্যে। কেননা, আপনি মোহাম্মদের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে যা আছে, আপনি তা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। ওলীদ বলল ঃ কোরায়শরা জানে যে, আমি তাদের মধ্যে সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। আবূ জহল বলল ঃ আচ্ছা, মোহাম্মদ সম্পর্কে এমন কোন কথা বলুন, যদ্দ্বারা আপনার কওম বুঝতে পারে যে, আপনি তাঁর প্রতি বিশ্বাসী নন।

ওলীদ জওয়াব দিল ঃ আমি কি বলব? তোমাদের মধ্যে কেউ সমরসঙ্গীত ও স্তুতিগাথায় আমার চেয়ে অধিক বিজ্ঞ নেই। মোহাম্মদ যা বলেন, কবিতার সাথে তার কোন মিল নেই। এতদসত্ত্বেও তাঁর বর্ণিত বাক্যসমূহে অসাধারণ মিষ্টতা, অপূর্ব সৌন্দর্য ও মুগ্ধকরতা আছে। তাঁর উক্তি সকল উক্তির সেরা এবং কোন উক্তি তাঁর উক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ নয়। তাঁর উক্তি অন্য সকল মহৎবাণীকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আবূ জহল বলল ঃ আপনার কওম আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত আপনি মোহাম্মদ সম্পর্কে কোন মন্দ কথা না বলেন। ওলীদ বলল ঃ আচ্ছা, আমাকে চিন্তা-ভাবনা করার সময় দাও। সেমতে চিন্তাভাবনার পর ওলীদ বলল ঃ এটা তো সেই যাদু, যা আমরা একে অপরের কাছ থেকে বর্ণনা করি। এই ঘটনার পর নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ –

ذَرْنِىْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا وَجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا – وَبَنِيْنَ

شُهُوْدًا - وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا سَاُرْهِقُهُ صَعُوْدًا اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ

আমার হাতে ছেড়ে দাও তার জন্য যাকে আমি অসাধারণ করে সৃষ্টি করেছি। তাকে আমি দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ। এরপরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরও অধিক দেই। না, তা হবে না। সে আমার নিদর্শনসমূহের বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর। আমি তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন করব। সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে, সে কেমন করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হল। সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করল এবং মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পিছিয়ে গেল এবং অহংকার করল এবং ঘোষণা করল ঃ এটা তো লোক-পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। এটা মানুষেরই উক্তি। আমি তাকে নিক্ষেপ করব সর্বনিকৃষ্ট জাহান্নামে।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী ইকরামা থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওলীদ ইবনে মুগীরা ও কোরায়শদের একটি দল সমবেত হল। ওলীদ ছিল তাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রবীণ। হজ্জের দিনও আসন্ন ছিল। ওলীদ বলল ঃ আরবের বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিত্বকারী লোকজন তোমাদের কাছে আসবে। তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে শুনেছে। সুতরাং এ ব্যাপারে তোমরা নিজেদের মধ্যে ঐকমত্য করে নাও। সবারই যেন এক কথা হয়। তোমাদের কারও কথা যেন অন্য কারও কথাকে খণ্ডন ও মিথ্যা প্রতিপন্ন না করে।

সকলেই বলল ঃ আবদুশ-শামস! আপনিই আমাদের জন্যে একটি মত স্থির করে দেন, যার উপর আমরা সকলেই কায়েম থাকি। ওলীদ বলল ঃ না, তোমরাই বল। আমি শুনি তোমরা কি বল। তারা বলল ঃ আমরা তাঁকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলব।

ওলীদ বলল ঃ মোহাম্মদ অতীন্দ্রিয়বাদী নয়। আমি অতীন্দ্রিয়বাদীদেরকে দেখেছি। তার কথা তাদের বাক্‌ধারার সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না। লোকেরা বলল ঃ তা হলে আমরা উন্মাদ বলব। ওলীদ বলল ঃ সে উন্মাদ নয়। আমরা অনেক উন্মাদ দেখেছি, চিনেছি। উন্মাদ ক্রোধের তীব্রতা, মনের খটকা এবং জল্পনা কল্পনা দ্বারা তাড়িত হয়ে কথা বলে। তার কথা এরূপ নয়।

কোরায়শরা বলল ঃ আমরা কবি বলব।

ওলীদ বলল, সে কবিও নয়। আমরা কবিতার সকল প্রকারই জানি। তার কথা কবিতার কোন প্রকারের মধ্যে পড়ে না। কোরায়শরা বলল, আমরা যাদুকর বলব। ওলীদ বলল, তার কথা যাদু নয়। আমরা যাদুকর ও তাদের যাদু দেখেছি। তারা কথা ফোঁকে এবং দম করে। তাদের যাদুর গ্রন্থি থাকে।

কোরায়শরা বলল, হে আবূ আবদে শামস আপনি কি বলেন? ওলীদ বলল, আল্লাহর কসম, মোহাম্মদের কালামে অদ্ভুত মিষ্টতা আছে। তাঁর কথার শিকড় ফলে পরিপূর্ণ এবং পাকা, তরতাজা ও ফলন্ত। তোমরা যা যা বললে, সবগুলোই বাতিল ও অসার প্রতিপন্ন হয়ে যাবে। বরং অধিকতর সমীচীন এই যে, তোমরা তাকে এমন যাদুকর বলবে, যে একজন মানুষ ও তার পিতা, ভাই, স্ত্রী এবং গোত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে দেয়। একথা শুনে সকলেই ওলীদের কাছ থেকে প্রস্থান করল। যখন হজ্বের মওসুম এল এবং চতুর্দিক থেকে মানুষ আসতে শুরু করল, তখন কোরায়েশরা আগন্তুকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে গেল। যে কেউ তাদের কাছ দিয়ে গমন করত, তাকেই রসূলে করীম (সাঃ)-থেকে সতর্ক থাকতে বলে দিত। সেমতে আল্লাহ তায়ালা ওলীদ সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। ওলীদ আল্লাহ তায়ালার কালাম ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-সম্পর্কে মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা করত। তার কাছে যারা বসত, তারা তার কথার প্রশংসা করত। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেনঃ

الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْاٰنَ عِضِيْنَ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ

- অর্থাৎ যারা কোরআনের বিভিন্ন বিষয়াবলীকে খন্ডন করেছে, আপনার প্রতিপালকের কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করব।

রাবী বর্ণনা করেন, আরবের লোকেরা নবী করীম (সাঃ)-এর খবর নিয়ে হজ্ব থেকে আপন আপন বাড়িঘরে প্রত্যাবর্তন করল। এভাবে আরবের সকল শহরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আলোচনা ছড়িয়ে পড়ল।

আবূ নয়ীম আউফী থেকে এবং তিনি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওলীদ আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর কাছে কোরআন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসে। হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাকে অবগত করলে সে কোরায়শদের কাছে গেল এবং বলল, ইবনে আবী কাবশা যে কথা বলে, তা খুবই আশ্চর্যজনক। আল্লাহর কসম, সেটা না কবিতা, না যাদু, না পাগলামীর মত প্রলাপোক্তি। নিশ্চিতরূপেই তার কথা খোদায়ী কালাম।

আবূ নয়মী সুদ্দী, ছগীর, কলবী, আবূ ছালেহ, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওলীদ স্বগোত্রীয় লোকদেরকে বলল, কাল হজ্বে সব

মানুষ জমায়েত হবে। মোহাম্মদের কথা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কাল সকলেই তোমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তখন তোমরা কি জবাব দিবে? সকলেই বলল, আমরা বলে দিব সে পাগল। ক্রোধের তীব্রতায় কথা বলে। ওলীদ বলল, মানুষ তার কাছে যাবে এবং তার সাথে কথা বলবে। তারা যখন তাকে বুদ্ধিমান ও শালীন বাক্যালাপকারী রূপে পাবে, তখন তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী বলবে।

কোরায়শরা বলল, আমরা কবি বলব। ওলীদ বলল, আরবরা লোক-পরম্পরায় কবিতা বর্ণনা করে। মোহাম্মদের কালাম কবিতা নয়। তারা তোমাদেরকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে।

কোরায়শরা বলল, আমরা বলে দিব যে, সে অতীন্দ্রিয়বাদী। ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য বিষয়াদি বলে। ওলীদ বলল, আরবরা অতীন্দ্রিয়বাদীদের সাথে মেলামেশা করে। যখন তারা তার উক্তি শুনবে এবং অতীন্দ্রিয়বাদের অনুরূপ পাবে না, তখন তোমরা মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নযর ইবনে হারেছ কেলদাহ দাঁড়িয়ে বলল, কোরায়শ সম্প্রদায়, তোমাদের উপর এমন বিষয় নাযিল হয়েছে যে, এ ধরনের বিষয়ের তোমরা কখনও সম্মুখীন হওনি। মোহাম্মদ (সাঃ) তোমাদের মধ্যে অল্পবয়স্ক, অধিকতর পছন্দনীয়, অধিক সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ততায় সকলের সেরা ছিল। অবশেষে তোমরা যখন তার কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থানে শুভ্রতা দেখলে তখন সে তোমাদের কাছে যা আনার এনেছে। তোমরা তাকে যাদুকর বলছ। আল্লাহর কসম, সে যাদুকর নয়। আমরা যাদুকর, তাদের যাদু ও গ্রন্থি দেখেছি। তোমরা তাকে অতীন্দ্রিয়বাদী বলেছ। অথচ সে তা নয়। আমরা অতীন্দ্রিয়বাদীদের অবস্থা দেখেছি। তাদের কথাবার্তা শুনেছি। তোমরা তাকে কবি বলেছ। সে কবি নয়। আমরা কবিতা বর্ণনা করেছি এবং সকল প্রকার কবিতা শুনেছি। তোমরা তাকে পাগল বলেছ। আল্লাহর কসম, সে পাগল নয়। আমরা পাগলামি দেখেছি। এটা পাগলের প্রলাপোক্তি নয়। হে কোরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা নিজেদের সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কর। তোমাদের উপর এক বিরাট বিষয় নেমে এসেছে।

ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ জহল ও কোরায়শ নেতৃবৃন্দ বলল, আমাদের মধ্যে মোহাম্মদের ব্যাপারটি ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের উচিত এমন ব্যক্তিকে তালাশ করা, যে যাদু, অতীন্দ্রিয়বাদ ও কবিতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। সে গিয়ে মোহাম্মদের সাথে কথা বলবে, এরপর আমাদের কাছে এসে বর্ণনা করবে। একথা শুনে ওতবা বলল, আমি কবিতা, অতীন্দ্রিয়বাদ ও যাদু সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান

রাখি। এমন কোন বিষয় থাকলে তা আমার কাছে গোপন থাকবে না। সেমতে ওতবা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এল এবং বলল ঃ মোহাম্মদ! আপনি শ্রেষ্ঠ, না হাশেম ? আপনি শ্রেষ্ঠ, না আবদুল মোত্তালিব ? আপনি শ্রেষ্ঠ, না আবদুল্লাহ? রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওতবাকে কোন জবাব দিলেন না।

ওতবা বলল, আপনি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলেন কেন এবং আমাদের বাপদাদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করেন কেন? যদি আপনি নেতৃত্ব চান, তবে আমরা আমাদের ঝাণ্ডা আপনার কাছে খাড়া করে দিব এবং আজীবন আপনি আমাদের নেতা থাকবেন। আর যদি আপনি বিবাহ করতে চান, তবে কোরায়শ বংশের যে সকল পরমাসুন্দরী ললনাকে আপনি বিয়ে করতে চাইবেন, তাদের মধ্য থেকে দশ জনকে আমরা আপনার বিবাহে সমর্পণ করব। আর যদি আপনি ধনসম্পদ পছন্দ করেন, তবে আমরা আপনার জন্যে অগাধ ধনরাশি একত্রিত করে দিব, যদ্দারা আপনি এবং আপনার পরবর্তী বংশধররা পরম সুখে জীবন যাপন করতে পারবে।

রসূলে করীম (সাঃ) নিরুত্তর ছিলেন - কোন কথা বলছিলেন না। যখন ওতবা তার বক্তব্য সমাপ্ত করল, তখন তিনি নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করলেনঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحِيْمِ - حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ اٰيَاتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ .... فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ

হা-মীম! দয়ালু, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে।

এটা দয়াময় পরম করুণাময়ের নিকট থেকে অবতীর্ণ। এটা এমন কিতাব যা অবতীর্ণ হয়েছে আরবী কোরআনরূপে, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং তারা শুনবে না। তারা বলে, তুমি যার প্রতি আমাদেরকে আহবান করছ, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরনে আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি। বলুন, আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি ওহী নাযিল করা হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। অতএব তাঁরই পথ অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। মুশরিকদের জন্যে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দান করে না এবং পরকালে অবিশ্বাস করে। যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। বলুন, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবেই, যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন,

দু'দিনে। তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করাতে চাও? তিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। তিনি ভূপৃষ্টে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, পৃথিবীতে রেখেছেন কল্যাণ এবং চারদিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা করেছেন খাদ্যের, সমানভাবে সকলের জন্যে যারা এর অনুসন্ধান করে। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ বিশেষ। অনন্তর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আমার আদেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত হও ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা তো আনুগত্যের সাথে প্রস্তুত আছি। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দু'দিনে সপ্তাকাশে পরিনত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশের নিকট তার কর্তব্য ব্যক্ত করলেন। তিনি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করলেন প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলেন সুরক্ষিত। এসব পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ কর্তৃক সুবিন্যস্ত। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তাদেরকে বলে দিন, আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করেছি এক ধ্বংসকর শাস্তি সম্পর্কে, যেমন শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল আদ ও সামূদ সম্প্রদায়। (সূরা হামীম আস্ সিজদাহ)

এতটুকু শুনে ওতবা মুখ বন্ধ করল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কসম দিয়ে তেলাওয়াত থেকে বিরত থাকতে বলল। এরপর সে সঙ্গীদের কাছে না গিয়ে নিজেকে আলাদা করে নিল। আবূ জহল বলল, কোরায়শগণ! আমরা ওতবাকে দেখছিনা। মনে হয় সে মোহাম্মদের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। কোন প্রয়োজনের কারণে মোহাম্মদের খাদ্য তার পছন্দ হয়ে গেছে। চল, আমরা ওতবার কাছে যাই। সেমতে সকলেই ওতবার কাছে এল। আবূ জহল বলল, ওতবা, তোমার সম্পর্কে আমাদের ধারণা এই যে, তুমি মোহাম্মদের দিকে ঝুঁকে পড়েছ এবং তাঁর কথা তোমার পছন্দ হয়েছে। যদি তুমি ধনসম্পদ চাও, তবে আমরা তোমার জন্যে এই পরিমাণ ধন-সম্পদ জমা করে দিব, যা তোমাকে মোহাম্মদের খাদ্যের প্রতি অমুখাপেক্ষী করে দিবে। একথা শুনে ওতবা ক্রুদ্ধ হয়ে গেল সে রসূলুল্লাহ (রাঃ)-এর সাথে কখনও কথা বলবে না বলে কসম খেল। অতঃপর বলল, তোমরা ভালরূপেই জান যে, কোরায়শদের মধ্যে আমি সর্বাধিক ধনসম্পদশালীদের একজন। কিন্তু আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে এমন কথা দিয়ে জবাব দিলেন, আল্লাহর কসম, যা না যাদু, না কবিতা বা অতীন্দ্রিয়বাদ। তিনি এ কথাগুলো তেলাওয়াত করলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -حٰمٓ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

.... صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَّثَمُوْدَ

আমি আমার মুখ বন্ধ করে নিলাম এবং দয়া ভিক্ষা চাইলাম। তোমরা ভাল করেই জান যে, মোহাম্মদ যখন কোন কথা বলে, ভুল বলে না। আমি আশংকা করলাম যে, কোথাও তোমাদের উপর কোন আযাব নাযিল হয়ে যায়!

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম মোহাম্মদ ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, ওতবা ইবনে রবীয়া জনৈক কোরায়শীকে বলল, আমি মোহাম্মদের কাছে যাচ্ছি এবং অনেক বিষয় তাঁর সামনে পেশ করছি। সম্ভবতঃ সে কতক বিষয় মেনে নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে স্বীয় কর্মতৎপরতা থেকে বিরত থাকবে।

কোরায়শরা বলল, হে আবুল ওলীদ! তুমি অবশ্যই যাও এবং তার সাথে কথাবার্তা বল। রসূলে করীম (রাঃ) তখন মসজিদে ছিলেন। ওতবা তাঁর কাছে এসে বসে গেল। এরপর মোহাম্মদ ইবনে কা'ব পূর্বোল্লেখিত রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন। কথাবার্তা শেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন, আবুল ওলীদ! তোমার কথা শেষ ? সে বলল, হাঁ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এবার আমার কথা শুন। ওতবা বলল, বলুন। রসূলে করীম (সাঃ) সূরা হা-মীম তেলাওয়াত করলেন। তিনি পাঠ করতে থাকলেন এবং ওতবা হতভম্ব হয়ে চুপচাপ শুনতে থাকল। সে উভয় হাত পিছনে নিয়ে তাতে ভর দিয়ে বসল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেজদার আয়াতে পৌঁছে সেজদা করলেন। অতঃপর ওতবাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আবুল ওলীদ! শুনেছ? সে বলল ঃ শুনেছি। তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে তোমার প্রশ্ন সমূহের জবাব। এখন তোমার মনে যা চায়, কর।

ওতবা ফিরে সঙ্গীদের কাছে গেল। তাদের একজন অপরজনকে বলল, আল্লাহর কসম, ওতবা যে মুখে গিয়েছিল, সে মুখে ফিরে আসেনি। ওতবা তাদের কাছে বসলে তারা জিজ্ঞাসা করল, কি খবর এনেছ? সে বলল, আল্লাহর কসম, আমি এমন কালাম শুনেছি, যা ইতিপূর্বে কখনও শুনিনি। এই কালাম না কবিতা, না যাদু এবং না অতীন্দ্রিয়বাদদের উক্তি। কোরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা আমার আনুগত্য কর। আমাকে মোহাম্মদ ও তার মিশনের হাতে ছেড়ে দাও এবং তাঁকে একাগ্রমনে থাকতে দাও। যে কথা আমি তার কাছ থেকে শুনেছি, তার মাধ্যমে একটি বিরাট ঘটনা ঘটবে। যদি সে আরবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে, তবে তার দেশ তোমাদের দেশ হবে এবং তার সম্মান তোমাদের সম্মান হবে। এ কারণে তোমরা সৌভাগ্যশালী হয়ে যাবে।

এ কথা শুনে উপস্থিত কোরায়শরা বলল, আবুল ওলীদ, সে তার আকর্ষণীয় বাক্যদ্বারা তোমার উপর যাদু করেছে। ওতবা বলল, তোমাদের জন্যে আমার অভিমত এটাই। এখন তোমাদের যা ভাল মনে হয় কর।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (রাঃ) সূরা হা-মীম তেলাওয়াত করলে ওতবা সঙ্গীদের কাছে এসে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আজ তোমরা আমার কথা অনুযায়ী কাজ কর। পরে আমার অবাধ্যতা করে নিয়ো। আল্লাহর কসম, আমি এমন কালাম শুনেছি, আমার কান

ইতিপূর্বে এমন কালাম কখনও শুনেনি। আমি বুঝতে পারিনি যে, তাকে কি জবাব দিব।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী যুহরী থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমাকে বলা হয়েছে যে, আবূ জহল, আবূ সুফিয়ান ও আখনাস ইবনে শরীক্ব এক রাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে কিছু শুনার উদ্দেশে বের হল। হুযুর (সাঃ) তখন আপন গৃহে নামায পড়ছিলেন। তারা তেলাওয়াত শুনার জন্যে আপন আপন জায়গায় বসে গেল। কে কোথায় বসেছে, পরস্পরে তা জানত না। ছোবহে ছাদেক উদিত হলে তারা আপন আপন জায়গা ত্যাগ করে চলে গেল। পথিমধ্যে তারা আবার একত্রিত হল। একজন অপরজনকে দেখে পরস্পরে তিরস্কার করে বলল, পুনরায় যেয়ো না। তোমাদের কোন নির্বোধ ব্যক্তি দেখে ফেললে তার মনে তোমাদের সম্পর্কে খটকা দেখা দিবে। এরপর তারা সকলেই ফিরে গেল। দ্বিতীয় রাত এলে তাদের প্রত্যেকেই আপন আপন জায়গায় পুনরায় গিয়ে বসে পড়ল এবং সারারাত তেলাওয়াত শুনল। সকাল হলে তারা আবার প্রস্থান করল এবং এক জায়গায় একত্রিত হল। এরপর আগের দিনের মত কথাবার্তা বলে নিজ নিজ গৃহে চলে গেল। তৃতীয় রাতেও তারা তেলাওয়াত শুনার জন্যে স্ব স্ব স্থানে ফিরে এল এবং সকাল পর্যন্ত তেলাওয়াত শুনল। অতঃপর পথিমধ্যে সকলেই একত্রিত হলে পরস্পরে বলল, আমরা মোহাম্মদের কালাম না শুনার ব্যাপারে একটি চুক্তি না করে এখান থেকে টলব না। সে মতে তারা এ বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদন করল এবং আপন আপন গৃহে চলে গেল। আখনাস ইবনে শরীফ সকালে উঠে লাঠি হাতে গৃহ থেকে বের হল এবং আবূ সুফিয়ানের গৃহে এসে তাকে বলল, আবূ হানযালা! তুমি মোহাম্মদের মুখ থেকে যে কালাম শুনেছ, সে সম্পর্কে তোমার অভিমত ব্যক্ত কর। আবূ সুফিয়ান বলল, আবু ছালাবা, আমি সেই সব বিষয় শুনেছি, যে গুলো এবং যেগুলোর উদ্দেশ্যও আমি জানি। আখনাস কসম খেয়ে বলল, আমি সেগুলো জানি। এরপর আখনাস আবূ জহলের কাছে এল এবং তাকে জিজ্ঞাসা করল, আবুল হাকাম, মোহাম্মদের কাছ থেকে যে জিনিস তুমি শুনেছ, সে সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? আবূ জহল বলল, আমি কি শুনেছি? আমাদের মধ্যে ও বনী-আবদে মানাফের মধ্যে পুরুষানুক্রমে চলছে মর্যাদার লড়াই। তারা মানুষকে খাদ্য খাইয়েছে, আমরাও খাইয়েছি। তারা সওয়ারী দিয়েছে, আমরাও সওয়ারী দিয়েছি। তারা বখশিশ দিয়েছে, আমরাও দিয়েছি। অবশেষে তারা এবং আমরা একে অপরের সমকক্ষ ছিলাম। আমরা ও আবদে-মানাফ ঘোড়দৌড়ের দু ঘোড়া ছিলাম এবং সমকক্ষতা দাবী করতাম। এখন তারা বলে, আমাদের মধ্যে নবী আছেন। তাঁর কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে। যদি এটা ঠিক হয়, তবে আল্লাহর কসম, আমরা কখনও তার প্রতি ঈমান আনব না এবং তাকে সত্য বলে স্বীকার করব না।

বায়হাকী মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, সর্বপ্রথম যেদিন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে চিনেছিলাম, সেদিন আমি এবং আবূ জহল মক্কার এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে দেখা হল। হুযুর (সাঃ) আবূ জহলকে বললেন, আবুল হাকাম! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দিকে এস। আমি তোমাকে আল্লাহর দিকে আহবান করছি। আবূ জহল জবাব দিল, মোহাম্মদ! আপনি কি আমাদের উপাস্যদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত হবেন না? আপনি চান যে, আমরা আপনার তবলীগ করার সাক্ষ্য দেই। চলুন, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি তবলীগ করেছেন। আল্লাহর কসম, যদি আমি জানতে পারি যে, আপনি যা বলেন, তা সত্য, তবে আমি আপনার অনুসারী হয়ে যাব।

এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে এলেন। এরপর আবূ জহল আমাকে বলল, আল্লাহর কসম, আমি জানি যে, মোহাম্মদ সত্য বর্ণনা করে। কিন্তু আসল কথা এই যে, বনী-কুছাই বলে আমাদের মধ্যে দারোয়ানী আছে। আমরা বললাম, হাঁ, আছে। বনী-কুছাই বলে, আমাদের মধ্যে "দারুন্নদওয়াহ" (পরামর্শ মজলিস) আছে। আমরা বললাম, নিঃসন্দেহে আছে। বনী-কুছাই বলে আমাদের মধ্যে ঝাণ্ডা আছে। আমরা বললাম, হাঁ আছে। বনী-কুছাই বলে, আমাদের মধ্যে "সেকায়া" (হাজী গণকে পানি পান করানোর দায়িত্ব) আছে। আমরা বললাম, অবশ্যই। বনী-কুছাই মানুষকে খানা খাইয়েছে। আমরাও খাইয়েছি। এভাবে যখন আমাদের ও তাদের জানু পরস্পরে ঘর্ষণ খেতে লাগল; অর্থাৎ আমরা তাদের সমকক্ষ হয়ে গেলাম, তখন তারা বলতে শুরু করেছে আমাদের মধ্যে নবী আবির্ভূত হয়েছেন। আল্লাহর কসম, আমি তাকে সত্য বলে স্বীকার করব না।

মুসলিম হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমার ভাই আনীস মক্কায় আসে। ফিরে গিয়ে সে আমাকে বলল, আমি মক্কায় এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করেছি। তিনি দাবী করেন যে, আল্লাহতায়ালা তাঁকে রসূল করে প্রেরণ করেছেন। আমি আনীসকে জিজ্ঞাসা করলাম, মানুষ তাঁর সম্পর্কে কি বলে, সে বলল, মানুষ তাকে কবি, যাদুকর ও অতীন্দ্রিয়বাদী বলে। আনীস নিজেও কবি ছিল। সে বলল, আমি অতীন্দ্রিয়বাদীদের কথা শুনেছি। এ ব্যক্তি যে কালাম বর্ণনা করে, তা অতীন্দ্রিয়বাদীদের মত নয়। আমি তাঁর কালামকে কাব্যিক ছন্দের সাথে পরিমাপ করেছি। আল্লাহর কসম, তাঁর কালাম কোন মাপেই কবিতা নয়। তিনি সত্যবাদী এবং মানুষ মিথ্যুক।

আবূ যর (রাঃ) বর্ণনা করেন - আমি নিজেই মক্কায় পৌছলাম। সেখানে আমি ত্রিশ দিন ত্রিশ রাত্রি পর্যন্ত অবস্থান করলাম। আমার কাছে যমযমের পানি ছাড়া খাওয়ার কোন বস্তু ছিল না। আমি যমযমের পানি খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে গেলাম। এ কারণে আমার পেটের ত্বকে ভাঁজ পড়ে গেল। এ সময়ের মধ্যে আমি ক্ষুধার কারণে কোনরূপ দুর্বলতা অনুভব করিনি।

আবূ নয়ীম যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আসয়াদ ইবনে যুরারাহ্ ইয়াওমুল-আকাবার দিন হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আমি নিকট ও দূর সকল আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। আমি সাক্ষ্য দেই যে, হুযূর (সাঃ) আল্লাহর রসূল। আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছেন। তিনি মিথ্যাবাদী নন। যে কালাম তিনি এনেছেন, তা মানুষের কালামের অনুরূপ নয়।

আবূ নয়ীম ইবনে ইসহাক থেকে এবং তিনি ইসহাক ইবনে ইয়াসার থেকে বনূ-সালামার এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, বনূ-সালামাহ্র এক যুবক ইসলাম গ্রহণ করলে তার পিতা আমর ইবনে জমূহ্ তাকে বলল, তুমি সে ব্যক্তির কালাম শুনেছ। সে সম্পর্কে আমাকেও অবহিত কর। যুবক পিতার সামনে সূরা ফাতেহা পাঠ করল। আমর বলল, কি সুন্দর কালাম! সে জিজ্ঞাসা করল, তার সমস্ত কালাম এরূপই? পুত্র জওয়াব দিল, আব্বাজান, এর চেয়েও সুন্দর।

ইবনে সা'দ শা'বী ও যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী সুলায়মের কায়স ইবনে নসীবা নামক এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর খেদমতে এল এবং তাঁর কালাম শুনল। সে কিছু বিষয় জিজ্ঞাসাও করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেগুলোর জবাব দিলেন। সে মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে এসে তাদেরকে বলল, আমি রোমের খবর, পারস্যের কোমল কথাবার্তা, আরবের কবিতা, অতীন্দ্রিয়বাদ এবং হেমইয়ারের গালভরা বুলি শুনেছি। কিন্তু নবী করীম (সাঃ)-এর কালাম এদের কথাবার্তার মোটেই অনুরূপ নয়। তোমরা আমার কথা অনুযায়ী কাজ কর এবং নবী করীম (সাঃ) থেকে আপন অংশ অর্জন কর। সেমতে তারা মক্কা বিজয়ের বছরে এসে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের সংখ্যা সাতশ' এবং এক উক্তি অনুযায়ী এক হাজার ছিল।

কোরআনী মোজেযার প্রকারভেদ

সকল বুদ্ধিজীবীই এ বিষয়ে একমত যে, কোরআন পাক এমন একটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী মোজেযা, যার মোকাবিলা করার দুঃসাহস কোন মানুষ রাখে না, যদিও এর মোকাবিলা করার ঘোষণা করা হয়েছে।

আল্লাহতায়ালা বলেনঃ

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

যদি মুশরিকদের কেউ আপনার আশ্রয়ে আসতে চায়, তবে তাকে আশ্রয় দিন, যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনে।

যদি আল্লাহর কালাম শ্রবণ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যে জব্দকারী প্রমাণ না হত, তবে ধর্মীয় বিষয়াদি আল্লাহর কালাম শ্রবণ করার উপর নির্ভরশীল হত না এবং মোজেযা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা জব্দকারী প্রমাণ কায়েম করা সম্ভবপর হতো না। আল্লাহ পাক আরও এরশাদ করেন - কাফেররা বলে, আপনার প্রতি আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে কোন বিশেষ নিদর্শন নাযিল হয় না কেন? আপনি বলে দিন, নিদর্শনাবলী নাযিল করা আল্লাহর কাজ। আমার কাজ কেবল খোলাখুলিভাবে সতর্ক করা। তাদের জন্যে এটা যথেষ্ট নয় কি যে, আমি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি, যা তাদের সামনে পাঠ করা হয়? সেমতে আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন যে, খোদায়ী কিতাব নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি মহানিদর্শন এবং পথপ্রদর্শনের কাজে যথেষ্ট। এ ছাড়া অন্য যে সকল মোজেযা রয়েছে এবং পয়গাম্বরগণের হাতে যে সকল মোজেযা প্রকাশ পেয়েছে, কোরআন পাক একা সে সবগুলোর স্থলাভিষিক্ত। নবী করীম (সাঃ) কোরআন করীমকে আরববাসীদের কাছে উপস্থাপন করেছেন; অথচ তারা নেহায়েত শুদ্ধভাষী ও সুবক্তা ছিল। তাদেরকে এই কিতাবের মোকাবিলা করা এবং এর অনুরূপ কিতাব রচনা করার চ্যালেঞ্জ দেয়া হয়েছে। এ জন্যে বছরের পর বছর তাদেরকে সময় দেয়া হয়েছে। কিন্তু তারা এর অনুরূপ কিতাব রচনা করতে সক্ষম হয়নি। অথচ তারাই খোদায়ী কিতাবের নূর নির্বাপিত করতে এবং এর বিষয়বস্তু গোপন করতে চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎসাহী ছিল। যদি তারা মোকাবিলা করার ক্ষমতা রাখত, তবে এর মোকাবিলা করে জব্দকারী প্রমাণের মূলোৎপাটন করে দিত। ইতিহাসে একথা বর্ণিত নেই যে, আরবদের কেউ কোরআনের মোকাবিলা করার সংকল্প করেছে। বরং তারা কখনও হঠকারিতা এবং কখনও ঠাট্টা-বিদ্রূপের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আবার কখনও যাদু কখনও কবিতা বলেছে। কখনও কোরআনকে পৌরাণিক উপাখ্যান বলে দিয়েছে। তাদের এসব কর্মকাণ্ড হতভম্ব ও নিরুত্তর হওয়ারই পরিচায়ক ছিল। মোটকথা, তারা নিরুপায় হয়েই এ বিষয়ে সম্মত হয় যে, তরবারিকেই তাদের ঘাড়ের উপর বিচারক করা হোক, তাদের সন্তান ও স্ত্রী-কন্যাদেরকে বন্দী করা হোক এবং তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা হোক। অথচ তাদের আত্মসম্মানবোধ ও জেদ ছিল অত্যন্ত তীব্র ও প্রখর। যদি খোদায়ী কিতাবের অনুরূপ কিতাব রচনা করা তাদের ক্ষমতার মধ্যে থাকত, তবে নিশ্চিতরূপেই তারা এ পথে অগ্রসর হত। কেননা, এটা তাদের জন্যে সহজ ছিল।

হাফেয ইবনে হজর বলেন, আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন; অথচ আরবে বিপুল সংখ্যক কবি, বক্তা ও ভাষাবিদ ছিল। তাদের কাছে এ কাজের অনেক সাজসরঞ্জামও ছিল। নবী করীম (সাঃ) তাদের মধ্যে দূরের ও নিকটের ব্যক্তিবর্গকে মোকাবিলা করার জন্যে ডাক দিলেন। এরপর তাদেরকে যুদ্ধের মুখোমুখী করলেন। অথচ তাদের মধ্যে কবি ও বক্তার প্রাচুর্য ছিল। এটা

ছিল আরবদের অক্ষমতার সুস্পষ্ট দলিল। কেন না, তাদের মধ্যে সাহস থাকলে তারা একটি সূরা কিংবা কিছু আয়াত মোকাবিলার জন্যে পেশ করতে পারত। এটা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তিকে বানচাল, ইসলামকে নস্যাৎ এবং তাঁর অনুসারীদেরকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে অধিক দ্রুত কার্যকর হত। কিন্তু তারা তা না করে মোকাবিলা করার জন্যে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিল, দেশ থেকে বহিষ্কৃত হল এবং প্রচুর অর্থ-সম্পদ বিনষ্ট করল।

ইমাম সুয়ূতী বলেন, কোরআন পাক কোন্ কোন্ দিক দিয়ে মোজেযা, এ ব্যাপারে আলেমগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আমি এসব উক্তি "কিতাবুল-এতকান"-এ উল্লেখ করেছি। এখানে সারসংক্ষেপ বর্ণনা করছি। তা এই যে, কোরআনের মোজেযা হওয়া বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রমাণিত।

এক, কোরআন করীমের অনুপম সংকলন, এর বাক্যাবলীর পারস্পরিক মিল, এর ভাষাগত বিশুদ্ধতা এবং এর অলংকার আরবের সুপণ্ডিত ভাষাবিদদের অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

দুই, কোরআনুল করীমের অত্যাশ্চর্য আঙ্গিক এবং এর অভূতপূর্ব বর্ণনা পদ্ধতি প্রচলিত আরবী কালামের পদ্ধতি থেকে ভিন্ন।

তিন, অদৃশ্য বিষয়াদির সংবাদ দেয়া, যে বিষয়ের অস্তিত্ব নেই, তার সম্পর্কে অবগত করা এবং যেভাবে অবগত করা হয়, তা তেমনিভাবে প্রমাণিত হওয়া।

চার, পূর্ববর্তী উম্মত ও শরীয়ত সম্পর্কে অবগত করা। অথচ এসব সংবাদ কেউ জানত না। কেবল সে সকল ইহুদী আলেম জানত, যারা এ খবর হাছিল করার কাজে সমগ্র জীবন ব্যয় করে দিত। নবী করীম (সাঃ) এসব খবর ও পূর্ববর্তী ধর্মমতগুলোর অবস্থা সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ পন্থায় বর্ণনা করতেন; অথচ তিনি ছিলেন উম্মী। লেখাপড়া জানতেন না। পাঁচ, কোরআন মানুষের অন্তর্নিহিত গোপন তথ্য বর্ণনা করে; যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا

ঃ যখন তোমাদের দু'টি দল ভীরুতা প্রদর্শনের ইচ্ছা করল।

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ

ঃ কাফেররা মনে মনে বলে - আমাদের কুকথার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন?

এ ছাড়া আরও অনেক আয়াত রয়েছে, যেগুলোতে কাফের সম্প্রদায়কে অবগত করা হয়েছে যে, তারা এরূপ করতে সক্ষম হবে না। বাস্তবেও তাদের দ্বারা এরূপ

কাজ সংঘটিত হয়নি এবং তা করার ক্ষমতা অর্জিত হয়নি। উদাহরণতঃ ইহুদীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে وَلَنْ يَّتَمَنَّوْهُ اَبَدًا তারা কস্মিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না।

ছয়, তীব্র প্রয়োজন সত্ত্বেও আরবদের কোরআনের মোকাবিলা বর্জন করা। ইতিপূর্বে এই প্রয়োজন বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

সাত, যারা কোরআন পাক শ্রবণ করে, শ্রবণ করার সময় তাদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়া এবং আতঙ্ক দেখা দেয়া। উদাহরণতঃ হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রাঃ) এ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে মাগরিবের নামাযে সূরা তোয়া-হা পাঠ করতে শুনেন।

তিনি বলেন, যখন হুযুর (সাঃ) اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَيْئٍ (না তারা কোন কিছু ছাড়াই সৃজিত হয়েছে?) পর্যন্ত পৌছলেন, তখন আমার অন্তর উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, ইসলামের মাহাত্ম আমার মনে জন্মলাভ করার এটা ছিল প্রথম মুহূর্ত।

আট, কোরআন পাকের তেলাওয়াতকারী এর তেলাওয়াতে বিষণ্নবোধ করে না এবং শ্রবণকারীর কাছেও অপ্রিয় ঠেকে না। বরং কোরআনের প্রতি মনোযোগ তেলাওয়াতে মিষ্টতা সৃষ্টি করে। বার বার তেলাওয়াত করলে মহব্বত বৃদ্ধি পায়। অথচ কোরআন ছাড়া অন্য কালাম বার বার পাঠ করলে বিরক্তি জাগে। এ কারণেই নবী করীম (সাঃ) বলেন, কোরআন পাক বার বার পাঠ করলে পুরাতন হয় না।

নয়, কোরআন পাক এমন একটি নিদর্শন, যা দুনিয়া যতদিন থাকবে, ততদিন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। আল্লাহ তায়ালা এর হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন।

দশ, কোরআন করীম যে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান ও তত্ত্ব নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে, জগতের কোন কিতাব সেগুলো সন্নিবেশিত করেনি।

এগার, কোরআন পাকে কঠোরতা ও মিষ্টতা গুণের সমন্বয় ঘটেছে। এ দুটি পরস্পরবিরোধী গুণ সাধারণতঃ মানুষের কালামে সমন্বিত হয় না।

বার, কোরআন পাক সর্বশেষ কিতাব এবং অন্য সকল কিতাবের প্রতি অমুখাপেক্ষী। কোরআন ছাড়া অন্য সব প্রাচীন গ্রন্থ এমন বর্ণনার মুখাপেক্ষী, যাতে কোরআনের সাহায্য নিতে হয়; যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন-

اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ يَقُصُّ عَلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآئِيْلَ اَكْثَرَ الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ

ঃ নিশ্চয় এ কোরআন বনী-ইসরাঈল যে সব বিষয়ে মতভেদ করে, সেগুলোর অধিকাংশ বর্ণনা করে।

কাযী আয়ায (রাঃ) বলেন, কোরআনী মোজেযার প্রথমোক্ত চারটি কারণ নির্ভরযোগ্য। অবশিষ্টগুলো কোরআনী বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। তার একটি বৈশিষ্ট্য এই বাকী রয়েছে যে, কোরআন সাত আঞ্চলিক অভিধানের উপর ভিত্তি করে নাযিল হয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য কিতাব এই তিনটি বৈশিষ্ট্যে কোরআনের বিপরীত। গ্রন্থকার বলেন, প্রথম দুটি বৈশিষ্ট্য আমি "আল-এতকান" গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণনা করেছি। কোরআনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সে সকল বৈশিষ্ট্যের অধীনে বর্ণনা করব, যেগুলোর কারণে নবী করীম (সাঃ) সকল পয়গাম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন।

কাযী আয়ায (রাঃ) বলেন, কোরআনের মোজেযা হওয়ার কারণসমূহ জানার পর পাঠকবর্গের কাছে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, কোরআনী মোজেযার সংখ্যা হাজার, দু'হাজার এবং এর বেশীর মধ্যে সীমিত নয়। কেননা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরববাসীদেরকে কোরআনের একটি সূরা আনতে বলেছেন। এতেই তারা অক্ষম হয়ে গেছে। আলেমগণ বলেন, সর্বাপেক্ষা ছোট সূরা হচ্ছে— إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ। কোরআনের প্রতিটি আয়াত কিংবা কয়েকটি আয়াত তার সংখ্যা ও পরিমাণের দিক দিয়ে কোরআনের মোজেযা। গ্রন্থকার বর্ণনা করেন— সূরা কাওসারের শব্দাবলী গণনা করলে দশটির উপরে পাওয়া যাবে। আলেমগণ কোরআনের শব্দাবলী গণনা করেছেন। এর সংখ্যা সাতাত্তর হাজার নয় শত চৌত্রিশ। এতে মোজেযার পরিমাণ সাত হাজার। এই সাত হাজারকে আটটি কারণে গুণ করলে ছাপান্ন হাজার মোজেযা হবে। প্রথমোক্ত দুটি কারণের দিক দিয়ে কোরআনী মোজেযা জানতে হলে আমার গ্রন্থ আল-এতকান ও আসরারুত্তানযীল অধ্যয়ন করা দরকার। আমি وَاللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الخ আয়াত থেকে একশ বিশ প্রকার মোজেযা চয়ন করেছি। এ আয়াতটি আমি আমার গ্রন্থে আলাদা বর্ণনা করেছি।

ইমাম আহমদ ওকবা ইবনে আমের থেকে হুযূর (সাঃ)-এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, কোরআন পাক চামড়ায় থাকলে আগুন সে চামড়াকে জ্বালাবে না।

তিবরানী এ হাদীসটি সহল ইবনে সা'দ থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন— সেই চামড়াকে অগ্নি স্পর্শ করবেনা। তিনি ইছমত ইবনে মালেক থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন - যদি কোরআন পাক চামড়ায় লিপিবন্ধ করা হয়, তবে অগ্নি তাকে স্পর্শ করবে না। ইবনে আছীর "নেহায়াতুল-গরীব" গ্রন্থে বলেন, কোন কোন আলেম বলেছেন যে, এ মোজেযা বিশেষ করে হুযূর (সাঃ)-এর আমলে ছিল।

ওহী নাযিল হওয়ার সময় মোজেযার প্রকাশ

ইবনে আবী দাউদ কিতাবুল মাছাহেফে আবূ জা'ফর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, জিবরাঈল (আঃ) যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে বাক্যালাপ করতেন, তখন আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) তা শুনতেন; কিন্তু জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখতেন না।

ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি ওহী নাযিল হত, তখন আমরা মৌমাছির আওয়াজের মত গুন্ গুন্ আওয়াজ শুনতে পেতাম। অন্য এক রেওযায়েতে আছে - হুযুর (সাঃ)-এর নূরানী মুখমণ্ডলের কাছে মৌমাছির ভন্ ভন্ শব্দের মত শুনা যেত।

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হারেছ ইবনে হেশাম নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনার প্রতি ওহী কিভাবে আসে? তিনি বললেন, কখনও ঘন্টার শব্দের মত আসে। এটা আমার জন্যে খুবই কঠিন হয়। এরপর আমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ সময় যা কিছু বলা হয়, সবই আমি স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে নেই। আবার কখনও ফেরেশতা মানবাকৃতিতে আমার সামনে প্রকাশ পায় এবং আমার সাথে কথা বলে। সে যা কিছু বলে, আমি মুখস্থ করে নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, কন্‌কনে শীতের মধ্যে আমি হুযূর (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হতে দেখেছি। ওহী বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তাঁর পবিত্র কপাল ঘর্মাক্ত থাকত।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে আবু সালামাহ্ বলেন, আমার কাছে একথা পৌঁছেছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার কাছে দু'ভাবে ওহী আসে। এক, জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে ওহী আনেন এবং আমার দিকে তা ইলকা (নিক্ষেপ) করেন। যেমন কোন পুরুষ কোন পুরষের দিকে ইলকা করে। এরপর ওহী বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। দুই, ঘন্টার শব্দের মত আসে এবং আমার অন্তরে গ্রথিত হয়ে যায়। এটা আমা থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে ছামেত (রাঃ) বলেন, রসূলে করীম (সাঃ)-এর উপর যখন ওহী নাযিল হত, তখন তিনি কাঠিন্য অনুভব করতেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে যেত।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যখন নবী করীম (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হত, তখন তিনি বোঝা অনুভব করতেন। আল্লাহ বলেন, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا আমি আপনার উপর ভারী কথা 'ইলকা' করব।

আবূ নয়ীম হযরত যায়দ ইবনে ছাবেত (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হত, তখন কাঠিন্য অনুভূত হত এবং অপরদিকে শীতকালেও তাঁর কপালে মোতির মালার মত ঘর্ম টপকে পড়ত।

তিবরানী যায়দ ইবনে ছাবেত (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওহী লিপিবদ্ধ করতাম। যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হত, তখন তিনি তীব্র শৈত্য অনুভব করতেন এবং তাঁর শরীর থেকে মোতির মত ঘাম টপকে পড়ত। এরপর এ অবস্থা দূর হয়ে যেত এবং আমি তাঁর তেলাওয়াত শুনে ওহী লিপিবদ্ধ করতাম। ওহী লেখা শেষ হওয়ার আগে কোরআন পাকের বোঝায় আমার পদযুগল ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হত। আমি মনে মনে বলতে থাকতাম যে, এ পা নিয়ে আমি সম্ভবতঃ আর কখনও হাঁটতে পারব না।

ইমাম আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন নবী করীম (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হত, তখন ছাহাবায়ে-কেরাম তাঁর ত্বকের পরিবর্তন দ্বারা তা বুঝে নিতেন।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন নবী করীম (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হত, তখন তাঁর পবিত্র মুখমন্ডল ও শরীর বদলে যেত, ছাহাবায়ে-কেরাম তাঁর সাথে কথা বলা থেকে বিরত থাকতেন। তখন কেউ তাঁর সাথে কথা বলত না।

ইমাম আহমদ, তিবরানী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি ওহীর তীব্রতা অনুভব করেন ? তিনি বললেন, হাঁ, অনুভব করি এবং আওয়াজ শুনি। তখন আমি দৃঢ়তা অবলম্বন করি। যখনই আমার উপর ওহী নাযিল হয়, আমি অনুভব করি যেন আমার রুহ্ কব্‌য হয়ে যাবে।

আবূ নয়ীম কলতান ইবনে আছেম (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহী নাযিল হওয়ার সময় রসূলুল্লাহর (সাঃ) দৃষ্টি ও চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত থাকত। যা কিছু আল্লাহ্ তায়ালার তরফ থেকে আসত, তাঁর জন্যে তার কর্ণদ্বয় ও অন্তর একাগ্র থাকত।

বুখারী, মুসলিম ও আবূ নয়ীম ইয়ালা ইবনে উমাইয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি এমতাবস্থায় তাকালাম, যখন তাঁর উপর ওহী নাযিল হচ্ছিল। তিনি উটের ন্যায় নাসিকাধ্বনি করছিলেন। তাঁর চক্ষুদ্বয় ও কপাল রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল।

ইবনে সা'দ আবূ আরদা দাওসী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হতে দেখেছি। তিনি উটের উপর সওয়ার

ছিলেন। উট অস্থির হচ্ছিল এবং তার কব্জি ফুলে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছিল। এমন কি, আমার মনে হল উটের কব্জি ভেঙ্গে যাবে। উট অধিকাংশ সময় বসে পড়ত এবং কখনও ওহীর বোঝার কারণে সে তার উভয় হাত পেরেগের মত লম্বালম্বিভাবে টেনে দিত। অবশেষে ওহীর অবস্থা দূর হয়ে গেল। তখন তাঁর শরীর থেকে মোতির মত ঘাম প্রবাহিত হচ্ছিল।

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন উষ্ট্রীর উপর সওয়ার হতেন এবং যখন ওহী নাযিল হত, তখন উষ্ট্রী ওহীর বোঝার কারণে গ্রীবা মাটিতে রেখে দিত। প্রচণ্ড শীতের দিনে যখন ওহী নাযিল হত, তখন তাঁর কপাল থেকে ঘাম প্রবাহিত হতে থাকত।

ইবনে সা'দ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন হুযূর (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হত, তখন তিনি মাথা ঢেকে নিতেন এবং মুখমণ্ডলে পরিবর্তন দেখা দিত। তিনি সম্মুখবর্তী দাঁতে শৈত্য অনুভব করতেন। তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। এমন কি, ঘাম মোতির মত প্রবাহিত হতে থাকত।

আহমদ, তিবরানী ও বায়হাকী "শোয়াবুল-ঈমান" গ্রন্থে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর মাথাব্যথা হত। এজন্যে তিনি মাথায় মেহেন্দী ব্যবহার করতেন।

ইবনে সা'দ ইকরামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি যখন ওহী নাযিল হত, তখন কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর উপর অনুরূপ তন্দ্রাচ্ছন্নতা প্রবল হত।

মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ)-এর উপর ওহী নাযিল হওয়ার সময় আমাদের কেউ দৃষ্টি তুলে তাঁর দিকে তাকাতে পারতনা যে পর্যন্ত ওহী পূর্ণ না হয়ে যেত।

নবী করীম (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে আসল আকৃতিতে দেখেছেন

ইমাম আহমদ, ইবনে আবী হাতেম ও আবুশ শায়খ হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে তাঁর আসল আকৃতিতে দু'বার দেখেছেন। প্রথমবার তিনি নিজে জিবরাঈল (আঃ)-কে আসল আকৃতিতে দেখার আবদার করেছিলেন। সেমতে জিবরাঈল (আঃ) দিগন্তকে ঘিরে নেন। দ্বিতীয়বার মেরাজ রজনীতে তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেন।

ইমাম আহমদ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন জিবরাঈলকে আসল আকৃতিতে দেখেন, তখন তাঁর ছয়'শটি বাহু ছিল।

প্রত্যেক বাহু দিগন্তবিস্তৃত ছিল। তাঁর বাহু থেকে বিভিন্ন রঙ্গের মোতি, ইয়াকূত ইত্যাদি ঝরে পড়ছিল। তাঁর স্বরূপ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞাত আছেন।

আহমদ ও তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ) কে আসল আকৃতিতে দেখার জন্যে বলেন। তিনি বললেন, আপনার প্রতিপালকের কাছে দোয়া করুন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলে পূর্ব দিক থেকে কাল বর্ণ প্রকাশ পেয়ে তা উঁচু হয়ে ছড়াতে লাগল।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাঈল (আঃ) যে আকৃতিতে সৃজিত হন, সে আসল আকৃতিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে দু'বারের বেশী কখনও দেখেননি। তিনি তাকে এমতাবস্থায় দেখেন, যখন তিনি আকাশ থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করছিলেন। তাঁর বিশাল বপু আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অংশকে ঘিরে রেখেছিল।

ইমাম আহমদ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন -আমি জিবরাঈলকে নীচে অবতরণ করতে দেখলাম। তাঁকে দিয়ে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী অংশ পূর্ণরূপে ভরে গেল। তার শরীরে সুন্দুসের পোশাক ছিল, যাতে মোতি ও ইয়াকুত ঝুলছিল।

আবূ শায়খ "আল-আসমত" গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে বললেন, আমি আপনাকে আপনার আসল আকৃতিতে দেখতে চাই। সেমতে জিবরাঈল (আঃ) তাঁর একটি বাহু প্রসারিত করলেন। সেটিই আকাশের দিন্তকে ঘিরে নিল। এমন কি, আকাশে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না।

আবূ শায়খ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে দেখেছি। তাঁর মোতির ছয়শ' বাহু ছিল। তিনি এ বাহুগুলোকে ময়ূরের পাখার মত বিস্তৃত করলেন।

আবূ শায়খ হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে সবুজ মূল্যবান পোশাকে দেখেন। তিনি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থিত অংশকে ঘিরে রেখেছিলেন।

আবূ শায়খ ও ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযুর (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে এমতাবস্থায় দেখেছেন যে, তাঁর উভয় পা সিদরায় ঝুলন্ত রয়েছে এবং সিদরার সবুজ বনানীর উপর বৃষ্টির ফোঁটার মত মোতি ছিল।

আবূ শায়খ হযরত শহর ইবনে ওবায়দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন আকাশে গমন করলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ)-কে আসল

আকৃতিতে দেখলেন। তাঁর বাহুতে যমরদ, মোতি ও ইয়াকূত ঝুলন্ত ছিল। হুযূর (সাঃ) বলেন, আমার মনে হল জিবরাঈল (আঃ)-এর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে যে দূরত্ব ছিল, তা দিগন্তকে ঘিরে নিয়েছে। এর আগে জিবরাঈলকে আমি বিভিন্ন আকৃতিতে দেখেছি। অধিকাংশ সময় তাঁকে দেহইয়া কলবীর আকৃতিতে দেখতাম। কখনও তাঁকে এমনভাবে দেখতাম, যেমন কোন ব্যক্তি আপন সঙ্গীকে চালুনির পিছন থেকে দেখে।

ইবনে সা'দ ও নাসায়ী ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাঈল (আঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে দেহইয়া কলবীর আকৃতিতে আসতেন।

তিবরানী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন- জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে দেহইয়া কলবীর আকৃতিতে আসতেন। রাবী বলেনঃ দেহইয়া সুশ্রী ও সুপুরুষ ছিলেন।

আল-আজলবী "তারীখ' গ্রন্থে আওয়াফা ইবনে হাকাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সুন্দরতম ব্যক্তি সেই, যার আকৃতি ধারণ করে জিবরাঈল (আঃ) আগমন করেন।

আবির্ভাব ও হিজরতের মধ্যবর্তী সময়ে প্রকাশিত মোজেযা

ইবনে আবী শায়বা, আবূ ইয়ালা, দারেমী ও বায়হাকী হযরত আ'মাশ, আবূ সুফিয়ান ও আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলেন। তিনি তখন মক্কার বাইরে ছিলেন। মক্কাবাসীরা তাঁকে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল। জিবরাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে? তিনি বললেন, এরা আমাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, একথা বলেছে এবং এমন করেছে।

জিবরাঈল বললেন, আপনি কোন নিদর্শন দেখতে চান? তিনি বললেন, হাঁ।

জিবরাঈল বললেন, এ বৃক্ষটিকে ডাকুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ডাকলেন। বৃক্ষ মাটি চিরে চলে এল এবং তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, একে ফিরে যেতে আদেশ করুন। তিনি বৃক্ষকে বললেন, স্বস্থানে ফিরে যাও। বৃক্ষ স্বস্থানে ফিরে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন, ব্যস, এটা আমার জন্যে যথেষ্ট।

বায়হাকী হযরত হাসান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার কোন এক ঘাঁটিতে চলে গেলেন। তিনি স্বজাতির মিথ্যারোপের কারণে যারপর নেই দুঃখিত ছিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, পরওয়ারদেগার, আমাকে এমন কিছু দেখান, যাতে আমার মন শান্ত হয় এবং এ দুঃখ ও বেদনা দূর হয়। আল্লাহ তায়ালা ওহী পাঠালেন যে, এসব বৃক্ষের শাখাসমূহের মধ্য থেকে যে

শাখাকে আপনি নিজের দিকে ডাকতে চান, ডাকুন। তিনি একটি শাখাকে ডাক দিলেন। সে স্বস্থান থেকে আলাদা হয়ে মাটি চিরে চিরে হুযুর (সাঃ)-এর কাছে এসে গেল। তিনি তাকে বললেন, স্বস্থানে ফিরে যাও। শাখাটি আবার মাটি চিরে চিরে ফিরে গেল এবং পূর্ববৎ দাঁড়িয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন। তাঁর অন্তর প্রশান্ত হয়ে গেল। তিনি ফিরে এলেন।

ইবনে সা'দ, আবু ইয়ালা, বাযযার, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) স্বজাতির মিথ্যারোপের কারণে জুহন নামক স্থানে বিষণ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দোয়া করলেন, পরওয়ারদেগার, আজিকার দিনে আমাকে এমন কোন নিদর্শন দেখান যে, এর পরে কোন ব্যক্তি আমাকে মিথ্যারোপ করলে আমি তার পরওয়া না করি। তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে উপত্যকার একদিক থেকে একটি বৃক্ষকে ডাক দিলেন। সে মাটি চিরে চিরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং তাকে সালাম করল। এরপর তিনি বৃক্ষকে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন। বৃক্ষ স্বস্থানে ফিরে গেল। তিনি বললেন, এরপর আমার গোত্র থেকে যে আমাকে মিথ্যারোপ করবে, আমি তার পরওয়া করব না। এ রেওয়ায়েতের সনদ হাসান।

আবু নয়ীম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর উপর নির্যাতন চালালে জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে এক মরুভূমির প্রান্তে নিয়ে গেলেন। সেখানে অনেক বৃক্ষ ছিল। অতঃপর তাঁকে বললেন, আপনি যে বৃক্ষকে ডাকতে চান, ডাকুন। তিনি একটি বৃক্ষকে ডাক দিলেন। সে এসে তার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। জিবরাঈল (আঃ) বললেন, আপনি সত্যের উপর আছেন।

কমবয়সী ছাগলের দুধ বের করা

তায়ালেসী, ইবনে সাদ, ইবনে আবী শায়বা, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমি প্রাপ্ত বয়স্কের কাছাকাছি ছিলাম এবং মক্কায় ওকবা ইবনে আবী মুয়ীতের ছাগল চরাতাম। নবী করীম (সাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) মুশরিকদের কাছ থেকে পলায়ন করে আমার কাছে এলেন। উভয়েই আমাকে বললেন, হে বালক, তোমার কাছে দুধ আছে? আমাদেরকে পান করাবে কি? আমি বললাম, আমি তো আমানতদার। কিরূপে পান করাব? তারা বললেন, তোমার পালে এমন কম বয়সী ছাগল আছে কি, যার সাথে এখনও কোন নর মিথুন করেনি? আমি আরয করলাম, জী হাঁ, আছে। অতঃপর আমি তেমনি একটি ছাগী তাঁদের কাছে নিয়ে এলাম।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) সেটি বাঁধলেন এবং রসূলে করীম (সাঃ) তার ওলানের বাঁট ধরে মর্দন করতে লাগলেন । অতঃপর দোয়া করলেন। ছাগীর ওলান দু'টি দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আবূ বকর (রাঃ) একটি পাথর নিয়ে এলেন, যার মধ্যে গর্ত ছিল। হুযূর (সাঃ) এই পাথরে দুধ বের করলেন। অতঃপর তিনি এবং হযরত আবূ বকর উভয়েই পান করলেন। আমাকেও পান করালেন। এরপর তিনি ছাগীর ওলানটিকে কুঞ্চিত হতে বললেন। সেটি কুঞ্চিত হয়ে পূর্ববৎ হয়ে গেল।

হযরত খালেদ ইবনে সায়ীদ ইবনে আছ (রাঃ)-এর স্বপ্ন

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে ওছমান থেকে রেওয়ায়েত করেন, খালেদ ইবনে সায়ীদ ইবনে আছ পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ভাইদের মধ্যে সর্বপ্রথম তিনিই ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের সূচনা এভাবে হয় ঃ তিনি স্বপ্নে দেখেন, তাঁকে দোযখের কিনারায় দাঁড় করানো হয়েছে। এরপর খালেদ দোযখের এত বিস্তৃতি বর্ণনা করলেন, যা আল্লাহ তায়ালাই জানেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর পিতা তাঁকে দোযখে নিক্ষেপ করছে এবং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁর কোমরে ধরে রেখেছেন, যাতে দোযখে পড়ে না যান। খালেদ এ স্বপ্ন দেখে ভীত হয়ে পড়লেন এবং বললেন ঃ আল্লাহর কসম, এ স্বপ্ন সত্য। অতঃপর তিনি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে স্বপ্ন বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমার হিত কামনা করি। ইনি আল্লাহর রসূল। তুমি তাঁর অনুসরণ কর। খালেদ হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কোন্ বিষয়ের প্রতি আহ্বান করেন? তিনি বললেন ঃ লা শরীক এক আল্লাহর প্রতি। মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল। তিনি আরও বললেন ঃ মানুষ পাথরের এবাদত করে, অথচ পাথর না শুনে, না দেখে, না কোন উপকার ও অপকার করতে পারে। পাথর এটাও জানে না যে, কে তাদের এবাদত করছে এবং কে করছে না। তুমি তাদের পূজা পরিত্যাগ কর। খালেদ তৎক্ষণাৎ মুসলমান হয়ে গেলেন। এ সংবাদ পেয়ে তাঁর পিতা তাঁকে ধরে নেয়ার জন্যে লোক পাঠাল, ধমকি দিল, প্রহার করল এবং বলল ঃ আমি তোর রুজি বন্ধ করে দিব। খালেদ বললেন ঃ তুমি রুজি বন্ধ করে দিলে কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে রুজি দিবেন, তা দিয়ে আমি আমার জীবন নির্বাহ করে নিব।

ইবনে সা'দ সালেহ ইবনে কায়সান থেকে রেওয়ায়েত করেন, খালেদ ইবনে সায়ীদ বর্ণনা করেন– হুযূর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আমি স্বপ্নে একটি ঘন অন্ধকার ছায়া দেখলাম, যা সমগ্র মক্কা নগরীকে ঘিরে রেখেছিল। এ অন্ধকারে না কোন পাহাড় দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল, না কোন নরম মাটি। এরপর আমি একটি নূর দেখলাম, যা প্রদীপের মত যমযম থেকে বের হল। নূরটি যতই উপরে যাচ্ছিল, ততই বড় হচ্ছিল এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। অবশেষে নূরটি অনেক উঁচুতে পৌঁছে গেল। সর্বপ্রথম আমি যে বস্তুটি নূরোজ্জ্বল দেখলাম, সেটি ছিল বায়তুল্লাহ।

এরপর নূরটি এত বিশাল আকার ধারণ করল যে, প্রত্যেক নরম মাটি ও পাহাড় তাতে দৃষ্টিগোচর হতে লাগল। অতঃপর সেই নূর আকাশে উত্থিত হল, অতঃপর মাটিতে অবতরন করল। ফলে মদীনার খর্জুর বাগান আমার দৃষ্টিতে আলোকময় হয়ে গেল। এ সব খর্জূর বৃক্ষে অর্ধপক্ক খেজুর ছিল। এ নূরের মধ্যে আমি কাউকে বলতে শুনলাম পবিত্র কলেমা পূর্ণ হয়েছে। এ উম্মত সৌভাগ্যশালী হয়েছে। উম্মীদের নবী আগমন করেছেন এবং কিতাব মেয়াদ পর্যন্ত পৌছে গেছে। এ জনপদবাসীরা নবীকে মিথ্যারোপ করেছে। তাদেরকে দুবার আযাব দেয়া হবে। তৃতীয়বার তারা তওবা করে নিবে। তিনটি আযাব বাকী রয়ে গেছে। দু'টি পূর্বে এবং একটি পশ্চিমে। খালেদ স্বপ্নের এ ঘটনা আপন ভ্রাতা আমর ইবনে সায়ীদের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ তুমি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছ। আমার মনে হয়, এটা বনী আবদুল মোত্তালিব থেকে প্রকাশ পাবে। কেননা, তুমি নূরকে যমযম থেকে উত্থিত হতে দেখেছ।

এ হাদীসটি দারে কুতনী "আল-আমসাদ" গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। ইবনে আসাকির, ওয়াকেদী, ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম, মূসা ইবনে ওকবা এবং উম্মে খালেদ বিনতে সায়ীদ ইবনে আছ থেকে বর্ণনা করেছেন। এর শেষ ভাগে আরও বলা হয়েছে- খালেদ বললেন ঃ এটা সেই বিষয়, যে কারণে আল্লাহ আমাকে হেদায়াত করেছেন। উম্মে খালেদ বর্ণনা করেন, সর্বপ্রথম আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেন। কেননা, তিনি আপন স্বপ্ন হুযূর (সাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন ঃ খালেদ, আল্লাহর কসম, আমিই সেই নূর এবং আমি আল্লাহর রসূল। একথা শুনে খালেদ মুসলমান হয়ে গেলেন।

হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের (রাঃ) স্বপ্ন

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও ইবনে আসাকির হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমি ইসলাম গ্রহণের তিন বছর পূর্বে স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন ভীষণ অন্ধকার বেষ্টিত হয়ে আছি। কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। হঠাৎ আমার সামনে একটি চাঁদ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল। আমি এর পিছনে চললাম। আমি তাঁদেরকে দেখছিলাম, যাঁরা এই চাঁদের দিকে আমার অগ্রগামী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন যায়দ ইবনে হারেসা, হযরত আলী, আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) প্রমুখ। আমি যেন তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করছি- আপনারা এদিকে কবে এলেন? তাঁরা বললেন ঃ এই মাত্র এসেছি। এই স্বপ্ন দেখার পর আমি সংবাদ পেলাম, নবী করীম (সাঃ) গোপনে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন। আমি আজইয়াদের এক বাড়ীতে তাঁর সাথে দেখা করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি কোন্ বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেন? তিনি বললেন ঃ তুমি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি (মুহাম্মদ) আল্লাহর রসূল। সঙ্গে সঙ্গে আমি এই সাক্ষ্য উচ্চারণ করলাম।

একটি সাধারণ পাত্রে চল্লিশ জনকে তৃপ্তি সহকারে আহার করানো

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ)-এর উপর وَاَنْذِرْعَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ (আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজন এবং নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করুন।)- আয়াতখানি অবতীর্ণ হলে নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ হে আলী, ছাগলের একটি আস্ত রান এবং এক ছা' খাদ্যশস্য নিয়ে তুমি খানা তৈরী কর। আর দুধের একটি বড় পেয়ালা প্রস্তুত রাখ। এরপর বনী আবদুল মোত্তালিবকে একত্রিত কর। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমি তাঁর আদেশ মোতাবেক সব প্রস্তুত করলাম। বনী আবদুল মোত্তালিব সমবেত হল। তারা ছিল তখন কম-বেশী চল্লিশজন। তাদের মধ্যে তাঁর পিতৃব্য আবু তালেব, হামযা, আব্বাস এবং আবূ লাহাবও ছিল। আমি খানার সেই পাত্রটি তাদের সামনে পেশ করলাম। হুযূর (সাঃ) পেয়ালা থেকে গোশতের একটি লম্বা টুকরা নিলেন এবং দাঁতের সাহায্যে চিরে পেয়ালার চার পার্শ্বে রেখে দিলেন। অতঃপর বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, খেতে শুরু করুন। সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেল। আমরা কেবল অঙ্গুলির চিহ্ন দেখতাম। খাদ্য এত কম ছিল যে, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হলেও এতটুকু খেয়ে ফেলত।

অতঃপর হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আলী! এঁদেরকে দুধ পান করাও। আমি দুধের পেয়ালাটি তাদের কাছে নিয়ে গেলাম। তারা পেয়ালা থেকে দুধ পান করল। অবশেষে সকলেই তৃপ্ত হয়ে গেল। আল্লাহর কসম, তাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি হলেও এই পরিমাণ দুধ একাই পান করতে পারত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাদের সাথে কথা বলতে চাইলেন, তখন আবূ লাহাব অগ্রণী হয়ে বলল ঃ তোমাদের এ লোকটি তোমাদের উপর জাদু করেছে। এরপর সকলেই সেখান থেকে প্রস্থান করল এবং হুযূর (সাঃ) তাঁর বক্তব্য পেশ করতে পারলেন না।

পরের দিন তিনি বললেন ঃ আলী, গতকালের মত আজও খানাপিনার ব্যবস্থা কর। আমি যথাবিহীত ব্যবস্থা করলাম এবং তাদেরকে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে একত্রিত করলাম। তিনি আগের দিন যেমন করেছিলেন, আজও তেমনি করলেন। তারা সকলেই তৃপ্ত হয়ে আহার করল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ

ঃ হে বনী আবদুল মোত্তালিব! আরবের কোন যুবক তার গোত্রের কাছে আমার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন বিষয় নিয়ে এসেছে বলে আমি জানি না। আমি তোমাদের কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের বিষয় নিয়ে এসেছি।

এ রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাক, বায়হাকী এবং আবূ নয়ীম ও ইবনে ইসহাক, আবদুল গাফফার ইবনে কাসেম, নেহাল ইবনে আমর এবং আবদুল্লাহ ইবনে হারেসের সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন।

আ'মাশ, নেহাল ইবনে আমর, এবাদ ইবনে আবদুল্লাহ নাফে' ও সালেম থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) হযরত খাদিজা (রাঃ)-কে আদেশ দিলেন এবং তিনি খানা তৈরী করলেন। অতঃপর তিনি বনী আবদুল মোত্তালিবকে একত্রিত করার জন্যে আমাকে বললেন। আমি চল্লিশ ব্যক্তিকে দাওয়াত করলাম। তারা সমবেত হলে হুযূর (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ খানা আন। আমি তাদের কাছে এই পরিমাণ ছরীদ নিয়ে এলাম, যা এক ব্যক্তি খেয়ে ফেলতে পারত, কিন্তু সকলেই এই খাদ্য খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি আমাকে বললেন ঃ তাদেরকে দুধ পান করাও। আমি তাদেরকে এমন একপাত্র থেকে দুধ পান করালাম, যা এক ব্যক্তির জন্যে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তারা সকলেই এই দুধ পান করল এবং তৃপ্ত হয়ে গেল। আবূ লাহাব সমবেত সকলকে উদ্দেশ করে বলল ঃ মোহাম্মদ তোমাদের উপর জাদু করেছে। একথা শুনে সকলেই চলে গেল। ফলে তিনি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে পারলেন না। কয়েকদিন অতিবাহিত হলে হুযূর (সাঃ) পুনরায় তাদের জন্যে খানা প্রস্তুত করালেন এবং আমাকে আদেশ করলেন। আমি সকলকে একত্রিত করলাম। সকলের আহার শেষে হুযূর (সাঃ) তাদেরকে বললেন ঃ আমি যে বাণী নিয়ে এসেছি, তাতে কে আমাকে সাহায্য করতে পারে? আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি সাহায্য করতে পারি। আমি উপস্থিত সকলের মধ্যে অল্প বয়স্ক ছিলাম। সকলেই চুপ করে রইল। অতঃপর তারা আবূ তালেবকে বলল ঃ দেখুন আপনার পুত্র কি বলছে ? আবূ তালেব বললেন ঃ তাঁকে বলতে দাও। তার চাচাত ভাই হিতকর কাজে কখনও ভুল করবে না।

আবূ নয়ীম হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ আয়াতখানি নাযিল হলে রসূলে করীম (সাঃ) নিজের পরিজনবর্গের চল্লিশ ব্যক্তিকে খানায় আমন্ত্রণ করলেন। তাঁদের প্রত্যেক ব্যক্তি বড় এক একটি পাত্র ভরা দুধ এবং একটি ছাগলের গোশত্ একাই খেয়ে ফেলতে পারত। কিন্তু হুযূর (সাঃ) তাদের সামনে ছাগলের একটি মাত্র রান পরিবেশন করলেন। সকলেই খেল এবং তৃপ্ত হল। এরপর আমি এক পিয়ালা দুধ আনলাম। সকলেই তা থেকে পান করল এবং তৃপ্ত হয়ে গেল।

আবূ লাহাব বলল ঃ আজকের মত জাদু আমরা কখনও দেখিনি। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আলী, আজ যেমন তুমি খানা তৈরি করেছ,

আগামীকালও তৈরি করবে। সেমতে পরের দিনও তারা সকলেই তেমনিভাবে খেল এবং পান করল। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করলেন।

আবূ নয়ীম ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে বারা ইবনে আযেব বর্ণনা করেন, اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ আয়াতখানি নাযিল হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল মোত্তালিবের বংশধরকে একত্রিত করলেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ। তাদের মধ্যে এমনও ছিল, যারা একটি আস্ত ছাগলের গোশ্ত খেয়ে ফেলত এবং বড় এক পেয়ালা দুধ পান করতে পারত। হুযূর (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে ছাগলের রান আনতে বললেন। তিনি তা প্রস্তুত করে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে আনলেন। তিনি সেখান থেকে একটি টুকরা নিয়ে কিছু ভক্ষণ করলেন। এরপর অবশিষ্টাংশ পাত্রের চারপাশে রেখে বললেন ঃ দশ দশ ব্যক্তি খাদ্যের কাছে আসবে। সেমতে দশ জন করে এসে খেয়ে চলে গেল। অতঃপর তিনি দুধের পেয়ালা আনতে বললেন এবং নিজে এক চুমুক পান করে তাঁদেরকে দিয়ে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, পান করুন। সকলেই পান করে তৃপ্ত হয়ে গেল। আবূ লাহাব বলল ঃ এ ব্যক্তির মত জাদু তোমাদের উপর কেউ করেনি। আমার কথা শুনে পরের দিনও তিনি তাদেরকে এমনিভাবে খাদ্য ও দুধের দাওয়াত দিলেন। এরপর তাদের সাথে আলোচনার সূচনা করলেন।

মাটি থেকে পানি বের হওয়া

ইবনে সা'দ হযরত আমর ইবনে সায়ীদের রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেছেন, আবূ তালেব বললেন ঃ আমি যুলমাজায নামক স্থানে আমার ভাতিজা (নবী করীম [সাঃ])-এর সাথে ছিলাম। একবার ভয়নাক পিপাসার্ত হয়ে আমি তাঁকে বললাম ঃ আমার খুব পিপাসা হয়েছে। এখানে পানি নেই। এখন কি করি ; আমি মনে করতাম, আফসোস করা ছাড়া তার কাছে কি আছে? আমার কথা শুনে তিনি উট থেকে নেমে পড়লেন। বললেন ঃ চাচা, আপনার পিপাসা লেগেছে? আমি বললাম ঃ হ্যাঁ। এরপর তিনি পেছনে মাটির দিকে ঝুঁকালেন। হঠাৎ আমি পানি দেখতে পেলাম। তিনি বললেন ঃ চাচা, পানি পান করুন। আমি পানি পান করলাম।

আবূ তালেবের জন্য রোগ মুক্তির দোয়া করা

আবূ নয়ীম ও বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, আবূ তালেব একবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। হুযূর (সাঃ) তাঁকে দেখতে গেলেন। তিনি বললেন ঃ ভাতিজা, তুমি যে পালনকর্তার এবাদত কর, তাঁর কাছে আমার রোগ মুক্তির জন্যে দোয়া কর। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ, আমার চাচাকে সুস্থতা দান কর।

আবূ তালেব তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন; যেন রশির বন্ধনমুক্ত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ ভাতিজা! তুমি যে রবের এবাদত কর, তিনি তোমার কথা মেনে নেন? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ চাচা, আপনি আল্লাহ্ তায়ালার আনুগত্য করলে তিনি আপনার আবেদনও কবুল করবেন।

হুযুর (সাঃ)-এর মাধ্যমে আবূ তালেবের বৃষ্টির জন্য দোয়া করা

ইবনে আসাকিরের ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত রেওয়ায়েতে জালিমা ইবনে আরফাজা বলেন ঃ একদা আমি মসজিদে-হারামে যেয়ে দেখি, কোরায়শরা বৃষ্টির জন্য দোয়া উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছে। তাদের কেউ বলছিল, লাত ও ওযযার শরণাপন্ন হওয়া যাক। আবার কেউ বলছিল, তৃতীয় প্রতিমা মানাতের কাছে প্রার্থনা করা হোক। তাদের মধ্য থেকে জনৈক প্রবীণ, সুশ্রী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলল ঃ এমন সর্বনাশা কথা বলছ কেন? তোমাদের মধ্যে ইবরাহীম (আঃ)-এর ও ঈসমাঈল (আঃ)-এর অধঃস্তন পুরুষ বর্তমান রয়েছেন। লোকেরা বলল ঃ আপনি কি আবূ তালেবকে বুঝাচ্ছেন? সে বলল ঃ হাঁ। সেমতে সকলেই তাঁর কাছে রওয়ানা হল। আমিও তাদের সঙ্গে ছিলাম। আমরা আবূ তালেবের দরজায় যেয়ে কড়া নাড়লাম। এক সুশ্রী ব্যক্তি এলেন। তাঁর পরনে ছিল হলদে রঙের লুঙ্গি। সকলেই তাঁকে বলল ঃ আবূ তালেব! সর্বত্র দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষজন দুর্গত হয়ে পড়েছে। বৃষ্টির দোয়া করার জন্যে চলুন। আবূ তালেব বললেন ঃ সূর্য ঢলে পড়ার এবং বাতাস চলার অপেক্ষা কর। সূর্য ঢলে পড়লে আবূ তালেব বের হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল সুশ্রী সমুজ্জ্বল ও অন্ধকারে চাঁদের মত এক বালক। তার চতুর্দিকে ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আবূ তালেব বালককে ধরলেন এবং বায়তুল্লাহর দিকে পিঠ করলেন। বালক আবূ তালেবের অঙ্গুলি ধরল। ছেলেমেয়েরা তার চতুর্দিকে ঝুঁকে পড়ল। তখন আকাশে একখণ্ড মেঘও ছিল না। দেখতে দেখতে এদিক ওদিক থেকে পানিবাহী মেঘ এসে জমা হল এবং বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগল। জঙ্গলসমূহে পানির স্রোত বয়ে গেল এবং নগর ও মরুভূমি সবুজ সতেজ হয়ে গেল। এ সম্পর্কেই আবূ তালেব এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন ঃ

"তিনি এমন পবিত্র সত্তা যে, মেঘমালা তার নূরোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের বরকতে পানি প্রার্থনা করে। তিনি এতীমদের সাহায্যকারী এবং বিধবা নারীদের সতীত্ব।

হাশেম পরিবারের ধ্বংসপ্রাপ্তরা তাঁকে ঘিরে থাকে এবং তারা তাঁর কাছ থেকে নেয়ামত ও ফযীলত আহরণ করে।

তিনি ন্যায়বিচারের মানদণ্ড, যাতে যবদানা পরিমাণ কমতি হতে পারে না। তিনি সত্যতার ওজনকারী। এই ওজনে কোন কমতি হতে পারে না।"

হযরত হামযা (রাঃ)-এর জিবরাঈলকে দেখা ঃ

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী আম্মার ইবনে আবী আম্মার থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, হযরত হামযা (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি জিবরাঈল (আঃ)-কে আসল আকৃতিতে দেখতে চাই। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাঁকে দেখার সাধ্য তোমার নেই। হযরত হামযা (রাঃ) বললেন ঃ অবশ্যই আপনি তার সাথে আমাকে সাক্ষাৎ করান। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, বস। হযরত হামযা বসে গেলেন। জিবরাঈল (আঃ) একটি কাঠের উপর অবতরণ করলেন, যাতে মুশরিকরা তওয়াফ করার সময় তাদের কাপড় ঝুলিয়ে রাখত। হুযূর (সাঃ) হামযাকে বললেন ঃ দৃষ্টি তুলে তাকাও। তিনি তাকালে জিবরাঈলের পদযুগল সবুজ যমরুদের ন্যায় দেখতে পেলেন। তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন।– এ রেওয়ায়েতটি মুরসাল।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার মোজেযা ঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

কিয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, মক্কাবাসীরা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আবেদন করল তিনি যেন তাদেরকে কোন নিদর্শন দেখান। সেমতে তিনি তাদেরকে দু'বার চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হতে দেখালেন।

বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ)-এর আমলে চাঁদের দুটি খণ্ড হয়ে যায়। হুযূর (সাঃ) তাদেরকে বললেন ঃ সাক্ষী থাক।

বোখারী ও মুসলিমের অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা হুযূর (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। চাঁদ খণ্ডিত হয়ে দু'ভাগ হয়ে যায়। একভাগ পাহাড়ের এদিকে ছিল এবং একভাগ ওদিকে। তিনি বললেন ঃ তোমরা সাক্ষী থেকো।

বোখারী ও মুসলিম ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হুযূর (সাঃ)-এর আমলে চাঁদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগ পাহাড়ের উপর থাকে এবং এক ভাগ পাহাড়ের ওদিকে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সাক্ষী থাক।

বায়হাকী ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন–আমি মক্কায় চাঁদকে বিভক্ত হয়ে দু'ভাগ হতে দেখেছি। চাঁদের এক ভাগ আবূ কোবায়স পাহাড়ের

উপরে ছিল এবং এক ভাগ সুয়ায়দার উপরে। মুশরিকরা এটা দেখে বলতে লাগল ঃ চাঁদের উপর জাদু করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হল ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, মক্কায় চাঁদ খণ্ডিত হয়ে দু'ভাগ হয়ে গেল। এটা দেখে মক্কার কাফেররা বলতে লাগল ঃ ইবনে আবী কাবশা (হুযূর সাঃ) তোমাদের উপর এ ধরনের জাদুই করে। তোমরা মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসা কর। যদি তারাও তোমাদের মত চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত দেখে থাকে, তবে এটা সত্য। নতুবা এটা জাদু, যা তোমাদের চোখে করা হয়েছে। তারা মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করল, যারা চতুর্দিক থেকে আগমন করেছিল। তারা বলল ঃ আমরা চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া দেখেছি।

বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ)-এর আমলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল। একখণ্ড পাহাড়ের সামনে ছিল এবং একখণ্ড পাহাড়ের পেছনে।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আমলে মক্কায় ছিলাম। চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। একখণ্ড এক পাহাড়ের উপর এবং এক খণ্ড অন্য পাহাড়ের উপর ছিল। মানুষ বলাবলি করতে লাগল ঃ মোহাম্মদ আমাদের উপর জাদু করেছে। একথা শুনে এক ব্যক্তি বলল ঃ তোমাদের উপর জাদু করলেও সকল মানুষের উপর তো জাদু করেনি।

আবূ নয়ীম আতা, যাহহাক ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, মুশরিকরা হুযূর (সাঃ)-এর কাছে সমবেত হয়ে বলল ঃ যদি আপনি সত্য নবী হন, তবে আমাদের সামনে চাঁদকে দু'খণ্ড করে দিন। এক খণ্ড যেন আবূ কোবায়স পাহাড়ের উপর এবং অপর খণ্ড কুয়াইকায়ানের উপর থাকে। তখন ছিল পূর্ণিমার রাত। হুযূর (সাঃ) আল্লাহ তায়ালার কাছে তাদের দাবী পূরণ করার জন্যে দোয়া করলেন। সেমতে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। অর্ধেক আবূ কোবায়স পাহাড়ের উপর এবং অর্ধেক কুয়াইকায়ানের উপর রয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সাক্ষী থাক।

আবূ নয়ীম যাহহাক থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ চাঁদ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এক ভাগ সাফার উপর এবং এক ভাগ মারওয়ার উপর রইল। আছর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত যতটুকু সময়, ততটুকু সময় দ্বিখণ্ডিত রইল। সকলেই তা দেখছিল। এরপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

আলেমগণ বলেন ঃ এ ঘটনাটি এক বিরাট মোজেযা। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের মোজেযাসমূহ এর সমতুল্য হতে পারে না। কেননা, এটা উর্ধ্ব জগতে প্রকাশ

পেয়েছে, যা বিশ্বচরাচরের সকল প্রভাবের উর্ধ্বে। সেখানে কোন প্রকার কৌশল ও তদবীর করার জো নেই। এ কারণে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা দ্বারা অখণ্ডনীয় প্রমাণ ও দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

মানুষের অনিষ্ট থেকে হেফাযতের ওয়াদা ঃ

তিরমিযী, হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন , তিনি বলেন ঃ হুযূর (সাঃ)-এর হেফাযতের জন্যে পাহারা দেয়া হত। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হল ঃ

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

আল্লাহ মানুষের অনিষ্ট থেকে আপনার হেফাযত করবেন।

এরপর হুযূর (সাঃ) পাহারাদার সাহাবীগণকে বললেন ঃ তোমরা চলে যাও। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং আমার হেফাযত করবেন।

আহমদ, তিবরানী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে জা'দা বলেন ঃ আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এলাম। তাঁর কাছে এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে আনা হল এবং বলা হল ঃ এই নরাধম আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ঘুরাফিরা করছিল। হযরত নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ মোটেই ভয় করো না। কেউ আমাকে হত্যা করতে চাইলেও আল্লাহ তায়ালা তাকে সে সুযোগ দিবেন না।

আবূ জাহলের অনিষ্ট থেকে হেফাযত ঃ

মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, আবূ জাহল লোকজনকে জিজ্ঞাসা করল ঃ মোহাম্মদ আপন মুখমণ্ডল তোমাদের সামনে মাটিতে রাখেন কি? (অর্থাৎ সেজদা করেন কি?) ওরা বলল ঃ হাঁ। আবূ জাহল বলল ঃ লাত ও ওযযার কসম, আমি তাঁকে এরূপ করতে দেখলে তাঁর গর্দান পদদলিত করব অথবা মুখমণ্ডল ধূলি ধূসরিত করে দেব। অতঃপর একদিন হুযূর (সাঃ) যখন নামাযে রত ছিলেন, তখন আবূ জাহল তাঁর গর্দান পদদলিত করতে এল। সেখানে উপস্থিত লোকেরা দেখল, আবূ জাহল হঠাৎ পেছনে সরে যাচ্ছে এবং উভয় হাত দিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছে। পরে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল ঃ আমার ও মোহাম্মদের মাঝখানে একটা ভয়াবহ দৃশ্য রয়েছে এবং কতগুলো অদৃশ্য হাত কার্যকর দেখতে পাচ্ছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সে আমার কাছে আসলে ফেরেশতা তার এক একটি অঙ্গ ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

كَلَّآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغٰى

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, আবূ জাহল বলল ঃ হে কোরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা দেখছ যে, মোহাম্মদ আমাদের ধর্মের দোষ বের করে, আমাদের পিতৃপুরুষকে মন্দ বলে, আমাদেরকে নির্বোধ সাব্যস্ত করে এবং আমাদের উপাস্যদেরকে গালি দেয়। আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আগামীকাল তার জন্যে একটি পাথর নিয়ে বসব। যখন সে নামাযে বসবে, তখন এই পাথর দিয়ে তার মাথা পিষ্ট করে দেব। এরপর দেখি তার গোত্র বনূ আবদ মানাফ কি করতে পারে। সে মতে আবূ জাহল সকালে উঠে একটি পাথর নিয়ে বসে রইল। নবী করীম (সাঃ) নামাযে দাঁড়ালেন। কোরায়শরা সকাল বেলায় আপন আপন মজলিসে বসে গেল। তারা আবূ জাহলকে দেখছিল। যখন নবী করীম (সাঃ) সেজদায় গেলেন, তখন আবূ জহল পাথর নিয়ে তাঁর দিকে অগ্রসর হল। নিকটে পৌছলে হঠাৎ তার মুখের রঙ বিবর্ণ হয়ে গেল এবং সে ভীত বিহ্বল হয়ে গেল। সে পিছনে হটতে লাগল এবং পাথরটি হাত থেকে ফেলে দিল। কোরায়শরা দৌড়ে আবূ জাহলের দিকে গেল এবং তাকে জিজ্ঞাস করল ঃ কি হল? সে বলল ঃ আমি যখন তার দিকে অগ্রসর হলাম, তখন একটি ডাগড়া উট দেখলাম। খোদার কসম, এই উটের মাথা, ঘাড় এবং দাঁত যেমনটি দেখলাম, কোন উটের তেমনটি দেখিনি। এই উট আমাকে গিলে ফেলতে চেয়েছিল। হুযূর (সাঃ) বলেন ঃ তিনি ছিলেন জিবরাঈল (আঃ)। আবূ জাহল আমার কাছে এলে তিনি ওকে ধরে ফেলতেন!

বোখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, একদিন আবূ জাহল বলল ঃ আমি মোহাম্মদকে বায়তুল্লাহর কাছে নামায পড়া অবস্থায় দেখলে তার গর্দান পদদলিত করব। হুযূর (সাঃ) তার এ সংকল্পের কথা জানতে পেরে বললেন ঃ আবূ জাহল এরূপ করলে ফেরেশতারা সর্বসমক্ষে ওকে ধরে ফেলবে।

বাযযার, তিবরানী, হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন—একদিন মসজিদে আমার উপস্থিতিতে আবূ জাহল বলল ঃ

"মোহাম্মদকে সেজদায় দেখলে তার ঘাড় পদদলিত করার জন্য আমি সংকল্প গ্রহণ করলাম।"

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে যেয়ে আবূ জাহলের কুমতলব সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি কিছুটা রাগান্বিত অবস্থায় গৃহ থেকে বের হয়ে মসজিদে এলেন এবং মসজিদের দরজা দিয়ে নির্ভয়ে প্রবেশ করতে লাগলেন। আমি প্রমাদ গনলাম। তিনি নামাযে সূরা ইকরা তেলাওয়াত শুরু করলেন। যখন إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰ পর্যন্ত পৌছলেন, যা আবূ জাহলেরই অবস্থা, তখন একব্যক্তি আবূ জহলকে বলল ঃ এই তো মোহাম্মদ! সে বলল ঃ

আমি যা দেখছি, তুমি তা দেখছ না। খোদার কসম, আকাশের প্রান্ত আমাকে ঘিরে ফেলেছে।

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবদুল মালেক ইবনে আবূ সুফিয়ান সকফী থেকে রেওয়ায়েত করেন, জনৈক বেদুঈন নিজের উট নিয়ে মক্কায় এল। আবূ জাহল তার কাছ থেকে উট ক্রয় করল, কিন্তু মূল্য পরিশোধে টালবাহানা শুরু করল। বেদুঈন কোরায়শদের মজলিসে এসে বলল ঃ আবূ জাহলের কাছ থেকে প্রাপ্য আদায়ে কে আমাকে সাহায্য করবে? আমি ভিনদেশী মুসাফির। আবূ জাহল আমার প্রাপ্য আত্মসাৎ করেছে। কোরায়শরা বলল ঃ তুমি ঐ ব্যক্তির (অর্থাৎ হুযূর সাঃ) নিকট গিয়ে দেখ। হুযূর (সাঃ) তখন মসজিদের এক কোণে অবস্থান করছিলেন। কোরায়শদের কথায় বেদুঈন হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি ঘটনা শুনে বেদুঈনকে সঙ্গে নিয়ে আবূ জাহলের বাড়ীতে গেলেন এবং তার দরজার কড়া নাড়লেন। আবূ জাহল বলল ঃ কে?

তিনি বললেন ঃ আমি মোহাম্মদ!

আবূ জাহল তাঁর দিকে অগ্রসর হল, কিন্তু তার রঙ ক্রমশঃ বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। তিনি আবূ জাহলকে বললেন ঃ এ ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করে দাও। আবূ জাহল বলল ঃ আচ্ছা। সে বাড়ীর ভিতরে গেল এবং পাওনা নিয়ে ফিরে এল। হুযূর (সাঃ) বেদুঈনের পাওনা বুঝে নিয়ে তাকে দিয়ে দিলেন, অতঃপর স্বস্থানে ফিরে এলেন।

লোকেরা আবূ জাহলকে বলল ঃ আবুল হাকাম, তোমার আচরণ বিস্ময়কর!

আবূ জাহল বলল ঃ তোমাদের মঙ্গল হোক। মোহাম্মদ যখন আমার দরজায় কড়া নাড়ল, তখন আমি হঠাৎ ভীত হয়ে পড়লাম। যখন তাঁর কাছে এলাম, তখন আমার মাথার উপর একটি তাগড়া উট দেখতে পেলাম। আমি এ উটের মত কোন উটের মাথার খুলি, গর্দান ও দাঁত দেখিনি। খোদার কসম, আমি তার কথামত কাজ না করলে উটটি আমাকে খেয়ে ফেলত।

আবূ নয়ীম সালাম ইবনে বাহেলী থেকে এবং তিনি আবূ এয়াযীদ মদনী ও আবূ কোরয়া বাহেলী থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ জাহলের কাছে এক ব্যক্তির পাওনা ছিল। সে তা শোধ করতে অস্বীকার করল। লোকেরা প্রাপককে বলল ঃ আমরা কি তোমাকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলব না, যে আবূ জাহলের কাছ থেকে তোমার পাওনা আদায় করে দিতে পারে? লোকটি বলল ঃ অবশ্যই বল।

তারা বলল ঃ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর কাছে যাও। সে এল। তিনি লোকটিকে সঙ্গে নিয়ে আবূ জাহলের কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ এ লোকটির পাওনা দিয়ে দাও। আবূ জাহল বলল ঃ আচ্ছা। অতঃপর সে অন্দরে গেল এবং লোকটির প্রাপ্য দেরহাম নিয়ে এল। লোকেরা আবূ জাহলকে জিজ্ঞাসা করল ঃ তুমি

কি মোহাম্মদকে ভয় করলে? সে বলল ঃ সেই সত্তার কসম, যার কব্জায় আমার প্রাণ, আমি তার সাথে সুতীক্ষ্ণ বর্শাধারী লোকজনকে দেখেছি। পাওনা শোধ না করলে তারা বর্শা দিয়ে আমার পেট চিরে দিত।

আওরা বিনতে হরবের দৃষ্টি থেকে হেফাযত

আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন– হে নবী, যখন আপনি কোরআন তেলাওয়াত করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে এবং অবিশ্বাসীদের মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে দেই। আল্লাহ্ পাক আরও বলেন ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ

ঃ আমি স্থাপন করেছি তাদের সম্মুখে একটি অন্তরাল এবং পশ্চাতে একটি অন্তরাল এবং তাদের দৃষ্টির উপর রেখেছি আবরণ। ফলে তারা দেখতে পায় না। (সূরা ইয়াসীন)

আবূ ইয়ালা, ইবনে আবী হাতেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, সূরা তাব্বাত অবতীর্ণ হওয়ার পর আওরা বিনতে হরব উত্তেজিত অবস্থায় রওয়ানা হল। তার হাতে ছিল একটি পাথর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে ছিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ)-ও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আওরাকে আসতে দেখে হযরত আবূবকর বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আওরা আসছে। আমার আশংকা হয় সে আপনাকে দেখে না ফেলে। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন, সে আমাকে দেখতে পাবে না। তিনি কোরআন পাঠ করে নিজের হেফাযত করে নিলেন। আওরা এসে আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে দাঁড়িয়ে গেল। হুযূর (সাঃ)–কে দেখতে পেল না। সে আবূ বকর (রাঃ)-কে বলল ঃ আমি জানতে পেরেছি তোমার সঙ্গী আমার নিন্দাবাদ করেছে। আবূ বকর বললেন ঃ কা'বা গৃহের প্রভুর কসম, তিনি তোমার নিন্দাবাদ করেননি।

বায়হাকী এ রেওয়ায়েতটি আসমা (রাঃ) থেকেও হুবহু এভাবেই বর্ণনা করেছেন। এতে এ কথাগুলোও আছে– হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ আমার সঙ্গী কবি নন। কবিতা কি তিনি তাও জানেন না। হুযূর (সাঃ) আবূ বকরকে বললেন ঃ আওরাকে প্রশ্ন কর – তোমার সঙ্গে আর কেউ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সে আমাকে দেখে না। কারণ, আমার ও তার মধ্যে একটি অন্তরাল স্থাপন করা হয়েছে। আবূ বকর (রাঃ) আওরাকে এ কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ তুমি আমার সাথে উপহাস করছ। আমি অন্য কাউকে দেখি না।

ইবনে আবী শায়বা ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, সূরা তাব্বাত নাযিল হলে আবূ জাহলের স্ত্রী এল। আবূ বকর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি তাঁর সম্মুখ থেকে সরে গেলে ভাল হত। এই মহিলা অত্যন্ত কটুভাষিনী। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমার মধ্যে ও তার মধ্যে অন্তরাল হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীলোকটি তাঁকে দেখল না এবং আবূ বকরকে বলল ঃ তোমার সঙ্গী আমার নিন্দাবাদ করেছে। আবূ বকর (রাঃ) বললেন ঃ তিনি কবিতা বলেনও না, পড়েনও না। অতঃপর সে চলে গেল।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে আপনাকে দেখেনি। তিনি বললেন ঃ আমার ও তার মধ্যে একজন ফেরেশতা ছিল, সে আপন বাহু দ্বারা আমাকে ঢেকে রেখেছিল।

মখযূমীদের অনিষ্ট থেকে হেফাযত

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে—

وَجَعَلْنَ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا

ঃ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রেওয়ায়েত করেন, বনী-মখযূমের কিছু সংখ্যক লোক হুযূর (সাঃ) -কে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিল। তাদের মধ্যে আবূ জাহল এবং ওলীদ ইবনে মুগীরাও ছিল। নবী করীম (সাঃ) নামায পড়ছিলেন। এ হতভাগারা তাঁর কেরাত শুনতে পেল। তারা ওলীদকে হত্যাকার্য সম্পন্ন করতে প্রেরণ করল। ওলীদ সে স্থানে এল, যেখানে তিনি নামায পড়ছিলেন। সে তাঁর কেরাত শুনছিল, কিন্তু তাঁকে দেখছিল না। সে ফিরে গেল এবং সঙ্গীদেরকে ঘটনা বলল। তারা সকলেই নামায পড়ার জায়গায় এল। তারা কেরাতের আওয়াজ শুনে অগ্রসর হলে আওয়াজ তাদের পেছন থেকে আসছে বলে মনে হল। তারা সেদিকে গেল, কিন্তু আওয়াজ পেছন থেকে আসছে বলে মনে হল। এ অবস্থা দেখে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল। এ সম্পর্কেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ ইকরিমা থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েত এ ঘটনাটির সমর্থন করে। সুয়ূতী বলেন ঃ এখানে ইবনে জরীরের তফসীর গ্রন্থে উল্লিখিত ইকরামার রেওয়ায়েতের দিকে ইশারা করা হয়েছে। রেওয়ায়েতটি এই ঃ আবূ জাহল বলল, আমি মোহাম্মদকে দেখলে এই করব সেই করব। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

اِنَّا جَعَلْنَا فِىْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِىَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ○

আমি ওদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি। ফলে ওরা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি ওদের সম্মুখে একটি অন্তরাল এবং পশ্চাতে একটি অন্তরাল স্থাপন করেছি। ফলে ওরা দেখতে পায় না।

আবূ নয়ীম ইকরিমা থেকে এবং তিনি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হুযূর (সাঃ) মসজিদে হারামে সশব্দে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। কোরায়শরা তাঁর উপর নির্যাতন চালায় এবং তাঁকে ধরতে উদ্যত হয়। হঠাৎ তাদের হাত তাদের ঘাড়ে বেড়ি হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের দৃষ্টি শক্তিও চলে যায়। তারা কোন কিছু দেখত না। এ অবস্থায় তারা হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করে, আমরা আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি। অতঃপর তিনি তাদের জন্যে দোয়া করেন। ফলে তাদের অন্ধত্ব দূর হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরা ইয়াসীন নাযিল হয়।

আবূ নয়ীম মুতামার ও সোলায়মান থেকে বর্ণনা করেন, জনৈক মখযূমী মন্দ উদ্দেশ্য রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে অগ্রসর হল। তার হাতে একটি পাথর ছিল। সে যখন নিকটে এল, তখন হুযূর (সাঃ) সেজদায় ছিলেন। সে হাত তুলল। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত অবশ হয়ে গেল, হাত থেকে পাথর আলাদা করার শক্তি রইল না। সে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলে তারা বলল ঃ তুমি কাপুরুষতা দেখিয়েছ। সে বলল ঃ আমি কাপুরুষতা দেখাইনি। এই দেখ, পাথর আমার হাতেই আছে। আমি এটি আলাদা করতে পারি না। তারা অবাক হল। তারা পাথরে তার অঙ্গুলিগুলো অবশ পেল। অনেক চিকিৎসার পর পাথর অঙ্গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হল।

নযর ইবনে হারেসের অনিষ্ট থেকে হেফাযত

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়র (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, নযর ইবনে হারেস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কষ্ট দিত। একদিন গ্রীষ্মকালে তীব্র গরমের সময় দ্বিপ্রহরে হুযূর (সাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে যাচ্ছিলেন। তিনি সানিয়াতুল-হুজুনের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। এ কাজে দূরে চলে যাওয়াই তাঁর অভ্যাস ছিল। নযর তাঁকে দেখে মনে মনে বলল ঃ এ মুহূর্তে তিনি যেমন নির্জনে আছেন, তাঁকে হত্যা করার জন্যে এমন সুযোগ কখনও পাওয়া যাবে না। সে হুযূর (সাঃ)-এর দিকে অগ্রসর হল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে আপন গৃহে ফিরে গেল। পথিমধ্যে আবূ জাহলের সাথে দেখা হলে সে বলল ঃ কোত্থেকে আসছ ? নযর বলল ঃ আমি মোহাম্মদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল ওকে হত্যা করা। কারণ, সে একাকী ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ আমি অনেকগুলো সিংহ দেখলাম। সেগুলো মুখ হা করে আমার দিকে এগিয়ে আসছিল। আমি ভীত হয়ে ফিরে এলাম। আবূ জাহল বলল ঃ এটাও তার একটা জাদু।

হাকামের অনিষ্ট থেকে হেফাযত

তিবরানী, ইবনে মান্দাহ ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হাকামের পৌত্রী বর্ণনা করেন, আমার দাদা হাকাম আমাকে বলেছেন—আমি তোমার কাছে একটি চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করছি—— শুন। একদিন আমরা এ মর্মে চুক্তি করলাম যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পাকড়াও করব। আমরা একটি ভয়ংকর শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হল যেন তেহামার পাহাড়সমূহ চুরমার হয়ে গেছে। আমরা অজ্ঞান হয়ে গেলাম। হুযূর (সাঃ) নামায সমাপ্ত করে গৃহে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত আমাদের কোন বোধশক্তিই ছিল না। পরবর্তী রাতে আমরা আবার পূর্ববৎ চুক্তি করলাম। হুযূর (সাঃ) মসজিদে আগমন করলে আমরা তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। দেখি কি. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয় এসে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল এবং আমাদের ও হুযূর (সাঃ)-এর মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেল।

আল্লাহর কসম, আমাদের প্রচেষ্টা ফলদায়ক হয়নি। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে ইসলামে প্রবেশের তৌফিক দিলেন।

কুস্তিতে রোকানা পাহলোয়ানকে ধরাশায়ী করা

বায়হাকী ইসহাক ইবনে ইয়া'মার থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) খ্যাতনামা পাহলোয়ান রোকানা ইবনে আবদে এয়াযীদকে বললেন ঃ মুসলমান হয়ে যাও। সে বলল ঃ যদি আমাকে বিশ্বাস করাতে পারেন, আপনি যা বলেন তা সত্য, তবে আমি মুসলমান হয়ে যাব। রোকানা অত্যন্ত সুঠামদেহী শক্তিশালী ব্যক্তি ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেন, যদি আমি তোমাকে ধরাশায়ী করে দেই, তবে আমার কথা সত্য বলে মানবে? সে বলল ঃ অবশ্যই।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কুস্তিতে তাকে ধরাশায়ী করে দিলেন। সে বলল ঃ আবার লড়ুন। তিনি আবার লড়লেন এবং রোকানাকে ধরে মাটিতে ফেলে দিলেন। রোকানা একথা বলতে বলতে ফিরে গেল যে, এ ব্যক্তি জাদুকর। এমন জাদু আমি কখনও দেখিনি। মাটিতে পড়ার পর নিজের উপর আমার কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে রোকানা ইবনে আবদে এয়াযীদ বলেন ঃ আমি এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ তালেবের ছাগপালের মধ্যে ছিলাম। আমরা ছাগল চরাতাম। তিনি একদিন আমাকে বললেন ঃ তুমি আমার সাথে কুস্তি লড়তে চাও? আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ আপনি আমার সাথে কুস্তি লড়বেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ কোন্ শর্তে লড়বেন? তিনি বললেন ঃ একটি ছাগলের শর্তে। সেমতে আমি তাঁর সাথে কুস্তি লড়লাম। তিনি আমাকে পরাজিত করলেন এবং

আমার কাছ থেকে একটি ছাগল নিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ দ্বিতীয় বার লড়বে কি ? আমি বললাম ঃ জি হাঁ।

আমি আবার লড়লাম এবং তিনি আমাকে আবার হারিয়ে দিলেন। শর্ত অনুযায়ী আর একটি ছাগল নিয়ে নিলেন। কেউ আমাকে দেখে কি না, তা দেখার জন্যে আমি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার কি হল ?

আমি বললাম ঃ রাখালদেরকে দেখছি। কোথাও তারা আমাকে দেখে না ফেলে! দেখলে তারা আর আমাকে ভয় করবে না। অথচ আমি আমার গোত্রের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী বলে খ্যাত।

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তৃতীয় বার লড়বে? তুমি একটি ছাগল পাবে। আমি বললাম ঃ হাঁ, লড়ব।

তাঁর সাথে তৃতীয় বারের মতও লড়লাম। তিনি এবারও আমাকে পরাস্ত করলেন এবং একটি ছাগল নিয়ে নিলেন। আমি দুঃখিত ও অবসন্ন অবস্থায় বসে পড়লাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কি হল? আমি আরজ করলাম ঃ আবদে এয়াযীদের কাছে যাচ্ছি।

আমি তার তিনটি ছাগল হারালাম। আমি মনে করতাম, কোরায়শদের মধ্যে আমিই সর্বাধিক শক্তিশালী পাহলোয়ান।

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ চতুর্থ বারও লড়বে ? আমি বললাম ঃ না। তিন বারের পর আর সাহস নেই।

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমার সব ছাগল ফিরিয়ে দিব। সেমতে তিনি আমার ছাগলগুলো ফিরিয়ে দিলেন। কিছু দিন পরেই তাঁর নবুওয়তপ্রাপ্তির কথা প্রকাশ হয়ে পড়ল। আমি তাঁর খেদমতে এসে মুসলমান হয়ে গেলাম। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যেসব বিষয়ের হেদায়াত দান করেছেন, তন্মধ্যে একটি ছিল আমার এই বোধোদয় যে, সেদিন তিনি আমাকে নিজ শক্তিবলে ধরাশায়ী করেননি; বরং অন্যের শক্তি দিয়েই আমাকে পরাজিত করেছিলেন।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আবূ ওমামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, বনী-হাশেমে রোকানা নামের এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী। কাউকে ধরলে মুহূর্তেই তার দফারফা করে ছাড়তো সে আসম উপত্যকায় ছাগল চরাত। একদিন নবী করীম (সাঃ) সে উপত্যকায় গেলেন। সেখানে তাঁর রোকানার সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি ছিলেন একাকী। রোকানা তাঁকে বলল ঃ মোহাম্মদ! আপনিই সে ব্যক্তি, যে আমাদের উপাস্য লাত ও ওযযাকে মন্দ বলে এবং নিজের পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান উপাস্যের দিকে দাওয়াত দেয়? আপনার সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকলে আজ আমি আপনাকে হত্যা করতাম

এবং কোন কথাই শুনতাম না। আজ আপনার পরাক্রমশালী উপাস্যের কাছে কি দোয়া করবেন, যাতে আপনাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন! আমি আপনার সামনে একটি প্রস্তাব রাখছি। আসুন আমরা কুস্তি লড়ি। আপনি আমাকে পরাজিত করতে পারলে আমার পাল থেকে দশটি ছাগল পাবেন। আপনি নিজে সেগুলো পছন্দ করে নেবেন।

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি যদি তাই চাও, তবে আমি লড়তে প্রস্তুত আছি।

এরপর মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) রোকানাকে পরাজিত করার জন্যে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোয়া করলেন এবং রোকানা লাত ও ওযযাকে ডাক দিল। হুযূর (সাঃ) রোকানাকে ধরাশায়ী করে তার বুকের উপর চেপে বসলেন। রোকানা বলল ঃ আপনি আমার বুক থেকে উঠে যান। আপনি আমাকে পরাজিত করেননি; বরং আপনার সর্বশক্তিমান উপাস্য আমাকে ভূতলশায়ী করেছে। লাত ও ওযযা আমাকে সাহায্য করেনি। আপনার পূর্বে কেউ আমার পিঠ মাটিতে ঠেকাতে পারেনি।

এরপর রোকানা বলল ঃ আবার লড়ুন। এবারও পরাজিত করলে আবারও দশটি ছাগল দেব।

হুযূর (সাঃ) দ্বিতীয় বার রোকানাকে ধরলেন। প্রত্যেকেই পূর্ববৎ আপন আপন উপাস্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। হুযূর (সাঃ) রোকানাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসলেন। রোকানা বলল ঃ আমার বুক থেকে উঠে পড়ুন। আপনি আমাকে পরাজিত করেননি; বরং আপনার মাবূদ আমাকে পরাজিত করেছে। লাত ও ওযযা আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। আপনার পূর্বে কেউ আমার পৃষ্ঠদেশ মাটিতে লাগাতে পারেনি। এরপর রোকানা তৃতীয় বার কুস্তি লড়ার প্রস্তাব দিল এবং অতিরিক্ত আরও দশটি ছাগল দেয়ার কথা বলল।

হুযূর (সাঃ) তাঁকে তৃতীয় বারও ধরাশায়ী করে দিলেন। রোকানা আবারও পূর্ববৎ লাত ও ওযযার অসহযোগিতার কথা প্রকাশ করে বলল ঃ আপনি আমার পাল থেকে ত্রিশটি ছাগল বেছে নিন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ রোকানা! আমি ছাগল চাই না। আমি তোমাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। তুমি দোযখে যাও এটা আমি পছন্দ করি না। তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে বেঁচে যাবে।

রোকানা বলল ঃ কোন নিদর্শন না দেখানো পর্যন্ত আমি ইসলাম গ্রহণ করব না।

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী করে বলছি– যদি আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি এবং তিনি তোমাকে কোন নিদর্শন দেখান, তবে তুমি ইসলাম কবুল করবে?

রোকানা বলল ঃ অবশ্যই কবুল করব।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটেই একটি কাঁটাযুক্ত বৃক্ষ ছিল। তিনি বৃক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ আল্লাহর হুকুমে এগিয়ে এস। তৎক্ষণাৎ বৃক্ষটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। অর্ধেক তার শাখা ও পাতাসহ এগিয়ে এসে হুযূর (সাঃ) ও রোকানার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। রোকানা বলল ঃ আপনি বিরাট নিদর্শন দেখিয়েছেন। এখন একে ফিরে যাওয়ার আদেশ দিন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ সাক্ষী, যদি দোয়া করি এবং বৃক্ষ ঘুরে স্বস্থানে চলে যায়, তবে তুমি ইসলাম কবুল করবে?

রোকানা বলল ঃ অবশ্যই কবুল করব। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দোয়ায় বৃক্ষটি আপন শাখা ও পাতাসহ ফিরে গেল এবং অপর অংশের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ রোকানা, মুসলমান হয়ে যাও, বেঁচে যাবে।

রোকানা বলল ঃ এ বিরাট নিদর্শন দেখার পর কোন বাধা নেই; কিন্তু আমি মনে করি শহরের মহিলারা বলাবলি করবে, আমি আপনার সামনে ভীত হয়ে পড়েছি। তাই আপনার ধর্ম কবুল করেছি। অথচ শহরের নারী শিশু নির্বিশেষে সকলেই জানে, আজ পর্যন্ত কেউ আমার পৃষ্ঠদেশ মাটিতে ঠেকাতে পারেনি এবং দিবারাত্রির কোন মুহূর্তেই আমি ভীত হইনি। আপনি আপনার ছাগলগুলো নিয়ে যান।

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছ– এমতাবস্থায় ছাগলের আমার কোন প্রয়োজন নেই।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ফিরে এলেন। পথিমধ্যে আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)-কে পেলেন, উভয়েই তাঁর খোঁজে বের হয়েছিলেন। কারণ, তাঁরা জানতে পেরেছিলেন, হুযূর (সাঃ) আসম উপত্যাকার দিকে গেছেন। এ উপত্যকায় হিংস্র স্বভাব রোকানার কর্তৃত্ব ছিল। তাই তাঁরা পেরেশান হয়ে প্রত্যেক টিলার উপর দাঁড়িয়ে দেখছিলেন। অবশেষে হুযূর (সাঃ) সামনে এলে তাঁরা বললেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আপনি একাকী এ উপত্যকার দিকে কিভাবে এলেন? আপনি জানেন, এটা রোকানার উপত্যকা। সে যেমন রক্তপিপাসু, তেমনি আপনার ব্যাপারে মিথ্যারোপে কঠোর।

নবী করীম (সাঃ) তাঁদের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা কি আমার হেফাযত করবেন বলে ওয়াদা করেননি ? অতঃপর তিনি তাঁদের কাছে রোকানার সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললেন। তাঁরা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি রোকানাকে পরাস্ত করেছেন ? সেই আল্লাহ্র কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমাদের জানা নেই যে, কেউ কখনও রোকানাকে ধরাশায়ী করেছে।

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আমি পরওয়াদেগারের কাছে দোয়া করেছি। তিনি রোকানার মোকাবিলায় আমাকে সাহায্য করেছেন। দশ জনের বেশী ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করেছেন এবং দশ জনের শক্তি আমাকে দান করেছেন।

ওসমান (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সময়কার মোজেযা

ইবনে আসাকির হযরত ওসমান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমি ইসলাম-পূর্বকালে নারীদের প্রতি দারুণ আসক্ত ছিলাম। একদিন রাতের বেলায় কোরায়শদের একটি দলের সাথে কা'বা প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ কেউ বলল ঃ নবী করীম (সাঃ) স্বীয় কন্যা রোকাইয়ার বিবাহ ওতবা ইবনে আবী লাহাবের সাথে ঠিক করেছেন। রোকাইয়া এমন রূপসী ও গুণবতী ছিলেন যে, দর্শক মাত্রই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যেত। এ খবর শুনে আমার খুব পরিতাপ হল, আমি এ ব্যাপারে অগ্রণী হলাম না কেন! কিছুক্ষণ পরেই আমি গৃহে পৌছে খালার কাছে গেলাম। তিনি অতীন্দ্রিয়বাদিনী ছিলেন। তিনি আমাকে দেখে বলতে লাগলেন ঃ

"সুসংবাদ হোক। লাগাতার তিন বার তোমার সম্মান করা হোক, আবার তিন বার এবং আরও তিন বার তোমার সম্মান করা হোক, যাতে দশের সংখ্যা পূর্ণ হয়ে যায়। তোমার কাছে কল্যাণ এসেছে এবং অনিষ্ট থেকে তুমি বেঁচে থাক।"

"খোদার কসম, এক রূপসী নারীর সাথে তোমার বিয়ে হবে। তুমিও কুমার এবং কুমারী স্ত্রীই তুমি পাবে।"

"তুমি এক মহীয়ান ব্যক্তিত্বের কন্যাকে পেয়েছ।"

হযরত ওসমান বলেন ঃ খালার কথা শুনে আমি অবাক হলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ তুমি কি বলছ? খালা বলল ঃ ওসমান, তুমি সুশ্রী ও সুভাষী। নবীর সাথে এর সম্পর্ক আছে। আল্লাহ সত্যসহ এ নবীকে পাঠিয়েছেন। তাঁর সাথে অবতীর্ণ কিতাব ও কোরআন আছে। তুমি এই নবীর অনুসরণ কর। এই প্রতিমা যেন প্রতারণা করে তোমাকে মেরে না ফেলে। আমি বললাম ঃ খালা, তুমি এমন বিষয় আলোচনা করছ, আমাদের শহরে যার আলোচনা হয়নি। তুমি এর স্বরূপ বর্ণনা কর। খালা বলল ঃ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল্লাহ তায়ালার রসূল। তিনি আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব এনেছেন। এর মাধ্যমে মানুষকে সত্যের দিকে আহবান করেন। তাঁর প্রদীপই প্রকৃত প্রদীপ। তাঁর ধর্মই সাফল্য। তাঁর আমল যুদ্ধ-বিগ্রহের। সমগ্র দেশ তাঁর অনুগত। যুদ্ধে কাফেররা নিহত হলে, তরবারি উত্তোলিত হলে এবং বর্শা নিক্ষিপ্ত হলে হৈ হুল্লোড় করা উপকারী হবে না।

হযরত ওসমান (রাঃ) বলেন ঃ আমি একথা শুনে ফিরে এলাম। এ কথাবার্তা আমার মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং আমি এ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে লাগলাম। আমি হযরত আবূ বকরের কাছে পূর্ব থেকেই যাওয়া-আসা করতাম। আমি তাঁর কাছে এলাম এবং খালার কাছে যা শুনেছিলাম, সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলাম।

তিনি বললেন, ওছমান! তোমার মঙ্গল হোক। তুমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। সত্য ও মিথ্যা তোমার জানা থাকার কথা। আমাদের কওম যাদের পূজা পাট করে, তাদের কোন স্বরূপ আছে কি? এরা প্রস্তরনির্মিত নয় কি? এদের না শ্রবণের ক্ষমতা আছে, না দেখার- না উপকার করার, না ক্ষতি করার!

আমি বললাম, খোদার কসম, এই প্রতিমাদের অবস্থা তাই। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, ওছমান! তোমার খালা তোমাকে নির্ভুল কথা বলেছেন। ইনি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, আল্লাহর রসূল। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রেসালতে ভূষিত করে মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রেরণ করেছেন। তুমি কি হুযূরের কাছে যেতে এবং তাঁর কালাম শুনতে চাও? আমি বললাম, অবশ্যই। অতঃপর আমি হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি বললেনঃ

ওছমান! আল্লাহ তায়ালা তোমাকে জান্নাতের দিকে ডাকেন। তুমি ইসলাম কবুল কর। আমি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ তায়ালা আমাকে তোমার এবং আপন সৃষ্টির কাছে হেদায়াতের জন্যে প্রেরণ করেছেন।

হযরত ওছমান (রাঃ) বলেনঃ আমি হুযূর (সাঃ)-এর কথা শুনে আবেগ আপ্লুত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। কিছুদিন অতিবাহিত হতেই আমি হযরত রোকাইয়াকে (রাঃ) বিয়ে করলাম। এরপর মানুষ বলাবলি করত, ওছমান ও রোকাইয়া চমৎকার দম্পতি।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের সময়কার মোজেযা

ইবনে সা'দ, আবূ ইয়ালা, হাকেম ও বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওমর ফারুক নাঙ্গা তরবারি হাতে নিয়ে বের হলেন। পথিমধ্যে বনী-যুহরার এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হল। সে জিজ্ঞাসা করলঃ ওমর! কোথায় যাচ্ছ?

ওমর বললেনঃ মোহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি। লোকটি বললঃ এরপর বনী হাশেম ও বনী-যুহরার হাত থেকে কিরূপে রক্ষা পাবে?

ওমর বললেনঃ আমার মনে হয় তুইও নিজের ধর্ম ছেড়ে ছাবী হয়ে গিয়েছিস।

লোকটি বললঃ তোমাকে একটি অদ্ভুত খবর শুনাচ্ছি। তোমার বোন ও ভগ্নিপতি উভয়েই ছাবী হয়ে গেছে। তারা তোমাদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছে। এ কথা শুনে ওমর ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ধাবমান হলেন। প্রথমে বোনের বাড়ীতে গেলেন। তখন তাদের কাছে হযরত খাব্বাব (রাঃ) ছিলেন। তিনি ওমর ফারুকের পদধ্বনি শুনে আত্মগোপন করলেন। ওমর বোন ও ভগ্নিপতিকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা মৃদু স্বরে কি পাঠ করছিলে, যা আমার কানে এল ? তারা তখন সূরা তোয়াহা পাঠ করছিলেন। তারা বললেনঃ আমরা পরস্পর কথাবার্তা বলছিলাম অন্য

কিছু নয়। ওমর বললেনঃ সম্ভবতঃ তোমরা ছাবী হয়ে গেছ। ভগ্নিপতি বললঃ যদি হক কথা তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মে থাকে, তবে কি করব ?

এ কথা শুনে ওমর ভগ্নিপতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং খুব প্রহার করলেন। তার ভগিনী স্বামীকে বাঁচানোর জন্যে এগিয়ে এলেন, ওমর তাকে একটি ঘুষি মারলেন, ফলে তার মুখমণ্ডল রক্তাক্ত হয়ে গেল। বোনের মুখে রক্ত দেখে ওমরের রাগ কিছুটা প্রশমিত হলো। তিনি বোনকে লক্ষ্য করে বললেনঃ আচ্ছা, তোমরা যে কিতাব পাঠ করছিলে, সেটি আমাকে দাও, আমি পাঠ করে দেখি। ভগিনী বললেনঃ তুমি অপবিত্র। কেবল পবিত্র মানুষই এতে হাত লাগাতে পারে। উঠে ওযূ কর। ওমর দাঁড়িয়ে ওযূ করলেন। এরপর লিখিত পাতাটি হাতে নিয়ে সূরা তোয়াহা পড়া শুরু করলেন। পড়তে পড়তে তিনি এই আয়াতে পৌঁছুলেন।

إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَآ إِلٰهَ إِلَّآ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَأَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ

নিশ্চয় আমি আল্লাহ। কোন উপাস্য নেই আমাকে ছাড়া। অতএব, একমাত্র আমারই এবাদত কর এবং আমাকে স্মরণ করার জন্যে নামায কায়েম কর।

আয়াতখানি পাঠ করে তিনি বললেনঃ আমাকে মোহাম্মদের কাছে নিয়ে চল।

হযরত খাব্বাব (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ কথা শুনে গোপন জায়গা থেকে বের হয়ে এলেন এবং বললেনঃ সুসংবাদ হোক, আমি আশা করি নবী করীম (সাঃ)-এর সেই দোয়া তোমার মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে, যা তিনি গত বৃহস্পতিবার রাত্রে করেছিলেন। তিনি দোয়ায় বলেছিলেন- হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব কিংবা আমর ইবনে হেশামের মাধ্যমে তুমি ইসলামকে শক্তি দান কর। অতঃপর ওমর ফারুক রওয়ানা হলেন এবং নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

ইমাম আহমদ ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর বিরোধিতায় অত্যন্ত কঠোর ছিলাম। একদিন তীব্র গরমের মধ্যে মক্কার এক রাস্তা দিয়ে চলছিলাম। জনৈক কোরায়শীর সাথে দেখা হলে সে বললঃ কোথায় যাচ্ছ ? আমি বললামঃ উপাস্য দেবদেবীকে একটু সাহায্য করতে চাই। সে বললঃ ইবনে খাত্তাব! আশ্চর্যের বিষয় তুমি মনে কর যে, তুমি তোমার উপাস্যদের সাহায্য করছ; কিন্তু তোমার ঘরেই ইসলাম ঢুকে পড়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ কি বলছ ? সে বললঃ তোমার ভগিনী মুসলমান হয়ে গেছে।

ওমর বর্ণনা করেনঃ এ সংবাদ পেয়ে আমি ভগিনীর বাড়ীতে যেয়ে দরজায় কড়া নাড়লাম। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিয়ম ছিল নিঃস্ব লোকদের মধ্যে একজন

কিংবা দু'জন মুসলমান হয়ে গেলে তিনি তাদেরকে বিত্তবান মুসলমানদের সাথে শরীক করে দিতেন। কপর্দকহীনরা তাদের সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করতো। আমার ভগ্নিপতির সাথেও হুযূর (সাঃ) দু' ব্যক্তিকে শরীক করে দিয়েছিলেন। আমি যখন দরজায় কড়া নাড়লাম, তখন ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ কে? আমি বললামঃ ওমর। তারা দ্রুত আত্মগোপন করল। তারা তখন একটি ছহীফা (পুস্তকের অংশ বিশেষ) পাঠ করছিল, যা তাদের সামনে রাখা ছিল। দ্রুত আত্মগোপন করতে গিয়ে তারা ছহীফাটি নিয়ে যেতে ভুলে গেল। আমার ভগিনী দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে এল। আমি তাকে রাগান্বিত স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, তুই নাকি ছাবিয়া হয়ে গেছিস? আমার হাতে যা ছিল, আমি তা দিয়েই তার মাথায় আঘাত করলাম। মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। রক্ত দেখে সে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল এবং বললঃ ইবনে খাত্তাব! তোমার মনে যা চায়, কর। আমি তো নতুন ধর্মে দাখিল হয়ে গেছি। অতঃপর আমি গৃহের অভ্যন্তরে গেলাম এবং পালংকে বসে পড়লাম। গৃহের মাঝখানে রাখা ছহিফার উপর আমার দৃষ্টি পড়ল। আমি ভগিনীকে বললামঃ এটা কি? আমাকে দে। সে বললঃ তুমি এর যোগ্য নও। পবিত্রতা অর্জন কর না। পবিত্র মানুষ ছাড়া এই ছহিফা কেউ স্পর্শ করতে পারে না। আমি ছহিফাটি নেয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলাম। অবশেষে সে আমাকে দিয়ে দিল। আমি খুলতেই দেখি তাতে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম লেখা আছে। আল্লাহ্ তায়ালার মহান নাম সমূহের মধ্যে একটি মাত্র নাম পাঠ করার সাথে সাথেই যেন আমার অন্তর মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে গেল। আমি ছহীফাটি পড়তে লাগলাম। আমি ছহিফাটি রেখে দিলাম। দেখি তাতে লেখা আছে—

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمَاوَاتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ

আকাশ ও পৃথিবীস্থিত সব কিছু আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। যখন আমি আল্লাহর মধ্যে থেকে অন্য আর একটি নামে পৌঁছুলাম, তখন আবার ভীত হয়ে পড়লাম। অতঃপর আমি নিজেকে সামলে নিলাম এবং ছহিফা পাঠ করলাম। অবশেষে যখন اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ (তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন) পর্যন্ত পড়লাম, তখন বলে উঠলাম— আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।" যারা গৃহমধ্যে আত্মগোপন করেছিল, তারা দৌড়ে আমার কাছে এল এবং তকবীর ধ্বনি দিল। অতঃপর তারা বললঃ ইবনে খাত্তাব! সুসংবাদ হোক, হুযূর (সাঃ) সোমবারে এই দোয়া করেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَوْ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ

হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হেশাম দ্বারা ইসলামকে শক্তি দান কর। আমরা আশা করি হুযুর (সাঃ)-এর এই দোয়া তোমার জন্যই কবুল হয়ে গেছে।

ইমাম আহমদ হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন- ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর পিছনে লেগে থাকতাম। তিনি আমার আগে মসজিদে চলে গেলেন। আমি পিছনে যেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি সূরা "আল হাক্কা" পড়তে শুরু করলেন। আমি কোরআনের শাব্দিক গাঁথুনি শুনে অবাক হলাম এবং কোরায়শদের মত মনে মনে বললামঃ খোদার কসম, তিনি কবি। তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ

নিশ্চয় এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের মাধ্যমে প্রেরিত বাণী। এটা কবির উক্তি নয়। তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। আমি বললামঃ তিনি একজন অতীন্দ্রিয়বাদী। এ সময় তিনি এই আয়াত পাঠ করলেনঃ

وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ -قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ

এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথাও নয়। তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। এরপর আমার অন্তরের প্রতিটি কোণে ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

ইবনে আবী শায়বা জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এবং তিনি ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন- রাতের বেলায় আমার ভগিনীর প্রসব বেদনা শুরু হলে আমি গৃহ থেকে বের হলাম এবং কা'বা গৃহে এলাম। হুযূর (সাঃ) আগমন করলেন এবং নামায পড়লেন। আমি এমন কিছু শুনলাম, যা পূর্বে শুনিনি। এরপর তিনি ফিরে যেতে লাগলেন। আমি তাঁর পিছনে পিছনে চলমান। তিনি আমাকে বললেনঃ ওমর, তুমি দিনরাত সবসময় আমার পিছনে লেগে থাক। ব্যাপার কি?

আমি ভীত হয়ে পড়লাম। তিনি আমার জন্যে বদদোয়া না করেন! আমি তাড়াতাড়ি বললামঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না কা রসূলুল্লাহ।

আবূ নয়ীম হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন- আমি আবূ জহল ও শায়বা ইবনে রবীয়ার কাছে বসা ছিলাম। আবূ জহল বললঃ হে কোরায়শ সম্প্রদায়! মোহাম্মদ তোমাদের প্রতিমাদেরকে মন্দ বলে এবং তোমাদেরকে নির্বোধ সাব্যস্ত করে। তাঁর ধারণা তোমাদের বাপদাদাদের মধ্যে যারা মারা গেছে, তারা দোযখে যাবে। শুনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যে কেউ মোহাম্মদকে হত্যা করবে, তার জন্যে আমার নিকট রয়েছে কাল ও লাল রঙের একশ' উষ্ট্রী এবং এক হাজার

ওকিয়া রৌপ্য। ওমর ফারুক বলেনঃ আমি তরবারি হাতে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে বের হলাম। পথিমধ্যে দেখলাম, কিছু লোক একটি বাছুর যবেহ করছে। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে দেখতে লাগলাম। হঠাৎ শুনলাম এই বাছুরের ভিতর থেকে কেউ বলছে-

يا ال ذريح امر نجيح رجل يصيح بلسان فصيح يدعو الى

الشهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله

ওমর (রাঃ) বলেনঃ আমি এই আওয়াজ শুনে মনে করলাম, সে আমাকে শুনাতে চাচ্ছে। এরপর আমি এক ছাগলের কাছ দিয়ে গেলাম। শুনি কি, কেউ বলছে-

"হে শয়ীরীগণ! তোমাদের মধ্যে ও নির্বোধদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। তোমরা প্রতিমাদেরকে আদেশ দাতা বল। তোমরা সকলেই উটপাখীর মত নির্বোধ।"

"আমি আমার সম্মুখে যা দেখি, তোমরা তা দেখ না। সেটি হচ্ছে একটি সমুন্নত নূর,-যা অন্ধকার দূর করে দেয়।"

"নূরটি দর্শকদের জন্যে তেহামা থেকে প্রকাশ পেয়েছে। সেই ইমাম কি মহান! আল্লাহর দরবারে তাঁর জন্যে পুণ্য আছে।"

সেই ইমাম কুফরের পর ইসলাম, সৎকর্ম ও আত্মীয়তার মিলন এনেছেন।

ওমর ফারুক (রাঃ) বর্ণনা করেন- আমি এটাই বুঝলাম যে, আমাকে শুনাতে চায়। এরপর আমি যেমার প্রতিমার কাছ দিয়ে গেলাম। হঠাৎ শুনলাম তার পেট থেকে কেউ বলছে "যেমার প্রতিমা পরিত্যক্ত হয়েছে; অথচ একদা তারই পূজা করা হত, সেই ছালাতের পর, যা নবীর সঙ্গে এসেছে।"

"ঈসা ইবনে মরিয়মের পর যে নবুওয়ত ও হেদায়েতের উত্তরাধিকারী হয়েছে, সে কোরায়শদের একজন। সে হেদায়াতপ্রাপ্ত যারা যেমার এবং তার মত প্রতিমার পূজা করত, তারা সত্বরই বলবে, হায়! যেমার এবং তার মত প্রতিমার পূজা করা হত!"

তড়িঘড়ি করো না। নিশ্চয়ই তুমি মুখে ও হাতে এই নবীর সাহায্য করবে।"

ওমর (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর কসম, আমি এটাই বুঝলাম যে, কোন নেপথ্যচারীর ইচ্ছা কথাগুলো আমাকে শুনানো। অতঃপর আমি আমার ভগিনীর কাছে এলাম। দেখি কি, তার স্বামী এবং হযরত খাব্বাব (রাঃ) তার কাছে রয়েছে।

হযরত খাব্বাব আমাকে বললেনঃ ওমর! মুসলমান হয়ে যাও। তোমার মঙ্গল হবে। আমি পানি চাইলাম এবং ওযূ করলাম। অতঃপর সেখান থেকে হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি আমাকে বললেনঃ তোমার পক্ষে আমার দোয়া কবুল হয়েছে। তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সে মতে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আমি হলাম চল্লিশতম ব্যক্তি। সেই সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হয়ঃ

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللّٰهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

হে নবী! আল্লাহ এবং আপনার মুমিন অনুসারীরা আপনার জন্যে যথেষ্ট।

ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দোয়া করেছিলেনঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الْاِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَوْ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ

হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হেশামের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী কর।

ইবনে সা'দ, আহমদ, ইবনে হাব্বান, বায়হাকী ও তিরমিযী এই হাদীসকে ছহীহ বলেছেন। বায়হাকী-এর মত খোদ হযরত ওমর ও হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন।

ইবনে মাজাহ ও হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) দোয়ায় আমর ইবনে হেশামের জায়গায় আবূ জহল ইবনে হেশাম বলেছিলেন। তিবরানী ও হাকেম ইবনে মসউদ থেকেও এরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীর দোয়া হযরত ওমর (রাঃ)-এর পক্ষে কবুল করেন এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলামের বিপুল খেদমত হয়।

ইবনে সা'দ ও হাকেম ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন ওমর ফারুক ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখন থেকে আমরা শক্তিশালী হয়ে গেলাম। ওমরের ইসলাম গ্রহণের আগ পর্যন্ত আমরা বায়তুল্লাহর নিকট প্রকাশ্যে নামায পড়তে পারতাম না।

হাকেম হুযায়ফা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওমর ফারুকের আমলে ইসলামের অবস্থা ছিল যেমন কোন ব্যক্তি সামনে থেকে আসতে থাকে এবং ক্রমশঃ নিকটবর্তী হতে থাকে। তাঁর শাহাদতের পর অবস্থা এই দাঁড়ায়, যেমন কোন ব্যক্তি পিছন থেকে সরে যেতে থাকে এবং ক্রমশঃ দূরত্ব বাড়তে থাকে।

ইবনে সা'দ ওছমান ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) এই দোয়া করেন−

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الْاِسْلَامَ بِاَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ اِلَيْكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَوْعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ

হে আল্লাহ! ওমর ইবনে খাত্তাব ও আমর ইবনে হেশামের মধ্যে যে তোমার অধিক প্রিয়, তার মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী কর। পরবর্তী সকালে ওমর ফারুক আসেন এবং মুসলমান হয়ে যান।

ইবনে সা'দ হযরত সোহায়েব ইবনে সিনান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওমর ফারুকের ইসলাম গ্রহণের ফলে ইসলাম শক্তিশালী হয়ে যায়। প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হত। আমরা বায়তুল্লাহর আশেপাশে বৃত্তাকারে বসতাম এবং তওয়াফ করতাম। কেউ আমাদের উপর নির্যাতন চালালে আমরা তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম।

ইবনে সা'দ যায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) চল্লিশ জন পুরুষ ও দশজন নারীর পর মুসলমান হন। তাঁর মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে ইসলাম মক্কায় প্রকাশ্য রূপ পরিগ্রহ করে।

হাকেম ও ইবনে মাজাহ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে জিবরাইল (আঃ) আগমন করেন এবং বলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! ওমর ফারুকের ইসলাম গ্রহণের কারণে আকাশের অধিবাসীরা আনন্দ করছে।

হযরত যেমাদের ইসলাম গ্রহণের দৃশ্য

ইমাম মুসলিম, আহমদ ও বায়হাকী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইযদে-শানওয়া গোত্রের যেমাদ নামক একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মক্কায় আসেন। তিনি পাগলামী, ভূতপ্রেত ইত্যাদি উপসর্গের ঝাড়ফুঁক করতেন। তিনি কাফেরদের কাছ থেকে শুনলেন যে, মোহাম্মদ (সাঃ) পাগল। যেমাদ মনে মনে বললেনঃ আমি তার চিকিৎসা করব। সম্ভবতঃ আল্লাহ আমার হাতে তাঁকে আরোগ্য দান করবেন। যেমাদ বর্ণনা করেন, আমি হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলামঃ আমি জিনদের কাছ থেকে পাগলদের জন্যে ঝাড়ফুঁক করি। আল্লাহ যাকে চান, আমার হাতে আরোগ্য দেন। নবী করীম (সাঃ) এ কথা শুনে নিম্নোক্ত কলেমা পাঠ করলেনঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

যেমাদ বললেনঃ এই কলেমাগুলো আবার পড়ুন। হুযূর (সাঃ) পুনরায় পাঠ করলেন। যেমাদ বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমি অতীন্দ্রিয়বাদীদের কালাম, যাদুকরদের কথা এবং কবিদের কবিতা শুনেছি। কিন্তু এই কলেমার মত কলেমা কখনও শুনিনি। এই কলেমাগুলো তো অলংকার-সমুদ্রের অতল গভীরে পৌঁছে গেছে। আপনি হাত বাড়ান, আমি ইসলামে দীক্ষিত হব। অতঃপর তিনি হুযূর (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করলেন।

আমর ইবনে আবদুল কায়সের ইসলাম গ্রহণ

ইবনে শাহীন কয়েকটি মাধ্যমে এবং মযীদা ইবনে মালেক আবদুল কায়েস গোত্রের এক দল লোক থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল কায়েস গোত্রের আশাজ নামক এক ব্যক্তির এক সন্ন্যাসী বন্ধু ছিল। সে দারাইনে বসবাস করত। এক বছর আশাজ সন্ন্যাসীর সাথে মোলাকাত করলে সন্ন্যাসী তাকে বললঃ একজন নবী মক্কায় আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনি হাদিয়া খাবেন এবং ছদকা খাবেন না। তাঁর স্কন্ধ দেশের মাঝখানে একটি আলামত থাকবে। তাঁর ধর্ম সকল ধর্মের উপর জয়ী হবে। এরপর সন্ন্যাসী মারা গেল।

আশাজ তার ভাগ্নেয় আমর ইবনে আবদুল কায়েসকে এসব কথা বলল। ভাগ্নে হিজরতের বছর মক্কায় এসে মামার বর্ণিত চিহ্নসমূহ সঠিক পেয়ে মুসলমান হয়ে গেল। নবী করীম (সাঃ) তাকে সূরা ফাতেহা ও সূরা ইকরা শিক্ষা দিলেন এবং বললেনঃ তোমার মামাকে ইসলামের দাওয়াত দিও। সে মতে তিনি ফিরে এসে আশাজকে ইসলামের দাওয়াত দিলে সে-ও মুসলমান হয়ে গেল। সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিজের ইসলামকে গোপন রাখল। অতঃপর ষোল ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় পৌঁছল। যে রাতের সকালে তারা মদীনায় পৌঁছুল, সেই রাতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) গৃহের বাইরে এসে বললেনঃ পূর্ব দিক থেকে একটি কাফেলা আসবে। তারা ইসলামকে অপছন্দ করবে না। কাফেলার নেতার একটি বিশেষ নিদর্শন থাকবে। যথাসময়ই তারা এল। তাদের এই আগমন মক্কা বিজয়ের মাসে হয়েছিল।

তোফায়ল ইবনে আমর দওসীর ইসলাম গ্রহণ

ইমাম বোখারী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তোফায়ল ইবনে আমর দওসী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! দওস গোত্র নাফরমানী করেছে। তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। আপনি তাদের জন্যে বদদোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) কেবলামুখী হয়ে দোয়ার জন্যে হাত তুললেন এবং বললেনঃ পরওয়ারদেগার! দওসী গোত্রের লোকদেরকে হেদায়াত কর এবং এখানে পাঠিয়ে দাও।

বায়হাকী ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তোফায়ল ইবনে আমর দওসী বর্ণনা করেন যে, হুযূর (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালে তিনি মক্কায় আসেন। কোরায়শরা তোফায়লের কাছে গেল। তিনি ভদ্র ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। কোরায়শরা তাঁকে বললঃ তুমি আমাদের শহরে এসেছ। খুব ভাল কথা। কিন্তু এক ব্যক্তি থেকে সাবধান থাকবে। সে আমাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করেছে এবং আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে বিশৃঙ্খলার বীজ বপন করেছে। তার কথাবার্তা যাদুর মত মুগ্ধ করে। সে পিতাপুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। আমরা যে বিপদে পতিত হয়েছি, তোমাদের ও তোমাদের কওমের মধ্যেও সেই বিপদের আশংকা করছি। তাই তুমি তার সাথে কথাবার্তা বলবে না এবং তার কোন কথা শুনবে না।

তোফায়ল বলেনঃ কোরায়শরা এ বিষয়ের উপর খুব জোর দিতে থাকে এবং তাকীদ করতে থাকে। অবশেষে আমি সংকল্প করলাম যে, হুযূর (সাঃ)-এর কাছ থেকে কিছু শুনবও না এবং কোন কথাও বলব না। এমনকি মসজিদে যাওয়ার সময় আমি আমার কানে কাপড় ঢুকিয়ে নিতাম, যাতে তাঁর কোন কথা আমার কানে না পড়ে। আমি মসজিদে পৌঁছে দেখি কি, হুযূর (সাঃ) কাবাগৃহের নিকটে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। আমি তাঁর নিকটে যেয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। আল্লাহর অভিপ্রায় এটাই হল যে, আমি তাঁর কিছু কথা শুনি। শেষ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের অনুপম কালাম শুনলাম। আমি মনে মনে বললামঃ আমি বুদ্ধিমান ও কবি। এই ব্যক্তি যা বলেন, তা শুনা উচিত। যে কোন কথার ভাল-মন্দ ওজন করার ক্ষমতা আমার আছে। সুতরাং যদি তা গ্রহণযোগ্য কথা হয়, তবে তা মেনে নিব। আর অসুন্দর কথা হলে বর্জন করব; সুতরাং আমি সেখানেই রয়ে গেলাম। যখন হুযূর (সাঃ) গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলেন, তখন আমি তাঁর পিছনে পিছনে চললাম। আমি তাঁকে বললামঃ আপনার কওম আমাকে এমন এমন বলেছে। আপনি নিজের ব্যাপারটি আমার সামনে বর্ণনা করুন। অতঃপর তিনি আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং আমার সামনে কোরআন তেলাওয়াত করলেন। আল্লাহর কসম, আমি কোরআন পাকের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন কালাম কখনও শুনিনি এবং ইসলামের চেয়ে

অধিক ন্যায়ভিত্তিক ধর্ম পাইনি। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। আমি আরয করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার কওমের নেতা। সকলেই আমার কথা মানে। আমি কওমের কাছে ফিরে যাবো। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিব। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমার জন্যে এমন কোন নিদর্শন প্রকাশ করেন, যা কওমের মোকাবিলায় আমার সহায়ক হয়। সে মতে হুযূর (সাঃ) আমার জন্যে দোয়া করলেনঃ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَّهٗ اٰيَةً হে আল্লাহ তার জন্যে একটি নিদর্শন সৃষ্টি করে দাও।

তোফায়ল বর্ণনা করেন- আমি আমার কওমের কাছে ফিরে এলাম। যখন কুদা নামক স্থানে পৌঁছুলাম, তখন আমর চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান থেকে প্রদীপের ন্যায় একটি আলোক প্রকাশ পেল। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলামঃ পরওয়ারদেগার! এই আলো আমার মুখমণ্ডল ছাড়া অন্যস্থানে স্থাপন কর। আমার আশংকা হয় যে, মানুষ আমাকে মুখ বিকৃতির অপবাদ দিবে।

সে মতে আলোর প্রদীপটি আমার মুখমণ্ডল থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আমার চাবুকের আগায় ঝুলন্ত মশালের মত হয়ে গেল। অতঃপর আমি কওমকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তারা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করল। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলামঃ দওস গোত্র আমার বিরুদ্ধে প্রবল হয়ে গেছে। আপনি তাদের জন্যে বদদোয়া করুন। তিনি বললেন ঃ اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا হে আল্লাহ! দওসকে হেদায়াত কর। এরপর আমাকে বললেনঃ তুমি কওমের কাছে চলে যাও। নম্রতা সহকারে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। আমি ফিরে গেলাম। দওসের ভূখণ্ডে অবস্থান করে তাদেরকে দাওয়াত দিলাম। অবশেষে হুযূর (সাঃ) মদীনায় হিজরত করলেন। দওস গোত্রের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের সত্তর কিংবা আশিটি পরিবার নিয়ে আমি খয়বরে পৌঁছুলাম।

আবুল ফরজ মাগালীতে লিখেনঃ আমার চাচা আমার কাছে হাযীল ইবনে আমরের মাধ্যমে আমর থেকে রেওয়ায়েত করেছেন এবং আবুল ফরজ অন্য সনদে মোহাম্মদ ইবনে হাসান থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেনঃ আমার চাচা আব্বাস ইবনে হেশামের মাধ্যমে হেশাম থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, তোফায়ল ইবনে আমর দওসী মক্কায় পৌঁছালেন। কোরায়শরা তোফায়লকে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে পাঠাল এবং বললঃ এই ব্যক্তি ও তার আনীত বিষয়বস্তু এবং আমাদের মধ্যকার পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা কর। তোফায়ল হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এলেন। হুযূর (সাঃ) তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি বললেনঃ আমি একজন কবি, আমি যা বলি আপনি তা শুনুন। হুযূর (সাঃ)

বললেনঃ আচ্ছা, পড়। তোফায়ল কয়েক লাইন কবিতা পড়লেন। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আমিও পাঠ করি, তুমি শুন। অতঃপর তিনি আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পাঠ করে সূরা এখলাছ ও সূরা ফালাক তেলাওয়াত করলেন এবং তোফায়লকে পুনরায় ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তোফায়ল কালবিলম্ব না করে মুসলমান হয়ে গেলেন এবং কওমের কাছে ফিরে গেলেন। তিনি যখন কওমের কাছে পৌঁছলেন, তখন অন্ধকার রাত ছিল এবং বৃষ্টি পড়ছিল। পথের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। হঠাৎ তাঁর চাবুক থেকে একটি আলোকরশ্মি নির্গত হল। এরপর কওমের কাছে পৌঁছলে তারা তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং চাবুক স্পর্শ করতে লাগল। আলোকরশ্মি তাদের অঙ্গুলির ফাঁক দিয়ে ছিটকে পড়ছিল। তোফায়ল আপন পিতামাতাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তাঁর পিতা মুসলমান হয়ে গেলেন। এরপর স্বজাতিকে দাওয়াত দিলেন। কিন্তু হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ইসলাম কবুল করল না।

ইবনে জরীর ইবনে কলবী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত তোফায়লকে যিন্নুর (নূর-ওয়ালা) বলা হত। কারণ, তিনি যখন হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে আসেন, তখন বললেনঃ আমাকে আমার কওমের কাছে প্রেরণ করুন এবং কোন নিদর্শন দান করুন। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। ফলে তোফায়লের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখান থেকে একটি নূর নির্গত হয়। তোফায়ল আরয করলেনঃ আমর আশংকা হয় যে, কওম আমাকে মুখ বিকৃতির অপবাদ দিবে। সে মতে সেই নূর তোফায়লের চাবুকে স্থানান্তরিত হয়ে গেল। এটা অন্ধকার রাতে প্রজ্বলিত হত।

কিতাবুল্লাগানীতে আবুল ফরজ আবু কলবী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তোফায়ল মক্কায় এলে কোরায়শরা তাঁর সাথে হুযূর (সাঃ)-এর বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। তোফায়ল হুযূর (সাঃ)-এর কাছে আসেন এবং কিছু কবিতা শুনান। হুযূর (সাঃ) তাকে সূরা এখলাছ , ফালাক ও নাস তেলাওয়াত করে শুনান। শুনামাত্রই তোফায়ল মুসলমান হয়ে গেলেন। রাবী তাঁর চাবুকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি পিতামাতাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। পিতা মুসলমান হয়ে যান তবে মাতা ইসলাম কবুল করেনি। এরপর কওমকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কওমও দাওয়াত অমান্য করল।

তোফায়ল হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এলেন এবং তাঁকে বিষয়টি অবগত করলেন। তিনি যখন হেদায়েতের দোয়া করলেন, তখন তোফায়ল বললেনঃ আমি এরূপ দোয়া পছন্দ করতাম না। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমার মত লোক তাদের মধ্যে অনেক আছে।

হযরত ওছমান ইবনে মযউনের ইসলাম গ্রহণ

ইমাম আহমদ ও ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) মক্কায় আপন গৃহ প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় ওছমান ইবনে মযউন তাঁর কাছ দিয়ে গমন করলেন এবং হুযূর (সাঃ)-কে দেখে মুচকি হাসলেন। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ বসবে না? তিনি বললেনঃ আচ্ছা বসি। এরপর ওছমান বসলেন। তাঁর সাথে কথা বলার সময় হুযূর (সাঃ) একবার দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত দেখতে থাকলেন। এরপর দৃষ্টি নিচের দিকে আনতে শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত মাটিতে নিজের ডান দিকে নিবদ্ধ করলেন। তিনি ওছমানের দিক থেকে ঘুরে ডান দিকে হয়ে গেলেন। তিনি তখন মাথা নাড়ছিলেন, যেন কেউ তাঁকে কিছু বলছে এবং তিনি তা বুঝছেন। ওছমান এই দৃশ্য দেখছিলেন। যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কথাবার্তা শেষ করলেন, তখন আবার পূর্ববৎ আকাশের দিকে দৃষ্টি উত্তোলন করলেন। তাঁর দৃষ্টি সেই ফেরেশতার দিকে ছিল। ফেরেশতা দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেলে তিনি ওছমানের দিকে মুখ করে বসে গেলেন। ওছমান বললেনঃ এই মাত্র আপনি যে কাজ করলেন, আমি কখনও আপনাকে এরূপ কাজ করতে দেখিনি। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি আমাকে কি কাজ করতে দেখেছ? ওছমান তা বললে হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তুমি বুঝে গেছ? ওছমান বললেনঃ জী হ্যাঁ, বুঝেছি। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আমার কাছে এই মাত্র জিবরাঈল (আঃ) এসেছিলেন। ওছমান জিজ্ঞাসা করলেনঃ জিবরাঈল কি বললেন? হুযূর জওয়াব দিলেনঃ জিবরাঈল বলেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

নিশ্চয় আল্লাহ আদেশ দেন ন্যায় বিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি সৌজন্যমূলক আচরণ করার এবং নিষেধ করেন অশ্লীল, অনাচার ও বিদ্রোহ করতে। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা স্মরণ কর।

ওছমান বর্ণনা করেন, সে সময়েই ইসলাম আমার অন্তরে আসন গ্রহণ করে এবং আমি মোহাম্মদ (সাঃ)-কে ভালবাসতে থাকি।

জিনদের ইসলাম গ্রহণ

আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ الاية অর্থাৎ যখন আমি আপনার কাছে কিছুসংখ্যক জিনকে প্রেরণ করলাম, যাতে তারা কোরআন শুনে। অন্যত্র আল্লাহ বলেনঃ

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

বলুন, ওহীর মাধ্যমে আমি অবগত হয়েছি যে, জিনদের একটি দল কোরআন পাঠ শ্রবণ করেছে। অতঃপর তাদের সম্প্রদায়ের কাছে বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। ফলে আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করব না। (সূরা জিন)

ইমাম বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে ওকাযের বাজারে গেলেন। তখনকার দিনে শয়তানদের আকাশে যাওয়া এবং সেখান থেকে খবরাদি সংগ্রহ করে আনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাদের উপর অগ্নিপিণ্ড নিক্ষেপ করা হত। শয়তানরা তাদের দলের মানুষদের কাছে গেল। তারা বললঃ ব্যাপার কি, এখন আকাশ থেকে খবরাদি আন না কেন? শয়তানরা বললঃ আমাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আমাদের উপর অগ্নিপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে শুরু করেছে। মানুষরা বললঃ এর কারণ অবশ্যই কোন নতুন ঘটনা হবে। অতএব পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে ঘুরে ঘুরে দেখ কি কারণে তোমাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ করে দেয়া হল।

জিনেরা পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিমে অনুসন্ধান শুরু করল। যে দলটি মক্কার দিকে প্রেরিত হয়েছিল, সেটি হুযূর (সাঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করল। তিনি তখন নখলা নামক স্থানে সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে ফজরের নামায পড়ছিলেন। তারা যখন কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনল, তখন গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল। অতঃপর তারা বললঃ আকাশের খবর আনা নিষিদ্ধ হওয়ার এটাই কারণ। হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে। আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা আল্লাহর সাথে কখনও কাউকে শরীক করব না।

বোখারী ও মুসলিম মসরুক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলামঃ সে রাতে জিনরা কোরআন শ্রবণ করে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাদের সংবাদ কে দিল? হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) জবাব দিলেনঃ একটি বৃক্ষ এ সংবাদ দিয়েছিল।

মুসলিম, আহমদ, তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আলকামা বলেনঃ আমি ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলামঃ জিন-রজনীতে আপনাদের মধ্যে

থেকে কেউ কি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন? তিনি জওয়াব দিলেনঃ আমাদের মধ্য থেকে কেউ তাঁর সাথে ছিল না। কিন্তু মক্কায় এক রাতে আমরা হুযূর (সাঃ)-কে কোথাও খুঁজে পেলাম না। আমরা বললামঃ নাউযুবিল্লাহ, কেউ কি তাঁকে প্রতারণা করে হত্যা করেছে, না কেউ তাঁকে কোথাও আটক করেছে। আমরা সকলেই ভীষণ উদ্বেগের রাত্রি অতিবাহিত করলাম। যখন সকাল হল, তখন দেখি কি, হুযূর (সাঃ) হেরা গুহার দিক থেকে চলে আসছেন। আমরা আমাদের উদ্বেগের কথা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেনঃ আমার কাছে জিনদের পক্ষ থেকে এক আহবানকারী এসেছিল। তাই আমি তাদের কাছে চলে গিয়েছিলাম। আমি তাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করেছি। এরপর হুযূর (সাঃ) আমাদিগকে সেদিকে নিয়ে গেলেন এবং জিনদের অগ্নি প্রজ্বলনের চিহ্ন দেখালেন।

আবূ ওছমান খুযায়ীর রেওয়ায়েতে ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে এক রাতে সাহাবায়ে-কেরামকে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি আজ রাতে জিনদের সাথে আলোচনায় উপস্থিত থাকতে চায়, সে যেন হাযির থাকেন। শেষ পর্যন্ত আমাকে ছাড়া আর কেউ হাযির রইল না। আমরা চললাম। মক্কার উপরিভাগে পৌঁছে নবী করীম (সাঃ) পা দিয়ে একটি রেখা টানলেন এবং আমাকে তার ভিতরে বসে থাকার আদেশ দিলেন। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং কোরআন তেলাওয়াত শুরু করলেন। তাঁকে অনেক জিন এসে ঘিরে নিল। অবশেষে তারা আমার ও তাঁর মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেল। আমি তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম না। এরপর জিনরা চলে গেল এবং মেঘখণ্ডের মত আলাদা আলাদা হয়ে যেতে লাগল। অবশেষে তাদের একটি দল বাকী রয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) ফজরের সময় তাদের সাথে আলাপ সমাপ্ত করলেন। অতঃপর আমার কাছে এসে বললেনঃ সেই দলটি কোথায় গেল? আমি বললাম, ঐ দেখা যায়। অতঃপর তিনি কিছু হাড্ডি ও গোবর নিয়ে তাদেরকে দিলেন। তিনি আমাদেরকে হাড্ডি ও গোবর দিয়ে এস্তেঞ্জা করতে নিষেধ করলেন। (কারণ, এগুলো জিনদের খোরাক।)

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আলী ইবনে রুবী থেকে এবং তিনি ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন– আমরা হুযূর (সাঃ)-এর সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি বললেনঃ জিনদের দলটি পনের জনের তারা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত। আজ রাতে তারা আমার কাছে আসবে। আমি তাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করব। তিনি যে জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলেন, আমি সেখানে তাঁর সঙ্গে গেলাম। তিনি একটি রেখা টেনে আমাকে তার ভিতরে বসিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ এই রেখার বাইরে যাবে না। আমি সম্পূর্ণ রাত্রি এর ভিতরে রইলাম। তিনি প্রত্যুষে আমার কাছে এলেন। আমি অবশ্যই সে জায়গাটি দেখব বলে সেখানে গেলাম এবং সত্তরটি উট বসার পরিমাণ জায়গা দেখতে পেলাম।

বায়হাকী আবুল জওযা থেকে এবং তিনি ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, আমি জিন-রজনীতে হুযূর (সাঃ)-এর সঙ্গে গেলাম। তিনি হুজূন নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং আমার সামনে একটি রেখা টানলেন। এরপর তিনি জিনদের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। জিনরা তাঁর চারদিকে সমবেত হলো। তাদের বেরদান নামীয় সরদার আরয করলঃ আমি এই জিনদেরকে আপনার দিকে চালনা করব। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ্ আমাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করবেন।

বায়হাকী আবূ ওছমানের মধ্যস্থতায় ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে মসউদ কোন এক রাস্তায় জংলী মানুষকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ কে? জওয়াব দিলঃ জংলী মানুষ। ইবনে মসউদ (রাঃ) বললেনঃ এর অনুরূপ আমি জিন-রজনীতে জিনদেরকে দেখেছি। তারা একে অপরের পিছনে যাচ্ছিল।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যে রাতে জিনদের একটি দল হুযূর (সাঃ)-এর কাছে আগমন করে, আমি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এক জিন আগুনের একটি হলকা নিয়ে হুযূর (সাঃ)-এর দিকে অগ্রসর হয়। জিবরাঈল (আঃ) বললেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনাকে কিছু কলেমা শিখিয়ে দিচ্ছি। এগুলো পাঠ করলে জিনদের অগ্নিশিখা নিভে যাবে এবং তারা উপুড় হয়ে পড়ে যাবে। কলেমাগুলো এইঃ

أَعُوْذُ لِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِهِ النَّافِعَةِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ وَلَا فَاجِرٌ مِّنْ شَرِّ مَا اَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَءَ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ ○

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবূ লাতাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুর রহমান ইবনে খনীশ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলঃ জিনরা যখন নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আগমন করল, তখন আপনি কি করলেন? তিনি বললেনঃ জিনেরা পাহাড় এবং মরুভূমি থেকে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে আসে। তাদের একজনের হাতে আগুনের শিখা ছিল। সে হুযূর (সাঃ)-কে পুড়িয়ে দেয়ার দূরভিসন্ধি আঁটছিল।

ইতিমধ্যে জিবরাইল (আঃ) তাঁর কাছে এলেন এবং বললেনঃ পড়ুন–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّوَّلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ خَلْقٍ وَذَرَاءٍ وَبَرٍّ وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ كُلِّ طَارِقٍ اِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ

হুযূর (সাঃ) এই কলেমাগুলো পাঠ করলেন। দুষ্ট জিনদের হাতের আগুন নিভে গেল এবং আল্লাহতায়ালা তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন।

আবূ নয়ীম ও তিবরানী আবূ যায়দের মধ্যস্থতায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ মক্কায় হুযূর (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামের একটি দলকে বললেনঃ তোমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আমার সঙ্গে চল। সে যেন এমন ব্যক্তি না হয়, যার মনে কণা পরিমাণ কলুষতা আছে। আমি তাঁর সঙ্গে একটি মশক নিয়ে রওয়ানা হলাম, যার মধ্যে পানি আছে বলেই আমি মনে করতাম। যখন আমরা মক্কার উপরিভাগে পৌঁছলাম, তখন আমি সেখানে অনেক লোকজনকে সমবেত দেখলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার জন্যে একটি রেখা টেনে বললেনঃ আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানে অবস্থান কর। আমি তাই করলাম। হুযূর (সাঃ) জিনদের কাছে চলে গেলেন। আমি দেখলাম জিনরা তাঁর কাছে ভিড় করছে। তিনি রাতভর তাদের সাথে কথাবার্তা বললেন এবং প্রত্যুষে আমার কাছে ফিরে এলেন। তিনি বললেনঃ ইবনে মসউদ! তুমি স্বস্থানেই বসে ছিলে না? আমি বললামঃ আপনিই তো আমাকে স্বস্থানে বসে থাকতে বলেছিলেন। এরপর তিনি আমার কাছে ওযূর পানি চাইলেন। আমি মশক খুলতেই দেখি, তার মধ্যে "নবীয" (খেজুর ভিজানো রস) রয়েছে। আমি আরয করলামঃ আল্লাহর কসম, আমি পানি আছে মনে করেই মশকটি এনেছিলাম। কিন্তু এ তো দেখছি নবীয। তিনি বললেনঃ তাতে কি হয়েছে, تَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ খেজুর পবিত্র ও তার পানি পাক। তিনি তা দিয়ে ওযূ করলেন। তিনি যখন নামায পড়তে দাঁড়ালেন, তখন দু'জিন এল এবং বললঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের বাসনা আপনি আমাদের ইমামতি করুন। তিনি তাদেরকে নিজের পিছনে সারিবদ্ধ করলেন; অতঃপর নামায পড়ালেন। সেখান থেকে ফিরে আসার পর আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা ছিল? তিনি বললেনঃ এরা নছীবাইনের জিন। তাদের পারস্পরিক অনেক বিষয়ে বিবাদ ছিল। আমার কাছে মিমাংসার জন্যে এসেছিল। তারা আমার কাছে পাথেয় চেয়েছিল। আমি তাদেরকে তা দিয়ে দিলাম।

ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি হুযূর (সাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, তাদেরকে কি পাথেয় দিলেন? তিনি বললেনঃ গোবর এবং গোবর জাতীয় যে কোন বস্তুকে তারা খেজুরের মত ব্যবহার করতে পারবে এবং যে শুকনা হাড্ডি তাদেরকে দিলাম, তা গোশ্‌তপূর্ণ হাড্ডির ন্যায় ব্যবহার করতে পারে। সেমতে এরপর থেকে হুযূর (সাঃ) শুকনা গোবর ও হাড্ডি দ্বারা এস্তেঞ্জা করতে মানা করে দিলেন।

আবূ নয়ীম আবূ ইয়ালা থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন– নবী করিম (সাঃ) হিজরতের পূর্বে একদিন মক্কার পার্শ্ববর্তী এলাকায় চলে গেলেন এবং আমার জন্যে একটি রেখা টেনে বললেন ঃ আমার না আসা পর্যন্ত কোন কথা বলবে না। কোন কিছু দেখে ভয় পাবে না। এরপর তিনি কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বসে গেলেন। হঠাৎ দেখলাম, বেদুঈনদের ন্যায় কিছু মানুষ সেখানে উপস্থিত আছে। এটা দেখে আমি তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, যাতে তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেই। কিন্তু পরক্ষণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আদেশ মনে পড়ে গেল। তাই সেখানেই রয়ে গেলাম। অতঃপর তারা সেখান থেকে প্রস্থান করল। আমি শুনলাম তারা বলছিল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের সফর অনেক দূরের। অতএব আপনি আমাদেরকে পাথেয় দিন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের জন্যে গোবর ও হাড্ডি রয়েছে। তোমাদের জন্যে হাড্ডি গোশতে পরিণত হবে এবং গোবার খেজুর হবে। তারা যখন চলে গেল, তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ এরা কারা ? তিনি বললেন ঃ এরা নছীবাইনের জিন।

আবূ নয়ীম আবূ যুবইয়ান থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন– নবী করীম (সাঃ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে একটি প্রশস্ত ময়দানে পৌছলেন। তিনি আমার জন্যে একটি রেখা টেনে বললেন ঃ আমার ফিরে আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই থাকবে। তিনি সকাল পর্যন্ত এলেন না। সকালে এসে বললেন ঃ আমি জিনদের কাছে গিয়েছিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কি সব আওয়াজ শুনা যাচ্ছিল? তিনি বললেন ঃ তারা আমাকে বিদায় করার সময় সালাম বলছিল। সেই আওয়াজই তুমি শুনেছ।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম আবূ আবদুল্লাহ জদলী থেকে বর্ণনা করেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) জিন-রজনীতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। মক্কার উপরিভাগে পৌছে তিনি আমার জন্যে একটি রেখা টেনে বললেন ঃ তুমি এখানেই থাক। বাইরে যেয়ো না। অতঃপর তিনি দ্রুতগতিতে পাহাড়ে চলে গেলেন। আমি দেখলাম পাহাড়ের চূড়া থেকে অনেক লোক তাঁর দিকে নেমে আসছে। তারা এত বেশি সংখ্যক ছিল যে, আমার মধ্যে ও হুযূর (সাঃ) -এর মধ্যে অন্তরাল হয়ে গেল। এটা দেখে আমি তরবারি কোষমুক্ত করলাম এবং মনে মনে বললাম ঃ এদেরকে মেরে মেরে হুযূর (সাঃ)-কে এদের কবল থেকে ছাড়িয়ে নিব। এরপরই

তাঁর আদেশ আমার মনে পড়ে গেল। তাই সেভাবেই রয়ে গেলাম। ভোরের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। হুযূর (সাঃ) আগমন করলেন এবং বললেন ঃ তুমি সারারাত এভাবেই কাটিয়েছ? আমি বললাম ঃ যদি আমাকে এক মাসও থাকতে হত, তবুও আমি আপনার আসা পর্যন্ত এখান থেকে সরতাম না। এরপর আমি যে ইচ্ছা করেছিলাম, তা তাঁকে বললাম। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি এই রেখার বাইরে চলে যেতে, তবে কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের দেখা হত না। অতঃপর তিনি আপন অঙ্গুলিসমূহ আমার অঙ্গুলিতে রেখে বললেন ঃ আমাকে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, জিন ও মানব সকলেই আমার প্রতি ঈমান আনবে। মানুষ তো ঈমান এনেছেই, জিনদেরকেও তুমি দেখে নিলে।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম আমর বাক্কালী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) আমাকে সঙ্গে নিলেন। আমরা অমুক অমুক স্থানে পৌছলাম। এরপর তিনি একটি রেখা টেনে বললেন ঃ এর মধ্যে থাকবে এবং বাইরে যেয়ো না। এর বাইরে গেলে বিপদে পতিত হবে। আমি রেখার মধ্যেই রইলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিকে চলে গেলেন। ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন যে, তারা ছিল বেদুঈন ধরনের লোক। তাদের দেহে কোন কাপড় ছিল না। আবার গুপ্ত অঙ্গও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। লম্বাটে লোক ছিল। শরীরে মাংস খুব কম ছিল। তারা এভাবে একত্রিত হল, যেন হুযূর (সাঃ)-এর উপর পতিত হয়ে যাবে। হুযূর (সাঃ) তাদের সামনে কোরআন তেলাওয়াত করলেন। জিনরা আমার কাছে আসত এবং আমার চারদিকে বসে যেত। আমি খুব ভয় পেলাম। সকাল হলে তারা যেতে লাগল। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এসে আমার কোলে মাথা রাখলেন। এরপর কিছু সংখ্যক সাদা পোশাকধারী লম্বাটে লোক এল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন। তাদের দেখে আমি আগের চেয়ে বেশি ভয় পেলাম। তাদের একজন অপরজনকে বলল ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করব। একজন বলল ঃ তুমি দৃষ্টান্ত বল, আমি তার ব্যাখ্যা বলব। কিংবা আমি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করব, তুমি ব্যাখ্যা দিবে। একজন বলল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর দৃষ্টান্ত এরূপ ঃ কোন সরদার একটি মজবুত দালান নির্মাণ করল। এরপর সে মানুষকে ভোজের দাওয়াত দেয়ার জন্যে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করল। যে কেউ সরদারের ভোজের দাওয়াতে আসবে না, সরদার তাকে কঠোর শাস্তি দিবে। এই দৃষ্টান্ত শুনে অপরজন বলল ঃ সরদার হচ্ছেন রব্বুল আলামীন আল্লাহ্, দালানের অর্থ দীনে ইসলাম এবং খাদ্য জান্নাত ও প্রেরিত দাওয়াত দাতা হচ্ছেন নবী করীম (সাঃ)। যে তাঁর অনুসরণ করবে, সে জান্নাতে যাবে এবং যে অনুসরণ করবে না, তার উপর আযাব নাযিল হবে। এরপর হুযুর (সাঃ) জাগ্রত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ হে ইবনে উম্মে আবদ! তুমি কি দেখেছ? আমি বললাম ঃ এরূপ এরূপ দেখেছি। তিনি

বললেন ঃ তাদের কথাবার্তা আমার অজানা নয়। তারা ছিল ফেরেশতাদের একটি দল।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে আবূ রেজা বলেন ঃ আমরা সফরে একটি জলাশয়ের কিনারায় অবতরণ করে এবং তাঁবূ সন্নিবেশ করলাম। অতঃপর আমি দ্বিপ্রহরের বিশ্রামের জন্যে গেলাম। হঠাৎ আমি একটি সাপকে তাঁবূতে প্রবেশ করে ছট্ফট্ করতে দেখলাম। আমি লোটা হাতে নিয়ে সাপের উপর পানির ছিটা দিলাম। এতে সে একটু শান্ত হল। কিন্তু ছিটা দেয়া বন্ধ করতেই সে আবার ছট্ফট করতে লাগল। আছরের নামাযের সময় সাপটি মারা গেল। আমি পুটলা থেকে সাদা কাপড় বের করে মৃত সাপটিকে কাফন দিলাম এবং গর্ত খনন করে দাফন করে দিলাম। এরপর আমরা সারা দিন ও সারারাত সফর করলাম। প্রত্যুষে আর একটি জলাশয়ের কিনারায় অবতরণ করে, তাঁবু গাড়লাম। অতঃপর বিশ্রামের জন্যে গেলাম। সেখানে এই আওয়াজ শুনতে পেলাম ঃ তোমার প্রতি সালাম, একবার, দু'বার, দশবার, একশ' বার আরও বেশি বার সালাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তুমি কে? সে বলল ঃ আমরা জিন। আল্লাহ্ তোমার প্রতি বরকত নাযিল করুন। তুমি আমাদের সাথে সদাচরণ ও অনুগ্রহ্ করেছ। এর বদলা দেয়ার শক্তি আমাদের নেই। আমি প্রশ্ন কালাম ঃ আমি কি অনুগ্রহ্ করেছি? উত্তর হল ঃ যে সাপটি তোমার কাছে মরেছিল, সেই জিনদের মধ্যে সর্বশেষ জিন ছিল, যারা নবী করীম (সাঃ) -এর হাতে বয়াত হয়েছিল। বর্ণিত আছে, মুয়ায ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মোয়াম্মার বলেন ঃ আমি হযরত ওছমান (রাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমিরুল মুমিনীন! জঙ্গলে দু'টি বক আমার সম্মুখে এল। একটি এক জায়গা থেকে এবং অন্যটি অন্য জায়গা থেকে। তারা উভয়েই লড়তে শুরু করল। এরপর উভয়েই বিছিন্ন হয়ে গেল এবং মরে গেল।

রাবী বর্ণনা করেন, আমি উভয়ের লড়াই করার জায়গায় পৌছে সাপ জাতীয় কোন বস্তু দেখলাম, যা আমি কখনও দেখিনি। এদের একটির মধ্যে আমি মেশকের সুগন্ধি অনুভব করলাম। আমি এগুলোকে ওলট পালট করে দেখতে লাগলাম যে, কোন্টি থেকে সুগন্ধি আসছে। অবশেষে অনুভব করলাম যে, সুগন্ধি সেই সাপ থেকে আসছে, যেটি সরু ও হলদে রঙের ছিল। আমি মনে করলাম, এই সাপের মধ্যে কোন পুণ্যের কারণেই এই খোশবূ আসছে। সেমতে আমি সাপটিকে একটি পাগড়ীতে জড়িয়ে দাফন করে দিলাম। এরপর আমি যখন যাচ্ছিলাম, তখন এক আওয়াজ দাতা বলছিলঃ হে আবদুল্লাহ! তুমি কি করলে? আমি যে অবস্থা দেখেছিলাম, তা বললাম। সে বলল ঃ তুমি হেদায়াত পেয়েছ। এই উভয় সাপ শুয়াইয়ান ও বনী-আস্কইয়ামের জিন ছিল। তুমি যাকে নিয়েছ, সে শহীদ হয়েছে। যারা রসূলুল্লাহর (সাঃ)-পবিত্র জবান থেকে কোরআনের বাণী শুনেছিল, সে ছিল তাদের একজন।

আবূ নয়ীম ইবরাহীম নখয়ী থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহর ভক্তগণের একটি দল হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তারা পথিমধ্যে এক জায়গায় একটি সাদা রঙের সাপকে কুণ্ডলী পাকাতে দেখলেন। তার কাছ থেকে মেশকের মত সুগন্ধি ভেসে আসছিল। আমি সঙ্গীদেরকে বললাম ঃ তোমরা চলতে থাক। আমি এই সাপের পরিণতি দেখার জন্যে এখানে থাকব। কিছুক্ষণ পরেই সাপটি মারা গেল। আমি একটি সাদা কাপড়ে সাপটিকে জড়িয়ে রাস্তা থেকে আলাদা জায়গায় দাফন করে দিলাম। এরপর সঙ্গীদের সাথে মিলিত হলাম। আমরা এক জায়গায় বসাছিলাম, এমন সময় চারজন মহিলা পশ্চিম দিক থেকে আগমন করল। তাদের একজন বলল ঃ তোমাদের কোন্ ব্যক্তি আমার সাপরূপী পিতাকে দাফন করেছে? আমি জওয়াব দিলাম ঃ আমি দাফন করেছি। মহিলা বলল ঃ শুন, তুমি এমন ব্যক্তিকে দাফন করেছ, যে খুব রোযাদার ও নামাযী ছিল। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান পালন করার জন্যে সে অন্যকে আদেশ দিত। সে তোমাদের নবীর প্রতি ঈমান এনেছিল। সে তোমাদের নবীর আবির্ভাবের চারশ' বছর পূর্বে তোমাদের নবীর গুণাবলী আসমানে শুনেছিল। একথা শুনে আমরা আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করলাম। এরপর আমরা হজ্ব পালন করলাম।

রাবী বলেন ঃ এরপর আমি মদীনায় হযরত ওমর ফারুক (রাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সাপের ঘটনা বর্ণণা করলাম। তিনি বললেন ঃ এই মহিলা ঠিকই বলেছে। আমি হুযূর (সাঃ) -থেকে শুনেছি- সে আমার আবির্ভাবের চারশ' বছর পূর্বে আমার প্রতি ঈমান এনেছিল এবং সে ছিল ঐ দলের সর্বশেষ জিন।

হাকেম, তিবরানী ও ইবনে মরদুওয়াইহি সফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যখন আরাজ নামক স্থানে পৌছলাম, তখন একটি সাপকে ছটফট করতে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরেই সেটি মারা গেল। এক ব্যক্তি সেটিকে কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করে দিল। এরপর আমরা মক্কায় পৌছলাম। আমরা যখন মসজিদে-হারামে ছিলাম, তখন অকস্মাৎ এক ব্যক্তি এসে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল, তোমাদের মধ্যে আমর ইবনে জাবেরের সঙ্গী কে? আমরা বললাম, আমরা আমর ইবনে জাবেরকে চিনি না। সে বলল, তোমাদের মধ্যে কে একটি সাপ দাফন করেছে? লোকেরা একজনকে দেখিয়ে বলল, সে। লোকটি বলল, হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে যে নয়জন জিন কোরআন শুনতে এসেছিল, এই সাপটি ছিল তাদের মধ্যে সর্বশেষ জিন।

আবূ নয়ীম ও ইবনে মরদুওয়াইহি ছাবেত ইবনে কাতবা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি ইবনে মসউদ (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, সফররত অবস্থায় আমরা এক নিহত ও রক্তাক্ত সাপের কাছ দিয়ে গমন করলাম। আমরা সাপটিকে দাফন করে দিলাম। কাফেলা এক জায়গায় অবতরণ করলে আমাদের কাছে কয়েকজন

নারী পুরুষ এসে জিজ্ঞাসা করল, আমরের দাফনকারী কে? আমরা প্রশ্ন করলাম, আমর কে? তারা বলল, আমর সেই সাপটির নাম, যেটিকে তোমরা গতকাল দাফন করেছ। সে ছিল সেই দলের একজন, যারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র মুখ থেকে কোরআন শুনেছিল। আমরা প্রশ্ন করলাম, সে কিরূপে মারা গেল? তারা বলল, জিনদের মুশরিক ও কাফের দু'গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। এই যুদ্ধে সে নিহত হয়। তোমরা ইচ্ছা করলে আমরা এই দাফন কার্যের বিনিময় দিয়ে দিব। আমরা বললাম, না, দরকার নেই।

আবূ নয়ীম উবাই ইবনে কা'ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একটি দল হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। রাস্তা ভুলে তারা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হল, তখন কাফন পরিধান করে মৃত্যুর জন্যে শুয়ে পড়ল। ইত্যবসরে এক বৃক্ষের মধ্য থেকে একটি জিন বের হয়ে এল। সে বলল, আমি সেই দলের অবশিষ্ট ব্যক্তি, যারা নবী করীম (সাঃ) থেকে কোরআন শুনেছিল। আমি তাঁকে একথা বলতে শুনেছি যে, মুমিন মুমিনের ভাই ও তার পথ প্রদর্শক। সে তার ভাইকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেয় না, লাঞ্ছিতও করে না। দেখ, এই পানি এবং এই পথ। এরপর সেই জিন তাদেরকে পানির সন্ধান দিল এবং রাস্তা বলে দিল।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম কয়েকটি মধ্যস্থতায় হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমরা হুযুর (সাঃ)-এর সাথে মক্কার একটি পাহাড়ে উপবিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ সামনে এক বৃদ্ধ আগমন করল। তার হাতে ছিল একটি লাঠি। সে নবী করীম (সাঃ)-কে সালাম করল। তিনি জবাব দিলেন। অতঃপর জিনদের মত আওয়াজে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি হামা ইবনে মীম ইবনে আকইয়াম ইবনে ইবলীশ।

হযূর (সাঃ) বললেন, তোমার ও ইবলীশের মধ্যে মাত্র দুই পুরুষের ব্যবধান আছে। তুমি দুনিয়াতে কতকাল অতিবাহিত করেছ?

হামা বলল, দুনিয়ার গোটা বয়সই আমি ফানা করেছি কিছুকাল বাদে। এই কিছুকাল সেই কাল, যাতে কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিল। আমি তখন কয়েক বছরের বালক ছিলাম। তবে কথাবার্তা বুঝতাম এবং টিলার উপরে হাঁটতে পারতাম। আর মানুষকে ঝগড়া বিবাদ ও পরস্পর হানাহানির জন্য প্ররোচনা দিতাম।

হুযূর (সাঃ) বললেন, যে বৃদ্ধ এহেন কুকর্মের তালাশে থাকে, তার এই কর্ম অতিশয় মন্দ এবং সেই যুবকও অত্যন্ত নিন্দার পাত্র। একথা শুনে হামা বলল, মাফ করবেন, এহেন কুকর্ম থেকে আমি তওবা করেছি। নূহ (আঃ)-এর কওমের মধ্যে যাঁরা তার প্রতি ঈমান এনেছিল, আমি তাদের সাথে মসজিদে ছিলাম। হযরত নূহ (আঃ) তাঁর কওমের জন্যে যে বদ দোয়া করেছিলেন, আমি সে জন্যে তাঁকে

তিরস্কার করতাম। অবশেষে তিনিও কাঁদেন এবং আমাকেও কাঁদান। তিনি বলেন, আমি এজন্যে অনুতপ্ত। আমি আল্লাহতায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করি যেন জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাই। আমি নূহ (আঃ)-এর কাছে আবেদন করলাম, যারা হাবীল ইবনে আদমের হত্যাকাণ্ডে শরীক ছিল, আমি তাদের সঙ্গে ছিলাম। আপনি কি এরূপ কোন অবকাশ দেখেন যে, আমি পরওয়ারদেগারের কাছে তওবা করি? হযরত নূহ (আঃ) বললেন, হামা, পরিতাপের পূর্বে কল্যাণ ও মঙ্গলের ইচ্ছা কর এবং তদনুযায়ী কাজ কর। আমার কাছে আল্লাহতায়ালার নাযিলকৃত বিষয়সমূহের মধ্যে আমি পড়েছি যে, বান্দা সীমাহীন গোনাহ্ করার পরও আল্লাহতায়ালার কাছে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেন। কাজেই তুমি উঠ, ওযু কর এবং দু'টি সিজদা কর। আমি তৎক্ষণাৎ তা করলাম। নূহ (আঃ) আমাকে ডেকে বললেন, তুমি মাথা তোল। আসমান থেকে তোমার তওবা নাযিল হয়ে গেছে। আমি এক বছর পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার সামনে সিজদায় পড়ে রইলাম। হুদ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিল, আমি তাদের সাথে তাদের মসজিদে ছিলাম। তাঁর বদ-দোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমি তাঁকে তিরস্কার করতাম। অবশেষে হযরত হুদ (আঃ) স্বজাতির দুরবস্থার জন্যে কাঁদলেন এবং আমাকেও কাঁদালেন। আমি এয়াকূব (আঃ)-এর সাথে প্রায়ই সাক্ষাৎ করতাম। ইউসূফ (আঃ)-এর সাথে সেই গৃহে মওজুদ ছিলাম যেখানে তিনি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ইলিয়াস (আঃ)-এর সাথে বনে জঙ্গলে সাক্ষাৎ করতাম এবং এখনও করি। আমি মূসা (আঃ)-এর দেখা পেয়েছি। তিনি আমাকে তওরাত শিখিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে আমার সালাম পৌছে দিবে। সেমতে ঈসা (আঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে এবং তাঁকে মূসা (আঃ)-এর সালাম পৌছে দিয়েছি। হযরত ঈসা (আঃ) আমাকে বলেছিলেন, যদি হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তবে আমার সালাম তাঁকে পৌছিয়ে দিয়ো।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, একথা শুনে হুযূর (সাঃ)-এর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তিনি কাঁদলেন এবং বললেন, দুনিয়া যতদিন কায়েম থাকে, ততদিন ঈসা (আঃ)-এর প্রতি সালাম। হে হামা! আমানত পৌছিয়ে দেয়ার কারণে তোমার প্রতিও সালাম। হামা আরয করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! হযরত মূসা (আঃ) যেমন আমাকে তওরাত শিখিয়েছিলেন, তেমনি আপনিও কোরআন শিখিয়ে দিন।

সেমতে হুযূর (সাঃ) হযরত হামাকে সূরা ওয়াক্বেয়া, সূরা মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসাআলূন, সূরা তকভীর, সূরা ফালাক ও সূরা নাস শিক্ষা দিলেন। অতঃপর বললেন, হামা! যখনই তোমার কোন প্রযোজন হয়, আমাকে বলবে। আমার সাথে সাক্ষাৎ ত্যাগ করবে না।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) দুনিয়া থেকে চলে গেলেন এবং হামার মৃত্যুর খবর আমরা পাইনি। আমি জানি না সে মারা গেছে, না জীবিত আছে।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে ওসায়দ (রাঃ) বলেন, ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) মক্কা যাওয়ার পথে এক মরুভূমিতে একটি সাপকে মৃত দেখে বললেন, গর্ত খননের হাতিয়ার আন। অতঃপর তিনি গর্ত খনন করে সাপটিকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করে দিলেন। হঠাৎ এক আওয়াজকারী অদৃশ্য থেকে বলল, হে সরক! তোমার প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হোক। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি- হে সরক! তুমি কোন মরুভূমিতে মারা যাবে এবং আমার উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাকে দাফন করবে। একথা শুনে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি কে?

সে বলল, আমি একজন জিন। এই মৃত সাপটির নাম ছিল সরক। যে সকল জিন নবী করীম (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করেছিল, তাদের মধ্যে সেও ছিল এবং আমিও ছিলাম। আমাদের ছাড়া সেই জামাতের এখন আর কেউ জীবিত নেই। উপরোক্ত হাদীস আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখ থেকে শুনেছিলাম।

বায়হাকী আবূ রাশেদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একদা ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) আমাদের কাছে অবস্থান করেন। তিনি চলে যাওয়ার ইচ্ছা করলে আমার প্রভু আমাকে বলল, তুমি হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজের সাথে সওয়ার হয়ে যাও এবং তাঁর সাথে থাক। আমি তাঁর সাথে সওয়ার হয়ে গেলাম। এক মরুভূমিতে পৌছে আমরা পথের মাঝখানে একটি মৃত সাপ দেখলাম। তিনি নিচে নেমে সাপটি রাস্তা থেকে সরিয়ে দাফন করে দিলেন। এরপর আমরা গমন পথে এক অদৃশ্য আওয়াজকারীকে "ইয়া খারকা, ইয়া খারকা" বলতে শুনলাম। ডানে বামে তাকিয়ে আমরা কিছুই দেখতে পেলাম না। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ বললেন, হে আওয়াজকারী! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, যদি তুমি আত্মপ্রকাশকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও, তবে আত্মপ্রকাশ কর। নতুবা বল, খারকা কে?

সে বলল, খারকা সেই সাপটির নাম, যাকে আপনি অমুক স্থানে দাফন করেছেন। আমি নবী করীম (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি একদিন খারকাকে বলছিলেন, তুমি এক মরুভূমিতে ইন্তেকাল করবে। সেখানে তখনকার মুমিনদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাকে দাফন করবে।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রাঃ) তাকে বললেন, তোমার উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক, তুমি কে?

সে বলল, আমি তাদের একজন, যারা এই স্থানে রসূলে করীম (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করেছিল। হযরত ওমর (রহঃ) তাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে একথা শুনেছিলে? সে বলল, জী।

অতঃপর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ)-এর চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। আমরা সেখান থেকে ফিরে এলাম।

রোম যুদ্ধ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন --

الٓمٓ - غُلِبَتِ الرُّوْمُ - فِىْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ - فِىْ بِضْعِ سِنِيْنَ - لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ - بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ - وَعْدَ اللّٰهِ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ-

আলিফ, লাম- মীম, রোমকরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী অঞ্চলে; কিন্তু তারা তাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ্র ও পশ্চাতের ফয়সালা আল্লাহরই। সেদিন মুমিনরা আনন্দিত হবে। আল্লাহর সাহায্যে, তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, দয়ালু। এটা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা অনুধাবন করে না।"

ইমাম আহমদ, বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পারস্যের বিরুদ্ধে রোমকদের বিজয় মুসলমানদের কাম্য ছিল। কেননা, রোমকরা ছিল কিতাবধারী। আর মুশরিকরা কামনা করত যে, রোমকদের বিরুদ্ধে পারসিকরা বিজয়ী হোক। কেননা, পারসিকরা ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিক। মুসলমানরা তাদের বাসনা নিয়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে আলোচনা করল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। হুযূর (সাঃ) আবূ বকর (রাঃ)-কে বললেন, শীঘ্রই রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করবে। হযরত আবূ বকর মুশরিকদের কাছে একথা বর্ণনা করলেন। মুশরিকরা বলল, তোমাদের ও আমাদের মধ্যে একটি সময় নির্ধারণ

কর। এ সময়ের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেলে তোমরা এই এই পরিমাণ অর্থ পাবে। আর যদি পারসিকরা জয়ী হয়, তবে তোমরা আমাদেরকে এই পরিমাণ অর্থ দিবে। সেমতে হযরত আবূ বকর পাঁচ বছর সময়কাল নির্ধারণ করলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে এই সময়ের মধ্যে রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করতে পারল না। হযরত আবূ বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে এ সম্পর্কে কথা বললে তিনি এরশাদ করলেন, তুমি দশ বছরের কম সময়কাল নির্ধারণ করলে কেন? অতঃপর বদর যুদ্ধের দিন রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করল।

বায়হাকী ইবনে শিহাব যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুশরিকরা মক্কায় মুসলমানদের সাথে তর্ক করত এবং বলত, রোমকরা কিতাবধারী। তাদের বিরুদ্ধে পারসিকরা বিজয়ী হয়েছে। তোমাদের তো ধারণা এই যে, আল্লাহ যে কিতাব তোমাদের উপর নাযিল করেছেন, তার কারণে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে। এখন তোমাদের বুঝে নেয়া উচিত যে, আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হব, যেমন পারসিকরা রোমকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই আল্লাহতায়ালা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। উদ্দেশ্য এই যে, রোমকরা এক নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে ঠিক; কিন্তু এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে বিজয়ী হয়ে যাবে।

ইবনে শিহাব বর্ণনা করেন, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে, এ দু'টি আয়াত নাযিল হওয়ার পর আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) কোন কোন মুশরিকের সাথে এই শর্তে বাজি রাখলেন যে, পারসিকরা সাত বছরের মধ্যে বিজয়ী হবে। বলাবাহুল্য, তখন পর্যন্ত জুয়া, বাজি ইত্যাদি হারাম ছিল না। এ কথা শুনে হুযূর (সাঃ) বললেন, আবূ বকর এরূপ করল কেন? দশ বছরের কম যত সংখ্যা আছে প্রত্যেকটিকেই بِضْعٌ বলা যায়। বস্তুতঃ পারসিকদের বিরুদ্ধে রোমকরা নয় বছরের মধ্যে বিজয় অর্জন করে। রোমকদেরকে হুদায়বিয়ার বছরে আল্লাহতায়ালা বিজয় দান করেন। কিতাবধারীদের বিজয়ে মুসলমানরা হর্ষোৎফুল্ল হন।

বায়হাকী হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উপরোক্ত আয়াতদ্বয় নাযিল হলে মুসলমানরা বিশ্বাস করে নেয় যে, রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবে। অতঃপর মুসলমান ও মুশরিক উভয়পক্ষ পরস্পরে পাঁচটি উটের বাজি রাখে এবং পাঁচ বছরের সময় নির্ধারণ করে। মুসলামানদের পক্ষ থেকে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে উবাই ইবনে খল্‌ফ-এর দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন পর্যন্ত এ ধরনের বাজি রাখা নিষিদ্ধ ছিল না। এরপর সময়কাল পূর্ণ হয়ে গেল; কিন্তু রোমকরা বিজয়ী হল না। মুশরিকরা মুসলমানদের

কাছে বাজির উট দাবী করল। সাহাবায়ে-কেরাম এ নিয়ে হুযূর (সাঃ)-এর সাথে আলোচনা করলেন। তিনি বললেন, দশ বছরের কম সময় নির্ধারণ করা উচিত হয়নি। কেননা, তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার জন্যে بِضْعٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়। অতএব তোমরা সময়কাল বাড়িয়ে নাও। সাহাবায়ে কেরাম তাই করলেন। ফলে শর্ত অনুযায়ী নয় বছরের মধ্যে আল্লাহতায়ালা রোমকদেরকে বিজয়ে ভূষিত করলেন। এটা ছিল হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তন কাল। কিতাবধারীদের বিজয়ে মুসলমানরা হর্ষোৎফুল্ল হলেন। এই বিজয়ের ফলে মুসলমানদের অবস্থান শক্তিশালী হয়।

হযরত যুবায়র (রাঃ) বলেন, আমি পারসিকদের রোমকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা, এরপর রোমকদের পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়া এবং সবশেষে মুসলমানদের পারসিক ও রোমকদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করা এবং সিরিয়া ও ইরাক করতলগত করা দেখেছি। এসব ঘটনা পনের বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

পরীক্ষার ছলে কাফেরদের প্রশ্ন করা

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুশরিক কোরায়শরা নযর ইবনে হারেছ ও ওকবা ইবনে আবী মুয়ীতকে মদীনার ইহুদী আলেমদের কাছে প্রেরণ করল এবং তাদেরকে বলল, তোমরা ইহুদী আলেমদের কাছে মোহাম্মদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তার অবস্থা বর্ণনা করবে এবং সে যা যা বলে, তা বলে শুনাবে। কারণ, তারা কিতাবধারী। পয়গাম্বরগণ সম্পর্কে তাদের কাছে যে জ্ঞান ভাণ্ডার আছে, তা আমাদের কাছে নেই। সেমতে নযর ও ওকবা মদীনায় পৌঁছল এবং ইহুদী আলেমদেরকে হুযূর (সাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করল। আলেমরা বলল, তোমরা তাঁকে তিনটি বিষয় জিজ্ঞাসা কর। সঠিক জবাব দিতে পারলে বুঝবে যে, তিনি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত নবী, নতুবা একজন বাকপটু ব্যক্তি। বিষয় তিনটি এই ঃ

(১) তোমরা তাকে সেই যুবকদের ঘটনা জিজ্ঞাসা কর, যারা প্রাচীনকালে অতিক্রান্ত হয়েছে। তাদের ঘটনা অত্যাশ্চর্য।

(২) সেই বিশ্ব-পরিব্রাজক দিগ্বিজয়ীর ঘটনা জিজ্ঞাসা কর যিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত অতিক্রম করেছিলেন।

(৩) রুহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর যে, এর স্বরূপ কি?

এই পরামর্শ নিয়ে নযর ও ওকবা মক্কা পৌঁছে কোরায়শদেরকে বলল, আমরা তোমাদের ও মোহাম্মদের মধ্যকার কলহের মীমাংসা নিয়ে এসেছি। অতঃপর তারা নবী করীম (সাঃ)-কে ইহুদী আলেমদের প্রদত্ত তিনটি প্রশ্ন করল। সেমতে হযরত

জিবরাঈল (আঃ) সূরা কাহাফ নিয়ে অবতীর্ণ হলেন, যার মধ্যে তিনটি প্রশ্নেরই জওয়াব বিধৃত হয়েছে।

আহমদ, নাসায়ী, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা ইহুদীদেরকে বলল, আমাদেরকে এমন কিছু বিষয় বলে দাও, যে সম্পর্কে আমরা মোহাম্মদকে প্রশ্ন করতে পারি। ইহুদীরা বলল, তাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হল–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ - قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

ঃ তারা আপনাকে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলে দিন - রুহ আমার একটি আদেশ।

আবূ নয়ীম ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কার কোরায়শরা একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় প্রেরণ করল, যাতে তারা ইহুদীদেরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দাওয়াত, তাঁর গুণাবলী এবং আবির্ভাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তারা সেখানে হুযূর (সাঃ)-এর সঠিক পরিচিতি বর্ণনা করে। তারা বলে যে, প্রেরিত নবী হওয়ার দাবী করে তার নাম আহমদ। তিনি পিতৃহীন ও নিঃস্ব। তাঁর কাধের মধ্যস্থলে-মোহরে নবুওয়ত আছে। ইহুদীরা বলল, আমরা তাঁর প্রশংসা, গুণ ও আবির্ভাবের স্থান তওরাতে পাই। আমরা আরও পাই যে, তাঁর স্কন্ধদেশের মধ্যস্থলে মোহরে-নবুওয়ত থাকবে। তোমাদের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর যদি এসব গুণ থেকে থাকে, তবে নিঃসন্দেহে তিনি প্রেরিত নবী এবং তাঁর দাওয়াত সত্য। কিন্তু তোমরা তাঁকে তিনটি প্রশ্ন করবে। সত্য নবী হলে তিনি এগুলোর সঠিক জবাব দিতে পারবেন এবং তৃতীয় প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে অবগত করবেন না। বিষয় তিনটি এই, যুলকারনাইন, আছহাবে-কাহাফ এবং রুহ্।

দলটি মক্কায় ফিরে এল এবং হুযূর (সাঃ)-কে উপরোক্ত তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করল। তিনি যুলকারনাইন এবং আছহাবে-কাহাফ সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করলেন এবং রুহ সম্পর্কে বললেন যে, এটা আল্লাহর আদেশ। আল্লাহ তায়ালাই এর স্বরূপ জানেন। আমি জানি না। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জবাব যখন ইহুদীদের কথার সাথে মিলে গেল, তখন কোরায়শরা বলতে লাগল, তওরাত ও ইনজীল সবগুলোই যাদু। আমরা কোনটিই মানি না।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম বর্ণনা করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ইহুদী আলেমগণকে বললেন, আমি আমার প্রপিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মসজিদে (কা'বাগৃহে) একটি অঙ্গীকার বর্ণনা করার ইচ্ছা করেছি। সেমতে তিনি মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। হুযূর (সাঃ) তখন মক্কায় অবস্থান করছিলেন।

তিনি যখন মিনায় অনেক লোকের মধ্যে ছিলেন, তখন তাঁর সাথে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাক্ষাৎ হয়। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম লোকেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেলেন। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আবদুল্লাহ ইবনে সালাম? তিনি বললেন, হাঁ। হুযূর (সাঃ) তাঁকে কাছে আসতে বললেন। তিনি কাছে এলে হুযূর (সাঃ) তাঁকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তওরাতে আমাকে আল্লাহর রসূল রূপে পাও কি? আবদুল্লাহ বললেন, আপনি আমার কাছে আল্লাহতায়ালার গুণাবলী বর্ণনা করুন। অবিলম্বে জিবরাঈল আগমন করলেন এবং হুযূর (সাঃ)-কে বললেন,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ - اَللّٰهُ الصَّمَدُ - لَمْ يَلِدْ - وَلَمْ يُوْلَدْ - وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ-

বলুন, তিনি আল্লাহ এক, তিনি সব কিছুর নির্ভর। তিনি জন্মগ্রহণ করেননি এবং জন্মও দেননি। তাঁর সমতূল্য কেউ নেই।

হুযূর (সাঃ) সূরা এখলাস তেলাওয়াত করলেন। আবদুল্লাহ বললেন, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া ইন্নাকা রসূলুল্লাহ।

এরপর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মদীনায় ফিরে গেলেন এবং নিজের ইসলাম গ্রহণের বিয়টি গোপন রাখলেন। হুযূর (সাঃ) হিজরত করে মদীনায় আগমন করলে তিনি সেসময় খর্জুর বৃক্ষ থেকে খর্জুর আহরণ করছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি বৃক্ষ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে গেলাম। আমার মা বললেন, তোমার কল্যাণ হোক, তুমি এত পাগলপরা হলে কেন? হযরত মূসা (আঃ) আগমন করলেও তো তুমি বৃক্ষ থেকে লাফিয়ে পড়তে না। আমি বললাম নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনে আমি হযরত মূসা (আঃ)-এর চেয়ে বেশী আনন্দিত। কেননা, তিনি হচ্ছেন প্রেরিত নবী।

মুশরিকদের নির্যাতনের সময়কার মোজেযা

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের ওরওয়া থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, একদিন কোরায়শরা হাতীমে সমবেত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে আলোচনা করল। তারা বলল, মোহাম্মদ সম্পর্কে আমাদের ধৈর্য সত্যিই নযীরবিহীন। সে আমাদের নির্বোধ ঠাওরিয়েছে এবং আমাদের বাপদাদা চৌদ্দগোষ্ঠির নিন্দা করছে। এইসব কথাবার্তা শুনে হুযূর (সাঃ) আপন গৃহে চলে গেলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে চললাম। তিনি বললেন, সুসংবাদ নাও, আল্লাহতায়ালা তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন, স্বীয় কলেমাকে পূর্ণতা দান করবেন এবং ইসলামের

মদদ করবেন। আর এদের কি অবস্থা হবে জান? এদের অধিকাংশকে আল্লাহতায়ালা তোমাদের হাতে যবেহ করাবেন।

হযরত ওছমান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আমি দেখেছি আল্লাহতায়ালা ওদের অধিকাংশকেই আমাদের হাতে যবেহ করিয়েছেন।

আবূ নয়ীম হযরত জাবেব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ জহল বলল, মোহাম্মদের ধারণা যদি তোমরা তার আনুগত্য না কর, তবে তাদের হাতে নিহত হবে। একথা শুনে নবী করীম (সাঃ) বললেন, হে আবূ জহল! আমি আরও বলি যে, এই নিহতদের মধ্যে তুমিও থাকবে।"

বদর যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ জহলকে নিহত পড়ে থাকতে দেখে বললেন, পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলে, তা পূর্ণ করেছ।"

আহমদ, হাকেম, বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্নিত রেওয়ায়েতে হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, কোরায়শ মুশরিকরা হাতীমে সমবেত হয়ে পরস্পরে বলল, যখন মোহাম্মদ তোমাদের কাছ দিয়ে গমন করে, তখন তোমাদের সকলেই তাঁকে দারুণভাবে প্রহার করবে। হযরত ফাতেমা (রাঃ) বলেন, আমি একথা শুনে আব্বাজানের কাছে এসে বললাম। তিনি বললেন, মা, চুপ থাক। এরপর তিনি গৃহ থেকে বের হয়ে তাদের কাছ দিয়েই মসজিদে এলেন। ওরা তাঁকে দেখিয়ে বলল ঐ মোহাম্মদ! এরপর দৃষ্টি নত করে নিল এবং চিবুক বুকে ঠেকে গেল। ওরা স্বস্থানে এমন হয়ে গেল যেন তাদের ঘাড়ের রগ কেটে দেয়া হয়েছে। ওরা তাঁর দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাল না। তিনি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেলেন এবং ওদের মাথার কাছে এসে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি একমুষ্টি মাটি ওদের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, شاهت الوجوه ধ্বংস হও তোমরা। এই মাটি যাদের গায়ে লেগেছিল, তারা সকলেই বদর যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিম হযরত খাব্বাব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি তখন কা'বাগৃহের ছায়ায় উপবিষ্ট ছিলেন। মুশরিকদের অকথ্য নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে আমি আরয করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ, আপনি আমাদের জন্যে দোয়া করেন না? একথা শুনে তার পবিত্র মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের অনেকেরই গোশ্‌ত ও চামড়া লোহার চিরুনী দিয়ে হাড্ডি পর্যন্ত চেঁচে ফেলা হত। কিন্তু এই নির্যাতন ও যন্ত্রণা তাদেরকে স্ব স্ব ধর্ম বিশ্বাস থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারত না। তাদের মস্তকে করাত রেখে দ্বিখণ্ডিত করা হত; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ধর্ম বিসর্জন দিত না। আল্লাহতায়ালা দ্বীনে ইসলামকে পূর্ণতার চূড়ান্ত সীমায় অবশ্যই

পৌঁছাবেন। এমন সময় আসবে, যখন একজন উষ্ট্রারোহী সানআ থেকে হাযরামওত পর্যন্ত সফর করবে এবং আল্লাহ্র ভয় ছাড়া কোন ভয়-ভীতি তার অন্তরে থাকবে না।

বায়হাকী আবূ ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আবূ জহল ও আবূ সুফিয়ানের কাছ দিয়ে গমন করলেন। তারা উভয়েই উপবিষ্ট ছিল। আবূ জহল বলল, হে বনী-আবদে শামস! সে তোমাদের নবী। আবূ সুফিয়ান বলল, তুমি কি এ জন্য আশ্চর্যবোধ করছ যে, আমাদের মধ্যে নবী হয়েছে?

আবূ জহল বলল, আমার আশ্চর্যবোধ এজন্যে যে, প্রবীণ ব্যক্তিবর্গ বিদ্যমান থাকতে একজন বালক নবী হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওদের এসব কথা শুনছিলেন। তিনি নিকটে এসে বললেন, আবূ সুফিয়ান, তুমি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর উষ্মা প্রকাশ করনি; এবং মূল বিষয়ের সমর্থন করেছ। হে আবুল হাকাম! তুমি হাসবে কম এবং কাঁদবে বেশি।

আবূ জহল বলল, ভাতিজা! তুমি নবুওয়তের আলোকে আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দাও, তা অত্যন্ত মন্দ।

বাযযার হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ্ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একদল মুশরিক বায়তুল্লাহর চুতর্দিকে বসা ছিল। তাদের মধ্যে আবূ জহলও ছিল। রসূলে আকরাম (সাঃ) আগমন করে তাদের নিকটে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, شاهت الوجوه অমনি সকল মুশরিক মূক হয়ে গেল। তাদের কেউ কথা বলতে পারছিল না। আমি আবূ জহলকে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে দেখলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন, আমি তোমা থেকে বিরত থাকব না; এমন কি, তোমাকে হত্যা করব। আবূ জহল বলল, তুমি আমাকে হত্যা করতে পারবে? রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তোমাকে হত্যা করবেন।

বুখারী, আবূ নয়ীম ও বায়হাকী হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আল্লাহতায়ালা যখন নবী করীম (সাঃ)-কে প্রেরণ করলেন এবং মক্কায় তাঁর বিষয়টি প্রকাশ পেল, তখন আমি সিরিয়ার সফরে গেলাম। বুছরায় থাকাকালে একদল খৃষ্টান আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি হেরেমের অধিবাসী? আমি বললাম, হাঁ। তারা বলল, যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে নবুওয়ত দাবী করেছে, তুমি তাঁকে চিন? আমি বললাম, চিনি। অতঃপর তারা আমার হাত ধরল এবং আমাকে তাদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেল। সেখানে অনেক চিত্র ছিল। তারা বলল, দেখ তো এই চিত্রগুলোর মধ্যে সেই নবীর চিত্র আছে কি না? আমি ঘুরে ঘুরে দেখলাম; কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চিত্র দৃষ্টিগোচর হল না। আমি বললাম,

না, সেই নবীর চিত্র এখানে দেখা গেল না। এরপর তারা আমাকে আরও বড় একটি উপাসনালয়ে নিয়ে গেল। এখানে প্রথম উপসনালয় অপেক্ষা অধিক সংখ্যক চিত্র ছিল। তারা বলল, দেখ, সেই নবীর চিত্র দেখা যায় কি না? আমি দেখলাম। সত্যি সত্যি একটি চিত্রে হুযূর (সাঃ)-এর আকার-আকৃতি দৃষ্টিগোচর হল। হযরত আবূ বকরের (রাঃ) আকার-আকৃতিও তাঁর পিছনে ছিল। তারা আমাকে বলল, তুমি তাঁর চিত্র পেয়েছ? আমি বললাম, হাঁ। তারা সেই চিত্রের দিকে ইশারা করে বলল, এটাই কি সেই নবীর চিত্র? আমি বললাম, আমি সাক্ষ্য দেই যে, নিঃসন্দেহে ইনিই তিনি। এরপর তারা বলল, তাঁর পিছনে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে চিন? আমি বললাম, হাঁ। খৃষ্টানরা বলল, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, ইনি তোমাদের নবী, আর ইনি তাঁর পরবর্তী খলিফা।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম অন্য সনদ সহকারে হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, কোরায়শরা নবী করীম (সাঃ)-এর প্রতি যে নির্যাতন চালাত, তা আমার কাছে খুব খারাপ লাগত। যখন আমার মনে হল যে, কোরায়শরা তাঁকে খুন করবে, তখন আমি বিদেশে চলে গেলাম এবং খৃষ্টানদের একটি উপাসনালয়ে পৌঁছলাম। তারা আমাকে তাদের প্রধান ব্যক্তির কাছে নিয়ে গেল। এরপর হযরত জুবায়র চিত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আকার আকৃতি চিত্রে দেখে আমার মনে হল যে, কোন বস্তু কোন বস্তুর সাথে এত বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে আমি কখনও দেখিনি। তাঁর উচ্চতা ও উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী দূরত্ব হুবহু দেখতে পেলাম। খৃষ্টানরা বলল, তুমি কি আশংকা কর যে, মানুষ তাঁকে খুন করবে? আমি বললাম, আমার মনে হয় ওরা ইতিমধ্যেই তাঁকে খুন করে ফেলেছে। তারা বলল, আল্লাহর কসম, তারা এই নবীকে খুন করতে পারবে না। যে তাকে খুন করার ইচ্ছা করবে, সে নিজেই খুন হয়ে যাবে। তিনি নবী। আল্লাহতায়ালা অবশ্যই তাঁকে বিজয়মাল্যে ভূষিত করবেন।

তিবরানীর রেওয়ায়েতে জুবায়র ইবনে মুতয়িম বলেন, আমি ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে সিরিয়া রওয়ানা হলাম। সিরিয়ার নিকটে পৌঁছলে জনৈক কিতাবধারী আমার সাথে দেখা করে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের দেশে কোন ব্যক্তি নবুওয়ত দাবী করেছে কি? আমি বললাম, হাঁ করেছে। সে বলল, তুমি যখন তাঁর আকার আকৃতি দেখবে, তখন চিনতে পাবে কি? আমি বললাম, অবশ্যই চিনব। লোকটি আমাকে একটি গৃহে নিয়ে গেল। সেখানে নবী করীম (সাঃ)-এর চিত্র ছিল। আমরা যখন সেই চিত্র দেখছিলাম, তখন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কি করছ ? আমরা বললে সে আমাদেরকে নিজ গৃহে নিয়ে গেল। আমি সেখানে হুযূর (সাঃ)-এর চিত্র দেখলাম। তাঁর পিছনে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান ছিল। আমি জিজ্ঞাসা

করলাম, এই ব্যক্তি কে? সে বলল, এই ব্যক্তি নবী নয়। তবে তাঁর পরে কেউ নবী হলে সেই হত। কিন্তু তাঁর পরে কোন নবী নেই। সে তাঁর পরে তাঁর খলিফা হবে। জুবায়র বলেন, আমি দেখলাম যে, এটা হযরত আবূ বকরের চিত্র।

আল্লাহতায়ালা মুশরিকদের গালিগালাজ সরিয়ে দেন

ইমাম বুখারী হয়রত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেছেন - তোমরা আশ্চর্য হও না যে, আল্লাহতায়ালা কাফেরদের সকল গালিগালাজ ও অভিশাপ আমা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন? তারা নিন্দিতকে গালি দেয় এবং নিন্দিতকে অভিশাপ করে। আর আমি হলাম মোহাম্মদ।

إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ আমি আপনাকে ঠাট্টা বিদ্রুপকারীদের অনিষ্ঠকারিতা থেকে হেফাযত করি। আল্লাহ তায়ালার এই উক্তির তফসীর প্রসঙ্গে

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, ঠাট্টাবিদ্রুপকারীরা ছিল ওলীদ ইবনে মুগীরা, আসওয়াদ ইবনে আবদে ইয়াগুছ, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, হারেছ ইবনে আয়তল ও আস্ ইবনে ওয়ায়েল। জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর কাছে এদের বিরুদ্ধে নালিশ করলেন এবং ওলীদকে দেখিয়ে দিলেন।

জিবরাঈল (আঃ) ওলীদের ধমনীর দিকে ইশারা করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললেন? জিবরাঈল বললেন, আমি তার জন্যে যথেষ্ট। এরপর হুযূর (সাঃ) আসওয়াদকে দেখিয়ে দিলেন। জিবরাঈল তার চক্ষুর দিকে ইশারা করলেন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললেন? জিবরাঈল বললেন, আমি তার জন্যে যথেষ্ট। অতঃপর তিনি আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুছকে দেখিয়ে দিলেন। জিবরাঈল তার মাথার দিকে ইশারা করলেন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললেন? জিবরাঈল বললেন, আমি তার জন্যে যথেষ্ট। অতঃপর হুযূর (সাঃ) হারেছকে দেখিয়ে দিলেন। জিবরাইল তার পেটের দিকে ইশারা করে বললেন, আমি তার জন্যে যথেষ্ট। আস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করলে জিবরাঈল তার পায়ের তালুর দিকে ইশারা করলেন এবং বললেন, আমি তার জন্যে যথেষ্ট।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ওলীদের কাছ দিয়ে খোযায়া গোত্রের এক ব্যক্তি গমন করল। সে তীরে পাখা লাগাচ্ছিল। তীর ছুটে গিয়ে ওলীদের ধমনীতে বিদ্ধ হল। ফলে ধমনী কেটে সে মারা গেল। আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব সফরে এক ঝাউ বৃক্ষের নিচ অবতরণ করে পুত্রদেরকে বলল, তোমরা আমার কাছ থেকে একে দূরে সরিয়ে দিবে না? পুত্ররা বলল, কি দূরে সরাব? আমরা তো কিছু দেখছি

না। আসওয়াদ বলতে লাগল, আমি মরে গেলাম রে। আমার চোখে কাঁটা লেগেছে। সে চেঁচামেচি করতে লাগল। অবশেষে তার উভয় চক্ষু অন্ধ হয়ে গেল। আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াগুছের মাথায় ফোঁড়া বের হল এবং এতেই সে মারা গেল। হারেছের পেটে হলদে পানি সৃষ্টি হয়ে অবশেষে তা মুখ দিয়ে বের হতে থাকে এবং এতেই সে মারা যায়। আস গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে তায়েফ রওয়ানা হয়। শাবরাকা নামক এক কন্টকযুক্ত বৃক্ষের নিচে অবতণ করলে তার পায়ের তালুতে শাবরাকার কাঁটা বিদ্ধ হয়ে যায়। এই কাঁটাই তার জীবনের অবসান ঘটায়।

আবূ লাহাবের পুত্রের জন্যে বদ দোয়া

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবূ আকরাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, লাহাব ইবনে আবী লাহাব নবী করীম (সাঃ)-এর শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করতে করতে অগ্রসর হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, اَللّٰهُمَّ سَلِّطْ عَلَيْهِ كَلْبَكَ হে আল্লাহ! এর প্রতি তোমার কুকুর লেলিয়ে দাও।

রাবী বর্ণনা করেন, আবূ লাহাব পুত্রের হাতে সিরিয়ায় বস্ত্র রফতানী করত। পুত্রের সাথে খাদেম ও রক্ষীদেরকেও প্রেরণ করত। সে বলত, আমি আমার পুত্রের ব্যাপারে মোহাম্মদের বদ-দোয়ার আশংকা করি। সে তার লোকজনের কাছ থেকে পুত্রের যথাযথ দেখাশুনা ও হেফাযতের অঙ্গীকার নিল। সেমতে তারা কোন স্থানে অবতরণ করলে আবূ লাহাবের পুত্রকে প্রাচীরের নিকটে রেখে তাকে আসবাবপত্র ও কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখত। বেশ কিছুকাল পর্যন্ত তারা এরূপ করল। হঠাৎ একদিন এক ব্যাঘ্র এসে আবূ লাহাবের পুত্রের জীবন সাঙ্গ করে দিল।

আবূ লাহাব এ সংবাদ পেয়ে বলল, আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, আমি মোহাম্মদের বদ-দোয়ার আশংকা করি।

বায়হাকী কাতাদাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওতবা ইবনে আবূ লাহাব হুযূর (সাঃ)-এর প্রতি ধৃষ্টতা প্রদর্শন করলে তিনি বললেন, আল্লাহতায়ালা এর উপর-কোন হিংস্র প্রাণী চাপিয়ে দিন। এরপর ওতবা একদল কোরায়শের সাথে সিরিয়া সফরে বের হয়ে যারকা নামক স্থানে পৌছে। রাতের বেলায় সকলেই সেখানে অবস্থান করল। হঠাৎ একটি সিংহ তাদের দিকে অগ্রসর হল। সিংহকে অগ্রসর হতে দেখে ওতবা বলল, হায় দুর্ভাগ্য! এটা তো সেই বিপদ। মোহাম্মদের বদ-দোয়ার ফলস্বরূপ এটা আমার প্রাণ সংহার করবে। মক্কায় থেকেই সে আমাকে মেরে ফেলেছে। অতঃপর সিংহ তার মাথায় ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং তার জীবন সাঙ্গ করে দিল।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, সিংহ তার কাছে এসে আবার ফিরে গেল। সকলেই দাঁড়িয়ে গেল এবং ওতবাকে নিজেদের মাঝখানে নিয়ে নিল। কিন্তু কিছুক্ষন পর সিংহ তাদের উপর পা রেখে রেখে ওতবার কাছে পৌঁছে গেল এবং তার মাথা চিবিয়ে খেয়ে ফেলল।

ইবনে আসাকির ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে ওরওয়া ও হাবা ইবনে আসওয়াদ বর্ণনা করেন - আবূ লাহাব ও তার পুত্র ওতবা সিরিয়ায় পণ্যসামগ্যী নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল। আমিও তাদের সাথে পণ্য নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। আবূ লাহাবের পুত্র বলল, আমি অবশ্যই মোহাম্মদের কাছে যাব এবং তাকে নির্যাতন করব। সে তাই করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে আল্লাহ, তুমি তোমার কোন কুকুরকে ওর কাছে প্রেরণ কর। ওতবা ফিরে এলে তার পিতা জিজ্ঞাসা করল, তুমি মোহাম্মদকে কি বলেছ? সে তোমাকে কি জবাব দিয়েছে? ওতবা পিতাকে এ বিষয়ে অবহিত করল। আবূ লাহাব বলল, আমার আশংকা হয় যে, মোহাম্মদের বদ-দোয়া বিফলে যাবে না।

রাবী বর্ণনা করেন - আমরা রওয়ানা হয়ে সারাত নামক স্থানে বিশ্রামের জন্যে অবস্থান করলাম। সারাত ছিল হিংস্র প্রাণী তথা সিংহদের কেন্দ্রস্থল। আবূ লাহাব আমাকে বলল, মোহাম্মদ আমার পুত্রের জন্যে যে বদদোয়া করেছে, আমি সে সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। অতএব তুমি নিজের পণ্য সামগ্রী কোন গির্জার ভিতরে একত্রিত করো। অতঃপর ওতবার জন্যে তার উপর বিছানা বিছিয়ে দিও। তোমরা সকলেই তার চতুর্দিকে বিছানা করে নিও।

আমরা তাই করলাম। রাতে পণ্য সামগ্রীর উপরে আবূ লাহাবের পুত্র শয়ন করল এবং আমরা তার চতুর্দিকে রইলাম। গভীর রাতে একটি সিংহ এসে আমাদের মুখের ঘ্রাণ নিল। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না পেয়ে সিংহ এক লাফে পণ্য সামগ্রীর উপরে চলে গেল। ওতবার মুখের ঘ্রাণ নেয়ার পর সিংহটি ওতবার মাথা চিবিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল।

আবূ লাহাব বলল, আল্লাহর কসম, আমি জানতাম যে, মোহাম্মদের বদদোয়া ব্যর্থ হবে না।

এ রেওয়ায়েতটি ইবনে ইসহাক ও আবূ নয়ীম অন্য তরিকায় মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে আরও সংযোজিত হয়েছে যে, এ সম্পর্কে হযরত হাসসান (রাঃ) নিম্নোক্ত কাব্য রচনা করেছেনঃ

"যদি তুমি বনিল-আশকারের কাছে আস, তবে তাদেরকে আবূ ওয়াসে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ভুলে যেয়ো না।

আল্লাহ তায়ালা আবূ ওয়াসের কবরকে প্রশস্ত না করুন; বরং সংকীর্ণ করুন। সে সেই নবীর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, ধর্মের কাজে যাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে এবং সেই নবী সুউচ্চ নূরের দিকে দাওয়াত দেন।

হিজর নামক স্থানে এই নবীর প্রতি মিথ্যারোপে আবূ ওয়াসে অনেক বাকবিতণ্ডা করেছে।

অতএব এই নবীর পক্ষ থেকে এমন বিষয়ের জন্যে দোয়া করা জরুরী, যা দর্শক ও শ্রোতার জন্যে স্পষ্ট নজীর হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাঁর একটি হিংস্রপ্রাণীকে তার উপর লেলিয়ে দিলেন। সে আবূ ওয়াসের দিকে একজন প্রতারকের ন্যায় ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছিল।

অবশেষে সিংহটি আবূ ওয়াসের কাছে তার সঙ্গীদের মাঝখানে এল। আবূ ওয়াসের সঙ্গীরা তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

সে আবূ ওয়াসের মাথা তালুসহ গ্রাস করে নিল এবং গলদেশও। সে তখন ক্ষুধার্ত বাঘের মত খোলামুখ ছিল।

আবূ নয়ীম তাউস থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সূরা নজম তেলাওয়াত করলে ওতবা ইবনে আবূ লাহাব বলল, كفرت برب النجم আমি নজমের রবকে অস্বীকার করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আল্লাহতায়ালা কোন হিংস্র প্রাণীকে তোর উপর লেলিয়ে দিবেন। সেমতে সে সঙ্গীগণসহ সিরিয়া রওয়ানা হলে পথিমধ্যে এক সিংহের গর্জন শুনে তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। লোকেরা বলল, তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন? আমরা তো তোমার সঙ্গে আছি।

ওতবা বলল, মোহাম্মদ আমাকে বদদোয়া দিয়েছে। আকাশের নীচে তার চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কেউ নেই।

সন্ধ্যায় সকলেই খেতে বসলে ওতবা হাত গুটিয়ে রাখল। শয়নের সময় সকলেই চারদিকে পণ্য সামগ্রী সাজিয়ে ওতবাকে নিজেদের মাঝখানে রাখল। এরপর সকলেই যখন গভীর নিদ্রামগ্ন, তখন সিংহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হল এবং প্রত্যেকের মাথার ঘ্রাণ নিতে লাগল। অবশেষে ওতবার কাছে পৌঁছে তার মাথা মুখের মধ্যে পুরে নিল। ওতবা চীৎকার করে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

আবূ নয়ীম আবুয যোহা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবু লাহাবের পুত্র বলল, আমি সেই সত্তাকে স্বীকার করি না, যে وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى বলেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, সত্বরই আল্লাহতায়ালা তোর উপর কোন হিংস্র প্রাণীকে লেলিয়ে দিবেন। আবূ লাহাব এই সংবাদ পেয়ে নিজের লোকজনকে বলল, কোন মনযিলে অবস্থান করলে তোমরা ওতবাকে নিজেদের মাঝখানে রাখবে। তারা তেমনি করল। ঘটনাচক্রে এক রাতে আল্লাহ তায়ালা একটি হিংস্র প্রাণীকে প্রেরণ করলেন এবং সে ওতবার প্রাণ সংহার করল।

কোরায়শদের জন্যে দুর্ভিক্ষের বদ দোয়া

বুখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা যখন ইসলামের বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নিল এবং ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করল, তখন নবী করীম (সাঃ) তাদের জন্যে এই দোয়া করলেন-

اللهم اعنى عليهم بسبع كسبع يوسف

হে আল্লাহ! ইউসূফ (আঃ)-এর সাত বছরের ন্যায় তাদের উপর সাত বছরের দুর্ভিক্ষ দিয়ে আমাকে সাহায্য কর। এই বদদোয়ার ফলশ্রুতিতে কোরায়শরা দুর্ভিক্ষে পতিত হল। দুর্ভিক্ষ তাদের সর্বশান্ত করেদিল। শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার জন্যে তাদেরকে মৃতজন্তুও খেতে হল। তীব্র ক্ষুধার কারণে তারা নিজেদের এবং আকাশের মধ্যে ধূম্রজালের মত অবস্থা দেখতে পেত। তারা দোয়া করল, পরওয়ারদেগার, আমাদের উপর থেকে এই আযাব দূর করে দাও। আমরা ঈমান আনব।

হুযূর (সাঃ)-কে আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে বলা হল যে, এদের উপর থেকে আযাব দূর করে দেয়া হলে এরা আবার পূর্বাবস্থায় কুফুরিতে ফিরে যাবে। শেষ পর্যন্ত তাই হল। আযাব দূর হওয়ার সাথে সাথে তারা যেমন কাফের ছিল, তেমনি কাফের হয়ে গেল। এরপর বদর-যুদ্ধে এর প্রতিশোধ নেয়া হল। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ - يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى

অর্থাৎ আপনি সেদিনের অপেক্ষায় থাকুন, যেদিন আকাশের দিকে সুস্পষ্ট ধোয়া সৃষ্টি হবে, যা তাদের সকলকে গ্রাস করে নিবে।

বায়হাকী ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরায়শদের ব্যাপক অবাধ্যতা দেখে এই বদদোয়া করলেন ঃ

اللهم سبع كسبع يوسف

সে মতে তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং অনাহারের কারণে মৃত জন্তু ও হাড্ডি পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়। আবূ সুফিয়ান আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসে এবং বলে, আপনি বলেন যে, আপনি রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন। এখন আপনার কওম অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। বৃষ্টি বর্ষিত হল এবং উপর্যুপরি

সাত দিন পর্যন্ত বৃষ্টি হল। তারা এসে অতিবৃষ্টির অভিযোগ করলে তিনি আবার দোয়া করলেন-

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَمَا عَلَيْنَا

হে আল্লাহ! আমাদের চুতুষ্পার্শ্বে বৃষ্টি হোক, আমাদের উপর না হোক। সেমতে মক্কার উপর থেকে মেঘমালা সরে গেল এবং চুতষ্পার্শ্বে বৃষ্টি হল।

আবিসিনিয়ায় হিজরত

বায়হাকী হযরত মূসা ইবনে ওকবা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত জা'ফর ইবনে আবী তালেব নির্যাতিত মুসলমানদের জীবন এবং ঈমান হেফাজতের লক্ষ্যেএক দল মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে আবিসিনিয়া রওয়ানা হয়ে যান। এদিকে কোরায়শরা আমর ইবনে আস ও আম্মারা ইবনে ওলীদকে সঙ্গে সঙ্গেই আবিসিনিয়া প্রেরণ করে। তারা উভয়েই নেহায়েত দ্রুতগতিতে সেখানে পৌছে যায়। কোরায়শরা তাদের হাতে আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশীর জন্যে অনেক মূল্যবান উপঢৌকনও প্রেরণ করে। আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশী কোরায়শদের উপঢৌকন কুবল করলেন•এবং আমর ইবনে আসকে সসম্মানে সিংহাসনে বসালেন। আমর ইবনে আস বলল, আমাদের কিছু নির্বোধ লোক আপনার দেশে এসেছে। তারা না আপনাদের ধর্ম মানে, না আমাদের ধর্ম। তাই তাদেরকে আমাদের হাতে সমর্পণ করুন।

এ কথা শুনে সভাসদরাও সম্রাটকে বলল, হাঁ তাদেরকে এদের হাতে সমর্পণ করাই ঠিক হবে।

সম্রাট বললেন, সৃষ্টিকর্তার শপথ, তারা কোন্ ধর্মে আছে সেটা তাদের কাছ থেকে না জানা পর্যন্ত আমি কিছুতেই তাদেরকে সমর্পণ করব না।

আমর ইবনে আস বলল, তাঁরা আমাদেরই একজন বিদ্রোহী ব্যক্তির অনুসরণ করে। আমি আপনাকে এমন কতগুলো বিষয় বলব, যেগুলো শুনে আপনি তাদের নির্বুদ্ধিতা আঁচ করতে পারবেন। তাঁরা এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় না যে, হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র। তারা যখন আপনার দরবারে আসবে, তখন আপনাকে সিজদাও করবে না, যেমন আপনার রাজ্যের প্রত্যেক আগন্তুক তা করে।

অতঃপর সম্রাট হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীদেরকে দরবারে ডাকার জন্যে দূত পাঠালেন। আমর ইবনে আস সিংহাসনেই উপবিষ্ট ছিল। হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীগণকে ডেকে দরবারে আনা হল। কিন্তু তাঁরা সম্রাটকে সিজদা করলেন না; বরং সালামের মাধ্যমে অভিবাদন করলেন। এতে আমর ও আম্মারা বলল, আমরা এদের সম্পর্কে পূর্বেই বলেছিলাম যে, এরা আপনাকে সিজদা করবে না।

সম্রাট মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমাদের কওমের যারা আমার কাছে আসে, তারা যেভাবে আমার প্রতি তাযীম ও সম্মান প্রদর্শন করে, তোমরা সেভাবে করলে না কেন? বল, তোমরা হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে কি বল? তোমাদের ধর্ম কি? তোমরা কি খৃষ্টান?

হযরত জাফর বললেন, আমরা খৃষ্টান নই।

সম্রাট বললেন, তা হলে তোমরা ইহুদী?

তারা বললেন, আমরা ইহুদী নই?

সম্রাট বললেন, তবে কি তোমরা স্বজাতির ধর্মে কায়েম আছ?

তারা বললেন, আমরা আমাদের কওমের মধ্যেও নই।

সম্রাট বললেন, তা হলে তোমাদের ধর্ম কি?

তারা বললেন, আমাদের ধর্ম ইসলাম।

সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেন, ইসলাম কি?

তারা বললেন, আমরা এক লা-শরীক আল্লাহর এবাদত করি। তার সাথে কাউকে শরীক করি না।

সম্রাট প্রশ্ন করলেন, এই ধর্ম তোমাদের কাছে কে এনেছে?

হযরত জা'ফর বললেন, এই ধর্ম আমাদেরই জ্ঞাতি গোষ্ঠির একজন মহান ব্যক্তি এনেছেন, যাঁর ব্যক্তিত্ব ও বংশ মর্যাদা সম্পর্কে আমরা সম্যক ওয়াকিফহাল। তাঁকে আল্লাহতায়ালা এমন শান-শওকত সহকারে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যেমন আমাদের পূর্বে মানুষের কাছে অন্য পয়গাম্বরগণকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে অঙ্গীকার পূরণ করা ও আমানত প্রত্যর্পণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি প্রতিমার পূজা করতে বারণ করেছেন এবং এক লা-শরীক আল্লাহর এবাদত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছি এবং আল্লাহর কালামে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি যা কিছু নিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন, তা আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকেই। আমরা যখন এসব বিষয়কে সত্য বলে মেনে নিলাম, তখন আমাদের স্বজাতির প্রভাবশালী ব্যক্তিরা আমাদের ঘোর শত্রু হয়ে গেল। তারা এই সত্য নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে উঠে পড়ে লাগল। এমন কি, তারা তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। তারা চায় আমরা তাদের মত প্রতিমাদের এবাদত করি। কিন্তু আমরা কখনও তা করব না। আমরা নিজেদের ধর্ম ও প্রাণের হেফাযতের খাতিরে তাদের কাছ থেকে পলায়ন করে আপনার কাছে এসেছি।

সম্রাট বললেন, সৃষ্টিকর্তার শপথ, এই ধর্ম সেই আলোক বর্তিকা থেকেই নির্গত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে, যা থেকে মূসার (আঃ) ধর্ম নির্গত হয়েছিল।

হযরত জা'ফর বললেন, অভিবাদনের বিষয় সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমাদের নবী (সাঃ) বলেছেন যে, জান্নাতীদের অভিবাদন হচ্ছে "আসসালামু আলাইকুম"। আমাদেরও তিনি এই আদেশই দিয়েছেন। আমরা পরস্পরে যেভাবে অভিবাদন করি, আপনাকেও সেভাবেই করেছি। আর হযরত ঈসা (আঃ) আল্লাহতায়ালার বান্দা ও তাঁর রসূল, আল্লাহর কলেমা, যা মরিয়মকে অর্পিত হয়েছে। তিনি আল্লাহর রুহ এবং কুমারী মাতার পুত্ররত্ন।

এ কথা শুনে সম্রাট মাটির দিকে হাত প্রসারিত করে একটি তৃণখন্ড হাতে তুললেন এবং বললেন,

সৃষ্টিকর্তার শপথ! এই পরিচিতি ছাড়া মরিয়ম-তনয় এই তৃণখণ্ডের মতও বেশী কিছু নন।

এই উক্তি শুনে সভাসদরা বলল, আবিসিনিয়ার জনসাধারণ আপনার এই উক্তি শুনলে আপনাকে গদিচ্যুত করবে।

সম্রাট বললেন, সৃষ্টিকর্তার কসম, এছাড়া ঈসা (আঃ) সম্পর্কে আমি কখনও কোন কথা বলব না।

অতঃপর সম্রাট বললেন, আমর ইবনে আসের উপঢৌকন ফিরিয়ে দাও। এ সম্পর্কে সে যদি আমাকে স্বর্ণের পাহাড়ও ঘুষ প্রদান করে, আমি তা কবুল করব না।

এরপর সম্রাট হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীগণকে বললেন, তোমরা এখানে নিশ্চিন্তে বসবাস কর। তিনি তাদের জন্যে উপযুক্ত রুযী-রোযগারের ব্যবস্থা করারও আদেশ দিলেন এবং বললেন, যে তাদেরকে অন্যায় দৃষ্টিতে দেখবে, সে আমার নাফরমানী করার শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হবে।

সম্রাট নাজ্জাশীর কাছে আসার পূর্বে আল্লাহতায়ালা আমর ইবনে আস ও আম্মারার মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এরপর তারা যখন সম্রাটের কাছে পৌঁছল, তখন পরস্পরে সন্ধি করে নিল, যাতে অভীষ্ট কাজ অর্থাৎ মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে নেয়া পূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু তারা যখন উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হল, তখন শত্রুতা পূর্বের তুলনায় আরও বড় হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। আমর চক্রান্তের ছলে আম্মারাকে বলল ঃ আম্মারা! তুমি সুন্দর, সুপুরুষ ও সুঠামদেহী। তুমি সম্রাটের পত্নীর কাছে যাও। সম্রাট যখন বাইরে চলে আসেন, তখন তাঁর পত্নীর সাথে আমাদের ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ-আলোচনা কর। এটা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হতে পারে। সেমতে আম্মারা সরল মনে সম্রাটের পত্নীর সাথে যোগাযোগ করল এবং শেষ পর্যন্ত তার কাছে পৌঁছে গেল। এদিকে আমর সম্রাটের কাছে এসে বলল ঃ আমার সঙ্গী অত্যন্ত নারী পাগল। সে আপনার পত্নীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আপনি এর সত্যাসত্য তদন্ত করুন।

সম্রাট দেখার জন্যে একজনকে প্রেরণ করলেন। সে আম্মারাকে সম্রাটের পত্নীর কাছে পেল। এরপর শাস্তির পালা। আম্মারাকে গ্রেফতার করা হল এবং সম্রাটের নির্দেশে তার পুরুষাঙ্গে বাতাস ভরে দেয়া হল। অতঃপর তাকে এক দ্বীপে নির্বাসিত করা হল। সেখানে সে উন্মাদ অবস্থায় জংলী মানুষদের সাথে বসবাস করতে লাগল। আমর একা মক্কায় ফিরে এল। আল্লাহতায়ালা এভাবে তাদের সফরকে ব্যর্থ করে দিলেন। ফলে কোরায়শদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল না।

বায়হাকী ইবনে মসউদ, আবূ মূসা আশাআরী ও উম্মে ছালামাহ্ থেকেও এ ঘটনা পূর্ববৎ রেওয়ায়েত করেছেন।

চুক্তি পত্রের ঘটনায় প্রকাশিত মোজেযা

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবার তরিকায় যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উপরোক্ত ব্যর্থতার পর মুসলমানদের উপর কোরায়শদের নির্যাতনের মাত্রা অনেকগুণ বেড়ে গেল। তারা যখন জানতে পারল যে, আবিসিনিয়া সম্রাট নাজ্জাশী মুসলমানদেরকে অত্যন্ত সম্মান সহকারে গ্রহণ করেছেন এবং আপন রাজ্যে সুখে শান্তিতে বসবাস করার অনুমতি দিয়েছেন, তখন কোরায়শ নেতৃবৃন্দ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে প্রকাশ্যে হত্যা করার প্রশ্নে একমত হয়ে গেল। আবূ তালেব তাদের তৎপরতা লক্ষ্য করে চিন্তিত হলেন। তিনি বনী-আবদুল মুত্তালিবকে সমবেত করে আদেশ দিলেন – তারা যেন নবী করীম (সাঃ)-কে নিজেদের হেফাজতে রাখে এবং যারা তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করে, তাদেরকে প্রতিহত করে। সে মতে বনী আবদুল মুত্তালিবের মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সকলেই এ ব্যাপারে একমত হয়ে গেল। রসূলূল্লাহ (সাঃ)-এর হেফাযতে বনী-আবদুল মুত্তালিবের ঐকমত্যের সংবাদ অবগত হয়ে কোরায়শরা সকলেই এক সমাবেশে একত্রিত হল এবং সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাস করল যে, বনী-আবদুল মুত্তালিবের সাথে উঠাবসা ও লেনদেন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। তাদেরকে কারও গৃহে আসতে দেয়া হবে না যে পর্যন্ত তারা মোহাম্মদকে আমাদের হাতে সমর্পণ না করে। তারা একটি অঙ্গীকারনামা লিখে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, বনী-হাশেমের সাথে কখনও সন্ধি করা হবে না।

সে মতে বনী হাশেম নিজেদের ঘাটিতে তিন বছর পর্যন্ত অন্তরীণ অবস্থায় ভীষণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিনাতিপাত করতে বাধ্য হন। কোরায়শরা বনী-হাশেমের বাজারে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেয়। বাহির থেকে কোন খাদ্য-সামগ্রী মক্কায় এলে কোরায়শরা অগ্রণী হয়ে সেগুলো কিনে নিতে থাকে। তিন বছর পর কোরায়শদের মধ্য থেকে বনী-আবদে মানাফ, বনী-কুছাই এবং বনী-হাশেমের কোরায়শী আত্মীয়বর্গ বুঝতে সক্ষম হয় যে, সত্যকে উপেক্ষা করে বনী-আবদুল মোত্তালেবের

সাথে অন্যায় ও অবিচার করা হয়েছে। সে মতে তারা সম্মিলিত চুক্তি ভঙ্গ করার ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌছে।

এদিকে কা'বা গৃহের ছাদে ঝুলন্ত কোরায়শদের অঙ্গীকারনামাটিতে আল্লাহতায়ালার নির্দেশে উইপোকা লেগে যায়। পোকার আক্রমণে অঙ্গীকারের মূলপাঠটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহতায়ালার "আসমায়ে হুসনা' (সুন্দর নামাবলী) ছাড়া দস্তাবেজে আর কিছু অবশিষ্ট ছিল না। দস্তাবেজের এই দুর্দশা সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা তাঁর রসূলকে অবহিত করলেন। নবী করীম (সাঃ) এ সম্পর্কে আবূ তালেবকে অবহিত করলেন। এই তথ্য অবগত হয়ে আবূ তালেব বললেনঃ তারকারাজির কসম, তুমি মিথ্যা বলনি। অতঃপর আবূ তালেব বনী-মুত্তালিবের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে হারামে পৌছলেন। মসজিদটি তখন কোরায়শদের দ্বারা জমজমাট ছিল। তারা যখন আবূ তালেবকে সদলে আসতে দেখল, তখন তারা মনে করল যে, বিপদাপদে অতীষ্ট হয়েই নতি স্বীকার করতে আসছে। সে মতে তারা অগ্রসর হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সমর্পণ করার দাবী জানাল। আবূ তালেব বললেনঃ তোমরা ইতিমধ্যে অনেক কিছু করেছ। আমরা সেগুলো উল্লেখ করব না। তবে তোমাদের লিখিত দস্তাবেজটি নিয়ে আস। সম্ভবতঃ সেটা আমাদের পরস্পরের মধ্যে সন্ধির কারণ হয়ে যাবে। সেমতে তারা গর্বভরে দস্তাবেজটি নিয়ে এল। তাদের এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই ছিল না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে তাদের হাতে সমর্পণ করা হবে। দস্তাবেজটি এনে সকলের মাঝখানে রেখে দেয়া হল।

আবূ তালেব বললেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করতে এসেছি। এতে তোমাদের জন্যে ইনছাফ রয়েছে। আমার ভাতিজা কখনও ভুল তথ্য পরিবেশন করে না— একথা সকলের জানা। সে আমাকে জানিয়েছে যে. যে দস্তাবেজটি তোমাদের কাছে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা সেটি থেকে মুক্ত। তিনি দস্তাবেজ থেকে নিজের নাম ছাড়া সবকিছু মিটিয়ে দিয়েছেন। যদি আমার ভাতিজার কথা সত্য হয়, তবে জেনে রাখ, তাঁকে কখনও তেমাদের হাতে সমর্পণ করা হবে না যে পর্যন্ত আমরা সকলেই মরে না যাই। আর যদি তাঁর কথা ভ্রান্ত হয়, তবে তাঁকে তোমাদের হাতে সমর্পণ করা হবে। এরপর ইচ্ছা করলে তাঁকে হত্যা করবে এবং ইচ্ছা করলে জীবিত রাখবে।

আবূ তালেবের একথা শুনে সকলেই সমস্বরে বললঃ আমরা এতে রাযী। অবশেষে দস্তাবেজটি খোলা হলে দেখা গেল রসূলে করীম (সাঃ)-এর কথাই সত্য। এই বেগতিক পরিস্থিতি দেখে কোরায়শা বলে উঠলঃ এটা নিছক মোহাম্মদের যাদু। আবূ তালেব বললঃ মিথ্যা বর্ণনা ও যাদু আমাদের ছাড়া অন্যদের জন্যে সমীচীন। আমরা ভাল করেই জানি যে, তোমরা আমাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে যে

ঐকমত্যে পৌঁছেছিলে, সেটাই ছিল জঘন্য শয়তানী এবং যাদুর অধিক নিকটবর্তী। তোমরা যাদুতে ঐকমত্য না করলে এই দস্তাবেজ বিনষ্ট হত না। কারণ, এটা তোমাদেরই হাতে ছিল। এখন নিজেরাই মীমংসা কর যাদুকর আমরা, না তোমরা? এ সময় আবদে মানাফ ও বনী কুছাই-এর একদল লোক বলে উঠলঃ আমরা সকলেই এই দস্তাবেজ থেকে মুক্ত। এরপর বনী- আবদুল মোত্তালেব ও রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘাটি থেকে বের হয়ে পড়লেন এবং সকলের সাথে বসবাস ও মেলামিশা শুরু করলেন।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে ওমরের তরিকায় হাকাম ইবনে কাসেম, যাকারিয়া এবং জনৈক কোরায়শী শায়খ থেকে বর্ণনা করেন যে, কোরায়শরা দস্তাবেজ লেখার পর তিনবছর অতিবাহিত হয়ে গেলে আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীকে অবগত করলেন যে, দস্তাবেজে লিখিত জুলুম ও বাড়াবাড়ির কথাগুলো উঁইপোকায় খেয়ে ফেলেছে এবং কেবল আল্লাহর নাম অবশিষ্ট রয়েছে। হুযূর (সাঃ) আবূ তালেবকে একথা জানালেন। আবূ তালেব বললেন, ভাতিজা! তুমি কখনও অসত্য কথা বলনি। এরপর তিনি কোরায়শদের কাছে যেয়ে এ বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করলেন। দস্তাবেজটি আনা হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যেমন বলেছিলেন, তেমনি পাওয়া গেল। দস্তাবেজটি কোরায়শদের হাত থেকে পড়ে গেল। লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে গেল। তখন আবূ তালেব বললেন, কোরায়শ সম্প্রদায়! কেন আমাদেরকে বাধা প্রদান ও অন্তরীণ রাখা হয়? এখন প্রকৃত অবস্থা দিবালোকের মত ফুটে উঠেছে। আসলে তোমরাই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী, জুলুম ও অন্যায়কারী।

ইবনে আব্বাস, আছেম ইবনে ওমর, আবূ বকর ইবনে আবদুর রহমান, ওছমান ইবনে আবী সোলায়মান সকলেই বর্ণনা করেন যে, যখন কোরায়শরা জানতে পারল যে, নাজ্জাসী হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে অত্যন্ত সহানুভূতি পূর্ণ আচরণ করেছেন এবং তাদেরকে স্বসম্মানে গ্রহণ করেছেন, তখন ওদের প্রতিহিংসা বহুগুণে বেড়ে গেল। তারা বনী-হাশেমের বিরুদ্ধে এই মর্মে একটি দস্তাবেজ লিপিবদ্ধ করল যে, বনী-হাশেমের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করা হল, কেনাবেচা বন্ধ করা হল এবং সকল প্রকার মেলামিশা মওকুফ করা হল। এই দস্তাবেজের লেখক ছিল মনছুর ইবনে ইকরামা আবদে রাই। দস্তাবেজটি বায়তুল্লাহর মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখল। নবুওয়তের সপ্তম সালে মহররমের শুরুভাগে বনী হাশেম আবূ তালেবের ঘাটি নামক একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় অন্তরীণ হয়ে গেল। কোরায়শরা তাদের কাছে যাতায়াতকারী ও বাণিজ্যিক কাফেলার সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল। কেবল হজ্বের মওসুমেই তারা ঘাটি থেকে বের হতে পারত। ফলে তাদেরকে ভীষণ-দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। কোরায়শদের কারও কারও কাছে এই কার্যক্রম অসহনীয় ঠেকে। তারা পরস্পরে বলাবলি করত, দেখ! মনছুর ইবনে ইকরামা এই অপকর্মের কারণে কেমন বিপদে পড়েছে।

বনী-হাশেম দীর্ঘ তিনবছর কাল ঘাটিতে অবস্থান করল। এরপর আল্লাহতায়ালা স্বীয় নবীকে দস্তাবেজের জীর্ণ দশা সম্পর্কে অবগত করলেন; আরও জানালেন যে, দস্তাবেজের মূল অংশটুকু উঁইপোকায় খেয়ে ফেলেছে। কেবল আল্লাহতায়ালার নাম বাকী রয়ে গেছে।

ইবনে সা'দ ইকরামা ও মোহাম্মদ ইবনে আলী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহতায়ালা দস্তাবেজের উপর একটি পোকা চড়াও করে দেন, যে আল্লাহর নাম ছাড়া সবকিছু খেয়ে ফেলে। এক রেওয়ায়েতে আছে কেবল بِاسْمِكَ اللّٰهُمَّ (তোমার নামে হে আল্লাহ) বাক্যটাই শুধু অবশিষ্ট থাকে।

ইবনে আসাকির যুবায়র ইবনে বাক্কার থেকে বর্ণনা করেন যে, আবূ তালেব এই দস্তাবেজ সম্পর্কে এই কবিতা বলেনঃ

"তোমরা জান না যে, দস্তাবেজ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে।
আল্লাহ যা পছন্দ করেন না, তা বিনষ্টই হয়।"

আবূ নয়ীম ওছমান ইবনে আবী সোলায়মান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এই দস্তাবেজের লেখক ছিল মনছুর ইবনে ইকরামা আবদে রাই। তার হাত অবশ হয়ে সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। তার হাত দ্বারা কোন কাজ করা সম্ভবপর ছিল না। কোরায়শরা বলাবলি করত যে, তারা বনী হাশেমের সাথে যে আচরণ করেছে, তা নিশ্চিতরূপেই জুলুম ও অন্যায়। মনছুরের দুর্দশার কারণ এটাই।

মেরাজের ঘটনা

আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেনঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَى الَّذِىْ بَارَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيَاتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ

ঃ পবিত্র ও মহিমান্বিত তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখানোর জন্যে রাত্রিকালে ভ্রমণ করালেন মসজিদুল-হারাম থেকে মসজিদুল-আকসা পর্যন্ত যাকে আমি করেছি বরকতময়। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

ইমাম সুয়ূতী বলেন, মে'রাজ প্রসঙ্গে বহু সংখ্যক সাহাবী থেকে বিশদ আকারে ও সংক্ষেপে অনেক রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন হযরত আনাস ইবনে মালেক, উবাই ইবনে কা'ব, বুরায়দা, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ,

হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান, সামুরা ইবনে জুনদুব, সহল ইবনে সা'দ, শাদ্দাদ ইবনে আওস, ছোহায়ব, আবদুল্লাহ ইবনে-আব্বাস, আদুল্লাহ ইবনে ওমর, ইবনে আমর, ইবনে মসউদ, আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ যুরারাহ, আবদুর রহমান ইবনে কুরয, আলী ইবনে আবী তালেব, ওমর ইবনে খাত্তাব, মালেক ইবনে ছা'ছায়া, আবূ ওমামা, আবূ আইউব আনছারী, আবূ হাইয়ান, আবুল হামরা, আবূ যর, আবূ সায়ীদ খুদরী, আবূ সুফিয়ান, ইবনে হরব, আবূ লায়লা আনসারী, আবূ হুরায়রা, আয়েশা, আসমা, উম্মে হানী ও উম্মে সালমা (রাঃ)।

নিম্নে আমি সবগুলো রেওয়ায়েত ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করব।

মুসলিম ছাবেত বানানীর তরিকায় হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার কাছে বোরাক আনা হল। এটি ছিল একটি সাদা লম্বা গাধার চেয়ে বড় এবং খচ্চর অপেক্ষা ছোট চতুষ্পদ জন্তু। এর পা দৃষ্টিসীমায় পতিত হত। এতে সওয়ার হয়ে আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌছলাম। যে বৃত্তে পয়গাম্বরগণ সওয়ারী বাঁধতেন, আমিও সেখানে সওয়ারী বেঁধে ভিতরে গেলাম। অতঃপর দু'রাকআত নামায পড়ে বাইরে এলাম। জিবরাঈল এক পাত্রে শরাব এবং এক পাত্রে দুধ নিয়ে এলেন। আমি দুধ পছন্দ করলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি ফিতরাৎ তথা স্বভাবধর্ম বেছে নিয়েছেন। এরপর তিনি আমাকে সওয়ার করিয়ে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং দরজা খুলতে বললেন। ভিতর থেকে প্রশ্ন করা হল, কে?

জিবরাঈল জওয়াব দিলেন, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? উত্তর হল, মোহাম্মদ। আবার জিজ্ঞাসা হল, তিনি কি আহুত হয়েছেন? জিবরাঈল বললেন হাঁ, তিনি আহূত হয়েছেন।

দরজা খোলা হলে হযরত আদম (আঃ)--এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি "মারহাবা" বললেন এবং শুভ কামনা করলেন। এরপর জিবরাঈল আমাকে দ্বিতীয় আকাশ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দরজা খুলতে বলা হলে জিজ্ঞাসা করা হল কে? জওয়াব দেয়া হল, জিবরাঈল। প্রশ্ন হল, আপনার সঙ্গে কে? উত্তরে বলা হল, মোহাম্মদ (সাঃ)। জিজ্ঞাসা করা হল, তাঁকে আসতে বলা হয়েছে কি? জিবরাঈল বললেন, হাঁ, তাঁকে আনার জন্যে আমি প্রেরিত হয়েছিলাম।

দরজা খোলা হলে দু'খালাত ভাই অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) ও হযরত এয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ)-সাথে সাক্ষাৎ হল। তাঁরা উভয়েই মারহাবা বললেন এবং নেক দোয়া করলেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে তৃতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানেও পূর্ববৎ প্রশ্ন ও জওয়াব প্রদানের পর দরজা খোলা হলে হযরত ইউসূফ (আঃ)-এর সাথে

সাক্ষাৎ হল। আল্লাহতায়ালা তাঁকে গোটা রূপ সৌন্দর্যের অর্ধেকটাই দান করেছিলেন। তিনি মারহাবা বললেন এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে চুতর্থ আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানে যথারীতি প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হলে হযরত ইদরীস (আঃ)-এর সাথে মোলাকাত হল। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং নেক দোয়া দিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা হযরত ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে বলেছেন - وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا আমি তাঁকে সুউচ্চ স্থানে আসীন করেছি।

এরপর আমাকে পঞ্চম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেও একইরূপ প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হলে হযরত হারুন (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং কল্যাণের দোয়া করলেন।

এরপর আমাকে ষষ্ঠ আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে যথারীতি সওয়াল জওয়াবের পর দরজা খোলা হলে আমি হযরত মূসা (আঃ)-এর যেয়ারত করলাম। তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং নেকদোয়া করলেন।

এরপর আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেও পূর্ববৎ প্রশ্নোত্তরের পর দরজা খোলা হলে আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। তিনি বায়তুল মামূরে কোমর ঠেস দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। বায়তুল-মামূরে প্রত্যেহ সত্তর হাজার ফেরেশতা এবাদত করার জন্যে প্রবেশ করে, যাদের পালা এরপর কখনও আসে না।

এরপর জিবরাঈল আমাকে সিদরাতুল-মুন্তাহায় নিয়ে গেলেন। এর পাতা হাতীর কানের মত দেখলাম এবং এর ফল ছিল বড় মটকার মত। আল্লাহতায়ালার নির্দেশ যখন বৃক্ষটিকে ঘিরে নিল, তখন সে এক অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে গেল। কোন মানুষের সাধ্য নেই সেই সৌন্দর্য বর্ণনা করার। এরপর আল্লাহতায়ালা আমাকে যা দিবার ছিল, দিলেন। তিনি প্রতি দিবারাত্রিতে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করলেন। আমি যখন সেখান থেকে নেমে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন?

আমি বললাম, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন।

তিনি বললেন, প্রতিপালকের কাছে যেয়ে আরও হ্রাস করার আবেদন করুন। কেন না আপনার উম্মতের এতটুকু সাধ্য নেই। আমি বনী-ইসরাঈলকে খুব পরীক্ষা করে দেখেছি।

সেমতে আমি প্রতিপালকের কাছে এলাম এবং বললাম, রব্বুল আলামিন! আমার উম্মতের জন্যে নামায আরও হ্রাস করুন। আল্লাহতায়ালা পাঁচ নামায কমিয়ে

দিলেন। আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে ফিরে এলাম এবং পাঁচ নামায কমিয়ে দেয়ার কথা বললাম। তিনি বললেন, আপনার উম্মতের এতটুকু পালন করারও শক্তি নেই। আবার যেয়ে হ্রাস করার আবেদন করুন। রসূলে করীম (সাঃ) বলেন, আমি বারবার এমনিভাবে আপন প্রতিপালক ও মূসা (আঃ)-এর কাছে আসা যাওয়া করলাম। অবশেষে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, মোহাম্মদ! নামায পাঁচটিই দিবারাত্রির মধ্যে এবং প্রত্যেক নামাযের জন্যে দশ নামাযের ছোয়াব। ফলে সেই পঞ্চাশ নামাযই হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সৎকাজের ইচ্ছা করবে, এরপর তা আমলে পরিণত করবে না, তার জন্যে একটি নেকী লেখা হবে। আর যে ইচ্ছা করার পর আমলেও পরিনত করে, সে দশটি নেকীর ছোয়াব পাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মন্দ কর্মের কেবল ইচ্ছা করে- আমলে পরিণত করে না, তার কোন গোনাহ্ লেখা হবে না। আর যদি ইচ্ছা করার পর আমলেও পরিনত করে, তবে তার জন্যে একটি গোনাহ্ লেখা হবে। হুযূর (সাঃ) বলেন, এরপর আমি নেমে এলাম এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে গেলাম। তাঁকে অবগত করা হলে তিনি বললেন, আবার প্রতিপালকের কাছে যেয়ে হ্রাস করার আবেদন করুন। আমি বললাম, আমি প্রতিপালকের কাছে অনেকবার গিয়েছি। এখন যেতে লজ্জা লাগছে।

বুখারী ও ইবনে জরীর হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মে'রাজ রজনী পূর্বে রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে তিন ব্যক্তি আগমন করে। তিনি তখন মসজিদে হারামে বিশ্রামরত ছিলেন। প্রথম ব্যক্তি বলল, এদের মধ্যে তিনি কে? দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল, এদের মধ্যে যে মাঝারি, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাকে নিয়ে নাও। এ রাতে নবী করীম (সাঃ) তাদেরকে দেখলেন না। দ্বিতীয় রাতেও তারা এল। তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চক্ষু নিদ্রিত ছিল; কিন্তু অন্তর নিদ্রিত ছিল না - সবকিছু দেখছিল। পয়গাম্বরগণের এটাই শান। তাঁদের চক্ষু নিদ্রিত হয় এবং অন্তর জাগ্রত থাকে।

আগন্তুকরা তাঁর সাথে কথা না বলে তাঁকে বহন করে যমযম কূপের কাছে নিয়ে এল। তাদের মধ্যে জিবরাঈল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) -এর ব্যাপারে কর্মকর্তা হলেন। তিনি তাঁর বক্ষ হাসুলী পর্যন্ত বিদীর্ণ করলেন এবং বক্ষ ও পেটের কাজ সমাপ্ত করলেন। জিবরাঈল আপন হাতে রসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর হৃদপিণ্ড ও উদর যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। এরপর ঈমান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ থালা আনা হল। রসূলুল্লাহর (সাঃ) বক্ষ এগুলো দিয়ে পরিপূর্ণ করা হল। এমন কি, কণ্ঠনালীর রগও পরিপূর্ণ করা হল। এরপর বক্ষ সমান করে দেয়া হল। এরপর জিবরাঈল তাঁকে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং এক দরজায় কড়া নাড়লেন। ভিতর থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, কে? উত্তর হল, জিবরাঈল। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? উত্তর হল, মোহাম্মদ। তৃতীয়য়বার প্রশ্ন করা হল, তাঁকে ডাকা

হয়েছে কি? জিবরাঈল বললেন, হাঁ, তাকে ডাকা হয়েছে। আকাশের বাসিন্দারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মারহাবা বললেন। তিনি দুনিয়ার আকাশে হযরত আদম (আঃ)-কে পেলেন। জিবরাঈল বললেন, ইনি হচ্ছেন আপনার পিতামহ আদম (আঃ)। হুযূর (সাঃ) তাঁকে সালাম করলেন। হযরত আদম সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, বৎস! মারহাবা। তুমি আমার সর্বোত্তম সন্তান।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়ার আকাশে দু'টি নহর প্রবাহিত হতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! এগুলো কেমন নহর? জিবরাঈল বললেন, এগুলো নীল ও ফোরাতের উৎস মূল।

এরপর জিবরাঈল তাঁকে আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনি একটি মোতি ও জমররদের প্রাসাদবিশিষ্ট নহর দেখলেন। তিনি নহরে হাত রেখে দেখলেন সেটি মেশ্‌ক এর সুগন্ধিযুক্ত। হুযূর (সাঃ) জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? জিবরাঈল বললেন, এটা কাওসার, যা আপনার প্রতিপালক আপনার জন্যে সুরক্ষিত করে রেখেছেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। এখানে পূর্ববৎ সওয়াল জওয়াব হল এবং সকলেই আমাকে মারহাবা বলল।

এরপর আমাকে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। প্রত্যেক আকাশে পূর্ববৎ সওয়াল ও জওয়াব হওয়ার পর সকলেই আমাকে মারহাবা বলল। প্রত্যেক আকাশে পয়গাম্বরগণ বিদ্যমান ছিলেন। জিবরাঈল তাঁদের নাম বললেন এবং তাঁদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আরও উপরে নিয়ে যাওয়া হল, যার স্বরূপ আল্লাহতায়ালা ছাড়া কেউ জানে না। অবশেষে তিনি সিদরাতুল মুন্তাহায় উপনীত হলেন। অতঃপর রাবী পূর্ববৎ নামায ফরয হওয়ার কাহিনী উল্লেখ করেছেন।

ইমাম নাসায়ী এয়াযিদ ইবনে মালেক থেকে এবং তিনি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, আমার কাছে গাধা অপেক্ষা বড় ও খচ্চর অপেক্ষা ছোট একটি চতুষ্পদ জন্তু আনা হল। সে আপন দৃষ্টিসীমার শেষপ্রান্তে পা ফেলে চলত। জিবরাঈল আমার সাথে এতে সওয়ার হলেন। এক জায়গায় পৌঁছে তিনি বললেন, নামুন এবং নামায পড়ুন। আমি নেমে নামায পড়লাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়লেন জানেন? আপনি তাইয়েবায় নামায পড়েছেন। এখানেই আপনাকে হিজরত করে আসতে হবে। এরপর চলার পথে জিবরাঈল আবার বললেন, নামুন এবং নামায পড়ুন। আমি নেমে নামায পড়লাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন জানেন? আপনি তূরে-সিনায় নামায পড়েছেন, যেখানে আল্লাহতায়ালা মূসা

(আঃ)-এর সাথে বাক্যালাপ করেছিলেন। এরপর জিবরাইল বললেন, নামুন এবং নামায পড়ুন। আমি তাই করলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়ছেন জানেন? আপনি বেথেলহামে নামায পড়েছেন। এখানে হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

এরপর আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে প্রবেশ করলাম। সেখানে আমার জন্যে পয়গাম্বরগণকে একত্রিত করা হয়েছিল। জিবরাঈল আমাকে অগ্রে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সকলের ইমামতি করলাম। এরপর আমাকে দুনিয়ার আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে হযরত আদম (আঃ) ছিলেন। অতঃপর আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দু'খালাত ভাই হযরত ঈসা ও হযরত এয়াহইয়া (আঃ) ছিলেন। এরপর জিবরাঈল আমাকে তৃতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানে ছিলেন হযরত ইউসূফ (আঃ)। এরপর আমি চতুর্থ আকাশে গেলাম। সেখানে হযরত হারূন (আঃ) ছিলেন। এরপর পঞ্চম আকাশে গেলাম। সেখানে ইদরীস (আঃ) ছিলেন। এরপর আমাকে ষষ্ঠ আকাশে নেয়া হয়। সেখানে হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন। এরপর আমি সপ্তম আকাশে গেলাম। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দেখা পেলাম। এরপর জিবরাঈল আমাকে সপ্তম আকাশেরও ঊর্ধ্বে নিয়ে গেলেন এবং আমি সিদরাতুল মুন্তাহায় পৌঁছলাম। আমাকে হালকা মেঘমালায় ঘিরে নিল। আমি সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। আমাকে বলা হল, আমি আপনার উপর ও আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করেছি আকাশ ও পৃথিবী সৃজনের দিনে। তাই আপনি এই আদেশের অনুবর্তী হোন এবং উম্মতকেও অনুবর্তী করুন। আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা কললেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উপর ও আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, পঞ্চাশ নামায ফরয করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনার এবং আপনার উম্মতের মধ্যে এই ফরয পালন করার শক্তি নেই। কেননা, বনী ইসরাঈলের উপর কেবল দুই ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছিল। তারা তা পালন করতে অসমর্থ হয়েছে। তাই বলি আপনি প্রতিপালকে কাছে যেয়ে আরও হালকা করার আবেদন করুন। আমি তাই করলাম এবং প্রতিবারে দশ দশটি করে হালকা করা হল। অবশেষে আল্লাহ রাব্বুল ইযযত বললেন, এই পাঁচ নামায দেয়া হল, যা পঞ্চাশের সমান। অতঃপর আমার বুঝতে বাকী রইল না যে, এই পাঁচ নামাযের আদেশ আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অকাট্য। সেমতে আমি আরও হালকা করার জন্যে গেলাম না।

উবাই ইবনে হাকেম এয়াযিদ ইবনে আবূ মালেকের তরিকায় আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মে'রাজ রজনীতে জিবরাঈল গাধা অপেক্ষা বড় ও খচ্চর অপেক্ষা ছোট একটি চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর

কাছে আগমন করেন। জিবরাঈল তাঁকে তাতে সওয়ার করালেন। জন্তুটি আপন দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে পা ফেলে চলল। বায়তুল-মোকাদ্দাস পৌঁছে জিবরাঈল সেখানকার একটি পাথরে আঙ্গুলি ঢুকিয়ে ছিদ্র করলেন এবং জন্তুটি সেখানে বেঁধে রাখলেন। অতঃপর উভয়েই উপরে আরোহণ করলেন। আঙ্গিনায় পৌঁছে জিবরাঈল বললেন, মোহাম্মদ! আপনি প্রতিপালকের কাছে "হুরেঈন (জান্নাতের ডাগরচোখা হুর) দেখার আবেদন করেছেন কি? হুযূর (সাঃ) বললেন, হাঁ। জিবরাঈল বললেন, তা হলে তাদেরকে দেখার জন্যে চলুন এবং তাদের সাথে সালাম বিনিময় করুন। হুরগণ তখন ছখরার বাম দিকে উপবিষ্ট ছিলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমি তাদের কাছে গেলাম এবং সালাম বিনিময় করলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা কে? তারা জবাব দিলেন, আমরা "খায়রাত-হেসাতুন্" (সুশীলা সুন্দরী রমণীগণ)। আমরা সৎকর্মপরায়ণ ও পূতপবিত্র লোকগণের পত্নী। আমরা সর্বক্ষণ তাদের সঙ্গে থাকব- কখনও বিচ্ছিন্ন হব না। আমরা অনন্তকাল জীবিত থাকব - কখনও আমাদের মৃত্যু হবে না। অতঃপর আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই বহুলোক সমবেত হয়ে গেল। তাদের একজনে আযান দিলেন এবং একামত বললেন। আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ইমামের অপেক্ষায় রইলাম। জিবরাঈল আমাকে হাত ধরে অগ্রে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সবাইকে নামায পড়ালাম। নামাযান্তে জিবরাঈল বললেন, মোহাম্মদ! আপনার পিছনে কারা নামায পড়েছেন জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আল্লাহতায়ালা যত পয়গাম্বর প্রেরণ করেছেন, তাঁরা সকলেই আপনার পিছনে নামায আদায় করেছেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে হাত ধরে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। দরজায় পৌঁছলে ভিতর থেকে প্রশ্ন করা হল, কে? উত্তর হল, জিবরাঈল। জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার সঙ্গে কে? উত্তর হল, মোহাম্মদ (সাঃ)। আবার প্রশ্ন হল, তাঁকে কি ডাকা হয়েছে? জিবরাঈল বললেন, হাঁ। অতঃপর দরজা খুলে দেয়া হল এবং বলা হল, আপনাকে এবং আপনার সঙ্গীকে মারহাবা। এই আকাশে ছিলেন হযরত আদম (আঃ)। জিবরাঈল বললেন, আপনি আপন পিতামহকে সালাম করবেন না? আমি বললাম, অবশ্যই। সেমতে আমি হযরত আদম (আঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে সালাম করলাম। তিনি আমার সালামের জবাব দিয়ে বললেন, সুসন্তান ও সৎ নবীকে মারহাবা। এরপর জিবরাঈল আমাকে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানেও পূর্ববৎ সওয়াল জওয়াব হল। এই আকাশে হযরত ঈসা ও এয়াহইয়া (আঃ) ছিলেন।

অতঃপর আমাকে তৃতীয় আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। যথারীতি সওয়াল জওয়াবের পর দরজা খোলা হল। এখানে হযরত ইউসূফ (আঃ) ছিলেন। এরপর

আমাকে চতুর্থ আকাশে নেওয়া হল এবং পুর্ববৎ দরজা খোলা হল। এখানে হযরত ইদরীস (আঃ) ছিলেন। এরপর আমরা পঞ্চম আকাশে গেলাম। দরজা খোলার পর সেখানে হযরত হারুন (আঃ)-কে দেখা গেল। এরপর আমরা গেলাম ষষ্ঠ আকাশে। যথারীতি দরজা খোলার পর দেখা গেল সেখানে হযরত মূসা (আঃ) রয়েছেন। এরপর আমাকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং পূর্ববৎ দরজা খোলা হল। সেখানে ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ)। এরপর আমাকে সপ্তম আকাশের পৃষ্ঠদেশের দিকে নিয়ে যাওয়া হল। অবশেষে আমি এক নহরে পৌঁছলাম, যার তীরে ইয়াকূত, মোতি ও যমররদের তাঁবু ছিল। তাঁবুর উপর সবুজ পাখী ছিল। আমি খুব চমৎকার পাখী দেখলাম। আমি জিবরাঈলকে বললাম, কি চমৎকার এই পাখী! তিনি বললেন, মোহাম্মদ! যারা এই পাখী খাবে, তারা আরও চমৎকার। অতঃপর জিবরাঈল বললেন, আপনি জানেন এটা কোন্ নহর? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, এটা কাওসর, যা আপনার প্রতিপালক বিশেষভাবে আপনাকে দান করেছেন। এরপর আমি নহরে সোনা ও রূপার পাত্র দেখলাম। এগুলো ইয়াকূত ও যমররদের ফেনার উপর ভাসছিল। নহরের পানি দুধ অপেক্ষাও শুভ্র ছিল। আমি একটি পাত্র হাতে নিয়ে নহর থেকে পানি ভরে পান করলাম। পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি এবং মেশকের চেয়ে অধিক সুগন্ধিযুক্ত ছিল। এরপর জিবরাঈল আমাকে শাজারাহ্ (বৃক্ষ) পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি মেঘখণ্ড আমাকে ঘিরে নিল। এতে সর্বপ্রকার রঙ-এর সমাহার ছিল। জিবরাঈল সেখানে নিয়ে যেয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমি আল্লাহ্ পাকের সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লাম। আল্লাহপাক আমাকে বললেন, মোহাম্মদ! আকাশ ও পৃথিবী সৃজনের দিন থেকে আমি আপনার উপর ও আপনার উম্মতের উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করেছি। অতএব আপনিও এ আদেশের অনুবর্তী হোন এবং উম্মতকেও অনুবর্তী করুন। এরপর মেঘখণ্ড আমার থেকে সরে গেল। জিবরাঈল আমার হাত ধরলেন এবং আমি দ্রুতগতিতে সেখান থেকে ফিরে এলাম। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে এলে তিনি আমাকে কিছুই বললেন না। এরপর আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি বললেন, আপনাকে কি বলা হল? আমি বললাম, আমার প্রতিপালক আমার ও আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনি এবং আপনার উম্মত এই নামায আদায় করার শক্তি রাখে না। তাই প্রতিপালকের কাছে যেয়ে হালকা করার আবেদন করুন। আমি দ্রুতগতিতে শাজারাহ পর্যন্ত পৌঁছলাম। মেঘখণ্ড আমাকে ঘিরে নিল। আমি সিজদায় মাথা রেখে আরয করলাম, প্রতিপালক! আমাদের নামায হালকা করুন।

আল্লাহপাক বললেন, আমি দশ নামায হ্রাস করলাম। মেঘখণ্ড আবার সরে গেল। আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। বললাম, দশ নামায হ্রাস করা হয়েছে।

মূসা (আঃ) বললেন, আবার যেয়ে হালকা করার আবেদন করুন। এরপর রাবী শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশেষে আল্লাহ্ পাক বললেন, এই পাঁচ নামায দিলাম, যা পঞ্চাশ নামাযের সমান। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিচে এসে গেলেন। হুযূর (সাঃ) জিবরাঈলকে বললেন, আকাশে আমি যার কাছ দিয়ে এসেছি, সেই আমাকে মারহাবা বলেছে এবং আমাকে দেখে হেসেছে। কিন্তু এক ব্যক্তিকে আমি সালাম করলে সে সালামের জবাব দিয়েছে এবং মারহাবা বলেছে, কিন্তু আমাকে দেখে হাসেনি। এই ব্যক্তি কে? জিবরাঈল বললেন, ইনি দোযখের দারোগা মালেক। দোযখ সৃষ্টির পর থেকে তিনি কখনও হাসেন না। কাউকে দেখে হাসলে আপনাকে দেখে অবশ্যই হাসতেন।

হুযূর (সাঃ) বলেন, এরপর আমি ফিরে আসার জন্যে বোরাকে সওয়ার হলাম। পথিমধ্যে কোরায়শদের একটি উটের কাফেলার কাছ দিয়ে আসা হল। কাফেলাটি খাদ্যশস্য বহন করছিল। একটি উটের পিঠে দু'টি বস্তা ছিল– একটি কাল, অপরটি সাদা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফেলার মুখোমুখি হলে সেই উটটি উত্তেজিত হয়ে পলায়ন করল। কিছুদূর ছুটে যেতেই হুচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। ফলে উটের হাত পা ভেঙ্গে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখান থেকে চলে এলেন। তিনি ভোরবেলায় মে'রাজের এই ঘটনা ব্যক্ত করলেন। মুশরিকরা শুনে তৎক্ষণাৎ তা উড়িয়ে দিল। তারা হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে বলল, তুমি চোখ বুজে মোহাম্মদের কথাবার্তা মেনে নাও, সত্যাসত্য যাচাই কর না। আজ সে বলে যে, গতরাতে এক মাসের পথ ভ্রমণ করে ফিরে এসেছে।

আবূ বকর (রাঃ) বললেন, যদি তিনি একথা বলে থাকেন, তবে সঠিক বলেছেন, আমরা তো তাঁর কাছ থেকে আরও দূরের কথাবার্তা শুনে বিশ্বাস করি, আকাশের খবরাদিতে আমরা তাঁর সত্যায়ন করে থাকি।

মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বলল, আপনার কথার প্রমাণ কি? হুযূর (সাঃ) বললেন, তোমাদের একটি কাফেলার কাছ দিয়ে আমি আগমন করেছি। কাফেলাটি অমুক জায়গায় ছিল। কাফেলার উট আমাদের বোরাক দেখে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। কাফেলার একটি উটের পিঠে দু'টি বস্তা ছিল, একটি কাল, অপরটি সাদা। হুচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলে উটটির হাত পা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর কাফেলাটি মক্কায় ফিরলে মুশরিকরা জিজ্ঞাসা করল। জবাবে কাফেলার লোকেরা তাই বলল, যা হুযূর (সাঃ) বলেছিলেন।

বলাবাহুল্য, হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর উপরোক্ত অকুণ্ঠ সমর্থনের কারণেই তিনি "ছিদ্দীক" (পরম সত্যায়নকারী) উপাধিতে ভূষিত হন।

মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল, যে সকল পয়গাম্বরের সাথে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে হযরত মূসা ও হযরত ঈশাও ছিলেন কি? হুযূর (সাঃ) বললেন, হাঁ, ছিলেন।

মুশরিকরা বলল, তাদের দেহাবয়ব বর্ণনা করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন, হযরত মূসার (আঃ) শরীরের রঙ গোধূম। মনে হচ্ছিল যেন তিনি ইযদ গোত্রের একজন। হযরত ঈসা (আঃ) মাঝারি গড়নের এবং সোজা চুলবিশিষ্ট। তাঁর গাত্রবর্ণে লালিমার ঝলক আছে। মনে হয় যেন তাঁর দাড়ি থেকে মোতি ঝরে পড়ছে।

ইবনে জরীর, ইবনে মরদুওয়াইহি ও বায়হাকী আবদুর রহমান ইবনে হাশেমের তরিকায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাঈল যখন নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে বোরাক নিয়ে আসেন, তখন বোরাক তার কান খাড়া করে নেয়। জিবরাঈল বললেন, বোরাক, শান্ত থাক। আজিকার মত মহান ব্যক্তি তোমার পিঠে কখনও সওয়ার হয়নি।

হুযূর (সাঃ) বোরাকে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন। হঠাৎ পথিপার্শ্বে এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়ে জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে? জিবরাঈল বললেন, আপনি চলুন তো। তিনি আল্লাহতায়ালার ইচ্ছানুযায়ী চললেন। হঠাৎ পথের এক পার্শ্ব থেকে এক বস্তু তাঁকে ডেকে বলল, মোহাম্মদ, আসুন। জিবরাঈল বললেন, আপনি চলতে থাকুন। তিনি আরও চললেন। অকস্মাৎ আল্লাহতায়ালার এক সৃষ্টি বলে উঠল, আসসালামু আলাইকা ইয়া আউয়ালু, আসসালামু আলাইকা ইয়া আখেরু। আসসালামু আলাইকা ইয়া হাশের।" জিবরাঈল বললেন, তাঁর সালামের জবাব দিন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামের জবাব দিলেন। এরপর দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হল এবং প্রত্যেকবার অনুরূপভাবে সালাম করল। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌঁছলেন। সেখানে পানি, শরাব ও দুধ উপস্থিত ছিল। হুযূর (সাঃ) দুধ হাতে নিলেন এবং পান করলেন। জিবরাঈল বললেন, আপনি স্বভাবধর্ম বেছে নিয়েছেন। যদি আপনি পানি পান করতেন, তবে আপনার উম্মত ডুবে যেত। আর যদি শরাব পান করতেন, তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেত। এরপর হুযূর (সাঃ)-এর জন্যে হযরত আদম (আঃ)সহ সকল পয়গাম্বরকে সমবেত করা হল। তিনি সে রাতে সকলের ইমামতি করলেন। এরপর জিবরাঈল বললেন, পথিমধ্যে যে বৃদ্ধার সাথে আপনার দেখা হয়েছিল, সে ছিল আল্লাহর দুশমন ইবলীস। তার উদ্দেশ্য ছিল আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করা। এ থেকে আরও বুঝতে হবে যে, দুনিয়ার আয়ুষ্কাল এখন এই বৃদ্ধার আয়ুষ্কাল পরিমাণই বাকী রয়ে গেছে। পথিমধ্যে যারা আপনাকে সালাম করেছেন, তারা হলেন হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)।

আহমদ, ইবনে জরীর, তিরমিযী, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম, আবূ কাতাদাহ থেকে এবং তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মে'রাজের রাত্রিতে নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে একটি বোরাক আনা হয়। তার উপর জ্বিন আটা ছিল এবং লাগাম ছিল। বোরাক ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল। জিবরাঈল তাকে

বললেন, হে বোরাক! তুমি মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সামনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করছ? আল্লাহর কাছে তাঁর চেয়ে মহানতম ব্যক্তি কখনও তোমার উপর সওয়ার হয়নি। একথা শুনে বোরাক ঘামে পানি পানি হয়ে গেল।

আহমদ ও আবূ দাউদ আবদুর রহমান ইবনে জুবায়র থেকে এবং তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মে'রাজে আমি এমন একদল লোকের কাছ দিয়ে গেলাম, যাদের নখ ছিল তামার। তারা এই নখ দিয়ে আপন মুখমণ্ডল ও বক্ষ আঁচড়াচ্ছিল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেই সব লোক, যারা মানুষের গোশত খায়; অর্থাৎ একে অপরের গীবত করে এবং একে অপরের মানহানি করে।

ইবনে মরদুওয়াইহি, কাতাদাহ, সোলায়মান তায়মী, ছুমামা ও আলী ইবনে যায়দ থেকে হযরত আনাস (রাঃ)-এর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মে'রাজের রাত্রিতে আমি এমন লোকদের দেখা পেলাম, যাদের ঠোঁট কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। যখনই ঠোঁট কাটা হত, তখনই আবার পূর্ববৎ হয়ে যেত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বললেন, এরা আপনার উম্মতের বক্তা, যারা এমন বিষয় বয়ান করে, যা নিজেরা আমলে আনে না।

ইবনেমাজা, তিরমিযী, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মেরাজের রাত্রিতে আমি জান্নাতের দরজায় লিখিত দেখেছি- দান খয়রাতের দশগুণ এবং কর্জের আঠারো গুণ ছওয়াব। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, কর্জ দান-খয়রাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ কি? তিনি বললেন, কেন না, দান খয়রাতে সওয়ালকারী নিজের কাছে মাল থাকা অবস্থায়ও সওয়াল করে। আর কর্জগ্রহণকারী একান্ত প্রয়োজনেই কর্জ গ্রহণ করে।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) সিদরাতুল-মুনতাহায় পৌঁছে স্বর্ণের পতঙ্গ দেখতে পান, যেগুলো সিদরাতুল-মুনতাহাতে লেপ্টে ছিল।

ইবনে মরদুওয়াইহি আবূ হাশেম থেকে হযরত আনাস (রাঃ)--এর তরিকায় রেওয়ায়েত করেছেন যে, মে'রাজের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খোশবু নববধূর মত; বরং আরও বেশি পবিত্র ছিল।

বাযযার কাতাদাহর তরিকায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) মে'রাজে স্বীয় প্রতিপালককে দেখেছেন।

ইবনে সা'দ ইবনে মরদুওয়াইহি, ইবনে আসাকির, বাযযার, হারেছ ইবনে ওবায়দ ও আবূ এমরান জওফী থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ বলেছেন

- আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমন সময় জিবরাঈল এসে আমার স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখানে চাপ দিলেন। এরপর আমি বৃক্ষের দিকে উঠে এলাম। সেখানে পাখীর দু'বাসার মত জায়গা ছিল। একটিতে আমি এবং অপরটিতে জিবরাঈল বসে গেলেন। আমরা উঁচু থেকে উঁচুতে যেতে লাগলাম। অবশেষে আকাশ ও পৃথিবীর প্রান্তে চলে গেলাম। আমি চতুর্দিকে দৃষ্টি ফিরাচ্ছিলাম। আমি ইচ্ছা করলে আকাশ স্পর্শ করতে পারতাম। জিবরাঈলকে দেখলাম তিনি জড়সড় হয়ে বসে আছেন। আল্লাহ সম্পর্কে তার অপরিসীম জ্ঞানই তাঁকে এরূপ করতে বাধ্য করেছিল। এই অবস্থায় আমি তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পেলাম। আমার জন্যে আকাশের একটি দ্বার উন্মুক্ত করা হলে অকস্মাৎ একটি বিরাট নূর দেখতে পেলাম। পর্দার অপর পারে মোতি ও ইয়াকূত নির্মিত একটি রফ্‌রফ্‌ ছিল। অতঃপর আল্লাহ্‌তায়ালা আমার প্রতি যা ওহী করার ওহী করলেন।

ইমাম বায়হাকী বলেন, হারেছ ইবনে ওবায়দ এমনিভাবে রেওয়ায়েত করেছেন। এ রেওয়ায়েতটি হাম্মাদ ইবনে সালামাহ আবূ এমরান জওফীর মধ্যস্থতায় মোহাম্মদ ইবনে ওমায়র থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন- নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামের একটি দলের মধ্যে বিরাজমান ছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল এসে তাঁর পিঠে অঙ্গুলি রাখলেন। অতঃপর তাঁকে এক বৃক্ষের দিকে নিয়ে গেলেন। সেখানে পাখীর বাসার মত দু'টি আসন ছিল। হুযূর (সাঃ) বলেন, আমি একটিতে ও জিবরাঈল অপরটিতে বসে গেলেন। বৃক্ষটি আমাদের নিয়ে দৌড় দিল। অবশেষে আমি আকাশের প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। আমি হাত বাড়ালে আকাশকে স্পর্শ করতে পারতাম। একটি রশি ঝুলানো হল এবং নূর নিচে নেমে এল। জিবরাঈল অজ্ঞান হয়ে গেলেন। তিনি স্বস্থানেই ছিলেন; কিন্তু কোন অনুভূতি ও নড়াচড়া ছিল না। আমার যতটুকু আল্লাহর ভয় ছিল, আমি তদ্দ্বারা জিবরাঈলের খোদাভীতির শ্রেষ্ঠত্ব অনুমান করতে পারলাম। তখন আমার কাছে ওহী এল যে, বাদশাহর নবী, না আবদের নবী? জিবরাঈল শায়িত অবস্থায় আমার দিকে বিনয় করার ইশারা করলেন। আমি আরয করলাম, না; বরং আমি আবদের নবী।

শায়খ এমাদুদ্দীন ইবনে কাছির বলেন, এটা মে'রাজের ঘটনা নয়; বরং অন্য এক রাতের ঘটনা।

ইবনে মরদুওয়াইহি ওবায়দ ইবনে ওমায়রের তরিকায় উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন - মে'রাজের রাত্রিতে আমি শুভ্র মোতিনির্মিত জান্নাত দেখেছি। আমি জিবরাঈলকে বললাম, মানুষ আমাকে জান্নাত সম্পর্কে প্রশ্ন করবে। জিবরাঈল বললেন, আপনি তাদেরকে বলে দিবেন যে, জান্নাতের ভূমি বিস্তীর্ণ সমতল এবং এর মাটি মেশক।

ইবনে মরদুওয়াইহি কাতাদাহ্র তরিকায় মুজাহিদ, ইবনে আব্বাস ও উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, মে'রাজ রজনীতে আমি পবিত্র সুগন্ধি অনুভব করে জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কিসের সুগন্ধি? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে চিরুনীকারিনী, তার স্বামী ও তার কন্যার সুগন্ধি। এই চিরুনীকারিনী ফেরাউনের কন্যার চিরুনী করছিল। এমন সময় চিরুনী তার হাত থেকে পড়ে গেল। সে বলল, ফেরাউন ধ্বংস হোক। ফেরাউনের কন্যা এই ধৃষ্টতা সম্পর্কে তার পিতাকে অবহিত করলে সে চিরুনীকারিনীকে হত্যা করল।

তিরমিযী, হাকেম, আবূ নয়ীম, ইবনে মরদুওয়াইহ ও বাযযার হযরত বুরায়দা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন - মে'রাজ রজনীতে জিবরাঈল বায়তুল-মোকাদ্দাসস্থিত পাথরের কাছে আসেন এবং তাতে অঙ্গুলি রেখে ছিদ্র করে দেন। অতঃপর সেই পাথরে বোরাক বেঁধে রাখেন।

বুখারী ও মুসলিম জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন - কোরায়শরা আমার মে'রাজের ঘটনা মিথ্যা বলে ঘোষণা করে। আমি তখন হাতীমে দণ্ডায়মান ছিলাম। আল্লাহতায়ালা আমার দৃষ্টির সামনে বায়তুল-মোকাদ্দাসকে পরিষ্কাররূপে তুলে ধরলেন। আমি দেখে দেখে বায়তুল-মোকাদ্দাসের চিহ্নসমূহ কোরায়শদেরকে বলতে লাগলাম।

ইবনে মরদুওয়াইহি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন - মে'রাজ রজনীতে আমি ঊর্ধ্ব জগতের কাছ দিয়ে গমন করার সময় জিবরাঈলকে দেখলাম যে, তিনি আল্লাহর ভয়ে সেই পুরাতন কম্বলের মত হয়ে যাচ্ছেন, যা উটের কোমরে লেগে থাকে।

আহমদ, ইবনে আবী শায়বা হযরত হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বোরাকের উপরই ছিলেন। অবশেষে তাঁর জন্যে আকাশের দ্বারসমূহ খোলা হয় এবং তিনি জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করেন। তাঁকে আখেরাতের ওয়াদা দেয়া হয়। এরপর তিনি ফিরে আসেন।

নাসায়ী, ইবনে জরীর, ইবনে মরদুওয়াইহি, বায়হাকী, হাকেম ও তিরমিযীও এই রেওয়ায়েতটি বর্ণনা করেছেন এবং একে ছহীহ্ বলেছেন। ইবনে মরদুওয়াইহির ভাষা এরূপ, আমি আকাশ ও পৃথিবীস্থিত সব কিছু প্রত্যক্ষ করলাম। হুযুর (সাঃ)-কে প্রশ্ন করা হল, এই বোরাক জন্তুটি কেমন? তিনি বললেন, দীর্ঘদেহী সাদা রঙের চতুষ্পদ জন্তু। সে চলার সময় দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে পা রাখে।

ইবনে মরদুওয়াইহি সামুরাহ্ ইবনে জুন্দুব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মে'রাজ রজনীতে আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে নদীতে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং প্রস্তর ভক্ষণ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কে? আমাকে বলা হল, সে হল সুদখোর।

ইবনে সা'দ হযরত সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- মে'রাজ রজনীতে আমি ঊর্ধ্বাকাশে তসবীহ শুনতে পাই। এতে আমার প্রাণ ধড়ফড় করতে থাকে। জিবরাঈল বললেন, মোহাম্মদ! সামনে চলুন। কোন ভয় করবেন না। আল্লাহর আরশে আপনার মোবারক নাম লিখিত আছে - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

ইবনে আবী হাতেম, তিবরানী, বাযযার, ইবনে মরদুওয়াইহি ও বায়হাকী হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমরা আরয করলাম- ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার মে'রাজ কিরূপে হল?

তিনি বললেন, আমি পাগড়ী পরিহিত অবস্থায় মক্কায় সাহাবীগণকে নিয়ে এশার নামায আদায় করলাম। অতঃপর জিবরাঈল আমার কাছে একটি সাদা চতুষ্পদ জন্তু নিয়ে এলেন, যা গাধা অপেক্ষা উঁচু এবং খচ্চর অপেক্ষা নিচু ছিল। জিবরাঈল বললেন, সওয়ার হয়ে যান। জন্তুটি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে শুরু করল। জিবরাঈল কান ধরে তাকে ঠিক করলেন এবং আমাকে সওয়ার করিয়ে দিলেন। সে আমাদেরকে উপরে নিয়ে যেতে লাগল। সে তার পা দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে রাখত। অবশেষে আমরা এক ভূখণ্ডে পৌছলাম, যেখানে খর্জুর বৃক্ষ ছিল। জিবরাঈল আমাকে নামিয়ে বললেন, নামায পড়ুন। আমি নামায পড়লাম এবং পুনরায় সওয়ার হলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়েলেন জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আপনি ইয়াসরিবে নামায পড়েছেন, আপনি তাইয়েবায় নামায পড়েছেন।

বোরাক আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা এক ভূখণ্ডে পৌছলাম। জিবরাঈল বললেন, নামুন। আমি নামলাম। তিনি বললেন, নামায পড়ুন। আমি নামায পড়লাম। আবার আমরা সওয়ার হলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন জানেন? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আপনি মূসাবৃক্ষের কাছে নামায পড়েছেন। এরপর আমরা এক অট্টালিকাময় স্থানে পৌছলাম। জিবরাঈল নেমে নামায পড়তে বললে আমি তাই করলাম এবং পুনরায় সওয়ার হলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি কোথায় নামায পড়েছেন জানেন? আমি বললাম, না। জিবরাঈল বললেন, আপনি বেথেলহামে নামায পড়েছেন। এখানে হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে চললেন এবং একটি শহরে দ্বিতীয় দরজা দিয়ে প্রবেশ করলেন। তিনি এক মসজিদের সামনে এসে সেখানে বোরাক বেঁধে দিলেন। আমরা মসজিদের সেই দরজা দিয়ে প্রবেশ করলাম, যেখানে সূর্য ও চন্দ্র ঢলে পড়ে। আমি মসজিদে যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা ছিল নামায পড়লাম। এ সময় আমার তীব্র পিপাসা হল– যেমনটি কোন দিন হয়নি। আমার কাছে দু'টি পাত্র আনা

হল। একটিতে দুধ ও অপরটিতে মধু ছিল। আমি উভয়টিকে সমান মনে করলাম। এরপর আল্লাহ পাক আমাকে তওফীক দিলেন। আমি দুধ বেছে নিলাম এবং তা পান করলাম। এমন কি আমার কপাল পাত্রে লেগে গেল। আমার সামনে এক বৃদ্ধ মিম্বরে ঠেস লাগিয়ে বসে ছিল। সে বলল, আপনার সঙ্গী স্বভাবধর্ম বেছে নিয়েছেন। তিনি মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করবেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে এক উপত্যকায় নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি শহর ছিল। হঠাৎ দোযখ আমার সামনে একটি বিছানো ফরশের ন্যায় প্রকাশ পেল।

রাবী বলেন, আমি হুযূর (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি দোযখকে কেমন দেখলেন? তিনি বললেন, ফুটন্ত ঝরণার মত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে ফিরে এলেন। আমরা কোরায়শদের একটি কাফেলার নিকট দিয়ে গমন করলাম, যা অমুক অমুক জায়গায় ছিল। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। অমুক ব্যক্তি সেটা খুঁজে আনে। আমি তাদেরকে সালাম করলে তারা বলাবলি করে, মোহাম্মদের কণ্ঠস্বর মনে হয়।

এরপর মক্কায় ভোর হওয়ার পূর্বেই আমি আমার সাহাবীদের মধ্যে ফিরে এলাম।

সকালে আবূ বকর ছিদ্দীক আমার কাছে এল এবং বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! রাতে আপনি কোথায় ছিলেন? সম্ভাব্য সকল স্থানেই আমি তালাশ করেছি। আমি বললাম, তোমাদের জানা উচিত যে, আজ রাতে আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে গিয়েছিলাম।

আবূ বকর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বায়তুল-মোকাদ্দাস তো এক মাসের দূরত্বে অবস্থিত। আপনি এর কিছু অবস্থা বর্ণনা করুন।

হুযূর (সাঃ) বললেন, আমার জন্যে রাস্তা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। আমি যেন সেটি দিব্যি দেখতে পাচ্ছি।

আবূ বকর আমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করল, আমি সব বলে দিলাম। অতঃপর আবূ বকর বলল, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

মুশরিকরা একথা শুনে বলল, ইবনে আবী কাবশার কাণ্ড শুনেছ? সে নাকি আজ রাতে বায়তুল-মোকাদ্দাস গিয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আমি যা বলছি তার প্রমাণ এই যে, অমুক অমুক স্থানে তোমাদের কাফেলার কাছ দিয়ে আমি গমন করেছি। তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল, যাকে অমুক ব্যক্তি খুঁজে আনে। তাদের শিবির অমুক অমুক স্থানে ছিল। তারা অমুক দিন তোমাদের কাছে পৌঁছবে। তাদের অগ্রে থাকবে একটি গোধূম রঙের উট, যার পিঠে থাকবে কাল

কম্বল ও দু'টি বস্তা। সেমতে হুযুর (সাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ীই কাফেলা মক্কায় ফিরে এল।

তিবরানী ও ইবনে মুরদুওয়াইহি হযরত সোহায়ব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করছেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর সামনে প্রথমে পানি ও শরাব এবং এর পরে দুধ পেশ করা হয়। তিনি দুধ বেছে নিলেন। জিবরাঈল বললেন, আপনি ভাল কাজ করেছেন- স্বভাবধর্ম বেছে নিয়েছেন। দুধ প্রতিটি প্রাণীর খাদ্য। আপনি শরাব বেছে নিলে আপনার উম্মত বিপথগামী হয়ে যেত। জিবরাঈল জাহান্নামের উপত্যকার দিকে ইশারা করে বললেন, আপনি এতে দাখিল হয়ে যেতেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জাহান্নামের দিকে তাকালেন। সেটা ছিল এক কুণ্ডলী বিশিষ্ট অগ্নিময়।

ইমাম আহমদ, আবূ নয়ীম ও ইবনে মুরদুওয়াইহি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) শবে মে'রাজে জান্নাতে গমন করেন। তিনি জান্নাতের এক পাশে একটি হালকা আওয়াজ শুনতে পান। তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিসের আওয়াজ? জিবরাঈল বললেন, এটা বেলাল মুয়াযযিনের কণ্ঠস্বর। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মে'রাজ থেকে ফিরে এসে ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন, বেলাল সাফল্য অর্জন করেছে। আমি তার জন্যে এমন সব মর্তবা দেখেছি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁকে "মারহাবা ইয়া নবী উম্মী" বলেন। হযরত মূসা (আঃ) দীর্ঘদেহী গোধূম রঙের ছিলেন। তাঁর মাথার কেশ কান পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল কিংবা কানের উপরে ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? জিবরাঈল বললেন, ইনি মূসা (আঃ)।

রসূলুল্লাহ (আঃ) সম্মুখে অগ্রসর হলে এক মহীয়ান ব্যক্তিত্বের সাথে তাঁর মোলাকাত হল। তিনি তাঁকে মারহাবা ও সালাম বললেন। তিনি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলেন, ইনি কে? জিবরাঈল বললেন, ইনি আপনার পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)।

হুযুর (সাঃ)-এর দৃষ্টি পড়ল দোযখের উপর। তিনি একদল মানুষকে মৃত ভক্ষণ করতে দেখে জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? তিনি বললেন, এরা সেইসব লোক, যারা মানুষের মাংস খায় (অর্থাৎ গীবত করে)। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একজন লাল রং এবং খুব বেশি নীল চোখা ব্যক্তিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? জিবরাঈল বললেন, সে হযরত ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রীর পা কর্তনকারী।

হুযূর (সাঃ) মসজিদে-আকসায় আগমন করে নামাযের জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই পয়গাম্বরগণ সকলেই তাঁর সাথে নামায পড়ার জন্যে সমবেত হয়ে গেলেন। নামাযান্তে তাঁর খেদমতে দু'টি পিয়ালা আনা হল একটি ডানদিক থেকে ও একটি বাম দিকে থেকে। একটিতে দুধ অপরটিতে মধু ছিল। হুযুর (সাঃ) দুধের পিয়ালা নিয়ে তা থেকে পান করলেন। পিয়ালা বাহক বললেন, আপনি স্বভাবধর্ম বেছে নিয়েছেন।

আহমদ, আবূ ইয়ালা ও ইবনে মরদুওয়াইহি ইকরামার তরিকায় হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-কে রাতারাতি বায়তুল মোকাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তিনি সে রাতেই মক্কায় ফিরে আসেন। তিনি কাফেরদের কাছে নিজের বায়তুল-মোকাদ্দাস যাওয়া, সেখানকার চিহ্নসমূহ এবং তাদের কাফেলার কথা বর্ণনা করলেন। কাফেররা বলল, আমরা মোহাম্মদের কথা সত্য বলে মেনে নিতে পারি না। সে ধর্মত্যাগ এবং কুফরের পথ বেছে নিয়েছে। আল্লাহতায়ালা আবূ জহলসহ এসব কাফেরের গর্দান কাটিয়েছেন।

কোরআন পাকে আছে -

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِيْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

আমি আপনাকে যা দেখিয়েছি, তা কেবল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যে।

বুখারীর রেওয়ায়েতে এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই 'রু'ইয়া (দেখা) হুবহু সেই প্রত্যক্ষকরণ, যা শ'বে-মে'রাজে নবী করীম (সাঃ) অর্জন করেন। বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন- শবে মে'রাজে আমি হযরত মূসা ইবনে এমরান (আঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করি। তিনি ছিলেন একজন দীর্ঘদেহী মানুষ। সানওয়া গোত্রের লোকদের মত কোঁকড়ানো চুল বিশিষ্ট। হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেখলাম। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের, সাদা ও লাল রঙবিশিষ্ট। তার চুল ছিল সোজা ও চাকচিক্যময়।

আল্লাহতায়ালা হযরত নবী করীমকে (সাঃ) যে সকল নিদর্শন প্রত্যক্ষ করান, সেগুলোর মধ্যে ছিল জাহান্নামের দারোগা মালেক ও দাজ্জালকে দেখা। অতএব এসব দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দেহ করা উচিত নয়।

فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَائِهِ

আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে কাতাদাহ বলেন যে, নবী করীম (সাঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন।

আহমদ, নাসায়ী, বাযযার, তিবরানী, বায়হাকী ও ইবনে মরদুওয়াইহি সায়ীদ ইবনে জুবায়রের তরিকায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন- শবে মে'রাজে আমি এক পবিত্র খোশবুর কাছ দিয়ে গেলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কিসের খোশবু? ফেরেশতারা বলল, এটা ফেরাউন তনয়ার কেশ বিন্যাসকারিনী ও তার সন্তানদের খোশবু। তার হাত থেকে চিরুনী পড়ে গেলে সে বিসমিল্লাহ বলেছিল। ফেরাউন-তনয়া বলল, আমার পিতা আল্লাহ। মহিলা বলল, আমার প্রতিপালক তিনি, যিনি আপনার ও আপনার পিতার প্রতিপালক। ফেরাউন-তনয়া বলল, তোমার প্রতিপালক কি আমার পিতা ছাড়া অন্য কেউ? মহিলা বলল, হাঁ। এরপর ফেরাউন মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, আমি ছাড়া তোর আরও প্রতিপালক আছে কি? সে বলল, হাঁ, আমার তোমার প্রতিপালক আল্লাহ।

ফেরাউন তামা নির্মিত একটি বড় পাত্রে তেল ভরে খুব গরম করার আদেশ দিল। এরপর আদেশ দিল যে, এই মহিলা ও তার সন্তানদেরকে এতে নিক্ষেপ করা হোক। তার লোকেরা এক একজন করে তাতে নিক্ষেপ করতে শুরু করল। অবশেষে মায়ের কোলের শিশুটিকেও নিক্ষেপ করার পালা এল। শিশু বলল, মা! এতে নেমে পড়, পিছপা হয়ো না। কেননা, তুমি সত্যের উপর আছ। কথিত আছে, চারটি দুগ্ধপোষ্য শিশু মায়ের কোলে কথা বলেছে, এক, এই শিশু, দুই ইউসূফ (আঃ)-এর পক্ষে সাক্ষ্যদাতা, তিন, জুরায়জের সঙ্গী এবং চার, হযরত ঈসা (আঃ)।

আহমদ, ইবনে আবী শায়বা, নাসায়ী, বাযযার, তিবরানী ও আবূ নয়ীম যুরারা ইবনে আওফার তরিকায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজের সকালে আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, মে'রাজের কথা প্রকাশ করলে মানুষ আমাকে মিথ্যাবাদী ঠাওরাবে। সেমতে আমি চিন্তিত মন নিয়ে একান্তে বসা ছিলাম। ইতিমধ্যে আবূ জহল সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় আমার কাছে এসে বসল এবং বিদ্রূপের ছলে বলতে লাগল, কোন ব্যাপার আছে না কি? আমি বললাম, হাঁ। আবূ জহল জিজ্ঞাসা করল, কি? আমি বললাম, আজ রাতে আমার মে'রাজ হয়েছে। আবূ জহল বিস্ময় সহকারে বলল, কতদূর যাওয়া হয়েছিল? আমি বললাম, বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত।

আবূ জহল বলল, চমৎকার! এরপর সকালেই তুমি আমাদের কাছে এসে গেলে? আমি বললাম, হাঁ।

এরপর আবূ জহল কথা না বাড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, যদি আমি তোমার কওমকে তোমার কাছে নিয়ে আসি, তবে তুমি তাদের কাছেও একথাই বলবে?

আমি বললাম, অবশ্যই।

আবূ জহল বনী লুয়াই ইবনে কা'বকে ডাক দিল। তারা দলে দলে আসতে লাগল। যখন সকলেই এসে গেল, তখন আবূ জহল বলল, তুমি আমার কাছে যা বলেছিলে, এখন পুনরায় সে সব কথা কওমের সামনে বর্ণনা কর।

নবী করীম (সাঃ) বললেন, আজ রাতে আমার মে'রাজ হয়েছে। লোকেরা বলল, কোন পর্যন্ত ? হুযূর (সাঃ) বললেন, বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত। লোকেরা বলল, এরপর আপনি সকালেই আমাদের মধ্যে আছেন ? তিনি বললেন, হাঁ।

রাবী বর্ণনা করেন, কিছু লোক হাতের উপর হাত রেখে বিস্ময় প্রকাশ করছিল এবং কিছু লোক অবাক হয়ে মাথায় হাত রেখেছিল। অতঃপর তারা বলল, আপনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের অবস্থা বর্ণনা করতে পারেন কি? তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও ছিল, যারা পূর্বে বায়তুল মোকাদ্দাসের সফর করেছিল। তারা সেখানকার অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল। হুযুর (সাঃ) বলেন, আমি তাদের কাছে বায়তুল-মোকাদ্দাসের অবস্থা বর্ণনা করতে লাগলাম। কিছু বিষয় আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল। একারণে মসজিদ আমার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল। আমি স্বচক্ষে দেখে দেখে বর্ণনা করতে লাগলাম। উপস্থিত লোকেরা আমার বর্ণনা শুনে মন্তব্য করল, মানচিত্র ও অবস্থা তো সঠিক বর্ণিত হয়েছে।

ইবনে মরদুওয়াইহি আহমদ ও ইবনে আবী শায়বা থেকে এবং তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করলে তিনি বললেন, মোহাম্মদ! আপনার উম্মতকে অবগত করুন যে, জান্নাত সমতল ভূমি এবং এর বৃক্ষ হচ্ছে সোবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, শবে মেরাজে নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক পয়গাম্বরের কাছ দিয়ে গমন করেছিলেন। তাদের সাথে তাদের অনুসারীদের দলও ছিল। কতক পয়গাম্বরের সাথে কেউ ছিল না। অবশেষে একটি বিরাট দল দেখতে পেয়ে নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এরা কারা? জিবরাঈল বললেন, এরা মূসা (আঃ)-এর উম্মত। কিন্তু আপনি উপরে মাথা তুলে দেখুন। নবী করীম (সাঃ) একটি আযীমুশ শান দল দেখতে পেলেন, যারা দিগন্তের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জিবরাঈল বললেন, এরা আপনার উম্মত। এদের ছাড়া আপনার উম্মতের আরও সত্তর হাজার দল রয়েছে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মেরাজে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মূসার (আঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করেন। তিনি তখন স্বীয় কবরে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন।

ইমাম আহমদ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মে'রাজে আল্লাহতায়ালা তাঁর নবীর উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করেন। পরে তাঁর আবেদনে সাড়া দিয়ে পাঁচ নামায করে দেয়া হয়।

তিবরানী আরও রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমি সিদরাতুল-মুনতাহা পর্যন্ত পৌঁছি। এর বড়ই মটকার মত বৃহদাকার ছিল।

তিবরানী আওসাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) স্বীয় প্রতিপালককে দু'বার দেখেছেন। একবার আপন চর্মচক্ষু দিয়ে এবং দ্বিতীয়বার অন্তশ্চক্ষু দিয়ে।

ইকরামা বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, রসূলে করীম (সাঃ) আপন প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি বললেন, হাঁ। মূসা (আঃ)-কে বাক্যালাপ, ইবরাহীম (সাঃ)কে বন্ধুত্ব এবং নবী করীম (সাঃ)-কে দীদার (দর্শন) দান করা হয়েছে।

এ রেওয়ায়েতটি ইমাম বায়হাকীও "কিতাবুর-রুইয়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে—

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى

আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) আল্লাহ তায়ালাকে দু'বার অন্তর দ্বারা দেখেছেন।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মেরাজে আল্লাহতায়ালা আমাকে ইয়াজুজ মাজুজের কাছে প্রেরণ করেন। আমি তাদেরকে আল্লাহর দীন ও এবাদতের প্রতি আহবান করলাম। তারা কবুল করতে অস্বীকার করল। আদম (আঃ)-এর নাফরমান সন্তানরা এবং শয়তানের বংশধর এই ইয়াজুজ-মাজুজের সাথে দোযখে প্রবেশ করবে।

তিবরানী "আওসাতে" হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আকাশে নিয়ে গিয়ে আযান সম্পর্কে ওহী করা হয়। তিনি নিচে আগমন করলে পর জিবরাঈল তাঁকে আযান শিক্ষা দেন।

আবূ দাউদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নামায পঞ্চাশ, জানাবতের গোসল সাতবার এবং প্রস্রাব ইত্যাদি থেকে কাপড় চোপড় সাতবার ধোয়ার বিধান ছিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) একের পর এক

আবেদন করতে থাকলে নামায পাঁচ, জানাবতের গোসল একবার, কাপড় ধোয়ার বিধান একবার হয়ে গেল।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) হিজরতের এক বছর পূর্বে রবিউল আউয়ালের ১৭ তারিখের রাত্রিতে মে'রাজে গমন করেন।

বায়হাকী ইবনে শেহাব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনায় হিজরত করার এক বছর পূর্বে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। বায়হাকী ওরওয়া থেকেও এরূপ রেওয়ায়েত করেছেন।

মুসলিম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মে'রাজে নবী করীম (সাঃ)-কে সিদরাতুল-মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। পৃথিবী থেকে যে সকল বস্তু অথবা রুহ উপরে আরোহণ করে, সেগুলো এখানে পৌঁছে থেমে যায়। অনুরূপভাবে উর্ধ্ব জগৎ থেকে নিম্নে আগমনকারী সব কিছু এখানে এসে থেমে যায়। এরপর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লাহ্ বলেন, "যখন সিদরাতুল-মুনতাহাকে আচ্ছন্নকারী বস্তুসমূহ আচ্ছন্ন করে নেয়"। ইবনে মসউদ বলেন, অর্থাৎ স্বর্ণের প্রজাপতি। এখানে রসূলে আকরাম (সাঃ)-কে তিনটি বিষয় দান করা হয়- পাঁচ নামায, সূরা বাকারার শেষ আয়াতসমূহ এবং উম্মতের শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ভয়াবহ গোনাহ থেকেও ক্ষমা করা।

আবূ নয়ীম, ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জিবরাঈল আমার কাছে একটি চতুষ্পদ জন্তু আনলেন, যা গাধা অপেক্ষা উঁচু এবং খচ্চর অপেক্ষা নিচু ছিল। আমাকে তাতে সওয়ার করানো হল। সে আমাদেরকে নিয়ে আকাশ পানে রওয়ানা হয়ে গেল। সে যখন উপর দিকে আরোহণ করত, তখন তার উভয় পা হাতের বরাবর হয়ে যেত। অবশেষে আমরা একজন দীর্ঘদেহী ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। তাঁর মাথার কেশ ঝুলন্ত ছিল এবং রঙ ছিল গোধূম; যেন শানওয়া গোত্রের লোক।

আমরা দ্রুত তাঁর কাছে পৌঁছলাম এবং সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাঈল! আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, আহমদ (সাঃ)।

লোকটি বললেন, নবী উম্মী আরবীকে মারহাবা, যিনি স্বীয় প্রতিপালকের নির্দেশাবলী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং উম্মতের কল্যাণ সাধন করেছেন। এরপর আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। আমি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলাম, এই ব্যক্তি কে? তিনি জওয়াব দিলেন, হযরত মূসা (আঃ)। আমি বললাম, তিনি কার উপর রাগ করছিলেন?

জিবরাঈল বললেন, আপন প্রতিপালকের উপর। আমি বললাম, প্রতিপালকের উপর রাগতস্বরে কথা বলছিলেন! জিবরাঈল বললেন, আল্লাহতায়ালা তাঁর কড়া মেযাজ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

এরপর আমরা এক বৃক্ষের কাছ দিয়ে গেলাম। এর ফল ছিল প্রদীপের মত। এর নিচে একজন সুশ্রী বুযুর্গ ও তাঁর পরিজন ছিল। জিবরাঈল বললেন, আপনি আপনার পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছে চলুন। আমরা তাঁর কাছে গেলাম এবং সালাম করলাম। তিনি বললেন, জিবরাঈল! আপনার সঙ্গে কে? তিনি জওয়াব দিলেন, ইনি আপনার সন্তান আহমদ (সাঃ)।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, নবী উম্মী মারহাবা। তিনি প্রতিপালকের নির্দেশাবলী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং উম্মতের কল্যাণ সাধন করেছেন। বৎস! তুমি আজ রাতে তোমার প্রতিপালকের সঙ্গে মোলাকাত করবে। তোমার উম্মত সর্বশ্রেষ্ঠ ও দুর্বলতম উম্মত। সম্ভব হলে তুমি তোমার সকল আবেদন-নিবেদন অথবা মুখ্য আবেদন উম্মত সম্পর্কেই করো।

এরপর আমরা রওয়ানা হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস পৌঁছলাম। আমি মসজিদের দরজায় অবস্থিত বৃত্তের সাথে বোরাককে বেঁধে দিলাম। পয়গাম্বরগণ এই বৃত্তের সাথেই আপন আপন সওয়ারী বাঁধতেন। এরপর আমি মসজিদে প্রবেশ করে পয়গাম্বরগণকে চিনতে পারলাম। তাঁরা দণ্ডায়মান, রুকূ ও সিজদার অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর আমার কাছে দুধ ও মধুর দু'টি পিয়ালা আনা হল। আমি দুধ গ্রহণ করে তা পান করলাম। জিবরাঈল আমার কাঁধে হাত মেরে বললেন, আপনি স্বভাবধর্ম গ্রহণ করেছেন। এরপর নামাযের একামত হল এবং সকলের ইমামতি করলাম।

আহমদ, হাকেম, ইবনে মাজা ও সায়ীদ ইবনে মনছুর হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমি হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর সাথে মোলাকাত করেছি। তাঁরা পরস্পরে কিয়ামতের আলোচনা করলেন এবং অবশেষে এ প্রসঙ্গটি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি ন্যস্ত করলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। এরপর তাঁরা বিষয়টি হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ন্যস্ত করলেন। তিনিও নিজের অজ্ঞানতা ব্যক্ত করলেন। অতঃপর বিষয়টি হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ন্যস্ত হল। তিনি বললেন, কিয়ামত কবে হবে, এ সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তবে আমার প্রতিপালক আমাকে যা জ্ঞাত করেছেন, তা এই যে, দাজ্জাল আবির্ভূত হবে। তখন আমার কাছে দু'টি তরবারি থাকবে। সে যখন আমাকে দেখবে, তখন রাঙ-এর মত দ্রবীভূত হয়ে যাবে। আমাকে দেখার পর আল্লাহপাক তাকে ধ্বংস করে দিবেন। তখন প্রত্যেক পাথর ও বৃক্ষ বলবে- হে মুসলমান! আমার নিচে কাফের রয়েছে। তুমি এসে তাকে হত্যা

কর। এরপর সকলেই আপন আপন শহরে ও দেশে ফিরে যাবে। তখন ইয়াজুজ-মাজুজ আত্মপ্রকাশ করবে। তারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি থেকে নেমে আসবে। তারা সকল শহর-বন্দরকে পদদলিত করবে। যে বস্তুর কাছ দিয়ে গমন করবে, তাকে উজাড় করে দিবে এবং যে পানির কাছ দিয়ে যাবে, তা পান করে ফেলবে। এরপর মানুষ আমার কাছে ফিরে আসবে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের অত্যাচারের কাহিনী বলবে। আমি আল্লাহতায়ালার দরবারে ইয়াজুজ-মাজুজের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করব। আল্লাহ তাদেরকে নাস্তনাবুদ করে দিবেন। এমন কি, শবের গলিত দেহের দুর্গন্ধে সমগ্র পৃথিবী দুষিত হয়ে যাবে। এরপর আল্লাহতায়ালা বৃষ্টিবর্ষণ করবেন। বৃষ্টির পানি তাদের দেহাবশেষ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে এবং সমুদ্রে ফেলে দিবে। আমার প্রতিপালক আমাকে বিশেষভাবে যা বলেছেন, তা এই যে, যখন এই পরিস্থিতি হবে, তখন কিয়ামত দশ মাসের গর্ভবতী নারীর মত হবে। মানুষ জানবে না যে, তার প্রসব দিনে হবে, না রাতে?

বাযযার, আবূ ইয়ালা, হারেছ ইবনে ওসাকা, তিবরানী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন - আমার কাছে বোরাক আনা হলে আমি সওয়ার হলাম। কোন পাহাড়ের উপর এলে বোরাকের পদদ্বয় উঁচু হয়ে যেত। বোরাক আমাদেরকে এমন এক ভূখণ্ডে নিয়ে গেল, যা ভয়ংকর ও দুর্গন্ধযুক্ত ছিল। এরপরেই সে এক প্রশস্ত ও পবিত্র ভূখণ্ডে পৌঁছে গেল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, সেই দুর্গন্ধযুক্ত ভূখণ্ড ছিল দোযখের অংশ, আর এটা জান্নাতের অংশ। আমি এক ব্যক্তির কাছে এলাম। সে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। সে বলল, জিবরাঈল! আপনার সাথে এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, ইনি আপনার ভাই মোহাম্মদ (সাঃ)। লোকটি আমাকে মারহাবা বললেন এবং কল্যাণের দোয়া করলেন, অতঃপর বললেন, প্রতিপালকের কাছে আপন উম্মতের জন্যে সহজকরণের আবেদন করুন। আমি জিজ্ঞাসা কবলাম, জিবরাইল! এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আপনার ভাই ঈসা (আঃ)।

এরপর আমরা চললাম এবং একটি ক্রুদ্ধ অবস্থার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। পরক্ষণেই আমরা এক ব্যক্তির কাছে এলাম। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, জিবরাঈল! আপনার সাথে এই ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, আপনার ভাই মোহাম্মদ (সাঃ)। তিনি আমাকে সালাম ও বরকতের দোয়া করার পর বললেন, আপন উম্মতের জন্যে সহজকরণের আবেদন করুন। আমি জিবরাঈলকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, ইনি আপনার ভাই মূসা (আঃ)। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কার প্রতি ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন? উত্তর হল, আপন প্রতিপালকের প্রতি। আমি বললাম, এটা কিরূপে সম্ভব? জিবরাঈল বললেন, আল্লাহতায়ালা তাঁর কঠোর মেযায সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন।

আমরা আবার রওয়ানা হলে প্রদীপ ও আলো দেখলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি? জিবরাঈল বললেন, এটা আপনার পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বৃক্ষ। এর কাছে যান। আমি কাছে গেলে তিনি আমাকে মারহাবা বললেন এবং বরকতের দোয়া করলেন।

এরপর আমরা রওয়ানা হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌছলাম। আমি বোরাককে সেই বৃত্তের সাথে বেঁধে দিলাম, যার সাথে পয়গাম্বরগণ স্ব স্ব সওয়ারী বাঁধতেন। এরপর মসজিদে প্রবেশ করলাম। মসজিদে সকল পয়গাম্বরই সমবেত ছিলেন যাঁদের নাম আল্লাহতায়ালা উচ্চারণ করেছেন এবং যাঁদের নাম উচ্চারণ করেননি। তিনজন অর্থাৎ হযরতই ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) ছাড়া আমি সকলেরই নামাযে ইমামতি করলাম।

তিরমিযী ও ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমার হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে মোলাকাত হয়েছে। তিনি আমাকে বললেন, মোহাম্মদ, আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলুন এবং তাদেরকে অবগত করুন যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র এবং পানি মিষ্ট। জান্নাত পরিচ্ছন্ন ও সমতল। এর বৃক্ষ হচ্ছে সোবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) لَقَدْ رَاٰى نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-কে আসল রূপে দেখেছেন। তাঁর ছয়শ' বাহু ছিল। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে তিনি আরও রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন- আমি জিবরাঈলকে সিদরাতুল-মুনতাহার কাছে দেখেছি। তাঁর ছয় শ' বাহু ছিল এবং তাঁর পাখা থেকে বিভিন্ন রঙের মোতি ও ইয়াকূত ঝরে পড়ছিল।

ইমাম বুখারীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবুজ বৃক্ষ দেখেছেন, যা দিগন্তকে ঘিরে রেখেছিল।

বাযযার, ইবনে কানে ও ইবনে আদী আবদুল্লাহ ইবনে আসআদ ইবনে যুরারাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমি মোতির একটি প্রাসাদ পর্যন্ত পৌছলাম। এর স্বর্ণের ফরশ নূরে ঝলমল করছিল। আমাকে তিনটি বস্তু দান করা হয় - আপনি সাইয়্যিদুল-মুরসালিন, ইমামুল-মুত্তাকীন এবং قائد غر المحجلين

আবূ নয়ীম মোহাম্মদ ইবনে হানাফিয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) শবে মে'রাজে আকাশের এক জায়গায় পৌঁছে থেমে যান। আল্লাহতায়ালা একজন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। ফেরেশতা এসে এক জায়গায় দাঁড়াল, যেখানে ইতিপূর্বে সে কখনও দাঁড়ায়নি। ফেরেশতাকে বলা হল, তাঁকে আযান শিক্ষা দাও। ফেরেশতা আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বলল। আল্লাহতায়ালা বললেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি আল্লাহ আকবার। ফেরেশতা বলল, আশহাদু আল্লাহু ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহতায়ালা বললেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। ফেরেশতা বলল, আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি তাঁকে রসূল করেছি। আমি তাঁকে মনোনীত করেছি। আমি তাঁকে আমীন তথা বিশ্বস্ত করেছি। ফেরেশতা বলল, হাইয়া আলাছ ছালাত। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমার ফরযের দাওয়াত দিয়েছে। এখন যে সওয়াবের নিয়তে নামায পড়বে, নামায তার জন্যে সকল গোনাহের কাফফারা হবে। ফেরেশতা বলল, হাইয়া আলাল ফালাহ্। আল্লাহ বললেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আমি আমার ফরয, তার সংখ্যা ও তার সময় নির্ধারণ করেছি। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলা হল, সম্মুখে অগ্রসর হোন। তিনি অগ্রসর হলেন এবং আকাশের বাসিন্দাদের ইমামতি করলেন। এভাবে সকল উম্মতের উপর তাঁর গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হল।

ইবনে মরদুওয়াইহি যায়দ ইবনে আলী থেকে এবং তিনি আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শবে মে'রাজে আযান শিক্ষা দেয়া হয় এবং তাঁর উপর নামায ফরয করা হয়।

ইমাম আহমদ ওবায়দ ইবনে আদম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ওমর (রাঃ) যখন জাবিয়া নামক স্থানে ছিলেন, তখন বায়তুল-মোকাদ্দাস জয় করার কথা উঠলে তিনি কা'বে আহবারকে বললেন, তোমার মতে কোথায় নামায পড়া উত্তম হবে? কা'ব বললেন, ছখরার পিছনে নামায পড়ুন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, না; বরং আমি সেই জায়গায় নামায পড়ব, যেখানে রসূলে করীম (সাঃ) নামায পড়েছেন। অতঃপর তিনি কেবলার দিকে অগ্রসর হয়ে নামায পড়লেন।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) শবে মে'রাজে দোযখের দারোগা মালেককে দেখেছেন। তার চোখে মুখে কঠোরতা ছিল এবং তার মুখমণ্ডলে ক্রোধের চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- শবে মে'রাজে আমি মসজিদের সম্মুখভাগে নামায পড়ি। এরপর ছখরার দিকে অগ্রসর হই। সেখানে একজন ফেরেশতা দণ্ডায়মান ছিল। তার কাছে

তিনটি পাত্র ছিল। আমি মধুর পাত্র নিয়ে কিছু পান করলাম। এরপর দ্বিতীয় পাত্র নিয়ে তৃপ্ত হয়ে পান করলাম। সেটা ছিল দুধের পাত্র। ফেরেশতা বললঃ এই পাত্র থেকেও কিছু পান করুন। এতে শরাব রয়েছে। আমি বললামঃ না, আমি তৃপ্ত হয়ে গেছি। ফেরেশতা বললঃ যদি আপনি এ থেকেও পান করতেন, তবে আপনার উম্মত কখনও স্বভাবধর্মের উপর সংঘবদ্ধ হত না। এরপর আমাকে আকাশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল এবং আমার উপর নামায ফরয করা হল। এরপর আমি খাদিজার কাছে ফিরে এলাম। তিনি তখনও পার্শ্ব পর্যন্ত পরিবর্তন করেননি।

আহমদ, বোখারী, মুসলিম ও ইবনে জরীর হযরত মালেক ইবনে ছা'ছায়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে নবী করীম (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামের কাছে মে'রাজের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ আমি হাতীমে শায়িত ছিলাম। আমার কাছে এক আগন্তুক এসে তার সঙ্গীকে বললঃ তিনজনের মধ্যের জন। অতঃপর সে আমার কাছে এল এবং বক্ষের অগ্রভাগ থেকে চুল পর্যন্ত বিদীর্ণ করল। আমার হৃদপিণ্ড বের করা হল অতঃপর ঈমান ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ একটি পাত্র এনে তাতে হৃদপিণ্ড ধৌত করল এবং ঈমান ও হেকমত দিয়ে তা পরিপূর্ণ করে দিল। এরপর অন্তরকে যথাস্থানে স্থাপন করল।

এরপর আমার কাছে খচ্চর অপেক্ষা নিচু ও গাধা অপেক্ষা উঁচু একটি জন্তু আনা হল। জন্তুটি তার দৃষ্টি সীমায় পা ফেলে চলত। আমাকে তাতে সওয়ার করানো হল। অতঃপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং দুনিয়ার আকাশে পৌঁছলেন। দরজা খুলতে বললে প্রশ্ন করা হলঃ কে? উত্তর হলঃ জিবরাঈল। প্রশ্ন করল, আপনার সঙ্গে কে? তিনি বললেন, মোহাম্মদ (সাঃ)। ফেরেশতা প্রশ্ন করল, তাঁকে ডাকা হয়েছে কি? উত্তর হল, হাঁ। ফেরেশতা বলল, মারহাবা, আপনার আগমন শুভ হোক। এরপর দরজা খুলে দিল। আমি উপরে পৌঁছে হযরত আদম (আঃ)-কে দেখলাম। জিবরাঈল বললেন, ইনি আপনার পিতা আদম (আঃ)। তাঁকে সালাম করুন। আমি সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিয়ে বললেন, মহান পুত্র ও নবীকে মারহাবা।

এরপর জিবরাঈল উপরে আরোহণ করে দ্বিতীয় আকাশে এলেন এবং দরজা খুলতে বললে উপরোক্ত রূপ প্রশ্ন ও উত্তর সমাপ্ত হয়। এখানে আমি হযরত ইয়াহইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-কে দেখলাম। তাঁরা একে অপরের খালাত ভাই। জিবরাঈল বললেনঃ ইনারা হচ্ছেন হযরত ইয়াহইয়া ও ঈসা (আঃ)। আপনি তাদেরকে সালাম করুন। আমি সালাম করলে তাঁরা জওয়াব দিয়ে বললেনঃ মহান ভাই ও সৎ নবীকে মারহাবা।

এরপর জিবরাঈল উপরে আরোহণ করে তৃতীয় আকাশে পৌঁছলেন। এখানেও দরজা খুলতে বললে পূর্ববৎ সওয়াল ও জওয়াব সমাপ্ত হল। এখানে আমি হযরত

ইউসূফ (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিয়ে বললেনঃ ভাই ও নবীকে মারহাবা।

এরপর জিবরাঈল উপরে উঠে চতুর্থ আকাশে পৌঁছলেন। এখানে আনুষ্ঠানিককতা শেষে আমি ইদ্রিস (আঃ)-কে দেখলাম। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি বললেন ঃ ভাই ও নবীকে মারহাবা।

এরপর পঞ্চম আকাশের আনুষ্ঠানিকতা শেষে সেখানে হযরত হারুন (আঃ)-এর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনিও যথারীতি আমাকে সাধুবাদ জানালেন।

এরপর ষষ্ঠ আকাশের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি যথা নিয়মে আমাকে মারহাবা বললেন। আমরা যখন সেখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হলাম, তখন মূসা (আঃ) ক্রন্দন করতে লাগলেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এই যুবক আমার পরে প্রেরিত হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও আমার উম্মতের চেয়ে বেশি তাঁর উম্মত জান্নাতে যাবে। এটাই আমার কান্নার কারণ।

এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে সপ্তম আকাশে গেলেন। এখানে পূর্ববৎ সওয়াল-জওয়াব ও মারহাবা পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে দেখতে পেলাম। জিবরাঈল তাঁকে সালাম করতে বললে আমি সালাম করলাম। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেনঃ মারহাবা নেক সন্তান ও নেক নবী।

এরপর আমাকে সিদরাতুল-মুনতাহায় পৌঁছানো হল। এই বৃক্ষের ফল হিজরের মটকার মত বড় ছিল এবং এর পাতা হাতীর কানের মত বৃহৎ ছিল। জিবরাঈল বললেনঃএটা সিদরাতুল-মুনতাহা। আমি সেখানে চারটি নদী দেখলাম- দু'টি বাহ্যিক ও দু'টি আভ্যন্তরীণ। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জিবরাইল! এগুলো কেমন নদী ? তিনি বললেন, অভ্যন্তরীণ নদীগুলো জান্নাতে প্রবাহিত হচ্ছে, আর বাহ্যিক নদীগুলো হচ্ছে নীল ও ফোরাত।

এরপর আমাকে বায়তুল-মামূর পর্যন্ত উঠানো হল, কাতাদাহ বর্ণনা করেন যে, হাসান আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর মধ্যস্থতায় নবী করীম (সাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বায়তুল-মামূর দেখেছেন। এতে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে, এরপর তারা কখনও এতে ফিরে আসে না। কতাদাহ এরপর হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) বলেছেন- অতঃপর আমার কাছে একপাত্রে শরাব, এক পাত্রে দুধ এবং একপাত্রে মধু আনা হল। আমি দুধের পাত্র নিলাম। এক ফেরেশতা আমাকে বলল, এটা সেই স্বভাবধর্ম, যার উপর আপনি এবং আপনার উম্মত কায়েম আছে। এরপর আমার উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করা হল।

আমি সেখান থেকে নেমে হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার প্রতিপালক আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম, প্রত্যহ পঞ্চাশ নামায ফরয করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আপনার উম্মত এই আদেশ পালন করতে সক্ষম হবে না। আমি বনী-ইসরাঈলকে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি অতএব আপনি প্রতিপালকের কাছে যেয়ে উম্মতের জন্যে সহজ করণের আবেদন করুন। সে মতে আমি তাই করলাম। ফলে দশ নামায হ্রাস করা হল, এরপর আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম এবং দশ নামায হ্রাস করার কথা বললাম। তিনি বললেন, প্রতিপালকের কাছে যেয়ে সহজকরণের আবেদন করুন। আমি আবার গেলাম। ফলে আরও দশ নামায হ্রাস করা হল। পুনরায় মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে এ কথা বললে তিনি বললেন, আবার প্রতিপালকের কাছে যেয়ে সহজকরণের আবেদন করুন।

হুযূর (সাঃ) বলেন, আমি এমনিভাবে কয়েকবার আসা যাওয়া করার ফলশ্রুতিতে আমাকে প্রত্যহ পাঁচ নামাযের আদেশ দেওয়া হল। মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে একথা বললে তিনি বললেন, আপনার উম্মত প্রত্যহ পাঁচ নামাযও পড়তে সক্ষম হবে না। আমি বনী-ইসরাঈলকে পরীক্ষা করে দেখেছি। অতএব, আবার প্রতিপালকের কাছে যান এবং সহজকরণের আবেদন করুন। আমি বললামঃ বারবার আবেদন করার কারণে এখন আমি লজ্জাবোধ করছি। তাই আমি এ আদেশ মেনে নিতে রাযী। এমন সময় এক ঘোষণা শুনলাম– আমি আমার ফরযকে কার্যকর করে দিয়েছি এবং বান্দাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছি।

ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত আবূ আইউব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মে'রাজে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাছ দিয়ে গমন করলে তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মতকে আদেশ করুন, যাতে তারা জান্নাতে প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করে। কেননা, জান্নাতের মাটি উর্বর এবং এর ভূমি সুবিস্তৃত। নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, জান্নাতের বৃক্ষ কি? তিনি বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ।

তিবরানী, ইবনে আবী কানে ও ইবনে মরদুওয়াইহি আবুল হামরা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– আমি সপ্তম আকাশে পৌঁছে দেখলাম আরশের ডান পায়ায় লিখিত আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

বোখারী, মুসলিম, ইউনুস ও যুহরী আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবূ যর (রাঃ) বলতেন নবী করীম (সাঃ) বলেছেন– আমার গৃহের ছাদ খোলা হল। জিবরাঈল নামলেন। তিনি আমার বক্ষ বিদীর্ণ করে

যমযমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন। এরপর ঈমান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি সোনার পাত্র এনে আমার বুকে ঢেলে দিলেন। এরপর বক্ষ বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর আমার হাত ধরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে আকাশে চলে গেলেন। আকাশে পৌঁছে তিনি আকাশের চাবি বাহককে দরজা খুলতে বললেন। সে জিজ্ঞাসা করল, কে? তিনি জওয়াব দিলেন, জিবরাঈল।

প্রশ্ন হল, আপনার সঙ্গে আরও কেউ আছেন কি?

উত্তর হল , হাঁ, আমার সঙ্গে মোহাম্মদ (সাঃ) আছেন।

প্রশ্ন হল , তিনি কি আহূত হয়েছেন?

উত্তর হল, হাঁ।

এরপর দরজা খোলা হল। এই আকাশে আমরা এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার ডান দিকেও রুহের ঝাঁক ছিল এবং বাম দিকেও। তিনি ডান দিকে তাকিয়ে হাসতেন এবং বামদিকে তাকিয়ে ক্রন্দন করতেন। তিনি আমাকে দেখে মারহাবা মহান পুত্র ও নবী বললেন।

আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি আদম (আঃ)। তাঁর ডান ও বাম দিকে যারা রয়েছে, তারা তাঁর আওলাদ। ডানদিকে যারা, তারা জান্নাতী, আর বাম দিকে যারা, তারা দোযখী। তাই তিনি ডান দিকে তাকিয়ে হাসেন এবং বাম দিকে তাকিয়ে কাঁদেন।

এরপর জিবরাঈল আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে পৌঁছলেন এবং এর দারোগাকে দরজা খুলতে বললেন। তিনিও পূর্বোক্ত চাবি বাহকের পন্থায় সওয়াল ও জওয়াব করার পর দরজা খুলে দিলেন।

হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আকাশসমূহে হযরত আদম, ইদরীস, ঈসা, মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাথে মোলাকাত করেছেন। কিন্তু এ কথা বলেন নি যে, কার সাথে কোন্ আকাশে মোলাকাত হয়েছে। ইবনে শেহাব যুহরীর কাছে ইবনে হযম এবং তাঁর কাছে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবূ হাব্বা আনছারী বর্ণনা করতেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– এরপর আমাকে এক উঁচু সমতল ভূমিতে আরোহণ করানো হয়। সেখানে আমি কলমের আওয়াজ শুনেছি। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– এরপর আল্লাহ তায়ালা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করেন। আমি ফিরে মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ আল্লাহ তায়ালা আপনার উম্মতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি পঞ্চাশ নামাযের কথা বললে তিনি বললেন, আপনি প্রতিপালকের কাছে যান। কারণ, আপনার উম্মতের মধ্যে এতটুকু শক্তি নেই। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ

বললেন, এই পাঁচ নামায দেয়া হল, যা (সওয়াবে) পঞ্চাশ নামাযের সমান। আমার কথায় কোন পরিবর্তন হয় না। হুযূর (সাঃ) বলেন, আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি আমাকে আবার যেতে বললেন। আমি বললাম, আমি প্রতিপালকের কাছে যেতে লজ্জাবোধ করি। এরপর আমাকে সিদরাতুল-মুনাতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। এর উপর এমন রঙের প্রাধান্য ছিল, যা হৃদয়ঙ্গম করতে আমি অক্ষম হলাম। এরপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল। তাতে মোতির গম্বুজ ছিল এবং তার মাটি ছিল মেশক।

ইমাম সুয়ূতী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ যাওয়ায়েদুল মসনদে এবং ইবনে মরদুওয়াইহি ও ইবনে আসাকির ইউনুস, যুহরী ও আনাসের তরিকায় উবাই ইবনে কা'ব থেকে হুবহু এমনিভাবে রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। এ কারণে আলেমগণের একটি দল এই রেওয়ায়েতকে মসনদে উবাই ইবনে কা'বের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইবনে হজর আসকালানী বলেন, এই রেওয়ায়েতে বিকৃতি হয়ে গেছে। আসলে এটি আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। কোন কপি থেকে "যর" শব্দটি বাদ পড়েছে। তাই ভুলক্রমে একে মসনদে উবাই ইবনে কা'বের মধ্যে শামিল করা হয়েছে।

মুসলিম হযরত আবূ যর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি প্রতিপালককে দেখেছেন? তিনি জওয়াব দিলেন, তিনি তো আপাদমস্তক নূর। তাঁকে কিরূপে দেখতে পারি?

আবূ নয়ীম, আবূ হারুন আবদীর তরিকায় আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি এশার সময়ে মসজিদে হারামে নিদ্রিত ছিলাম। জনৈক আগন্তুক এসে আমাকে জাগ্রত করল। আমি একটি কাল্পনিক আকার অনুভব করলাম। আমি চারদিকে দৃষ্টিপাত করে মসজিদের বাইরে এলাম। অতঃপর আমি সওয়ারীর জন্যে একটি জন্তু দেখলাম, যা তোমাদের খচ্চরদের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল ছিল। তার কর্ণদ্বয় এক নাগাড়ে নড়াচড়া করছিল। একে বোরাক বলা হয়। আমার পূর্বে পয়গাম্বরগণ এতে সওয়ার হতেন। সে আপন দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে পা ফেলে চলত। আমি এতে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ ডানদিক কেউ আমাকে ডেকে বলল, মোহাম্মদ! আমার দিকে তাকান, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আমি তার প্রতি কর্ণপাত করলাম না। এরপর বাম দিক থেকে কে জানি আওয়াজ দিল, মোহাম্মদ! আমার দিকে দেখুন। আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমি তার প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করলাম না। এরপর বোরাকে চড়ে যেতে যেতে এক নারীর উপর দৃষ্টি পতিত হল। তার উন্মুক্ত কবজিদ্বয়ে দুনিয়ার যাবতীয় সাজসজ্জা ছিল। সে-ও বলল, মোহাম্মদ, আমার দিকে দেখুন। আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা

করতে চাই। আমি তার প্রতিও মনোযোগ দিলাম না। অবশেষে আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌঁছলাম। পয়গাম্বরগণ আপন আপন সওয়ারী যে বৃত্তের সাথে বাঁধতেন, আমি আমার বোরাককে তার সাথে বেঁধে দিলাম। জিবরাঈল আমার কাছে দু'টি পাত্র আনলেন। একটিতে শরাব ও অপরটিতে দুধ ছিল। আমি দুধ পান করলাম এবং শরাব প্রত্যাখ্যান করলাম। জিবরাঈল বললেন, আপনি স্বভাবধর্ম অবলম্বন করেছেন। আমি বললাম, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।

জিবরাইল জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি সফরে কি কি দেখলেন? আমি বললাম, আমার চলার পথে এক আহ্বানকারী ডান দিক থেকে ডেকে বলল, মোহাম্মদ! আমার দিকে দেখুন। আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আমি তাঁকে কোন জবাব দেইনি। জিবরাঈল বললেন, এই আহ্বানকারী ছিল ইহুদী। আপনি তাকে জবাব দিলে আপনার উম্মত ইহুদী হয়ে যেত। এরপর আমি বললাম, আমার চলার পথে অন্য একজন আহ্বানকারী বাম দিক থেকে আওয়াজ দিল, মোহাম্মদ! আমার দিকে তাকান। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই। আমি তাকেও কোন জবাব দেইনি। জিবরাঈল বললেন, এই আহ্বানকারী খৃষ্টান ছিল। আপনি তাকে জবাব দিলে আপনার উম্মত খৃষ্টান হয়ে যেত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেন, আমি চলার পথে এক মহিলাকে দেখলাম। সে আপন কবজিদ্বয় উন্মুক্ত রেখেছিল এবং আল্লাহর সৃষ্টি করা সকল সাজসজ্জায় সজ্জিত ছিল। সে-ও আমাকে বলল, মোহাম্মদ! আমার দিকে দেখুন। আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আমি তাকেও কোন জবাব দেইনি। জিবরাঈল বললেন, সে ছিল দুনিয়া। যদি আপনি তার ডাকে সাড়া দিতেন, তবে আপনার উম্মত দুনিয়াকে আখেরাতের উপর অগ্রাধিকার দিত।

হুযূর (সাঃ) বলেনঃ এরপর আমি ও জিবরাঈল উভয়েই বায়তুল-মোকাদ্দাসে গেলাম এবং প্রত্যেকেই দু'দু' রাকাত নামায পড়লাম। অতঃপর আমার সামনে একটি সিঁড়ি আনা হল। এতে বনী-আদমের রূহ আরোহণ করে। এই সিঁড়ির চেয়ে সুন্দর সিঁড়ি কারও নজরে পড়েনি। এই সিঁড়ি দেখে সকলেই আনন্দিত হয়। এরপর আমরা উভয়েই উপরে আরোহণ করলাম। আমি এক ফেরেশতাকে দেখলাম, যার নাম ইসমাঈল। সে দুনিয়ার আকাশের দারোগা। তার সামনে সত্তর হাজার ফেরেশতা রয়েছে। প্রত্যেক ফেরেশতার অধীনে এক লক্ষ ফেরেশতার দল আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ আপনার প্রতিপালকের লশকর কত, তা একমাত্র তিনিই জানেন।

জিবরাইল আকাশের দরজা খুলতে বললেন। প্রশ্ন হল ঃ কে? উত্তর হলঃ জিবরাঈল। প্রশ্ন হলঃ আপনার সঙ্গে কে? উত্তর হলঃ মোহাম্মদ (সাঃ)। প্রশ্ন হলঃ তাঁকে কি আল্লাহর তরফ থেকে বার্তা পাঠানো হয়েছে? জিবরাঈল বললেনঃ হাঁ।

এরপর দেখি কি, হযরত আদম (আঃ) সেই দিনের আকার আকৃতিতে বিরাজমান আছেন, যেদিন আল্লাহতায়ালা তাঁকে সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সামনে তাঁর মুমিন সন্তানদের রুহ্ পেশ করা হচ্ছিল। তিনি তাদেরকে দেখে বলছিলেন– পবিত্র রুহ্, পবিত্র মন। এদেরকে ইল্লিয়্যিনে স্থান দাও। এরপর তাঁর সামনে তাঁর কাফের সন্তানদের রুহ্ পেশ করা হল। তিনি তাদেরকে দেখে বললেন ঃ পাপিষ্ঠ রুহ্, পাপিষ্ঠ মন। এদেরকে সিজজীনে নিয়ে যাও। আমি একটু আস্তে চলে অনেকগুলো দস্তরখান দেখলাম, যার উপর রান্না করা গোশত আছে। কিন্তু এর কাছে কেউ উপস্থিত ছিল না। এরপর আমি আরও কিছু দস্তরখানা দেখলাম, যার উপর পঁচা গলিত ও দুর্গন্ধযুক্ত গোশত ছিল। প্রচুর সংখ্যক মানুষ এই গোশ্ত ভক্ষণ করছে। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? তিনি বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সেই সব লোক, যারা হালাল ছেড়ে হারাম খায়। এরপর আমি কিছুদূর চলে এমন লোকদেরকে দেখলাম, যাদের পেট গৃহের মত ছিল। তাদের কেউ দাঁড়ালে তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে যেত। তারা বলত, পরওয়ারদেগার, কিয়ামত কায়েম করো না। তারা ফেরাউনীদের মত ছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক আসত এবং তাদেরকে পদতলে পিষ্ট করে যেত। তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করত। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? তিনি বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সুদখোর। এরপর আমি আরও অগ্রসর হয়ে এমন লোকদেরকে দেখলাম, যাদের ঠোঁট ছিল উটের ঠোঁটের মত। তারা মুখ খুলে তাতে পাথর ভরত। অতঃপর সেই পাথর তাদের নিম্নভাগ দিয়ে বের হয়ে যেত। আমি তাদেরকে আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করতে শুনলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? জিবরাঈল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সেইসব লোক, যারা এতীমের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে। "যারা এতীমদের ধনসম্পদ খায়, তারা আসলে আগুন খায়। সত্বরই তারা সর্বগ্রাসী অগ্নিতে প্রবেশ করবে।"

এরপর আমি আরও অগ্রসর হয়ে এমন মহিলাদের দেখলাম, যারা নিজেদের স্তনে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিল। আরও কিছু মহিলা ছিল, যারা উপুড় হয়ে পদদ্বয়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় ঝুলছিল। তারা আল্লাহ্ তায়ালার সামনে কান্নাকাটি করছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? জিবরাঈল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সে সব মহিলা, যারা যিনা করে এবং সন্তান হত্যা করে। এরপর আমি অগ্রসর হয়ে কিছু লোককে দেখলাম, যাদের বাহুর গোশত কাটা হচ্ছিল, আর তারা সে গোশত ভক্ষণ করছিল। তাদের প্রত্যেককে বলা হচ্ছিলঃ খা, যেমন তুই তোর ভাইয়ের গোশত খেতে। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ এরা কারা? জিবরাঈল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সেসব লোক, যারা পশ্চাতে পর নিন্দা করে এবং প্রকাশ্যে তিরস্কার করে।

এরপর আমরা দ্বিতীয় আকাশে গেলাম। সেখানে আমি আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সুশ্রী এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সমগ্র সৃষ্টির উপর তাঁর এমন শ্রেষ্ঠত্ব ছিল, যেমন সমস্ত নক্ষত্রের উপর পূর্ণিমার চাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব। আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ ইনি কে? জিবরাঈল বললেনঃ ইনি আপনার ভাই হযরত ইউসুফ (আঃ)। তাঁর সাথে তার কওমের একটি দল ছিল। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন।

এরপর আমরা তৃতীয় আকাশে আরোহণ করলাম। সেখানে হযরত ইয়াহইয়া ও হযরত ঈসা (আঃ) ছিলেন এবং তাদের সাথে তাদের কওমের একটি দল ছিল। আমি উভয়কে সালাম করলাম। তারা জবাব দিলেন।

এরপর আমি চতুর্থ আকাশে গেলাম। সেখানে হযরত ইদরীস (আঃ) ছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে উচ্চ মর্তবা দান করেছেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জওয়াব দিলেন।

এরপর আমি পঞ্চম আকাশে গেলাম। সেখানে হারুন (আঃ) ছিলেন। তাঁর অর্ধেক দাড়ি সাদা ও অর্ধেক কাল ছিল এবং নাভির কাছাকাছি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলামঃ ইনি কে? তিনি বললেনঃ ইনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রিয়জন হারুন ইবনে এমরান। তাঁর সঙ্গে তাঁর কওমের একটি দল ছিল। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন।

এরপর আমি ষষ্ঠ আকাশে গেলাম। সেখানে হযরত মূসা (আঃ) ছিলেন। তিনি গোধূম বর্ণের ও অধিক কেশ বিশিষ্ট ছিলেন। শরীরে জামা না থাকলে কেশ বাইরে এসে যেত। তিনি বললেনঃ মানুষ মনে করে যে, আমি আল্লাহর দরবারে তাদের চেয়ে অধিক সম্মানিত। অথচ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলামঃ ইনি কে? তিনি বললেনঃ ইনি আপনার ভাই মূসা (আঃ) ইবনে এমরান। তাঁর সঙ্গে তাঁর কওমের একটি দল ছিল। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জবাব দিলেন।

এরপর আমি সপ্তম আকাশে গেলাম। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন। তিনি বায়তুল-মামূরে ঠেস দিয়ে বসেছিলেন। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলামঃ ইনি কে? তিনি বললেনঃ ইনি আপনার পিতামহ হযরত খলিলুর রহমান। তাঁর সঙ্গে তাঁর কওমের একটি দল ছিল। আমি তাঁকে সালাম করলে তিনি সালামের জবাব দিলেন।

এরপর আমাকে বলা হলঃ এটা আপনার এবং আপনার উম্মতের গৃহ। হঠাৎ আমি আমার উম্মতকে দেখলাম তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেছে। এক দলের শরীরে কাগজের ন্যায় শুভ্র পোশাক ছিল এবং অপর দলের শরীরে মলিন বসন ছিল। আমি বায়তুল-মামূরে গেলাম। আমার সাথে শুভ্র পোশাকধারী ব্যক্তিগণও

ছিল। মলিন পোশাক পরিহিত ব্যক্তিদেরকে যেতে নিষেধ করা হল যদিও তারা ভাল অবস্থায় ছিল। আমি এবং শুভ্র পোশাকধারী মুমিনগণ বায়তুল-মামূরে নামায পড়লাম। এরপর আমরা সকলেই বাইরে এলাম।

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করেন- বায়তুল-মামূরে প্রত্যহ সত্তর হাজার ফেরেশতা নামায পড়ে। এরপর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পালা আসে না।

এরপর আমাকে সিদরাতুল-মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হল। এর প্রত্যেকটি পাতা এমন বিশালাকার ছিল যে, এ উম্মতকে ঘিরে নিতে পারে। আমি তাতে একটি প্রবাহিত ঝরণা দেখলাম, যাকে "সালসাবিল" বলা হয়। এই ঝরণা থেকে দু'টি নদী বহমান ছিল। একটি কাওসর ও অপরটি নহরে রহমত। আমি এতে গোসল করলে আমার আগে পিছের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করা হল। এরপর আমাকে জান্নাতে দাখিল করা হল। আমার সামনে একটি বাঁদী এল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ তুমি কার বাঁদী। সে বললঃ যায়দ ইবনে হারেছার।

জান্নাতে এমন অনেক নদী রয়েছে, সেগুলোর পানি অপরিবর্তনীয়। অনেক নদী রয়েছে দুধের, যার স্বাদ পরিবর্তন হবে না। আর অনেক নদী আছে শরাবের, যা পান করলে খুব সুস্বাদু মনে হবে। আবার মধুর নদীও অনেক রয়েছে, যা খুবই স্বচ্ছ। সেখানকার ডালিম বালতির মত ছিল। আমি সেখানকার পাখি দেখেছি, যা তোমাদের উটের অনুরূপ ছিল। এরপর আমার সামনে দোযখ আনা হল। এতে আল্লাহ্ তায়ালার ক্রোধ, আযাব ও গযব ছিল। এতে পাথর লোহা নিক্ষেপ করা হলে দোযখ তাকে খেয়ে ফেলত।

সিদরাতুল-মুনতাহা আমাকে ঘিরে নিল। আমার ও তাঁর মধ্যে দু'ধনুক অথবা আরও কম দূরত্ব রয়ে গেল। এর প্রত্যেক পাতায় একজন করে ফেরেশতা অবতরণ করল। এখানে আমার উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হল এবং বলা হল, আপনি প্রতিটি নেক কাজের জন্যে দশগুণ ছোয়াব পাবেন। নেক কাজের দৃঢ় সংকল্প করার পর তা না করলেও একটি ছোয়াব লিখা হবে। আর করলে দশ ছোয়াব লিখা হবে। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের ইচ্ছা করার পর আমল না করলে কিছুই লিখা হবে না। আমল করলে একটি গোনাহ্ লিখা হবে।

এরপর আমি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে কি আদেশ করেছেন? আমি বললামঃ পঞ্চাশ নামাযের আদেশ করেছেন। তিনি বললেনঃ প্রতিপালকের কাছে যেয়ে সহজ করণের আবেদন করুন। কেননা, আপনার উম্মত এ আদেশ পালন করতে সক্ষম হবে না। আমি প্রতিপালকের কাছে এসে আরয করলামঃ পরওয়ারদেগার, আমার উম্মতের জন্যে সহজ করুন। কেননা, তারা দুর্বলতম উম্মত। সে মতে দশ নামায হ্রাস করা

হল। হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে ফিরে এলে তিনি শুনে আবার যেতে বললেন। এভাবে হযরত মূসা (আঃ) ও প্রতিপালকের নিকট বারবার যাওয়ার পর অবশেষে আল্লাহ্ তায়ালা পাঁচ নামায করে দিলেন। তখন আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা ঘোষণা করলঃ আমি আমার ফরয পূর্ণ করেছি এবং বান্দাদের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। আমি তাদেরকে এক পুণ্যের বিনিময়ে দশ গুণ ছোয়াব দিয়েছি। মূসা (আঃ) এরপরও যেতে বললে আমি বললামঃ আমি বার বার গিয়েছি। এখন যেতে শরম লাগে।

এরপর সকাল বেলায় হুযূর (সাঃ) মক্কায় এ আশ্চর্য ঘটনা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করলেন এবং বললেনঃ আমি রাতে বায়তুল-মোকাদ্দাস গিয়েছি এবং আমাকে আকাশমণ্ডলীর ভ্রমণ করানো হয়েছে। আমি এই এই বস্তু দেখেছি। আবু জহল বললঃ মোহাম্মদের কথাবার্তা তোমাদের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয় না? হুযূর (সাঃ) বলেনঃ আমি তাদেরকে কোরায়শদের কাফেলা সম্পর্কে অবগত করলাম যে, আকাশে যাওয়ার সময় আমি তাদেরকে অমুক অমুক জায়গায় দেখেছি। কাফেলার উট পালিয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে আমি তাদেরকে মাটির কাছে দেখেছিলাম। উপস্থিত কাফেরদের মধ্যে এক ব্যক্তি বললঃ আমি বায়তুল-মোকাদ্দাস সম্পর্কে সম্যক অবগত আছি। বলুন, এর অবস্থান আকার-আকৃতি কিরূপ? পাহাড় থেকে এর দূরত্ব কতটুকু? আল্লাহ তায়ালা বায়তুল মোকাদ্দাসের সম্পূর্ণ চিত্র রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চোখের সামনে প্রস্ফুটিত করে দিলেন। তিনি সেদিকে এমনভাবে দেখছিলেন, যেমন কেউ তার গৃহকে দেখে। তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের নির্মাণকৌশল, অবস্থান এবং পাহাড় থেকে এর দূরত্ব বলে দিলেন। মুশরিক বললঃ আপনি ঠিকই বলেছেন।

ইবনে মরদুওয়াইহি আবূ নযরাহ ও আবূ সায়ীদ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, শবে মে'রাজে আমি কাওসরের কাছ দিয়ে যাই। জিবরাঈল বললেন, এটা সেই কাওসর, যা আপনার প্রতিপালক আপনাকে দান করেছেন। আমি এর মাটি স্পর্শ করে দেখলাম সেটা ছিল সুগন্ধিযুক্ত মেশক।

আবূ নয়ীম মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) দেহইয়া কলবীকে একটি পত্রসহ রোম সম্রাটের কাছে প্রেরণ করেন। দেহইয়া সম্রাটের সাথে মেছ্ নামক স্থানে সাক্ষাৎ করলেন। পত্রের সূচনা এভাবে ছিল– মোহাম্মদ রসূলুল্লাহর পক্ষ থেকে রোম সম্রাটের নামে। এটা দেখে সম্রাটের ভাই ক্রুদ্ধ হয়ে বললঃ দেখেন না, সে আপনার নামের পূর্বে নিজের নাম দিয়ে পত্র শুরু করেছে এবং আপনাকে কেবল রোম সম্রাট বলেছে! আপনার বিশাল, রাজত্বের উল্লেখ করেনি। সম্রাট বললেনঃ আমি তোমাকে নির্বোধ, কমবয়েসী ও উন্মাদ মনে করি। তোমার অভিপ্রায় এ যে, কারও পত্র পাঠ করার পূর্বেই তা ছিঁড়ে

ফেলতে হবে। আমার জীবনের কসম, লোকটি যদি তার দাবীতে সত্যবাদী হয় যে, সে আল্লাহর রসূল, তবে নিজের নাম দিয়ে পত্র শুরু করাই সমীচীন, সে আমাকে রোম সম্রাট লিখেছে। এটা মিথ্যা নয়– সত্য। আল্লাহ তায়ালা রোমবাসীদেরকে আমার অনুগত করে দিয়েছেন। তিনি ইচ্ছা করলে তাদেরকে আমার প্রতি বিরূপও করে দিতে পারেন। এরপর সম্রাট পত্র পাঠ করলেন এবং বললেনঃ

রোমবাসীগণ! আমি মনে করি ইনি সেই ব্যক্তি, যার সুসংবাদ হযরত ঈসা (আঃ) দিয়েছেন। যদি আমি নিশ্চিতরূপে জানতে পারি যে, ইনিই সেই ব্যক্তি, তবে আমি তাঁর কাছে যাব এবং স্বয়ং তাঁর সেবা করব। তাঁর ওযূর পানি আমার হাত ছাড়া মাটিতে পড়তে দিব না।

রোমকরা বললঃ আমাদের খোদা এরূপ নন যে, তিনি এমন একজন বেদুঈনকে 'রেসালত' দিয়ে দিবেন, যে লেখাপড়া জানে না, আর আমাদেরকে বাদ দিবেন। অথচ আমরা কিতাবধারী।

সম্রাট তাদের কথা শুনে বললেনঃ আসল হেদায়াত আমার কাছে রয়েছে। আমার ও তোমাদের মধ্যে ইনজীল আছে। সেটি এনে খুলে দেখব। যদি তিনি সেই নবী হন, তবে আমরা একান্তভাবে তাঁর অনুসরণ করব। নতুবা আমরা পূর্ববৎ ইনজীল মোহর করে রাখব। এক মোহরের জায়গায় অন্য একটি মোহর লেগে যাবে- এই যা।

রাবী বর্ণনা করেন– সে সময় ইনজীলে বারটি স্বর্ণের মোহর আঁটা ছিল। প্রথমে এতে হিরাক্লিয়াস মোহর লাগিয়েছিল। এরপর যত সম্রাট তার স্থলাভিষিক্ত হত, সে তাতে মোহর লাগিয়ে দিত। প্রত্যেক সম্রাট তার পরবর্তী সম্রাটকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করত যে, আমাদের ধর্মে ইনজীল খোলা বৈধ নয়। যেদিন ইনজীল খোলা হবে, সেদিন খৃষ্টানদের ধর্ম পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং আমাদের বাদশাহী খতম হয়ে যাবে।

মোটকথা, সম্রাট ইনজীল আনালেন এবং তার এগারটি মোহর ভেঙ্গে ফেললেন। মাত্র একটি মোহর বাকী রয়ে গেল। এমন সময় পাদ্রী, তার সহকারীদের নিয়ে সকলেই আহাজারি করতে করতে সম্রাটের কাছে এল। তারা পরনের বস্ত্র ছিন্ন করতে, স্ব স্ব মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং মাথার চুল ছিড়তে শুরু করল। সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমাদের কি হল? এমন করছ কেন? তারা বললঃ আজ আপনার পরিবারের বাদশাহী বরবাদ হয়ে যাবে এবং জাতির ধর্ম বদলে যাবে।

সম্রাট বললেনঃ আসল হেদায়াত আমার কাছে আছে। তারা বললঃ তড়িঘড়ি করবেন না। সে ব্যক্তির অবস্থা অনুসন্ধান করুন, তার সাথে পত্র লেখালেখি করুন

এবং তার সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করুন। সম্রাট বললেনঃ এমন কে আছে, তার কাছে আমরা সেই নবীর অবস্থা জানতে পারব? পাদ্রীরা বললঃ সিরিয়ায় অনেক জাতির লোক রয়েছে। এমন লোক খুঁজে আনতে সম্রাট সিরিয়ায় লোক পাঠালেন।

অবশেষে আবু সুফিয়ান ও তার সঙ্গীবর্গকে রোম সম্রাটের কাছে আনা হল। সম্রাট আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করলেনঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবী করেছেন, তাঁর অবস্থা কি তোমার জানা আছে ? জানলে আমাদেরকে অবহিত কর। আবু সুফিয়ান যথাসম্ভব রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাপারটিকে খাটো করে প্রকাশ করতে ত্রুটি করল না। সে বললঃ

সম্রাট, আপনি নবুওতের দাবীদার এ ব্যক্তির মর্যাদা খুব একটা উঁচু মনে করবেন না। আমরা তাঁকে যাদুকর, কবি, অতীন্দ্রিয়বাদী ইত্যাদি বলি। একথা শুনে সম্রাট বললেন, সেই খোদার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর আগেও লোকেরা পয়গাম্বরগণকে এ ধরনের কথাই বলত। সম্রাট আবু সুফিয়ানকে বললেনঃ তোমাদের মধ্যে তার যে পারিবারিক প্রভাব, সে সম্পর্কে অবহিত কর। আবু সুফিয়ান বললঃ সে আমাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।

সম্রাট বললেনঃ সৃষ্টিকর্তা এমনিভাবে প্রত্যেক নবীকে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আবির্ভূত করেন। এখন তুমি তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে বল।

আবু সুফিয়ান বললঃ আমাদের কওমের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক ও নির্বোধ, তারাই তাঁর অনুসারী। আমাদের নেতৃস্থানীয় কেউ তাঁর অনুসরণ করেনি। সম্রাট বললেনঃ এ ধরনের লোকেরাই পয়গাম্বরগণের অনুসারী হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় লোকদের সামনে একটা বড় বাধা থাকে এবং সেটা হচ্ছে তাদের পদমর্যাদা এবং আত্ম অহঙ্কারবোধ। আচ্ছা বল যে, তাঁর অনুসারীরা তাঁর ধর্মে দাখিল হওয়ার পর আবার তা পরিত্যাগ করে কি? আবু সুফিয়ান বললঃ না, তাদের কেউ এ ধর্ম পরিত্যাগ করে না। সম্রাট বললেনঃ তাঁর ধর্মে প্রতিদিনই কিছু লোক দাখিল হচ্ছে কি ? আবু সুফিয়ান উত্তর দিল ঃ হাঁ।

সম্রাট বললেনঃ এ নবী সম্পর্কে তোমরা আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিতই করে যাচ্ছ। খোদার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, সেদিন দূরে নয়, যখন সে আমার পায়ের তলার এ দেশের উপরও প্রাধান্য বিস্তার করবে। রোমকগণ, এ নবীর দাওয়াতের প্রতি ধাবিত হও। এস, আমরা এ দাওয়াত কবুল করে নিই।

এরপর আমরা তার কাছে সিরিয়ার জন্যে আবেদন করব, যাতে আমাদের কালেই সিরিয়া পদদলিত না হয়। কেননা, কোন সম্রাট কোন নবীর দাওয়াত কবুল করার পর নবীর কাছে যে আবেদন করেছে, নবী তা কবুল করেছেন। আমি যা বলি, রোমকগণ, তোমরা তাই কর।

রোমকরা উত্তেজিত হয়ে বললঃ আমরা কখনও আপনার কথা মেনে নিব না।

আবু সুফিয়ান বর্ণনা করেন- রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্রাটের দৃষ্টিতে হেয় করার এছাড়া কোন বাধা আমার সামনে ছিল না যে, যদি আমি রোমক সম্রাটের সামনে কোন মিথ্যা কথা বলি, তবে এ জন্যে তিনি আমাকে পাকড়াও করবেন এবং আমাকে সত্যবাদী মনে করবেন না। তাই আমি অগত্যা মে'রাজের বিষয় উত্থাপন করে বললামঃ মহামান্য সম্রাট, আমি কি আপনাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না, যদ্দারা আপনি তার মিথ্যা ভাষণ সহজেই অনুমান করতে পারবেন? সম্রাট জিজ্ঞাসা করলেনঃ সেটি কি? আমি বললামঃ এ নবী সম্প্রতি বলতে শুরু করেছে যে, সে মক্কার হেরেম থেকে রওয়ানা হয়ে এক রাতের মধ্যেই আপনাদের মসজিদে-ইলিয়া পর্যন্ত এসেছে এবং ভোর হওয়ার পূর্বেই আবার মক্কায় ফিরে গেছে!

এ সময় ইলিয়ার প্রধান পাদ্রী সম্রাটের সন্নিকটেই উপস্থিত ছিল। সে বললঃ আমি সে রাত সম্পর্কে জানি। সম্রাট তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি সেই রাত সম্পর্কে কি জানেন? পাদ্রী বললঃ আমি রাতে বায়তুল-মোকাদ্দাসের দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত শয্যা গ্রহণ করি না। সে রাতে আমি মসজিদের সকল দরজা বন্ধ করে দেই, কিন্তু একটি দরজা কিছুতেই বন্ধ করা গেল না। সেটি বন্ধ করার জন্যে আমি সকল কর্মচারী ও উপস্থিত লোকদের সাহায্য নেই; কিন্তু সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার পরও দরজা এক ইঞ্চিও নাড়ানো গেল না। মনে হচ্ছিল যেন আমরা পাহাড়কে নাড়া দেয়ার চেষ্টা করছি। এরপর কাঠ মিস্ত্রিদেরকে ডাকা হল। তারা দেখে বললঃ এর উপর দরজার চৌকাঠ পড়ে গেছে কিংবা উপর দিককার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে। সকাল হলে আমরা আবার চেষ্টা করে দেখব। এরপর আমি দরজাটি খোলা রেখেই চলে গেলাম। সকালে উঠে আমি দরজায় রক্ষিত পাথরের গায়ে একটি ছিদ্র দেখলাম। এতে কোন সওয়ারীকে বাঁধার চিহ্ন ছিল। আমি আমার সহকর্মীদেরকে বললামঃ গত রাতে কোন মহামানবের কারণেই হয়ত এ দরজা আটকে দেয়া হয়েছিল। আমার বিশ্বাস এ রাতেই সে নবী আমাদের মসজিদে নামায পড়েছেন।

এ কথা শুনে সম্রাট বললেনঃ রোমকগণ! তোমরা জান যে, হযরত ঈসা (আঃ) ও কিয়ামতের মাঝখানে একজন নবী আসবেন। হযরত ঈসা (আঃ) তোমাদেরকে সে নবীর সুসংবাদ দিয়েছেন। আমার মনে হয় তিনি সেই নবী, যাঁর সুসংবাদ যিশু দিয়েছেন। অতএব, এ নবী যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তোমরা তা কবুল করে নাও। কিন্তু ইতিমধ্যেই রোমকরা ঘৃণা ও ক্ষোভে উন্মত্ত হয়ে উঠল। তারা সমস্বরে চীৎকার করে এর প্রতিবাদ করল।

সম্রাট রোমকদের এই ক্ষোভ দেখে প্রমাদ গুণলেন এবং নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কথার মোড় ঘুরিয়ে বললেনঃ রোমকগণ! শান্ত হও, খৃষ্ট ধর্মের প্রতি তোমাদের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা যাচাই করার জন্যেই আমি তোমাদেরকে ডেকেছি এবং এসব কথা বলেছি। এ কথা শুনে রোমকরা সকলেই সম্রাটের সামনে আভূমি নত হয়ে গেল।

ইবনে মরদুওয়াইহি, তিবরানী, আবু ইয়ালা, ঈসা ও আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাঈল নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে একটি বোরাক নিয়ে আসেন এবং তাকে সওয়ার করিয়ে সঙ্গে নিয়ে যান। এ বোরাক যখন নিম্নভূমিতে চলত, তখন তার হাত লম্বা এবং পা খাটো হয়ে যেত। পক্ষান্তরে যখন সে উচ্চভূমিতে পৌঁছত, তখন হাত খাটো এবং পা লম্বা হয়ে যেত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) পথের ডান দিকে এক ব্যক্তিকে পেলেন। সে দু'বার তাঁকে আওয়াজ দিল এবং বললঃ রাস্তা আমার দিকে। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি চলুন এবং কারও সাথে কোন কথা বলবেন না। এরপর এক ব্যক্তিকে পথের বাম দিকে পেলেন। সে বললঃ মোহাম্মদ! পথ আমার দিকে। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি চলুন এবং কোন কথা বলবেন না। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক পরমা সুন্দরী রমণীকে দেখতে পেলেন। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি সে ব্যক্তিকে চিনেন, যে আপনাকে পথের ডানদিক থেকে ডাক দিয়েছিল? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ না। জিবরাঈল বললেনঃ সে ছিল ইহুদী। সে আপনাকে ইহুদী ধর্মের প্রতি আহবান করছিল। যে ব্যক্তি পথের বাম দিক থেকে ডাক দিয়েছিল, আপনি তাকে চিনেন? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ না। জিবরাঈল বললেনঃ সে ছিল খৃষ্টান। সে আপনাকে খৃষ্ট ধর্মের প্রতি আহবান করছিল। আপনি সে পরমাসুন্দরী রমণীকে চিনেন? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ না। জিবরাঈল বললেনঃ সে ছিল দুনিয়া। সে আপনাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করছিল।

এরপর হুযূর (সাঃ) ও জিবরাঈল বায়তুল-মোকাদ্দাসে উপনীত হলেন। সেখানে একটি জমাত উপবিষ্ট ছিল। তারা সকলেই বললেন ঃ মারহাবা ইয়া নবী উম্মী। জমাতে একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিও ছিলেন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইনি কে? জিবরাইল বললেনঃ ইনি আপনার পিতামহ ইবরাহীম (আঃ) আর ইনি মূসা, ইনি ঈসা (আঃ)। এরপর নামাযের একামত হল। সকলেই একে অপরকে অগ্রে দিতে চাইলেন। অবশেষে রসূলুল্লাহকে (সাঃ) অগ্রে বাড়িয়ে দেয়া হল। অতঃপর পানীয় আনা হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুধ গ্রহণ করলেন। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি স্বভাবধর্ম অবলম্বন করেছেন। এরপর হুযূর (সাঃ)-কে পরওয়ারদেগারের কাছে যেতে বলা হল। তিনি গেলেন, অতঃপর ফিরে এলেন। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ নামায ফরয করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) বললেনঃ প্রতিপালকের কাছে যান এবং উম্মতের জন্যে সহজকরণের

আবেদন করুন। কারণ, আপনার উম্মত এত বেশী নামায পড়তে পারবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) গেলেন এবং ফিরে এলেন। মূসার (আঃ) প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ পঁচিশ নামায হ্রাস করা হয়েছে। মূসা (আঃ) আবার যেয়ে সহজকরণের আবেদন করতে বললেন। তিনি আবার গেলেন এবং ফিরে এসে বললেনঃ বার নামায করে দেয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) আবার যেতে বললেন এবং হুযূর (সাঃ) ফিরে এসে বললেনঃ পাঁচ নামায করে দেয়া হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) আবার যেয়ে সহজকরণের আবেদন করতে বললে হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ আমি বারবার প্রতিপালকের কাছে যেতে লজ্জাবোধ করছি। আমার প্রতিপালক আরও বলেছেন যে, তিনি প্রত্যেক বার যাওয়ার কারণে আমার প্রত্যেক আবেদন কবুল করেছেন।

ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহি, বাযযার, আবু ইয়ালা ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জিবরাঈল মিকাঈলকে সঙ্গে নিয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এলেন। জিবরাঈল মিকাঈলকে বললেনঃ আমার কাছে একটি পাত্র ভর্তি যমযমের পানি নিয়ে এস। তাঁর কলবকে পবিত্র এবং বক্ষকে প্রশস্ত করতে হবে। এরপর জিবরাঈল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদর বিদীর্ণ করে তিনবার ধৌত করলেন। বক্ষ বিদীর্ণ করে বক্রতা ইত্যাদি প্রকারের যা কিছু ছিল সব বের করে দিলেন। অতঃপর তাতে সহনশীলতা, জ্ঞান, ঈমান ও ইসলাম ভরে দিলেন। তার উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে নবুয়ত লাগিয়ে দিলেন। এরপর একটি ঘোড়া এনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে সওয়ার করালেন। এ ঘোড়ার নাম ছিল বোরাক। সে দৃষ্টিসীমার শেষ প্রান্তে পা ফেলে চলত। চলতে চলতে তাঁরা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে এলেন, যারা একই দিনে চাষাবাদ করে একই দিনে ফসল কাটত। ফসল কাটার পর ক্ষেত পূর্ববৎ হয়ে যেত। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরা কারা? জিবরাঈল বললেনঃ এরা আল্লাহর পথে জেহাদকারী। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একটি নেকীর জন্যে সাত'শ প্রতিদান দেন। এরপর তারা এমন লোকদের কাছ দিয়ে গমন করলেন, যাদের মাথা ভেঙ্গে চুরমার করা হচ্ছিল। চুরমার করার পর মুহূর্তেই মাথা পূর্ববৎ হয়ে যেত। এ কার্যধারা অহরহ চলছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরা কারা? উত্তর হলঃ এরা ফরয নামাযের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। এরপর তারা এমন লোকদের কাছ দিয়ে গেলেন, যাদের লজ্জাস্থানে অগ্রে ও পিছনে তালি লাগানো ছিল। তারা গৃহপালিত পশু ও উটের মত ঘাস খাচ্ছিল। যাক্কুম, নূড়ী, এবং জাহান্নামের পাথর চিবাচ্ছিল। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এরা কারা? জিবরাঈল বললেনঃ এরা মালের যাকাত দিত না। আল্লাহ তাদের উপর কোন জুলুম করেননি। এরপর তাঁরা এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলেন, যাদের সম্মুখে এক পাতিলে রান্না করা গোশত ছিল এবং এক

পাতিলে কাঁচা ও পচা গোশত রাখা ছিল। তারা পচা গোশত খেয়ে যাচ্ছিল। রান্না করা গোশত খাচ্ছিল না। হুযূর (সাঃ) তাদের পরিচয় জানতে চাইলে জিবরাঈল বললেনঃ এরা আপনার উম্মতের সে সব পুরুষ, যাদের গৃহে হালাল ও পবিত্রা স্ত্রী রয়েছে; কিন্তু এরপরও তারা নাপাক নারীদের কাছে যায় এবং রাত্রি যাপন করে। এমনিভাবে এরা সেসব মহিলা, যারা আপন হালাল পবিত্র স্বামীর কাছ থেকে উঠে কোন নাপাক পুরুষের কাছে আসে এবং সকাল পর্যন্ত সেখানেই থাকে।

এরপর তারা এক কাষ্ঠখণ্ডের কাছ দিয়ে গেলেন। এটি রাস্তায় পতিত ছিল। যে কোন কাপড় তার কাছ দিয়ে যেত, সে তা ছিন্ন করে দিত এবং প্রত্যেক বস্তুকে চিরে দিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা কি জানতে চাইলে জিবরাঈল বললেনঃ এটা আপনার উম্মতের সেইসব লোকের অবস্থা, যারা রাস্তায় বসে রাহাজানি করে। এরপর তারা এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গেলেন। সে লাকড়ির একটি বড় বোঝা জমা করে রেখেছিল এবং তা বহন করতে পারছিল না। এতদসত্ত্বেও সে আরও লাকড়ী এনে এনে একত্রিত করছিল। হুযূর (সাঃ) এই ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাইলে জিবরাঈল বললেনঃ সে আপনার উম্মতের এমন ব্যক্তি, যার উপর মানুষের অনেক প্রাপ্য ও আমানত রয়েছে। এগুলো শোধ করতে সে সক্ষম নয়; অথচ বোঝা আরও বড় করতে সচেষ্ট থাকে।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে গমন করলেন, যাদের জিহ্বা ও ঠোঁট লোহার কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। কাটার পরই তা আবার পূর্ববৎ হয়ে যেত। হুযূর (সাঃ)-এর জিজ্ঞাসার জবাবে জিবরাঈল বললেনঃ এরা হচ্ছে পথভ্রষ্টকারী ওয়ায়েয (উপদেশদাতা)। এরপর তিনি একটি ছোট পাথরের কাছ দিয়ে গেলেন, যার মধ্য থেকে একটি বড় বলদ সৃষ্টি হয়। এরপর সে বলদ পাথরের ভিতর যেতে চায়; কিন্তু যেতে পারে না। জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এটা সে ব্যক্তির অবস্থা, যে একটি বড় কথা উচ্চারণ করে, অতঃপর তজ্জন্যে অনুতাপ করে কিন্তু কথাটি ফিরিয়ে নিতে সক্ষম হয় না। অতঃপর হুযূর (সাঃ) একটি উপত্যকা দিয়ে গেলেন। সেখানে পবিত্র শীতল হাওয়া, মেশকের সুগন্ধি এবং একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। জিবরাঈল বললেনঃ এটা জান্নাতের আওয়াজ। এতে বলা হচ্ছে পরওয়ারদেগা!, তুমি আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছ, তা পূরণ কর। কেননা, আমার মধ্যে রেশম, মোতি, প্রবাল, রূপা, সোনা, পান, পাত্র, সওয়ারী, মধু, পানি, দুধ ও শরাবের বিশাল ভাণ্ডার হয়ে গেছে। আল্লাহপাক এরশাদ করলেনঃ তোমার জন্যে মুসলিম পুরুষ ও নারী এবং মুমিন পুরুষ ও নারী মনোনীত করা হয়েছে। এ কথা শুনে জান্নাত বললঃ আমি প্রস্তুত। এরপর তিনি আরও একটি উপত্যকা দিয়ে গেলেন। সেখানে হৃদয়বিদারক শব্দ ও দুর্গন্ধ অনুভূত হল। জিবরাঈল বললেনঃ এটা জাহান্নামের শব্দ। সে বলছে, পরওয়ারদেগার, আমাকে

যে ওয়াদা দিয়েছ, তা পূরণ কর। কেননা, আমার মধ্যে শিকল, বেড়ি, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, উত্তপ্ত পানি, কন্টক, পুঁজ ও আযাবের এক বিশাল ভান্ডার গড়ে উঠেছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ তোর জন্যে মুশরিক পুরুষ ও নারী, কাফের পুরুষ ও নারী, দুশ্চরিত্র, দুশ্চরিত্রা এবং বেঈমান ও অহংকারী মনোনীত করা হয়েছে। জাহান্নাম বললঃ আমি সন্তুষ্ট।

এরপর হুযূর (সাঃ) বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌঁছলেন। তিনি ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটি পাথরের সাথে বেঁধে দিলেন। অতঃপর ভিতরে গেলেন এবং ফেরেশতাদের সাথে নামায পড়লেন। নামাযান্তে ফেরেশতারা জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনার সাথে ইনি কে? তিনি বললেনঃ ইনি মোহাম্মদ। ফেরেশতারা বললঃ তাঁর কাছে আল্লাহ তায়ালার বার্তা প্রেরিত হয়েছে কি? জিবরাঈল বললেনঃ হাঁ। তারা বললঃ আল্লাহ তাঁর প্রতি সালাম নাযিল করুন। তিনি উত্তম ভাই ও উত্তম খলিফা। তাঁর আগমন শুভ হয়েছে। এরপর পয়গাম্বরগণের রুহের সাথে মোলাকাত হল। সকলেই আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে খলীল করেছেন, অনুসৃত করেছেন এবং অগ্নি থেকে উদ্ধার করেছেন। অগ্নিকে আমার জন্যে শীতলতা ও নিরাপত্তার উপায় করেছেন। এরপর মূসা (আঃ) আল্লাহর হামদ করলেন এবং বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমার সাথে বাক্যালাপ করেছেন, ফেরাউনীদের ধ্বংসযজ্ঞ ও বনী ইসরাঈলের মুক্তির জন্যে আমাকে মাধ্যম করেছেন এবং আমার উম্মত থেকে একটি দল সৃষ্টি করেছেন, যারা সত্যের পথপ্রদর্শক ও সত্যের অনুগামী। এরপর দাউদ (আঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাকীর্তন করে বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি আমাকে যবুরের জ্ঞান দিয়েছেন, আমার জন্যে লোহাকে নরম করেছেন, পাহাড়কে বশীভূত করেছেন, ফলে সে আমার সাথে তসবীহ পাঠ করে এবং পক্ষীকুলও তসবীহ পাঠ করে। এরপর হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি বায়ুকে আমার করতলগত করেছেন, শয়তানদেরকে আজ্ঞাবহ করেছেন, তারা আমি যা চাই, তাই তৈরী করে দেয়; যেমন বড় বড় অট্টালিকা, চৌবাচ্চা, ডেগ ইত্যাদি এবং যিনি আমাকে পাখীদের বুলি সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছেন আমার জন্যে শয়তান, মানুষ, জিন ও পক্ষীদের লশকরকে বশীভূত করেছেন, আমাকে এমন রাজত্ব দান করেছেন, যা আমার পরে কারও জন্যে সম্ভবপর হবে না এবং এ রাষ্ট্র পরিচালনার কোন হিসাবও আমার কাছে চাওয়া হবে না।

এরপর ঈসা (আঃ) আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে বললেনঃ সমস্ত তওফীক আল্লাহর, যিনি আমাকে আপন কলেমা করেছেন, আমাকে আদম (আঃ)-এর

অনুরূপ বানিয়েছেন, আমাকে লেখা এবং তওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দান করেছেন। আমি মাটি দিয়ে পাখির পুতুল তৈরী করতাম, এরপর তাতে ফুঁক মারতাম, অতঃপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে জ্যান্ত পাখি হয়ে যেত। আমি আল্লাহর নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে দিতাম এবং মৃতকে জীবিত করতাম। তিনি আমাকে উচ্চ মর্তবা দান করেন, পবিত্র করেন। আমাকে ও আমার জননীকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় দেন। ফলে আমরা শয়তানের কলাকৌশল থেকে মুক্ত ছিলাম।

এরপর হুযূর (সাঃ)ও আপন প্রতিপালকের প্রশংসা করলেন এবং বললেনঃ আপনারা সকলেই আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করেছেন। এখন আমিও আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা করছি। আল্লাহ আমাকে সমগ্র বিশ্বের জন্যে রহমত করেছেন। আমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছেন। আমার উপর ফোরকান নাযিল করেছেন, যা সবকিছুর বর্ণনাকারী। আমার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করেছেন। যারা মানুষের উপকারের জন্যে সৃজিত হয়েছে। আমার উম্মতকে আওয়ালও করেছেন, আখেরও করেছেন। আমার বক্ষকে প্রশস্ত করেছেন। আমার বোঝা হালকা করেছেন এবং আমার আলোচনাকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। এ কথা শুনে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ এসব গুণসৌকর্যের কারণেই আপনি সকলের সেরা হয়ে গেছেন।

এরপর তিনটি পাত্র আনা হল, যেগুলোর মুখ বন্ধ ছিল। যে পাত্রে পানি ছিল, সেটি পেশ করে পান করতে বলা হলো। হুযূর (সাঃ) কিছু পান করলেন। এরপর দুধের পাত্র পেশ করা হল। তিনি পেট ভরে দুধপান করলেন। অতঃপর তৃতীয় পাত্র পেশ করা হল, যাতে শরাব ছিল। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আমি এটা পান করি না। আমি তৃপ্ত হয়ে গেছি। জিবরাঈল বললেনঃ সত্বরই আপনার উম্মতের উপর শরাব হারাম হয়ে যাবে। আপনি এ শরাব পান করলে আপনার উম্মতের খুব কমসংখ্যক লোক আপনার অনুসরণ করত।

এরপর হুযূর (সাঃ)-কে আকাশে নিয়ে যাওয়া হল এবং দরজা খুলতে বলা হল। প্রশ্ন হলঃ কে? উত্তর হলঃ জিবরাঈল। আরও কিছু সওয়াল-জওয়াবের পর হুযূর (সাঃ) ভিতরে চলে গেলেন।

সেখানে একজন পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিকে দেখলেন। তাঁর ডান দিকে একটি দরজা রয়েছে, যেখান থেকে সুগন্ধি ভেসে আসছে এবং বাম দিকে একটি দরজা রয়েছে, সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছুটে আসছে। তিনি যখন ডানদিকের দরজার দিকে তাকান, তখন আনন্দিত হন এবং হাসেন। আর যখন বাম দিকের দরজার দিকে তাকান, তখন কাঁদেন এবং বিষণ্ন হয়ে যান। জিবরাঈল বললেনঃ ইনি আপনার পিতামহ আদম (আঃ)। তাঁর ডান দিকের দরজাটি জান্নাতের। তিনি যখন আপন সন্তানদের

মধ্য থেকে জান্নাতীদেরকে দেখেন, তখন হাসেন, এবং আনন্দিত হন। আর বাম দিকের দরজাটি হচ্ছে দোযখের। আপন সন্তানদের মধ্যে যারা দোযখে প্রবেশ করবে, তিনি তাদেরকে দেখে কাঁদেন এবং বিষণ্ন হন।

এরপর জিবরাঈল হুযূর (সাঃ)-কে দ্বিতীয় আকাশে নিয়ে গেলেন। সেখানে আগের মতই সওয়াল-জওয়াবের পর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে একজনকে দেখলেন, যিনি রূপ ও সৌন্দর্যে সকল মানুষের উপর শ্রেষ্ঠ; যেমন পূর্ণিমার চাঁদ সকল নক্ষত্রের উপর শ্রেষ্ঠ। হুযূর (সাঃ)-এর প্রশ্নের উত্তরে জিবরাঈল বললেনঃ ইনি আপনার ভাই হযরত ইউসুফ (আঃ)।

এরপর তৃতীয় আকাশে পৌঁছে পূর্বোক্তরূপ সওয়াল-জওয়াবের পর দু'খালাতো ভাই হযরত ঈসা ও হযরত যাকারিয়া (আঃ)কে দেখলেন। জিবরাঈল তাঁকে তাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতঃপর চতুর্থ আকাশে পৌঁছে হযরত ইদরীস (আঃ)-কে দেখলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সুউচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। অতঃপর তাঁকে পঞ্চম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে এক ব্যক্তিকে উপবিষ্ট দেখতে পেলেন। তাঁর চারপাশে সমবেত একদল লোকের কাছে তিনি কিছু বর্ণনা করছিলেন। জিবরাঈলকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেনঃ ইনি হারুন (আঃ), যাকে মানুষ খুব মহব্বত করত। তাঁর আশেপাশে উপবিষ্টরা হচ্ছে বনী-ইসরাঈল।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ষষ্ঠ আকাশে গেলেন। সেখানে এক ব্যক্তি উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাকে অতিক্রম করতেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। জিবরাঈল বললেনঃ ইনি মূসা (আঃ)। ক্রন্দনের কারণ এই যে, তিনি বলেনঃ বনী-ইসরাঈল মনে করে যে, আদমসন্তানদের মধ্যে আমি সর্বাধিক সম্মানিত। এ আগন্তুকও আদম সন্তানদের একজন। তিনি আমার পরে দুনিয়াতে এসেছেন; কিন্তু আখেরাতে অগ্রগামী হয়ে গেছেন। এটা তাঁর বিশেষ ব্যক্তিগত ব্যাপার হলে আমি পরওয়া করতাম না। কিন্তু প্রত্যেক নবীর সঙ্গে তাঁর উম্মতও থাকবে।

এরপর হুযূর (সাঃ)-কে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানেও উপরোক্ত রূপ সওয়াল জওয়াব ও সাদর সম্ভাষণের পর একজন সাদা কেশধারী ব্যক্তিকে জান্নাতের দরজার কাছে উপবিষ্ট দেখলেন। তাঁর কাছে কাগজের মত শুভ্র মুখমন্ডলবিশিষ্ট একদল লোক বসাছিল। আরও একদল ছিল, যাদের গায়ের রঙ কিছুটা মলিন ছিল। তারা সেখান থেকে উঠে এক নদীতে গেল এবং গোসল করে এল। ফলে তাদের রঙ সামান্য পরিষ্কার হয়ে গেল। এরপর তারা একের পর এক তৃতীয় নদীতে গোসল করে এলে তাদের রঙ পূর্ণরূপে উজ্জ্বল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এ সাদা কেশধারী ব্যক্তি কে এবং উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট লোকগুলো কারা?

জিবরাঈল বললেনঃ ইনি আপনার পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ)। ভূপৃষ্ঠে তাঁর কেশই সর্বপ্রথম সাদা হয়েছে। শুভ্র মুখমণ্ডল বিশিষ্ট লোকগুলো হচ্ছে সে সব লোক, যাদের ঈমানে লেশমাত্র শিরক নেই। আর যাদের গায়ের রঙ কিছুটা মলিন, তারা উম্মতের সেসব লোক, যারা সৎকর্ম ও অসৎকর্ম উভয়ই করেছে। এরপর তারা আল্লাহতায়ালার কাছে তওবা করেছে। আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করেছেন। আর নদীগুলো হচ্ছে প্রথমটি নহরে-রহমত, দ্বিতীয়টি নহরে-নেয়ামত এবং তৃতীয়টি এই আয়াতের প্রতীক وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا তাদের প্রতিপালক তাদেরকে পাক-পবিত্র শরাব পান করাবেন।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সিদরাতুল-মুনতাহায় গেলেন। তাঁকে বলা হলঃ আপনার উম্মতের যারা আপনার সুন্নতের অনুসারী হবে, তারা প্রত্যেকেই এখানে পৌঁছবে। এ বৃক্ষের মূল শিকড় থেকে এমন এমন নদী প্রবাহিত, যাতে কোন পরিবর্তন নেই। দুধের নদীতে দুধের স্বাদে পরিবর্তন হয় না।

শরাবের নদীতে এমন শরাব রয়েছে,যা খুবই সুস্বাদু। আরও রয়েছে স্বচ্ছ মধুর নদী। এ বৃক্ষের ছায়ায় সওয়ার ব্যক্তি সত্তর বছর চলেও তা অতিক্রম করতে পারে না। এর পাতা এত বড় যে, সমগ্র উম্মতকে ঘিরে নিতে পারে। সৃষ্টির নূর ও ফেরেশতারা এ বৃক্ষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এখানে আল্লাহ তায়ালা রসূলে করীম (সাঃ)-এর সাথে কথা বললেন এবং এরশাদ করলেনঃ আবেদন করুন। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ পরওয়ারদেগার, আপনি হযরত ইবরাহীমকে খলীল করেছেন এবং বিশাল রাজত্ব দান করেছেন। মূসা (আঃ)-এর সাথে কালাম করেছেন। দাউদ (আঃ)-কে বিশাল সাম্রাজ্য দান করেছেন। তাঁর জন্যে লোহাকে নরম এবং পাহাড়কে বশীভূত করেছেন। সোলায়মান (আঃ)-কে আজিমুশশান সাম্রাজ্য দান করেছেন। তাঁর জন্যে জিন, মানব, শয়তান ও বায়ুকে করতলগত করেছেন এবং অভূতপূর্ব রাজত্ব দান করেছেন, যা তাঁর পরেও কেউ লাভ করতে পারবে না। ঈসা (আঃ)-কে তওরাত ও ইনজীলের জ্ঞান দিয়েছেন। তিনি আপনার নির্দেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্যদান ও মৃতকে জীবিত করতেন। তাঁকে ও তাঁর জননীকে শয়তান থেকে নিরাপদ করেছেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ আমি আপনাকে খলীল ও হাবীব করেছি। তওরাতে আপনার নাম হাবিবুর রহমান লিখিত আছে। আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি। আপনার বক্ষ উন্মোচিত করেছি। আপনার বোঝা হালকা করেছি এবং আপনার আলোচনা উচ্চ করেছি। ফলে আমাকে স্মরণ করার সাথে আপনাকে স্মরণ করা হয়। আপনার উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত করেছি। তারা মানুষের উপকারের জন্যে সৃজিত হয়েছে। আপনার উম্মতকে ন্যায়পরায়ণ করেছি। আপনার উম্মত আওয়ালও, আখেরও।

তারা যদি সাক্ষ্য দেয় যে, আপনি আমার বান্দা ও রসূল, তবে তাদের কোন গোনাহ্ বাকী থাকবে না। তাদের অন্তর তাদের ইনজীল। সৃষ্টির দিক দিয়ে পয়গাম্বরগণের মধ্যে আপনি সর্বপ্রথম এবং আবির্ভাবের দিক দিয়ে সর্বশেষ। আমি আপনাকে سبع مثانى দান করেছি, যা আপনার পূর্বে কাউকে দেইনি। আপনাকে খাওয়াতীমে সূরা বাকারা সেই বিশেষ ভান্ডার থেকে দান করেছি, যা আরশের নিচে অবস্থিত। এটাও আপনার পূর্বে কেউ পায়নি। আপনাকে কাওসার দিয়েছি। আমি আপনাকে আটটি খন্ড দিয়েছি; অর্থাৎ ইসলাম, হিজরত, জেহাদ, নামায, ছদকা, রোযা, আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার। আপনাকে ফাতেহ্ (বিজয়ী) এবং খাতেম (খতমকারী) ও করেছি।

নবী করীম (সাঃ) বলেনঃ আমার প্রতিপালক আমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তিনি আমাকে "রহমাতুল্লিল-আলামীন" করে প্রেরণ করেছেন এবং সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে প্রেরণ করেছেন। আমার শত্রুর মনে এক মাসের দূরত্ব থেকে আমার ভয়ভীতি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। আমার জন্যে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) হালাল করেছেন। আমার পূর্বে কারও জন্যে এটা হালাল ছিল না। সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্যে মসজিদ ও পাক হওয়ার উপকরণ করে দিয়েছেন। আমার উম্মতকে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে। তাদের অনুসারী ও অনুসৃত আমার কাছে গোপন থাকেনি। আমি আমার উম্মতকে এমন লোকদের কাছে আসতে দেখলাম, যারা চুলের জুতা পরিধান করে। আমি তাদেরকে এমন লোকদের কাছেও আসতে দেখলাম, যাদের মুখমণ্ডল প্রশস্ত এবং চক্ষু এমন ছোট, যেন সুই দিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। আমার উম্মত আমার পরে যেসব বিষয়ের সম্মুখীন হবে, সেগুলো আমার কাছে গোপন থাকেনি।

হুযূর (সাঃ)-কে অতঃপর পঞ্চাশ নামাযের আদেশ দেয়া হয়। তিনি মূসা (আঃ)-এর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। আপনাকে কি আদেশ দেয়া হয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ পঞ্চাশ নামায। মূসা (আঃ) বললেনঃ প্রতিপালকের কাছে যেয়ে সহজ করণের আবেদন করুন। কেননা, আপনার উম্মত অতিশয় দুর্বল। আমি বনী-ইসরাঈলের তরফ থেকে অনেক যাতনা ভোগ করেছি। হুযূর (আঃ) তাই করলেন। ফলে দশ নামায হ্রাস করা হল। আবার মূসা (আঃ)-এর কাছে এসে এ কথা বললে তিনি পুনরায় যেয়ে সহজকরণের আবেদন করতে বললেন। তিনি তাই করলেন। এভাবে কয়েকবার আবেদন করার পর অবশেষে পাঁচ নামায রয়ে গেল। মূসা (আঃ) আরও হ্রাস করাতে বললে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এখন আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। তাই আর যাব না। তাঁকে বলা হলঃ আপনি পাঁচ নামায মেনে নিয়েছেন। তাই এ পাঁচ নামাযই আপনার জন্যে পঞ্চাশ নামাযের সমান। কেননা, প্রত্যেক নেক কাজের ছোয়াব দশগুণ। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) পূর্ণরূপে সম্মত হয়ে গেলেন।

বোখারী, মুসলিম ও ইবনে জরীর সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন- শবে মে'রাজে আমি মূসা (আঃ)-এর সাথে মোলাকাত করি। তিনি শানওয়া গোত্রের লোকদের মত লম্বা, ছিপছিপে ও সোজা চুলবিশিষ্ট ছিলেন। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথেও সাক্ষাৎ করি। তিনি মাঝারি গড়নের লাল বর্ণ বিশিষ্ট ছিলেন। আমি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কেও দেখেছি। তাঁর সন্তানদের মধ্যে আমি সর্বাধিক তাঁর সাথে মিল রাখি। এরপর আমার কাছে দু'টি পাত্র আনা হয়। একটিতে দুধ ও অপরটিতে শরাব ছিল। আমাকে বলা হল, যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করুন। আমি দুধের পাত্র নিয়ে পান করলাম। বলা হলঃ আপনি স্বভাবধর্ম পেয়ে গেছেন। শরাব পছন্দ করলে আপনার উম্মত গোমরাহ হয়ে যেত।

মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ আমি হাতীমে দন্ডায়মান ছিলাম, আর কোরায়শরা আমাকে মে'রাজের ঘটনাবলী জিজ্ঞাসা করছিল। তারা বায়তুল-মোকাদ্দাসের এমন কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করল, যা আমার মনে পড়ছিল না। তাই আমি যারপর নেই উদ্বিগ্ন হলাম। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা বায়তুল-মোকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরলেন। আমি স্বচক্ষে দেখতে লাগলাম। এখন কোরায়শরা যা যা জিজ্ঞাসা করল, আমি নিঃসংকোচে তা বলে দিলাম। মে'রাজে আমি পয়গাম্বরগণের মধ্যেও ছিলাম। আমি দেখলাম মূসা (আঃ) দাঁড়িয়ে নামায পড়ছেন। তিনি ছিলেন ছিপছিপে দেহের অধিকারী। তাঁর চুল ছিল কোঁকড়ানো। মনে হচ্ছিল যেন শানওয়া গোত্রের একজন। আমি হযরত ঈসা (আঃ)-কেও দন্ডায়মান হয়ে নামায পড়তে দেখলাম। তাঁর আকার-আকৃতি ওরওয়া ইবনে মসউদ ছক্বফীর সাথে অনেকটা মিল রাখে। ইবরাহীম (আঃ)ও নামাযরত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হলেন। তাঁর দেহাবয়ব আমার সাথে অনেক বেশী সামঞ্জস্যশীল। ইতিমধ্যে নামাযের সময় হয়ে যায়। আমি সকলের ইমামতি করলাম। নামাযান্তে কেউ বললঃ মোহাম্মদ (সাঃ)! ইনি জাহান্নামের দারোগা মালেক। তাঁকে সালাম করুন। আমি তাঁর দিকে তাকালে তিনি নিজেই আমাকে সালাম করলেন।

আহমদ, ইবনে মরদুওয়াইহি, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মাজা হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ শবে মে'রাজে আমি সপ্তম আকাশে উঠে উপরে তাকাই। হঠাৎ গর্জন শুনলাম ও আগুন দেখতে পেলাম। আমি এমন লোকদের মধ্যে এলাম, যাদের পেট এক একটি গৃহের মত ছিল। পেটের ভিতরে সর্প ছিল, যেগুলি বাইরে থেকেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেনঃ এরা সুদখোর। দুনিয়ার আকাশে এসে আমি নিচে দৃষ্টিপাত করলাম। ধুলাবালি ও ধোঁয়া দৃষ্টিগোচর হল এবং বিভিন্ন আওয়াজ অনুভব করলাম। জিবরাঈল বললেনঃ এরা শয়তান, মানুষের

দৃষ্টিপথে চক্রাকারে ঘুরাফেরা করে, যাতে মানুষ উর্ধ্বজগতের বিষয়াদি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতে না পারে। এ বাধা না থাকলে মানুষ অনেক আশ্চর্য বিষয়াদি প্রত্যক্ষ করত।

আহমদ ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ শবে মে'রাজে আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে সেই জায়গায় পা রাখি, যেখানে পয়গাম্বরগণ পা রাখতে। আমার সম্মুখে হযরত ঈসা (আঃ)-কে পেশ করা হয়। তার সাথে সর্বাধিক মিল রাখে, এমন ব্যক্তি হচ্ছে ওরওয়া ইবনে মসউদ ছকফী। আমার সামনে হযরত মূসা (আঃ)-কে পেশ করা হয়। তিনি ছিপছিপে ছিলেন এবং চুল ছিল কোঁকড়ানো। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-ও আমার নযরে পড়েন। আমিই তার সাথে অধিক মিল রাখি।

ইবনে মরদুওয়াইহি সোলায়মান তাইমীর তরিকায় আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন- রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন- আমি আকাশে পৌঁছে হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর কবরে নামায পড়তে দেখেছি।

ইবনে সা'দ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবীকরীম (সাঃ) শবে মে'রাজে ফেরার পথে যীতুয়া নামক স্থানে পৌঁছে জিবরাঈলকে বললেনঃ আমার কওম আমাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে না। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি চিন্তিত হবেন না। আবূ বকর অবশ্যই করবে এবং এ কারণেই তিনি ছিদ্দিক।

মে'রাজ সম্পর্কে হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীস

ইবনে মরদুওয়াইহি, হাকেম ও বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে তিনি মানুষের সামনে এ ঘটনাবলী বর্ণনা করলেন। এতে মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক ইসলামত্যাগী মুরতাদ হয়ে গেল। তারা দ্রুত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে বললঃ আপনি আপনার সঙ্গীর কোন খবর রাখেন কি? তিনি বলে যাচ্ছেন যে, গত রাতে তাঁকে বায়তুল-মোকাদ্দাস ভ্রমণ করানো হয়েছে। আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ তিনি কি সত্য সত্যই এ কথা বলেছেন? তারা বললঃ হাঁ। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে সত্য ঘটনা। আমি বিশ্বাস করি যে, তিনি সত্যবাদী। আমি এর চেয়ে অনেক দূরের খবর সম্পর্কে তাঁকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করি। তিনি সকালে কিংবা বিকালে আকাশের খবরাদি দিয়ে থাকেন। বলাবাহুল্য, এ কারণেই হযরত আবু বকর (রাঃ) ছিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত হন।

ইবনে মরদুওয়াইহি হেশাম ইবনে ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমাকে আকাশে নিয়ে যাওয়ার পর জিবরাঈল আযান

দিলেন। ফেরেশতারা মনে করল যে, জিবরাঈল তাদেরকে নামায পড়াবেন। কিন্তু জিবরাঈল আমাকে অগ্রে বাড়িয়ে দিলেন। আমি ফেরেশতাগণকে নামায পড়ালাম।

ইবনে মরদুওয়াইহি ইয়াহইয়া ইবনে এবাদ, এবাদ ইবনে আবদুল্লাহ এবং আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করেন যে, আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন- আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে শুনেছি যে, সিদরাতুল-মুনতাহায় সোনালী প্রজাপতি আছে। এর ফল মটকার মত বৃহৎ এবং এর পাতা হাতির কানের মত। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি সিদরাতুল-মুনতাহার কাছে কি দেখেছেন? তিনি বললেনঃ আমি সেখানে পরওয়ারদেগারকে দেখেছি।

হযরত উম্মে হানীর (রাঃ) হাদীস

ইবনে ইসহাক ও ইবনে জরীর আবু ছালেহ-এর বরাত দিয়ে রেওয়ায়েত করেছেন যে, উম্মেহানী বিনতে আবু তালেব (রাঃ) বর্ণনা করেন- শবে মে'রাজে নবী করীম (সাঃ) আমার গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। এর আগে তিনি এশার নামায পড়েন। এরপর তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন এবং আমরাও ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরের আগে তিনি আমাদেরকে জাগ্রত করলেন। তাঁর সাথে আমরাও যখন ভোরের নামায পড়ে নিলাম, তখন তিনি বললেনঃ উম্মেহানী! আমি তোমাদের সাথে এখানে এশার নামায পড়েছিলাম, যা তুমি নিজে দেখেছ। এরপর আমি বায়তুল-মোকাদ্দাসে চলে যাই। আমি সেখানে নামায পড়েছি। এখন আবার তোমাদের সাথে ফজরের নামায পড়লাম, যা তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ।

তিবরানী, ইবনে মরদুওয়াইহি হযরত উম্মে হানী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে মে'রাজে নবী করীম (সাঃ) আমার গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। আমি রাতে তাঁকে পেলাম না। ফলে এ আশংকায় সারারাত আমার ঘুম হল না যে, কোথাও কোরায়শরা তাঁকে অপহরণ করে নি তো।

পরে হুযূর (সাঃ) বললেনঃ জিবরাঈল আমার কাছে এলেন এবং আমার হাত ধরে বাইরে নিয়ে গেলেন। আমি দরজার বাইরে একটি চতুষ্পদ জন্তু দেখলাম, যা খচ্চর অপেক্ষা নিচু ও গাধা অপেক্ষা উঁচু ছিল। জিবরাঈল আমাকে তাঁর উপর সওয়ার করিয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস নিয়ে গেলেন। আমাকে হযরত ইবরাহীম (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করালেন। তাঁর দৈহিক গড়ন আমার গড়নের অনুরূপ ছিল। জিবরাঈল মূসা (আঃ)-এর সাথে দেখা করালেন। তিনি গোধূম বর্ণের, লম্বা গড়নের এবং সোজা চুলওয়ালা ছিলেন। শানওয়া গোত্রের পুরুষদের সাথে তার বহুলাংশে মিল ছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাথেও সাক্ষাৎ হয়। তিনি মাঝারি গড়নের সাদা চুলওয়ালা ছিলেন। তাঁর রঙে লালিমার ঝলক ছিল। ওরওয়া ইবনে মসউদ ছকফীর সাথে তাঁর মিল ছিল। আমাকে দাজ্জালও দেখানো হয়। তার ডান চক্ষু নিশ্চিহ্ন ছিল। সে কুতুন ইবনে আবদুল ওয্যার অনুরূপ ছিল।

উম্মে হানী বর্ণনা করেন- অতঃপর হুযূর (সাঃ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেনঃ আমি মে'রাজের ঘটনা বলার জন্যে কোরায়শদের কাছে যেতে চাই। উম্মে হানী বলেনঃ আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাপড় ধরে ফেললাম এবং বললামঃ আল্লাহর কসম, যারা আপনাকে মিথ্যারোপ করে এবং আপনার কথা মেনে নিতে অস্বীকার করে, আপনি তাদের কাছে যাবেন না। তারা আপনার সাথে বাড়াবাড়ি করবে। কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না এবং আমার হাত থেকে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেলেন। কয়েকজন কোরায়শ নেতা এক জায়গায় সমবেত ছিল। হুযূর (সাঃ) সেখানে যেয়ে মে'রাজের ঘটনা বর্ণনা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুতয়িম ইবনে আদী দাঁড়িয়ে গেল এবং বললঃ মোহাম্মদ! যদি তুমি সুস্থ চিন্তা-ভাবনার অধিকারী হতে, তবে এমন আজগুবী কথা বলতে না। এরপর উপস্থিত লোকদের একজন বললঃ মোহাম্মদ! আপনি অমুক অমুক জায়গায় আমাদের উটদের কাছে গিয়েছিলেন?

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ হাঁ, আমি যখন তাদেরকে পাই, তখন তাদের একটি উট হারিয়ে গিয়েছিল। তারা সেটি তালাশ করছিল। অতঃপর লোকটি বললঃ আপনি অমুক গোত্রের উট দেখেছেন? তিনি বললেনঃ হাঁ, দেখেছি। তাদেরকে অমুক অমুক জায়গায় পেয়েছি। তাদের একটি লাল উষ্ট্রীর হাত পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাদের কাছে একটি পানির পিয়ালা ছিল। আমি পিয়ালার সমস্ত পানি পান করেছি।

উপস্থিত লোকেরা বললঃ সেখানে কয়টি উট ছিল এবং কয়জন রাখাল ছিল বলুন? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তাদের সংখ্যার প্রতি আমি মনোযোগ দেইনি। এরপর তিনি ফিরে এসে যখন নিদ্রা গেলেন, তখন তাঁর সামনে সব উট উপস্থিত করা হল। তিনি উট ও সেগুলির রাখাল গণনা করে নিলেন। অতঃপর তিনি কোরায়শদের কাছে গমন করলেন এবং বললেনঃ তোমরা আমাকে অমুক গোত্রের উট ও রাখাল সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলে। এখন শুন তাদের উট এতগুলো এবং রাখালদের সংখ্যা এতজন। রাখালদের মধ্যে ইবনে আবী কুহাফাও (অর্থাৎ আবু বকরও) রয়েছেন। আরও অমুক অমুক রয়েছে। আগামীকাল সকালে তোমরা তাদেরকে এক টিলায় দেখতে পাবে। সে মতে পরদিন সকলেই সেই টিলায় যেয়ে বসে রইল। হুযূর (সাঃ)-এর কথা সত্য কিনা, তা যাচাই করার জন্যে।

তারা উটের সারিকে আসতে দেখল। তারা কাফেলার লোকজনকে জিজ্ঞাসা করল যে, তাদের কোন উট হারিয়ে ছিল কি না। তারা বললঃ হাঁ।

এরপর তারা দ্বিতীয় কাফেলাকে জিজ্ঞাসা করলঃ তোমাদের কোন লাল উটের হাত পা ভেঙ্গে গিয়েছিল কি? তারা বললঃ হাঁ। তারা আরও জিজ্ঞাসা করলঃ তোমাদের কাছে পানির কোন পিয়ালা ছিল? আবুবকর (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর

কসম, আমি সেটি রেখেছিলাম। আমাদের কেউ এ পানি পান করেনি এবং তা মাটিতেও ঢেলে দেয়া হয়নি। সে মতে আবুবকর (রাঃ) ঘটনার সত্যায়ন করলেন এবং তৎপ্রতি ঈমান ব্যক্ত করলেন। সেদিনই তাঁকে ছিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আবু ইয়ালা ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) ভোর বেলায় আমার কাছে আগমন করলেন। আমি তখন শয্যায় ছিলাম। তিনি বললেনঃ তুমি তো জান আমি আজ রাতে মসজিদে হারামে নিদ্রিত ছিলাম। জিবরাইল আমার কাছে এসে আমাকে মসজিদের দরজা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আমি একটি সাদা চতুষ্পদ জন্তু দেখলাম, যা গাধার চেয়ে উঁচু এবং খচ্চরের চেয়ে নীচু ছিল।

তার উভয় কান স্থির ছিল না –কেবলি আন্দোলিত হচ্ছিল। আমি তাতে সওয়ার হলাম। জিবরাঈল আমার সঙ্গে ছিলেন। জন্তুটি আপন পা দৃষ্টির শেষ সীমায় রেখে রেখে চলতে লাগল। যখন সে নিম্নভূমিতে চলত, তখন তার হাত লম্বা এবং পা খাটো হয়ে যেত, আর যখন উঁচু জায়গায় আরোহণ করত, তখন পা লম্বা ও হাত খাটো হয়ে যেত।

আমরা বায়তুল-মোকাদ্দাসে পৌঁছলাম। আমি জন্তুটি সেই বৃত্তের সাথে বেঁধে দিলাম, যেখানে পয়গাম্বরগণ আপন আপন সওয়ারী বাঁধতেন। পয়গাম্বরগণকে আমার সামনে প্রকাশ করা হল। তাঁদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ) ছিলেন। আমি তাঁদেরকে নামায পড়ালাম এবং তাঁদের সাথে কথাবার্তা বললাম। এরপর আমার সামনে লাল ও সাদা দু'টি পাত্র আনা হল। আমি সাদা পাত্রটি পান করলাম। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি দুধ পান করেছেন এবং শরাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। শরাব পান করলে আপনার উম্মত মুরতাদ হয়ে যেত। এরপর আমি সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে মসজিদে-হারামে এসে ফজরের নামায পড়েছি।

উম্মে হানী বর্ণনা করেন–একথা শুনে আমি হুযুর (সাঃ)-এর চাদর ধরে ফেললাম এবং বললাম ঃ ভাই! আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিচ্ছি, যদি আপনি কোরায়শদের সামনে একথা প্রকাশ করেন, তবে যারা এখন ঈমানদার, তারাও বেঈমান হয়ে যাবে। হুযূর (সাঃ) চাদরের উপর হাত মেরে সেটি আমার হাত থেকে ছাড়িয়ে নিলেন। চাদর তার পেট থেকে সরে গেল। আমি তার লুঙ্গির উপর পেটের ভাজকে জড়ানো কাগজের ন্যায় দেখতে পেলাম। আমি আরও দেখলাম, তাঁর হৃদপিণ্ডের জায়গা থেকে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছিল এবং আমার দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আমি অভিভূত হয়ে সিজদায় পড়ে গেলাম। যখন মাথা তুললাম, তখন দেখি হুযূর (সাঃ) চলে গেছেন। আমি কালবিলম্ব না করে বাঁদীকে বললাম ঃ জলদি তাঁর পিছনে পিছনে যা। তিনি কি বলেন এবং শ্রোতারা কি জওয়াব দেয়, তা শুনে তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে আয়।

বাঁদী ফিরে এসে বলল ঃ হুযূর (সাঃ) কোরায়শদের একটি দলের কাছে আছেন। এই দলে রয়েছে মুতায়িম ইবনে সাদী, আমর ইবনে হেশাম এবং ওলীদ ইবনে মুগীরা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে বললেন ঃ আমি রাতে এশার নামায এবং ফজরের নামায এই মসজিদে পড়েছি। এশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস গিয়েছি। পয়গাম্বরগণের একটি দলকে আমার সামনে প্রকাশ করা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)। আমি তাঁদেরকে নামায পড়িয়েছি এবং তাঁদের সাথে কথাবার্তা বলেছি।

আমর ইবনে হেশাম ঠাট্টাচ্ছলে বলল ঃ আপনি আমাদের কাছে এই পয়গাম্বরগণের দেহাবয়ব বর্ণনা করুন।

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ ঈসা (আঃ) মাঝারি গড়নের কিছু উপরে, দীর্ঘদেহী থেকে কম এবং প্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট। তাঁর মুখমণ্ডল লালিমা মিশ্রিত। মাথার কেশ কোঁকড়ানো। মুখমণ্ডলে গোলাপী আভা প্রবল। তিনি যেন ওরওয়া ইবনে মসউদ ছকফী। মূসা (আঃ) দীর্ঘকায় সুঠাম দেহী, গোধূম বর্ণ। তিনি যেন শানওয়া গোত্রের একজন। মাথায় অনেক চুল এবং উভয় চক্ষু কোটরাগত। দাঁত সমান এবং ঠোঁট উপরে উত্থিত। মাড়ি প্রকাশমান। তাঁর গড়ন থেকে কঠোরতা প্রকাশ পায়। আর ইবরাহীম (আঃ) গড়নে ও চরিত্রে আমার সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল।

একথা শুনে কোরায়শরা হৈ চৈ শুরু করল এবং ব্যাপারটিকে অশুভ মনে করল। মুতয়িম বলল ঃ তোমার ইতিপূর্বেকার সকল কথাবার্তা আজকের দিনের খেলাফ। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি একজন মিথ্যাবাদী। আমরা অতি কষ্টে বায়তুল-মোকাদ্দাস যাই। এ পথের চড়াইয়ে একমাস লেগে যায় এবং উতরাইয়ে এক মাস অতিবাহিত হয়। আর তুমি কি না বলছ যে, রাতের মধ্যেই গিয়ে ফিরে এসেছে। লাত ও ওযযার কসম, আমি তোমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিব না। হযরত আবূ বকর (রাঃ) মুতয়িমকে বললেন ঃ তুমি তোমার ভাতিজা সম্পর্কে অশোভন কথা বলেছ। তুমি তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করছ। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি সত্যবাদী।

কাফেররা বলল ঃ আচ্ছা, আপনি বায়তুল-মোকাদ্দাসের অবস্থান সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি রাতের বেলায় বায়তুল মোকাদ্দাস গিয়েছি এবং রাতেই ফিরে এসেছি। তৎক্ষণাৎ জিবরাঈল আগমন করলেন এবং আপন বাহুতে বায়তুল মোকাদ্দাসের চিত্র ফুটিয়ে তুললেন। হুযূর (সাঃ) তা দেখে বলতে লাগলেন যে, বায়তুল-মোকাদ্দাসের অমুক দরজা এমন এমন বর্ণের এবং এমন জায়গায় অবস্থিত। আবূ বকর (রাঃ) সাথে সাথে এই বর্ণনার সত্যায়ন করে যাচ্ছিলেন। সেদিন নবী করীম (সাঃ) বললেন, আবূবকর! আল্লাহতায়ালা তোমার নাম ছিদ্দীক রেখেছেন।

উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ মোহাম্মদ! আমাদের কাফেলা সম্পর্কে বলুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি অমুক গোত্রের কাফেলার সাক্ষাত রাওহা নামক স্থানে পেয়েছি। তাদের একটি উষ্ট্রী হারিয়ে গিয়েছিল। তারা সেটির খোঁজে বের হয়েছিল। আমি তাদের অবস্থান স্থলে এলে সেখানে কেউ ছিল না। আমি সেখানে একটি পানির পিয়ালা দেখে তা থেকে পানি পান করলাম। এরপর আমি অমুক গোত্রের উটের কাছে গেলাম।

উটগুলো আমাকে দেখে ইতস্ততঃ ছুটতে লাগল। একটি লাল রঙের উট বসে রইল। সেটির উপর সাদা রেখা বিশিষ্ট বস্তা ছিল। উটটি আহত ছিল কি না আমি জানি না। এরপর আমি অমুক গোত্রের উটের কাছে তানয়ীম নামক স্থানে পৌছলাম। এই কাফেলার অগ্রে একটি মেটে রঙের উট রয়েছে। এখন তোমরা টিলার উপর এই কাফেলা দেখতে পাবে।

একথা শুনে ওলীদ ইবনে মুগীরা বলল ঃ আপনি একজন যাদুকর। লোকেরা কাফেলা দেখার জন্যে টিলার দিকে গেল। তারা বাস্তবিকই কাফেলা দেখতে পেল। এরপর তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি যাদুর অপবাদ লাগিয়ে বলল ঃ ওলীদ ইবনে মুগীরার কথাই ঠিক। এর পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহতায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

ঃ আমি যে স ববিষয় আপনাকে দেখিয়েছি, সেটাকে কেবল মানুষের জন্যে পরীক্ষার উপায় করেছি।

হযরত উম্মে সালামাহর (রাঃ) হাদীস

ইবনে আসাকির ও ইবনে সা'দ বিভিন্ন মাধ্যমে বিভিন্ন সাহাবী থেকে বিভিন্ন রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। সবগুলো রেওয়ায়েতের ভাষ্য এই যে, রসূলে করীম (সাঃ) হিজরতের এক বছর পূর্বে ১৭ রবিউল আউয়াল তারিখের রজনীতে শো'আবে আবূ তালেব থেকে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত মে'রাজে গমন করেন। হুযূর (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে একটি শুভ্র সওয়ারীতে সওয়ার করানো হয়, যা গাধা ও খচ্চরের মাঝামাঝি ছিল। তার উরুদ্বয়ে দু'টি পাখা ছিল। একারণে তার পা দ্রুত মাটিতে পড়ত। আমি যখন সওয়ার হওয়ার জন্যে তার কাছে গেলাম, তখন সে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লাগল এবং হাত পা মারতে লাগল। জিবরাঈল তার লেজের গোড়ায় হাত রেখে বললেন ঃ বোরাক! তোর ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে লজ্জা হয় না? আল্লাহর কসম! মোহাম্মদের পূর্বে তোর পিঠে আল্লাহর এমন কোন বান্দা সওয়ার হননি, যিনি আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে অধিক সম্মানিত। একথা শুনে বোরাক লজ্জায় পানি পানি হয়ে গেল এবং ঔদ্ধত্য বন্ধ করে দিল। আমি সওয়ার হয়ে তার

দু'টি কান ধরে নিলাম। সে দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করতে শুরু করল। দৃষ্টির শেষসীমা ছিল তার এক একটি পদক্ষেপ। বোরাকের কোমর লম্বা এবং কর্ণদ্বয় দীর্ঘ ছিল। জিবরাঈল আমার সঙ্গে ছিলেন। মাটি থেকে পৃথক হয়ে জিবরাইল আমাকে নিয়ে বায়তুল-মোকাদাসে পৌঁছলেন। বোরাক তার দাঁড়ানোর জায়গায় এলে জিবরাঈল তাকে বেঁধে দিলেন। সেটা ছিল পয়গাম্বরগণের সওয়ারী বাঁধার জায়গা। আমি পয়গাম্বরগণকে আমার জন্যে সমবেত দেখতে পেলাম। আমি হযরত ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা (আঃ)-কে দেখলাম। আমি ভাবলাম যে তাঁদের জন্যে একজন ইমাম হওয়া জরুরী। জিবরাঈল আমাকে অগ্রে বাড়িয়ে দিলেন। নামাযান্তে তাঁরা বললেন ঃ আমরা তওহীদের পয়গামসহ প্রেরিত হয়েছি।

কোন কোন রাবী বর্ণনা করেছেন যে, সে রাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে না পেয়ে বনী-আবদুল মুত্তালিব তার খোঁজে বের হয়। হযরত আব্বাস (রাঃ)-ও তাঁকে তালাশ করার জন্যে বের হয়ে পড়েন। তিনি তুয়া উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে 'ইয়া মোহাম্মদ, ইয়া মোহাম্মদ' বলে ডাকতে থাকেন। নবী করীম (সাঃ) সাড়া দিয়ে 'লাব্বায়কা' বললেন। আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ ভাতিজা! সারারাত আপনি গোত্রের সকলকে উদ্বেগ ও কষ্টের মধ্যে ফেলে রেখেছেন। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি বায়তুল-মোকাদ্দাস থেকে আসছি। আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ এই এক রাতেই এসেছেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এরাতেই এসেছি। আব্বাস (রাঃ) বললেন ঃ আপনি কল্যাণপ্রাপ্ত হয়েছেন কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ হাঁ, কল্যাণই অর্জিত হয়েছে।

উম্মে হানী (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ নবী করীম (সাঃ) মে'রাজের জন্যে আমার গৃহ থেকেই রওয়ানা হন। তিনি এশার নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ভোরের নামাযের পূর্বে আমরা নামাযের জন্যে তাঁকে জাগ্রত করি। তিনি গাত্রোত্থান করেন এবং নামায শেষে বলেন ঃ উম্মেহানী! তুমি দেখেছ যে, আমি তোমাদের সাথে এশার নামায পড়েছি। এরপর আমি বায়তুল-মোকাদ্দাস গমন করেছি এবং সেখানে নামায পড়েছি। এরপর আমি ফজরের নামায তোমাদের সাথে পড়েছি। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে যেতে উদ্যত হলে আমি বললাম ঃ এ কথাটি মানুষের কাছে বলবেন না। তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবে এবং যন্ত্রণা দিবে। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমি একথা বলবই। সেমতে তিনি বললেন। তারা শুনে বিস্ময়াভিভূত হল এবং বলল ঃ এমন কথা আমরা কখনও শুনিনি। হুযূর (সাঃ) জিবরাঈলকে বললেন ঃ আমার কওম আমার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করবে না। তিনি বললেন ঃ আবূ বকর সত্য বলে বিশ্বাস করবেন। তিনি হচ্ছেন ছিদ্দীক। এ ঘটনার ফলশ্রুতিতে অনেক নামাযী মুসলমানও ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি হিজর নামক স্থানে দাঁড়িয়ে গেলাম। আল্লাহতায়ালা

আমার সামনে বায়তুল-মোকাদ্দাস প্রকাশ করে দিলেন। আমি দেখে দেখে তাদেরকে তাদের প্রার্থিত নিদর্শনাবলী বর্ণনা করতে লাগলাম। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করল ঃ বায়তুল মোকাদ্দাসের দরজা কয়টি? আমি এক একটি দরজা গনে গনে তাদেরকে বলতে লাগলাম। পথিমধ্যে তাদের যেসব কাফেলা পেয়েছিলাম, সেগুলোর কথাও নিদর্শনাবলীসহ বললাম। আমি যেরূপ বলেছিলাম, পরে তারা তেমনই পেয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এই আয়াত নাযিল করেন–

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْٓ اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ

আমি যে সব বিষয় আপনাকে দেখিয়েছি, সেগুলোকে কেবল মানুষের জন্যে পরীক্ষার উপায় করেছি।

মে'রাজ সম্পর্কে মুরছাল রেওয়ায়েত

আবূ নয়ীম ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বায়তুল-মোকাদ্দাস যাওয়া সম্পর্কে কোরায়শদেরকে অবগত করলে তারা বলল ঃ বলুন, আমাদের কি হারিয়ে গেছে? আপনি যা বলেন, তার নিদর্শন পেশ করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের মেটে রঙের উষ্ট্রী হারিয়ে গেছে। তার উপর তোমাদের বাণিজ্যিক বস্ত্রসামগ্রী বোঝাই করা হয়েছিল। সেই উষ্ট্রী যখন কাফেলার সাথে ফিরে এল, তখন কোরায়শরা আবার এসে প্রশ্ন করল ঃ বলুন, উষ্ট্রীর পিঠে কি কি সামগ্রী বোঝাই করা হয়েছিল? জিবরাঈল রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে সবকিছু প্রকাশ করে দিলেন। তিনি সেগুলো দেখে দেখে যা কিছু ছিল বলে দিলেন। তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কিন্তু এরপরও কাফেরদের সন্দেহ ও মিথ্যারোপের মাত্রা আরও বেড়েই গেল।

বায়হাকী ইসমাঈল ইবনে আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, মে'রাজের সময় নবী করীম (সাঃ) স্বজাতির কাফেলা সম্পর্কে কোরায়শদেরকে অবগত করলে তারা বলল ঃ এই কাফেলা কবে আসবে? তিনি বললেন ঃ বুধবারে।

সেমতে বুধবার এলে কোরায়শরা একটি উঁচু জায়গায় আরোহণ করে কাফেলার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। যখন দিন প্রায় শেষ হয়ে এল, কিন্তু কাফেলা এল না, তখন হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। ফলে তাঁর খাতিরে দিনের বেলায় এক ঘন্টা বৃদ্ধি করে দেয়া হল এবং সূর্যকে থামিয়ে রাখা হল। রাবী বলেন ঃ দু'দিন সূর্যের গতি থামিয়ে দেয়া হয় – এক, এই দিনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্যে এবং দুই, ইউশা' ইবনে নূনের জন্যে যখন তিনি জাব্বারীন তথা প্রতাপশালী কওমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন।

ইবনে আবী শায়রা "আল মুছান্নাফ" গ্রন্থে এবং ইবনে জরীর আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শবে-মে'রাজের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে একটি সওয়ারী আনা হয়, যা খচ্চরের চেয়ে নীচু এবং গাধার চেয়ে উঁচু ছিল। সে তার পা দৃষ্টির শেষ সীমায় রাখত। এর নাম ছিল বোরাক। হুযূর (সাঃ) মুশরিকদের কাফেলার কাছ দিয়ে গমন করেন। কাফেলার উট ছুটাছুটি করতে লাগল। কাফেলার লোকেরা পরস্পরে বলাবলি করল ঃ

ব্যাপার কি? কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় বাতাসের কারণেই উট এরূপ করছে। হুযূর (সাঃ) বায়তুল-মোকাদ্দাস গেলেন। তাঁর খেদমতে দু'টি পাত্র আনা হয়। একটিতে শরাব ও অপরটিতে দুধ ছিল। তিনি দুধ নিয়ে নিলেন। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনার এবং আপনার উম্মতের হেদায়াত অর্জিত হয়েছে। এরপর তিনি মিসরের দিকে চলে গেলেন।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদী এবং অন্যান্য রাবীগণ বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) পরওয়ারদেগারের কাছে জান্নাত ও জাহান্নাম দেখার আবেদন করতেন। সেমতে হিজরতের আঠার মাস পূর্বে সতের রবিউল আউয়াল তারিখে শনিবার রাত্রে তিনি আপন গৃহে নিদ্রিত ছিলেন। এ সময়ে তাঁর কাছে জিবরাঈল ও মিকাঈল আগমন করেন এবং তাঁকে বলেন ঃ আপনি যে বিষয়ের আবেদন করেছিলেন, তার জন্যে চলুন। অতঃপর জিবরাঈল ও মিকাঈল তাঁকে মকামে-ইবরাহীম ও যমযমের মাঝখানে নিয়ে গেলেন। 'এরপর একটি বিচিত্র ধরনের সিঁড়ি আনা হল। জিবরাঈল ও মিকাঈল নবী করীম (সাঃ)-কে এক এক করে সকল আকাশে নিয়ে গেলেন। তিনি সেখানে পয়গাম্বরগণের সাথে মোলাকাত করেন। সিদরাতুল-মুনতাহায় যান এবং জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করেন। হুযূর (সাঃ) বলেন ঃ আমি সপ্তম আকাশে পৌছে কলম চালনার আওয়াজ শুনতে পাই। এখানে তাঁর উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়। এরপর জিবরাঈল এসে তাঁকে সকল নামায নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়ান।

হাকেম "কিতাবুর রুইয়া"তে কা'বে আহবার (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহতায়ালা নবী করীম (সাঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-এর মধ্যে দীদার ও বাক্যালাপ ভাগ করে দেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দু'বার দীদার দান করা হয় এবং মূসা (আঃ) দু'বার আল্লাহতায়ালার সাথে বাক্যালাপ করেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

ইমাম সুয়ূতী (রহঃ) বলেন ঃ অধিকাংশ আলেমগণের অভিমত এই যে, মে'রাজের ঘটনা দু'বার সংঘটিত হয়েছে। এই উক্তির দ্বারা বিভিন্ন রেওয়ায়েতের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়ে যায় এবং কোন প্রকার বিরোধ অবশিষ্ট থাকে না। যারা

এই উক্তি অবলম্বন করেছেন, তাঁরা হলেন আবুন্নছর কুশায়রী, ইবনে আরাবী ও সোহায়লী।

শায়খ ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম লিখেছেন– মে'রাজ নিদ্রা ও জাগরণ উভয় অবস্থায় হয়েছে এবং মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানে হয়েছে। স্বপ্নযোগে মে'রাজ হওয়ার মধ্যে রহস্য হচ্ছে পূর্ব থেকে মন প্রস্তুত করা এবং ভূমিকা স্বরূপ হওয়া, যাতে সশরীরে মে'রাজ হওয়ার সময় মন অপ্রস্তুত না থাকে। উদাহরণস্বরূপ নবুওয়তের সূচনাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্যস্বপ্ন দেখতেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ওহীর ব্যাপারে অভ্যস্ত হওয়া।

আবূ শাম্মাহ্ বলেন ঃ মে'রাজ একবার দু'বার নয়; বারবার হয়েছে। তিনি এর প্রমাণস্বরূপ সেই রেওয়ায়েত পেশ করেন, যা আমরা বাযযারের বরাত দিয়ে আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি।

হাফেয ইবনে হজর বলেছেন ঃ একাধিকবার মে'রাজ হওয়ার সম্ভাবনা অবান্তর নয়। তবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পয়গাম্বরগণের প্রশ্ন করা, নামায ফরয হওয়া ইত্যাদি বিষয় একাধিকবার হওয়া নিঃসন্দেহে অবান্তর। সুতরাং যদি বলা হয় যে, প্রথমে ভূমিকাস্বরূপ স্বপ্নে মে'রাজ হয়েছে, এরপর হুবহু সেইভাবে সশরীরে মে'রাজ হয়েছে, তবে এটা অবান্তর নয়। এমনিতেও মদীনা মুনাওয়ারায় স্বপ্নযোগে বারবার মে'রাজ হয়েছে।

ইবনে মুনীর মে'রাজের রহস্যাবলী সম্পর্কেএকটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্ণিত রহস্যাবলীর মধ্যে একটি এই যে, প্রথমে বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত এবং এরপর উর্ধজগত পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার রহস্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে দু'টি হিজরত অর্জিত হওয়া। কেননা, অধিকাংশ পয়গাম্বরগণ কেবল বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত হিজরত করেছেন। বায়তুল-মোকাদ্দাস পর্যন্ত যেতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে মোটামুটি সফর করতে হয়েছে। নবী করীম (সাঃ)–যাতে বিভিন্ন ফযিলতের অধিকারী হয়ে যান এবং তাঁর সত্য ভাষণের প্রমাণ সংগৃহীত হয়, এ জন্যেই দ্বিমুখী হিজরতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি তাঁকে সরাসরি আকাশে নিয়ে যাওয়া হত, তবে বায়তুল-মোকাদ্দাসের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে তাঁর সত্য ভাষণ প্রকাশ পেত না।

ইবনে হাবীব বর্ণনা করেন ঃ আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে একটি নদী আছে, যাকে "মককূফ" বলা হয়। পৃথিবীর নদীসমূহের অবস্থা এর সামনে প্রশান্ত মহাসাগরের একটি ফোঁটার মত। মককূফ নদী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পার হওয়ার জন্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এটা মূসা (আঃ)-এর পার হওয়ার জন্যে নীলনদের বিভক্ত হওয়ার চেয়ে মহত্তর।

আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, আকাশের দরজা বন্ধ ছিল। জিবরাঈল এসে তা খুলতে বলেন। দরজা পূর্ব থেকে উম্মুক্ত রাখা হয়নি। এর রহস্য এই যে, দরজা পূর্ব থেকে উম্মুক্ত থাকলে নবী করীম (সাঃ) মনে করতে পারতেন যে, আকাশের দরজা সর্বদা উম্মুক্তই থাকে। তাই পূর্ব থেকে খোলা রাখা হয়নি, যাতে তিনি জানতে পারেন যে, কেবল তাঁর সম্বর্ধনার জন্যেই দরজা খোলা হচ্ছে।

এছাড়া আল্লাহ তায়ালার এটাও উদ্দেশ্য ছিল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবগত করা যে, আকাশবাসীরা আপনাকে চিনে। কেননা, জিবরাঈল যখন বললেন ঃ আমার সঙ্গে মোহাম্মদ আছেন, তখন প্রশ্ন করা হল যে, তাঁর কাছে আল্লাহর পয়গাম প্রেরিত হয়েছে কি? এরূপ প্রশ্ন করা হয়নি যে, মোহাম্মদ কে?

হযরত আয়েশার (রাঃ) সাথে বিবাহ

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তুমি স্বপ্নে আমাকে দু'বার প্রদর্শিত হয়েছ। আমি স্বপ্নে দেখলাম এক ব্যক্তি তোমাকে একটি রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়ে আমাকে বলছে– ইনি আপনার পত্নী। আমি সেই বস্ত্র একটু ফাঁক করে তোমাকে দেখছিলাম। আমি মনে মনে বলতাম, এই স্বপ্ন আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে হলে আল্লাহ অবশ্যই তা প্রকাশ করবেন।

ওয়াকেদী ও হাকেম ওরওয়ার মুক্ত ক্রীতদাস হাবীব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত খাদিজার (রাঃ) ইন্তেকালের কারণে নবী করীম (সাঃ) খুবই মর্মাহত হন। হযরত জিবরাঈল আয়েশা (রাঃ)-কে দোলনায় নিয়ে তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন ঃ এই বালিকা আপনার দুঃখ-বেদনা লাঘব করে দিবে। সে খাদিজার (রাঃ) স্থলাভিষিক্ত হবে।

আবূ ইয়ালা, বাযযার, ইবনে ওমর, আদনী ও হাকেমের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বিয়ে করেননি, যতদিন না জিবরাঈল আমার আকার আকৃতি তাঁর সামনে প্রকাশ করে দেন। তিনি আমাকে এমন অবস্থায় বিয়ে করেন যে, আমি শিশুদের পোশাক পরিহিত ছিলাম। আমার বয়স কম ছিল। তিনি যখন আমাকে বিয়ে করলেন, তখন আল্লাহতায়ালা কম বয়সেই আমার মধ্যে লজ্জা-শরম সৃষ্টি করে দেন।

হযরত সওদা বিনতে যমআর সাথে বিবাহ

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত সওদা বিনতে যমআ (রাঃ) সুহায়ল ইবনে আমরের ভাই সকরান ইবনে আমরের বিবাহে ছিলেন। তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর সম্মুখ দিয়ে

আসছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর ঘাড়ে পা রেখে দিয়েছেন। তিনি স্বীয় স্বামীর কাছে এই স্বপ্ন বর্ণনা করলেন। স্বামী বললেন ঃ এই স্বপ্ন সত্য হলে আমি মারা যাব এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাকে বিয়ে করবেন। এরপর সওদা (রাঃ) দ্বিতীয় রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে, আকাশ থেকে একটি চাঁদ তাঁর উপর নেমে এসেছে এবং তিনি শায়িত। এ স্বপ্নের কথা স্বামীর কাছে ব্যক্ত করলে স্বামী বললেন ঃ যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয়, তবে আমি আর কয়েকদিন মাত্র জীবিত থাকব, এরপর ইন্তেকাল করব। আমার পরে তুমি বিয়ে করবে। সকরান সেদিনই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কয়েকদিন পরেই ইন্তেকাল করেন। এরপর হযরত সওদা (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিবাহে আসেন।

হযরত রেফায়ার (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ

হাকেমের রেওয়ায়েতে রেফায়া ইবনে রাফে বলেন যে, তিনি এবং তাঁর খালাত ভাই মুয়ায ইবনে আফরা (রাঃ) উভয়েই মক্কা পৌছেন। হুযূর (সাঃ) রেফায়ার সামনে ইসলাম পেশ করেন এবং বলেন ঃ বলতো নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল এবং পর্বতমালা কে সৃষ্টি করেছেন? রেফায়া বর্ণনা করেন– এ প্রশ্নের জওয়াবে আমি বললাম ঃ আল্লাহতায়ালা সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন ঃ তোমাকে কে সৃষ্টি করেছেন? আমি বললাম ঃ আল্লাহতায়ালা। তিনি বললেন ঃ এই প্রতিমাদেরকে কে তৈরী করেছে ? আমি বললাম ঃ আমরা তৈরী করেছি।

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ অতএব সৃষ্টিকর্তা এবাদতের অধিক যোগ্য, না সৃষ্টি? এর সরাসরি জওয়াব হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা। অতএব প্রতিমাদের উচিত তোমাদের পূজাপাট করা। কেননা, তোমরা তাদেরকে তৈরী করেছ। তোমরা যে প্রতিমা তৈরী করেছ, তাদের চেয়ে আল্লাহতায়ালা তোমাদের এবাদতের অধিক যোগ্য। হুযূর (সাঃ) আরও বললেন ঃ আমি যেসব বিষয়ের প্রতি দাওয়াত দেই, সেগুলো হচ্ছে (১) আল্লাহতায়ালার এবাদত, (২) এ বিষয়ের সাক্ষ্য দান যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রসূল, (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং (৪) অবাধ্যতা পরিহার করা।

আমি বললাম ঃ আপনি যে ধর্মের প্রতি দাওয়াত দেন, তা বাতিল হলেও তাতে মহান চারিত্রিক গুণাবলী সন্নিবেশিত আছে। রেফায়া বর্ণনা করেন– অতঃপর আমি চলে গেলাম এবং গৃহে পৌছে সাতটি তীর বের করলাম। এগুলোর মধ্যে একটি তীর হুযূর (সাঃ)-এর নামে নির্দিষ্ট করলাম। এরপর বায়তুল্লাহর সামনে এসে এসব তীরের মাধ্যমে লটারী করতে মনস্থ করলাম। আমি দোয়া করলাম ঃ পরওয়ারদেগার! মোহাম্মদ (সাঃ) যে ধর্মের দাওয়াত দেন, তা যদি সত্য হয়, তবে

তাঁর নামের তীর সাতবার বের কর। এরপর তীরগুলো লটারীতে দিলাম। আশ্চর্যের বিষয়, সাতবারই হুযূর (সাঃ)-এর নামের তীর বের হয়ে এল। আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ। হাকেম এ রেওয়ায়েতটি বিশুদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন।

গোত্রসমূহের সামনে নিজেকে পেশ করা

বায়হাকী ইবনে শেহাব যুহরী ও মূসা ইবনে ওকবার তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) প্রত্যেক হজ্বের মওসুমে নিজেকে গোত্রসমূহের সামনে পেশ করতেন। একবার তিনি বনী-ছকীফ গোত্রের সামনে নিজেকে পেশ করলেন। তারা তাঁর দাওয়াত কবুল করল না। তিনি ফিরে এসে উদ্বিগ্ন অবস্থায় একটি প্রাচীরের ছায়ায় বসলেন। এই প্রাচীরের নিকটে ছিল ওতবা ইবনে রবিয়া ও শায়বা ইবনে রবিয়া। তারা তাঁকে দেখে আদ্দাস নামীয় এক গোলামকে প্রেরণ করল। সে ছিল নায়নুয়াবাসী খৃষ্টানদের একজন। আদ্দাস রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কোন্‌দেশের লোক হে? সে বলল ঃ আমি নায়নুয়ার অধিবাসী। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তা হলে তুমি মহাপুরুষ হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ)-এর বস্তির লোক। গোলাম প্রশ্ন করল ঃ আপনাকে ইউনুস ইবনে মাত্তা সম্পর্কে কে বলল ঃ তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহতায়ালার রসূল। আল্লাহ্‌ আমাকে তার সম্পর্কে অবগত করেছেন।

আদ্দাস এ কথা শুনে রসূলুল্লাহর (সাঃ) সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর পদচুম্বন করতে লাগল। ওতবা ও শায়বা এ দৃশ্য দেখে দৌড়ে এল এবং গোলামকে বলল ঃ আমরা তোকে আমাদের কারও সাথে এরূপ আচরণ করতে কখনও দেখিনি। ব্যাপার কি?

আদ্দাস বলল ঃ ইনি একজন মহাপুরুষ। তিনি আমাকে এমন এক বিষয় বলেছেন, যা আমি সেই রাসূল (আঃ)- এর মাধ্যমে অবগত হয়েছি, যাকে আল্লাহ্‌ তায়ালা আমাদের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর নাম ইউনুস ইবনে মাত্তা। একথা শুনে ওতবা ও শায়বা হেসে বলল ঃ সে আবার তোকে খৃষ্টধর্ম থেকে বিচ্যুত না করে দেয়! সে বড় প্রতারক। (নাউযুবিল্লাহ্‌)

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে– হযরত আয়েশা (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওহুদ যুদ্ধের চেয়েও কোন কঠিনতম দিন আপনার উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে কি? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আমি তোমার কওমের তরফ থেকে যে সকল কষ্ট সহ্য করেছি তন্মধ্যে কঠিতম ছিল আকাবা দিবসের কষ্ট। আমি নিজেকে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কেলাল গোত্রের সামনে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা আমার দাওয়াত কবুল করল না। আমি বিষণ্ন মনে

অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেখান থেকে চলে এলাম। 'কারনুছ-ছায়ালেবে' এসে আমি প্রকৃতিস্থ হলাম। আমি মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালে একটি মেঘখণ্ড নজরে পড়ল, যা আমাকে ছায়া দিচ্ছিল। তার মধ্যে ছিলেন জিবরাঈল। তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ আপনার কওম আপনার সাথে যে ধরনের কথাবার্তা বলেছে এবং জবাব দিয়েছে, তা আল্লাহ্ পাক শুনেছেন। এখন তিনি পর্বতমালার ফেরেশতাকে আপনার কাছে প্রেরণ করছেন। আপনি তাদের সম্পর্কে তাকে যা ইচ্ছা হুকুম করুন। এরপর পাহাড়ের ফেরেশতা আমাকে আওয়াজ দিল এবং সালাম করল, অতঃপর বলল ঃ মোহাম্মদ! আল্লাহ্ পাক আপনার কওমের জবাব শুনেছেন। আমি পর্বতমালার ফেরেশতা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি যে হুকুম করতে চান, করুন। আপনি চাইলে আমি এই পাহাড়দ্বয়কে তাঁদের উপর ছুঁড়ে মারব।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না। আমি আশা করি আল্লাহতায়ালা তাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম থেকে এমন লোক সৃষ্টি করবেন, যারা লা শরীক আল্লাহর এবাদত করবে।

আবূ নয়ীম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছ থেকে শুনেছেন যে, আল্লাহতায়ালা নবী করীম (সাঃ)-কে আরব গোত্রসমূহের সামনে উপস্থিত হয়ে ইসলাম প্রচার করার আদেশ দিলেন। সেমতে তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমি এবং হযরত আবূ বকর তাঁর সঙ্গে ছিলাম। আমরা আরবদের একটি মজলিসে উপস্থিত হলাম। মজলিসে মগরুফ ইবনে ওমর এবং হানী ইবনে কাবিছাও ছিল। মগরুফ বলল ঃ আপনি কিসের দাওয়াত দেন? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি এ বিষয়ের দাওয়াত দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। মোহাম্মদ তার বান্দা ও রসূল। আমি আরও দাওয়াত দেই যে, তোমরা আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর এবং আমাকে সাহায্য কর। কেননা, কোরায়শরা আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে বিদ্রোহ করেছে, তাঁর পয়গাম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করছে এবং বাতিলের আশ্রয় নিয়ে সত্যের প্রতি বিমুখ হয়ে গেছে। আল্লাহতায়ালা কারো মুখাপেক্ষী নন এবং প্রশংসিত।

মগরুফ বলল ঃ আল্লাহর কসম, এটা মর্ত্যের মানুষের কালাম নয়। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়বিচার ও অনুগ্রহ করার আদেশ করেন। মগরুফ বলল ঃ আপনি উত্তম চরিত্র ও সুন্দর কর্মের দাওয়াত দেন। যারা আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করছে, তারা অপবাদ আরোপ করছে এবং বিদ্রোহ করছে।

নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ মনে রেখ, অচিরেই আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে পারস্য সাম্রাজ্য, তথাকার জনপদ ও ধনসম্পদের মালিক করে দিবেন এবং তাদের রমণীদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিবেন। তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে।

আবূ নয়ীম খালেদ ইবনে সায়ীদ থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বকর ইবনে ওয়ায়েল গোত্রের লোকজন হজ্বের মওসুমে মক্কায় আগমন করে। নবী করীম (সাঃ) হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে বললেন ঃ তাদের কাছে চল এবং আমাকে তাদের সামনে পেশ কর। আবূ বকর (রাঃ) তাই করলেন। হুযূর (সাঃ) তাদের কাছে উপস্থিত হলে তারা বলল ঃ একটু অপেক্ষা করুন। আমাদের নেতা হারেছা আসুক। কিছুক্ষণ পর হারেছা এলে সে বলল ঃ আমাদের মধ্যে ও পারসিকদের মধ্যে এখন যুদ্ধ চলছে। এ যুদ্ধের নিষ্পত্তি হয়ে গেলে আমরা আবার এসে আপনার দাওয়াত সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করব।

যীকার নামক স্থানে বকর ইবনে ওয়ায়েলের যোদ্ধারা পারসিকদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে তাদের নেতা হারিছা জিজ্ঞাসা করল ঃ যে ব্যক্তি তোমাদেরকে ধর্মের দাওয়াত দিয়েছিল, তাঁর নাম কি? লোকেরা বলল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ)। হারেছা বলল ঃ তিনি তোমাদের প্রেমের উৎস। যুদ্ধে তারা পারসিকদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করল। এ সংবাদ শুনে নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমার নাম ব্যবহার করে তারা বিজয়ী হয়েছে। বগভী বশীর ইবনে এয়াযিদ থেকে এবং কলবী আবূ ছালেহর মধ্যস্থতায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, নবী করীম (সাঃ)-কে যীকার যুদ্ধ সম্পর্কে বলা হলে তিনি মন্তব্য করলেন ঃ এই প্রথমবার আরব আজমের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছে। আমার নামের বরকতে আরবরা সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।

ইমাম সুয়ূতী বলেন ঃ আমি আমদীর শরহে দিওয়ান-ই- আ'সাশী অধ্যয়ন করেছি। তাতে লিখিত আছে যে, যীকার যুদ্ধ নবী করীম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পরে সংঘটিত হয়েছে। বনী বকর ও পারসিকদের মোকাবিলা জিবরাঈল নবী করীম (সাঃ)-কে প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। তিনি দু'বার দোয়া করেন এই বলে যে, পরওয়াদেগার! বনী-বকর ইবনে ওয়ায়েলকে মদদ কর। তৃতীয়বার তিনি তাদের জন্যে চিরস্থায়ী সাহায্যের দোয়া করার ইচ্ছা করলে জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি মকবুল দোয়ার অধিকারী। আপনি তাদের জন্যে চিরস্থায়ী সাহায্যের দোয়া করলে কেউ তাদের মোকাবিলা করতে তৈরী হবে না এবং তারা সকলের উপর প্রবল থাকবে। মোটকথা, হুযূর (সাঃ)-এর দোয়ার কারণে যখন পারসিকরা পরাজয়বরণ করল, তখন তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ এই প্রথমবার আরব আজমের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিল। আরবরা আমার কারণে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াবেছা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওয়াবেছা আবসী তার পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন– রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিনায় আমাদের কাছে আসেন এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। আমরা তাঁর কথা মানলাম না। অথচ এই অস্বীকৃতির মধ্যে আমাদের কোন কল্যাণই ছিল না। মায়সারা ইবনে মসরুক আবসীও আমাদের সঙ্গে ছিল। সে বলল ঃ আমি কসম খেয়ে বলছি– তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা আমাদের জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। তাঁর দাওয়াত অবশ্যই প্রবল হবে এবং প্রত্যেকেই গন্তব্যস্থলে পৌছবে। কিন্তু কওম তা মানল না এবং দেশে ফিরে গেল। ফেরার পথে মায়সারা তাদেরকে বলল ঃ চল, আমরা ফদকে যাই। সেখানে ইহুদীরা বাস করে। আমরা তাদের কাছে এই নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করব। সেমতে তারা ইহুদীদের কাছে পৌছল। ইহুদীরা একটি কিতাব খুলে তাতে নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কিত এই আলোচনা পাঠ করল ঃ তিনি হবেন নবী উম্মী আরবী। তিনি গাধায় আরোহণ করবেন এবং এক টুকরা রুটিতে সন্তুষ্ট থাকবেন। তিনি না দীর্ঘদেহী হবেন, না স্থূলদেহী। কেশ পুরাপুরি কুঞ্চিতও হবে না এবং পুরাপুরি সোজাও হবে না। তাঁর উভয় চোখে লালিমা থাকবে এবং দেহের রঙ লালিমা মিশ্রিত হবে। অতঃপর ইহুদীরা বলল ঃ যিনি ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, তিনি এরূপ হলে তোমরা তাঁর কথা মেনে নাও এবং তাঁর ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাও। আমরা তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত। তাই আমরা তাঁর অনুসরণ করব না। তবে তাঁর পক্ষ থেকে আমরা বহুস্থানে বিপদাপদের সম্মুখীন হব। আরবের এমন কোন লোক থাকবে না, তিনি যার পশ্চাদ্ধাবন করবেন না অথবা হত্যা করবেন না।

একথা শুনে মায়াসারা তার সম্প্রদায়কে বলল ঃ তোমরা শুনলে তো; ব্যাপারটি এখন সুস্পষ্ট। অতঃপর মায়াসারা বিদায় হজ্জে মুসলমান হয়ে যায়।

আবূ নয়ীম ও ওয়াকেদী ইবনে রুম্মান, আবদুল্লাহ ইবনে আবূ বকর প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বনীকেন্দার বাসস্থানে এসে তাদের সামনে নিজেকে পেশ করেন। তারা তাঁর কথা মেনে নিতে অস্বীকার করল। তাদের মধ্যে অল্পবয়স্ক অথবা নিম্ন শ্রেণীর এক ব্যক্তি বলল ঃ অন্য লোকেরা তাঁর প্রতি অগ্রগামী হওয়ার পূর্বেই তোমরা তাঁর প্রতি অগ্রগামী হয়ে যাও। আল্লাহর কসম, কিতাবধারীরা বর্ণনা করত যে, হেরেমে একজন নবী আবির্ভূত হবেন। তাঁর সময়কাল আসন্ন।

আবূ নয়ীম ইবনে ইসহাকের তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, কেন্দা গোত্রের ইউসুফ নামক এক ব্যক্তি তার কওমের বড়দের কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-কে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, শহরবাসী ও খর্জুর বাগানের অধিবাসীরা তাঁর সাহায্য করবে।

আবূ নয়ীম হযরত ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন আকাবায় আনছারের কাছ থেকে ইসলামের শপথ নেন, তখন অভিশপ্ত

শয়তান পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আওয়াজ দিল ঃ হে কোরায়শ সম্প্রদায়! বনী আউস ও খাযরাজ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার শপথ গ্রহণ করেছে। এতে মানুষ ভীত হয়ে গেল। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ এই আওয়াজ শুনে তোমরা ভীত হয়ো না। এটা অভিশপ্ত ইবলীশের আওয়াজ। তোমরা যাদেরকে ভয় কর, তাদের কেউ এই আওয়াজ শুনে না। কোরায়শরা সংবাদ পেয়ে সেখানে এল এবং সাহাবীগণের আসবাবপত্র তছনছ করতে শুরু করল। কিন্তু তাঁদেরকে দেখতে পেল না। অগত্যা তারা ফিরে গেল।

আবূ নয়ীম ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আকাবায় শপথ গ্রহণ সমাপ্ত হলে পাহাড় থেকে ইবলীশ আওয়াজ দিল ঃ হে কোরায়শ সম্প্রদায়! তোমরা মোহাম্মদকে ধ্বংস করতে চাইলে পাহাড়ের অমুক অমুক স্থানে যাও। মদীনাবাসীরা সেখানে তাঁর কাছে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। তখনই জিবরাঈল আগমন করলেন। হারেছা ইবনে নোমান ছাড়া কেউ তাঁকে দেখল না। হারেছা বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি একজন শুভ্রবেশী লোককে আপনার ডানদিকে দণ্ডায়মান দেখেছি। লোকটি অজ্ঞাত মনে হয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ভালই দেখেছ। ইনি জিবরাঈল (আঃ)।

আবূ নয়ীম ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আনছারগণের মধ্য থেকে বারজন নকীব মনোনীত করে বললেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কুমন্ত্রণার আশ্রয় না নেয়। আমি তাদেরকেই গ্রহণ করেছি, যাদের প্রতি জিবরাঈল ইশারা করেছেন।

হিজরত

হাকেম ও বায়হাকী জরীর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আল্লাহতায়ালা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেন যে, এই তিনটি শহর থেকে যে শহরটি আপনি পছন্দ করবেন, সেটিই হবে আপনার দারুল হিজরত— এগুলো হল মদীনা, বাহরাইন এবং কনসুরীন।

ইমাম বোখারী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ তোমাদের দারুল-হিজরত আমাকে দেখানো হয়েছে। আমাকে একটি লবণাক্ত ভূমি দেখানো হয়েছে, যাতে খর্জুর বাগান রয়েছে। এটা দু'পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। একথা বলার সময় কেউ কেউ মদীনায় হিজরত করতে শুরু করে। হযরত আবূ বকর (রাঃ)–ও হিজরতের প্রস্তুতি নেন। হুযূর (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ একটু অপেক্ষা কর। আমি আশা করি আমাকেও হিজরতের অনুমতি দেয়া হবে।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) নবুওত প্রাপ্তির পর মক্কায় তেরো বছর অবস্থান করেন। সাত ও আট বছর

পর্যন্ত তিনি আলো দেখতে থাকেন এবং আওয়াজ শুনতে থাকেন। তিনি মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেন।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা দারুন্নদওয়ায় (পরামর্শ সভায়) রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে হত্যা করতে একমত হয়। জিবরাঈল হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে বললেন ঃ আপনি রাত্রে যে জায়গায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন, সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করবেন না। তিনি কোরায়শদের চক্রান্ত সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করলেন। তখনই তাঁকে সেখান থেকে বের হওয়ার অনুমতি দিলেন।

বায়হাকী ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-তাঁর দরজায় দণ্ডায়মান কেরায়শদের কাছে এলেন। তাঁর হাতে ছিল এক মুঠি মাটি। তিনি এই মাটি তাদের মাথার উপর ছিটিয়ে দিলেন। ফলে আল্লাহতায়ালা অপেক্ষমাণ কোরায়শ দলের দৃষ্টি শক্তি আচ্ছন্ন করে দিলেন। তারা হুযূর (সাঃ)-কে দেখল না। তিনি তখন সূরা ইয়াসীন শুরু থেকে فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ পর্যন্ত তেলাওয়াত করছিলেন।

ইবনে সা'দ ইবনে আব্বাস, হযরত আলী, হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা, আয়েশা বিনতে কুদামা ও সুরাকা ইবনে জা'শম (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন বাইরে আসেন, তখন কোরায়শরা তাঁর গৃহের দরজায় বসা ছিল। তিনি এক মুঠি কংকর হাতে নিয়ে তাদের মাথার উপর ছুঁড়ে মারলেন। অতঃপর সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করতে করতে বের হয়ে গেলেন। কেউ অপেক্ষমাণ জনতাকে বলল ঃ তোমরা কার অপেক্ষায় বসে আছ? তারা বলল ঃ মোহাম্মদের অপেক্ষায়। লোকটি বলল ঃ তিনি তো তোমাদের কাছ থেকে চলে গেছেন। জনতা বলল ঃ আমরা তো তাঁকে দেখলাম না। অতঃপর তারা স্ব স্ব মাথা থেকে কংকর ঝাড়তে ঝাড়তে দাঁড়িয়ে গেল।

এদিকে নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবূ বকর (রাঃ) ছূর পর্বতের গুহার দিকে চলে গেলেন এবং তাতে প্রবেশ করলেন। মাকড়সা গুহার মুখে জাল বুনে দিল। কোরায়শরা হুযূর (সাঃ)-কে হন্যে হয়ে তালাশ করল। অবশেষে তারা গুহার দরজায় এসে উপস্থিত হল। কেউ কেউ বলল ঃ গুহার মুখে তো মাকড়সার জাল রয়েছে। মনে হয় এটা মোহাম্মদের জন্মেরও পূর্বেকার জাল। অতঃপর তারা ফিরে গেল।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বাইরে এসে এক মুষ্টি মাটি নিলেন। আল্লাহতায়ালা

শত্রুদেরকে অন্ধ করে দিলেন। তারা তাঁকে দেখল না। তিনি সেই মাটি তাদের মাথার উপর উড়াতে শুরু করলেন। তিনি তখন সূরা ইয়াসীনের প্রথম দিকের কয়টি আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন।

আবূ নয়ীম ওয়াকেদী ও হযরত আয়েশা বিনতে কুদামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– আমি গৃহের জানালা দিয়ে সন্তর্পণে বের হলাম। সর্বপ্রথম আবূ জহলকে পেলাম। আল্লাহ তায়ালা তাকে অন্ধ করে দিলেন। সে আমাকে ও আবূ বকরকে দেখল না। আমরা নির্বিঘ্নে চলে গেলাম।

বায়হাকী ইবনে শেহাব যুহরী ও ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা নবী করীম (সাঃ)–এর খোঁজে চতুর্দিকে বের হয়ে পড়ল। তারা তাঁকে ধরার জন্যে বিপুল অংকের পুরস্কার ঘোষণা করল। তারা ছুর পর্বতেও গেল। এখানেই ছিল সেই গুহা, যাতে নবী করীম (সাঃ) আশ্রয় নিয়েছিলেন। তারা পাহাড়ের উপরে আরোহণ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবূ বকর (রাঃ) ওদের আওয়াজ শুনলেন। আবূ বকর (রাঃ) ভয় পেলেন। তাঁর মধ্যে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। হুযূর (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করলে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ভয় ও উদ্বেগমুক্ত হয়ে গেলেন।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ আমি গুহায় নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তাদের কেউ আপন পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে পায়ের নিচেই তো আমাদেরকে দেখে ফেলবে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বকর! সেই দুই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় জন আল্লাহতায়ালা?

আবূ নয়ীম হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ বকর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে গুহার বিপরীতে দেখে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে অবশ্যই আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কখনই নয়। এখন ফেরেশতা আপন পাখা দ্বারা তাকে আড়াল করে রেখেছে। তৎক্ষণাৎ লোকটি তাঁদের উভয়ের সামনে প্রস্রাব করতে বসে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বকর! সে তোমাকে দেখলে এরূপ করত না।

আবূ নয়ীম, ইবনে মরদুওয়াইহি, বায়হাকী ও ইবনে সা'দ আবূ মুছয়িব মক্কী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আনাস ইবনে মালেক, যায়দ ইবনে আরকাম এবং মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ)-এর সাথে মোলাকাত করেছি। আমি তাঁদেরকে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, যে রাতে নবী করীম (সাঃ) গুহায় প্রবেশ করেন, আল্লাহ তায়ালার আদেশে তাঁর সামনে একটি বৃক্ষ অংকুরিত হয় এবং

তাঁকে আড়াল করে নেয়। আল্লাহ্ তায়ালার আদেশে একটি মাকড়সা গুহার মুখে জাল বুনে আড়াল সৃষ্টি করে। এছাড়া আল্লাহর আদেশে দু'টি কবুতর এসে গুহার মুখে বসে যায়। কোরায়শ যুবকরা লাঠিসোটা ও তরবারি হাতে প্রতিটি পরিবার থেকে আগমন করে। তারা রসূলে করীম (সাঃ) থেকে চল্লিশ হাত দূরত্ব পর্যন্ত এসে যায়। তাদের এক ব্যক্তি গুহার দিকে তাকিয়ে কবুতর দু'টিকে দেখে ফিরে গেল। তার সঙ্গীরা বলল ঃ গুহার ভিতরে দেখলে না কেন? সে বলল ঃ গুহার মুখে কবুতর বসে থাকতে দেখে আমি বুঝেছি যে, গুহায় কোন মানুষ নেই। নবী করীম (সাঃ) এ কথা শুনে বুঝে নেন যে, আল্লাহ্ তায়ালা কবুতর দু'টির মাধ্যমে এই মুশরিককে দূর করে দিয়েছেন। তিনি কবুতর দু'টির জন্যে দোয়া করলেন, তাদেরকে সনাক্ত করলেন এবং তাদের প্রতিদান নির্ধারণ করলেন। তারা হেরেমে চলে গেল এবং সেখানকার প্রত্যেক অংশে বাচ্চা দিল।

আবূ নয়ীম, ওয়াকেদী ও আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুশরিকরা এক রাতে মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সম্পর্কে সলাপরামর্শ করল। কেউ বললঃ সকালে যখন সে ঘুম থেকে উঠে, তখনই তাঁকে বেড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে দাও। কেউ বললঃ তাঁকে হত্যা কর। আবার কেউ বললঃ তাঁকে মক্কা থেকে বহিস্কার কর। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে মুশরিকদের এই পরামর্শ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি সে রাতেই গৃহ থেকে রওয়ানা হয়ে গুহায় পৌঁছে গেলেন। সকালে মুশরিকরা তাঁর পদচিহ্ন তালাশ করতে করতে এগিয়ে গেল। পাহাড়ে পৌঁছে তাদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠল। গুহার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে বললঃ সে গুহায় গেলে গুহার মুখে জাল থাকত না।

আবূ নয়ীম মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) গুহায় প্রবেশ করতেই মাকড়সা গুহার দরজায় জালের উপরজাল বুনে দিল শত্রুরা যখন গুহার কাছে পৌঁছল, তখন তাদের কেউ বললঃ গুহার ভিতরে চল। উমাইয়া ইবনে খলফ বললঃ গুহায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, এর মুখে মোহাম্মদের জন্মের পূর্বেকার মাকড়সার জাল আছে। নবী করীম (সাঃ) সেদিন থেকে মাকড়সা নিধন করতে নিষেধ করে দেন এবং বলেনঃ এরা আল্লাহ্ তায়ালার লশকর।

আবূ নয়ীম আতা ইবনে মায়সারা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মাকড়সা দু'বার জাল বুনেছে- একবার দাউদ (আঃ)-এর সামনে যখন তালূত তাঁর খোঁজে ছিল এবং দ্বিতীয় বার হুযূর (সাঃ)-এর সামনে গুহায়।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আবূ বকর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরায়শরা আমাদেরকে খুঁজেছে; কিন্তু সুরাকা ইবনে মালেক ছাড়া কেউ

আমাদেরকে পায়নি। সে তার ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আমি আরয করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! তালাশকারী লোকটি আমাদের কাছে পৌঁছে গেছে। তিনি বললেনঃ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا চিন্তা করো না। আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।

যখন আমাদের ও তার মাঝখানে এক বর্শা অথবা তিন বর্শা পরিমাণ দূরত্ব রয়ে গেল, তখন নবী করীম (সাঃ) দোয়া করে বললেনঃ পরওয়ারদেগার! আপনি যেভাবে চান, একে প্রতিহত করুন। এর পরই সে তার ঘোড়াসহ মাটিতে পেট পর্যন্ত ধসে গেল।

সুরাকা বললঃ মোহাম্মদ! আমার জানতে বাকী নেই যে, এটা আপনার কাজ। তাই আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকে এই বিপদ থেকে মুক্তি দেন। যারা আমার পিছনে আপনার তালাশে আসছে, আমি তাদেরকে অন্যপথে পাঠিয়ে দিব। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন। সে সেখান থেকে ফিরে গেল।

বোখারী সুরাকা ইবনে মালেক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সুরাকা বলেনঃ আমি নবী করীম (সাঃ) ও আবূ বকরের খোঁজে বের হলাম। তাঁর কাছে যেতেই আমার ঘোড়া হোচট খেল। আমি নেমে আবার সওয়ার হলাম। আমি হুযূর (সাঃ)-এর কেরাত শুনলাম। তিনি কারও প্রতি মনোযোগ দিচ্ছিলেন না। আবূ বকর (রাঃ) খুব বেশি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলেন। একবার আমার ঘোড়ার সামনের পদদ্বয় হাঁটু পর্যন্ত ভূগর্ভে চলে গেল। আমি উপর থেকে পড়ে গেলাম এবং ঘোড়াকে শাসালাম। ঘোড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। অতঃপর তার পা থেকে ধূলি উত্থিত হল, যা আকাশে ধোঁয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমি হুযূর (সাঃ) ও আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে উচ্চস্বরে অভয় প্রার্থনা করলাম। তাঁরা উভয়েই আমার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। মোটকথা, আমি যেভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলাম এবং যা কিছু দেখলাম, তা থেকে আমার মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হল যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) অবশ্যই বিজয়ী হবেন।

ইবনে সা'দ বায়হাকী ও আবু নয়ীম হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) রওয়ানা হলে এক পর্যায়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ) পিছন ফিরে তাকিয়ে জনৈক অশ্বারোহীকে দেখতে পান। সে তাঁদের নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এই অশ্বারোহী আমাদের কাছে এসে গেছে। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ اللهم اصرعه! আল্লাহ! একে ভূতলশায়ী করুন। সেমতে অশ্বারোহী ভূতলশায়ী হয়ে আরয করলঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে যা ইচ্ছা আদেশ করুন। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাক এবং কাউকে আমাদের কাছে আসতে দিয়ো না।

মোটকথা, এই অশ্বারোহী দিনের শুরুতে হুযূর (সাঃ)-এর পশ্চাদ্ধাবনে বের হয়েছিল এবং দিনের শেষভাগে তাঁর পাহারাদার হয়ে গেল। এ সম্পর্কেই সুরাকা আবূ জহলকে বলেছিলঃ

আবুল হাকাম! আল্লাহর কসম, যদি তুমি তখন উপস্থিত থাকতে, যখন আমার ঘোড়ার পা ভূগর্ভে চলে যাচ্ছিল, তবে সন্দেহাতীতরূপে জানতে পারতে যে, মোহাম্মদ সত্যপ্রমাণসহ আল্লাহর রসূল। অতএব তাঁর মোকাবিলা করার সাধ্য কারো নেই?

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)- এর সাথে গুহায় ছিলেন। তাঁর পিপাসা লাগলে হুযূর (সাঃ) বললেনঃ গুহার প্রধান অংশের দিকে যাও। সেখানে পানি পান কর। অতঃপর তিনি সেদিকে গেলেন এবং পানি পান করলেন। সেই পানি মধুর চেয়ে মিষ্ট, দুধের চেয়ে সাদা এবং মেশকের চেয়েও সুগন্ধিযুক্ত ছিল। আবূ বকর (রাঃ) পানি পান করে ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ জান্নাতের নহরসমূহে নিয়োজিত ফেরেশতাকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতুল-ফেরদাউসের নহর গুহার প্রধান অংশে প্রবাহিত করার আদেশ দিয়েছেন, যাতে তুমি পান করতে পার। (ইবনে আসাকিরের মতে এই রেওয়ায়েতের সনদ দুর্বল।)

ইমাম বোখারী বলেনঃ আমি আবূ মোহাম্মদ কুফীর মুখে শুনেছি- যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের ইচ্ছা করেন, তখন লোকেরা মক্কায় একটি আওয়াজ শুনতে পায়। কেউ বলছিলঃ যদি উভয় সা'দ মুসলমান হয়ে যায়, তবে নবী করীম (সাঃ) শান্তিতে থাকতে পারবেন। কোন বিরোধীর বিরুদ্ধাচরণের আশংকা থাকবে না। কোরায়শরা এ কথা শুনে বললঃ এই উভয় সা'দ কারা, তা আমরা জানতে পারলে তাদেরও দফারফা করে দিতাম। কোরায়শরা পরদিন রাতে আবার কাউকে বলতে শুনলঃ হে সা'দ ইবনে আউস ও সা'দ খাযরাজাইন, তোমরা হেদায়াতের দিকে আহবানকারীর দাওয়াত কবুল করে নাও এবং আল্লাহর কাছে ফেরদাউসে মর্তবা লাভের কামনা কর।

রাবী বর্ণনা করেন, সা'দ ইবনে আউস বলে সা'দ ইবনে মুয়ায এবং সা'দ খাযরাজাইন বলে সা'দ ইবনে ওবাদাকে বুঝানো হয়েছে।

আবূ নয়ীম আসমা বিনতে আবূ বকর ছিদ্দীক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হিজরতের পর তিন রাত্রি পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোন দিকে গেছেন। অবশেষে এক জিন মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে কিছু কবিতা পাঠ করতে করতে এল। মানুষ তার আওয়াজ শুনে তার পিছনে পিছনে যেত; কিন্তু তাকে দেখতে পেত না। অবশেষে সে মক্কার উপরিভাগ থেকে এ কথা বলতে

বলতে আত্মপ্রকাশ করলঃ পরওয়ারদেগার! সেই সঙ্গীদ্বয়কে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিন, যাঁরা বলেছেন যে, উম্মে মা'বাদের দু'টি তাঁবু আছে।

বগভী, ইবনে মান্দা, তিবরানী প্রমুখ অনেক আলেম জায়শ ইবনে খালেদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে হিজরত করার সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন আবূ বকর, তাঁর গোলাম আমের ইবনে ফুহায়রা এবং পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকিত। তাঁরা খোযায়া গোত্রের মহিলা উম্মে মা'বাদের দু'তাঁবুর কাছ দিয়ে গমন করেন। উম্মে মা'বাদ বয়োবৃদ্ধা, সতী, বিচক্ষণ ও চতুর মহিলা ছিলেন। তিনি তাঁর তাঁবুর বাইরে চাদর আবৃতা হয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি অকপটে পথিকদেরকে পানি পান করাতেন এবং খাদ্য খাওয়াতেন। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে মা'বাদের কাছে গোশত ও খেজুর ক্রয় করতে যেয়ে কিছুই পেলেন না। তিনি তাঁবুর এক পার্শ্বে একটি ছাগল দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ এটি কেমন ছাগল? উম্মে মা'বাদ বললেনঃ এ ছাগলটি অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে গেছে। তাই অন্য ছাগলদের সাথে চারণভূমিতে যায়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ এর মধ্যে দুধ আছে কি?

উম্মে মা'বাদ বললেনঃ এটি খুব বেশি রুগ্ন। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তুমি এর দুধ দোহন করার অনুমতি দিবে কি? উম্মে মা'বাদ বললেনঃ এতে দুধ আছে বলে অনুমান করলে আপনি দোহন করতে পারেন।

হুযূর (সাঃ) নিজের বরকতময় হাত দিয়ে ছাগলের ওলান মলে দিলেন। উম্মে মা'বাদের জন্যে আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলেন। ছাগল দুধ দোহন করার জন্যে পদযুগল ছড়িয়ে দিল। হুযূর (সাঃ) একটি বড় পাত্র নিয়ে দুধ দোহন করতে লাগলেন। পাত্রটি দুধে ভরে গেল। এবং উপরে ফেনা উঠল। তিনি উম্মে মা'বাদকে তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করালেন। অতঃপর নিজের সঙ্গীদেরকে পান করালেন। তারাও তৃপ্ত হয়ে খেলেন। সকলের শেষে হুযূর (সাঃ) নিজে পান করলেন। কিছুক্ষণ পর পুনরায় সকলেই এই দুধ পান করলেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয়বার এই পাত্রে দুধ দোহন করলেন। পাত্র আবারও ভরে গেল। তিনি এই দুধ উম্মে মা'বাদকে দিয়ে দিলেন। উম্মে মা'বাদ মুগ্ধ হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে বয়াত করলেন। অতঃপর হুযূর (সাঃ) সঙ্গীগণসহ সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ কৃষ ছাগপাল হাঁকিয়ে হাঁকিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তিনি বাড়ীতে দুধের প্রাচুর্য দেখে বিস্মিত হলেন এবং বললেনঃ তোমার কাছে এত দুধ কোথেকে এল? বাড়ীতে তো একটি মাত্র রুগ্ন ছাগল আছে, যা চারণভূমিতে যায়নি। এছাড়া বাড়ীতে তো কোন দুধের উষ্ট্রীও নেই।

উম্মে মা'বাদ বললেনঃ আমাদের কাছ দিয়ে একজন মহান ব্যক্তি গমন করেছেন। এটা তারই কীর্তি। আবূ মা'বাদ বললেনঃ তাঁর পরিচয় ও গুণাবলী বর্ণনা কর। উম্মে মা'বাদ বললেনঃ আমি এমন এক ব্যক্তিত্বকে দেখেছি, যাঁর বাহ্যিক অবস্থা পূতঃপবিত্র, সৌন্দর্যময়, উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, চরিত্রবান ও সুশ্রী; কোমর মোটা কিংবা পাতলা হওয়ার দোষ থেকে মুক্ত। তাঁর উভয় চোখে অত্যধিক লালিমা ও শুভ্রতা আছে। পলক বক্র, কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ, গ্রীবা দীর্ঘ এবং দাড়ি ঘন। ভ্রূ পাতলা, দীর্ঘ এবং সংযুক্ত। তিনি চুপ থাকলে গাম্ভীর্যময় এবং কথা বললে মাথা অথবা হাত উত্তোলন করেন। মনে হয় তিনি সকল মানুষ অপেক্ষা সুশ্রী, কমনীয়, মিষ্ট ও সুন্দরতম। তাঁর প্রতিটি শব্দ ও বাক্য আলাদা আলাদা মনে হয়। কথা কমও বলেন না, বেশিও বলেন না। তাঁর কথাবার্তা মালায় গাঁথা মণিমুক্তার অনুরূপ। তাঁর গড়ন মাঝারি– না বেশি লম্বা, না বেশি বেঁটে। সঙ্গীরা তাঁকে ঘিরে রাখেন। তিনি কোন কথা বললে সঙ্গীরা একদম চুপ হয়ে শুনে। কোন কাজের আদেশ করলে সঙ্গীরা সকলেই এগিয়ে যায়। তিনি কর্কশভাষীও নন এবং কোন প্রকার বাড়াবাড়িও করেন না।

আবূ মা'বাদ এই বর্ণনা শুনে বললেনঃ খোদার কসম, ইনি কোরায়শ বংশের সেই ব্যক্তি, যাঁর সম্পর্কে আমি মক্কায় শুনেছি।

প্রত্যূষে মক্কায় একটি উচ্চ আওয়াজ শ্রুত হতে লাগল। লোকেরা কেবল আওয়াজ শুনত; কিন্তু কে আওয়াজ করছে, তা জানার উপায় ছিল না। কেউ এই কবিতা পাঠ করছিল

جزى الله رب الناس خير جزائه

رفيقين قالا خيمتى ام معبد

মানুষের প্রতিপালক আল্লাহ্ সেই সঙ্গীদ্বয়কে উত্তম প্রতিদান দিন, যারা বলেছেন- উম্মে মা'বাদের দু'টি তাঁবু রয়েছে।

هما نزلاها بالهدى فاهتدت به

فقد فازمن امسى رفيق محمد

সেই সঙ্গীদ্বয় হেদায়াতসহ তাঁবুতে অবতরণ করেছেন। অতঃপর উম্মে মা'বাদ নবী করীম (সাঃ)-এর মাধ্যমে হেদায়াতপ্রাপ্ত হলেন। যে ব্যক্তি মোহাম্মদের সঙ্গী হয়, সে সফলকাম হয়।

فيال قصى ما زوى الله عنكم

به من افعال لا تجازى وسودد

হে কুছাই সম্প্রদায়! আল্লাহতায়ালা এই রসূলের কারণে তোমাদের থেকে অবিনিময়যোগ্য সৎকর্ম ও নেতৃত্ব দূর করেননি।

ليهن بنى كعب مقام فتاتهم

ومقعدها للمؤمنين لمبرصد

سلوا اختكم ان شاتها وانائها

فانكم ان تسئلوا الشاة تشهد

তোমরা তোমাদের বোন উম্মে মা'বাদকে তার ছাগল ও পাত্রের কথা জিজ্ঞাসা কর। তোমরা তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বর্ণনা করবে।

وعاهابشاة مائل فتحلبت

له بصريح صلوة الشاة مزبد

রসূলুল্লাহ (সাঃ) উম্মে মা'বাদের কাছ থেকে এক বছরের ছাগল চেয়ে নিলেন। ছাগলের স্তন তার জন্যে এত বেশি খাঁটি দুধ দিল যে, তার উপর ফেনা উঠে গেল।

فغلارهارهنالديها بحالب

يرودها فى مصدر نم مورد

হুযূর (সাঃ) ছাগলটি দুধ দেয়ার জন্যে উম্মে মা'বাদের মালিকানায় ছেড়ে দিলেন। উম্মে মা'বাদ এই ছাগলকে পানি পান করানোর জায়গায় আনতেন।

ইবনে সা'দ ও আবূ নয়ীম রেওয়ায়েত করেন যে, উম্মে মা'বাদ বর্ণনা করতেন- নবী করীম (সাঃ) যে ছাগলের ওলান টিপে দুধ বের করেছিলেন, তা আমাদের কাছে হযরত ওমর ফারুকের শাসনামল পর্যন্ত ছিল। আমরা সকাল-বিকাল তার দুধ দোহন করতাম। যখন খরার কারণে মাঠে ঘাস থাকতনা, তখনও আমরা দুধ দোহন করতাম।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ আমি মক্কা থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে রওয়ানা হয়ে এক আরব গোত্রের কাছে পৌঁছলাম। হুযূর (সাঃ) সম্মুখে একটি গৃহ দেখে সেদিকে রওয়ানা হলেন। আমরা যখন সেখানে অবতরণ করলাম, তখন গৃহে এক মহিলা ছাড়া কেউ ছিল না। এটা ছিল বিকাল বেলা। মহিলার পুত্র কয়েকটি ছাগল হাঁকিয়ে নিয়ে এল। মহিলা পুত্রকে বললঃ এ ছাগলটি মেহমানদের কাছে নিয়ে যাও, যাতে এটি যবেহ করে তারা গোশত খেয়ে নেয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) ছেলেটিকে বললেনঃ এই ছুরি নিয়ে যাও এবং একটি পিয়ালা আন। ছেলেটি বললঃ এ ছাগলটি মাঠে ঘাস খেতে যায়নি। তাই এর মধ্যে দুধ নেই। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ যাও, পিয়ালা নিয়ে এসো। সে পিয়ালা নিয়ে এল। নবী করীম (সাঃ) ছাগলের ওলান মললেন, অতঃপর দুধ দোহন করলেন। অবশেষে দুধে পাত্র ভরে গেল। হুযূর (সাঃ) ছেলেকে বললেনঃ এ দুধ তোমার মায়ের কাছে নিয়ে যাও। তার মা দুধপান করে তৃপ্ত হয়ে গেলেন। ছেলেটি পিয়ালা নিয়ে এল। হুযূর (সাঃ) তাকে বললেনঃ এ ছাগলটি নিয়ে যাও এবং অন্য একটি নিয়ে এস। হুযূর (সাঃ) এ ছাগল থেকেও দুধ দোহন করলেন এবং আবু বকর (রাঃ)কে পান করালেন। অতঃপর তৃতীয় ছাগল আনিয়ে তার দুধও দোহন করলেন এবং নিজে পান করলেন।

আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ রাতে সেখানে অবস্থান করে আমরা সেখান থেকে রওয়ানা হলাম। উম্মে মা'বাদ হুযূর (সাঃ)-কে মোবারক (বরকতময়) নামে অভিহিত করতেন। তাঁর ছাগলের সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। অবশেষে তিনি তাঁর ছাগলগুলো মদীনায় নিয়ে আসেন। (ইমাম বায়হাকী বলেনঃ এ মহিলা উম্মে মা'বাদ ছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়।)

তিবরানী, আবু নয়ীম, আবু ইয়ালা ও হাকেম হযরত কায়স ইবনে নোমান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন নবী করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) গোপনে রওয়ানা হলেন, তখন এক গোলামের কাছ দিয়ে গমন করলেন। সে তখন ছাগল চরাচ্ছিল। তাঁরা গোলামের কাছে দুধ চাইলেন। সে বললঃ আমার কাছে কোন দুধের ছাগল নেই। তবে একটি ভেড়া আছে, যা শীতের শুরুতে গর্ভবতী হয়েছিল। এর দুধ দোহন করা হয়ে গেছে। এখন তার মধ্যে কোন দুধ অবশিষ্ট নেই।

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ এটিই আন। গোলাম ভেড়াটি নিয়ে এল। হুযূর (সাঃ) দুধ বের করার জন্যে তার পদদ্বয় আপন গোছা ও উরুর মাঝখানে রেখে ওলান মললেন। অতঃপর দোয়া করলেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) পাত্র নিয়ে এলেন।

হুযূর (সাঃ) দুধ বের করে আবু বকর (রাঃ)-কে পান করালেন। অতঃপর পুনরায় দুধ বের করে গোলামকে পান করালেন। এরপর আবার দুধ বের করে নিজে পান করলেন। গোলাম অবাক হয়ে বললঃ আপনি কে? খোদার কসম, আমি আপনার মত ব্যক্তিত্ব কখনও দেখিনি। তিনি বললেনঃ আমি মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ। গোলাম বললঃ আপনি সে ব্যক্তি, যাঁকে কোরায়শরা ছাবী বলে? তিনি বললেনঃ কোরায়শরা তাই বলে। গোলাম বললঃ আমি সাক্ষ্য দিই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। আপনি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন। আপনি যে কাজ করেছেন, তা নবী ছাড়া কেউ করতে পারে না।

আবু নয়ীম হযরত মালেক ইবনে আউস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) ও হযরত আবু বকর (রাঃ) যখন হিজরতের উদ্দেশে রওয়ানা হন, তখন জাহফা নামক স্থানে আমাদের উট ছিল। এ উটের কাছ দিয়ে গমন করার সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ এগুলো কার উট? কেউ বললঃ আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তির। তার নাম মসউদ। হুযূর (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেনঃ ইনশাআল্লাহ তুমি সৌভাগ্য অর্জন করবে।

বোখারী আবদুল্লাহ ইবনে হারেছা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কুলছুম ইবনে হা'দামের গৃহে অবতরণ করলেন। কুলছুম তার গোলামকে "ইয়া নাজিয়্যু" বলে ডাক দিল। হযরত (সাঃ) আবু বকরকে বললেনঃ তুমি সফলতা অর্জন করেছ।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম(সাঃ) মদীনায় আগমন করে এক জায়গায় উষ্ট্রীকে বসালেন। অনেক মুসলমান তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে আরয করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গৃহে চলুন। অতঃপর উষ্ট্রী তাঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তিনি উপস্থিত জনতাকে বললেনঃ আমার উষ্ট্রীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। উষ্ট্রী তাঁকে বর্তমান মসজিদে নববী শরীফের মিম্বরের জায়গায় নিয়ে এল। তিনি তাকে সেখানেই বসিয়ে দিলেন।

বায়হাকী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) মদীনায় আগমন করলে আনছার নারী পুরুষরা হাযির হয়ে আরয করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের গৃহে চলুন। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ উষ্ট্রীকে স্বাধীন ছেড়ে দাও। কেননা, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। অতঃপর উষ্ট্রী হযরত আবু আইউব আনছারী (রাঃ)-এর দরজায় যেয়ে বসে গেল। বনী-নাজ্জারের বালিকারা

দফ বাজাতে বাজাতে এবং নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে গৃহের বাইরে চলে এলঃ

نحن جوار من بنى النجار + ياحبذا محمدا من جار

আমরা নাজ্জার বংশের সম্ভ্রান্ত বালিকা। মোহাম্মদ (সাঃ) কি চমৎকার প্রতিবেশী!

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ যখন নবী করীম (সাঃ) মদীনায় আগমন করলেন, তখন মহিলারা ও শিশুরা এ কবিতা পাঠ করছিল ঃ

طلع البدر علينا + من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا + مادعا لله داع

আমাদের উপর ছানিয়াতুল বিদা থেকে চতুর্দশীর চাঁদ উদিত হয়েছে। অতএব, আল্লাহর শোকর করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে গেছে যে পর্যন্ত কোন আহ্বানকারী আল্লাহর পথে আহ্বান করে!

হাকেম ও বায়হাকী হযরত ছোহায়ব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন- আমাকে তোমাদের হিজরত ভূমি দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। সেটা কংকরময় ভূমির মাঝখানে লবণাক্ত ভূমি- যা হয় হিজর হবে, না হয় ইয়াছরিব (মদীনা)।

ছোহায়ব (রাঃ) বলেন ঃ হুযূর (সাঃ) মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে হযরত আবু বকর (রাঃ)ও ছিলেন। আমিও তাঁর সাথে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু কোরায়শ যুবকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলাম। সে রাতে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম- বসলাম না। লোকেরা বললঃ পেটব্যথার কারণে আল্লাহ্ তোমাকে আটকে রেখেছেন। বাস্তবে আমার কোন অসুখ ছিল না। তারা আমার এ অবস্থা দেখে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি সেখান থেকে রওয়ানা হলে তাদের কয়েকজন এসে আমাকে ধরে ফেলল। তারা আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। আমি বললামঃ আমি তোমাদেরকে কয়েক ওকিয়া স্বর্ণ দিলে তোমরা আমাকে ছেড়ে দিবে কি? তারা এটা মঞ্জুর করল। আমি তাদেরকে মক্কার দিকে নিয়ে গেলাম এবং বললামঃ এ দরজার চৌকাঠের নিচে গর্ত খনন কর। এখানে কয়েক ওকিয়া স্বর্ণ আছে। অতঃপর আমি রওয়ানা হয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কুবা থেকে মদীনা রওয়ানা হওয়ার আগেই আমি তাঁর কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি আমাকে দেখে তিনবার বললেনঃ আবূ ইয়াহইয়া সাফল্য অর্জন করেছে। আমি আরয করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আগে আপনার কাছে কেউ আসেনি। আমার ঘটনা সম্পর্কে জিবরাঈলই তাঁকে অবগত করেছেন।

ইহুদীদের আগমন ও বিভিন্ন প্রশ্ন করা

ইবনে সা'দ তিরমিযী, হাকেম, ইবনে মাজা ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করলেন, তখন দলে দলে লোক তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়। আমিও (তিনি তখন একজন ইহুদী আলেম ছিলেন।) তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডল দেখার জন্যে তাদের সাথে এলাম। আমি তাঁর নূরানী চেহারা দেখেই চিনে নিলাম যে, এটা কোন মিথ্যুকের মুখমন্ডল নয়। সর্বপ্রথম যে বাক্যগুলো আমি তাঁর কাছে শুনেছি, তা ছিল এইঃ তোমরা নিরন্নকে অন্ন দিবে। অধিক পরিমাণে সালাম বিনিময় করবে। আত্মীয়তা বজায় রাখবে। রাতের বেলায় মানুষ যখন নিদ্রা যায়, তখন নামায পড়বে। তাহলে নির্বিঘ্নে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে।

বোখারী হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম নবী করীম (সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ শুনে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হন এবং আরয করেনঃ আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি। নবী ছাড়া কেউ এগুলোর জবাব জানে না। প্রথম প্রশ্নঃ কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম আলামত কোন্‌টি?

দ্বিতীয় প্রশ্নঃ জান্নাতীদের সর্বপ্রথম খাদ্য কি হবে?

তৃতীয় প্রশ্নঃ সন্তান তার পিতামাতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কেন হয়?

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ এসব বিষয় সম্পর্কে জিবরাঈল আমাকে জ্ঞান দান করেছেন। কিয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত সে অগ্নি, যা মানুষের সামনে পূর্ব থেকে নির্গত হয়ে পশ্চিম পর্যন্ত যাবে। জান্নাতীদের সর্বপ্রথম খাদ্য হবে, মাছের কলিজার অংশ। আর যখন পুরুষের বীর্য স্ত্রীর বীর্যের অগ্রে নির্গত হয়, তখন সন্তান পিতার অনুরূপ হয়। এর বিপরীত হলে সন্তান মায়ের অনুরূপ হয়।

এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। তিনি আরও আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ইহুদীরা মিথ্যা অপবাদ আরোপকারী জাতি। আপনি আমার ব্যাপারে তাদের কাছ থেকে সঠিক তথ্য জানার পূর্বেই যদি তারা জানতে পারে যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি, তবে তারা আমার বিরুদ্ধেও মিথ্যা অপবাদ দিতে কুণ্ঠিত হবে না। সে মতে এরপর ইহুদীরা হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা বললঃ তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, আমাদের নেতা এবং আমাদের নেতার পুত্র।

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ সে মুসলমান হয়ে গেলে তোমাদের কি অভিমত? তারা বললঃ আল্লাহ্ তাঁকে এ বিষয় থেকে হেফাযতে রাখুন। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বাইরে তাদের সম্মুখে এলেন এবং বললেনঃ আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্।

তখন ইহুদীরা বললঃ সে আমাদের মধ্যে মন্দ ব্যক্তি এবং মন্দ ব্যক্তির সন্তান।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি এ বিষয়ে আশংকা করেই আপনাকে পূর্বের কথাগুলো বলেছিলাম।

বায়হাকী আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি যখন নবী করীম (সাঃ) সম্পর্কে অবগত হই এবং তাঁর গুণাবলী, নাম ও দৈহিক অবয়ব সম্পর্কে পরিচিত হই, তখন আমি এ বিষয়টি গোপন রাখি। আমি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ চুপ ছিলাম। অবশেষে তিনি হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন। এক ব্যক্তি এসে তাঁর আগমন সম্পর্কে আমাকে সংবাদ দিল। আমি তখন খেজুর গাছে চড়ে কর্মরত ছিলাম। আমার ফুফী গাছের নিচে উপবিষ্ট ছিলেন। সংবাদ শুনামাত্রই আমি তকবীর বললাম। আমার ফুফী বললেনঃ তুমি মূসা ইবনে এমরানের সংবাদ পেলে এর বেশী বলতে না। আমি বললামঃ ফুফী! ইনি মূসা ইবনে এমরানের ভাই। তাঁকে সেসব বিধান দিয়েই প্রেরণ করা হয়েছে, যেগুলো দিয়ে মূসা (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল।

ফুফী বললেনঃ ভাতিজা, তিনি কি সেই নবী, যাঁর সম্পর্কে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, তিনি কিয়ামতের পূর্বে প্রেরিত হবেন? আমি বললামঃ হাঁ, ইনি সেই নবী।

আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম বলেনঃ এরপর আমি নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম। অবশিষ্ট হাদীস পূর্বরূপ। বায়হাকী এ রেওয়ায়েতটি মাকবরী থেকে মুরসাল বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সেই কাল দাগ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করেন, যা চাঁদের গায়ে দেখা যায়। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তারা উভয়েই মূর্খ ছিল। আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ

আমি রাত ও দিনকে করেছি দু'টি নিদর্শন। অতঃপর রাতের নিদর্শনকে মিটিয়ে দিয়েছি। এখন চাঁদে যে কাল দাগ পড়েছে, সেটা মিটানোর দাগ। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আপনি আল্লাহর রসূল।

আবূ নয়ীম, বায়হাকী ও ইবনে ইসহাক ছফিয়্যা (রাঃ) বিনতে হুয়াই থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ)-এর আগমনের দ্বিতীয় দিন তাঁর কাছে আমার পিতা ও পিতৃব্য আবু ইয়াসির ইবনে আখতাব গেলেন। দিবাশেষে তারা উভয়েই ফিরে এলেন। আমি শুনতে পেলাম আমার চাচা আমার পিতাকে বলছিলেনঃ ইনি কি তিনিই? আমার পিতা বললেনঃ নিঃসন্দেহে ইনি তিনিই।

চাচা বললেনঃ তুমি তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর পূর্ণ পরিচয় লাভ করেই এ কথা বলছ? পিতা বললেনঃ হাঁ। চাচা জিজ্ঞাসা করলেনঃ তাঁর সম্পর্কে তোমার মনে কি ধারণা সৃষ্টি হয়েছে? পিতা বললেনঃ আমি যতদিন জীবিত থাকব, আমার মনে তাঁর প্রতি শত্রুতাই থাকবে।

হাকেম আওফ ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গেলেন এবং আমিও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি ইহুদী পরিবারে উপস্থিত হয়ে বললেনঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে বারজন লোক এমন দাও, যারা আল্লাহ তায়ালার তওহীদে ও আমার রেসালাতে বিশ্বাসী হবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা আকাশের নিচে অবস্থানকারী প্রতিটি ইহুদীর উপর থেকে সেই ক্রোধ প্রত্যাহার করে নিবেন, যা তিনি তাদের উপর নাযিল করেছেন।

ইহুদীরা নির্বাক রইল। কেউ কোন জবাব দিল না। হুযূর (সাঃ) একই কথা পুনরায় তাদের কাছে রাখলেন। কিন্তু কেউ কোন জবাব দিল না। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমরা অস্বীকার করেছ। আল্লাহর কসম! আমি হাশের, আমি আকিব এবং আমি নবী মুস্তফা। তোমরা ঈমান আন অথবা মিথ্যারোপ কর এতে কিছু যায় আসে না। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে এলেন। আমিও সঙ্গে ছিলাম। আমরা উপাসনালয় থেকে বের হওয়ার মুহূর্তে এক ব্যক্তি পিছন থেকে বললঃ আসুন। হুযূর (সাঃ) তার দিকে ফিরলেন। সে ইহুদীদের উদ্দেশে বললঃ বল, আমার সম্পর্কে তোমরা কি জান? ইহুদীরা জওয়াব দিলঃ তওরাতের জ্ঞান, তার মাধ্যমে বিধি-বিধান চয়ন করার কাজে আপনি এবং আপনার পিতৃপুরুষদের চেয়ে অধিক দক্ষ ও পারদর্শী কেউ আছে বলে আমরা জানি না। লোকটি ইহুদীদের উদ্দেশে আরও বললঃ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি– ইনি আল্লাহ তায়ালার সেই নবী, যাঁর আলোচনা তোমরা তওরাতে পেয়ে থাক। জবাবে ইহুদীরা বললঃ তুমি মিথ্যা বলছ। অতঃপর তারা আগের কথা প্রত্যাখ্যান করল এবং নিন্দা বর্ণনা করল।

ইহুদীদের এসব কথাবার্তা শুনে হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহ কখনও তোমাদের কথা মেনে নিবেন না। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন ঃ

قُلْ اَرَاَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ الاية

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী প্রমুখ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একদল ইহুদী নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে বললঃ আমরা আপনাকে কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞাসা করছি। এগুলো নবী ছাড়া কেউ জানে না। আপনি বলুন (১) বনী ইসরাঈল নিজেদের উপর কোন খাদ্যটি হারাম করেছিল? (২) পুরুষের বীর্য সম্পর্কে বলুন, এর দ্বারা পুত্র সন্তান এবং কন্যাসন্তান কিরূপে হয়? (৩) সাধারণ মানুষের মধ্যে এবং নবীর মধ্যে স্বাতন্ত্র্যমূলক পার্থক্য কি?

ইহুদীদের প্রশ্ন শুনে হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম, তোমরা জান ইসরাঈল অর্থাৎ ইয়াকুব (আঃ) দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আল্লাহর কাছে মান্নত করেন যে, যদি আল্লাহ তাঁকে আরোগ্য দান করেন, তবে পানাহারের বস্তু সমূহের মধ্যে যে বস্তুটি তাঁর কাছে সর্বাধিক প্রিয়, সেটি নিজের উপর হারাম করবেন। অতঃপর আরোগ্য লাভের পর তিনি নিজের উপর উটের গোশত ও দুধ হারাম করে নেন। ইহুদীরা এ জবাব সত্যায়ন করল।

অতঃপর হুযূর (সাঃ) দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে বললেনঃ তোমরা জান যে, পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ় হয় এবং নারীর বীর্য পাতলা ও হলদে হয়। এই উভয় বীর্যের মধ্যে যেটি প্রবল হয়, আল্লাহর নির্দেশে তা থেকেই সন্তান জন্ম নেয় এবং তারই অনুরূপ হয়। ইহুদীরা বললঃ ব্যাপার তাই।

অতঃপর তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াবে হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ তোমরা জান যে, নবীর চক্ষু নিদ্রামগ্ন হয় এবং অন্তর জাগ্রত থাকে। সাধারণ মানুষের চক্ষু ও অন্তর উভয়ই নিদ্রামগ্ন হয়। ইহুদীরা বললঃ আপনি ঠিক বলেছেন।

বায়হাকী হযরত আবু সুফিয়ান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি এবং তাঁর সঙ্গী এক সফরে রসূলে করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলেন। সম্মুখ দিক থেকে এক ইহুদী এল এবং বললঃ হে আবুল কাসেম! আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করছি, যা নবী ছাড়া কেউ জানে না। বলুন, নারী পুরুষ উভয়ের বীর্য থেকে কার বীর্য দ্বারা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে?

এ প্রশ্ন শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) চুপ হয়ে গেলেন। এমনকি তিনি বাসনা করতে লাগলেন– হায়, ইহুদী যদি এ প্রশ্ন না করত! এরপর আমরা বুঝতে পারলাম যে, বিষয়টি তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তিনি ইহুদীকে বললেনঃ পুরুষের বীর্য সাদা ও গাঢ় হয়। এর দ্বারা সন্তানের অস্থি ও শিরা সৃষ্টি হয়। পক্ষান্তরে নারীর বীর্য হলদে ও পাতলা হয়। এর দ্বারা গোশত ও রক্ত সৃষ্টি হয়।

ইহুদী বললঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

আহমদ, বাযযার ও তিবরানী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক ইহুদী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তখন

ছাহাবীগণের সাথে আলাপরত ছিলেন। কোরায়শরা ইহুদীকে বললঃ এই লোকটি নবুয়তের দাবী করে। ইহুদী বললঃ আমি তাকে একটি প্রশ্ন করব, যা নবী ছাড়া কেউ জানে না। অতঃপর ইহুদী প্রশ্ন করলঃ হে মোহাম্মদ, মানুষ কিসের দ্বারা সৃষ্টি হয়?

তিনি বললেনঃ হে ইহুদী! মানুষ নারী-পুরুষ উভয়ের বীর্য দ্বারা সৃষ্টি হয়। পুরুষের বীর্য গাঢ় হয়। এর দ্বারা অস্থি ও শিরা সৃষ্টি হয় এবং নারীর বীর্য পাতলা হয়। এর দ্বারা গোশত ও রক্ত সৃষ্টি হয়।

ইহুদী বললঃ আপনার পূর্বসূরীরাও এ কথাই বলতেন। বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে মদীনার ক্ষেতের উপর দিয়ে যাচ্ছিলাম। তার হাতে ছিল একটি খর্জুর শাখা। আমরা একদল ইহুদীর কাছ দিয়ে গমন করার সময় তাদের একজন বললঃ তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হোক। অন্য একজন বললঃ জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। তিনি সম্ভবতঃ এমন কথা বলবেন, যা তোমাদের কাছে অপ্রিয় ঠেকবে। মোটকথা, তারা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন রাখল। তিনি চুপ হয়ে গেলেন। আমার মনে হল তার উপর ওহী নাযিল হচ্ছে। ওহীর অবস্থা কেটে যাওয়ার পর হুযূর (সাঃ) বললেনঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ

তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলে দিন রূহ আমার প্রতিপালকের ব্যাপার। (অর্থাৎ এটা তিনি ছাড়া কেউ জানে না।)

আবূ নয়ীম বর্ণনা করেনঃ ঐশী গ্রন্থসমূহে নবী করীম (সাঃ)-এর নবুয়তের অন্যতম আলামত এই ছিল যে, তাঁকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এর স্বরূপ বর্ণনা সৃষ্টিকর্তার দায়িত্বে সমর্পণ করবেন এবং দার্শনিক ও তার্কিকরা যে সকল আনুমানিক কথাবার্তা বলে, সেগুলো থেকে বিরত থাকবেন। তাই ইহুদীরা রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে এ পরীক্ষা নেয়ার প্রয়াস পায় যে, তাঁর জবাব সেই আলামতের অনুরূপ হয় কি না, যা তাদের কিতাবসমূহে উল্লেখিত আছে। বলাবাহুল্য, তাঁর জবাব সেরূপই হয়েছে।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) ইবনে ছুরিয়াকে বললেনঃ আমি তোমাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি– বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি যিনা করে, আল্লাহ তায়ালা তওরাতে তার জন্যে রজমের ফয়ছালা দিয়েছেন, এ কথা তুমি জান? ইবনে ছুরিয়া বললঃ হাঁ, জানি। আল্লাহর কসম, এ ইহুদীরা পরিষ্কার জানে যে, আপনি প্রেরিত নবী। কিন্তু এরা আপনার প্রতি হিংসাপরায়ণ।

আবূ নয়ীম, হাকেম, বায়হাকী প্রমুখ ছফওয়ান ইবনে আলী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক ইহুদী তার সঙ্গীকে বললঃ আমাকে এই নবীর কাছে নিয়ে চল। আমি তাঁকে একটি আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করব। সে ব্যক্তি এসে আয়াত সম্পর্কে প্রশ্ন করল وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسٰى تِسْعَ اٰيٰتٍۭ بَيِّنٰتٍ নিশ্চয়ই আমি মূসাকে নয়টি সুস্পষ্ট নিদর্শন দান করেছি।

হুযূর (সাঃ) জবাবে বললেনঃ আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না। চুরি ও যিনা করো না। যার রক্ত আল্লাহ্ তায়ালা হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু শরীয়তের আইন অনুযায়ী হত্যা করতে পার। যাদু করবে না এবং সুদ খাবে না। কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার জন্যে বিচারকের কাছে নিয়ে যাবে না। সতী-সাধ্বী রমণীকে অপবাদ দিবে না। হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা বিশেষ করে শনিবার দিন শরীয়তের সীমা লঙঘন করবে না। অতঃপর উভয় ইহুদী নবী করীম (সাঃ)-এর হস্তপদ চুম্বন করল এবং বললঃ আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নবী। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তা হলে ইসলাম কবুল করতে বাধা কি? তারা বললঃ দাউদ (আঃ) দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর সন্তানদের মধ্যে সর্বকালেই যেন নবী থাকেন। আমাদের আশংকা ইসলাম কবুল করলে ইহুদীরা আমাদেরকে হত্যা করবে।

মুসলিম হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। জনৈক ইহুদী আলেম এসে বললঃ যেদিন এ পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী হয়ে যাবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ মানুষ পুলসিরাতের কাছে থাকবে। আলেম প্রশ্ন করলঃ সর্বপ্রথম কে পুলসিরাত পার হবে? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ নিঃস্ব মুহাজিরগণ।

সে বললঃ জান্নাতে দাখিল হওয়ার পর জান্নাতীরা সর্বপ্রথম কি খাবার পাবে? তিনি বললেনঃ মাছের কলিজার টুকরা। সে বললঃ সকালের খাদ্য কি হবে? তিনি বললেনঃ জান্নাতীদের জন্যে জান্নাতেই বিচরণ করা বলদ জবেহ্ করা হবে।

ইহুদী আলেমঃ আহারের পর তারা কি পান করবে? হুযূরঃ সালসাবীল নামক একটি ঝরণার পানি।

ইহুদীঃ আপনি সত্য বলেছেন। কিন্তু আমি এমন এক বিষয় জিজ্ঞাসা করতে এসেছি, যা পৃথিবীবাসীদের মধ্যে নবী এবং দু'একজন ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমি আপনাকে শিশুর ব্যাপারে প্রশ্ন করছি।

হুযূরঃ পুরুষের বীর্য সাদা এবং স্ত্রীর বীর্য হলদে হয়। উভয় বীর্যের সংমিশ্রণ হলে এবং পুরুষের বীর্য প্রবল হলে আল্লাহর নির্দেশে পুত্র সন্তান হয়। পক্ষান্তরে নারীর

বীর্য প্রবল হলে আল্লাহর হুকুমে কন্যা শিশু জন্ম গ্রহণ করে। ইহুদীঃ আপনার জবাব সঠিক এবং আপনি নিঃসন্দেহে পয়গাম্বর। এরপর ইহুদী প্রস্থান করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সে আমাকে যে সকল প্রশ্ন করেছে, সেগুলোর জবাব আমার জানা ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে সবকিছু বলে দিয়েছেন।

ইবনে মরদুওয়াইহি, হাকেম, বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক ইহুদী রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বললঃ মোহাম্মদ! আপনি আমাকে সে নক্ষত্রসমুহের নাম বলুন, যাদেরকে ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে সেজদা করতে দেখেছিলেন। হুযুর (সাঃ) ইহুদীকে কোন জবাব দিলেন না। সে চলে গেল। অতঃপর জিবরাঈল আগমন করলেন এবং হুযূর (সাঃ)-কে এগারটি নক্ষত্রের নাম বলে দিলেন। হুযূর (সাঃ) নিজেই লোক পাঠিয়ে প্রশ্নকারী ইহুদীকে ডাকিয়ে আনলেন এবং বললেনঃ যদি আমি নক্ষত্রের নাম বর্ণনা করি, তবে তুমি কি মুসলমান হয়ে যাবে? সে বললঃ হাঁ। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ হারছান, তারেক, যিয়াল, কানযান, যুলকারা, ওয়াছাব, আমূদান, কাবেয, যরুহ, মছীহ, ফায়লক, যিয়া ও নূর। ইউসুফ (আঃ) আকাশের প্রান্তে এসব নক্ষত্রকে সেজদারত দেখতে পান।

ইহুদী বললঃ আল্লাহর কসম, আপনার বর্ণিত নাম সঠিক।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক ইহুদী আলেম নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আগমন করল। তিনি তখন সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করছিলেন। ইহুদী বললঃ মোহাম্মদ! এ সূরা আপনাকে কে শিক্ষা দিল? হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা। আলেম এ কথা শুনে বিস্মিত হল। সে ইহুদীদের কাছে যেয়ে বললঃ খোদার কসম, মোহাম্মদ তওরাতে নাযিল করা বিষয়বস্তুই কোরআনে তেলাওয়াত করেন। অতঃপর সে একদল ইহুদীকে সঙ্গে নিয়ে এল এবং হুযূর (সাঃ)-এর কাছে গেল। তারা তাঁকে দৈহিক গুণাবলীর মাধ্যমে চিনতে পারল। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে মোহরে-নবুওয়ত দেখল এবং সূরা ইউসুফের তেলাওয়াত শ্রবণ করল। অতঃপর কালবিলম্ব না করে ইসলাম গ্রহণে ধন্য হল।

আহমদ হযরত জাবের ইবনে সামুরাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক বহিরাগত বেদুঈন ছাহাবায়ে-কেরামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলঃ আপনাদের যে ব্যক্তি নবুওয়ত দাবী করেন, তিনি কোথায়? আমি তাঁকে প্রশ্ন করলেই বুঝতে পারব তিনি নবী কিনা। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) আগমন করলে লোকটি বললঃ আপনি আমার সামনে কিছু তেলাওয়াত করুন। হুযূর (সাঃ) কয়েকখানি আয়াত তেলাওয়াত করলে সে বললঃ খোদার কসম, এটা সেই কালাম, যা হযরত মূসা (আঃ) নিয়ে এসেছিলেন।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) ইহুদীদেরকে বললেনঃ তোমরা দাবী কর যে, জান্নাত একান্তভাবে তোমাদের জন্যেই। যদি এ দাবীতে তোমরা সত্যবাদী হও, তবে এরূপ দোয়া কর– পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে মৃত্যু দাও (যাতে আমরা দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে পৌঁছে যাই।) কিন্তু সেই পবিত্র সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ এ দোয়া করবে না। করতে গেলে মুখের লালা কণ্ঠ-নালীতে আটকে যাবে। আর সেটাই তোমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইহুদীরা এ দোয়া করতে অস্বীকার করল এবং একে অশুভ মনে করল। এর প্রেক্ষাপটে এই আয়াত নাযিল হলঃ

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا তারা কস্মিনকালেও মৃত্যু কামনা করবে না।

মদীনা থেকে মহামারী, জ্বর ও প্লেগ অপসারিত

বোখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনা ছিল সর্বাধিক রোগব্যাধি ও জ্বরের কেন্দ্রস্থল। তিনি দোয়া করলেনঃ পরওয়ারদেগার! তুমি যেমন আমাদেরকে মক্কা মোকাররমার প্রতি মহব্বত দান করেছ, তেমনি মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিও মহব্বত দান কর কিংবা এর চেয়ে বেশী দান কর। আমাদের জন্যে ছা' ও মুদের (পরিমাপযন্ত্র) মধ্যে বরকত দান কর এবং আমাদের জন্যে এর আবহাওয়া সুস্বাস্থ্যকর করে দাও। এর জ্বর জাহফা নামক স্থানের দিকে অপসারিত কর।

বায়হাকী হেশাম ইবনে ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, প্রাক ইসলামী যুগে মদীনার রোগব্যাধি সর্বজনবিদিত ছিল। নবী করীম (সাঃ) দোয়া করলেন যে, এর জ্বর জাহফার দিকে অপসারিত হোক। সে মতে জাহফায় যে শিশু জন্ম গ্রহণ করত, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই সে জ্বরের কবলে পতিত হত।

বোখারী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমি (স্বপ্নে) এক এলোকেশী কৃষ্ণকায় মহিলাকে দেখেছি। সে মদীনা থেকে বের হয়ে মুহাইয়া অর্থাৎ জাহফায় প্রবেশ করেছে। আমার মতে এর ব্যাখ্যা এই, মদীনার রোগ-ব্যাধি জাহফার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে গেছে।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন– মদীনার পথে পথে ফেরেশতা মোতায়েন আছে। এতে দাজ্জাল ও প্লেগ রোগ প্রবেশ করতে পারে না।

কোন কোন আলেম বলেন যে, এটা নবী করীম (সাঃ)-এর মোজেযা। কেননা, চিকিৎসাবিদগণ অদ্যাবধি প্লেগ মহামারীকে এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করতে অক্ষম। নবী করীম (সাঃ)-এর দোয়ার বরকতে মদীনা থেকে প্লেগ দূরীভূত হয়ে যায়। হুযূর (সাঃ) এক দীর্ঘ সময়ের জন্যে এ সংবাদ প্রদান করেছেন।

যুবায়র ইবনে বাক্কার "আখবার মদীনা" গ্রন্থে মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমন করলে তাঁর ছাহাবীগণ জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়েন। এক ব্যক্তি হিজরত করে এসে এক হিজরতকারিনী মহিলাকে বিয়ে করে। নবী করীম (সাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনবার এ কথা বললেনঃ মুসলমানগণ! আমল নিয়তের উপর ভিত্তিশীল। যে আল্লাহ্ তায়ালা ও তাঁর রসূলের খাতিরে হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ্ ও রাসূলের দিকেই হয়েছে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার অন্বেষণ কিংবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত তার জন্যেই হবে, যার জন্যে সে হিজরত করে। এরপর হুযূর (সাঃ) হাত উত্তোলন করে তিনবার বললেনঃ পরওয়ারদিগার! আমাদের উপর থেকে মহামারী ও রোগব্যাধি অপসারিত কর। সকাল হলে তিনি বললেনঃ অদ্য রাতে আমার সামনে জ্বরকে এক কৃষ্ণকায় বৃদ্ধা মহিলার আকারে পেশ করা হয়। তার গলদেশে একটি কাপড় ছিল, যা সেই ব্যক্তি ধরে রেখেছিল,যে তাকে নিয়ে আসে। সে বললঃ হুযূর, জ্বরকে নিয়ে এলাম। এর সম্পর্কে আপনি কি বলেন? আমি বললামঃ একে খুস নামক স্থানে রেখে এস।

যুবায়র ইবনে বাক্কার হযরত ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাজ নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তাঁর কাছে মক্কার দিক থেকে এক ব্যক্তি আগমন করল। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কাউকে যেতে দেখেছ? সে বললঃ না, দেখিনি। তবে একজন কৃষ্ণকায়, নগ্নদেহী, এলোকেশী মহিলাকে গমন করতে দেখেছি। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ সে ছিল জ্বর, যা আজিকার পরে কখনও ফিরে আসবে না।

মদীনায় বরকত প্রকাশ

বোখারী ও মুসলিম আবদুল্লাহ্ ইবনে যায়দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলাল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ ইবরাহীম (আঃ) মক্কাকে হেরেম করেছিলেন। আমি মদীনাকে সম্মানী করছি। আমি মদীনার জন্যে তার ছা' ও মুদে মক্কার চেয়ে দ্বিগুন বরকত হওয়ার দোয়া করেছি; যেমন ইবরাহীম (আঃ) মক্কার জন্যে দোয়া করেছিলেন।

বোখারী স্বীয় ইতিহাসগ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ফযল ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেনঃ পরওয়ারদেগার!

আমি তোমার কাছে মদীনাবাসীদের জন্যে মক্কার অনুরূপ দোয়া করছি। আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, আমরা এই দোয়ার বরকত সাথে সাথেই অনুভব করতে শুরু করি। আমাদের মুদ ও ছা'য়ের পরিমাপযন্ত্র মক্কার ন্যায় আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়।

যুবায়র ইবনে বাক্কার 'আখবারে-মদীনায়' ইসমাঈল ইবনে নোমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনার চারণভূমির ছাগলদের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এ দোয়া করলেনঃ পরওয়ারদেগার! মদীনার ছাগলদের অর্ধেক পেটে অন্য শহরের ছাগলদের পূর্ণ পেটের সমান বরকত দাও।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

যুবায়র ইবনে বাক্কার "আখবারে-মদীনা' গ্রন্থে নাফে ইবনে জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তি আমার কাছে পৌঁছেছে– বায়তুল্লাহকে আমার সম্মুখে না আনা পর্যন্ত আমি আমার মসজিদের কেবলা নির্দিষ্ট করিনি। আমি আমার মসজিদের কেবলা বায়তুল্লাহর বিপরীতে রেখেছি।

যুবায়র ইবনে বাক্কার দাউদ ইবনে কায়স থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন মসজিদে-নববীর ভিত্তি স্থাপন করেন, তখন জিবরাঈল দাঁড়িয়ে বায়তুল্লাহর দিকে দেখছিলেন। মসজিদে নববী ও বায়তুল্লাহর মাঝখানে যে সকল অন্তরায় ছিল, সেগুলো উন্মোচিত করে দেয়া হয়।

আখবারে মদীনায় ইবনে শিহাব বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমার ও বায়তুল্লাহর মধ্যবর্তী অন্তরায় অপসারণ করার পরই আমি আমার মসজিদের কেবলা নির্দিষ্ট করেছি।

যুবায়র ইবনে বাক্কার খলীল ইবনে আবদুল্লাহ থেকে এবং তিনি জনৈক আনছারী ছাহাবী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) কয়েকজন ছাহাবীকে কেবলা নিশ্চিত করার জন্যে মসজিদের কোণে দাঁড় করালেন। জিবরাঈল তাঁর কাছে এসে বললেনঃ আপনি বায়তুল্লাহর দিকে দেখে দেখে কেবলা নির্দিষ্ট করুন। অতঃপর জিবরাঈল হাতে ইশারা করতেই হুযূর (সাঃ) ও বায়তুল্লাহর মধ্যবর্তী সকল পাহাড় সরে গেল। অতঃপর বায়তুল্লাহর দিকে দেখে দেখে তিনি মসজিদের কোন সমূহ নির্দিষ্ট করলেন। তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে কোন কিছু অন্তরাল ছিল না। কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর জিবরাঈল আবার হাতে ইশারা করলেন। ফলে পাহাড়, বৃক্ষ ও সকল বস্তু আসল অবস্থায় ফিরে এল।

তিবরানী মোজামে কবীরে শামূস বিনতে নোমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) যখন কুবায় আগমন করে, মসজিদে-কুবার ভিত্তি

প্রস্তর স্থাপন করেন, তখন আমি তাঁকে দেখেছি। আমি তাঁকে পাথর বহন করতে দেখেছি। তাঁকে পাথর দেখিয়ে দেয়া হত। অবশেষে তিনি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন। তিনি বলছিলেন, জিবরাঈল বায়তুল্লাহর দিকে পথপ্রদর্শন করছিলেন।

যুবায়র ইবনে বাক্কার আখবারে-মদীনায় হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ যদি আমার এই মসজিদ ছাফা নামক স্থান পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হয়, তবে তা আমারই মসজিদ থাকবে।

কেবলা পরিবর্তন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বৈশিষ্ট্য

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনায় হিজরতের পর নবী করীম (সাঃ) ষোল মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। তাঁর বাসনা ছিল যে, বায়তুল্লাহকে কেবলা করা হোক। সে মতে তিনি জিবরাঈলকে বললেনঃ আমার বাসনা এই যে, আল্লাহ তায়ালা আমার মুখ ইহুদীদের কেবলা থেকে ফিরিয়ে দিন। জিবরাঈল বললেনঃ আমি তো একজন বান্দা। আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে দোয়া করুন এবং আবেদন করুন। সে মতে তিনি যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তেন, তখন আপন মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করতেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেনঃ

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاۤءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

আমি দেখছি আপনি বার বার আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকান। তাই আমি আপনাকে সেই কেবলা অভিমুখী করে দিব, যাকে আপনি পছন্দ করেন।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরযী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোন নবীর কেবলা ও সুন্নত পরিবর্তন করা হয়নি। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আসার পর ষোল মাস পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে নামায পড়তে থাকেন। এরপর তিনি বায়তুল্লাহ অভিমুখী হয়ে গেলেন।

আযান প্রবর্তন

আবু দাউদ ও বায়হাকী ইবনে আবী ইয়ালা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমার সহচরগণ নবী করীম (সাঃ)-এর এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, নামাযের জন্যে মানুষকে ডাকার জন্যে আমি ঘরে ঘরে লোক প্রেরণ করার ইচ্ছা করলাম। আমি আরও ইচ্ছা করলাম যে, উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে নামাযের জন্যে মুসলমানদেরকে ডাক দেয়ার আদেশ করব। এমতাবস্থায় জনৈক আনছারী ব্যক্তি এসে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার সযত্ন প্রয়াস দেখে আমি যখন

গৃহে ফিরলাম, তখন এক ব্যক্তিকে দেখলাম সে সবুজ বস্ত্র পরিহিত হয়ে মসজিদে দাঁড়িয়ে আযান দিল। অতঃপর সে বসল এবং আযানের মতই একামত বলল। তবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ অতিরিক্ত বলল। আপনাদের বিরূপ মন্তব্যের আশংকা না করলে আমি এ কথাই বলতাম যে, আমি তখন জাগ্রত ছিলাম; নিদ্রাবস্থায় দেখিনি।

এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তোমাকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন। বেলালকে আযান দিতে বল। অতঃপর হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ আমিও তাই দেখেছি। কিন্তু আমার আগেই যখন বলে দেয়া হল, তখন আমি শরমে কিছু বলিনি।

ইবনে মাজা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ঘন্টা ও শঙ্খ বাজানোর ইচ্ছা করলেন। আমি স্বপ্নে সবুজ বস্ত্র পরিহিত এক ব্যক্তিকে শঙ্খ হাতে দেখলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলামঃ শঙ্খ বিক্রয় কর নাকি? সে বললঃ তুমি শঙ্খ দিয়ে কি করবে? আমি বললামঃ নামাযের জন্যে মানুষকে ডাকব। লোকটি বললঃ আমি তোমাকে এর চেয়ে ভাল পন্থা বলে দেই। তোমরা এ কলেমাগুলো বলবে- আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। অতঃপর সে আযান বর্ণনা করল। আবদুল্লাহ ইবনে যায়দ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলেন এবং তাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। ইতিমধ্যে ওমর ফারুক (রাঃ) এলেন এবং বললেনঃ আমিও এরূপ দেখেছি।

তিবরানী কিতাবুল আওসাতে হযরত বুরায়দা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক আনছারীর কাছে স্বপ্নে কেউ আগমন করে তাকে আযান শিক্ষা দিল। হযরত ওমর ও বেলাল (রাঃ) এই আযান শুনলেন। কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) অগ্রে এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবহিত করলেন। এরপর বেলাল এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এ বিষয়ের বর্ণনায় ওমর অগ্রবর্তী হয়ে গেছে।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক ইহুদী মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনে বলতঃ আল্লাহ এ মিথ্যুককে অগ্নিদগ্ধ করুন। এ দোয়ার ফলস্বরূপ সে নিজেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। তার এক বাঁদি আগুনের স্ফুলিঙ্গ নিয়ে আসে। অসতর্কতা বশতঃ তা থেকে গৃহমধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ইহুদী তার কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম হল না।

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে উম্মে মকতুম ছোবহে ছাদেক তালাশ করতে থাকতেন। ছোবহে ছাদেক তাঁকে ফাঁকি দিতে পারত না, অথচ তিনি অন্ধ ছিলেন।

ইমাম মুসলিম হযরত সুহায়ল ইবনে আবী ছালেহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমার পিতা আমাকে বনী হারেছা গোত্রে প্রেরণ করলেন। আমার সঙ্গে ছিল এক বালক। এক ব্যক্তি বাগান থেকে আমার নাম ধরে ডাক দিল। আমার সঙ্গী বাগানে তালাশ করেও কাউকে পেল না। আমি পিতার কাছে এ ঘটনা বললে তিনি বললেনঃ এ ধরনের আওয়াজ শুনা গেলে আযান দিবে। কেননা, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ উক্তি শুনেছি যে, যখন নামাযের জন্যে আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান বাতাসের বেগে পলায়ন করে।

বায়হাকী হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তোমাদের কাউকে ভূতপ্রেতে উত্ত্যক্ত করলে আযান দিবে। এতে ভূতপ্রেত কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

বায়হাকী হযরত হাসান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খলিফা ওমর (রাঃ) এক ব্যক্তিকে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের কাছে প্রেরণ করলেন। সে যখন রাস্তা থেকে দূরে গমন করল, তখন ভূতপ্রেত দেখতে পেল। সে সা'দ (রাঃ)-কে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি বললেনঃ এরূপ ভূতপ্রেত দেখা গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে আযান দিতে বলেছেন। লোকটি ফেরার পথে সেই জায়গায় পৌঁছলে আবার ভূতপ্রেত দৃষ্টিগোচর হল। সে আযান দিল। ফলে ভূত দূর হয়ে গেল। কিন্তু চুপ করতেই আবার আত্মপ্রকাশ করল। সে পুনরায় আযান দিলে ভূত দূরে চলে গেল।

বিভিন্ন যুদ্ধে মোজেযার প্রকাশ

বদর যুদ্ধঃ আল্লাহপাক এরশাদ করেন —

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ

আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা নিঃসম্বল ছিলে।

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেনঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ

স্মরণ কর, যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে ফরিয়াদ করছিলে! আরও বলা হয়েছে ঃ

اِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً

স্মরণ কর, যখন রণাঙ্গনে আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখাচ্ছিলেন।

ইমাম বোখারী ও বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সা'দ ইবনে মুয়ায ওমরার উদ্দেশে মক্কা পৌঁছে উমাইয়া ইবনে ছফওয়ানের মেহমান হলেন। উমাইয়া যখন মদীনা হয়ে সিরিয়া গমন করত, তখন মদীনায় সা'দের কাছে মেহমান হত। উমাইয়া সা'দকে বললঃ আরও কিছু বিলম্ব কর। দ্বিপ্রহর হয়ে গেলে মানুষ যখন গাফেল হয়ে যাবে, সেই ফাঁকে তুমি যেয়ে তওয়াফ করে নিবে। সেমতে সা'দ ইবনে মুয়ায যখন তওয়াফ করছিলেন, তখন আবু জহল তার কাছে এসে বললঃ কে তুমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করছ? সা'দ বললেনঃ আমি সা'দ। আবু জহল বললঃ তুমি তো বেশ স্বচ্ছন্দে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করে যাচ্ছ। অথচ তোমরা মোহাম্মদ ও তাঁর অনুসারীদেরকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছ। অতঃপর তাদের উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। উমাইয়া মেহমান সা'দকে বললঃ আবুল হাকামের সামনে উচ্চৈস্বরে কথা বলবে না। কেননা, সে এ তল্লাটের সরদার। সা'দ তাকে বললেনঃ আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমাকে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতে বাধা দাও তবে আমি তোমার সিরিয়ার বাণিজ্য বন্ধ করে দিব। মোটকথা, উমাইয়া সা'দকে বার বার বুঝাবার চেষ্টা করল এবং ঠাণ্ডা করতে চাইল; কিন্তু সা'দ নারাজ হয়ে গেলেন এবং বললেনঃ শুন, আমি মোহাম্মদ (সাঃ)কে বলতে শুনেছি যে, তিনি তোমাকে হত্যা করবেন।

উমাইয়া বললো ঃ আমাকে হত্যা করবেন?

সা'দঃ হাঁ, তোমাকে।

উমাইয়াঃ খোদার কসম! মোহাম্মদ কোন কথা বললে তা ভুল বলে না।

অতঃপর উমাইয়া তার স্ত্রীর কাছে এসে বললঃ ওগো শুনেছ, আমার মদীনার দোস্ত কি বলেছে?

স্ত্রী, কি বলেছে?

উমাইয়া ঃ সে নাকি শুনেছে যে, মোহাম্মদ আমাকে হত্যা করতে চায়।

স্ত্রীঃ খোদার কসম, মোহাম্মদ মিথ্যা বলেন না।

কিছুক্ষণ পরই কাফেররা বদর যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা করলে উমাইয়ার স্ত্রী তাকে বললঃ তোমার মদীনার ভাইয়ের কথা মনে আছে ? উমাইয়া বললঃ তাহলে আমি বদরে যাব না। কিন্তু আবুজহল এসে উমাইয়াকে বললঃ তুমি এ উপত্যকার সম্ভ্রান্ততম ব্যক্তিবর্গের একজন। সুতরাং একদিন কিংবা দু'দিনের জন্যেই আমাদের সাথে চল। অবশেষে উমাইয়া বদরে গেল এবং আরও অনেক কোরায়শ সরদারের সাথে নিহত হল।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে ইবনে শিহাব ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র বলেনঃ কাফের কোরায়শরা বদরের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে এশার সময় জাহফায় পৌঁছে। তাদের

মধ্যে জুহায়ম ইবনে ছলত নামে বনী-আবদুল মুত্তালিবের এক ব্যক্তি ছিল। দলের অবতরণের পর সে ঘুমিয়ে পড়ল এবং কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে বললঃ এই মাত্র আমার কাছে যে অশ্বারোহী দণ্ডায়মান ছিল, সে কোথায় গেল? তোমরা কি তাকে দেখেছ? সঙ্গীরা বললঃ আমরা দেখিনি। তুমি পাগল হয়ে যাওনিতো? সে বললঃ এই মাত্র আমার কাছে এক অশ্বারোহী দণ্ডায়মান ছিল। সে বললঃ আবু জহল, ওতবা, শায়বা, সমআ, আবুল বুখতরী, উমাইয়া প্রমুখ নিহত হয়েছে। সে আরও বড় বড় সরদারদের নাম বলল। সঙ্গীরা বললঃ শয়তান তোমার সাথে তামাশা করেছে।

আবু জহল এ কথা শুনে বললঃ জুহায়ম, তুমি বনী-মুত্তালিবের মিথ্যাকে বনী হাশেমের মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করে এনেছ। কারা নিহত হবে, তা আগামী কল্যই দেখে নিবে।

বোখারী হযরত বারা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বারা বলেনঃ আমরা পরস্পরে এ আলোচনা করতাম যে, বদরযোদ্ধাদের সংখ্যা তালূতের সৈন্যদের অনুরূপ তিনশ উনিশ ছিল, যারা তালূতের সঙ্গে নদী পার হয়েছিল।

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধে তিনশ পনের জন সৈন্য নিয়ে বের হয়েছিলেন; যেমন তালূত বের হয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর সৈন্যদের জন্যে এ দোয়া করেন ঃ

اللهم انهم حفاة فاحملهم اللهم انهم عراة فاكسهم

اللهم انهم جياع فاشبعهم-

হে আল্লাহ, এরা (সওয়ারীর অভাবে) পদব্রজেই রওয়ানা হয়েছে, এদেরকে সওয়ারী দাও। হে আল্লাহ, এরা বস্ত্রহীন, এদেরকে বস্ত্র দাও। হে আল্লাহ, এরা ক্ষুধার্ত, এদেরকে অন্ন দাও।

আল্লাহ তায়ালা এই দোয়া কবুল করেন। ফলে বদরযুদ্ধে তাঁরাই বিজয়ী হন। বিজয়ের পর যখন তারা ফিরে আসে, তখন প্রত্যেকেই একটি কিংবা দু'টি উট নিয়ে ফিরে আসে। তারা পোশাকও পরিধান করে এবং পেটভরে আহার করে।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ বদর যুদ্ধে আমাদের সাথে দু'টি ঘোড়া ছিল। একটি যুবায়রের, অপরটি মেকদাদ ইবনে আসওয়াদের।

বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ বদর যুদ্ধে আমরা শত্রুপক্ষের দু'জন সৈন্যকে পাকড়াও করলাম। কিন্তু একজন কোনরূপে পালিয়ে গেল। দ্বিতীয় জনকে আমরা জিজ্ঞাসা করলামঃ তোমাদের সৈন্যসংখ্যা কত? সে সঠিক সংখ্যা গোপন করে বললঃ অনেক। আমরা তাকে প্রহার করলাম এবং প্রহার করতে করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কেও সঠিক সংখ্যা বলতে অস্বীকার করল। হুযূর (সাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

তোমরা প্রত্যহ কয়টি উট যবেহ কর? সে বলল ঃ প্রত্যহ দশটি উট যবেহ করি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এদের সংখ্যা এক হাজার। প্রতি একশ' জনের জন্যে একটি উট লাগে।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী হযরত এয়াযিদ ইবনে রূমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা প্রত্যহ কয়টি উট যবেহ কর? সৈনিক বলল ঃ একদিন দশটি এবং একদিন নয়টি যবেহ করি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ শত্রু পক্ষের সৈন্য সংখ্যা এক হাজার ও নয়শতের মধ্যে।

ইবনে সা'দ, রাহওয়াইহি, ইবনে মাম্বা ও বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে শত্রুপক্ষের সৈন্য আমাদের দৃষ্টিতে কম প্রতীয়মান হচ্ছিল। আমি আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান এক সৈনিককে প্রশ্ন করলাম ঃ তুমি তাদেরকে কয়জন দেখ? সত্তর জন, না আরও বেশি? সে বলল ঃ আমার মনে হয় একশ' জন। এরপর আমরা যখন একজন শত্রুসৈন্যকে গ্রেফতার করলাম, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ তোমাদের সংখ্যা কত? সে বলল ঃ এক হাজার।

বায়হাকী ইবনে শিহাব যুহরী ও ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধে এক পর্যায়ে শুয়ে পড়লেন এবং সাহাবীগণকে বললেন ঃ আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না। অতঃপর তিনি গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরেই জাগ্রত হয়ে গেলেন। আল্লাহতায়ালা স্বপ্নে তাঁকে শত্রুদের কম করে দেখালেন। অপরপক্ষে মুশরিকদের চোখেও মুসলমানদেরকে কম দেখানো হল। ফলে একপক্ষ অপর পক্ষের সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে উৎসাহিত হল।

বায়হাকী ইবনে আবী তালহা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন উভয় পক্ষ একে অপরের কাছাকাছি হল, তখন আল্লাহতায়ালা মুশরিকদের চোখে মুসলমানদেরকে এবং মুসলমানদের চোখে মুশরিকদেরকে কম করে দেখালেন।

বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ বদরের রণাঙ্গনে আমরা যখন সৈন্যদের সারিবদ্ধ করছিলাম, তখন হঠাৎ শত্রুপক্ষের মধ্যে এক সৈনিককে লাল উটে সওয়ার হয়ে ঘুরাফেরা করতে দেখা গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই লাল উটওয়ালা সৈনিকটি কে? ইতিমধ্যে হযরত হমযা (রাঃ) এসে খবর দিলেন যে, লাল উটওয়ালা সৈনিক হচ্ছে ওতবা ইবনে রবিয়া। সে কোরায়শদেরকে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছে এবং ফিরে যেতে বলছে। সে বলে ঃ হে আমার কওম! অদ্য আমার মাথায় পট্টি বেঁধে দাও এবং ঘোষণা কর যে, ওতবা কাপুরুষ হয়ে গেছে।

কিন্তু আবূ জহল তার কথা মেনে নিচ্ছে না।

মুসলিম, আবূ দাউদ ও বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধের রাতে বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ, আগামীকল্য এটা অমুকের ভুতলশায়ী হওয়ার জায়গা। তিনি আপন হাত মাটিতে রাখলেন এবং বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ, আগামীকল্য এটা অমুকের ভূতলশায়ী হওয়ার স্থান। রাবী বলেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি তাঁকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, হুযূর (সাঃ)-এর কথা একটুও এদিক-সেদিক হয়নি। তিনি কাফের সরদারদের জন্যে যে যে স্থান নির্দেশ করেছিলেন, তাদেরকে সেই সেই স্থানে ভূতলশায়ী অবস্থায় পাওয়া যায়। এরপর মৃতদেহগুলো বদর ময়দানের মধ্যস্থলে রেখে দেয়া হয়। হুযূর (সাঃ) সেখানে আগমন করলেন এবং বললেন ঃ হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুত শাস্তি তোমরা ঠিক ঠিক পেয়েছ কি? আমার প্রতিপালক আমাকে যে ওয়াদা দিয়েছিলেন, তা আমি সত্য পেয়েছি। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি প্রাণহীন দেহগুলোর সাথে কথা বলছেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তাদের চেয়ে বেশি শুননা। কিন্তু তাদের সাধ্য নেই যে, আমার কথা খণ্ডন করে।

বায়হাকী ইবনে শিহাব ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন বদর যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে সাহাবায়ে-কেরামের সাথে পরামর্শ করেন, তখন বললেন ঃ তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও। শত্রুপক্ষের কোন্ সরদার কোথায় ভূতলশায়ী হবে, তা আমাকে দেখানো হয়েছে।

আবূ নয়ীম ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বদর যুদ্ধের দিন মুশরিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন ঃ হে আল্লাহর দুশমনরা! তোমরা পাহাড়ের এই লাল মাটিতে নিহত হবে।

বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি সত্যের কসম দেয়ার ব্যাপারে হুযূর (সাঃ)-এর চেয়ে অধিক শক্ত কসম দিতে কাউকে [illegible]নি নি। তিনি বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহ তায়ালাকে এই বলে কসম

দিচ্ছিলেন– হে আমার আল্লাহ! আমি তোমাকে তোমার অঙ্গীকার ও তোমার প্রতিশ্রুতির কসম দিচ্ছি, হে আমার আল্লাহ্! যদি তুমি তোমার বিশ্বাসীদের এ দলকে ধ্বংস করে দাও, তবে তোমার এবাদত কেউ করবে না।

এরপর হুযূর (সাঃ) মুসলমানদের দিকে মুখ ফিরালেন। তাঁর মুখমণ্ডল চাঁদের মত উজ্জ্বল ছিল। তিনি বললেন ঃ আমি শত্রুপক্ষের সরদারদের ভূতলশায়ী হওয়ার জায়গাগুলো দেখতে পাচ্ছি। তারা এশার সময়ে ভূতলশায়ী হবে।

বোখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধের দিন তাঁবুতে বসে এই মর্মে দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! আমি তোমাকে তোমার অঙ্গীকার, তোমার ওয়াদার কসম দিচ্ছি, হে আমার আল্লাহ! তুমি চাইলে আজিকার পর থেকে কখনও তোমার এবাদত করা হবে না। তিনি এই দোয়ায় ব্যস্ত ছিলেন, এমন সময় হযরত আবূ বকর (রাঃ) এসে তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! এতটুকু আরয করাই যথেষ্ট। প্রার্থনায় প্রতিপালকের সাথে পীড়াপীড়ি করার প্রয়োজন কি?

অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁবুর ভিতর থেকে বের হলেন। তাঁর পরনে ছিল লৌহবর্ম এবং তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে চলছিলেন। তিনি বললেন ঃ

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ

সত্বরই শত্রুবাহিনী পরাস্ত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।

মুসলিম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এবং তিনি হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুশরিকদের দিকে তাকালেন। তাদের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল তিনশ' সতের। তিনি কেবলামুখী হয়ে গেলেন এবং উভয় হাত প্রসারিত করে পরওয়ারদেগারকে ডাকতে লাগলেন। এমন কি, তাঁর স্কন্ধদ্বয় থেকে চাদর খসে পড়ে গেল। হযরত আবূ বকর (রাঃ) অগ্রসর হলেন এবং চাদরটি তুলে হুযূর (সাঃ)-এর দু কাঁধে রেখে দিলেন। অতঃপর পিছনে দাঁড়িয়ে বললেন ঃ হে নবী (সাঃ)! পরওয়াদেগারের কসম দেয়াই আপনার জন্যে যথেষ্ট। তিনি যে ওয়াদা করেছেন, তা অতি সত্বর পূর্ণ করবেন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ

مِّنَ الْمَلٰۤئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

স্মরণ করুন, যখন আপনি প্রতিপালকের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। তিনি আপনার ডাকে সাড়া দিলেন এবং আপনাকে এক হাজার সুসজ্জিত ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করলেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ সেদিনকার যুদ্ধের একটি চিত্র ছিল এই যে, মুসলিম বাহিনীর এক সৈনিক এক মুশরিক সৈনিকের পিছনে থেকে তার উপর হামলা করছিল। হঠাৎ সে মুশরিকের উপর চাবুকের আঘাতের আওয়াজ শুনল এবং সঙ্গে এক অশ্বারোহী বলে উঠল ঃ হে খায়যূম! সামনে অগ্রসর হও। মুসলিম সৈনিক মুশরিককে দেখল চিত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তার নাক পিষ্ট করে দেয়া হয়েছে এবং মুখমণ্ডল বিদীর্ণ হয়ে গেছে, চাবুকের আঘাতে যা হয়ে থাকে। তার সমস্ত দেহ সবুজ হয়ে গেছে। মুসলিম সৈনিকটি রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে এ ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি শুনে বললেন ঃ তুমি সত্য বলেছ। এটা আল্লাহতায়ালার সাহায্যের আলামত। বলাবাহুল্য, বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে সত্তর জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত এবং সত্তরজন বন্দী হয়েছিল।

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরের রণাঙ্গনে আমি কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ছুটে এলাম এটা দেখার জন্যে যে, তিনি কোথায় আছেন এবং কি করছেন! আমি দেখলাম তিনি সিজদারত আছেন এবং ইয়া হাইয়্যু (হে চিরঞ্জীব), ইয়া কাইয়্যুমু (হে চিরপ্রতিষ্ঠিত) বলে যাচ্ছেন। তিনি এর বেশি কিছু করছিলেন না। এরপর আমি যুদ্ধে ফিরে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আবার এলাম। তিনি পূর্ববৎ সিজদায় ছিলেন এবং ইয়া হাইয়্যু, 'ইয়া কাইয়্যুমু' বলে যাচ্ছিলেন। এরপর আমি আবার যুদ্ধে ফিরে গেলাম এবং পুনরায় এসে তাঁকে সিজদায় পেলাম। তিনি ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়্যুমু উচ্চারণ করছিলেন। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাঁকে বিজয়দান করলেন।

ওয়াকেদী ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমি দু'জন সিপাহীকে দেখলাম—একজন নবী করীম (সাঃ)-এর ডান দিকে ছিল এবং একজন বামদিকে। তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এরপর তৃতীয় সিপাহী পিছনে এসে গেল, এরপর চতুর্থ সিপাহী সম্মুখে এসে লড়তে লাগল।

ইবনে ইসহাক, বায়হাকী, ইবনে জরীর, ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী গেফারের একব্যক্তি বলল ঃ আমি এবং আমার চাচাত ভাই বদর যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। আমরা উভয়ে পাহাড়ে আরোহণ করে অপেক্ষা করছিলাম যে, যেকোন এক পক্ষ পরাজয়বরণ করে পলায়ন করলে আমরা নিচে যেয়ে মালামাল লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হব। ইতিমধ্যে এক দিক থেকে মেঘমালা উত্থিত হল। মেঘ অগ্রসর হয়ে পাহাড়ের নিকটে এলে আমরা ঘোড়ার

হ্রেষারব শুনতে পেলাম। আরও শুনলাম এক অশ্বারোহী বলছিল ঃ হে হায়যূম, সম্মুখে অগ্রসর হও।

এ ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে আমার সঙ্গীর হৃদযন্ত্র ফেটে গেল এবং সে স্বস্থানে মৃত্যুবরণ করল। আমিও মৃত্যুর কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে।

ইবনে রাহওয়াইহি, ইবনে জরীর, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবূ ওসায়দ সায়েদী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইবনে ওসায়দ দৃষ্টি শক্তি হারানোর পর বলল ঃ যদি আমি তোমাদের সাথে এখন বদরে থাকতাম এবং আমার দৃষ্টিশক্তি বহাল থাকত, তবে আমি সেইসব ঘাঁটি দেখাতাম, যেগুলো থেকে ফেরেশতারা নির্গত হয়েছিল। এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ ও সংশয় নেই।

বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হাকীম ইবনে হেযাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরে যখন যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে গেল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় হাত তুলে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন এবং প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করার জন্যে আল্লাহর দরবারে আবেদন করলেন। তিনি আরয করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! মুশরিকরা এই দলটির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেলে শিরক প্রাধান্য বিস্তার করবে এবং তোমার দীন কায়েম থাকবে না। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন ঃ আল্লাহতায়ালা অবশ্যই আপনাকে সাহায্য করবেন এবং সাফল্য দান করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা এক হাজার ফেরেশতা নামিয়ে দিলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবূ বকরকে বললেন ঃ হে আবূ বকর! সুসংবাদ গ্রহণ কর। এই দেখ জিবরাঈল! তিনি মাথায় হলদে পাগড়ী বেঁধে নভোমণ্ডল ও ভূমমণ্ডলের মধ্যস্থলে আপন অশ্বের লাগাম ধরে আছেন। তিনি যখন মাটিতে নামলেন, তখন এক মুহূর্ত আমার দৃষ্টির আড়ালে থেকে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করলেন। তখন তাঁর সম্মুখস্থ দু' দাঁতে ধুলি ছিল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহতায়ালার সাহায্য আপনার কাছে এসেছে। কেননা, আপনি তাঁর কাছে সাহায্যের দোয়া করেছিলেন।

বোখারী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ইনি জিবরাঈল আপন অশ্বের মস্তক ধরে আছেন এবং তার অঙ্গে রয়েছে যুদ্ধাস্ত্র।

আবূ ইয়ালা, হাকেম ও বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি বদরের কূপের কাছে পায়চারি করছিলাম, এমন সময় একটি প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ূ এল। এমন ভয়ংকর ঝঞ্ঝাবায়ু আমি ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। এটি চলে যাওয়ার পর এরই অনুরূপ আরও একটি ঝঞ্ঝাবায়ূ এল। এরপর আরও একটি এল।

প্রথম ঝঞ্ঝাবায়ুটি ছিল হযরত জিবরাঈল, যিনি এক হাজার ফেরেশতা সমভিব্যহারে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধে যোগদানের জন্যে আগমন করেন। দ্বিতীয়টি ছিল হযরত মিকাঈল। তিনিও এক হাজার ফেরেশতার মধ্যে নিচে অবতরণ করেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ডানদিকে অবস্থান নেন। এদিকে ছিলেন হযরত আবূ বকর (রাঃ)। তৃতীয়টি ছিল হযরত ইসরাফীল। তিনি এক হাজার ফেরেশতা নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাম দিকে অবতরণ করেন। এদিকে আমি ছিলাম।

আহমদ, বাযযার, আবূ ইয়ালা হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন হযরত আবূ বকর ও আমাকে বলা হল ঃ তোমাদের একজনের সাথে জিবরাঈল ও একজনের সাথে মিকাঈল রয়েছেন। ইসরাফীল মহান ফেরেশতা। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সারিতে উপস্থিত থাকেন– যুদ্ধ করেন না।

আবূ নয়ীম ও বায়হাকী হযরত সহল ইবনে হানীফ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আমরা দেখলাম, আমাদের যেকোন যোদ্ধা কোন মুশরিকের মাথার দিকে তরবারি উত্তোলন করত, তরবারি মাথায় পৌঁছার পূর্বেই মাথা মুশরিকের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে যেত।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে ওয়াকেদ লায়ছী বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমি তরবারি দিয়ে আঘাত করার জন্যে এক মুশরিকের পশ্চাদ্ধাবন করছিলাম। আমার তরবারি তার কাছে পৌঁছার পূর্বেই দেখি তার মস্তক মাটিতে পড়ে গেছে। এ থেকে আমি বুঝলাম যে, এই মুশরিককে আমাকে ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করেছে।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে আবূ ফারা বলেন ঃ আমার কওম বনূ সা'দ ইবনে বকরের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছে যে, বদর যুদ্ধে সে পরাজয়ের মুখোমুখি হয়ে হঠাৎ সম্মুখ দিয়ে এক ব্যক্তিকে পলায়ন করতে দেখে। সে মনে মনে বলল ঃ এর কাছে পৌঁছে তার সাহায্য নিব। ইতিমধ্যে পলায়নপর ব্যক্তি একটি গর্তের কাছে পৌঁছে গেল। সে-ও তার কাছে গেল। হঠাৎ সে দেখল যে, লোকটির মস্তক কর্তিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে। অথচ তার কাছে অন্য কোন লোক ছিল না।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত ইকরামা বলেন ঃ সেদিন মুশরিক যোদ্ধার মস্তক পড়ে যেত অথচ কে মেরেছে তা জানা যেত না। অনুরূপভাবে হস্ত কর্তিত হয়ে পড়ে যেত অথচ জানা যেত না কে কর্তন করেছে।

বায়হাকী রবী ইবনে আনাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরযুদ্ধে মানুষ ফেরেশতাগণ কর্তৃক নিহতদেরকে মানুষ কর্তৃক নিহতদের থেকে চিনে নিতে পারত। ফেরেশতাগণ কর্তৃক নিহত ব্যক্তির চিহ্ন ছিল এই যে, তার ঘাড়ে এবং অঙ্গুলিতে আগুনে পোড়ার দাগ থাকত।

ইবনে ইসহাক, ইবনে জরীর, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে ফেরেশতাগণের আলামত ছিল সাদা পাগড়ী। বদর যুদ্ধ ছাড়া তারা কোন দিন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়নি। তবে অন্যান্য যুদ্ধে তারা সংখ্যাবৃদ্ধি ও সহায্যের জন্যে উপস্থিত থাকত। সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির সোহায়ল ইবনে আমর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আমি শ্বেতকায় যোদ্ধাদেরকে বিচিত্র রঙের ঘোড়ায় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে দেখেছি। তারা যুদ্ধের মহড়া দিচ্ছিল এবং কাফেরদেরকে হত্যা ও বন্দী করছিল।

ইবনে সা'দ হুয়াইতিব ইবনে আবদুল ওয্‌যা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরে মুশরিকদের সাথে আমি উপস্থিত ছিলাম। আমি ফেরেশতাগণকে দেখেছি, তারা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে মুশরিকদেরকে হত্যা ও বন্দী করছিল।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী খারেজা ইবনে ইবরাহীম থেকে এবং তিনি আপন পিতার কাছ থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জিবরাঈল কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বদর যুদ্ধে কোন্ ফেরেশতা একথা বলছিল– হায়যূম, সম্মুখে অগ্রসর হও। জিবরাঈল বলেন ঃ আমি আকাশবাসী সকলকে চিনি না।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী ছোহায়ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি জানি না বদরযুদ্ধে কি পরিমাণ হাত কর্তিত ছিল এবং কতগুলো ক্ষত রক্তবিহীন শুষ্ক ছিল! অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক হাত কর্তিত ছিল এবং অনেক যখম রক্তহীন ছিল।

বায়হাকী ও ওয়াকেদী ইবনে বুরদা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আমি তিনটি মস্তক এনে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সামনে রেখে দিলাম। অতঃপর আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! দু'টি মস্তকধারীকে আমি হত্যা করেছি। তৃতীয় মস্তকের ঘটনা এই যে, আমি একজন শ্বেতকায় দীর্ঘদেহী ব্যক্তিকে দেখেছি– সে একে তরবারির আঘাত করেছে। এরপর আমি তার মস্তক কেটে এনেছি। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এই শ্বেতকায় ব্যক্তি ছিলেন একজন ফেরেশতা।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ফেরেশতারা পরিচিত জনদের আকৃতিতে দৃষ্টি গোচর হত। তারা মুমিনদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে দৃঢ়পদ রাখত এবং তাদেরকে বলত– কাফেরদের শক্তিবল বলতে কিছু নেই। তোমাদের আক্রমণের মুখে তারা টিকে থাকতে পারবে না। আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ

إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا

স্মরণ করুন যখন আপনার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে প্রত্যাদেশ করলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। অতএব তোমরা মুমিনদেরকে অটল ও দৃঢ়পদ রাখ।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী সায়েব ইবনে আবূ জায়শ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমাকে কোন মানুষ পাকড়াও করেনি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ তাহলে কে পাকড়াও করেছে? সায়েব বললেন ঃ যখন কোরায়শরা পলায়ন করল, তখন আমিও তাদের সাথে পলায়ন করলাম। একজন শ্বেতকায়, দীর্ঘদেহী, সা'দা ঘোড়ায় সওয়ার সৈনিক আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে বিরাজমান ছিল। সে আমাকে ধরে ফেলল এবং দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলল। ইত্যবসরে আবদুর রহমান ইবনে আওফ এলেন এবং আমাকে বাঁধা অবস্থায় পেয়ে নিজের সৈন্যদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ একে কে বেঁধেছে? কেউ আমাকে বেঁধেছে বলে দাবী করল না। অবশেষে তিনি আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোকে কে বন্দী করেছে? আমি বললাম ঃ আমি সেই ব্যক্তিকে চিনি না। তবে আমি যাকে দেখেছিলাম, তার সম্পর্কে কিছু বলা সমীচীন মনে করলাম না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোকে এক ফেরেশতা গ্রেফতার করেছে।

ওয়াকেদী, হাকেম ও বায়হাকী হাকীম ইবনে হেযাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরযুদ্ধের কলাকৌশল আমাদেরকে দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। খলীছ উপত্যকায় একটি কম্বল আকাশ থেকে পতিত হয়ে আকাশের প্রান্তকে ঘিরে ফেলে। হঠাৎ আমরা দেখলাম উপত্যকার সর্বত্র পিপীলিকাই পিপীলিকা। তখন আমার বোধোদয় হয় যে, এই ঐশী বিষয় দ্বারা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে সমর্থন দেয়া হয়েছে। বস্তুতঃ ফেরেশতারাই ছিল কাফেরদের পরাজয়ের কারণ।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম জুবায়র ইবনে মুতয়িম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শত্রুপক্ষের পলায়নের পূর্বে সৈন্যরা অমিততেজে লড়ে যাচ্ছিল। আমি আকাশ থেকে একটি কাল কম্বল নেমে আসতে দেখলাম। অবশেষে কম্বলটি মাটিতে পড়ে গেল। এরপর আমি দেখলাম সর্বত্র কাল পিপীলিকাই পিপীলিকা বিচরণ করছে। মরুভূমি পিপীলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, কাফেরদের পরাজয়ের জন্যে এরা ছিল পিপীলিকারূপী ফেরেশতা।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক বেঁটে আনছারী সৈনিক বনূ হাশেমের এক দীর্ঘদেহী সৈনিককে গ্রেফতার করে নিয়ে এল। আবূ নয়ীম হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত তাঁর রেওয়ায়েতে এই বন্দীর নামও বলেছেন। বন্দী সৈনিক বলল ঃ খোদার কসম, আমাকে এই সিপাহী গ্রেফতার কনেনি; বরং এমন এক সৈনিকে গ্রেফতার করেছে,

যার মাথার অগ্রভাগে চুল কম ছিল এবং মুখশ্রী সুন্দরতম ছিল। সে বিচিত্র রঙের ঘোড়ায় সওয়ার ছিল। আমি তাকে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে দেখি না। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এই সৈনিক ছিলেন একজন ফেরেশতা।

আহমদ, ইবনে সা'দ, ইবনে জরীর ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যে সিপাহী আব্বাসকে গ্রেফতার করেছিল, সে ছিল আবুল ইউসর কা'ব ইবনে আমর। সে ছিল দুর্বল ও ক্ষীণকায়। আর আব্বাস ছিলেন সুঠাম দেহী বলবান ব্যক্তি। নবী করীম (সাঃ) আবুল ইউসরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি আব্বাসকে কিরূপে বন্দী করলে? আবূল ইউসর বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! একাজে একজন সৈনিক আমাকে সাহায্য করেছে। আমি তাকে আগে পরে কখনও দেখিনি। তার দেহাবয়ব এমন এমন ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ একাজে একজন বড় ফেরেশতা তোমাকে সাহায্য করেছেন।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ আবুল ইউসরের মত ব্যক্তি আপনাকে কিরূপে গ্রেফতার করল? আপনি ইচ্ছা করলে তো তাকে হাতের তালুতে পুরে নিতে পারতেন। পিতা বললেন ঃ বৎস! এরূপ বলো না। সে যখন আমার মুখোমুখী হয়, তখন আমার দৃষ্টিতে খন্দমা পাহাড়ের চেয়েও বৃহৎ ছিল।

ইবনে সা'দ মাহমূদ ইবনে লবীদ ও ওবায়দ ইবনে আউস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে; তিনি বলেন; বদর যুদ্ধে আমি আব্বাস ও আকীল ইবনে আবূ তালেবকে গ্রেফতার করি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে দেখে বললেন ঃ এদের গ্রেফতারীতে একজন বড় ফেরেশতা তোমাকে সাহায্য করেছেন।

ইবনে সা'দ আতিয়্যা ইবনে কায়স থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরযুদ্ধ সমাপ্ত হলে জিবরাঈল একটি লাল ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট এলেন। তাঁর শরীরে ছিল লৌহবর্ম এবং হাতে ছিল বর্শা। তিনি বললেন ঃ হে মোহাম্মদ! আল্লাহ আমাকে এই আদেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন যে, আপনি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত যেন আমি আপনার সঙ্গ ত্যাগ না করি। বলুন, এখন আপনি সন্তুষ্ট কি না? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি সন্তুষ্ট। এরপর জিবরাঈল প্রস্থান করলেন।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে নামায আদায় করছিলাম। তিনি হঠাৎ নামাযে মুচকি হাসলেন। নামাযান্তে আমরা আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা দেখলাম আপনি মুচকি হাসলেন। এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ আমার কাছ দিয়ে মিকাঈল যাচ্ছিলেন। তাঁর বাহু ধূলি ধূসরিত ছিল। তিনি শত্রুদের অনুসন্ধান করে ফিরছিলেন। আমাকে দেখে হাসলে আমি জওয়াবে মুচকি হেসেছি।

ইমাম আহমদ, বায়হাকী ও তিবরানী আওসাতে হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে থেকে আত্মরক্ষা করতাম। তিনি যুদ্ধ ও বাহুবলে সকলের চেয়ে শক্তিমান ছিলেন। মুশরিকদের কেউ তাঁর নিকটবর্তী হত না।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবা ও ইবনে শিহাব ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মুষ্টি কংকর হাতে নিয়ে মুশরিকদের মুখ লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহ তায়ালা এই কংকরগুলোতে অদ্ভুত শান সৃষ্টি করলেন। এগুলো প্রত্যেক মুশরিকের চক্ষুদ্বয়কে কংকরভর্তি করে দিল। তাদের প্রতিটি সৈনিক উপুড় হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পতিত ছিল। সে জানত না যে, কোন্দিকে যেয়ে চোখের কংকর দূর করবে। ইবনে মসউদ (রাঃ) আবূ জহলকে ভূতলশায়ী অবস্থায় দেখতে পেলেন। যুদ্ধক্ষেত্র এবং আবূ জহলের মধ্যস্থলে অনেক ধুলাবালি ছিল। তার মুখমণ্ডল লৌহবর্মে আবৃত ছিল। তার তরবারি উরুতে রাখা ছিল এবং তার শরীরে ক্ষতের চিহ্নমাত্র ছিল না। কিন্তু সে তার কোন অঙ্গ নাড়াতে সক্ষম ছিল না। কেবল উপুড় হয়ে মাটির দিকে দেখে যাচ্ছিল। ইবনে মসউদ (রাঃ) পিছন দিক থেকে তার ঘাড়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন। তার মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। অতঃপর তার পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র করতলগত করলেন। হঠাৎ তিনি আবূ জহলের ঘাড়ে ফুলা দেখলেন। এছাড়া উভয়হাত ও কাঁধে কশাঘাতের মত চিহ্ন দেখলেন। ইবনে মসউদ (রাঃ) এই সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দিলে তিনি বললেন ঃ এগুলো ফেরেশতাদের আঘাতের চিহ্ন।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আকাশ থেকে পতিত কংকরের আওয়াজ আমি শুনেছি। এই আওয়াজ বড় থালায় পতিত হওয়ার মত আওয়াজ ছিল। সৈন্যদের সারিবদ্ধ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই কংকরগুলো হাতে নেন এবং মুশরিকদের মুখে নিক্ষেপ করেন। কোরআন পাকের এই আয়াতে আল্লাহতায়ালা এই কংকর নিক্ষেপের কথা উল্লেখ করেছেন–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

–আপনি যখন নিক্ষেপ করেন, তখন প্রকৃতপক্ষে আপনি নিক্ষেপ করেননি– আল্লাহ করেছেন।

ইবনে ইসহাক হাকেম ও বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ছালাবা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আবূ জহল মূর্খতাসুলভ দোয়া করে। সে বলে – হে খোদা! মোহাম্মদ আমাদের আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছে। গোত্রসমূহের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে। আমাদের সামনে এমন এক ধর্ম এনেছে, যার সাথে আমরা পরিচিত নই। অতএব সত্য আমাদের পক্ষে রয়েছে এবং আমাদেরকেই জয়ী হতে হবে।

অতঃপর যখন উভয়পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হল, তখন অনতিবিলম্বেই আবূ জহল নিহত হল। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন–

إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ

ঃ যদি তোমরা বিজয় প্রার্থনা কর, তবে বিজয় তোমাদের সন্নিকটে এসে গেছে।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনায় এই সংবাদ পৌঁছে যে, মক্কার একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করেছে। সে মতে ফেরার পথে তাদের উপর চড়াও হওয়ার জন্যে মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে বের হল। এ সংবাদ অবগত হয়ে মক্কার কাফেলা দ্রুতগতিতে মক্কা অভিমুখে ধাবিত হল, যাতে কাফেলা রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের হাতে পর্যুদস্ত না হয়।

মুসলমানদের পৌঁছার পূর্বেই কাফেলা তাঁদের নাগালের সীমা অতিক্রম করে গেল। আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সাথে দু'টি দলের মধ্য থেকে একটির ওয়াদা করেছিলেন। সিরিয়া প্রত্যাগত কাফেলাকে পাওয়ার জন্য মুসলমানরা অধিক আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এটি হাতছাড়া হয়ে গেল। মক্কাবাসীদের আর একটি দল মুসলমানদের উপর আক্রমণের উদ্দেশ্যে মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল। তারা বদর প্রান্তরে এসে শিবির স্থাপন করল। এদের মোকাবিলা করার জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) মুসলমানদেরকে নিয়ে বদরে উপনীত হলেন। তাদের এবং পানির মাঝখানে ধুলাবালুর স্তর ছিল, যাতে পা ঢুকে যেত। পানি না পাওয়ার কারণে মুসলমানরা খুবই কষ্টের সম্মুখীন হল। শয়তান তাদেরকে এই বলে কুমন্ত্রণা দিতে লাগল যে, তোমরা মনে করতে যে, তোমরা আল্লাহর দোস্ত এবং আল্লাহর রসূল তোমাদের মধ্যে আছেন। কিন্তু মুশরিকরাই তো পানি দখল করে নিতে সক্ষম হল; আর তোমরা রয়ে গেলে পিপাসায় কাতর।

এই শয়তানী কুমন্ত্রণার জবাবে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের উপর মুষলধারে বৃষ্টিবর্ষণ করলেন। তাঁরা পানি পান করল এবং ওযূ গোসল সেরে নিলেন। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তারা মুক্তি পেলেন। বৃষ্টির কারণে ধুলাবালু জমে মানুষের চলাফিরার উপযুক্ত হয়ে গেল। এহেন অনুকূল পরিস্থিতিতে মুসলমানরা কাফেরদের বিরুদ্ধে অগ্রাভিযান করল। আল্লাহতায়ালা তাঁর নবী ও মুসলমানদেরকে এক হাজার ফেরেশতা দিয়ে সাহায্য করলেন। একদিকে অবস্থানকারী পাঁচশ' ফেরেশতার দলে জিবরাঈল (আঃ) ছিলেন এবং অপর দিকে অবস্থানকারী পাঁচশ' ফেরেশতার দলে মিকাঈল (আঃ) ছিলেন।

এহেন সময়ে অভিশপ্ত ইবলীশ তার বাহিনী নিয়ে বনী-মুদাল্লাজের সৈনিকদের বেশ ধারণ করে ময়দানে অবতীর্ণ হল। তার সাথে তার ঝাণ্ডা ছিল। সে নিজে ছিল

সুরাকা ইবনে মালেকের আকৃতিতে। সে মুশরিকদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলল ঃ আজিকার দিনে কোন শক্তিই তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হতে পারবে না; তোমাদের বিভেদের সময়ে আমি তোমাদের হিতৈষী প্রতিবেশী।

আবূ জহল দোয়া করল ঃ হে খোদা! আমাদের মধ্যে যে সত্যের অধিক নিকটবর্তী, তাকে তুমি মদদ দাও। অপর দিকে রসূলে করীম (সাঃ) হাত তুলে দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! আজ যদি তুমি এই দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তবে পৃথিবীতে কখনও তোমার এবাদত করা হবে না।

জিবরাঈল এসে তাঁকে বললেন ঃ একমুঠি মাটি নিন। তিনি এক মুঠি মাটি নিয়ে মুশরিকদের মুখের দিকে নিক্ষেপ করলেন। আল্লাহতায়ালার কুদরতে এই মাটি প্রতিটি মুশরিকের চক্ষুদ্বয়ে, নাকের ছিদ্রে এবং মুখে পৌছে গেল। ফলে সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করতে বাধ্য হল।

বায়হাকী মূসা ইবনে ওকবা, ইবনে শিহাব ও ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহতায়ালা সেদিন সকলের উপর একই বৃষ্টিবর্ষণ করেন; কিন্তু এই বৃষ্টি মুশরিকদের জন্যে ভয়ংকর বিপদের কারণ ছিল। কেননা, এর ফলে তাদের চলাচলের পথ দুর্গম হয়ে যায়। আর মুসলমানদের জন্যে এই বৃষ্টি ছিল সুখকর। কেননা এতে তাদের চলার পথ ও অবতরণের স্থান সুগম হয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ইনশাআল্লাহ, আগামীকাল মুশরিকদের ধরাশায়ী হওয়ার জায়গা এগুলো।

ইবনে সা'দ হযরত ইকরামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধের দিন মুসলমানরা তন্দ্রার কারণে ঝুঁকে পড়ছিল। তারা এমন টিলায় অবতরণ করেছিল, যার বালু সরে গিয়েছিল। বৃষ্টির কারণে টিলার মাটি শক্ত পাথরের ন্যায় হয়ে গেল। তারা এর উপর স্বচ্ছন্দে দৌড়াদৌড়ি করত। এদিন সম্পর্কেই আল্লাহতায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন–

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

স্মরণ কর, যখন তিনি তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দেন নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্যে। তিনি তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি নাযিল করেন, যাতে তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত

করেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে সুরক্ষিত করেন তোমাদের অন্তরসমূহ এবং যাতে তোমাদের পদযুগল সুদৃঢ় করে দেন। (সুরা আনফাল)

ওয়াকেদী ও বায়হাকী হাকেম ইবনে হেযাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরযুদ্ধে আমরা উভয়পক্ষ তুমুল সংঘর্ষে লিপ্ত হলাম। আমি একটি আওয়াজ শুনলাম, যা আকাশ থেকে মাটিতে এমনভাবে পতিত হল, যেমন বড় থালায় কংকর পতিত হলে আওয়াজ হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই কংকরগুলো থেকে এক মুঠি কংকর নিলেন এবং নিক্ষেপ করলেন। এরপর আমরা পালিয়ে গেলাম।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী খাবীব ইবনে আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ বদর যুদ্ধে আমার দাদা খাবীরের দেহে তরবারির আঘাত লাগে এবং দেহের একঅংশ কেটে ঝুলতে থাকে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাতে মুখের থুথু লাগিয়ে দিলেন এবং কর্তিত স্থানটুকু মিলিয়ে দিলেন। ফলে দেহের সেই অংশ পূর্বে যেমন ছিল, তেমনি হয়ে গেল।

ইবনে আদী, আবূ ইয়ালা ও বায়হাকী আছেম ইবনে ওমর থেকে এবং তিনি তাঁর দাদা কাতাদাহ ইবনে নো'মান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে তাঁর চক্ষু আহত হয়ে যায়, অর্থাৎ চোখের পুতলী কোটর থেকে বের হয়ে গণ্ডদেশে এসে পড়ে। লোকেরা একে কেটে দেয়ার ইচ্ছা করে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং কাতাদাহকে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর আপন পবিত্র হাতে পুতলীটিকে কোটরে স্থাপন করে হাতের তালু দিয়ে চাপ দিলেন। এরপর এটা জানার কোন উপায় ছিল না যে, কোন্ চোখে আঘাত লেগেছিল।

কাতাদাহ থেকে বায়হাকীর অন্য এক হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) চাপ দেয়ার পর দোয়া করলেন اللهم اكسه جمالا

হে আল্লাহ! একে সৌন্দর্যের পোশাক পরিয়ে দাও।

ওয়াকেদী, বায়হাকী ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে ওকাশা ইবনে মুহছিন বলেন ঃ বদরযুদ্ধে আমার তরবারি ভেঙ্গে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে একটি কাষ্ঠখণ্ড দিলেন। হঠাৎ সেই কাষ্ঠখণ্ড একটি ঝলমলে লম্বা তরবারিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। আমি সেই তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করলাম। অবশেষে আল্লাহতায়ালা মুশরিক বাহিনীকে পলায়নে বাধ্য করলেন। রাবী বলেন ঃ এই তরবারি আমৃত্যু ওকাশার কাছে ছিল।

বোখারী ও মুসলিম হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বদর যুদ্ধে কাফের সরদারদের কূপে নিক্ষিপ্ত নিহত লাশগুলোর কাছে দণ্ডায়মান হলেন। অতঃপর তাদেরকে 'হে অমুকের পুত্র অমুক' বলে ডাক

দিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন , আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য করা তোমরা পছন্দ করতে না। আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়েছেন, তা আমরা সত্য পেয়েছি।

হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! এরা তো আত্মাহীন লাশ। এরা আপনার কথা শুনবে কি? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার কবজায় আমার প্রাণ, আমি যা বলছি, তা তাদের চেয়ে তোমরা বেশি শ্রবণ কর না।

কাতাদাহ্ বলেন ঃ এ স্থলে আল্লাহতায়ালা নিহতদেরকে জীবিত করে দেন, যাতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তিরস্কার শুনতে পারে।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এই দোয়া করেন –

اللهم اكفنى نوفل بن خويلد

হে আল্লাহ! আমাকে নওফেল ইবনে খুয়ায়লিদ থেকে নিরাপদ রাখ। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের কে নওফেল সম্পর্কে জানে? হযরত আলী (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমি ওকে হত্যা করেছি। হুযূর (সাঃ) তকবীর বললেন এবং এই বলে আল্লাহর শোকর করলেন–

الحمد لله الذى اجاب فيه دعوتى

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র, যিনি নওফেল সম্পর্কে আমার দোয়া কবুল করেছেন।

বায়হাকী হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে,

وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً

ঃ আমাকে এবং বিত্তশালী মিথ্যারোপকারীদেরকে ছাড় (অর্থাৎ আমিই তাদেরকে বুঝে নিব।) এবং তাদেরকে সামান্য সময় দাও।

কোরআন পাকের এই আয়াত নাযিল হওয়ার অল্প পরেই আল্লাহতায়ালা বদর যুদ্ধে কোরায়শদেরকে বিপর্যস্ত করেন।

বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) কা'বার সন্নিকটে নামাযরত ছিলেন। কোরায়শদের একটি দল তাঁর নামায পড়া নিরীক্ষণ করছিল। তারা পরস্পরে বলল ঃ তোমাদের কে অমুক গোত্রের উটের গোয়ালের দিকে যাবে? সেখানে উটের ভুড়ি পড়ে আছে। সেটি এনে মোহাম্মদ যখন সিজদা করে, তখন তার স্কন্ধদ্বয়ের মাঝখানে রেখে দিবে।

তাদের মধ্যে যে ছিল সর্বাধিক হতভাগা, সে ভুড়িটি এনে পরিকল্পনা অনুযায়ী হুযূর (সাঃ)-এর কাঁধে রেখে দিল। তিনি সিজদাবস্থায় অটল রইলেন। আর পাপিষ্ঠরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছিল এবং একে অপরের উপর লুটিয়ে পড়ছিল। জনৈক পথিক কচি বালিকা হযরত ফাতেমা যুহরাকে যেয়ে ঘটনা বলে দিল। তিনি দৌড়ে এলেন এবং খুব কষ্ট সহকারে ভুড়িটি সরিয়ে দিলেন। অতঃপর দুর্বৃত্তদের কাছে এসে তাদেরকে গালমন্দ করলেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নামায সমাপ্ত করে নিম্নোক্ত দোয়া তিনবার উচ্চারণ করলেন –

"হে আল্লাহ! আমর ইবনে হেশাম (অর্থাৎ আবূ জহল), ওতবা ইবনে রবীয়া, শায়বা ইবনে রবীয়া, ওলীদ ইবনে ওতবা, উমাইয়া ইবনে খলফ, ওকবা ইবনে আবী মুয়ীত, আম্মারা ইবনে-ওলীদ এদের সকলের উপর আযাব নাযিল কর।"

ইবনে মসউদ বলেন ঃ আমি এদের সকলকে বদরযুদ্ধে ধরাশায়ী হতে দেখেছি।

আহমদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নিহতদের দিক থেকে অবসর লাভ করলেন, তখন কেউ বলল ঃ কোরায়শদের কাফেলার দিকে ধাবমান হওয়া আপনার কর্তব্য। সেখানে কোন বাধা নেই। হযরত আব্বাস –যিনি তখন মুসলমানদের বন্দী ছিলেন – বললেন ঃ কাফেলার দিকে ধাবমান হওয়া সমীচীন নয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কেন সমীচীন নয়? আব্বাস বললেন ঃ কেননা, আল্লাহতায়ালা আপনাকে দু'দলের মধ্য থেকে একটির ওয়াদা দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করেছেন এবং এক দলের বিরুদ্ধে আপনাকে মদদ দিয়েছেন। সেই দলটি নিহত হয়েছে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও বায়হাকী শা'বী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-কে বলল ঃ আমি বদরের ময়দানে গিয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম এক ব্যক্তি ভূগর্ভ থেকে বের হয়, অপর এক ব্যক্তি তাকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করে। ফলে সে ভূগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পুনরায় এই ব্যক্তি ভূগর্ভ থেকে বের হয় এবং পূর্বোক্ত ব্যক্তি তাকে হাতুড়ি দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করে। সে আবার ভূগর্ভে চলে যায়। তার সাথে বারবার এরূপ করা হচ্ছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ভূগর্ভ থেকে যে বের হয়, সে হচ্ছে আবূ জহল। কিয়ামত পর্যন্ত তাকে আযাব দেয়া হবে।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া ও তিবরানী আওসাতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমি বদর যুদ্ধের পর একদিন এই ময়দানের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম এক ব্যক্তি গর্ত থেকে বের হয়েছে। তার গলায় একটি শিকল ছিল। সে আমাকে ডেকে বলল ঃ হে আবদুল্লাহ! আমাকে পানি পান করাও। আমি জানি না সে আমার নাম জেনে বলেছে, না প্রত্যেক

অপরিচিতকে আবদুল্লাহ বলার আরবদের সাধারণ রীতি অনুযায়ী আবদুল্লাহ বলে ডেকেছে। আমি আরও দেখলাম, অন্য এক ব্যক্তি একই গর্ত থেকে বের হল। তার হাতে ছিল একটি চাবুক। সে আমাকে ডেকে বলল ঃ হে আবদুল্লাহ! একে পানি পান করিয়ো না। কেননা, সে কাফের। এরপর সে তাকে চাবুক দিয়ে প্রহার করল। অবশেষে প্রথমোক্ত লোকটি গর্তের মধ্যে ফিরে গেল। এই ঘটনা দেখার পর আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এলাম এবং তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি বাস্তবিকই এঘটনা দেখেছ? আমি বললাম ঃ নিঃসন্দেহে দেখেছি। তিনি বললেন ঃ সে হচ্ছে আল্লাহর দুশমন আবূ জহল। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তাকে এমনিভাবে চাবুক দিয়ে প্রহার করা হবে।

বায়হাকী মূসা ইবনে ওকবার তরিকায় ইবনে শিহাব ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধে আল্লাহতায়ালা মুশরিক ও মুনাফিকদের মাথা চিরতরে নত করে দেন। মদীনায় কোন মুনাফিক ও ইহুদী এমন ছিল না, যার মাথা বদরের পরাজয়ের কারণে হেট হয়নি। এটা যেন "ইয়াওমুল-ফোরকান" (পার্থক্যকরণ দিবস) ছিল। এ দিবসে আল্লাহতায়ালা কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেন।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আতিয়্যা আওফী বলেন ঃ আমি আবূ সায়ীদ খুদরী কে غُلِبَتِ الرُّومُ الاية (রোমকরা পরাজিত হয়েছে) আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি বললেন ঃ পারসিকরা প্রথমে রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে। এরপর রোমকরা পারসিকদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়। এরপর আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে বদরে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য পাই এবং আহলে-কিতাব অগ্নি উপাসক অর্থাৎ পারসিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য পায়। আল্লাহতায়ালা আমাদেরকে যে বিশেষ মদদ দেন, তাতে আমরা আনন্দিত হই এবং আহলে কিতাবকে যে সাহায্য দান করেন, তাতেও আমরা প্রফুল্ল হই। এ সম্পর্কেই আল্লাহ বলেন ঃ

يَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ بِنَصْرِ اللّٰهِ الاية

সেইদিন মুমিনরা আল্লাহর সাহায্যের কারণে হর্ষোৎফুল্ল হবে।

ইবনে সা'দ হযরত ইকরামা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বদরযুদ্ধে একটি তাঁবুর ভিতর থেকে বললেন ঃ সেই জান্নাতের দিকে চল, যার প্রস্থ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সমান।

একথা শুনে ওমায়র ইবনে হুমাম বললেন ঃ বাহ্ বাহ্। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আনন্দ প্রকাশ করলে কেন? ওমায়র বললেন ঃ এই আশায় যে, আমি

জান্নাতীদের মধ্যে শামিল হয়ে যাই এবং সেখানকার বিস্তীর্ণ পরিসরে ঘুরাফিরা করি।

হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি জান্নাতী। অতঃপর তিনি কিছু খেজুর বের করলেন। ওমায়ের সেগুলো মুখে পুরে বললেন ঃ যদি আমি বাকী থাকি, তবে খেজুর খেতে থাকব। নতুবা জান্নাতের জীবন তো চিরন্তন। এরপর কিছু মনে করে হাতের খেজুর ফেলে দিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অবশেষে আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে গেলেন।

বায়হাকী হযরত আলী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বদর যুদ্ধের কয়েদীদের সম্পর্কে বললেন ঃ মুসলমানগণ! তোমরা ইচ্ছা করলে তাদেরকে হত্যা কর, আর ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দাও। মুক্তিপণ নিলে তা তোমরা ভোগ করতে পারবে। তোমাদের মধ্য থেকে তাদের সমসংখ্যক ব্যক্তি শহীদ হবে। সত্তর জনের মধ্যে হযরত কায়েস ইবনে ছাবেত ছিলেন সর্বশেষ ব্যক্তি, যিনি এয়ামামা যুদ্ধে শহীদ হন।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওকবা ইবনে আবূ মুয়ীত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খানার দাওয়াত দিলে তিনি বললেন ঃ যে পর্যন্ত তুমি "আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মোহাম্মাদার রসূলুল্লাহ" উচ্চারণ না করবে, আমি তোমার দাওয়াত খাব না। অগত্যা ওকবা কলেমায়ে শাহাদত উচ্চারণ করল। অতঃপর তার এক বন্ধু তার সাথে দেখা করে এজন্যে তাকে ভর্ৎসনা করল। ওকবা বলল ঃ যা হবার হয়ে গেছে। এখন বল কি করলে কোরায়শদের অন্তরে আমার সম্মান পুনর্বহাল হবে এবং আমার প্রতি তাদের অন্তরের মলিনতা দূর হবে?

বন্ধু বলল ঃ তুমি মোহাম্মদের মজলিসে যাও এবং তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ কর। ওকবা তাই করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন মুখমণ্ডল পরিষ্কার করে প্রতিজ্ঞা করলেন ঃ যদি তোকে মক্কার পর্বতমালার বাইরে কখনও পাই, তবে তোকে হত্যা করব। অতঃপর সাহাবায়ে-কেরাম বদরের রণাঙ্গনে উপস্থিত হলে ওকবা তাঁবু থেকে বের হয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অস্বীকার করল এবং বলল ঃ সেই লোকটি বলেছে যে, মক্কার পর্বতমালার বাইরে আমাকে পেলে হত্যা করবে। সঙ্গীরা তাকে বলল ঃ আমরা তোমাকে দ্রুতগামী লাল উট দিচ্ছি। পলায়নের পরিস্থিতি হলে বাতাসের ন্যায় উড়ে যাবে। সে কোনরূপে তোমাকে ধরতে পারবে না।

সঙ্গীদের পীড়াপীড়িতে ওকবা তাদের সঙ্গে রণাঙ্গনে গেল। যুদ্ধে কোরায়শপক্ষ পরাজয়বরণ করলে সে বিশেষ উটের পিঠে বসে পলায়নোদ্যত হল। উট তাকে এক জনশূন্য প্রান্তরে নামিয়ে দিল। সেখানে তাকে গ্রেফতার করা হল। অতঃপর নবী করীম (সাঃ) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন।

আবূ নয়ীম হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন তার কাছ থেকে মুক্তিপণ নেয়া হয়, তখন তিনি বলেন ঃ মোহাম্মদ! যতদিন আমি জীবিত থাকব, আমাকে কোরায়শদের ফকীর হয়ে থাকতে হবে। (অর্থাৎ আমি নিঃস্ব। মুক্তিপণ দেয়ার সাধ্য নেই।) রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আপনি কোরায়শদের ফকির হবেন কেন? আপনি তো আপনার পত্নী উম্মে ফযলকে এক খণ্ড স্বর্ণ দিয়ে এসেছেন এবং তাঁকে বলেছেন ঃ যদি আমি নিহত হই, তবে তুমি যতদিন বাঁচবে অভাবগ্রস্ত হবে না। হযরত আব্বাস একথা শুনে বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। কেননা, স্বর্ণ সম্পর্কিত এই বিষয়টি আমি এবং আমার পত্নী ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেউ জানে না। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া কেউ আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করেনি।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী যুহরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আব্বাস রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে বললেনঃ আমার কাছে মুক্তিপণ দেয়ার মত কিছু নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ সেই সম্পদ কোথায়, যা আপনি এবং উম্মে ফযল মিলে মাটিতে পুঁতে রেখেছেন? আপনি উম্মে ফযলকে বলেছেনঃ এ সফরে আমি মারা গেলে এই সম্পদ আমার সন্তান ফযল, আবদুল্লাহ ও কাছেমের হবে। আব্বাস এ কথা শুনে বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমি জানি আপনি আল্লাহর রসূল। যে বিষয়টি আপনি বললেন, তা আমি এবং উম্মে ফযল ছাড়া আর কেউ জানত না।

ইবনে সা'দ ও বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে নওফেল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নওফেল বদর যুদ্ধে বন্দী হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেনঃ নওফেল! মুক্তিপণ দাও। নওফেল বললঃ আমার কাছে কিছু নেই। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ জেদ্দায় তোমার যে সম্পদ আছে, সেখান থেকে মুক্তিপণ দাও। নওফেল বলল, আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। এরপর সে সেই সম্পদ থেকে মুক্তিপণ দিয়ে দিল।

ইবনে জরীর, ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ ও হাকেম হুসায়ন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরামা ইবনে আব্বাস ও আবূ রাফে থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তারা বলেনঃ আমরা আব্বাস-পরিবার ইসলাম গ্রহণ করার পর তা সযত্নে গোপন রাখতাম। আমি আবূ রাফে হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম ছিলাম। কোরায়শরা যুদ্ধ করার জন্যে বদরে গেলে আমরা কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়ার আশায় ছিলাম। হাসীমান খুযায়ী আমাদের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিজয়ের সংবাদ নিয়ে এল। এতে আমাদের মনে শক্তি আসে এবং আমরা উৎফুল্ল হই। আল্লাহর কসম, আমি যমযমের ধারে উপবিষ্ট ছিলাম এবং উম্মে ফযল আমার কাছে ছিলেন। হঠাৎ দেখলাম দূরাচারী আবূ লাহাব অহংকারে পা হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে আগমন করল। সংবাদ আসার পর আল্লাহ তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করলেন।

আবূ লাহাব এসেই কক্ষের পর্দার কাছে বসে গেল। লোকেরা এসে বললঃ সুফিয়ান ইবনে হারেছ আগমন করেছে এবং খবর জানার জন্যে মানুষ তার কাছে জমায়েত হয়েছে। আবূ লাহাব বলল, আবূ সুফিয়ান! তুমি আমার কাছে এস। তোমার নিকট খবর আছে। আবূ সুফিয়ান এসে তার কাছে বসল এবং বললঃ আমরা যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছি। ফলে তারা আমাদের শরীরে ইচ্ছামত অস্ত্র চালিয়েছে। আমাদের সৈন্যরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, এতদসত্ত্বেও আমি তাদেরকে ধিক্কার দেইনি। আমরা শ্বেতকায় জওয়ানদেরকে বিচিত্র রঙের ঘোড়ায় দেখেছি। খোদার কসম, তারা কোন কিছু ছাড়ছিল না।

আবূ রাফে বলেনঃ আমি হুজরার পর্দা তুলে বললামঃ খোদার কসম, এরা ছিল ফেরেশতা।

এই সংবাদ শুনে আবূ লাহাব দ্রুতগতিতে দাঁড়িয়ে গেল। ক্ষোভে ও অপমানে সে মাটিতে পা ঘর্ষণ করছিল। এ সময়েই আল্লাহ তায়ালা তাকে মারাত্মক পায়ের ফোস্কা রোগে আক্রান্ত করে দিলেন। অতঃপর সাতদিন অশেষ রোগ যন্ত্রণা ভোগ করার পর সে জাহান্নামবাসী হয়ে গেল।

আবূ লাহাবের পুত্ররা তার মৃতদেহ তিনদিন পর্যন্ত গৃহে রেখে দিল এবং দাফন করা থেকে বিরত রইল। অবশেষে মৃতদেহ পঁচে তাতে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেল। কোরায়শরা প্লেগের অনুরূপ এই ব্যাধি থেকে দূরে থাকত। অবশেষে জনৈক কোরায়শী আবূ লাহাবের পুত্রদ্বয়কে বললঃ তোমাদের লজ্জা হয় না! তোমাদের পিতা গৃহে পঁচে গেল। তোমরা তাকে দাফন করছ না। পুত্ররা বললঃ আমাদের আশংকা হয় যে, এই ছোঁয়াচে রোগ আমাদেরকেও লেগে যাবে। কোরায়শী বললঃ তোমরা চল। আমি এ কাজে তোমাদেরকে সাহায্য করব।

আবূ লাহাবকে তার পুত্ররা গোসল দিল না। কিন্তু দূরে দাঁড়িয়ে কিছু পানি ছিটিয়ে দিল। অতঃপর তার লাশ মক্কার উপরিভাগে নিয়ে গেল এবং একটি প্রাচীরে ঠেস লাগিয়ে চতুর্দিকে পাথর বসিয়ে দিল।

বোখারী ও মুসলিম ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ লাহাব ছুয়ায়বিয়াকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করেছিল। আর এই ছুয়ায়বিয়াই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শৈশবে দুধ পান করিয়েছিলেন। আবূ লাহাবের মৃত্যুর পর তার পরিবারের কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে খুব কষ্টে আছে। সে আবূ লাহাবকে জিজ্ঞাসা করলঃ তোমার কি অবস্থা হয়েছে? আবূ লাহাব বললঃ তোমাদেরকে ছেড়ে আসার পর আমি এছাড়া কোন আরাম পাইনি যে, ছুওবিয়াকে মুক্ত করার বদলে আমাকে এই গর্তে পানি পান করানো হয়েছে। আবূ লাহাব সেই গর্তের দিকে ইশারা করল, যা বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার নিকটের অঙ্গুলি মিলালে তৈরী হয়।

বায়হাকী ওয়াকেদী ও অন্যান্য রাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, কুবাছ ইবনে হায়শাম কেনয়ানী বদর যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে উপস্থিত ছিল। সে বলেঃ আমি মোহাম্মদের সাহাবীদের সংখ্যাল্পতা এবং আমাদের পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের সংখ্যাধিক্য স্বচক্ষে দেখছিলাম এবং গর্ববোধ করছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই পলায়নকারীদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও পলায়ন করলাম। আমি মনে মনে বলছিলাম- নারীদের ছাড়া আমি কখনও কাউকে এভাবে লেজ গুটিয়ে পলায়ন করতে দেখিনি।

খন্দক যুদ্ধের পর যখন আমার অন্তরে ইসলামের নূর প্রজ্বলিত হল, তখন আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট মদীনায় এলাম এবং সালাম আরয করলাম। আমাকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে কুবাছ! তুমিই সেই ব্যক্তি, যে বদর যুদ্ধে বলেছিলে- মহিলাদের ছাড়া আমি কাউকে এমনভাবে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করতে দেখিনি?

এ কথা শুনে আমার বিস্ময়ের অবাধ রইল না। আমি আরয করলামঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। উপরোক্ত কথা আমার মুখ থেকে বের হয়ে কারও কানে যায়নি। আমি কেবল এ কথা মনে মনে বলেছিলাম। আপনি নবী না হলে আল্লাহ আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করতেন না। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

বায়হাকী, তিবরানী ও আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবা ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তাঁরা উভয়েই বলেনঃ যখন মুশরিকদের বিপর্যয়ের সংবাদবাহক মক্কা ফিরে এল, তখন ওমায়র ইবনে ওয়াহাব জুমহী এসে নিহত উমাইয়ার পুত্র ছফওয়ানের কাছে হিজর নামক স্থানে বসল। ছফওয়ান বললঃ বদরে নিহতদের কারণে জীবন দুর্বিষহ ও বিস্বাদ হয়ে গেছে। ওমায়র বললঃ হাঁ, এতে সন্দেহ নেই যে, তাদের পরে জীবনে কোন আকর্ষণ বাকী নেই। আমার উপর বড় অংকের ঋণ রয়েছে, যা শোধ করতে আমি অক্ষম। আর আমার পরিবার পরিজনের জন্যেও কোন সঞ্চিত সম্পদ নেই। এ দু'টি অপারগতা না থাকলে আমি অবশ্যই মোহাম্মদের দিকে যাত্রা করতাম এবং তাঁকে হত্যা করতাম। আমার সন্তান তাঁর হাতে বন্দী রয়েছে। তাই আমি বাহানা করব যে, আমি আমার পুত্রের কাছে এসেছি।

ছফওয়ান ওমায়রের কথা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অতঃপর বললঃ তোমার যাবতীয় ঋণ আমার যিম্মায় এবং তোমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ তাই হবে, যা আমার পরিবারের হবে। এ ছাড়াও আমি সাধ্যানুযায়ী তোমাকে মদদ দিতে ত্রুটি করব না।

এরপর ছফওয়ান ওমায়রের জন্যে সওয়ারীর ব্যবস্থা করল এবং পাথেয় সংগ্রহ করল। একটি উৎকৃষ্ট, শানিত ও বিষমিশ্রিত তরবারি তার হাতে তুলে দিল। ওমায়র

বললঃ আমার ফিরে আসা পর্যন্ত এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ গোপন রাখবে এবং ঘুণাক্ষরেও কাউকে কিছু বলবে না।

এরপর ওমায়র মদীনায় পৌঁছল এবং মসজিদে নববীর দরজার সন্নিকটে অবতরণ করল। সে এক জায়গায় সওয়ারী বেঁধে দিল এবং তরবারি হাতে নিল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করল। ঘটনাক্রমে হযরত ওমরও তখন এসে গেলেন। তারা উভয়েই এক সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করলেন। হুযূর (সাঃ) হযরত ওমরকে বললেনঃ এস ওমর, বস। অতঃপর ওমায়রের দিকে ফিরে বললেনঃ ওমায়র! তুমি কিরূপে এলে?

ওমায়রঃ আমি আমার বন্দী পুত্রের সাথে দেখা করতে এসেছি। সে আপনাদের কাছে রয়েছে।

হুযূরঃ ওমায়র! সত্য বল। মিথ্যা বলা মহাপাপ।

ওমায়রঃ আমার লোকের সঙ্গে দেখা করা ছাড়া আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

হুযূরঃ তুমি ছফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাথে হিজরের কাছে বসে কি পরিকল্পনা করে এসেছ?

ওমায়র ভীত হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করলঃ আমি কি পরিকল্পনা করেছি?

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ ছফওয়ান তোমাকে এই শর্তে সম্মত করিয়ে প্রেরণ করে নাই কি যে, তুমি আমাকে হত্যা করবে এবং সে তোমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ ও ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিবে?

ওমায়র হতবাক হয়ে আরয করলঃ হে আল্লাহর রসূল! আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর রসূল। ছফওয়ান ও আমার মধ্যে উপরোক্ত চুক্তি হয়েছিল। কিন্তু এটা ছিল অত্যন্ত গোপন বিষয়। আমি এবং ছফওয়ান ছাড়া কেউ এটা জানত না। অবশ্যই আল্লাহ আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করেছেন। ওমায়র বলেনঃ এরপর আমি আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনলাম।

এরপর ওমায়র মক্কায় ফিরে যান এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর হাতে অনেক মানুষ মুসলমান হয়।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে জুবায়র ইবনে মুতয়িম বলেনঃ বদরের বন্দীদের সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার জন্যে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন তাঁর সহচরগণকে নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি তাঁকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলামঃ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। কারও সাধ্য নাই যে, একে প্রতিরোধ করে।

আয়াতখানি শুনে মনে হল যেন আমার হৃদপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে নবী করীম (সাঃ) এরশাদ করেনঃ বদর যুদ্ধে মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয়ের পর আমি ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত অবস্থায় মদীনায় এলাম। জনৈকা ইহুদী মহিলা আমার কাছে এল। তার মাথায় ছিল একটি বড় থালা, যাতে ছাগল-ছানা ভাজা করা ছিল। সে বললঃ হে মোহাম্মদ! সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তায়ালার, যিনি আপনাকে ছহী-সালামত রেখেছেন। আমি আল্লাহর ওয়াস্তে মান্নত করেছিলাম যে, আপনি ছহী-সালামত মদীনায় ফিরে এলে এই ছাগল-ছানাটি অবশ্যই যবেহ্ করব এবং তা ভাজা করে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করব। এক্ষণে এটি খেয়ে আমাকে কৃতার্থ করুন। আল্লাহ তায়ালা ছাগল-ছানাকে বাকশক্তি দান করলেন। সে বললঃ হে মোহাম্মদ! আমাকে খাবেন না। আমার মধ্যে বিষ মিশ্রিত আছে।

আনুষঙ্গিক আলোচনা

সুবকী (রহঃ)-কে কেউ প্রশ্ন করলঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ফেরেশতাদের যুদ্ধ করার রহস্য কি? জিবরাঈল (আঃ) একাই তো নিজের একটি পাখা দ্বারা সমগ্র কাফের বাহিনীকে হটিয়ে দিতে সক্ষম ছিলেন।

এ প্রশ্নের জওয়াবে সুবকী (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ তায়ালা চেয়েছেন যে, এটা নবী (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণের কাজ হোক এবং সামরিক নিয়ম অনুযায়ী যেমন এক বাহিনী অন্য বাহিনীকে সাহয্য করে, তেমনি ফেরেশতারা মুসলমানদের মদদ দান করুক। এতে কারণ ও ঘটনা এবং মানুষের মধ্যে প্রবর্তিত আল্লাহ তায়ালার নিয়ম-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই সবকিছুর কর্তা।

কোরআনে আছে

وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ

আমি তার পরে তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ থেকে কোন বাহিনী প্রেরণ করিনি এবং এর প্রয়োজনও ছিল না

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা জারুল্লাহ্ যমখশরী বলেনঃ প্রশ্ন হতে পার যে, আল্লাহতায়ালা বদর যুদ্ধে ও খন্দক যুদ্ধে আকাশ থেকে ফেরেশতা বাহিনী নাযিল করলেন কেন? এ সম্পর্কে তিনি বলেনঃ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا

অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে বায়ু এবং তোমাদের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য বাহিনী প্রেরণ করলাম।

আরও বলেনঃ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِيْنَ

আমি সাহায্য করেছি পর পর আগমনকারী এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা।

আরও বলেনঃ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِيْنَ

অবতরণকারী তিন হাজার ফেরেশতা দ্বারা

আমি এ প্রশ্নের জওয়াবে বলব যে, একজন ফেরেশতাই যথেষ্ট হত, যেমন কওমে লূতের শহর জিবরাঈল (আঃ)-এর পাখা দ্বারা ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। সামূদ গোত্রের বসতিসমূহ এবং কওমে- ছালেহকে একটিমাত্র চীৎকারের মাধ্যমে নিস্তনাবূদ করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা প্রত্যেক ব্যাপারে মোহাম্মদ (সাঃ)-কে মহান পয়গাম্বর এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ রসূলগণের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। হাবীব নাজ্জার কি জিনিস! মাহাত্ম্য ও সম্মানদানের এমনসব উপায়াদি তাঁর ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়েছে, যা অন্য কারও ক্ষেত্রে অবলম্বন করা হয়নি। সম্মানদানের এসব উপায়ের মধ্য থেকে একটি হচ্ছে তাঁর জন্যে আকাশ থেকে বাহিনী নাযিল করব। আয়াতে "আমি প্রেরণ করিনি" "এবং এর প্রয়োজনও ছিল না" এসব কথা বলে আল্লাহ পাক যেন ইশারা করেছেন যে, আকাশ থেকে বাহিনী প্রেরণ করে সাহায্য করা মামূলী ব্যাপার নয় বরং বিরাট ব্যাপার সমূহের অন্যতম, যার যোগ্য কেউ নেই। কিন্তু মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কথা স্বতন্ত্র, তাঁকে ছাড়া আমি কারও জন্যে আসমান থেকে বাহিনী নাযিল করি না।

গাতফান যুদ্ধ

মোহাম্মদ ইবনে যিয়াদ, সায়ীদ ইবনে আবূ এতাব ও ওয়াকেদী যাহহাক ইবনে ওছমান ও আবদুর রহমান ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবূ বকর প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) সংবাদ পান যে, বনী ছালাবার গাতফান গোত্রে যীআমর নামক স্থানে সমবেত হয়েছে। তাদের পরিকল্পনা হুযূর (সাঃ)-কে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা। তাদের নেতা হচ্ছে দা'ছূর ইবনে হারেছ। এ সংবাদের ভিত্তিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) চারশ' যোদ্ধা নিয়ে রওয়ানা হন। তারা পাহাড়ে আত্মগোপন করল। হুযূর (সাঃ) যীআমরে অবতরণ করে বাহিনী সন্নিবেশিত করলেন। এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হল। হুযূর (সাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে চলে গেলেন। বৃষ্টির পানিতে তাঁর কাপড় ভিজে গেল। তিনি উপত্যকার এক বৃক্ষের কাছে যেয়ে কাপড় খুলে ফেললেন। অতঃপর ভিজা কাপড় নিংড়ে শুকানোর

জন্যে ছড়িয়ে দিলেন এবং নিজে বৃক্ষের নিচে শয়ন করলেন। জনৈক বেদুইন শত্রু তাঁকে লক্ষ্য করছিল। সে দলনেতাকে বললঃ হে দা'ছুর! তুমি আমাদের বীর সরদার। এক্ষণে মোহাম্মদ তার সঙ্গীদের থেকে দূরে তোমার আয়ত্বের মধ্যে রয়েছে।

ছা'ছুর উলঙ্গ তরবারি হাতে নিয়ে হুযূর (সাঃ)-এর নিকটে এসে বললঃ মোহাম্মদ! তোমাকে আজ কে রক্ষা করবে? হুযূর (সাঃ) গম্ভীর স্বরে বললেনঃ আল্লাহ।

জিবরাঈল (আঃ) দা'ছুরের বুকে আঘাত করে দূরে ঠেলে দিলেন। ভয়ে তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্রুত সেই তরবারি তুলে নিলেন এবং দাছুরের মাথার উপর উত্তোলন করে বললেনঃ এখন তোকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সে বললঃ কেউ না। সে আরও বললঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই, মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল। হুযূর (সাঃ) দাছুরের তরবারি ফিরিয়ে দিলেন। সে পিছনে সরে গেল, অতঃপর অগ্রসর হল এবং বললঃ আপনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়াই আমার জন্যে সমীচীন।

দা'ছুর তার সম্প্রদায়ের কাছে গেলে তারা বললঃ পরিতাপের বিষয়, তুমি কিছুই করতে পারলে না; কিছু কথাবার্তা বলে ফিরে এসেছ। অথচ তুমি সশস্ত্র ছিলে এবং সে নিরস্ত্র ও অন্যমনস্ক।

দা'ছুর বললঃ হত্যা করাই আমার অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু কাছে পৌঁছার পর এক শ্বেতকায় ও দীর্ঘদেহী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটল। সে আমার বুকে ঘুষি মারলে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি চিনেছি এই লোকটি ছিল ফেরেশতা। পরক্ষণেই আমি সাক্ষ্য দিলাম যে, মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল। এরপর দা'ছুর তার সমগ্র গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দিল। এ স্থলে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

মুমিনগণ! স্মরণ কর তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা যখন একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার সংকল্প করল, তখন আল্লাহ তাদের হাত স্তব্ধ করে দিলেন।

ইহুদীদের চুক্তি লঙঘন ও নির্বাসন

এয়াকুব ইবনে সুফিয়ান তিনটি মাধ্যমে ইবনে শেহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদর যুদ্ধের ছয় মাস পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বনী-নুযায়রের ইহুদীদের অবরোধ করেন। অবশেষে তারা দেশত্যাগে সম্মত হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে অর্থ সম্পদ ও আসবাবপত্র জাতীয় যা কিছু উট বহন করতে পারে, তা নিয়ে অন্যত্র চলে যাবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র নেয়া নিষিদ্ধ করে দিলেন। তিনি তাদেরকে সিরিয়ার দিকে নির্বাসিত করে দিলেন।

গৃহসামগ্রীর মধ্যে কাঠ, চৌকাঠ ইত্যাদি যা কিছু তাদের পছন্দনীয় ছিল, তারা সব খুলে উটের পিঠে বহন করে নিয়ে গেল। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের সম্পর্কে سَبَّحَ مَا فِى السَّمَاوَاتِ থেকে وَلِيُجْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ পর্যন্ত আয়াত নাযিল করেন। বনী-নূযায়রের ইহুদীরা তওরাতে উল্লিখিত মাবত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পূর্বে এরা কখনও এমন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি।

বোখারী ও মুসলিম হযরত ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী নুযায়রের ধন-সম্পদ আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলকে (সাঃ) দিয়েছিলেন। এসব ধন-সম্পদের জন্যে মুসলিম বাহিনীকে কোনরূপ যুদ্ধ করতে হয়নি। তাই এগুলো বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ছিল। এসব সম্পদ থেকে তিনি আপন পত্নীগণকে বার্ষিক খোরপোষ দিতেন। এরপর যা অবশিষ্ট থাকত, তা আল্লাহর পথে জেহাদের জন্যে ঘোড়া ও অস্ত্রক্রয়ে ব্যয়িত হত।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবা ও ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বনু-কেলাবের রক্তপণের ব্যাপারে বনু নুযায়রের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে তাদের মধ্যে গমন করেন। বনু নুযায়র বললঃ হে আবুল কাসেম! আপনি বসুন, আহার করুন, অতঃপর আমাদের তরফ থেকে রক্তপণের অর্থ নিয়ে যান।

হুযূর (সাঃ) সঙ্গীগণসহ এক প্রাচীরের ছায়ায় বসে গেলেন। বনু-নুযায়র একে সুবর্ন সুযোগ মনে করল। তারা পরামর্শ করে স্থির করল যে, অমুক ইহুদী প্রাচীরের উপরিভাগে আরোহণ করে হুযূর (সাঃ)-এর মাথার উপর একটি বড় পাথর গড়িয়ে দিবে, যাতে তিনি সেখানেই প্রাণত্যাগ করেন।

আল্লাহ তায়ালা ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করালেন। তিনি বিলম্ব না করে সাহাবীগণকে নিয়ে সেখান থেকে ফিরে এলেন। এ স্থলে এই আয়াত নাযিল হয় —

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْهَمَّ قَوْمٌ اَنْ يَّبْسُطُوْا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ

মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর নেয়ামত স্মরণ কর যখন একটি সম্প্রদায় তোমাদের প্রতি তাদের হাত প্রসারিত করার সংকল্প করেছিল।

ইহুদীদের পুনঃ পুনঃ চুক্তি লঙঘন ও ষড়যন্ত্রে অতিষ্ট হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওদেরকে শহর ছেড়ে যেখানে ইচ্ছা চলে যাওয়ার আদেশ দিলেন। মদীনার মুনাফিকরা তাদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতার আশ্বাস দিল এবং বলে পাঠাল– আমাদের জীবন-মরণ তোমাদের সাথে এক সূতায় গাঁথা। তোমরা যুদ্ধ করলে তোমাদের সাহায্য করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য হবে। আর তোমাদেরকে বহিষ্কার করা হলে আমরাও পিছনে থাকব না।

মুনাফিকদের এই প্রস্তাবে ইহুদীরা ভরসা করে ষড়যন্ত্রের জাল আরও বিস্তৃত করল· শয়তানও তাদেরকে বিজয়ী হওয়ার আশা দিল। তারা নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামকে ডেকে বললঃ খোদার কসম! আমরা মাতৃভূমি ছেড়ে কোথাও যাব না এবং প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করব।

ইহুদীদের এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের অবরোধ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত আদেশ মানতে বাধ্য করলেন। আল্লাহ তায়ালা ইহুদী ও মুনাফিকদের হাত নিষ্ক্রিয় রাখলেন। তারা যুদ্ধ করতে সক্ষম হল না। মুনাফিক তো মুনাফিকই। তারা ইহুদীদের সাথেও মুনাফেকী করল এবং কোনরূপ সাহায্য দিল না। উভয় সম্প্রদায়ের মনে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ভয়ভীতি ঢুকিয়ে দিলেন।

মুনাফিকদের সাহায্য থেকে নিরাশ হয়ে ইহুদীরা নিজেরাই মদীনা ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব পাঠাল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্তাব মেনে নিয়ে তাদেরকে অস্ত্র ছাড়া সকল অস্থাবর সম্পত্তি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

ওয়াকেদী ইবরাহীম ইবনে জা'ফর থেকে এবং তিনি তাঁর পিতা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনু-নুযায়র মদীনা ত্যাগ করার পর আমর ইবনে সা'দী সেখানে আসে এবং ইহুদীদের পরিত্যক্ত বাস্তুভিটা পরিদর্শন করে। সে জনশূন্য বাসভবনগুলো দেখার পর বনু-কোরায়যার কাছে যায় এবং বলেঃ আজ আমি শিক্ষাপ্রদ দৃশ্য দেখে এসেছি। যাদের সম্মান, বীরত্ব ও গৌরবের কোন শেষ ছিল না আমাদের সেই ভাইদের গৃহগুলোকে উজাড়, শ্মশান ও ভয়ংকর আকৃতিতে দেখেছি। তারা বিপুল ধন সম্পত্তি পরিত্যাগ করে অপমান ও গ্লানির বোঝা কাঁধে

নিয়ে বের হয়ে গেছে। তওরাতের কসম, আল্লাহ্ এই ব্যক্তিকে বিনা কারণে তাদের উপর চড়াও করে দেননি। আমার কথা মানলে এস আমরা সকলেই মোহাম্মদ (সাঃ)-এর অনুসারী হয়ে যাই। আল্লাহর কসম! তোমরা অবশ্যই জান যে, তিনি সত্য নবী। ইবনুল-হাববান আবূ আমর এবং ইবনে জাওয়াম প্রমুখ ছিলেন ইহুদীদের সর্বাপেক্ষা বড় আলেম। তারা মোহাম্মদ (সাঃ)-এর সুসংবাদ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তারা আখেরী নবীর (সাঃ) সাক্ষাত পেতে পারেন এই আশাবাদের উপর ভিত্তি করেই মাতৃভূমি বায়তুল-মোকাদ্দাস ত্যাগ করে এই বিজন তৃণ-লতাহীন মরু এলাকায় চলে এসেছিলেন। তারা আমাদেরকে এই নবীর আনুগত্য করার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং তাদের সালাম নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দিতে বলেছিলেন। এরপর তারা ইন্তেকাল করেন এবং আমরা তাদেরকে এই কংকরময় ভূমিতে দাফন করে দেই।

এসব কথা শুনে যুবায়র ইবনে বাতা বললঃ মোহাম্মদের (সাঃ) গুণাবলী সেই তওরাতে রয়েছে, যা মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আমি তা পড়েছি। আজকাল আমাদের সামনে যে রেওয়ায়েত শোনানো হয়, তাতে এ কথা নেই।

এ কথা শুনে কা'ব ইবনে আসআদ বললঃ তা হলে মোহাম্মদের (সাঃ) অনুসরণে বাধা কিসের?

সে বললঃ ব্যস, তুমিই বাধা। কা'ব জিজ্ঞাসা করলঃ এ কথা তুমি কিরূপে বলছ? আমি তো তোমাদের এবং তার মধ্যে কখনও অন্তরায় হইনি।

যুবায়র বললঃ তুমিই তো আমাদের মুরুব্বি। তুমি মেনে নিলে আমাদের জন্যে মেনে নেয়া সহজ হয়ে যাবে এবং কোন বাধা থাকবে না।

এরপর আমর ইবনে সাদী কা'বের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল এবং এ ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি হতে লাগল। কা'ব বললঃ আমার কাছে মোহাম্মদ সম্পর্কে কোন কথা নেই; যা আছে, তা এই যে, তাঁর অনুসারী হতে আমার মন সন্তুষ্ট হয় না।

আবূ নয়ীম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনু-নুযায়রের দীর্ঘকাল অবরোধ চলাকালে একদিন নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে জিবরাঈল আগমন করলেন। তিনি তখন মাথা ধৌত করছিলেন। জিবরাঈল বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! আপনার লোকেরা কত তাড়াতাড়িই না ক্লান্ত হয়ে গেছেন! আল্লাহর কসম, যতদিন ধরে আপনি এখানে অবতরণ করেছেন, আমরা লৌহবর্মও খুলিনি। উঠুন, অস্ত্রসজ্জিত হোন। পরিষ্কার পাথরে ডিম পিষ্ট করার মত আমি ওদেরকে পিষ্ট করে দিব।

কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যা

ইবনে ইসহাক, ইবনে রাহওয়াইহি, আহমদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সেই লোকদের সাথে বাকীউল গারকাদ পর্যন্ত চলে গেলেন, অতঃপর তাদেরকে গন্তব্য স্থলের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন এবং বললেনঃ আল্লাহর নাম নিয়ে যাও। তিনি তাদের জন্যে দোয়া করলেনঃ হে আল্লাহ!, তাদের মদদ কর।

এরা ছিল সেই সব লোক, যাদেরকে তিনি কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবনে মুয়াইকিব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কা'ব ইবনে আশরাফকে হত্যা করার ঘটনায় হারেছ ইবনে আরস (রাঃ) মাথা ও পায়ে আঘাত পান। আহত অবস্থায় লোকেরা তাঁকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বহন করে আনলে তিনি তার যখমে থুথু লাগিয়ে দেন। ফলে তার ব্যথা-বেদনা দূর হয়ে যায়?

ওহুদ যুদ্ধ

বোখারী ও মুসলিম হযরত আবু মূসা আশআরী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আমি মক্কা থেকে এমন এক ভূখণ্ডের দিকে হিজরত করব, যেখানে খর্জুর বাগান আছে। আমি ধারণা করলাম যে, সেই ভূখণ্ড ইয়ামামা কিংবা হিজর হতে পারে। অতঃপর অকস্মাৎ জানা গেল যে, সেই ভূখণ্ড ইয়াছরিব (মদীনা)। এতদসঙ্গেই আমি দেখলাম যে, আমি একটি তরবারি হাতে নিয়েছি। অমনি তার হাতল ভেঙ্গে গেল। এর ব্যাখ্যা ছিল সেই বিপর্যয়, ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যার সম্মুখীন হয়। স্বপ্নে আমি আবার সেই তরবারি ঘুরালাম। অমনি তা যেমন পূর্বে ছিল, তেমনি হয়ে গেল। এর ব্যাখ্যা ছিল সেই বিজয়, যা পরিশেষে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে দান করেন, যা মুসলমানদের পুনরায় একত্রিত হওয়ার কারণে সম্ভব হয়েছিল।

ইমাম আহমদ, বাযযার ও তিবরানী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধের সময় মুশরিক বাহিনী অগ্রসর হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মত ছিল মদীনায় অবস্থান করে শত্রুর মোকাবিলা করা। পক্ষান্তরে ইতিপূর্বে বদর যুদ্ধে যারা অনুপস্থিত ছিল, তারা আরয করলঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সঙ্গে শহরের বাইরে চলুন। আমরাও ওহুদে শত্রু সৈন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হব। অবশেষে তাদের পীড়াপীড়িতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধসাজ পরিধান করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন।

অতঃপর এই দলটি অনুতপ্ত হল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর রায়কে অগ্রাধিকার দিল। তারা আরয করলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার অভিমতই সঠিক ও নির্ভুল। আপনি মদীনার বাইরে যাবেন না এবং এখানে থেকেই যুদ্ধ করুন।

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ অস্ত্র পরিধান করার পর যুদ্ধ না করেই তা খুলে ফেলা কোন নবীর পক্ষে শোভা পায় না। অতএব, ওহুদেই চল।

সেদিন অস্ত্র পরিধানের পূর্বে তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ আমি স্বপ্নে নিজেকে একটি মজবুত লৌহবর্মের মধ্যে দেখেছি। এর অর্থ আমি এই পেয়েছি যে, সেই মজবুত লৌহবর্ম হচ্ছে মদীনা। আমি স্বপ্নে আরও দেখেছি যে, আমি একটি মেষের পিছনে আছি। আমি এর অর্থ এই নিয়েছি যে, সেই মেষ হচ্ছে বাহিনীর সরদার। আমি স্বপ্নে আরও দেখেছি যে, আমার তরবারি যুলফীকারে ছিদ্র হয়ে গেছে। আমি এর অর্থ নিয়েছি যে, তোমাদের পরাজয় হবে। অতঃপর আমি গাভী দেখেছি। আল্লাহর কসম, গাভী হচ্ছে কল্যাণ।

আহমদ, বাযযার, হাকেম ও বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেনঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি আমি যেন একটি মেষের পিছনে আছি এবং আমার তরবারির কিনারা ভেঙ্গে গেছে। আমি এর অর্থ নিয়েছি যে, আমি শত্রু বাহিনীর সরদারকে হত্যা করব। আর তরবারির কিনারা ভেঙ্গে যাওয়ার অর্থ নিয়েছি যে, আমার পরিবারের এক ব্যক্তি নিহত হবে। সে মতে হযরত হামযা (রাঃ) নিহত হলেন এবং কাফেরদের ঝাণ্ডাবাহী তালহা হজবীও মুসলমানদের দ্বারা নিহত হয়।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে যে, হাদীসবিদগণ বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন তরবারি সম্পর্কে স্বপ্নে যা দেখেছিলেন, সেটা ছিল সেই আঘাত, যা তার পবিত্র মুখমণ্ডলে লেগেছিল।

বায়হাকী মূসা ইবনে ওকবা ও সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উবাই ইবনে খলফ মুক্তিপণ দেয়ার সময় বলেছিল– আমার কাছে একটি ঘোড়া আছে, যাকে আমি প্রত্যহ চারশ' রতল ভুট্টা খাওয়াই। এই ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আমি মোহাম্মদকে (সাঃ) হত্যা করব। তার এসব কথা জানতে পেরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ বরং ইনশাআল্লাহ আমি তাকে হত্যা করব।

এরপর ওহুদ যুদ্ধের সময় উবাই ইবনে খলফ লৌহ বর্ম পরিহিত অবস্থায় সেই ঘোড়ায় চড়ে আগমন করল। সে বললঃ মোহাম্মদ আগের বার বেঁচে গেছে। এবার তাকে কিছুতেই ছাড়ব না। সে হুযূর (সাঃ)-এর উপর হত্যার উদ্দেশ্যে হামলা করল। রাবী সায়ীদ ইবনে মুসাইয়িব বলেন- অনেক মুসলিম সৈন্য উবাইয়ের পথরুদ্ধ করতে চাইল। কিন্তু তিনি গম্ভীর স্বরে বললেনঃ ওর পথ ছেড়ে দাও।

তাকে আসতে দাও। অতঃপর তিনি উবাইয়ের শরীরে শিরস্ত্রাণ ও বর্মের মাঝখানে বর্শা দিয়ে আঘাত করলেন। সে আহত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেল। বর্শার আঘাতে তার রক্ত বের হল না। সায়ীদ বলেনঃ উবাইয়ের পাঁজরের একটি অস্থি ভেঙ্গে গেল।। এ সম্পর্কে وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ الخ আয়াত নাযিল হয়।

উবাই মাটিতে পড়ে যাওয়ার পর তার কয়েকজন সাথী অবস্থা জিজ্ঞাসা করার জন্যে এগিয়ে এল। কিন্তু সে তখন ষাঁড়ের মত গর্জন করছিল। তারা বললঃ তুমি এত চেঁচামেচি করছ কেন? তোমার তো সামান্য একটি আঁচড় লেগেছে মাত্র। উবাই বললঃ আল্লাহর কসম, সে আমাকে হত্যা করবে বলেছিল। এখন আমার প্রাণ তার হাতে। যে কষ্ট আমার হচ্ছে, তা গোটা একটি কবিলার লোকদের হলে তারা সকলেই মরে যেত। অতঃপর মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই পথিমধ্যে তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে গেল।

ইবনে ইসহাক ইবনে শিহাব, আছেম ইবনে ওমর, ইবনে কাতাদাহ প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের দল থেকে এক উষ্ট্রারোহী বের হল। সে মল্ল যুদ্ধের জন্যে কাউকে ডাকল। যুবায়র লাফ দিয়ে তার উটের পিঠে বসে গেলেন এবং উটের ঘাড় চেপে ধরলেন। সেখানে থেকেই তিনি প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ যে নিম্নভূমিতে থাকবে, সে নিহত হবে। কিছুক্ষণের মধ্যে মুশরিক মাটিতে পড়ে গেল এবং যুবায়র তার উপরে পড়ে গেলেন। তিনি মুশরিকের তরবারি দিয়ে তাকে যবেহ করলেন। বায়হাকীও এ হাদীসটি রেওয়ায়েত করেছেন।

আহমদ, বোখারী, ও নাসায়ী হযরত বারা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে পঞ্চাশজন তীরন্দাজকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়রের নেতৃত্বে একটি বিশেষ স্থানে মোতায়েন করে বললেনঃ যদি তোমরা দেখ যে, পাখী আমাদেরকে ছো মেরে নিয়ে গেছে, তবুও পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবে না।

এরপর মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে মুশরিকরা পলায়ন করল। রাবী বলেনঃ আমি নারীদেরকে পাহাড়ের উপর দৌড়াতে দেখেছি। তাদের পায়ের থোকা থোকা অলঙ্কার খুলে গিয়েছিল। তারা পরনের কাপড় উপরে তুলে নিয়েছিল। এই পরিস্থিতি দেখে আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়রকে তার সঙ্গীরা বললঃ গণীমত আহরণ কর না কেন? আমাদের মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়েছে। এখন তুমি কিসের অপেক্ষায় আছ?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র বললেনঃ তোমরা কি হুযূর (সাঃ)-এর জোরদার আদেশ ভুলে গেছ যে, পুনরাদেশ না আসা পর্যন্ত এ স্থান ত্যাগ করবে না?

সঙ্গীরা বললঃ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেছে। এখন এখানে থাকা মোটেই জরুরী নয়। গনীমত সংগ্রহের কাজে আমাদের অবশ্যই অংশ নেয়া উচিত। অতঃপর তারা দলনায়কের সম্মতির অপেক্ষা না করেই সে স্থান ত্যাগ করল। এ গিরিপথটি অরক্ষিত দেখতে পেয়ে পলায়নপর মুশরিক সৈন্যরা পিছন দিক থেকে আক্রমণ করে বসল এবং মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি পাল্টে গেল। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন ঃ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِىْ اُخْرَاكُمْ

রসূল তোমাদেরকে পশ্চাতের দিকে ডাকছিলেন। এ সময় হুযূর (সাঃ)-এর কাছে বার জন অনুগত মুসলিম ছাড়া কেউ ছিল না। মুশরিকরা আমাদের সত্তুর ব্যক্তিকে শহীদ করল। অথচ বদর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরামের হাতে সত্তুর জন মুশরিক নিহত এবং সত্তুর আহত হয়েছিল।

ইমাম আহমদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে যে সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিলেন, তেমন অন্য কোথাও পাননি। মানুষ এটা অস্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ যারা এটা অস্বীকার করেছে, তাদের মধ্যে ও আমার মধ্যে আল্লাহর কিতাব ফয়সালাকারী রয়েছে। ওহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন যখন তোমরা তাঁর নির্দেশে মুশরিকদেরকে হত্যা করছিলে। حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ অবশেষে যখন ভীরুতা প্রদর্শন করলে এর অর্থ সেই তীরন্দাজ দল।

ঘটনা এই যে, নবী করীম (সাঃ) তীরন্দাজগণকে এক জায়গায় মোতায়েন করে বললেনঃ তোমরা আমাদের পশ্চাৎ ভাগের হেফাযত করবে। যদি আমাদেরকে দলে দলে নিহত হতেও দেখ, তবুও তোমরা আমাদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হবে না। যদি দেখ আমরা গনীমত সংগ্রহ করছি, তবুও আমাদের সাথে শরীক হবে না। কিন্তু যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন এবং মুশরিক বাহিনীকে তছনছ করে দিলেন, তখন তীরন্দাজরাও এসে গণীমত সংগ্রহে শামিল হয়ে গেল। তারা স্থান ত্যাগ করতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামের পশ্চাৎদিক থেকে মুশরিক বাহিনী ঢুকে পড়ল। এমতাবস্থায় মুসলিম বাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ ও বিশৃঙ্খল হয়ে গেল এবং মুসলমানরা শাহাদতবরণ করতে লাগল। এ যুদ্ধে মুশরিকদের সাত

অথবা নয়জন পতাকাবাহী নিহত হল। এ সময় শয়তান ঘোষণা ছড়িয়ে দিল- মোহাম্মদ নিহত হয়েছেন। এই আওয়াজের বিশুদ্ধতায় কারও সন্দেহ হল না। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দুই সা'দের মাঝখানে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর নুয়ে চলার কারণে আমরা তাঁকে চিনে নিলাম। তখন আমাদের আনন্দ আর ধরে না। মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন কষ্টেই পতিত হইনি। হুযূর (সাঃ) আমাদের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি বলছিলেনঃ সেই জাতির প্রতি আল্লাহর ক্রোধানল তীব্রতর হয়ে গেছে, যে তার রসূলের মুখমণ্ডলকে রক্তাক্ত করেছে। তিনি আরও বললেনঃ

اللهم ليس لهم ان يعلونا

হে আল্লাহ! আমাদের উপর বিজয়ী হওয়ার কোন অধিকার মুশরিকদের নেই।

বোখারী ও মুসলিম হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমি ওহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ডান ও বাম পার্শ্বে দু' ব্যক্তিকে তাঁর পক্ষে তুমুল যুদ্ধ করতে দেখেছি। আমি এই দুই ব্যক্তিকে আগেও দেখিনি, পরেও দেখিনি। অর্থাৎ তাঁরা ছিলেন হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (আঃ)।

বায়হাকী মুজাহিদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বদরযুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধে ফেরেশতারা অস্ত্রধারণ করেননি। বায়হাকী বলেনঃ মুজাহিদের উদ্দেশ্য এই যে, মুসলিম বাহিনীর কিছু লোক যখন অবাধ্যতা করল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশের উপর কায়েম রইল না, তখন ফেরেশতারা ওহুদযুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করেনি। ওয়াকেদী إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا আয়াত প্রসঙ্গে তাঁর ওস্তাদগণ থেকে বলেন যে, এই মুসলিম সৈন্যরা যখন ছবর করল না, তাদের পা পিছলে গেল এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভ করল, তখন ফেরেশতারা তাদের সাহায্য করলেন না। বায়হাকী ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আল্লাহ তায়ালা ওয়াদা করেছিলেন, যদি তোমরা ছবর কর এবং তাকওয়ার উপর কায়েম থাক, তবে আল্লাহ তায়ালা পাঁচ হাজার চিহ্নযুক্ত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের মদদ করবেন। আল্লাহতায়ালা তাই করেছিলেন; কিন্তু তারা যখন আপন রক্ষাব্যূহ ছেড়ে দিল এবং গণীমতের লোভ করল, তখন আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের সাহায্য প্রত্যাহার করে নিলেন।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, মুশরিকরা পলায়ন করলে তীরন্দাজ বাহিনী লুট-তরাজের জন্যে স্থান ত্যাগ করে। এই সুযোগে মুশরিকরা ফিরে আসে এবং পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণ করে। ফলে মুসলিমদের সারি তছনছ হয়ে যায়।

ইত্যবসরে অভিশপ্ত ইবলীস ডাক দেয়- মোহাম্মদ নিহত হয়েছেন। এতে মুসলমানরা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অজ্ঞাতসারে একে অপরকে হত্যা করতে থাকে। তড়িঘড়ি ও আতংকের মধ্যে নির্বিচারে একে অপরের উপর আঘাত হানতে থাকে। মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী মুসয়িব ইবনে ওমায়র (রাঃ) এই বিশৃংখলার মধ্যে শহীদ হয়ে গেলেন। এক ফেরেশতা মুসয়িবের আকৃতিতে পতাকা তুলে নিল। সেদিন ফেরেশতাগণের বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তারা যুদ্ধ করেননি।

তিবরানী, ইবনে মান্দা ও ইবনে আসাকির মাহমূদ ইবনে লবীদের তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, হারেছ ইবনে যমমা বলেছেনঃ ওহুদ যুদ্ধ চলাকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি সুরক্ষিত স্থানে অবস্থানকালে আমাকে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি আরয করলামঃ আমি তাঁকে পাহাড়ের পাদদেশে দেখেছি। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তাঁর সঙ্গী হয়ে ফেরেশতারা যুদ্ধ করছেন। হারেছ বলেনঃ এ কথা শুনে আমি আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রাঃ) কাছে গেলাম। আমি তাঁর নিকটে মুশরিকদের বেশ কয়েকটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি বললামঃ আল্লাহ্ তায়ালা আপনার হাতকে সাফল্য দান করেছেন। এদের সবকটিকেই আপনি হত্যা করেছেন? তিনি বললেনঃ একে এবং একে আমি হত্যা করেছি। অন্য মৃতদেহগুলোর প্রতি ইশারা করে বললেনঃ ঐ যে লাশগুলো দেখছ, এদেরকে যারা হত্যা করেছে, আমি তাদেরকে দেখিনি। এ কথা শুনে আমি বললামঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল সত্য বলেছেন।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে শোরাহবিল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে মুসয়িব ইবনে ওমায়র (রাঃ) পতাকা ধারণ করে রেখেছিলেন। তাঁর ডান হাত কেটে গেলে পতাকা বাম হাতে নিয়ে নিলেন। তখন তাঁর মুখে এই আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

মোহাম্মদ তো একজন রসূল মাত্র। তাঁর পূর্বে অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়ে গেছেন।

আয়াতের শেষাংশে পৌঁছা পর্যন্ত তিনি শহীদ হয়ে গেলেন এবং পতাকা মাটিতে পড়ে গেল। মোহাম্মদ ইবনে শোরাহবিল বলেনঃ এই আয়াত সেদিন পর্যন্ত নাযিল হয়নি; বরং এই ঘটনার পর নাযিল হয়েছে। ইবনে সা'দ বলেনঃ আমি ওয়াকেদীর কাছ থেকে শুনেছি যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ফযল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে মুসয়িব ইবনে ওমায়র (রাঃ)-কে পতাকা দিলেন। অতঃপর মুসয়িব শহীদ হয়ে গেলে তাঁর আকৃতিতে একজন

ফেরেশতা পতাকা তুলে নিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলতে লাগলেনঃ হে মুসয়িব! সম্মুখে অগ্রসর হও। ফেরেশতা তাঁর দিকে তাকিয়ে বললঃ আমি মুসয়িব নই। তার কথায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) চিনতে পারলেন যে, সে ফেরেশতা, যার দ্বারা তাঁকে সমর্থন দেয়া হয়েছে।

ইবনে আবী শায়বা বিভিন্ন রাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে বললেনঃ হে মুসয়িব, সম্মুখে অগ্রসর হও। হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাঁকে বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! মুসয়িব শহীদ হননি ? হুযূর (সাঃ) জবাব দিলেন, নিশ্চিতই সে শহীদ হয়ে গেছে। কিন্তু একজন ফেরেশতা তার জায়গায় দণ্ডায়মান আছে। মুসয়িবের নামে তার নাম রাখা হয়েছে।

ওয়াকেদী ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেনঃ আমি লোকদেরকে বলেছি যে, ওহুদ যুদ্ধে আমি শত্রুদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করছিলাম। একজন শ্বেতকায় সুশ্রী ব্যক্তি আমার নিক্ষিপ্ত তীর আমার কাছে ফিরিয়ে দিত। আমি তাকে চিনতাম না। সে এখন পর্যন্ত এখানে ছিল। আমি মনে করলাম সে একজন ফেরেশতা।

ইবনে ইসহাক, ইবনে আসাকির ও ওয়াকেদী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওন থেকে, তিনি ওমায়র ইবনে ইসহাক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হযরত সা'দ তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে তীর নিক্ষেপ করছিলেন। জনৈক যুবক হযরত সা'দকে তীর যোগান দিয়ে যাচ্ছিল। যখন কোন তীর চলে যেত, সেই যুবক তীরটি এনে সা'দকে দিত এবং বলত, হে আবূ ইসহাক! সজোরে তীর চালাও। যুদ্ধশেষে লোকেরা যুবককে তালাশ করল, কিন্তু কেউ পেল না। কেউ তার সম্পর্কে জানতে পারল না।

ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে যুহরী বলেনঃ কোরায়শরা একটি উঁচু পাহাড়ে আরোহণ করল। এটা দেখে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ হে আল্লাহ! আমাদের চেয়ে উঁচুতে থাকার অধিকার তাদের নেই। এরপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মুহাজিরদের একটি দল নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করলেন এবং তাদেরকে নিচে নেমে আসতে বাধ্য করলেন।

নাসায়ী, তিবরানী ও বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তালহার (রাঃ) অঙ্গুলি আঘাতপ্রাপ্ত হলে তিনি 'হিস' বললেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) শুনে বললেনঃ যদি তুমি আল্লাহর নাম স্মরণ করতে তবে ফেরেশতারা অবশ্যই তোমাকে তুলে নিত এবং আসমানে দাখিল করে দিত। মানুষ এ দৃশ্য দেখতে পেত।

তিবরানী হযরত তালহা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেনঃ ওহুদ যুদ্ধে আমার শরীরে একটি তীর লাগলে আমি 'হিস' বললাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ যদি তুমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে তবে আল্লাহ জান্নাতে তোমার জন্যে যে ইমারত নির্মাণ করেছেন, তা দুনিয়াতে থেকেই দেখে নিতে।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আনাসের চাচা আনাস ইবনে নুসায়র ওহুদ যুদ্ধের সময় বললেনঃ আল্লাহর কসম, যার হাতে আমার প্রাণ- আমি ওহুদ পাহাড়ের এ পারে জান্নাতের হাওয়া পাচ্ছি। এটা নিশ্চিতরূপেই জান্নাতের হাওয়া।

ইবনে ইসহাক হযরত আছেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ শহীদ হানযালাকে ফেরেশতারা গোসল দিচ্ছিল। তাঁর স্ত্রীকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করলঃ হানযালা কি অবস্থায় বের হয়েছিলেন? স্ত্রী বললেনঃ তিনি গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় বের হয়েছিলেন। যুদ্ধের দামামা শুনে তিনি কালবিলম্ব না করে বের হয়ে পড়েন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এ কারণেই ফেরেশতারা হানযালাকে গোসল দিয়েছিল।

আবূ নয়ীম হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, সা'দ ইবনে মুয়ায খন্দক যুদ্ধের পর ইনতিকাল করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তড়িঘড়ি ঘর থেকে বের হলেন। তিনি এত দ্রুত যাচ্ছিলেন যে, জুতার ফিতা ছিড়ে যাচ্ছিল। পরনের চাদরের প্রতিও তাঁর খেয়াল ছিল না, যা বার বার কাঁধ থেকে পড়ে যাচ্ছিল। কারও প্রতি ভ্রুক্ষেপ করারও যেন তাঁর সময় ছিল না। সাহাবায়ে-কেরাম বললেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি এত দ্রুত চলছিলেন যে, আমরা হাঁপাতে হাঁপাতে কুল পাচ্ছিলাম না। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আমার আশংকা ছিল যে, আমি পৌছার আগে গোসলের ফেরেশতারা মোয়াযকে গোছল দিয়ে ফেলবে, যেমনটি হানযালার গোসলে হয়েছিল।

আবূ ইয়ালা, বাযযার, হাকেম ও আবূ নয়ীম হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় পরস্পরে গর্ব করল। খাজরাজ গোত্র বললঃ আমাদের মধ্যে চার জন এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যারা রসূলে করীম (সাঃ)-এর পবিত্র আমলে কোরআন করীম একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন। অর্থাৎ হযরত মুয়ায, যায়দ, উবাই এবং আবূ যায়দ (রাঃ)।

আউস গোত্র বললঃ আমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাদের জন্যে আল্লাহর আরশ নড়ে উঠেছে। তাঁরা হলেন সা'দ ইবনে মুয়ায এবং খুযায়মা ইবনে ছাবেত (রাঃ)। তাঁদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য দু'জন পুরুষের সমান সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি এমন আছেন, যাঁর হেফাযত মৌমাছিরা করেছে। তিনি হচ্ছেন আছেম ইবনে ছাবেত (রাঃ)। আমাদের মধ্যে আরও এক

ব্যক্তি আছেন, যাঁকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছেন। তিনি হচ্ছেন হযরত হানযালা ইবনে আবী আমের (রাঃ)।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত হানযালা গোসল ফরয অবস্থায় শহীদ হন। এ জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছে।

ইবনে সা'দ হযরত হাসান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি ফেরেশতাগণকে হানযালাকে গোসল দিতে দেখেছি।

বোখারী ও মুসলিম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেছেন– আমার পিতা আবদুল্লাহ ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলে আমার ফুফী আম্মা কাঁদতে থাকেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ কেঁদো না। অথবা তিনি বললেনঃ তার জন্যে কাঁদছ কেন? তুমি তাকে না উঠানো পর্যন্ত ফেরেশতারা তাকে বাহু দ্বারা ঢেকে রেখেছিল।

বায়হাকী হযরত যায়দ ইবনে ছাবেত (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধে আমাকে হযরত সা'দ ইবনে রবী'র খোঁজ করতে প্রেরণ করলেন এবং বললেনঃ তার সাথে দেখা হলে আমার সালাম বলবে এবং তার অবস্থা জিজ্ঞেস করবে। অতঃপর আমি সা'দকে তার অন্তিম অবস্থায় পেলাম। তাঁর শরীরে তলোয়ার, তীর ও বর্শার সত্তরটি আঘাত লেগেছিল। আমি তাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সালাম বললাম এবং তাঁর অবস্থা জিজ্ঞেস করলাম। হযরত সা'দ বললেনঃ হুযূরকে বলবে ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি জান্নাতের খোশবু অনুভব করছি। আর আমার সম্প্রদায় আনছারগণকে বলবে, যদি তোমরা হুযূর (সাঃ)-এর নির্দেশে জীবন উৎসর্গ করতে বিন্দুমাত্র অবহেলা কর, তবে এর জন্যে আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন ওযর কবুল হবে না। এ কথা বলেই তিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন।

বায়হাকী ওয়াকেদী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধের সময় খায়ছামা আবী সায়ীদ রসূলে করীম (সাঃ)-এর কাছে আরয করলেনঃ আপনি বদর যুদ্ধে আমাকে পিছনে ফেলে দিয়েছেন, অথচ আমি যুদ্ধ করতে একান্ত আগ্রহী ছিলাম। বদরে আমার পুত্রের যোগদানের জন্যে আপনি লটারী দিয়েছেন। এতে জিতে সে যুদ্ধে যোগদান করে এবং শাহাদত লাভ করে। আজ রাতে আমি তাকে স্বপ্নে দেখেছি। তার বেশভুষা খুবই ভাল ছিল। সে জান্নাতের নির্ঝরণী ও উদ্যানসমূহে ঘুরাফিরা করছিল। সে আমাকে দেখে বললঃ পিতঃ, আমার কাছে এসে যান। আমরা এক সঙ্গে থাকব। আমি সেইসব অঙ্গীকার সত্য পেয়েছি, যা আমার প্রতিপালক আমাকে দিয়েছিলেন। অতএব হে আল্লাহর রসূল! আমি জান্নাতে আমার পুত্রের সঙ্গ লাভে আগ্রহী। আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করুন, যাতে শাহাদত এবং জান্নাতে তার সঙ্গ আমার নছীব হয়।

রসূলে আকরাম (সাঃ) তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। তিনি ওহুদ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেলেন।

ইবনে সা'দ হাকেম ও বায়হাকী হযরত সায়ীদ ইবনুল মুসায়্যিব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) জনৈক ছাহাবীকে ওহুদ যুদ্ধের একদিন পূর্বে এই দোয়া করতে শুনলেনঃ

হে আল্লাহ! আগামীকাল ওহুদ উপত্যকায় যখন যুদ্ধের দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, তখন এক শক্তিশালী দুশমনের সাথে যেন আমার মোকাবিলা হয়, সে যেন আমার বুকে আরোহণ করে আমাকে হত্যা করে এবং পেট বিদীর্ণ করে দেয়, নাক কান কেটে ফেলে। এরপর হে পরওয়ারদেগার! আমি যখন তোমার দরবারে এই অবস্থায় পৌঁছি, তখন তুমি যেন আমাকে জিজ্ঞেস কর, এরূপ কেন হল? আমি যেন তখন আরয করতে পারি, এটা তোমার রাস্তায় হয়েছে!

পরদিন যখন শত্রুর সাথে মোকাবিলা হল, তখন শত্রুরা তার সাথে এরূপই করল। তাঁকে হত্যা করে নাক কান কেটে ফেলা হল। যে ব্যক্তি তাঁর এ দোয়া শুনেছিল, সে বললঃ আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়ার প্রথমাংশ যেমন বাস্তবায়িত করেছেন, এখন দ্বিতীয় অংশও বাস্তবায়িত করবেন।

বায়হাকী সায়ীদ ইবনে আবদুর রহমান থেকে, তিনি তার ওস্তাদগণ থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ওহুদের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলেন। তার তরবারি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হুযূর (সাঃ) তাকে একটি খর্জুর শাখা দিলেন। সেই শাখা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের হাতে তরবারি হয়ে গেল।

আবূ নয়ীম আছেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে কাতাদাহ ইবনে নোমানের চোখে আঘাত লাগলে চোখ বের হয়ে তার গণ্ডদেশে ঝুলতে লাগল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন পবিত্র হাতে চোখটি তার জায়গায় স্থাপন করলেন। ফলে চোখটি অন্য চোখ অপেক্ষা অধিক সুস্থ ও উজ্জ্বল হয়ে গেল।

তিবরানী ও আবূ নয়ীম হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ ওহুদ যুদ্ধে রসূলে করীম (সাঃ)-এর নূরানী মুখমণ্ডলের হেফাযত করতে গিয়ে আমার মুখে তীরবিদ্ধ হল। এটা ছিল শেষ তীর, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। আমি তাঁকে তীর থেকে আড়াল করে রাখছিলাম; এমন সময় এই তীর এসে আমার চোখে পড়ল। ফলে চোখের পুতুলি গহবর থেকে বের হয়ে পড়ল। আমি সেটি হাতে নিয়ে নিলাম। হুযূর (সাঃ) আমার হাতে আমার চোখ দেখে ব্যথিত হলেন। তাঁর চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল। তিনি বললেনঃ ইলাহী, কাতাদাহকে হেফাযত কর। সে নিজের মুখমণ্ডল দিয়ে তোমার নবীর মুখমণ্ডল রক্ষা করেছে। তার উভয় চক্ষু আরও সুন্দর আরও উজ্জ্বল করে দাও।

আবূ ইয়ালা হযরত ওবায়দা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে আবূ যর (রাঃ)-এর চোখ আহত হয়। হুযূর (সাঃ) তাতে মুখের থুথু দিলে তার সেই চক্ষুটি অপর চোখের তুলনায় অধিক সুস্থ হয়ে যায়।

আবূ ইয়ালার রেওয়ায়েতে নাফে ইবনে জুবায়র (রাঃ) বলেন যে, আমি জনৈক মুহাজিরের কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেনঃ ওহুদ যুদ্ধে আমি উপস্থিত ছিলাম। চতুর্দিক থেকে তীর আসছিল। হুযূর (সাঃ) তীরের মাঝখানে ছিলেন। আমি দেখলাম প্রতিটি তীর তাঁর দিক থেকে ফিরিয়ে দেয়া হত। আমি কাফের আবদুল্লাহ ইবনে শিহাবকে ওহুদে দেখলাম; সে চীৎকার করে বলছিলঃ কেউ আমাকে বল মোহাম্মদ কোথায়? সে জীবিত থাকলে এখন আমি তাকে জীবিত ছাড়ব না।

অথচ হুযূর (সাঃ) তার পাশেই দণ্ডায়মান ছিলেন এবং তাঁর কাছে কেউ ছিল না। এরপর সেই কাফের তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেল। এ কারণে তার সহচর ছফওয়ান তাকে খুব করে শাসাল। সে বললঃ খোদার কসম! আমি তাঁকে দেখিনি। আমার বিশ্বাস অলৌকিকভাবে তাঁকে হেফাযত করা হয়েছে। তাঁকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করে আমরা চারজন বের হয়েছিলাম। কিন্তু আমরা সুযোগ পেলাম না।

মাকসাম রেওয়ায়েত করেন যে, ওহুদ যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মুখের দাঁত শহীদ হয়ে যায় এবং মুখমণ্ডল আহত হয়। তিনি তখন ওতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাছকে বদ দোয়া দিলেন এবং বললেনঃ

اللهم لا يحل عليه الحول حتى يموت كافرا

হে আল্লাহ! এক বছর যেতে না যেতেই যেন তার কাফের অবস্থায় মৃত্যু হয়।

সে বছরেই সে কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে নাফে ইবনে আছেম বলেনঃ যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমণ্ডলকে রক্তাপ্লুত করে, সে ছিল আবদুল্লাহ ইবনে কুমসা। সে ছিল হুযায়ল গোত্রের এক ব্যক্তি। আল্লাহ্ তায়ালা একটি ছাগলকে তার উপর চড়াও করেন, যার শিংয়ের গুঁতায় সে নিহত হয়।

খতীব তারীখ গ্রন্থে মোহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ফারইয়াবী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যারা নবী করীম (সাঃ)-এর সামনের দাঁত মোবারক শহীদ করেছিল, পরবর্তীতে তাদের ঔরসে যতশিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, তাদের কারুরই সম্মুখে দাঁত গজায়নি।

বায়হাকী হযরত আমর ইবনে সায়েব থেকে রেওয়ায়েত করেন, ওহুদ যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আহত হলে আবূ সায়ীদ খুদরীর পিতা হযরত মালেক (রাঃ) তাঁর ক্ষতস্থান চেটে পরিষ্কার করে দেন। তাঁকে বলা হল, তোমার মুখে যে রক্ত লেগেছে

তা থুথুর সাথে ফেলে দাও। তিনি বললেন ঃ আমি কখনও হুযূরের রক্ত থুথুর সাথে ফেলব না। এরপর তিনি পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে গেলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জান্নাতীকে দেখার আগ্রহ রাখে, সে এ ব্যক্তিকে দেখুক। এরপর মালেক শহীদ হয়ে গেলেন।

বায়হাকী ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, বদর যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে যাদেরকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল আবূ ওযযা। হুযূর (সাঃ) তাকে তার পুত্রের কারণে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল, ভবিষ্যতে সে কখনও যুদ্ধে শরীক হবে না। কিন্তু সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে কাফের বাহিনীর একজন হয়ে ওহুদে আগমন করল। রসূলে করীম (সাঃ) দোয়া করলেন, যাতে সে নিহতও না হয়, ফিরেও না যায়; বরং মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। শেষ পর্যন্ত ওহুদে কেবল একজনকেই বন্দী করা সম্ভব হয় এবং সে ছিল আবূ ওয্যা। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) ওহুদের দিন এরশাদ করেন– মুশরিকরা আজকের পর আমাদিগকে আর এ ধরনের কষ্ট দিতে সক্ষম হবে না।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদী থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ওহুদ যুদ্ধের পরে মুশরিকরা আর আমাদের উপর প্রবল হতে পারবে না। ইন্‌শাআল্লাহ আমরা কা'বা ঘরের রোকন চুম্বন করব।

ইবনে সা'দ, হাকেম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত হামযা (রাঃ) শহীদ হয়ে গেলে হযরত সফিয়্যা (রাঃ) তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়েন। তিনি জানতেন না, হযরত হামযার মরদেহের সাথে কাফেররা কি আচরণ করেছে। তালাশ করার সময় হযরত আলী ও হযরত যোবায়র (রাঃ)-এর দেখা পেলেন। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হামযা কোথায়? তারা এমন জবাব দিলেন, যেন তারা নিজেরাই জানেন না। এরপর হযরত সফিয়্যা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এলেন। নবী করীম (সাঃ)-এর ধারণা ছিল, আমার ফুফী যখন তাঁর ভাইকে মর্মান্তিক অবস্থায় দেখবেন, তখন হয়ত মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন না। তিনি নিজের পবিত্র হাত ফুফুর বুকের উপর রেখে দোয়া করলেন। তখন হযরত ছফিয়্যা বুঝতে পেরে ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পাঠ করলেন এবং নিরবে কাঁদতে লাগলেন।

হাকেম, ইবনে সা'দ ও বায়হাকী আওন ইবনে মোহাম্মদ থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমি খবর পেলাম যে, হিন্দ বিনতে ওতবা ওহুদ যুদ্ধে এই মান্নত করে আসে যে, হযরত হামযার উপর কাবু পেলে সে তার কলিজা অবশ্যই খেয়ে ফেলবে। কাফেররা হযরত হামযার কলিজার একটি টুকরা আনলে হিন্দ

সে-টি নিয়ে নিল এবং খাওয়ার জন্যে মুখে পুরে চিবাতে লাগল, কিন্তু খেতে পারল না; বরং উদগিরণ করে দিল। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত হামযার শরীরের কোন অংশকে পুড়িয়ে দেয়া দোযখের অগ্নির উপর হারাম করে দিয়েছেন।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন, ইসলামোত্তরকালে এক যুদ্ধে সুয়ায়দ ইবনে ছামেত আবূ মাজযারকে হত্যা করেছিল। কিছু দিন পর মাজযার পিতৃহত্যার প্রতিশোধে সুয়ায়দকে হত্যা করল। রসূলে করীম (সাঃ) মদীনায় আগমন করলে সুয়ায়দের পুত্র হারেছ এবং মাজযার উভয়েই মুসলমান হয়ে গেল এবং উভয়েই বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করল। হারেস পিতা সুয়ায়দের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে মাজযারকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু তার উপর কাবু পেল না। এক বছর পর ওহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হল। হারেস ও মাজযার উভয়েই-মুসলিম বাহিনীতে সারিবদ্ধ হল। যখন তুমুল যুদ্ধ চলছিল, তখন হারেস মাজযারের পিছনে এসে তাকে হত্যা করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হামরাউল আসাদের ঘটনা থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন জিবরাঈল এসে অবগত করলেন, হারেস মাজযারকে প্রতারণাপূর্বক হত্যা করেছে। অতএব হারেসকে প্রাণদণ্ড দেয়া হোক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখনি দ্বিপ্রহরের ভীষণ উত্তাপের মধ্যে মদীনার পার্শ্ববর্তী বস্তি কোবায় চলে গেলেন এবং মসজিদে নামায পড়লেন। কোবাবাসীরা তাঁর আগমনের সংবাদ জানতে পেরে সালাম করার জন্যে উপস্থিত হল। এ সময়ে তাঁর আগমনে তারা বিস্মিত হলেন। হারেসও একটি হলদে চাদর গায়ে দিয়ে উপস্থিত হল। তাকে দেখে হুযূর (সাঃ) আদীম ইবনে সায়েদাকে ডেকে বললেন ঃ হারেসকে মসজিদের সামনে নিয়ে যাও এবং মাজযার হত্যার বিনিময়ে তার প্রাণ বধ কর। কেননা, সে মাজযারকে প্রতারণাপূর্বক হত্যা করেছে।

হারেস একথা শুনে বলল ঃ আল্লাহর কসম, আমি মাজযারকে হত্যা করেছি, কিন্তু আমার এ কর্ম ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে ছিল না। ইসলামের সত্যতায় আমার মনে কোন সন্দেহও ছিল না; বরং এ হত্যাকাণ্ড শয়তানের ধোকা ও প্ররোচনায় সংঘটিত হয়েছে। আমি আল্লাহ তায়ালার দরবারে এ গোনাহের জন্যে এস্তেগফার করতে ও রক্তবিনিময় দিতে প্রস্তুত আছি কিংবা এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখতে এবং একটি ক্রীতদাস মুক্ত করতে সম্মত আছি। হারেসের কথা শেষ হলে হুযূর (সাঃ) আদীমকে বললেন ঃ

আদীম! একে নিয়ে যাও এবং গর্দান উড়িয়ে দাও। আদীম তাই করলেন। এ সম্পর্কে হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেত এই কবিতা রচনা করলেন ঃ

"হে হারেস! তুমি মূর্খতা যুগের নিদ্রায় মগ্ন ছিলে এবং শত্রুতাপরবশ হয়ে মাজযার ইবনে যিয়াদকে হত্যা করেছ। তোমার জন্যে আক্ষেপ! তুমি জিবরাঈলের

ওহীর ব্যাপারে গাফেল ছিলে। তখন তোমার কি অবস্থা ছিল, যখন তুমি ইবনে যিয়াদকে প্রতারণাপূর্বক এমন স্থানে হত্যা করলে, যেখানে আত্মরক্ষার্থে পলায়নের কোন পথ ছিল না।"

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর শাসনকালে আমার পিতা আবদুল্লাহর লাশ কবর থেকে বের করা হয়। তখন তাঁকে তেমনই পাওয়া গেল, যেমন দাফন করার সময় ছিলেন।

ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আর একটি সনদ সহকারে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, ওহুদের শহীদগণের জন্যে আর একবার কান্নার রোল উঠেছিল। আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) যখন একটি খাল খনন করান, তখন অনেক মানুষ খননকার্যে নিয়োজিত হয়। তারা কতক শহীদকে কবর থেকে উত্তোলন করেন। চল্লিশ বছর পরেও তাঁদের অবস্থা তেমনই ছিল, যেমন দাফন করার সময় ছিল। তাঁদের শরীরের গ্রন্থিসমূহ জীবিত শরীরের ন্যায় সহজেই আকুঞ্চিত করা যেত।

খনন কার্যের সময় হযরত হামযার শরীরে কোদাল পড়ে গেলে তা থেকে তাজা রক্ত বের হতে থাকে। ওয়াকেদীর ওস্তাদগণ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত জাবেরের পিতা আবদুল্লাহকে এমতাবস্থায় পাওয়া যায় যে, তাঁর হাত ছিল তাঁর ক্ষতস্থানের উপর। যখন হাত আলাদা করা হল, তখন সেখান থেকে রক্ত বের হতে লাগল। তাঁর হাত পুনরায় ক্ষতস্থানের উপর রেখে দেয়া হলে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল।

হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে কবরে যেভাবে দেখেছি, তা এই ঃ তিনি যেন নিদ্রাচ্ছন্ন আছেন। যে চাদরে তাঁকে কাফন দেয়া হয়েছিল, তা তেমনি ছিল। তাঁর পায়ের উপর যা রাখা হয়েছিল, তাও তেমনি আকারে বিদ্যমান ছিল। অথচ ইতিমধ্যে চল্লিশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। শহীদগণের মধ্যে একজনের পায়ে কোদাল লাগলে সেখান থেকে রক্ত বের হতে লাগল।

হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ ওহুদের কবরসমূহ খননের পর ব্যাপকভাবে যা প্রত্যক্ষ করা গেছে, তারপর শহীদগণ জীবিত আছেন এ সত্য অস্বীকার করার সাধ্য কারও নেই।

এক রেওয়ায়েতে আছে, যখন কবরসমূহ খনন করা হয়, তখন মেশকের অনুরূপ একটি খোশবু চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন – আমি সাক্ষ্য দেই যে, ওহুদের শহীগণ আল্লাহ তায়ালার কাছে শহীদ। তোমরা যেয়ে তাদের যিয়ারত কর। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর

কব্জায় আমার প্রাণ, কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি যে-কেউ সালাম প্রেরণ করবে, তাঁরা তাদের সালামের জবাব দিবেন।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত আবদুল আ'লা ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, রসূলে করীম (সাঃ) ওহুদ যুদ্ধের দিন শহীদগণের কবর যিয়ারত করেছেন এবং বলেছেন ঃ

اللهم ان عبدك ونبيك يشهد ان هؤلاء شهداء وانه من زارهم اوسلم عليهم الى يوم القيامة ردوا عليه

হে আল্লাহ্, তোমার বান্দা ও তোমার নবী সাক্ষ্য দেয়, এরা শহীদ। যারা তাদের যিয়ারত করবে অথবা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের প্রতি সালাম পাঠাবে, এঁরা তার জবাব দিবে।

আতাফ বলেন ঃ আমার খালা বর্ণনা করেছেন, তিনি ওহুদের শহীদগণের কবরস্থানের যিয়ারত করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমার সঙ্গে কেবল দু'টি গোলাম ছিল। তারা যানবাহনের হেফাযত করছিল। আমি কবরবাসীগণকে সালাম করলাম। আমি সালামের জবাব শুনেছি। এরপর এই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম ঃ আমরা তোমাকে তেমনি চিনি, যেমন আমরা একে অপরকে চিনি। এরপর আমার লোমকূপ শিউরে উঠল। আমি ফিরে এলাম।

বায়হাকী ওয়াকেদী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ফাতেমা খুযায়িয়া বর্ণনা করেন, - আমি শহীদগণের সরদার হযরত হামযার (রাঃ) কবরের যিয়ারত করেছি। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে বললাম ঃ

السلام عليك يا عم رسول الله

হে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর চাচা, আপনাকে সালাম। জবাবে আমি শুনলাম ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

ইবনে মান্দার রেওয়ায়েতে তালহা ইবনে ওবায়দ বলেন ঃ আমি আমার বাগানে গেলাম। সেখানে রাত হলে আমি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ইবনে হারামের কবরের কাছে রাত যাপনের স্থান করলাম। আমি কবর থেকে এমন সুমধুর কণ্ঠে কেরাত শুনলাম, যা জীবনে কখনও শুনিনি। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে একথা বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ সে আল্লাহর বান্দাই ছিল। তুমি জান না, আল্লাহ্ তায়ালা তাদের রূহ্ কবজ করে পান্না ও ইয়াকূতের লণ্ঠনে রাখেন, এরপর

জান্নাতের মধ্যস্থলে লটকে দেন। সারা রাতের জন্যে রূহ্ তাদের শরীরের কাছে আসে এবং ফজর পর্যন্ত থাকে, অতঃপর আপন আপন স্থানে চলে যায়।

তিরমিযী, হাকেম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক সাহাবী এক কবরের উপর তাঁবু স্থাপন করে। তিনি জানতেন না, এখানে কবর। তিনি শুনতে পেলেন কবর থেকে কোন মানুষ সূরা মুলক তেলাওয়াত করছে এবং সে পূর্ণ সূরাই তেলাওয়াত করল। সাহাবী হুযূর (সাঃ)-কে এ ঘটনা অবগত করলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ এ সূরাটি আযাব প্রতিরোধক ও মুক্তিদাতা।

হামরাউল-আসাদের ঘটনা

ইবনে ইসহাক আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম থেকে বর্ণনা করেন – আবদুল কায়স গোত্রের মদীনাগামী একটি কাফেলাকে আবূ সুফিয়ান বলল তোমরা মোহাম্মদ ও তাঁর সঙ্গীদেরকে বলে দিয়ো , আমরা তাদের মূলোৎপাটনের জন্যে তাদের কাছে ফিরে যেতে মনস্থ করেছি। কাফেলা মদীনা এসে এ বার্তা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করল। তিনি শুনে সাহাবায়ে-কেরামকে সমবেত করে বললেন ঃ

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট। তিনি সর্বোত্তম কার্যনির্বাহী।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

ঃ (লোকেরা তাদেরকে বলল ঃ) তোমাদের বিরুদ্ধে বিশাল সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে। তাদেরকে ভয় কর। একথা শুনে তাদের ঈমান আরও বেড়ে গেল। তাঁরা জবাবে বললেন ঃ আমাদের জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি সর্বোত্তম কার্যনির্বাহী। (সূরা আলে এমরান)

ইমাম বোখারী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ বলেন। এ কলেমাটিই নবী করীম (সাঃ) এ স্থলে উচ্চারণ করলেন।

এই আয়াতের তফসীরে ইবনে মুনযির ইবনে জুরায়জ থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি মক্কাবাসীদের কাছে এসে একটি দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার যুদ্ধ দল সম্পর্কে অবগত করলে ওরা ভীত হয়ে পড়ল এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ত্যাগ করল।

রাজী' যুদ্ধ

বোখারী ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, একবার নবী করীম (সাঃ) একটি দলকে গোপনে শত্রুদের গতিবিধি সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করলেন। হযরত আসেম ইবনে সাবেত (রাঃ)-কে দলনেতা নিযুক্ত করা হয়। দলটি যখন আসফান ও মক্কার মধ্যস্থলে পৌঁছল, তখন লোকেরা টের পেয়ে হুযায়ল গোত্রকে অবগত করল। হুযায়ল গোত্রে তখন একশ' তীরন্দাজের একটি দল ছিল। তারা মুসলিম দলের পশ্চাদ্ধাবন করল এবং পদচিহ্ন দেখে দেখে অগ্রসর হল। অবশেষে তারা মুসলিম দলের কাছে পৌঁছে গেল। হযরত আসেম ও তাঁর সঙ্গীগণ একটি সমতল ভূমিতে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলেন। ইতমধ্যে হুযায়ল গোত্রের তীরন্দাজরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁদেরকে ঘিরে ফেলল এবং বলল ঃ আমরা ওয়াদা করছি , যদি তোমরা স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ কর, তবে আমরা কাউকে হত্যা এবং দৈহিক নির্যাতন করব না।

হযরত আসেম বললেন ঃ আমরা কাফেরদের অঙ্গীকারে আস্থা রাখি না। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! আমাদের নবীকে আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে দাও।

এরপর শত্রুপক্ষ অবিরাম তীর বর্ষন করতে লাগল। অবশেষে তারা হযরত আসেম ও তাঁর সাত জন সঙ্গীকে শহীদ করে দিল। হযরত খুবায়ব, যায়দ ইবনে দসনা এবং অন্য একজন অবশিষ্ট রইলেন। ওয়াদা-অঙ্গীকারের পর তাঁরা হুযায়লীদের হাতে ধরা দিলেন। তাঁদের উপর কাবু পাওয়ার সাথে সাথে হুযায়লীরা তাদের ধনুকের রশি খুলে তাঁদেরকে বেঁধে ফেলল। মুসলমানদের তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ এটা সর্বপ্রথম বিশ্বাসঘাতকতা। অতঃপর এই সাহাবী তাদের সাথে যেতে অস্বীকার করলেন। হুযায়লীরা টেনে হেঁচড়ে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু তিনি গেলেন না। অতঃপর ওরা তাঁকে হত্যা করল। খুবায়ব ও যায়দকে সঙ্গে নিয়ে গেল এবং মক্কাবাসীদের হাতে বিক্রয় করে দিল।

হযরত খুবায়ব (রাঃ)-কে হারেস ইবনে আমরের পুত্ররা ক্রয় করল। বদরে তিনি হারেসকে হত্যা করেছিলেন। খুবায়ব তাদের কাছে বন্দী অবস্থায় অবস্থান করতে লাগলেন। অবশেষে ওরা যখন তাঁকে হত্যা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল, তখন তিনি তাদের কাছে একটি ক্ষুর চাইলেন, যা তাকে দেওয়া হল। হযরত খুবায়ব ক্ষুরটি ধার দিয়ে ধার পরীক্ষা করছিলেন, এমন সময় হারেসের কন্যার শিশুপুত্র তাঁর কাছে চলে

গেল। খুবায়ব সস্নেহে শিশুটিকে আপন উরুতে বসিয়ে নিলেন। শিশুর মা এসে এ দৃশ্য দেখেই কেঁপে উঠল। হযরত খুবায়ব হারেস-কন্যার অস্থিরতা আঁচ করে বললেন ঃ তুমি আশংকা করছ যে, আমার কাছে ক্ষুর আছে। আমি তা দিয়ে এই শিশুকে হত্যা করব! আমি ইনশাআল্লাহ কখনও এরূপ করব না। হারেস–কন্যা পরবর্তীকালে বলত, আমি খুবায়ের মত এমন ভাল ও অদ্ভুত বন্দী কখনও দেখিনি। আমি দেখেছি, মক্কার বাজারে যখন কোন প্রকার ফল ছিল না, তখন আমাদের গৃহে শিকলাবদ্ধ খুবায়বের কাছে টাটকা আঙ্গুরের গুচ্ছ দেখা যেত। সে তা খেত এবং আমি সামনে এসে গেলে আমাকেও কিছু দিয়ে দিত।

শত্রুরা যখন হযরত খুবায়বকে হেরেমের বাইরে বধ্যভূমিতে নিয়ে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ আমাকে দু'রাকআত নামায পড়ে নিতে দাও। নামায আদায় করার পর তিনি দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! এ নাফরমানদেরকে ঘিরে নাও এবং তাদেরকে আলাদা আলাদা করে হত্যা কর। তাদের কাউকে জীবিত রেখো না।

(এবার আসা যাক হযরত আসেমের কথায়।) হযরত আসেম (রাঃ) শহীদ হওয়ার দিন আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাদের অবস্থা তুমি তোমার নবীকে জানিয়ে দাও।" আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই দোয়া কবুল করেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে এ সংবাদ পৌঁছে দেন।

হুযায়ল গোত্র হযরত আছেমের লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্যে কিছু লোক প্রেরণ করল, যাতে তারা এই লাশ দেখিয়ে কোরায়শদের মনস্তুষ্টি অর্জন করতে পারে। কেননা, বদর যুদ্ধে হযরত আসেম অনেক কোরায়শকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা হুযায়ল গোত্রের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তিনি এক ঝাঁক মৌমাছিকে তাঁর লাশের উপর চড়াও করিয়ে লাশের হেফাযত করেন। ফলে তাঁরা লাশ বহন করে নিয়ে যেতে কিংবা শরীর থেকে কোন অঙ্গ কেটে নিতে সক্ষম হল না।

বায়হাকী আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবা, ইবনে শিহাব ও ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত খুবায়ব নামাযান্তে এই দোয়া করলেন ঃ হে আল্লাহ! তোমার রসূলের কাছে প্রেরণ করার জন্যে আমার কাছে কোন লোক নেই। আমার সালাম তুমিই তোমার রসূলের কাছে পৌঁছে দাও।

জিবরাঈল (আঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে এ সংবাদ দিলেন। তিনি তখন সাহাবীগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিনি বললেন ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম। সাহাবীগণ আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কার সালামের জওয়াব দিচ্ছেন? তিনি বললেন ঃ তোমাদের ভাই খুবায়বকে কাফেররা বধ করতে নিয়ে যাচ্ছে। সে আমাকে শেষ বার মহব্বতের সালাম প্রেরণ করেছে।

ইবনে ইসহাক আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ্ থেকে রেওয়ায়েত করেন, হুযায়ল গোত্র আসেম ইবনে ছাবেতকে হত্যা করার পর তাঁর শির কেটে নিয়ে সুলাফা বিনতে সা'দ নাম্নী এক মহিলার কাছে বিক্রয় করতে চাইল। সুলাফার পুত্র বদর যুদ্ধে আসেমের হাতে নিহত হলে সে মান্নত করেছিল, যদি আসেমকে কাবু করতে পারি, তবে তাঁর মস্তকের খুলিতে শরাব পান করব। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা আসেমের মদেহের হেফাযত করলেন এবং এক ঝাঁক মৌমাছি তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে অন্তরায় হয়ে গেল। ওরা মৌমাছির বাধা দেখে বলল ঃ রাত পর্যন্ত লাশটি পড়ে থাকতে দাও। রাত হলে মৌমাছিরা চলে যাবে। তখন এসে শির কেটে নেয়া যাবে, কিন্তু রাত আসার সাথে সাথে আল্লাহ্ তায়ালা অবিশ্রান্ত ধারায় বারিবর্ষণ করলেন। পানির স্রোত হযরত আছেমের মরদেহ ভাসিয়ে নিয়ে গেল। হযরত আসেম আল্লাহর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন– আমি জীবদ্দশায় কোন মুশরিককে স্পর্শ করব না এবং কোন মুশরিক আমাকে স্পর্শ করবে না। তিনি জীবদ্দশায় এই প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা ওফাতের পরও কোন মুশরিকের ছোঁয়া থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে নিলেন।

ইবনে ইসহাক ও ইবনে সা'দ হুজায়র ইবনে আবী ইহাবের বাঁদী মারিয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ খুবায়বকে মক্কায় আমার গৃহে বন্দী করা হয়েছিল। একদিন আমি তাঁর হাতে তাঁর মাথার চেয়ে বড় একটি আঙ্গুরের গুচ্ছ দেখতে পেলাম। তিনি তা থেকে খাচ্ছিলেন। তখন আমাদের অঞ্চলে আঙ্গুরের কোন একটা দানাও খুঁজে পাওয়া ছিল অসম্ভব!

ইবনে আবী শায়বা ও বায়হাকী জাফর ইবনে আমর ইবনে উমাইয়া থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) উমাইয়া যমরীকে একা গুপ্তচররূপে প্রেরণ করেন। এই উমাইয়া বলেন ঃ আমি সংগোপনে সেই কাঠের কাছে এলাম, যার উপর খুবায়বকে ঝুলানো হয়েছিল। কেউ দেখে ফেলে কিনা, মনে এই আশংকা নিয়ে আমি উপরে উঠে হযরত খুবায়বের মরদেহের বাঁধন খুলে দিলাম। তাঁর মরদেহ্ মাটিতে পড়ে গেল। আমি এক দিকে সরে গেলাম। এরপর আমি যখন তাঁর দিকে তাকালাম, তখন কিছুই দেখলাম না। মনে হল যেন মাটি তাঁকে গিলে ফেলেছে। সেমতে আজ পর্যন্ত কেউ তাঁর গলিত শব বা হাড্ডি কোথাও পড়ে থাকার কথা বলেনি।

আবূ ইউসুফ 'কিতাবুল্লা তায়িফে' হযরত যাহহাক থেকে রেওয়াযেত করেন, নবী করীম (সাঃ) হযরত মেকদাদ ও হযরত যুবায়রকে প্রেরণ করলেন, যাতে তাঁরা খুবায়বের লাশ ফাঁসিকাষ্ঠ থেকে নামিয়ে আনেন। তাঁরা উভয়েই তানয়ীম পর্যন্ত গেলেন। সেখানে তাঁরা খুবায়বের চার পাশে চল্লিশ ব্যক্তিকে নেশায় মাতাল অবস্থায় দেখতে পেলেন। মাতালদের উপস্থিতিতেই তাঁরা খুবায়বের লাশ নামালেন। হযরত যুবায়র তাঁকে আপন ঘোড়ার পিঠে রাখলেন। মুশরিকরা এ সংবাদ জেনে গেল।

ওরা কাছে এলে যুবায়র মরদেহ মাটিতে রেখে দিলেন। মাটি তাঁকে গিলে ফেলল। একারণেই হযরত খুবায়বকে "বলীউল-আরদ" (মৃত্তিকা গিলিত) বলা হয়।

ওয়াকেদী জা'ফর, আবূ ইবরাহীম ও আবদুল ওয়াহিদ ইবনে আবী আউন প্রমুখ অনেক রাবী থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব মক্কায় একদল কোরায়শের কাছে বলল ঃ আমি এমন কোন ব্যক্তি পাই না, যে মোহাম্মদকে অতর্কিতে হত্যা করে দেয় এবং আমাদের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সে হাটে বাজারে চলাফেরা করে।

অতঃপর আবূ সুফিয়ানের কাছে জনৈক বেদুঈন এসে বলল ঃ আপনি আমাকে শক্তি যোগালে আমি অতর্কিতে মোহাম্মদকে হত্যা করব। আমি মানুষকে পথ দেখানোর কাজ করি। পথের উঁচু নীচু অবস্থা সম্পর্কে আমি সবিশেষ জ্ঞাত। আমার কাছে চিলের পাখার ন্যায় একটি খঞ্জরও আছে।

আবূ সুফিয়ান বলল ঃ তুমি আমাদের বন্ধু। অতঃপর সে ওকে পথখরচ ও উট প্রদান করল। অতঃপর বলল ঃ তুমি তোমার এই উদ্দেশ্য গোপন রাখবে। কারও কাছে বলবে না। কেউ হয়তো যেয়ে মোহাম্মদকে বলে দিতে পারে।

আরব বলল ঃ একথা কেউ জানতে পারবে না। অতঃপর লোকটি রাতের বেলায় রওয়ানা হল। পাঁচ দিন সফর করার পর ষষ্ঠ দিন প্রত্যূষে হাররাহ্ নামক স্থানে পৌছল। সে নবী করীম (সাঃ)-এর দিকে অগ্রসর হল। হুযূর (সাঃ) তাকে দেখে সাহাবীগণকে বললেন ঃ লোকটি বিশ্বাসঘাতকতার ইচ্ছা রাখে। তার ইচ্ছার পথে আল্লাহ্ তায়ালা অন্তরায় হয়ে আছেন। এরপর তিনি লোকটিকে বললেন ঃ সত্য করে বল তো তুমি কে? কি উদ্দেশে এসেছ? আমি অবগত হয়ে গেছি।

লোকটি বলল ঃ আপনি আমাকে অভয় দিন। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন ঃ তোমাকে অভয় দিলাম। এরপর সে আবু সুফিয়ানের দুরভিসন্ধি এবং ওর পারিশ্রমিক সম্পর্কে হুযূর (সাঃ)-কে সবকিছু খুলে বলল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমি তোমাকে অভয় দিয়েছি। এখন যেখানে মন চায় চলে যাও। এছাড়া তোমার কল্যাণার্থে আর একটি বিষয় আছে। লোকটি বলল ঃ সেটি কি? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তুমি এ বিষয়ের সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রসূল।

লোকটি মুসলমান হয়ে গেল এবং বলল ঃ আল্লাহর কসম, আমি মানুষকে ভয় করতাম না, কিন্তু যখন আপনাকে দেখলাম, তখন আমার বুদ্ধি লোপ পেল এবং আমার মন দুর্বল হয়ে গেল। এছাড়া আপনি আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হয়ে গেছেন। অথচ আমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউ অবগত নয়। এতে আমার বুঝতে বাকী নেই যে, আপনি শত্রুদের কবল থেকে সংরক্ষিত এবং আপনি সত্যপথে আছেন।

এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমর ইবনে উমাইয়া এবং সালামা ইবনে আসলাম ইবনে হুবায়শকে বললেন ঃ তোমরা উভয়েই আবূ সুফিয়ানের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাও এবং অসাবধান অবস্থায় পেলে তাকে হত্যা কর। তাঁরা উভয়েই রওয়ানা হলেন। আমর ইবনে উমাইয়া বর্ণনা করেন– আমার সঙ্গী আমাকে বলল ঃ চল, বায়তুল্লায় যেয়ে সাত বার তওয়াফ করি এবং দু'রাকআত নামায পড়ি। আমি মক্কায় আমার বিচিত্র রঙের ঘোড়ার কারণে পরিচিত। মক্কার লোকেরা আমাকে দেখলেই চিনে নিবে। কিন্তু আমার সঙ্গী এ কথা মানল না। অগত্যা আমরা উভয়েই বায়তুল্লাহর তওয়াফ সেরে দু'রাকআত নামায পড়লাম। আবূ সুফিয়ানের পুত্র মোয়াবিয়ার দেখা পেলাম। সে আমাকে চিনে ফেলল এবং তার পিতাকে যেয়ে অবগত করল। মক্কাবাসীরা আমাদেরকে খুব শাসাল এবং বলল ঃ আমর সদুদ্দেশে আসেনি। এর আগে সে মানুষকে অতর্কিতে হত্যা করে দিত। আবূ সুফিয়ান মক্কার লোকদেরকে একত্রিত করল। ইতিমধ্যে আমরা সেখান থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হলাম। তারা আমাদের খোঁজে বের হল। আমি একটি গুহায় সকাল পর্যন্ত আত্মগোপন করে রইলাম। তারা সারারাত তন্নতন্ন করে আমাদেরকে তালাশ করল; কিন্তু আল্লাহপাক তাদের সামনে সঠিক পথ গোপন করে দিলেন। আমার সঙ্গী বলল ঃ খুবায়ব শূলিতে ঝুলছে। চল, আমরা তাঁকে নামিয়ে দেই। সেমতে আমি তাঁকে শূলি থেকে নামিয়ে দিলাম।

বীরে মাউনার ঘটনা

ইমাম বোখারীর রেওয়ায়েতে হেশাম ইবনে ওরওয়া বলেন ঃ আমার পিতা বর্ণনা করেছেন, বীরে মাউনায় মুসলমানগণ শহীদ হয়ে গেলে এবং আমর ইবনে উমাইয়া যমরী গ্রেফতার হলে আমের ইবনে তোফায়ল একজন শহীদের দিকে ইশরা করে জিজ্ঞাসা করল ঃ ইনি কে? আমর ইবনে উমাইয়া বললেন ঃ ইনি হচ্ছেন আমের ইবনে ফুহায়রা। আমের ইবনে তোফায়ল বলল ঃ তাঁকে শহীদ করার পর আমি দেখলাম তাঁকে আকাশ পর্যন্ত উত্থিত করা হল। আমি তাঁর লাশ আসমান ও যমীনের মাঝখানে ঝুলন্ত দেখছিলাম। এরপর তাঁকে যমীনে রেখে দেয়া হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে আমের ইবনে ফুহায়রার শাহাদতের সংবাদ এসে পৌঁছলে তিনি ছাহাবায়ে-কেরামকে অবগত করান এবং বলেন ঃ তোমাদের ভাইকে শহীদ করা হয়েছে। সে তার প্রতিপালকের কাছে এই আবেদন করেছিল ঃ পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট। আমাদের এ অবস্থা সম্পর্কে আমাদের ভাইদেরকে অবহিত কর।

মুসলিম ও বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু লোক নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সাথে কয়েকজন সাহাবীকে প্রেরণ করুণ। তাঁরা আমাদেরকে কোরআন

ও সুন্নাহর শিক্ষা প্রদান করবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্তরজন কারী আনছারকে তাদের সাথে পাঠিয়ে দিলেন। গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পূর্বেই ওরা তাঁদেরকে পথিমধ্যে গ্রেফতার করে শহীদ করে দিল। মৃত্যুর পূর্বে কারী সাহাবীগণ আল্লাহতায়ালার কাছে দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! আমাদের পক্ষ থেকে আমাদের নবীকে সংবাদ পৌঁছিয়ে দাও যে, তাঁর কাছ থেকে বিদায় হওয়ার সময় আমরা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলাম এবং তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে নবী করীম (সাঃ) সাহাবীগণকে বললেন ঃ মুসলমানগণ! তোমাদের ভাইদেরকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। তাঁরা দোয়া করেছেন, পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট- এ অবস্থায় আমরা তোমার কাছে পৌঁছে গেছি। এ বিষয় সম্পর্কে তুমি আমাদের নবীকে অবহিত কর।

বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলাল্লাহ (সাঃ) একটি দল প্রেরণ করলেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি আমাদের মধ্যে বিরাজমান হয়ে প্রথমে আল্লাহতায়ালার হামদ ও ছানা পাঠ করলেন, অতঃপর বললেন ঃ মুশরিকদের সাথে তোমাদের ভাইদের মোকাবিলা হয়েছে। মুশরিকরা তাদেরকে খণ্ডবিখণ্ড করে দিয়েছে। তাদের কেউ বেঁচে নেই। তাঁরা দোয়া করেছে- পরওয়ারদেগার আমরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তুমি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট- এ সংবাদ আমাদের সম্প্রদায়কে পৌঁছে দাও। হুযূর (সাঃ) আরও বললেন ঃ আমি তোমাদের কাছে তাদের পক্ষ থেকে ঘোষণা করছি যে। তাঁরা সন্তুষ্ট এবং তাঁদের প্রতি তাঁদের পরওয়ারদেগারও সন্তুষ্ট।

ওয়াকেদী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত ওরওয়া পূর্বোক্ত রেওয়ায়েতের সাথে আরও সংযোজন করে বলেন যে, আমের ইবনে তোফায়ল আমর ইবনে উমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করল ঃ তুমি তোমার সঙ্গীগণকে চিন? আমর বললেন ঃ জ্বি হাঁ। অতঃপর আমের শহীদগণের মধ্যে ঘুরে ঘুরে তাদের বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করতে লাগল, অতঃপর বলল ঃ তুমি তাদের মধ্যে কাকে দেখছ না? আমর বললেন ঃ হযরত আবূ বকরের গোলাম আমর ইবনে ফুহায়রাকে দেখছি না।

আমের জিজ্ঞাসা করল ঃ তোমাদের মধ্যে তাঁর মর্যাদা কিরূপ ছিল? আমের বললেন ঃ তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন।

আমের বলল ঃ আমি তোমার কাছে তাঁর ঘটনা বর্ণনা করছি। তাঁকে এ ব্যক্তি বর্শা দিয়ে আঘাত করল, অতঃপর সে তার বর্শা ক্ষতস্থান থেকে বের করে আনল। এরপর কেউ তাঁকে আকাশে তুলে নিল। আমি তাঁকে দেখছিলাম না। আমেরের ঘাতক জাব্বর ইবনে সলমী কেলাব গোত্রের লোক ছিল। সে বর্ণনা করে, যখন আমি তাঁকে বর্শা দিয়ে আঘাত করলাম, তখন তিনি বললেন ঃ আল্লাহ, আমি সফল হয়ে

গেছি। এরপর আমি যাহহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবীর কাছে এসে ঘটনা বর্ণনা করলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলাম। আমের ইবনে ফুহায়রার শাহাদত এবং তাঁকে আসমানে তুলে নেয়ার যে দৃশ্য আমি দেখলাম, তাই আমার ইসলাম গ্রহণের কারণ" হয়ে গেল।

রাবী বর্ণনা করেন– যাহহাফ কেলাবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লেখল, ফেরেশতারা হযরত আমেরের শবদেহকে গোপন করে ফেলেছে এবং ইল্লিয়্যীনে নামিয়ে দিয়েছে।

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ এরূপ সম্ভাবনা আছে যে, আমের (রাঃ)-কে আসমানে উঠানো হয়েছে, এরপর যমীনে নামানো হয়েছে এবং এরপর তিনি নিখোঁজ হয়ে গেছেন। এতে করে বোখারীর ওরওয়া থেকে বর্ণিত প্রথম রেওয়ায়েতের সাথে সমন্বয় সাধিত হয়ে যাবে। কেননা, তাতে আমেরকে যমীনে রেখে দেয়ার কথা বলা আছে। আমরা মাগাযী মূসা ইবনে ওকবা গ্রন্থে এ ঘটনা প্রসঙ্গে ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেছি যে, হযরত আমেরের দেহাবশেষ পাওয়া যায়নি। মানুষের ধারণা ফেরেশতারা তাঁর লাশ গোপন করে ফেলেছে।

ইমাম সুয়ূতী বলেন ঃ এরপর ইমাম বায়হাকী ওরওয়া থেকে এবং তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, আমেরকে হত্যা করা হলে তাঁকে আকাশে তুলে নেয়া হয়। এমনকি, আমি তাঁকে আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলে প্রত্যক্ষ করছিলাম, কিন্তু এ রেওয়ায়েতে হযরত আমেরকে অতঃপর যমীনে রেখে দেয়ার কথা নেই। মোট কথা, এই রেওয়ায়েত দ্বারা হাদীসের সবগুলো তারকা শক্তিশালী হয়ে গেছে এবং আকাশে তাঁর লাশ দৃষ্টির আড়াল হয়ে যাওয়ার বর্ণনা একাধিক হয়ে গেছে।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত আয়েশা (রাঃ) বল্লেন ঃ হযরত আমের ইবনে ফুহায়রা আকাশে উত্থিত হয়েছেন এবং তাঁর শবদেহ পাওয়া যায়নি। মানুষের ধারণা ফেরেশতারা তাঁকে গোপন করে ফেলেছে।

যাতুর-রিকার যুদ্ধ

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন ঃ আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে জেহাদের জন্যে নজদ অভিমুখে রওয়ানা হলাম। ফেরার পথে একদিন এক কন্টকাকীর্ণ উপত্যকায় 'কায়লুলা' তথা দিবাভাগে বিশ্রামের সময় এসে গেল। নবী করীম (সাঃ) নিচে অবতরণ করলেন এবং ছাহাবায়ে কেরামও উপত্যকায় ছায়া বিশিষ্ট বৃক্ষের খোঁজে ছড়িয়ে পড়লেন। হুযূর (সাঃ) একটি ঝাউ বৃক্ষের ছায়ায় নামলেন এবং তরবারি বৃক্ষ শাখায় ঝুলিয়ে দিলেন। অন্যরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে আপন আপন পছন্দ অনুযায়ী বিভিন্ন বৃক্ষের

নিচে লম্বা হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাওয়ার পর আমরা শুনলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে ডাকছেন। আমরা তাঁর কাছে এলাম। দেখি কি, জনৈক বেদুঈন তাঁর সামনে উপবিষ্ট আছে। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ এ ব্যক্তি আমার তলোয়ার নামিয়ে নেয়। আমি জাগ্রত হয়ে গেলাম। তরবারি তার হাতে কোষমুক্ত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। সে আমাকে হুংকার দিয়ে বললঃ তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম ঃ আল্লাহ। অতঃপর সে তরবারি কোষবদ্ধ করে বসে পড়ল।

রাবী বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেদুঈনকে ভর্ৎসনাও করলেন না।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (সাঃ) মাহারিবে-খাছফা থেকে নখল নামক স্থান পর্যন্ত যুদ্ধ করলেন। একবার মুসলিম বাহিনীর অনবধানতা লক্ষ্য করে শত্রুপক্ষের গোরিছ ইবনে হারেস নামক এক ব্যক্তি অগ্রসর হল। সে তরবারি উঁচিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়ে বলতে লাগল ঃ আপনাকে কে রক্ষা করবে? নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ! একথা শুনেই আগন্তুকের হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তরবারি হাতে নিয়ে ওকে বললেন ঃ এবার তাকে কে রক্ষা করবে? সে বলল ঃ আপনি মহৎ ব্যক্তি! একথা শুনে হুযূর (সাঃ) ওকে ছেড়ে দিলেন। সে সঙ্গীদের কাছে এসে বলল ঃ আমি তোমাদের কাছে একজন সর্বোত্তম ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি।

আবূ নয়ীম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সাঃ) ছফর মাসে রওয়ানা হলেন। তিনি একটি বৃক্ষের নিচে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তাঁর তরবারিটি একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। এক বেদুঈন এসে তরবারি কোষমুক্ত করে তাঁর মাথার উপর দাঁড়িয়ে গেল এবং বলল ঃ মোহাম্মদ! তোমাকে কে [illegible] করবে? হুযূর (সাঃ) জাগ্রত হয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ। একথা শুনেই বেদুঈন কাঁপতে লাগল। সে তরবারি রেখে চলে গেল।

বায়হাকী অন্য এক সনদে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীগণকে নখল নামক স্থানে যোহরের নামায পড়ালেন। মুশরিকরা তাঁর উপর হামলা করার ইচ্ছা করল, এরপর বলতে লাগলঃ তাঁকে এখন থাকতে দাও। এ নামাযের পর তাঁর এমন একটি নামায আছে, যা তাঁর কাছে সন্তানের চেয়েও অধিক প্রিয়। জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁকে শত্রুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবহিত করলেন। অতঃপর হুযূর (সাঃ) "ছালাতুল-খওফ" (যুদ্ধকালীন নামায) আদায় করলেন।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জুহায়না গোত্রের একটি দলের বিরুদ্ধে জেহাদ করলাম। ওরা

তুমুল যুদ্ধ করে। আমরা যখন যোহরের নামায সমাপ্ত করলাম, তখন মুশরিকরা বলাবলি করল ঃ হায়, বড় ভুল হয়ে গেছে। আমরা যদি নামাযের মধ্যে অতর্কিতে আক্রমণ করতাম, তবে তাদেরকে অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতাম। যাক, তাদের আর একটি নামায আছে, যা তাদের কাছে সন্তানের চেয়েও অধিক প্রিয়। অতঃপর জিবরাঈল এসে হুযূর (সাঃ)-কে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। ফলে আল্লাহর রসূল (সাঃ) যুদ্ধকালীন নামায আদায় করলেন।

ইমাম আহমদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আবু আইয়াশ যরকী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে আসফান নামক স্থানে ছিলাম। মুশরিকদের সেনানায়ক ছিলেন খালিদ ইবনে ওলীদ। তারা বলাবলি করল ঃ মুসলমানরা এমন অবস্থায় ছিল যে, আমরা ইচ্ছা করলে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদেরকে কাবু করতে পারতাম। অতঃপর যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে কসরের আয়াত নাযিল হল।

ওয়াকেদীর রেওয়ায়েতে খালিদ ইবনে ওলীদ বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) যখন হুদায়বিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন, তখন আমি মুশরিকদের একটি অশ্বারোহী দল নিয়ে বের হলাম। তিনি সাহাবীগণসহ আসফানে ছিলেন। আমি তাঁর সম্মুখে এসে মোকাবিলার জন্যে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাদের দৃষ্টির সামনে সকলকে নিয়ে যোহরের নামায আদায় করলেন। আমরা তাঁর উপর হামলা করার ইচ্ছা করেও পরক্ষণে মত পাল্টে গেল। তিনি আমাদের মনের ইচ্ছা জেনে ফেললেন। সেমতে তিনি আছরের ওয়াক্তে সঙ্গীগণকে যুদ্ধকালীন নামায পড়ালেন।

মুসলিম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে যাতুর-রিকা যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা হলাম এবং একটি প্রশস্ত উপত্যকায় পৌঁছলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে রওয়ানা হলে আমি এক বালতি পানি নিয়ে সঙ্গে চললাম। হুযূর (সাঃ) কোন আড়াল পেলেন না। অবশেষে দেখলেন, উপত্যকার এক প্রান্তে দু'টি বৃক্ষ দাঁড়িয়ে আছে। তিনি একটির কাছে যেয়ে সেটির শাখা ধরে বললেন ঃ আল্লাহর নির্দেশে আমার অনুগামী হয়ে যা। বৃক্ষটি অমনি সেই উটের মত তাঁর অনুগামী হয়ে গেল, যে তার নাকারশি ধারকের পিছনে পিছনে চলে। এরপর তিনি দ্বিতীয় বৃক্ষের কাছে এসে একই কথা বললেন। সে-ও তেমনি তাঁর অনুগামী হয়ে গেল। অবশেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) উভয় বৃক্ষকে মিলিয়ে বললেন ঃ আল্লাহর নির্দেশে কাছাকাছি হয়ে যা। বৃক্ষ দু'টি কাছাকাছি হয়ে গেল। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি এক জায়গায় বসে পড়লাম এবং আপন মনের সাথে কথা বলতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি কি, নবী করীম (সাঃ) সম্মুখ দিয়ে আগমন করছেন এবং বৃক্ষদ্বয় পৃথক হয়ে আপন আপন জায়গায় দাঁড়িয়ে গেছে। এরপর আমি দেখলাম, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

রইলেন। অতঃপর মাথায় ডানে বামে ইশারা করলেন। তিনি আমার কাছে এসে বললেন ঃ জাবের, আমি যেখানে দণ্ডায়মান ছিলাম, সে স্থানটি তুমি লক্ষ্য করেছ? আমি বললামঃ হাঁ ইয়া রসূলাল্লাহ। তিনি বললেন ঃ ঐ বৃক্ষ দু'টির কাছে যাও এবং প্রত্যেক বৃক্ষ থেকে একটি করে শাখা কেটে আন। যখন আমার দাঁড়ানোর জায়গায় পৌঁছবে, তখন একটি শাখা ডান দিকে এবং একটি বাম দিকে ফেলে দিবে।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি একটি পাথর নিয়ে সেটি ভেঙ্গে ধারাল করলাম। অতঃপর বৃক্ষ দু'টির কাছে এসে প্রত্যেক বৃক্ষ থেকে একটি করে ডাল কাটলাম। উভয় ঢাল টেনে টেনে সেই স্থানে নিয়ে এলাম, যেখানে রসূলুল্লাহ (সাঃ) দাঁড়িয়েছিলেন। এরপর একটি ডাল ডান দিকে এবং একটি বাম দিকে ফেলে দিলাম। অতঃপর হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে আরজ করলামঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যা বললেন, আমি তাই করলাম, কিন্তু রহস্য বুঝা গেল না। তিনি বললেন, ঃ আমি দু'টি কবরের কাছ দিয়ে গমন করেছিলাম। কবরবাসীদের আযাব হচ্ছিল। আমি তাদের সুপারিশ করতে চাইলাম। সম্ভবতঃ এই শাখা দু'টি সবুজ ও সতেজ থাকা অবধি তাদের আযাব হালকা হতে পারে।

এরপর আমরা লশকরের মধ্যে পৌছলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ জাবের, লোকদের মধ্যে ওযূর ঘোষণা করে দাও। আমি ওযূ করে নেয়ার জন্যে ঘোষণা করলাম। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! কাফেলার মধ্যে পানির বড় অভাব। জনৈক আনছারী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্যে মশকে পানি ঠাণ্ডা করত। তিনি বললেনঃ সেই আনসারীর কাছে যেয়ে দেখ মশকে কিছু পানি আছে কিনা। আমি গেলাম। দেখলাম মশকের মুখে কয়েক ফোঁটা পানি আছে। মশক উপুড় করলে মশকের শুকনো অংশ সেই পানি পান করে ফেলবে। আমি হুযূরের কাছে এসে একথা বললে তিনি বললেন ঃ মশকটি নিয়ে আস। আমি মশকটি আনলে তিনি সেটি হাতে নিলেন, অতঃপর মুখে কিছু বললেন, যা আমি বুঝতে পারিনি। তিনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে মশকে চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর মশকটি আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ ঘোষণা করে দাও, পানির জন্য যেন সবাই পাত্র নিয়ে আসে। আমি তাই করলাম। বড় একটি পাত্র আনা হল। লোকজন সেটি বহন করে এনেছিল। আমি পাত্রটি হুযূরের সামনে রেখে দিলাম। তিনি আপন হাত তাতে বুলিয়ে অঙ্গুলিসমূহ প্রশস্ত করতঃ পাত্রের গভীরে রেখে দিলেন। অতঃপর আমাকে বললেনঃ জাবের, সেই মশকটি নিয়ে বিসমিল্লাহ বলে আমার হাতের উপর ঢেলে দাও। আমি তাই করলাম। হঠাৎ দেখি কি, হুযূরের অঙ্গুলিসমূহের মাঝখান থেকে পানি উথলে উঠছে। অবশেষে পাত্রটি পানির তোড়ে ঘুরে গেল এবং ভরে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ জাবের, ঘোষণা কর, যার পানির প্রয়োজন

হয়, সে আসুক। সেমতে সাহাবীগণ এসে পানি নিয়ে গেলেন। এরপর তিনি যখন পাত্র থেকে হাত তুললেন, তখনও পাত্র পানিতে পূর্ণ ছিল।

সাহাবায়ে-কেরাম হুযূর (সাঃ)-কে ক্ষুধার কথা বললেন। তিনি বললেন ঃ সত্বরই আল্লাহ্ তায়ালা তোমাদেরকে খাওয়াবেন। সেমতে আমরা সমুদ্র পারে গেলাম। সমুদ্র একটি বিরাটকায় মৎস্য বাইরে নিক্ষেপ করল। আমরা সমুদ্র তীরে অগ্নি প্রজ্বলিত করলাম। মৎস্য ভাজা করলাম এবং পেট পুরে আহার করলাম। হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, অতঃপর আমরা পাঁচ ব্যক্তি মৎস্যের চোখের কোটরে ঢুকে গেলাম। আমরা সেটির একটি পাঁজরের হাড্ডি সঙ্গে আনলাম। সেটিকে ধনুকের মত বাঁকা করে খাড়া করলে কাফেলার দীর্ঘতম ব্যক্তি বৃহত্তম উটে সওয়ার হয়ে মাথা নিচু না করেই এপার থেকে ওপারে চলে গেল।

বোখারী ও মুসলিম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন , তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সঙ্গে 'যাতুর-রিকা' যুদ্ধের জন্যে রওয়ানা হলাম। আমরা যখন হাররাহ-ওয়াকেসে ছিলাম, তখন এক বেদুঈন মহিলা তার পুত্রকে নিয়ে এল। সে আরজ করলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার পুত্র আমার অবাধ্য হয়ে গেছে। ওর ঘাড়ে শয়তান সওয়ার হয়েছে। হুযূর (সাঃ) পুত্রের মুখ খুললেন এবং তাতে মুখের থুথু দিয়ে তিন বার বললেন ঃ আল্লাহর দুশমন লাঞ্ছিত হও। আমি আল্লাহর রসূল। এরপর মহিলাকে বললেন ঃ তোমার পুত্রকে নিয়ে যাও। এর শয়তান আর কখনও এসে একে প্ররোচিত করবে না। আমরা যুদ্ধ শেষে যখন ফিরে আসছিলাম, তখন সেই মহিলা আবার এল। হুযূর (সাঃ) তাকে তার পুত্রের হালচাল জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল ঃ যে শয়তান তার কাছে আসত সেটি আর আসে না। এরপর আমরা হাররার নিম্নভূমিতে পৌঁছলে সম্মুখ থেকে একটি উট দৌড়ে এল। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমরা জান এ উটটি কি বলেছে? সে তার মালিকের মোকাবিলায় আমার কাছে সাহায্য চায়। তার মালিক কয়েক বছর ধরে তাকে কৃষিকাজে নিয়োজিত রেখেছে। এখন তাকে যবেহ্ করতে চায়। জাবের, তুমি যেয়ে তার মালিককে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি আরয করলামঃ হুযূর, আমি তাঁর মালিককে চিনি না। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এটা তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, সে উটটি আমার আগে আগে দ্রুত গতিতে চলল এবং আমাকে তার মালিকের কাছে পৌঁছে দিল। আমি মালিককে নিয়ে এলাম। হযরত জাবের বর্ণনা করেন, 'যাতুর-রিকার' যুদ্ধ ছিল আসলে আশ্চর্য অনেক আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীতে পূর্ণ।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে জেহাদের জন্যে রওয়ানা হলে আমার উট ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং আমাকেও ক্লান্ত করে দিল। হুযূর (সাঃ) আমার কাছে এলেন এবং

জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমার অবস্থা কি? আমি বললাম ঃ আমার উট অলস হয়ে গেছে এবং আমাকেও ক্লান্ত করে দিয়েছে। ফলে আমি পশ্চাতে থেকে যাচ্ছি। হুযূর (সাঃ) নিজের ঢাল দিয়ে উটকে মৃদু আঘাত করে বললেন ঃ এখন সওয়ার হয়ে যাও। এরপর অবস্থা এই দাঁড়াল যে, আমি সেই উটকে হুযূর (সাঃ)-এর অগ্রে চলে যাওয়া থেকে ফিরিয়ে রাখতাম।

ওয়াকেদী ও আবূ নয়ীম হযরত জাবের (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, আমরা যখন 'যাতুর-রিকার' যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম, তখন ওলবা ইবনে যিয়াদ হারেসী তিনটি উট পাখীর ডিম নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এল। সে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এই ডিমগুলো উটপাখীর বাসায় পেয়েছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ জাবের, ডিমগুলো নিয়ে রান্না কর। আমি সেগুলো পাকিয়ে একটি বড় পেয়ালায় করে নিয়ে এলাম। আমি রুটি খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ রুটি ছাড়াই ডিমগুলো খাওয়া শুরু করলেন। তাঁরা তৃপ্ত হয়ে খাওয়ার পর ডিম তেমনি রয়ে গেল, যেমন পূর্বে ছিল। এরপর সেই ডিম সাহাবীগণ সকলেই খেলেন এবং আমরা পরিতৃপ্ত অবস্থায় জেহাদের জন্যে রওয়ানা হলাম।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত জাবের (রাঃ) বলেন ঃ আমরা 'বনী-আনমার' যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে গেলাম। তিনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন ঃ তাঁর অবস্থা কি? আল্লাহ ওর গর্দান মারুন। কথাটি সে ব্যক্তি শুনল। সে আরজ করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহর পথে আমার গর্দান মারা হোক। হুযূর বললেন ঃ জ্বি, হাঁ, আল্লাহর পথে। পরে লোকটি বাস্তবিকই শহীদ হয়ে গেল।

যাতুর-রিকা যুদ্ধকেই বনী আনমার যুদ্ধ বলা হয়।

খন্দক যুদ্ধ

বায়হাকী হযরত কাতাদাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, খন্দক যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আজকের পরে মুশরিকরা তোমাদের সাথে কখনও নিয়মিত ও আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করবে না। সেমতে কোরায়শরা এর পরে মুসলমানদের উপর আর কোন আগ্রাসী যুদ্ধ করতে পারেনি।

বোখারী ও মুসলিম সোলায়মান সরদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, খন্দক যুদ্ধে মুশরিক বাহিনী মোকাবিলা করে প্রত্যাবর্তন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখন আমরা তাদের সাথে জেহাদ করব। ওরা আমাদের উপর চড়াও হতে পারবে না; বরং আমরাই তাদের দিকে যাব।

বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ খন্দক যুদ্ধে পরিখা খননকালে একটি বৃহৎ পাথর নির্গত হল। ছাহাবায়ে কেরাম নবী করীম

(সাঃ)-এর কাছে এসে আরজ করলেনঃ পরিখায় একটি কঠিনতম পাথর নির্গত হয়েছে; ফলে আমাদের কোদাল অকেজো হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পাথরের কিছু হচ্ছে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমি পরিখায় নামছি। অতঃপর তিনি দাঁড়ালেন। ক্ষুধার কারণে তাঁর পেটে একটি পাথর বাঁধা ছিল। আমরা সকলে তিন দিন যাবত অভুক্ত ছিলাম। হুযূর (সাঃ) কোদাল হাতে নিলেন এবং পাথরে সজোরে আঘাত করলেন। পাথরটি ভেঙ্গে বালুকার স্তূপের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমাকে গৃহে যাওয়ার অনুমতি দিন। তিনি অনুমতি দিলেন। আমি গৃহে এসে স্ত্রীকে বললাম ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)- কে ক্ষুধাকাতর দেখে সহ্য করতে পারলাম না, তাই গৃহে চলে এলাম। তোমার কাছে কোন খাদ্যদ্রব্য আছে কি? স্ত্রী বলল ঃ আমার কাছে যব আছে, আর আছে একটি ছাগলছানা। আমি ছাগলছানাটি যবেহ করলাম এবং স্ত্রী যব পিষল। অবশেষে আমরা গোশত হাঁড়িতে চড়িয়ে দিলাম।

অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে আরজ করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার গৃহে যৎসামান্য খাদ্য আছে। আপনি আরও একজন দু'জনকে নিয়ে চলুন। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ খাদ্য কি পরিমাণ আছে? আমি পরিমাণ বললে তিনি বললেন ঃ অনেক আছে, ভাল, খুব ভাল। তিনি আরও বললেনঃ তোমার স্ত্রীকে বলে দাও, আমি না আসা পর্যন্ত যেন উনুন থেকে হাঁড়ি না নামায় এবং চুল্লি থেকে রুটি বের না করে। অতঃপর তিনি সাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ চল। সকল মুহাজির ও আনসার দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত জাবের গৃহে এসে স্ত্রীকে বললেন ঃ ওগো শুনেছ, হুযূর (সাঃ) সকল মুহাজির ও আনসার এবং তাদের সঙ্গী সাথী সকল ক্ষুধাকাতর মানুষকে নিয়ে এসে গেছেন। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হুযূর কি আপনাকে খাদ্যের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন? আমি বললামঃ হাঁ।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে বললেনঃ ভিতরে এস, ভিড় করো না। তিনি নিজ হাতে রুটির টুকরা করে তাতে গোশত রাখতে লাগলেন। তিনি যখন রুটি ও গোশত নিতেন, তখন সাথে সাথে চুল্লী ও হাঁড়ি ঢেকে দিতেন। অতঃপর রুটির টুকরা ও গোশত সাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে পরিবেশন করতেন। তিনি এমনিভাবে রুটি ভাঙতে এবং গোশত দিতে লাগলেন। অবশেষে সকলেই তৃপ্ত হয়ে গেল এবং রুটি ও গোশত বেঁচে গেল। তিনি আমার স্ত্রীকে বললেনঃ তুমি খাও এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে হাদিয়া দাও। তারাও সম্ভবতঃ ক্ষুধার্ত।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এই মেহমানদের সংখ্যা এক হাজার বর্ণিত আছে।

ওয়াকেদী ও ইবনে আসাকির আবদুল্লাহ ইবনে মুগীস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, উম্মে আমের নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যে একটি বড় থালা প্রেরণ করলেন, যাতে খেজুর, ঘি ও পনির দ্বারা প্রস্তুত করা খাদ্য ছিল। তিনি তখন স্বীয় তাঁবুতে

হযরত উম্মে সালামার (রাঃ) কাছে ছিলেন। এ খাদ্য থেকে উম্মে সালামা নিজ প্রয়োজন মোতাবেক আহার করলেন। অবশিষ্ট খাদ্য নিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁবুর বাইরে এলেন। তাঁর ঘোষক সকলকে রাতের বেলায় আহারের দাওয়াত দিল। সে মতে এই খাদ্য থেকে খন্দকের সকল যোদ্ধা আহার করলেন। এরপরও খাদ্য তেমনি অবশিষ্ট রয়ে গেল।

আবু ইয়ালা ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে হযরত আবু রাফে (রাঃ) বলেন ঃ খন্দক যুদ্ধের দিন একটি পাত্রে করে ভাজা করা একটি ছাগল নিয়ে আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এলাম। তিনি বললেন ঃ আবু রাফে, আমাকে এই ছাগলের একটি বাহু দাও। আমি দিলাম। তিনি আবার বললেনঃ আমাকে বাহু দাও। আমি অপর বাহুটি দিয়ে দিলাম। তিনি আবার বললেন ঃ আমাকে বাহু দাও। আমি আরজ করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, ছাগলের তো দুটি বাহুই হয়। তিনি বললেনঃ যদি তুমি কিছুক্ষণ চুপ থাকতে তবে আমার চাওয়া বাহু দিতে সক্ষম হতে।

মু'জাম গ্রন্থে আবুল কাসেম বগভী মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম থেকে রেওয়ায়েত করেন , তিনি বলেনঃ খন্দক যুদ্ধে আমরা নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। পরিখার প্রাচীর আলী ইবনে হাকামের ভাইয়ের পায়ের উপর পড়ে গেলে তার পায়ে জখম হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বিসমিল্লাহ্ বলে আপন পবিত্র হাত তার পায়ে দিলেন। ফলে পা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে যায়।

আবূ নয়ীম হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, খন্দক যুদ্ধের দিন নবী করীম (সাঃ) কোদাল হাতে নিয়ে একবার সজোরে আঘাত করলেন এবং বললেন ঃ এটা সেই আঘাত, যার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা রোমের ধনভান্ডার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। এরপর দ্বিতীয় আঘাত করে বললেন ঃ এটা সেই আঘাত, যার দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা পারস্যের রত্নভান্ডার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দিবেন। এরপর তৃতীয় আঘাত করে বললেন ঃ এটা সেই আঘাত, যার দ্বারা ইয়ামনবাসীদেরকে আমার মদদগার করে আনবেন।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত সালমান (রাঃ) বলেন ঃ আমি পরিখার একদিকে কোদালের একটি আঘাত করলাম। নবী করীম (সাঃ) আমার দিকে মুখ ফিরালেন। তিনি যখন দেখলেন, আমি সংকীর্ণ জায়গায় কোদালের আঘাত করে যাচ্ছি, তখন নিজেই পরিখায় নেমে পড়লেন। আমার হাত থেকে কোদাল নিয়ে তিনি একটি আঘাত করলেন। কোদালের নিচে বিদ্যুতের মত চমক সৃষ্টি হল। তিনি আবার সর্বশক্তি দিয়ে দ্বিতীয় আঘাত হানলেন। আবার কোদালের নিচে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। এরপর তৃতীয় আঘাত হানলেন। এবারও কোদালের নিচে চমক সৃষ্টি হল। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এই চমক সৃষ্টি হচ্ছে কেন? তিনি

বললেন ঃ প্রথম চমক দ্বারা আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এয়ামনের উপর বিজয় দান করবেন। দ্বিতীয় চমক দ্বারা আমাকে মুলকে-শাম সহ্ পশ্চিমা দুনিয়ার উপর বিজয় দিবেন এবং তৃতীয় চমক দ্বারা প্রাচ্যের উপর বিজয় দিবেন।

ইবনে ইসহাক বলেনঃ আমার কাছে নির্ভরযোগ্য এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন যে, হ্যরত ওমর ও হ্যরত ওসমান (রাঃ)-এর আমলে এবং তাঁদের পরে হ্যরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলতেনঃ তোমরা যা চাও, জয় করে নাও। সেই সত্তার কসম, যাঁর কব্জায় আমার প্রাণ, যে শহরই তোমরা জয় করেছ এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত শহর জয় করবে, সবগুলোর চাবি আল্লাহ তায়ালা নবী করীম (সাঃ)- কে দান করেছেন।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হ্যরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন ঃ পরিখার এক অংশে আমাদের সামনে একটি কঠিনতম পাথর পড়ল, যার উপর কোদাল কোন কাজ করছিল না। আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে অবগত করলে তিনি পাথরটি পরিদর্শন করলেন। অতঃপর কোদাল হাতে নিলেন এবং বিসমিল্লাহ বলে একটি আঘাত করলেন। ফলে এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেনঃ আল্লাহু আকবার, আমাকে সমগ্র শামের চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি শামের লাল রাজপ্রাসাদ দেখতে পাচ্ছি।

অতঃপর তিনি দ্বিতীয় আঘাত করলেন। এতে পাথরের আর এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেনঃ আল্লাহু আকবার, আমাকে পারস্যের চাবি দান করা হয়েছে। আমি মাদায়েনের শ্বেত প্রাসাদ প্রত্যক্ষ করছি। এরপর তিনি পাথরে তৃতীয় আঘাত করলেন। এতে পাথরের অবশিষ্টাংশও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। তিনি এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহু আকবার, আমাকে ইয়ামনের চাবি দান করা হয়েছে। আল্লাহর কসম, এক্ষণে আমি এখান থেকেই সানআর দ্বারসমূহ প্রত্যক্ষ করছি।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হ্যরত আমর ইবনে আওফ মুযনী বলেন ঃ পরিখা খননকালে আমাদের সামনে একটি সাদা চতুষ্কোণ পাথর দৃষ্টিগোচর হয়। সেটি আমাদের লোহার যন্ত্রপাতি ভেঙ্গে দিল এবং পাথরটি ভাঙ্গা খুবই কঠিন হয়ে গেল। নবী করীম (সাঃ)-কে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি হ্যরত সালমান (রাঃ)-এর হাত থেকে কোদাল নিলেন এবং এক আঘাতেই পাথরটি ভেঙ্গে দিলেন। পাথরের ভিতর থেকে বিদ্যুৎ চমক উঠল। ফলে মদীনার উভয় প্রান্তে অবস্থিত সকল বস্তু আলোকময় হয়ে গেল। অন্ধকার রাতের মধ্যে যেন প্রদীপ জ্বলে উঠল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহু আকবার বললেন ঃ এরপর দ্বিতীয় আঘাত হানলেন, ফলে পাথরটি আরও ভেঙ্গে গেল।

এবারও এমন চমক সৃষ্টি হল, যাতে মদীনার সকল ঘর বাড়ী আলোকিত হয়ে গেল। রসূল (সাঃ) তকবীর বললেন। এরপর তিনি তৃতীয় বার আঘাত করলেন।

ফলে পাথরটি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। এবারও বিদ্যুৎ চমকে উঠল এবং মদীনার সকল বস্তুকে আলোকিত করে দিল। তিনি আবার তকবীর বললেন। আমরা আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিটি আঘাতে বিদ্যুতের মত চমক সৃষ্টি হল এবং আপনি তকবীর বললেন। এর কারণ কি?

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ প্রথম আঘাতে আমার দৃষ্টিতে হীরার রাজপ্রাসাদ এবং পারস্য রাজের শহর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠে। জিবরাঈল এসে আমাকে বললেন যে, আমার উম্মত এগুলো করতলগত করবে। দ্বিতীয় আঘাতে আমার সামনে রোমের লাল প্রাসাদগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠে। জিবরাঈল বললেন, আমার উম্মত এগুলোও দখল করবে। তৃতীয় আঘাতে আমার সামনে সানআর প্রাসাদগুলো দৃশ্যমান হয়ে যায়। জিবরাঈল বললেন ঃ আপনার উম্মত এগুলোও জয় করবে। তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর।

এ কথা শুনে মুনাফিকরা বলল ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) তো মদীনায় বসে হীরা ও মাদায়েন প্রত্যক্ষ করা এবং এগুলো জয় করার স্বপ্ন দেখছেন; অথচ তোমরা কোরায়শদের ভয়ে পরিখা খনন করছ। সামনাসামনি যুদ্ধ করার শক্তি তোমাদের নেই। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

وَاِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اِلَّا غُرُوْرًا

ঃ স্মরণ কর, যখন মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা বলছিল ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে যত ওয়াদা দিয়েছেন, সবই প্রতারণাপূর্ণ। (সূরা আহযাব)

আবূ নয়ীম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, খন্দক যুদ্ধের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের হাতের কোদাল দিয়ে একটি আঘাত করেন। এতে একটি বিদ্যুৎ চমকে উঠে এবং ইয়ামনের দিক থেকে আলো প্রকাশ পায়। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় আঘাত করেন। এতে পারস্যের দিক থেকে একটি আলো আত্মপ্রকাশ করে। অতঃপর তিনি তৃতীয় আঘাত করেন। এতে রোমের দিক থেকে আলো ফুটে উঠে। এ দৃশ্য দেখে হযরত সালমান (রাঃ) বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। নবী করীম (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি দেখেছ? তিনি আরজ করলেনঃ হাঁ। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আমার সামনে মাদায়েন আলোকময় হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা এখানে আমাকে ইয়ামন, রোম ও পারস্য বিজিত হওয়ার সুসংবাদ দান করেছেন।

আবূ নয়ীম হযরত সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সাথে পরিখার যুদ্ধে ছিলাম। পরিখা খনন করা হচ্ছিল, এমন সময় একটি পাথর বের হল। হুযূর (সাঃ) মুচকি হাসলেন। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি হাসলেন কেন? তিনি বললেন ঃ সেই লোকদের কারণে, যাদেরকে প্রাচ্য থেকে বন্দী করে আনা হবে। তাদেরকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যেতে চাওয়া হবে, কিন্তু তারা সেটা পছন্দ করবে না।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত নোমান ইবনে বশীর (রাঃ)-এর ভগিনী বলেন ঃ আমার মা আমার কাপড়ের আঁচলে কিছু খেজুর দিয়ে আমাকে আমার পিতা ও মামার কাছে পাঠালেন। তারা পরিখা খননে রত ছিলেন। আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ দিয়ে গেলে তিনি আমাকে ডাক দিলেন। আমি তাঁর কাছে এলে তিনি খেজুরগুলো আমার হাত থেকে নিয়ে নিলেন। এতে তাঁর হাত ভরল না। তিনি মাটিতে একটি কাপড় বিছিয়ে খেজুরগুলো তাতে ছড়িয়ে দিলেন। কাপড়ের চতুর্দিকেই খেজুর পতিত হল। অতঃপর তিনি পরিখার সকলকে একত্র হতে বললেন ঃ তারা সমবেত হয়ে খেজুর খেল। তখনও কাপড়ের কোণায় কোণায় খেজুর পতিত হচ্ছিল।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মুগীরা বংশের এক ব্যক্তি বলল ঃ আমি মোহাম্মদকে হত্যা করব। এরূপ সংকল্প ব্যক্ত করে সে ঘোড়ার পিঠে বসে পরিখায় লাফিয়ে পড়ল। ফলে তার ঘাড় ভেঙ্গে গেল। তার পরিবারের লোকেরা বললঃ মোহাম্মদ! একে আমাদের হাতে অর্পণ করুন। আমরা তাকে দাফন করব। এর মুক্তিপণ শোধ করে দিব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বাদ দাও একে। সে পাপিষ্ঠ এবং তার মুক্তিপণও হবে ঘৃণ্য।

বায়হাকী হযরত কাতাদা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, আল্লাহ্ তায়ালা সূরা বাকারার আয়াতে বলেন, তোমরা কি মনে কর, তোমাদের পূর্ববর্তীরা যে সকল কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রম করেছে, সেগুলো অতিক্রম না করেই তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? তারা এমন এমন সংকট ও দুঃসহ অবস্থার মোকাবিলা করেছে এবং এমন এমন ঝাঁকানি খেয়েছে। সেমতে মুসলমানরা যখন দলে দলে কাফের বাহিনীকে আসতে দেখল, তখন বলল ঃ এটাই সেই পরিস্থিতি, যার মোকাবিলা করার ওয়াদা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল দিয়েছেন।

বোখারী ও মুসলিম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন- ভোরের বায়ু দ্বারা আমাদেরকে মদদ যোগানো হয়েছে, আর বৈকালিক ঝঞ্ঝা দ্বারা আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا (অতঃপর আমি প্রেরণ করলাম তাদের উপর বায়ু) এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বায়হাকী মুজাহিদ থেকে রেওয়ায়েত করেন, এর অর্থ ভোরের বায়ু, যা খন্দক যুদ্ধে কাফের দলসমূহের উপর প্রেরণ করা হয়েছিল। এই বায়ু এত প্রচণ্ড ছিল যে, কাফেরদের হাঁড়ি পাতিল সব উপুড় করে দেয় এবং ওদের তাবু উপড়ে ফেলে। ফলে তাদেরকে সে স্থান পরিত্যাগ করতে হয়। جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا (এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদেরকে তোমরা দেখতে না।) এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ এই অদৃষ্টিগ্রাহ্য বাহিনী ছিল ফেরেশতাদের; কিন্তু সেদিন তারা যুদ্ধ করেনি।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেনঃ খন্দক যুদ্ধের রাতে ভীষণ ঝঞ্ঝা এবং প্রবল শীত ছিল। আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে কাফের বাহিনীর খবর নেয়ার জন্যে বাইরে যাবে ? যে এ কাজ করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার সঙ্গে থাকবে। আমাদের মধ্যে কেউ তাঁর এ কথায় সাড়া দিল না। তিনি দ্বিতীয় বার এবং তৃতীয় বারও এ কথা বললেন ঃ এরপর তিনি বললেন ঃ হুযায়ফা, তুমি যেয়ে লোকদের খবর নিয়ে এস। সেমতে আমি গেলাম এবং এমন পরিবেশে গেলাম যেন গরম হাম্মামের ভিতর দিয়ে পথ চলছি। এমনি অবস্থায় ফিরে এলাম। যখন আমার কাজ সমাপ্ত হয়ে গেল তখন পুনরায় শৈত্য অনুভব করলাম।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে , হযরত হুযায়ফা (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার বলার পর প্রচণ্ড শীতের কারণে আমি যেতে উদ্যত হইনি, কিন্তু আপনার প্রতি লজ্জার কারণে .....। তিনি বললেন ঃ তুমি যাও, গরম শৈত্য কোন কিছুই তোমাকে কষ্ট দিবে না যে পর্যন্ত আমার কাছে ফিরে না আস।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেন ঃ আমি যেতে উদ্যত হলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন, ঃ কাফের বাহিনীর মধ্যে কোন নতুন খবর আত্মপ্রকাশ করবে। তুমি সে সংবাদ নিয়ে এস। হুযায়ফা বলেনঃ আমার ভয় ও শৈত্য অন্যের তুলনায় বেশী অনুভূত হত। তবুও আমি চললাম। হুযূর দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান, বাম, উপর, নিচ- চতুর্দিক থেকে তার হেফাযত কর। এই দোয়ার ফলে আল্লাহ তায়ালা আমার মন থেকে ভয় ও শৈত্য মুছে ফেললেন। আমি এর কিছুই অনুভব করলাম না। আমি কাফের লশকরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। আমি তাদেরকে পরস্পর বলাবলি করতে শুনলাম- এখান থেকে চল, এখান থেকে চল। এখানে তোমাদের অবস্থানের ঠিকানা নেই। দেখলাম ঘূর্ণীবায়ুর ধ্বংসকারীতা তাদের লশকরের মধ্যেই সীমিত ছিল, সেখান থেকে এক গজও বাইরে ছিল না। আমি তাদের উটের গদি এবং ফরশের মধ্যে পাথরের আওয়াজ শুনছিলাম। বায়ু

পাথর উড়িয়ে নিয়ে তাদেরকে আঘাত করছিল। এরপর আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম। অর্ধেক পথে পৌঁছার পর পাগড়ী পরিহিত বিশ জন অশ্বারোহীর দেখা পেলাম। তারা আমাকে বললেনঃ তোমার নবীকে যেয়ে বল, শত্রুপক্ষকে আল্লাহ তায়ালা পর্যুদস্ত করেছেন। আমি তৎক্ষণাৎঃ ফিরে এলাম। ফিরে আসার সাথে সাথে প্রবল শীত আমাকে জড়িয়ে ধরল এবং আমি কাঁপতে লাগলাম। এ স্থলে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন ঃ

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا الاية (٣٢-٩)

মুমিনগণ, আল্লাহর! সেই নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর বিপুল সৈন্য ধেয়ে এল, অতঃপর আমি তাদের উপর প্রেরণ করলাম ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন এক সেনাদল, যাদেরকে তোমরা চোখে দেখতে না।

বায়হাকীর এক রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফার (রাঃ) বর্ণনায় আরও সংযোজিত হয়েছে , কাফেররা ভীষণ ঝঞ্ঝা বায়ুর দাপটে পড়ে সেখান থেকে সরে যেতে বাধ্য হলো। তাদের সাজসরঞ্জামেরও ভীষণ ক্ষতি হল।

হযরত হুযায়ফা (রাঃ) আরও বর্ণনা করেন, নবী করীম (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি যাবে কি না? আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, কাফেররা আমাকে হত্যা করবে, এ ভয় আমার নেই। তবে তাদের হাতে বন্দী হওয়ার আশংকা আছে। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তুমি কখনও বন্দী হবে না।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবীআওফা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাফের বাহিনীর জন্যে এই বলে বদদোয়া করলেনঃ পরওয়ারদেগার! তুমিই কিতাব অবতরণকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী, কাফের বাহিনীকে পরাস্ত কর এবং তাদেরকে কম্পমান করে দাও।

ইবনে সা'দ ইবনে জুবায়র (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন , খন্দক যুদ্ধের দিন জিবরাঈল ঝঞ্ঝা বায়ু নিয়ে আগমন করলেন। নবী করীম (সাঃ) জিবরাইল কে দেখে তিনবার বললেন ঃ সুসংবাদ, আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উপর ঝঞ্ঝা বায়ু চাপিয়ে দিয়েছেন। এই বায়ু তাদের তাঁবুসমূহকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, তাদের হাঁড়িপাতিল উল্টে দিয়েছে, উটের গদি ভূলুণ্ঠিত করেছে এবং তাঁবুর পেরেক ভেঙ্গে দিয়েছে। ফলে তারা কেউ কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে উর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করেছে। আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করলেন ঃ স্মরণ কর যখন তোমাদের দিকে বিপুল সংখ্যক সৈন্য ধেয়ে এল, অতঃপর আমি তাদের উপর ঝঞ্ঝা বায়ু নাযিল করলাম এবং এমন বাহিনী প্রেরণ করলাম, যাদেরকে তোমরা চোখে দেখতে না।

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে মুসাইয়্যেব থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলে আকরাম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম খন্দক যুদ্ধে পনের দিন পর্যন্ত অবরুদ্ধ থেকে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হন। এক পর্যায়ে হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন যে, পরওয়ারদেগার, আমি তোমাকে তোমার অঙ্গীকার-ওয়াদার কসম দিচ্ছি, কাফেররা যে পরিকল্পনা নিয়ে সমবেত হয়েছে, যদি তাই বাস্তবায়িত হয়, তবে তোমার এবাদত করার মত কেউ থাকবে না। ইবনে সা'দ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলে করীম (সাঃ) মসজিদে আহযাবে সোম, মঙ্গল ও বুধবারে দোয়া করলেন, বুধবারে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ে দোয়া কবুল হল। আমরা তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে সুসংবাদের প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করলাম। হযরত জাবের বর্ণনা করেন, আমি কোন দুঃখজনক বিষয়ের সম্মুখীন হইনি; কিন্তু আমি সময় তালাশ করে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে দোয়া করলাম। দোয়া কবুল হওয়া কি, তা আমি জানি।

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন, কাফের সরদার আমর ইবনে আবদে বুদ খন্দকের দিন ঘোষণা করতে লাগলঃ আমার সাথে মোকাবিলা করতে কেউ আসবে কি? হযরত আলী (রাঃ) গর্জে উঠে বললেনঃ আমি যাচ্ছি তার মোকাবিলায়। নবী করীম (সাঃ) হযরত আলীকে নিজে তরবারি দান করলেন। অতঃপর তাঁর মাথায় পাগড়ী বেঁধে বললেনঃ পরওয়ারদেগার! তাকে সাহায্য দ্বারা ভূষিত কর। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) অগ্রসর হলেন। দুজনই পরস্পরে কাছাকাছি এল এবং উভয়ের মধ্যে ধুলা উত্থিত হল। হযরত আলী (রাঃ) তরবারির এক আঘাতে প্রতিপক্ষকে হত্যা করলেন। তার সঙ্গীরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গেল।

ইমাম তাহাভী রেওয়ায়েত করেন, একদিন নবী করীম (সাঃ) খন্দক যুদ্ধের সময় ব্যস্ততার কারণে যথাসময়ে আছরের নামায আদায় করতে ব্যর্থ হন। ফলে সূর্য ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। আল্লাহ্ তায়ালা সূর্যকে থামিয়ে দিলেন এবং আছরের মাত্রায় ফিরিয়ে দিলেন। হুযূর (সাঃ) আছরের নামায পড়ে নিলেন। ইমাম নববী মুসলিমের টীকায় বলেন ঃ এই বর্ণনাটির বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

বনী-কুরায়যার যুদ্ধ

বোখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) খন্দক যুদ্ধ থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন, অস্ত্র খুলে ফেললেন এবং গোসল করলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ আপনি অস্ত্র খুলে ফেলেছেন। আমরা অস্ত্র খুলিনি। চলুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কোথায়? জিবরাঈল ইহুদী বনী-কুরায়যার দিকে ইশারা করে বললেন ঃ ওদিকে চলুন। সেমতে তিনি সেদিকে রওয়ানা হলেন।

বোখারী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেনঃ আমি সেই ধুলাবালি প্রত্যক্ষ করছিলাম, যা জিবরাঈলের ঘোড়ার পদাঘাতে বনী গনমের সড়কে উত্থিত হচ্ছিল। তখন নবী করীম (সাঃ) বনী কুরায়যার দিকে গমন করছিলেন।

বায়হাকী ও হাকেম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) আমার কাছে এলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি এসে আমাদেরকে সালাম করল। নবী করীম (সাঃ) হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তাঁর পিছনে যেয়ে দাঁড়ালাম। আমি দেহইয়া কলবীকে দেখতে পেলাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ ইনি জিবরাঈল (আঃ)। আমাকে বনী-কুরায়যার দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেনঃ আপনি অস্ত্র খুলে ফেলেছেন; কিন্তু আমরা এখনও খুলিনি। আমরা মুশরিকদের খোঁজে হামরাউল আসাদ পর্যন্ত গেছি। এ ঘটনা তখনকার, যখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) খন্দক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রওয়ানা হলেন। তাঁর এবং বনী কুরায়যার মাঝখানে বসার জায়গাগুলো পর্যন্ত তিনি গেলেন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তোমাদের কাছ দিয়ে কি কেউ গমন করেছে? তারা বললঃ আমাদের কাছ দিয়ে দেহইয়া কলবী সাদা খচ্চরে বসে গমন করেছেন। খচ্চরটির গদিতে রেশমী গদি ছিল। নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ তিনি দেহইয়া কলবী নন; তিনি জিবরাঈল (আঃ)। তাঁকে বনী- কুরায়যার দিকে পাঠানো হয়েছে, যাতে তাদের স্থানসমূহ কম্পমান করে দেন এবং তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দেন।

ইবনে সা'দ হুমায়দ ইবনে হেলাল (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) ও ইহুদী বনী কুরায়যার মধ্যে চুক্তি ছিল। খন্দক যুদ্ধের জন্যে কাফেরদের বাহিনী আগমন করলে বনী-কুরায়যা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং নবী করীম (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করে। আল্লাহ তায়ালা খন্দকে ঝঞ্ঝা বায়ু ও ফেরেশতাদের দল প্রেরণ করেন। ফলে মুশরিকরা পলায়ন করে এবং বনী-কুরায়যা নিজেদের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবীগণ যুদ্ধের হাতিয়ার খুলে ফেলেছিলেন। জিবরাঈল এসে বললেন ঃ আমি তো এখন পর্যন্ত হাতিয়ার খুলিনি। আপনি বনী কুরায়যার দিকে যান। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমার সৈন্যরা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। তাদেরকে কয়েকদিন সময় দিলে ভাল হত। জিবরাঈল বললেনঃ আপনি চলুন। আমি নিজের এই ঘোড়া তাদের দুর্গে দাখিল করে তাদেরকে প্রকম্পিত করে দিব। সে মতে জিবরাঈল ও তাঁর সঙ্গীয় ফেরেশতাগণ ফিরে চললেন। বনী-গনমের গলিসমূহে ধূলিকণা উড়তে দেখা গেল। খন্দকে হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর ধমনীতে তীর লেগেছিল। ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়ে পুনরায় শুরু হয়েছিল। তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলেন, বনী-কুরায়যার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে সান্ত্বনা লাভ না করা পর্যন্ত

যেন তাঁর মৃত্যু না হয়। মোট কথা, বনী-কুরায়যা তাদের দুর্গের মধ্যে অশেষ কষ্ট ভোগ করল। অবশেষে সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ)-এর ফয়সালার শর্তে তারা দুর্গ থেকে অবতরণ করল। হযরত সা'দ ফয়সালা দিলেন , তাদের মধ্যে যারা যোদ্ধা, তাদেরকে হত্যা করা হোক এবং তাদের সন্তান সন্ততিকে বন্দী করা হোক।

বায়হাকী, ইবনে সাকান ও আবূ নয়ীম ইবনে ইসহাকের তরিকায় হযরত আসেম ইবনে ওমর ইবনে কাতাদাহ্ বনী-কুরায়যার এক বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি থেকে রেওয়ায়েত করেন, ইবনুল বায়ান নামক এক ইহুদী সিরিয়া থেকে আমাদের কাছে আসে। তার চেয়ে ভাল মানুষ আমরা দেখিনি। বৃষ্টিপাত বন্ধ থাকলে আমরা তাকে দোয়ার জন্যে বলতাম। সে বলত, দোয়ার জন্যে বের হওয়ার পূর্বে সদকা-খয়রাত কর। আমরা তাই করতাম। সে আমাদেরকে হাররার ময়দান পর্যন্ত নিয়ে যেত। আমরা সেখান থেকে ফিরে আসার পূর্বেই সকল উপত্যকা ও নালা পানিতে ভরে যেত। এরূপ এক দু'বার হয়নি, কয়েকবার হয়েছে। মৃত্যুর সময় এলে সে বলল ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! মৃত্যু সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? মৃত্যু আমাকে আবাদ ভূমি থেকে ক্ষুধা ও অভাব-অনটনের জায়গায় বের করে দিয়েছে। আমরা বললাম ঃ এ বিষয়টি আপনিই উত্তমরূপে জানেন। কেননা, আপনি আমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী। সে বললঃ শুন, আমি আশা করছি একজন নবী আবির্ভূত হবেন, এ শহরটি হবে তাঁর হিজরত ভূমি। এই নবী রক্তপাত ঘটানোর জন্যে এবং সন্তানদেরকে বন্দী করার জন্যে প্রেরিত হবেন এ বিষয়টি তাঁর আনুগত্য করতে তোমাদের জন্যে যেন বাধা না হয়। তোমরা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় এই নবীর দিকে কখনও অগ্রাভিযান করবে না। এ কথা বলে ইবনুল-বায়ান প্রাণত্যাগ করল। বনী-কুরায়যাকে জয় করার রাতে এ ঘটনাটি সালাবা ইবনো সায়ীদ, ওসায়দ ইবনে সায়ীদ এবং আসাদ ইবনে ওবায়েদের ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়ে গেল।

ইবনে সা'দ ইয়াযীদ ইবনে রোমান ও আসেম ইবনে ওমর প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন , নবী করীম (সাঃ) যখন বনী কুরায়যার দুর্গে প্রবেশ করলেন, তখন কা'ব ইবনে আসাদ বলল ঃ হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা এই ব্যক্তির অনুসরণ কর। খোদার কসম, ইনি নবী। ইনি যে প্রেরিত নবী, এ কথা তোমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। ইনি সেই নবী, যাঁর কথা তোমরা তোমাদের কিতাবে পাও। ইহুদীরা বলল ঃ নিঃসন্দেহে ইনি সেই নবী। কিন্তু আমরা তওরাতের নির্দেশ ত্যাগ করব না।

ইবনে সা'দ ছালাবা ইবনে মালেক থেকে রেওয়ায়েত করেন, সালাবা ইবনে সায়ীদ ও আসাদ ইবনে ওবায়দ বললেন ঃ হে বনী-কুরায়যা! তোমরা ভালরূপেই জান যে, ইনি আল্লাহর রসূল। তাঁর গুণাবলী ও প্রশংসা আমাদের কিতাবে বিদ্যমান আছে। আমাদের আলেম এবং বনী নুযায়রের আলেমগণ আমাদেরকে এ বিষয়ে

অবহিত করেছেন। এই হুয়াই ইবনে আখতাব উপস্থিত রয়েছেন, যিনি ইহুদী আলেমগণের প্রথম কাতারের একজন। অন্য একজন ইহুদী আলেম ইবনুল বয়ান শ্রেষ্ঠতম সত্যভাষী আলেম। তিনি মৃত্যুর সময় নবী করীম (সাঃ)-এর গুণাবলী সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। বনী-কুরায়যা জবাবে বলল ঃ আমরা তওরাত পরিত্যাগ করব না। বনী-কুরায়যাকে ইসলাম গ্রহণে সম্মত হতে না দেখে তারা সে রাতেই দুর্গ থেকে বের হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। পরদিন সকালে বনী কুরায়যা আত্মসমর্পণ করে দুর্গ থেকে নিচে নেমে এল।

বোখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, খন্দক যুদ্ধে হযরত সা'দ ইবনে মুয়াযকে লক্ষ্য করে হাইয়ান ইবনে আরাফাহ্ একটি তীর নিক্ষেপ করে, যা তার ধমনীতে বিদ্ধ হয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সা'দের জন্যে মসজিদে একটি তাঁবু স্থাপন করে দেন। তিনি সেখানেই নিকট থেকে তাঁর কুশলাদি জেনে নিতেন। দীর্ঘ অবরোধের পর যখন বনী-কুরায়যা আত্মসমর্পণ করে দুর্গ থেকে অবতরণ করে, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সম্পর্কে ফয়ছালার ভার হযরত সা'দ ইবনে মুয়াযকে অর্পণ করেন। হযরত সা'দ বললেনঃ আমার ফয়সালা, বনী কুরায়যার মধ্যে যারা যুদ্ধ করতে সক্ষম, তাদেরকে হত্যা করা হোক, তাদের শিশু ও মহিলাদেরকে বন্দী করা হোক এবং তাদের ধন সম্পদ জব্দ করা হোক। অতঃপর হযরত সা'দ দোয়া করলেনঃ পরওয়ারদেগার! তুমি জান, তোমার রসূলের শত্রুদের বিরুদ্ধে জেহাদ অপেক্ষা কোন কিছু ই আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়।

পরওয়ারদেগার! আমি মনে করি, তুমি আমাদের ও তাদের মধ্যে লড়াই খতম করে দিয়েছ। এখন আমাদের ও কোরায়শদের মধ্যে যদি লড়াই বাকী থেকে থাকে, তবে তার জন্যে আমাকে জীবিত রাখ। আমি তোমার পথে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব। অন্যথায় আমার এই জখম তাজা করে দাও এবং এ জখমেই আমাকে মৃত্যু দান কর। শেষ পর্যন্ত তিনি সেই জখমের কারণেই ইন্তেকাল করেন।

বায়হাকী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, নবী করীম (সাঃ) হযরত সা'দ ইবনে মুয়ায (রাঃ) সম্পর্কে বললেন ঃ তাঁর জন্যে আল্লাহর আরশ নড়ে গেছে এবং তাঁর জানাযায় সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশ গ্রহণ করেছে।

বায়হাকী ইবনে ইসহাকের বরাতে হযরত মুয়ায ইবনে রেফাআ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমার সম্প্রদায়ের এক প্রিয়জন আমাকে অবগত করেছেন, জিবরাঈল রেশমী পাগড়ী পরিহিত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অর্ধ রাতে আগমন করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ঃ কার ইন্তেকাল হয়েছে, যার জন্যে

আকাশের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং আরশ গতিশীল হয়েছে? এ কথা শুনে হুযূর (সাঃ) দ্রুত গতিতে সা'দ ইবনে মুয়াযের কাছে এসে দেখলেন, তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

বায়হাকী হযরত হাসান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন , হযরত সা'দ (রাঃ)-এর রূহ যখন ঊর্ধ্ব জগতে নীত হতে থাকে, তখন আনন্দে আল্লাহর আরশ গতিশীল হয়ে যায়।

আবূ নয়ীম হযরত আশআস ইবনে ইসহাক (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, হযরত সা'দ (রাঃ) ভারী ও দীর্ঘদেহী ব্যক্তি ছিলেন। যখন তাঁর জানাযা বহন করা হল, তখন জনৈক মুনাফিক বলতে লাগল ঃ আজকের মত এত হাল্কা পাতলা জানাযা আমরা বহন করিনি। নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ সাদ ইবনে মুয়াযের জানাযায় এমন সত্তর হাজার ফেরেশতা অংশগ্রহণ করেছিল, যারা কখনও পৃথিবীতে পা রাখেনি। অন্য এক রেওয়ায়েতে তিনি বলেন ঃ তার জানাযা হাল্কা হবে না কেন, এমন ফেরেশতারাও তোমাদের সাথে জানাযা বহন করেছিল, যারা ইতিপূর্বে কখনও নিচে অবতরণ করেনি।

ইবনে সা'দ হযরত মোহাম্মদ ইবনে শোরাহবিল (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, এক ব্যক্তি সেদিন হযরত সা'দের কবর থেকে এক মুষ্টি মাটি সঙ্গে নিয়ে যায়। এরপর অন্য সময় সে এ মাটি মেশকের অনুরূপ পায়। নবী করীম (সাঃ) এ জন্যে 'সোবহানাল্লাহ! সোবহানাল্লাহ'!! বললেন ঃ এরপর তিনি আলহামদু লিল্লাহ বলে এরশাদ করলেন ঃ যদি কবরের পাকড়াও থেকে কেউ মুক্তি পেত, তবে সা'দই পেত। তাকে কবর একবার মাত্র চাপ দিয়েছে। এরপর আল্লাহ তায়ালা তা দূর করে দিয়েছেন।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে সায়ীদ ইবনে খুদরী (রাঃ) বলেন ঃ আমিও হযরত সা'দ ইবনে মুয়াযের কবর খননকারীদের মধ্যে শরীক ছিলাম। আমরা যখন মাটি খনন করছিলাম, তখন মাটি থেকে মেশকের সুঘ্রাণ ভেসে আসছিল।

আবু রাফে'র হত্যা

বোখারী হযরত বারা ইবনে আযেব (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, আবদুল্লাহ ইবনে আতীক যখন দুরাচারী আবু রাফেকে হত্যা করে তার গৃহের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছিলেন, তখন মাটিতে পড়ে যান। ফলে তাঁর গোছার হাড্ডি ভেঙ্গে যায়। তিনি বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) -কে এ কথা বললাম। তিনি বললেন ঃ পা ছড়াও। আমি পা ছড়িয়ে দিলাম। তিনি নিজের পবিত্র হাত আমার পায়ের উপর বুলালেন। আমার মনে হল যেন কোন ব্যথাই লাগেনি।

সুফিয়ান ইবনে নবীহ্ হুযালীর হত্যা

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম আবদুল্লাহ ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) আমাকে ডাকলেন এবং বললেন ঃ আমি সংবাদ পেয়েছি, সুফিয়ান ইবনে নবীহ্ আমার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে সেনাদল একত্র করছে। এক্ষণে সে নখলায় কিংবা আরনায় অবস্থান করছে। তুমি যেয়ে তাকে হত্যা কর। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! কোন চিহ্ন বলুন, যাতে তাকে চিনতে পারি। তিনি বললেন ঃ চিহ্ন , সে তোমাকে দেখে কাঁপতে থাকবে।

সেমতে আমি গেলাম। যখন তাকে দেখলাম, তখন তার সে অবস্থাই ছিল! যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) বর্ণনা করেছিলেন। সে অবিরাম কাঁপতে ছিল। আমি তার সঙ্গে কিছুদূর গেলাম। যখন সুযোগ পেয়ে গেলাম, তখন তরবারি দিয়ে হামলা করলাম এবং তার দফা রফা করে দিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ফিরে এলে তিনি বললেনঃ افلح الوجه অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সফলকাম করুন। আমি আরজ করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আমি তাকে হত্যা করেছি। তিনি বললেনঃ তুমি সত্য বলেছ। অতঃপর তিনি আমাকে একটি লাঠি দান করলেন এবং বললেনঃ এটি রাখ। আমি আরয করলামঃ এটি আমাকে কেন দিলেন? তিনি এরশাদ করলেনঃ কেয়ামতের দিন এ লাঠি তোমার ও আমার মধ্যে একটি নিদর্শন হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আনাস (রাঃ) লাঠিটি তাঁর তলোয়ারের সাথে সযত্নে রেখে দেন। ইন্তেকালের পর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী লাঠিটি তার কাফনের সাথে রেখে দেওয়া হয়।

বনী মুস্তালিক যুদ্ধ

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে ওয়াকেদী বলেন ঃ আমার কাছে সায়ীদ ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবিল আবইয়ান তার পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদী (যিনি হযরত জুয়াইরিয়া [রাঃ]-এর বাঁদী ছিলেন) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, আমাদের মোকাবিলা করার জন্যে রসূলে করীম (সাঃ) আগমন করলেন। আমরা মুরাইসীতে ছিলাম। আমার পিতা বলছিলেন, বিপক্ষের কাছে এত সৈন্য সামন্ত আছে, যার মোকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। হযরত জুয়াইরিয়া বলেন ঃ আমি এত লোকজন, ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র দেখছিলাম, যাদের সংখ্যা বর্ণনা করা সম্ভব নয়। আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। নবী করীম (সাঃ) আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিলেন। আমরা যখন মদীনায় ফিরে এলাম, তখন মুসলমানদের সেই সংখ্যা দৃষ্টিগোচর হল না, যা আমি পূর্বে দেখেছিলাম। তখন আমি বুঝতে পারলাম, এটা আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে ত্রাস সৃষ্টি করার কার্যক্রম ছিল। মুশরিকদের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে

মন্তব্য করছিলেন– আমরা এমন শ্বেতকায় ব্যক্তিবর্গকে বিচিত্র রঙের ঘোড়ায় সওয়ার দেখছিলাম, যাদেরকে ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি।

বায়হাকী হযরত জুয়াইরিয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমনের তিন রাত পূর্বে আমি স্বপ্নে দেখলাম, চাঁদ মদীনা থেকে অগ্রসর হয়ে আমার কক্ষে প্রবেশ করেছে। এ স্বপ্ন আমি কারও কাছে প্রকাশ করিনি। অবশেষে হুযূর (সাঃ) আগমন করলেন। যখন আমাদেরকে বন্দী করা হল, তখন আমি আমার স্বপ্নের প্রত্যাশা করলাম। হুযূর (সাঃ) আমাকে মুক্ত করে বিয়ে করে নিলেন।

মুসলিম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলাল্লাহ (সাঃ) সফর থেকে ফেরার পথে যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন প্রবল বাতাস চলতে থাকে। বাতাসের তোড়ে সওয়াররা ভূলুণ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হয়। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই প্রবল বাতাস মুনাফিকের মৃত্যুর কারণে প্রেরিত হয়েছে। আমরা মদীনা পৌঁছে দেখলাম এক মুনাফিক নেতা মরে গেছে।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে এ ঘটনায় বনী-মুস্তালিক যুদ্ধের উল্লেখ আছে। আরও আছে যে, দিনের শেষ ভাগে এই বাতাস থেমে যায়। লোকেরা নিজ নিজ উট একত্রিত করে নেয়। রসূলুল্লাহ (সাঃ) -এর উট হারিয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম উটের তালাশে দৌড় দিলেন।

জনৈক মুনাফিক আনসারগণের মজলিসে মন্তব্য করলঃ আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে তাঁর উটের জায়গা বলে দেন না কেন? অথচ মোহাম্মদ তো উটের চেয়ে অনেক বড় বড় কথা আমাদের কাছে বর্ণনা করেন। এ কথা বলে মুনাফিক রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা শুনার জন্যে তাঁর কাছে চলে গেল, কিন্তু তার সেখানে পৌঁছার পূর্বেই আল্লাহ তায়ালা তার মন্তব্য রসূলাল্লাহ (সাঃ)-এর গোচরীভূত করে দিলেন। সেমতে তিনি মুনাফিককে শুনিয়ে বললেন ঃ জনৈক মুনাফিক উপহাস করে বলেছে, আল্লাহ তায়ালা তার রসূলকে হারানো উটের সন্ধান বলে দিবেন না? তোমরা শুন, আল্লাহ পাক আমাকে উটের জায়গা বলে দিয়েছেন। মনে রাখবে, গায়েবী বিষয়াদি আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আমার উষ্ট্রী সম্মুখের মাঠটিতে আছে। সেখানে একটি বৃক্ষের সাথে তার নাকারশি জড়িয়ে গেছে। সাহাবায়ে কেরাম সেখানে যেয়ে উটনীটি নিয়ে এলেন। অতঃপর মুনাফিক দ্রুতগতিতে আনছারগণের পূর্বোক্ত মজলিসের দিকে গেল। মজলিস তখনও অব্যাহত ছিল এবং সেখান থেকে কেউ প্রস্থান করেনি। মুনাফিক বলল ঃ আমি আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের কেউ কি আমার মন্তব্য রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলে দিয়েছেন? আনসারগণ বললেন ঃ হায় আল্লাহ! আমাদের কেউ তো তাঁর কাছে যায়নি এমনকি এখন পর্যন্ত কেউ এ মজলিসও ত্যাগ করেনি। মুনাফিক

বলল ঃ আমি তো তাঁর পবিত্র মুখ থেকে সেই কথা শুনলাম, যা আমি আপনাদের কাছে বলেছিলাম। এ পর্যন্ত তাঁর কথাবার্তার সত্যতা সম্পর্কে আমি সন্দিহান ছিলাম। এখন আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি নিশ্চিতরূপেই আল্লাহ্ তায়ালার রসূল।

আবূ নয়ীম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে রেওয়ায়েত করেন, তিনি বলেন ঃ আমরা এক সফরে নবী করীম (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। দুর্গন্ধযুক্ত বাতাস বইতে লাগল। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ কিছু সংখ্যক মুনাফিক কিছু সংখ্যক মুমিনের গীবত করেছে। তাই এ বাতাস বইছে।

ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, বনী-মুস্তালিক যুদ্ধে হযরত জুয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হস্তগত হন। তাঁর পিতা মুক্তিপণের অনেকগুলো উট নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্দেশে রওয়ানা হয়। আকীক নামক স্থানে পৌঁছে সে উটগুলোর মধ্যে থেকে উৎকৃষ্ট দু'টি বেছে নিয়ে আকীকের একটি ঘাটিতে গোপন করে ফেলে এবং অবশিষ্ট উট নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। সে বলল ঃ মোহাম্মদ! আমার কন্যা আপনার হস্তগত হয়েছে। এই নিন তার মুক্তিপণ। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ সেই উট দু'টি কোথায়, যেগুলো তুমি আকীকের অমুক অমুক স্থানে গোপন করে এসেছ?

হারেস বলল ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল। দু'টি উটই আমি গোপন করেছি, যা আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া কেউ জানে না। অতঃপর হারেস মুসলমান হয়ে গেল।

অপবাদের ঘটনা

বোখারী ও মুসলিম হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলে-আকরাম (সাঃ) যখন সফরে যেতেন, তখন পত্নীগণের মধ্যে লটারি করতেন। লটারীতে যার নাম বের হত, তিনি সফরে তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একবার জেহাদের উদ্দেশে সফরে গেলে লটারিতে আমার নাম বের হল। সেমতে আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম।

এ ঘটনার পূর্বেই পর্দার বিধান নাযিল হয়েছিল। তাই উটের পিঠে পাল্কী বসিয়ে আমাকে সফরে যেতে হল। যেখানেই শিবির স্থাপন করা হত, আমার পাল্কী নামিয়ে নেয়া হত। জেহাদ শেষে নবী করীম (সাঃ) মদীনার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মদীনার নিকটবর্তী এক স্থানে শিবির স্থাপন করা হল। অতঃপর রাত্রিকালে সেখান থেকে যাত্রা করার কথা ঘোষণা করা হল। ঘোষণা শুনেই আমি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্যে এক জায়গায় গেলাম এবং সেখান থেকে পদব্রজে ফিরে এলাম। বক্ষদেশ হাতড়ে দেখলাম আমার গেফারী শঙ্খের হার ছিন্ন হয়ে কোথাও

পড়ে গেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তা তালাশ করার জন্যে ফিরে চললাম। কিন্তু তালাশে বিলম্ব হয়ে গেল। সৈন্যদের যে দলটি আমার পাল্কী উটের পিঠে বসাত, তারা আমার পাল্কী বহন করে উটের পিঠে রেখে দিল। তারা মনে করল, আমি পাল্কীতেই আছি। তখনকার দিনে আমি খুবই হালকা-পাতলা ছিলাম। মোটাসোটা ও ভারী ছিলাম না। তাই পাল্কী বাহকরা আমার পাল্কী কখনও ভারী অনুভব করত না। এরপর উট দাঁড় করিয়ে তারা দলের সঙ্গে রওয়ানা হয়ে গেল। আমি যে পাল্কীতে নেই এটা কেউ টের পেল না। লশকর রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি আমার হার পেয়ে গেলাম। আমি শিবিরে ফিরে এলাম, কিন্তু সেখানে না কেউ বলার মত ছিল, না কেউ জবাব দেওয়ার মত। আমি আমার শিবিরের স্থানে ফিরে এলাম এই মনে করে যে, আমাকে না পেয়ে তারা আমার জন্যে এখানে ফিরে আসবে। বসে থাকতে থাকতে আমার চোখে তন্দ্রা এসে গেল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হযরত সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রাঃ) লশকরের পিছনে রাত্রিকালীন তদারককারী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি কাফেলার বেশ পশ্চাতে সফর করে অগ্রবর্তী কাফেলার কোন জিনিসপত্র পড়ে থাকলে তা কুড়িয়ে নিতেন। তিনি প্রত্যূষে আমার শিবিরের স্থানে পৌঁছে গেলেন। তিনি একজন নিদ্রিত মানুষের অবয়ব দেখতে পেলেন। নিকটে এসে তিনি আমাকে চিনতে পারলেন। কেননা, পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি সজোরে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করলেন। তাঁর আওয়াজে আমার নিদ্রাভঙ্গ হল। আমি ওড়না দিয়ে নিজের মুখমন্ডল আবৃত করে নিলাম। তিনি কোন কথা বললেন না। ইন্না লিল্লাহি .... ছাড়া আমি তাঁর মুখ থেকে কোন কথা শুনিনি। তিনি আপন উষ্ট্রী বসালেন। আমাকে তাতে সওয়ার করালেন। অতঃপর উষ্ট্রীর নাকারশি ধরে পায়েহেঁটে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দ্রুতগতিতে চলে তিনি লশকরের সাথে মিলিত হলেন। লশকরের কাফেলা দ্বিপ্রহরের তীব্র গরমের সময় এক জায়গায় থেমে পড়েছিল। কিছু লোক আমার এ ঘটনায় মনে কু ধারনা স্থান দিয়ে ধ্বংস হয়ে গেল। সর্বাপেক্ষা বেশী অনর্থ সৃষ্টির জন্যে দায়ী ছিল মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। মদীনায় পৌঁছে দীর্ঘ এক মাস আমি অসুস্থ রইলাম। মানুষ অপবাদ রটনাকারীদের কথা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকল, কিন্তু আমি তার কিছুই জানতাম না। তবে অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে এ বিষয়ে অবশ্যই সন্দেহ জাগত যে, আমার অসুস্থতায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার প্রতি যে কৃপা দৃষ্টি দিতেন, এ অসুস্থতায় তা দৃষ্টিগোচর হল না। এটা অবশ্যই ছিল যে, তিনি আসার পর সালাম করে বলতেন ঃ তোমার অবস্থা কেমন? এরপর ফিরে যেতেন। এ কারণে আমার সন্দেহ হত। মন্দ কোন কিছুর অনুভূতিও ছিল না।

অবশেষে একদিন আমি দুর্বল অবস্থায় মিসতাহের জননীকে সঙ্গে নিয়ে সানাছের দিকে রওয়ানা হলাম। তখনকার দিনে সানাসে ছিল আমাদের "বায়তুল-খালা" (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার স্থান)। আমরা রাতের বেলায় সেখানে যেতাম। তখন আমাদের অবস্থা ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রাথমিক যুগের আরবদের অনুরূপ। গৃহমধ্যে বায়তুল-খালা তৈরী করতে আমাদের কষ্ট হত। বায়তুল-খালার কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর মিসতাহের জননী আপন ওড়নায় জড়িয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখে উচ্চারিত হয় "মিসতাহ ধ্বংস হোক।" আমি বললাম ঃ তুমি ভাল করনি। এমন এক ব্যক্তির জন্যে বদ দোয়া করেছ, যে বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। মিসতাহের জননী বলল ঃ হায়রে সরলা আত্মভোলা নারী! মিসতাহের কুকর্মের কথা তুমি শুননি? আমি বললাম ঃ তার আবার কুকর্মের কথা কি? এরপর মিসতাহ-জননী অপবাদ রটনাকারীদের কথাবার্তা আমার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করল। এসব কথা শুনে আমার অসুস্থতা আরও বেড়ে গেল। আমি গৃহে ফিরে এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন এবং সালাম করার পর বললেনঃ তোমার অবস্থা কেমন? আমি বললামঃ আপনি আমাকে পিতামাতার কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি দিবেন কি? তিনি অনুমতি দিলেন এবং আমি পিতামাতার কাছে চলে এলাম। আমি মাকে জিজ্ঞেস করলামঃ মা, মানুষ কি কানাঘুষা করছে? মা বললেন ঃ বেটি, তুমি দুঃখ করো না। যদি কোন নারী রূপ ও সৌন্দর্যের অধিকারিনী হয়, তার সতীনও থাকে এবং স্বামী তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তবে শক্রও তাকে হেয় করার চেষ্টা করে এবং তার বিরুদ্ধে নানান আজগুবী কথা তোলে। আমি বললামঃ সোবহানাল্লাহ! খেয়ে পরে মানুষের আর কোন কাজ নেই। কি সব কানাঘুষায় মেতে উঠেছে! মোটকথা, আমি সারারাত কাঁদলাম। সকালেও আমার অশ্রু থামল না এবং নিদ্রা এল না। সকালে আমি যখন ক্রন্দনরত ছিলাম, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে পরামর্শের জন্যে হযরত আলী ও হযরত উসামাকে (রাঃ) ডাকলেন। কেননা, ওহী অবতরণে বিলম্ব হচ্ছিল। হযরত ওসামা আপন জ্ঞান অনুসারে পরামর্শ দিলেন, আপনার পত্নী সতী সাধ্বী, এতে কোন সন্দেহ নেই। আপনি তো পত্নীগণকে ভালবাসেন। ইয়া রসূলাল্লাহ! আয়েশার চরিত্রে মন্দ কোন কিছু আমি জানি না। হযরত আলী (রাঃ) আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, আল্লাহ আপনার জন্যে নারীর অভাব রাখেননি। ইনি ছাড়া নারী অনেক আছে। আপনি পরিচারিকাকে ডেকে ডিজ্ঞেস করলে সে সঠিক তথ্য সরবরাহ করতে পারবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বুরায়দাকে ডাকলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন ঃ বুরায়দা, তুমি কখনও আয়েশার মধ্যে সন্দেহজনক কোন কিছু দেখেছ কি? বুরায়দা বলল ঃ কসম আল্লাহর, যিনি আপনাকে সত্য রসূল করে প্রেরণ করেছেন, আমি আয়েশার মধ্যে সমালোচনার যোগ্য কোন কিছু দেখিনি। তবে এতটুকু যে, তিনি অল্পবয়স্কা

কিশোরী মেয়ে। গোলা আটা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন, আর ছাগলের বাচ্চা এসে তা খেয়ে ফেলে। অতঃপর সেদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) দণ্ডায়মান হয়ে মুনাফিক সরদার উবাই ইবনে সলূলের কাছে জবাব তলব করলেন।

আমি সেদিন দিনভর ক্রন্দন করলাম। অশ্রুও থামল না এবং নিদ্রাও এল না। অবশেষে আমার মনে হতে লাগল যে, কান্নাকাটির কারণে আমার কলিজা বিস্ফোরিত হয়ে যাবে। আমার পিতামাতা আমার কাছে উপবিষ্ট ছিলেন। আমি কাঁদছিলাম। ইত্যবসরে এক আনছারী মহিলা আমার কাছে আসার অনুমতি চাইল। আমি অনুমতি দিলাম। সে-ও আমার কাছে বসে আমার সাথে কাঁদতে লাগল। ঠিক এই অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) আগমন করলেন এবং সালাম করে বসে গেলেন। যেদিন থেকে এই রটনা শুরু হয়েছিল, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনও আমার কাছে বসেন নি। একমাস অতীত হতে চলছিল, আমার এ ঘটনা সম্পর্কে তাঁর উপর কোন ওহী নাযিল হয়নি। তিনি তাশাহুদ পাঠ করে বললেন ঃ আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমি এমন এমন কথা শুনেছি। যদি তুমি এই অভিযোগ থেকে মুক্ত থাক, তবে আল্লাহ্ তায়ালা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করে দিবেন। আর যদি কোন ভুল হয়েই থাকে, তবে আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা, বান্দা নিজের ত্রুটি স্বীকার করে তওবা করলে আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবুল করেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কথা শেষ করতেই আমার অশ্রু বন্ধ হয়ে গেল। এরপর এক ফোঁটা অশ্রুও বের হয়েছে বলে মনে হল না। আমি আমার পিতাকে বললাম ঃ আমার পক্ষ থেকে হুযূরকে জবাব দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর কসম, কি জওয়াব দিব আমি জানি না। এরপর আমি আমার মাকে বললাম ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আমার পক্ষ থেকে জবাব দিন। তিনিও বললেন ঃ আমি জানি না কি জবাব দিব। আমি তখন অল্পবয়স্কা বালিকা ছিলাম। বেশী কোরআনও পড়িনি। কিন্তু আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, আমি জানি আপনারা একটি কথা শুনেছেন, যা আপনাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আপনারা একে সত্য মনে করছেন। অতএব আমি যদি বলি যে, আমি এ বিষয় থেকে পবিত্র ও নির্দোষ, তবে আপনারা তা সত্য বলে বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে যদি আমি স্বীকারোক্তি করি, অথচ আল্লাহ সাক্ষী আছেন যে, আমি নির্দোষ, তবে আপনারা আমার স্বীকারোক্তিকে সত্য মনে করবেন। অতএব আমার ও আপনাদের মধ্যে মীমাংসার কোন পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। সুতরাং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা হযরত এয়াকুব (আঃ) যেমন বলেছিলেন -

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ - وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰى مَا تَصِفُونَ

(অতএব পূর্ণ ধৈর্য্য ধারণ করাই আমার পক্ষে শ্রেয় ঃ, তোমরা যা বলছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমাকে সাহায্য করবেন।)

আমিও তাই বলছি। একথা বলে আমি মুখ ফিরিয়ে আপন বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমি তখন ভাল রূপেই জানতাম যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এই অভিযোগ থেকে অবশ্যই পবিত্র করবেন। কিন্তু আমার জ্ঞানে আমার অবস্থা যেহেতু খুবই নগণ্য ছিল, তাই আমি ভাবতেও পারতাম না যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমার সম্পর্কে সরাসরি ওহী নাযিল করবেন। তবে আশা করতাম যে, তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে কোন স্বপ্ন দেখিয়ে আমার নির্দোষতা প্রকাশ করে দিবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সে স্থান ত্যাগ করার পূর্বেই এবং গৃহের কারও বাইরে যাওয়ার আগেই আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীর উপর ওহী নাযিল করে দিলেন। ওহী অবতরণের সময় রসূলূল্লাহ (সাঃ) যে বিশেষ অবস্থার সম্মুখীন হতেন, তা হলেন। কন্‌কনে শীতের মধ্যেও ওহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি ঘর্মাক্ত কলেবর হয়ে যেতেন। ঘামের ফোঁটা রৌপ্যের মোতির মত তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে টপকে পড়ত। ওহীর এই অবস্থা দূর হওয়ার পর রসূলূল্লাহ (সাঃ) মুচকি হেসে সর্বপ্রথম একথা বললেন ঃ আয়েশা, আল্লাহ তায়ালা তোমার নির্দোষতা বর্ণনা করে আয়াত নাযিল করেছেন। আমার মা উল্লসিত হয়ে আমাকে বললেন ঃ উঠ এবং রসূলূল্লাহর (সাঃ) শোকর আদায় কর। আমি বললাম ঃ আল্লাহর কসম, আমি তাঁর শোকর আদায় করতে উঠব না এবং আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া অন্য কারও প্রশংসা ও গুণকীর্তন করব না।

আল্লাহ তায়ালা আমার নির্দোষতা প্রকাশ করার জন্যে إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ থেকে দশটি আয়াত নাযিল করলেন।

নিম্নে দশটি আয়াতের তরজমা উল্লেখ করা হল ঃ

নিশ্চয় যারা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল। এ অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্যে অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। তাদের প্রত্যেকের জন্যে আছে তাদের কৃত পাপকর্মের ফল এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্যে আছে কঠিন শাস্তি। একথা শোনার পর মুমিন পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের ব্যাপারে সৎ ধারণা করল না এবং কেন বলল না যে, এটা তো নির্জলা মিথ্যা অপবাদ! তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সেকারণে তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। দুনিয়া ও আখেরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে তজ্জন্যে কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এটা ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করছিলে, যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা ছিল গুরুতর বিষয়।

তোমরা যখন এটা শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়, আল্লাহ পবিত্র, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, যাতে এ ধরনের ঘটনার কখনও পুনরাবৃত্তি না কর যদি তোমরা মুমিন হও। আল্লাহ তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার পছন্দ করে, তাদের জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে ও আখেরাতে মর্মন্তুদ শাস্তি। আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হলে তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেতে না। (সূরা নূর ১১-২০ আয়াত)।

আল্লামা যমখশরী বলেন ঃ যে সংক্ষিপ্ত অথচ বিপুল অর্থবহ ভঙ্গিতে অপবাদের ঘটনায় তীব্র ভর্ৎসনা বিবৃত হয়েছে, তা কোরআন পাকে অন্যকোন পাপকর্মের জন্যে বিবৃত হয়নি। কেননা, এতে রয়েছে ভর্ৎসনা, কঠোর শাস্তি সম্পর্কিত সতর্কবাণী, তীব্র অসন্তোষ এবং কড়া ধমকি। অপবাদের প্রশ্নে এগুলোর মধ্যে যে কোন একটিই যথেষ্ট। এমনকি, মূর্তি পূজারীদের সম্পর্কে যে পরিমাণ শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে, তা-ও এর তুলনায় কম। এ পরিমাণ সতর্কবাণীর উদ্দেশে রসূলে করীম (সাঃ)-এর অনন্য সাধারণ মর্যাদা প্রকাশ করা এবং সে ব্যক্তিত্বের পবিত্রতা তুলে ধরা যিনি হুযূর (সাঃ)-এর সাথে জড়িত আছেন।

কাযী আবূ বকর বাকেল্লানী বর্ণনা করেন ঃ মুশরিকরা আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে অনেক অযৌক্তিক কথাবার্তা বলত, যেমন তারা বলত আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে যেখানেই তাদের এসব কথা উল্লেখ করেছেন, সেখানেই বহু আয়াতে আপন সত্তার পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চরিত্রে কলংক লেপন করে মুনাফিকরা যে ঘৃণিত উক্তি করে ছিল, আল্লাহ তায়ালা সেটির আলোচনা করে এরশাদ করেছেন- سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (আল্লাহ পবিত্র, এটা তো এক গুরুতর অপবাদ)। এখানে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর চারিত্রিক পবিত্রতা সপ্রমাণ করার জন্যে আল্লাহ তায়ালা একই নিয়মে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন। এতে করে হযরত আয়েশার অসাধারণ মান-মর্যাদা প্রমাণিত হয়।

ইবনে জরীর মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উম্মুল-মুমিনীন হযরত আয়েশা ও হযরত যয়নব (রাঃ) একবার পরস্পরে গর্ব প্রকাশ করেন। হযরত যয়নব বললেন ঃ আমাকে বিয়ে করার আদেশ আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেছেন। হযরত আয়েশা বললেন ঃ আমিও কম নই। ছফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল যখন আমাকে নিজের উটে সওয়ার করিয়েছেন, তখন আমার ওযর

আল্লাহ তায়ালা আপন কিতাবে নাযিল করেছেন। যয়নব বললেন ঃ আয়েশা, যখন তুমি উটে সওয়ার হয়েছিলে, তখন কি বলেছিলে? হযরত আয়েশা বললেন ঃ

حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ

(আল্লাহ আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি চমৎকার কার্যনির্বাহী)। হযরত যয়নব বললেন ঃ তুমি মুমিনের কলেমা বলেছিলে।

ইবনে আবী হাতেম সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোরআন পাকের আঠারটি আয়াত লাগাতার হযরত আয়েশার (রাঃ) নির্দোষতা ও অপবাদ রটনাকারীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

ইবনে আবী হাতেমের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ নিম্নোক্ত আয়াতও বিশেষভাবে হযরত আয়েশার (রাঃ) শানে নাযিল হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

যারা সতীসাধ্বী, নিরীহ ও ঈমানদার নারীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা ইহলোকে ও পরলোকে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি।

সায়ীদ ইবনে মনছুর ও ইবনে জরীরের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করে বললেন ঃ এটা হযরত আয়েশা ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্রা পত্নীগণের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাঁদের প্রতি অপবাদ আরোপকারীদের জন্যে আল্লাহ তায়ালা তওবার অবকাশ রাখেন নি। কিন্তু যে ব্যক্তি সাধারণ ঈমানদার নারীদের মধ্য থেকে কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তার জন্যে তওবার অবকাশ রাখা হয়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ হযরত ইবনে আব্বাস এই আয়াত তেলাওয়াত করেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا - وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ -

যারা সাধ্বী নারীগণের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত না করে, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং তাদের সাক্ষ্য কখনও গ্রহণ করবে না। এরাই ফাসেক।

(সূরা নূর-৪ আয়াত)

এর পরের আয়াতেই আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেছেন –

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ঃ তবে যদি এরপর তারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নূর ৫ আয়াত)

সারকথা এই যে, যে ব্যক্তি কোন মুমিন নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, আল্লাহ্ তায়ালা তার জন্যে তওবার অবকাশ রেখেছেন, আর যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র পত্নীগণের মধ্য থেকে কারও প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তার জন্যে কোন প্রকার তওবা নেই।

তিবরানীর রেওয়ায়েতে খাছীফ বললেন ঃ আমি সায়ীদ ইবনে জুবায়র (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনা ও অপবাদের মধ্যে কোন্‌টি গুরুতর ও কবীরা? তিনি জবাব দিলেন, এতদুভয়ের মধ্যে জঘন্যতম হচ্ছে যিনা। আমি বললাম ঃ আল্লাহ্ তায়ালা তো বলেন ঃ

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ

তিনি বললেন ঃ এ আয়াতখানি বিশেষভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

তিবরানী যাহহাক ইবনে মুযাহিম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উপরোক্ত আয়াত বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পত্নীগণ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।

ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোন নবীর পত্নী কখনও কুকর্ম করেননি।

আছহাবে ওরায়নার ঘটনা

বুখারী ও মুসলিম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আকল ও ওরায়না গোত্রের একদল লোক মদীনায় রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজেদেরকে মুসলমানরূপে পরিচিত করে। তারা আরয করল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা উট ছাগল পালন করে জীবিকা নির্বাহ করি–যমিনের মালিক নই। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূল না হওয়ায় তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে বায়তুল মালের উট-ছাগলের মধ্যে বাস করে সেগুলোর দুধ ইত্যাদি পান করার আদেশ দিলেন। তারা সেখানে চলে গেল। হাররায় পৌঁছে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং বাইতুল মালের রাখালদেরকে হত্যা করে উট হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। সংবাদ পেয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ধরে আনার জন্যে

লোক পাঠালেন। ধরে আনার পর তিনি আদেশ দিলেন, এদের চোখে উত্তপ্ত লোহার শলাকা প্রবেশ করাও এবং হাত কেটে দাও। অতঃপর তাই করা হল এবং ওদেরকে হাররায় ফেলে দেয়া হল। তদবস্থায়ই ওদের মৃত্যু হল।

বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুযূর (সাঃ) ওদের খোঁজে লোক পাঠালেন এবং তাদের জন্যে এরূপ বদদোয়া করলেন ঃ পরওয়াদেগার, ওদের চলার পথ অজ্ঞাত করে দাও। সেমতে আল্লাহ তায়ালা তাদের চলার পথ অজানা অচেনা করে দেন। ফলে তারা সহজেই ধরা পড়ে এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে আনীত হয়। অতঃপর তাদের হাত পা কাটা হয় এবং চক্ষু ফোঁড়ে দেয়া হয়।

দওমাতুল জন্দলের যুদ্ধ

ইবনে সা'দ ওয়াকেদীর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি ক্ষুদ্র বাহিনী হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফের নেতৃত্বে বনূ কলবের দিকে দওমাতুল-জন্দলে প্রেরণ করেন এবং নির্দেশ দেন যে, তারা ইসলাম কবুল করলে তুমি তাদের সরদারের কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ো।

আবদুর রহমান (রাঃ) সেখানে পৌছলেন এবং তিন দিন অবস্থান করেন। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তাদের সরদার আছবাগ ইবনে আমর কলবী ইসলাম কবুল করলেন। তিনি ছিলেন ধর্মে খৃষ্টান। তার গোত্রের অধিকাংশ লোকও ইসলামে দাখিল হয়ে গেল। যারা জিযিয়া দিতে সম্মত হল, কেবল তারা স্বধর্মে রয়ে গেল। হযরত আবদুর রহমান তামাসুর বিনতে আছবাগকে বিয়ে করলেন এবং মদীনায় নিয়ে এলেন।

ইবনে আসাকির মূসা, এমরান ও ইসমাঈল থেকে অনুরূপ রেওয়ায়েত করেছেন। তাতে আরও আছে যে, হুযূর (সাঃ) আবদুর রহমানকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আল্লাহকে খুব বেশী স্মরণ করবে। আশা করা যায় যে, তিনি তোমাকে বিজয় দান করবেন। যদি তুমি বিজয়ী হও, তবে তাদের গোত্রপতির কন্যাকে বিয়ে করে নিয়ো।

হোদায়বিয়ার ঘটনা

বোখারী মেসওয়ার ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনে হাকাম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) হোদায়বিয়ার বছর পনের শ' মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে ওমরার উদ্দেশে রওয়ানা হন। যুল-হুলায়ফা পৌছার পর তিনি কোরবানীর জন্তুদের গলায় চামড়ার হার পরান এবং "এহরাম" করেন। তিনি বনী-খুযাআর এক ব্যক্তিকে গুপ্তচর হিসাবে অগ্রে প্রেরণ করেন। রসূলাল্লাহ (সাঃ) যখন গাদীরে-আশতাত পৌছলেন, তখন গুপ্তচর ফিরে এসে বলল ঃ কোরায়শরা

আপনার মোকাবিলা করার জন্যে সেনাদল গঠন করেছে এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে বিভিন্ন দলের সমাবেশ ঘটিয়েছে। তারা আপনার সাথে যুদ্ধ করার এবং আপনাকে বাধা দেয়ার ইচ্ছা রাখে। হুযূর (সাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামকে সম্বোধন করে বললেন ঃ তোমাদের কি মত? যারা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধা দিতে চায়, আমি তাদের দিকে মনোযোগ দিব, না শুধু বায়তুল্লাহর ইচ্ছায় অগ্রসর হব? এরপর যারা প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিবে, তাদের সাথে যুদ্ধ করব?

হযরত আবূবকর (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্, আপনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন– কারও সাথে যুদ্ধ বিগ্রহের ইচ্ছা নেই। সুতরাং আপনি বায়তুল্লাহর দিকেই অগ্রসর হোন, যারা আমাদেরকে বাধা দিবে, আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ ভাল কথা, আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা হয়ে যাও।

পথিমধ্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ খালিদ ইবনে ওলীদ অশ্বারোহী দল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। তোমরা ডান দিকের পথে চল। খালিদ ইবনে ওলীদ একথা জানতেও পারল না। তারা ধুলা উড়তে দেখল। খালিদ ঘোড়া দৌড়িয়ে কোরায়শদের দিকে রওয়ানা হয়ে গেল। নবী করীম (সাঃ) সম্মুখে অগ্রসর হলেন। একটি টিলায় পৌঁছার পর তাঁর উষ্ট্রী বসে পড়ল। ছাহাবায়ে কেরাম সেটিকে তোলার জন্যে 'হল, হল' বললেন। কিন্তু সে উঠল না। ছাহাবীগণ বললেন ঃ 'কুছওয়া' অবাধ্য হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ না, কুছওয়া অবাধ্য হয়নি এবং অবাধ্য হওয়ার তার স্বভাব নয়; বরং তাকে সেই সত্তা বাধা দিয়েছে, যে আছহাবে ফীল (হস্তিবাহিনী)–কে বাধা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আল্লাহ্ তায়ালার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ন থাকে, এরূপ যে–কোন আবেদন কোরায়শ আমার কাছে করবে, আমি তা মঞ্জুর করব। এরপর তিনি তাঁর উষ্ট্রীকে খুব শাসালেন। সে লম্ফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) খালিদ-বাহিনীকে এড়িয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন। অবশেষে হোদায়বিয়ার শেষ প্রান্তে এক গর্তের কাছে অবতরণ করলেন, যাতে অল্প বিস্তর পানি ছিল। সকলেই গর্ত থেকে অল্প অল্প পানি সংগ্রহ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর পানি ফুরিয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে পানি সংকটের কথা জানানো হলে তিনি তূন থেকে একটি তীর বের করলেন এবং ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ এটি পানির গর্তে গেড়ে দাও। আল্লাহর কসম, এত পানি উথলে উঠল যে, সকলেই তৃপ্ত হয়ে পানি পান করল। ইত্যবসরে বুদায়ল ইবনে ওয়ারাকা খুযায়ী একদল লোক নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল এবং বলল ঃ আমি বনী কা'ব ইবনে লুয়াই এবং আমের ইবনে লুয়াইকে ছেড়ে এসেছি। তারা হোদায়বিয়ায় পানি সংগ্রহের জন্যে অবতরণ করেছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে দুগ্ধবতী উষ্ট্রী। তারা আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে এবং

আপনাকে বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধা দিতে চায়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমরা কারও সাথে যুদ্ধ করতে চাই নে। আমরা ওমরা করার উদ্দেশে এসেছি। কোরায়শরা যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং দুর্বল হয়ে গেছে। তারা চাইলে আমি তাদের জন্যে একটি সময়সীমা ঠিক করে দিব। তারা যেন আমার পথে অন্তরায় না হয়। আমি বিজয়ী হয়ে গেলে তারা ইচ্ছা করলে সকলের মত ইসলামে দাখিল হয়ে যাবে, না হয় যুদ্ধ করে স্বস্তি লাভ করবে। তারা যদি এই প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তবে সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ –আমি ইসলামের জন্যে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিব, না হয় আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন।

বুদায়ল বলল ঃ আমি আপনার প্রস্তাব কোরায়শদের কাছে পৌঁছিয়ে দিব। অতঃপর সে কোরায়শদের কাছে এসে বলল ঃ আমি সেই ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি। আমি তাঁর মুখ থেকে একটি কথা শুনেছি। তোমরা চাইলে আমি তা তোমাদের কাছে পেশ করব। কোরায়শদের মধ্যে যারা নির্বোধ তারা বলল ঃ তুমি সেই লোকের কোন কথা আমাদের কাছে বর্ণনা করবে, আমাদের তা কাম্য নয়। কিন্তু জ্ঞানীরা বলল ঃ তুমি তার কাছ থেকে যা শুনেছ, বর্ণনা কর। অতঃপর বুদায়ল আদ্যোপান্ত আলোচনার বিষয়বস্তু বর্ণনা করল।

সকল কথা শুনে ওরওয়া ইবনে মসউদ দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কি আমার বড় ও গুরুজন নও? কোরায়শ বলল ঃ অবশ্যই। ওরওয়া জিজ্ঞেস করল ঃ আমি কি তোমাদের পুত্র নই? তারা বলল ঃ অবশ্যই তুমি আমাদের সন্তান। ওরওয়া বলল ঃ তোমরা কি জান না যে, তোমাদের সাহায্যার্থে আমি ওকাযবাসীদেরকে একত্রিত করেছি। তারা যখন আমার ডাকে সাড়া দিতে বিলম্ব করল, তখন আমি আমার পরিবারবর্গকে এবং যারা আমার কথা মেনে নিয়েছিল তাদেরকে তোমাদের সামনে পেশ করেছি। এখন আমাকে অনুমতি দাও। আমি সেই লোকের কাছে যাই। কোরায়শরা বলল ঃ যাও।

ওরওয়া রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে এসে আলোচনা শুরু করল। নবী করীম (সাঃ) ওরওয়াকে তাই বললেন, যা বুদায়লকে বলেছিলেন। ওরওয়া বলল ঃ মোহাম্মদ! আপনি কি নিজ সম্প্রদায়কে সমূলে উৎপাটিত করে দিতে চান? আপনি আরবের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ শুনেছেন কি যে, সে নিজে আপন কওমের লোকদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছে? যদি ভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে; অর্থাৎ কোরায়শরা বিজয়ী হয়, তবে আল্লাহ্র কসম, আমি অনেক মুখ মণ্ডল ও বিভিন্ন লোককে দেখতে পাচ্ছি, তারা তখন আপনাকে ছেড়ে পলায়ন করবে। একথা শুনে হযরত আবূ বকর ঘৃণাব্যঞ্জক স্বরে বললেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে ছেড়ে পলায়ন করব? ওরওয়া জিজ্ঞাসা করল ঃ এ ব্যক্তি কে? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বকর ছিদ্দীক। ওরওয়া বলল ঃ আমার উপর তার একটি অনুগ্রহ আছে, যার প্রতিদান

আমি আজ পর্যন্ত দিতে পারিনি। খোদার কসম, এই অনুগ্রহ না থাকলে আমি অবশ্যই তাকে জবাব দিতাম।

আলোচনায় ওরওয়া যখনই কোন কথা বলত, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শ্মশ্রু স্পর্শ করত। হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা তরবারি হস্তে শিরস্ত্রাণ পরিহিত হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-পিছনে দণ্ডায়মান ছিলেন। ওরওয়া যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শ্মশ্রু মোবারকের দিকে হাত প্রসারিত করল, অমনি মুগীরা তরবারির হাত তার হাতে মেরে বললেন ঃ শ্মশ্রু থেকে আপন হাত দূরে রাখ। ওরওয়া মাথা তুলে তাকাল এবং জিজ্ঞাসা করল ঃ এ লোকটি কে? উপস্থিত লোকেরা বলল ঃ ইনি মুগীরা ইবনে শো'বা। ওরওয়া বলল ঃ হে বিশ্বাসঘাতক! বিশ্বাসঘাতকতার সময়কালে আমি কি তোর জন্যে চেষ্টা করি নি?

মুগীরা প্রাক ইসলামিক যুগে এক সম্প্রদায়ের সাথে বাস করতেন। তিনি তাদের সকলকে হত্যা করে তাদের ধনসম্পদ কুক্ষিগত করে নেন। এরপর ইসলামের আবির্ভাব হলে তিনি এসে মুসলমান হয়ে যান। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ আমি তোমার ইসলাম গ্রহণ স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু তোমার অর্জিত ধনসম্পদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

এরপর ওরওয়া ছাহাবায়ে-কেরামের অবস্থা নিরীক্ষণ করে বলল ঃ খোদার কসম, যখন আপনার মুখ থেকে থুথু কিংবা শ্লেষ্মা নির্গত হয়, তখন তারা সেটাকে মাটিতে পড়তে দেয় না। হাতে হাতে নিয়ে নেয় এবং মুখমণ্ডলে ও শরীরে মালিশ করে। আপনি কোন কাজের আদেশ দিলে সকলেই সেদিকে অগ্রগামী হয়। যখন আপনি ওযূ করেন, তখন ওযূর অবশিষ্ট পানি নিয়েও তারা তাই করে। এমন কি, লড়াই লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়। আপনি যখন কথা বলেন, তখন আপনার সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু করে নেয়। আপনার মাহাত্ম্য ও সম্মানের কারণে আপনার দিকে দৃষ্টি তুলে তাকায় না।

ওরওয়া কোরায়শদের কাছে প্রত্যাবর্তন করে বলল ঃ হে আমার সম্প্রদায়! খোদার কসম, আমি রোম সম্রাট, পারস্যরাজ এবং নাজ্জাশীর দরবার দেখেছি, আমি কোন বাদশাহকে দেখিনি যে, তার সঙ্গীসহচরগণ তাকে এতটুকু সম্মান ও শ্রদ্ধা করে, যতটুকু মোহাম্মদের ছাহাবীগণ তাঁর প্রতি প্রাণঢালা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। মোহাম্মদ তোমাদের সামনে সত্য ও ন্যায়ের মহান বাণী পেশ করেছেন। তোমরা এটা মেনে নাও। বনী কেনানার এক ব্যক্তি বলল ঃ আমাকে তার কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও। সকলেই বলল ঃ যাও। লোকটি ছাহাবায়ে-কেরামের নিকটে পৌঁছলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আগন্তুক এমন গোত্রের লোক, যারা কোরবানীর জন্তুর সম্মান করে। তার সামনে আমাদের কোরবানীর জন্তুগুলোকে দাঁড় করিয়ে দাও। সেমতে জন্তুগুলো খাড়া করা হল এবং ছাহাবায়ে-কেরাম

'লাব্বায়কা' বলতে বলতে এলেন। এ দৃশ্য দেখে লোকটি বলল ঃ তাদেরকে বায়তুল্লাহ যেতে বাধা দেয়া মোটেই উচিত নয়।

লোকটি কোরায়শদের মধ্যে ফিরে এসে বলল ঃ আমি কোরবানীর উটগুলোকে হার পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমার মতে তাদেরকে বায়তুল্লায় আসতে বাধা দেয়া সমীচীন নয়। একথা শুনে মুকরিয ইবনে হাফ্ছ নামক এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হল। সে বলল ঃ আমাকে মোহাম্মদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও। সকলেই বলল ঃ যাও। মুকরিয যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে এল, তখন তিনি বললেন ঃ এ হচ্ছে মুকরিয। সে একটি পাপাচারী ব্যক্তি। মুকরিয এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে আলোচনা শুরু করল। ইত্যবসরে কোরায়শ পক্ষের বিশেষ দূত সুহায়ল ইবনে আমর এসে গেল। নবী করীম (সাঃ) তাকে দেখে ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ তোমাদের ব্যাপারটি এখন কিছু 'সহল' অর্থাৎ সহজ হয়ে গেছে।

যুহরী বর্ণনা করেন যে, সুহায়ল ইবনে আমর নবী করীম (সাঃ)-কে বলল ঃ আপনার মধ্যে এবং আমাদের মধ্যে একটি দলীলপত্র লিখে দিন। নবী করীম (সাঃ) দলীল লেখককে ডাক দিলেন এবং বললেন ঃ লিখ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।" সুহায়ল আপত্তি করে বলল ঃ আমি 'রহমান'কে চিনি না। তাই "বিইসমিকা আল্লাহুম্মা" লিখুন। ছাহাবীগণ বললেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীমই লিখব। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বিইসমিকা আল্লাহুম্মাই লিখ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এবার লিখ– এটা সেই চুক্তি। যেটা মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সম্পাদন করেছেন। সুহায়ল বাধা দিয়ে বলল ঃ আপনি আল্লাহর রসূল– এ বিশ্বাস আমাদের থাকলে তো কোন ঝগড়াই ছিল না। আমরা আপনাকে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আমি নিশ্চিতরূপে আল্লাহর রসূল। যদি তোমরা না মান, তবে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ-ই লিখে দেয়া হবে।

ইমাম যুহরী বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ সম্মতির কারণ তাঁর সেই উক্তি, যাতে তিনি ইতিপূর্বে বলেছিলেন– কোরায়শরা আল্লাহ তায়ালার মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ন থাকে,– এরূপ যে কোন আবেদন আমার কাছে করবে, আমি তা মঞ্জুর করব।

মোটকথা, নবী করীম (সাঃ) সুহায়লকে বললেন ঃ একথা আমরা এই শর্তে লিখছি যে, তোমরা আমাদের ও বায়তুল্লাহর মধ্যে অন্তরায় হবে না। আমাদেরকে তওয়াফ করতে দিবে।

সুহায়ল বলল ঃ এটা হবে না। এখন আপনারা তওয়াফ করলে আরবরা বলাবলি করবে যে, শত্রুরা জোরে জবরে মক্কা এসে ওমরা করে গেছে। যদি আপনারা আগামী বছর এসে তওয়াফ ও যিয়ারত করতে চান, তবে কোরায়শরা বাধা দিবে না। সেমতে এ বিষয়ের উপরই ঐকমত্য হল এবং সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা হল।

সুহায়ল বলল ঃ এই চুক্তিপত্রের একটি শর্ত আছে। তা এই যে, আমাদের দিক থেকে যেকোন ব্যক্তি আপনাদের দিকে আসবে, সে মুসলমান হলেও আপনারা তাকে আমাদের হাতে প্রত্যর্পণ করবেন। মুসলমানরা একথা শুনে বললেন ঃ "সোবহানাল্লাহ"! মুসলমান হয়ে এলেও তাকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে– এটা কিরূপে সম্ভব! এই কথাবার্তা হচ্ছিল এমন সময় সুহায়লের পুত্র আবু জন্দল বেড়ী হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে উপস্থিত হল এবং নিজেকে মুসলমানদের হাতে সমর্পণ করল।

সুহায়ল বলল ঃ মোহাম্মদ! সে প্রথম ব্যক্তি, যাকে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ফিরিয়ে দেয়া উচিত। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এখনও তো চুক্তিপত্র পুরাপুরি লিখাই হয়নি। সুহায়ল বলল ঃ তা হলে আমি আপনার সাথে সন্ধি করতে রাযী নই।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সুহায়ল! আবূ জন্দলকে আমাদের মধ্যে থাকার অনুমতি দিয়ে দাও। সুহায়ল বলল ঃ আমি অনুমতি দিব না। এখন আপনার ইচ্ছা।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) অনুমতি দেয়ার জন্যে পুনরায় বললেন। কিন্তু সুহায়ল নাছোড় বান্দা। সে বলল আমি কখনও এ অনুমতি দিব না।

এটা দেখে আবূ জন্দল বলল ঃ হে মুসলিম সম্প্রদায়, আমাকে কাফেরদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া হবে, অথচ আমি ইসলাম গ্রহণ করে এসেছি! আমি যে কি অবর্ণনীয় নির্যাতন ও কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছি, তা তোমরা দেখ না ?

আবূ জন্দলকে ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে অকথ্য নির্যাতন ও কষ্ট দেয়া হয়েছিল। তার সর্বাঙ্গে এ নির্যাতনের ছাপ সুস্পষ্ট ছিল। মুসলমানগণ এই বীভৎস দৃশ্য দেখে কেঁপে উঠলেন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) তো সহ্য করতেই পারলেন না। নিজেই বলেন ঃ আমি অস্থিরচিত্ত হয়ে নবী করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনি কি আল্লাহ তায়ালার সত্য নবী নন? হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ নিঃসন্দেহে আমি আল্লাহতায়ালার সত্য নবী।

আমি ঃ আমরা সত্যপন্থী এবং আমাদের শত্রুরা বাতিলপন্থী নয় কি ?

হুযূর ঃ অবশ্যই।

আমি ঃ তা হলে দ্বীনের ব্যাপারে আমরা এই অবমাননা কেন সহ্য করব?

হুযূর ঃ ওমর, আমি আল্লাহ তায়ালার রসূল। তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারি না। তিনি আমার সাহায্যকারী, মদদগার।

ওমর ঃ আপনি বলেন নি যে, আমরা বায়তুল্লায় আসব এবং তওয়াফ করব?

হুযূর ঃ অবশ্যই; কিন্তু একথা কবে বলেছিলাম যে, এবারই আসব এবং তওয়াফ করব ?

ওমর ঃ না। আপনি বলেছিলেন ঃ তোমরা বায়তুল্লাহ্ আসবে এবং তওয়াফ করবে।

হযরত ওমর বলেন ঃ এরপর আমি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে এলাম এবং বললাম ঃ আবূ বকর, হুযূর সত্যনবী নন কি ?

আবূ বকর ঃ নিঃসন্দেহে হুযূর সত্য নবী।

আমি ঃ আমরা সত্যপন্থী এবং দুশমন বাতিলপন্থী নয় কি ?

আবূবকর ঃ অবশ্যই।

আমি ঃ তা হলে আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এ অবমাননা মেনে নিব কেন?

আবূ বকর ঃ হে মর্দে মুমিন, হুযূর আল্লাহর রসূল। তিনি তাঁর প্রতিপালকের অবাধ্যতা করতে পারেন না। আল্লাহ তো তাঁর মদদগার। তুমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর পদাঙ্ক শক্ত করে ধরে রাখ– সন্দেহ করো না। আল্লাহর কসম, তিনি হকপন্থী।

আমি ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তো বলেছিলেন আমরা বায়তুল্লাহ্ আসব এবং তওয়াফ করব।

আবূ বকর ঃ বলেছিলেন ঠিকই; কিন্তু তিনি তো বলেন নি যে, এ বছরই আসব এবং তওয়াফ করব। মনে রেখ, আমরা একদিন বায়তুল্লাহ যাব এবং তওয়াফ করব।

ইমাম যুহরীর রেওয়ায়েতে হযরত ওমর (রাঃ) বলেন ঃ পরবর্তী কালে এই ধৃষ্টতার ক্ষতিপূরণ করার জন্যে আমি অনেকগুলো সৎকর্ম সম্পাদন করি।

মোটকথা, নবী করীম (সাঃ) এ দলীল সম্পাদনের ব্যাপারটি চূড়ান্ত করে ছাহাবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ তোমরা দাঁড়াও, কোরবানীর জন্তুগুলো যবেহ কর এবং মাথা মুণ্ডন কর। কিন্তু কেউ দাঁড়াল না। তিনি একই কথা তিনবার বললেন। তবুও সাড়া মিলল না। অগত্যা তিনি হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ)-এর কাছে চলে গেলেন। তাঁর কাছে ছাহাবায়ে কেরামের এই অনড় অবস্থা বর্ণনা করলেন। হযরত উম্মে সালামাহ বললেন ঃ হে আল্লাহর নবী, যদি ভাল মনে করেন, তবে আপনি নিজে যান এবং কাউকে কিছু না বলে নিজের কোরবানীর উট যবেহ করুন। অতঃপর কাউকে ডেকে মাথা মুণ্ডন করান।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে এলেন। তিনি কাউকে কিছু বললেন না। অবশেষে নিজের জন্তু যবেহ করে একজন লোককে ডাকলেন। সে এসে তাঁর মাথার কেশ মুণ্ডন করে দিল। ছাহাবায়ে-কেরাম এই দৃশ্য দেখলেন। অতঃপর অনতিবিলম্বে তারাও এসে কোরবানীর জন্তু যবেহ করলেন এবং একে অপরের মাথার কেশ মুণ্ডন করতে লাগলেন।

এরপর মক্কার দিক থেকে কয়েকজন নওমুসলিম মহিলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পর্কে এই নির্দেশ নাযিল করলেনঃ

ঃ মুমিনগণ, তোমাদের নিকট ঈমানদার নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তাদেরকে পরীক্ষা করো। আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন, যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার, তবে তাদেরকে কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ো না। ঈমানদার নারীগণ কাফেরদের জন্যে হালাল নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা তাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়ো। অতঃপর তোমরা এই নারীদেরকে বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহরানা দিয়ে দাও। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবে না, তোমরা যা ব্যয় করেছো, তা ফেরত চাইবে। আর কাফেররা (মুমেনা নারীদের জন্য) যা ব্যয় করেছে, তা তারা ফেরত চাইবে। এটাই আল্লাহর বিধান; তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরা মুমতাহিনা – ১০ আয়াত)।

উপরোক্ত বিধান নাযিল হওয়ার পর হযরত ওমর (রাঃ) দু'জন পত্নীকে তালাক দিলেন, যারা শিরকপন্থী ছিল। তাদের একজনকে মুয়ায ইবনে আবূ সুফিয়ান ও অপরজনকে ছফওয়ান ইবনে উমাইয়া বিয়ে করে নেয়।

নবী করীম (সাঃ) হোদায়বিয়া থেকে মদীনায় ফিরে আসার পর আবূ বছীর কোরায়শী মুসলমান হয়ে মদীনায় এলেন। কোরায়শরা আবূ বছীরকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে দু'ব্যক্তিকে প্রেরণ করল। তারা এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে বলল ঃ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী আবূ বছরীকে প্রত্যর্পণ করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ বছীরকে তাদের হাতে তুলে দিলেন। তারা তাকে নিয়ে রওয়ানা হল এবং যুল-হুলায়ফা পৌঁছে বিশ্রামের জন্যে অবতরণ করল। সঙ্গে যে খেজুর ছিল, সেগুলো খাওয়া শুরু করল। আবূ বছীর তাদের একজনকে বললেন ঃ তোমার তরবারিটি তো বেশ! লোকটি কোষ থেকে তরবারিটি বের করে বলল ঃ হাঁ, খোদার কসম, এটি খুব উৎকৃষ্ট তরবারি। আমি বারবার একে পরীক্ষা করেছি।

আবূ বছীর লোকটিকে বললেন ঃ আমাকেও দেখাও তো, দেখি কেমন তরবারি। লোকটি তরবারি দিয়ে দিল। আবূ বছীর কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ আঘাত করলেন এবং তাকে হত্যা করলেন। অপর ব্যক্তি প্রাণপণে পলায়ন করে মদীনায় এল এবং মসজিদে-নববীতে প্রবেশ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দেখে বললেন ঃ নিশ্চয়ই লোকটি কোন ভয়ংকর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে যেয়ে বলল ঃ আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে। এখন আমাকেও কতল করা হবে। ইতিমধ্যে আবূ বছীরও এসে গেলেন। তিনি আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার অঙ্গীকারকে পূর্ণ করেছেন।

আপনি আমাকে তাদের হাতে অর্পণ করেছেন। এরপর আল্লাহ্ আমাকে তাদের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ আবূ বছীর, তুমি তো যুদ্ধের অনল প্রজ্বলিত করে দিচ্ছ। যদি কেউ তার সঙ্গী থাকে, তবে খবর পৌছে যাবে এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একথা শুনে আবূ বছীর বুঝলেন হুযূর আবার তাকে কোরায়শদের হাতে অর্পণ করবেন। তাই তিনি মদীনা থেকে বের হয়ে সমুদ্রোপকূলে যেয়ে বাস করতে লাগলেন।

রাবী বর্ণনা করেন, এদিকে আবূ জন্দলও কোরায়শদের কাছ থেকে পলায়ন করে আবূ বছীরের সাথে মিলিত হলেন। এরপর কোরায়শদের মধ্য থেকে যেই মুসলমান হয়ে মক্কা থেকে বের হত, সে আবূ বছীরের সাথে মিলিত হয়ে যেত। অবশেষে তাদের একটি দল তৈরী হয়ে গেল এবং যথেষ্ট শক্তি সামর্থ্যও অর্জিত হয়ে গেল। তারা যখন শুনত যে, কোরায়শদের কোন কাফেলা সিরিয়া যাচ্ছে, তখন অতর্কিতে কাফেলার উপর আক্রমণ করে লোকজনকে হত্যা করত এবং ধনসম্পদ লুট করে নিত। কোরায়শরা বাধ্য হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে দূত পাঠিয়ে আবেদন করল ঃ আল্লাহ তায়ালা ও আমাদের আত্মীয়তার দোহাই, এখন থেকে কেউ মুসলমান হয়ে মদীনায় গেলে তাকে ফেরত পাঠাবেন না। আমরা এ শর্তটি প্রত্যাহার করে নিলাম। আপনি আবূ বছীর ও আবূ জন্দলকে মদীনায় ডেকে নিন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের কাছে দূত প্রেরণ করলেন এবং আল্লাহতায়ালা নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ

ঃ তিনিই আল্লাহ যিনি, তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর মক্কা অঞ্চলে কাফেরদের হাতকে তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাতকে কাফেরদের হাত থেকে নিবারিত করেছেন। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ্ তা দেখেন। তারাই তো কুফরী করেছে, তোমাদেরকে নিবৃত্ত করেছে, বাধা দিয়েছে মসজিদুল-হারাম থেকে এবং বাধা দিয়েছে কোরবানীর জন্তুগুলোকে যথাস্থানে পৌছুতে। যদি মক্কায় কাফেরদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী না থাকত, যাদেরকে অজ্ঞাতসারে হত্যা করলে তোমরা অনুতপ্ত হতে, তবে তোমাদেরকে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হত। এ জন্যে যে, তিনি যাকে ইচ্ছা আপন অনুগ্রহ দান করবেন। যদি তারা পৃথক থাকত, তবে আমি কাফেরদেরকে মর্মান্তিক শাস্তি দিতাম। কেননা, কাফেররা তাদের অন্তরে মূর্খতাযুগের ঔদ্ধত্য পোষণ করে। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও মুমিনদেরকে প্রশান্তি দান করলেন, তাদের উপর তাকওয়ার কলেমা অপরিহার্য করলেন। তারা ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।”

ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও হাকেমের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সেই বৃক্ষের নিচে ছিলাম, যার উল্লেখ কোরআন মজীদে করা হয়েছে। এ বৃক্ষের শাখা পল্লব হুযূর (সাঃ)-এর পিঠের উপরে নুয়ে ছিল। হযরত আলী (রাঃ) ও কোরায়শ দূত সুহায়ল ইবনে আমর তার সম্মুখে ছিলেন। নবী করীম (সাঃ) হযরত আলীকে বললেনঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম লিখ।

সুহায়ল হযরত আলীর হাত চেপে ধরল এবং বললঃ আমরা রাহমান ও রাহীমকে চিনি না। আমাদের ব্যাপারে তাই লিখ, যার সাথে আমরা পরিচিত, অর্থাৎ বিইসমিকা আল্লাহুম্মা অতঃপর হযরত আলী লিখলেন هذا ما صالح عليه محمد رسول الله (এটা সেই সন্ধিপত্র, যা মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সম্পাদন করেছেন।) এবারও সুহায়ল হযরত আলীর হাত চেপে ধরল এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললঃ আপনি আল্লাহর রসূল হলে আমরা এ যাবত নিজেদের উপর অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছি। আমাদের ব্যাপারে তাই লিখুন, যা আমরা বিশ্বাস করি, অর্থাৎ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ' লিখুন। এ কথাবার্তা চলাকালেই ত্রিশজন সশস্ত্র যুবক আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করল। তারা আমাদের মুখমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করে দিল। নবী করীম (সাঃ) তাদের জন্যে বদদোয়া করলেন। আল্লাহ তাদেরকে মূক করে দিলেন। হাকেমের রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন। আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম। হুযূর (সাঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কেউ তোমাদেরকে অভয় দিয়েছেন কি? তারা বললঃ না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ছেড়ে দিলেন।

মুসলিম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি শানিয়াতুল মিরারে আরোহণ করবে? যে ব্যক্তি আরোহণ করবে, আল্লাহ তার বনী-ইসরাঈলের সমপরিমাণ গোনাহ মাফ করে দিবেন। অতঃপর সর্বপ্রথম সেই ঘাটিতে বনী-খাযরাজের ঘোড় সওয়াররা আরোহণ করল। এরপর অন্যরা আরোহণ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ লাল উটওয়ালা ছাড়া তোমাদের সকলেরই মাগফেরাত করা হয়েছে। ছাহাবীগণ লাল উটওয়ালাকে বললেনঃ এস, তোমার জন্যে নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে এস্তেগফার করি। সে বললঃ আমার উট হারিয়ে গেছে। তোমাদের নবী আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করবেন– এর তুলনায় হারানো উট পাওয়াটাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। লোকটি আসলে তার হারানো উটের তালাশে ছিল।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বলেনঃ হোদায়বিয়ার বছরে আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে রওয়ানা হলাম। আসফানে বিশ্রাম গ্রহণের

পর শেষ রাতে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে হানযাল ঘাঁটিতে এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এই যে সম্মুখে ঘাঁটি দেখতে পাচ্ছ, আজিকার রাতে এটি আমাদের জন্যে সেই দ্বারের মত, যার সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বনী-ইসরাঈলকে বলেছিলেন- وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ (তোমরা সেজদাবনত হয়ে দ্বারে প্রবেশ কর এবং "হিত্তাতুন" বল। আমি তোমাদের সকল গোনাহ মাফ করব।) অর্থাৎ, আজিকার রাতে যে মুসলমান এ টিলা অতিক্রম করবে; তাকে মাফ করা হবে। আমরা সেই টিলা অতিক্রম করার সময় কিছুক্ষণ থেমে গেলাম। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, কোরায়শরা আমাদের আগুনের আলো দেখে ফেলবে। তিনি বললেনঃ আবু সায়ীদ, এরূপ কখনও হবে না।

ভোর হলে হুযূর (সাঃ) আমাদেরকে নামায পড়ালেন এবং বললেনঃ সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, আজিকার রাতে তোমাদের সকলেরই মাগফেরাত করা হয়েছে। তবে একজন উষ্ট্রারোহীর মাগফেরাত হয়নি। আমরা সকলেই লোকটির খুঁজে বের হলাম কিন্তু সে সেখানে ছিল না। অতঃপর আমরা এক বেদুইনকে সকলের মধ্যে পেলাম।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এমন এক কওম আসতে পারে যাদের আমলের সামনে তোমরা নিজেদের আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। আমরা আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, তারা কোন্ কওম? তারা কি কোরায়শী? তিনি বললেনঃ না; বরং তারা এয়ামনী, তারা অত্যন্ত কোমলপ্রাণ। আমরা বললাম ঃ তারা কি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন ঃ যদি কারও কাছে স্বর্ণের পাহাড় থাকে এবং সে তা ব্যয় করে, তবে সে তোমাদের এক মুদ ও অর্ধ মুদ ব্যয় করার মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে না। মনে রেখ, আমাদের ও তাদের মধ্যকার ব্যবধান এমন, যেমন তোমাদের ও তোমাদের পরবর্তী মুসলমানদের মধ্যকার ব্যবধান।

ওয়াকেদীর রেওয়ায়েতে আমর ইবনে আবদ বলেনঃ আমাদের লক্ষ্য ছিল যাতুল-খায়তলের ঘাঁটি। আমরা এর কাছে এলাম। যদি আমি একা সেটা পার করতে চাইতাম, তবে ঘাঁটিটি ছিল একটি ফিতার সমান। ঘাঁটিটি একটি প্রশস্ত মহাসড়কের মত বিস্তৃত হয়ে গেল। সে রাতে এর বিস্তৃতির কারণে সকলেই সারিবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। ঘাঁটিটি জোছনা রাতের মত আলোকময় হয়ে গেল। সকালে নামাযের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আজিকার রাতে আল্লাহ তায়ালা সকল উষ্ট্রারোহীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তবে একজন ছোট উষ্ট্রারোহীর মাগফেরাত হয়নি। সে লাল রঙের উটের উপর সওয়ার।

মুসলিম হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ এক জেহাদে আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে গমনকালে দারুণ ক্ষুধা অনুভব করলাম। এমন কি, আমরা সওয়ারীর কিছু উট যবেহ করে ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণের ইচ্ছা করলাম। রসূলুল্লাহর (সাঃ) আদেশে আমরা নিজেদের খাদ্যসামগ্রী একটি চামড়ার দস্তরখান বিছিয়ে একত্রিত করলাম। আমি এগুলোর পরিমাণ আন্দাজ করার জন্যে গলা বাড়ালাম। একটি ছাগলছানা যতটুকু জায়গা নিয়ে বসে, খাদ্য সামগ্রীগুলো ততটুকু জায়গার মধ্যে ছিল। আমরা ছিলাম সংখ্যায় চৌদ্দ'শ। আমরা সকলেই সেখান থেকে তৃপ্ত হয়ে আহার করলাম। অবশেষে আমাদের খাদ্যের থলেগুলো ভরে নিলাম। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ ওযূর পানি আছে কি? এক ব্যক্তি তার লোটা নিয়ে উপস্থিত হল, যার মধ্যে সামান্য পানি ছিল। হুযূর (সাঃ) সেই পানি একটি বড় পাত্রে ঢেলে দিলেন। অতঃপর আমরা চৌদ্দ'শ মানুষ সেখান থেকে ওযূও করলাম। আমরা খুব স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে পানি ব্যবহার করলাম।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ হোদায়বিয়া থেকে ফিরার পথে কতক ছাহাবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে তীব্র ক্ষুধার অভিযোগ করলেন। তারা বললেনঃ আপনি সওয়ারীর উট যবেহ করে খাওয়ার অনুমতি দিন। হযরত ওমর ফারুক (রাঃ) আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ, এরূপ করবেন না। অতিরিক্ত উট থাকলে তা আমাদের কাজে লাগবে। নবী করীম (সাঃ) বললেনঃ আচ্ছা, তোমরা তোমাদের চামড়ার দস্তরখান বিছাও। সকলে তাই করল। অতঃপর তিনি বললেনঃ যার কাছে অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী আছে, সে তা দস্তরখানে এনে রাখ। এরপর তিনি দোয়া করলেন এবং বললেনঃ আপন আপন পাত্র নিয়ে এস। অতঃপর আল্লাহ যে পরিমাণ চাইলেন, তারা খাদ্যসামগ্রী নিয়ে নিলেন।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হোদায়বিয়ায় অবস্থান করে হযরত ওসমান (রাঃ)-কে কোরায়শদের কাছে প্রেরণ করলেন। তিনি ওসমানকে বললেনঃ তুমি কোরায়শদেরকে বলবে যে; আমরা যুদ্ধ করার ইচ্ছায় আসিনি; বরং ওমরা করার জন্যে এসেছি। আর তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। মক্কায় যে সকল মুমিন পুরুষ ও নারী রয়েছে, তুমি তাদের কাছে যেয়ে সুসংবাদ দিবে যে, আল্লাহ তায়ালা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মক্কার মাটিতে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন। তখন ঈমান গোপন করা প্রয়োজন হবে না।

হযরত ওছমান (রাঃ) কোরায়শদের কাছে চলে গেলেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কোরায়শরা দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। এদিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে বয়াত তথা শপথ করার জন্যে অহ্বান জানালেন। ঘোষণা করা হল, জিবরাঈল বয়াতের আদেশ নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে আগমন করেছেন। সাহবায়ে-কেরাম রসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর হাতে এই শর্তে বয়াত করলেন যে, তারা কোন অবস্থাতেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবেন না। এ সংবাদে মুশরিকরা ভীত হয়ে পড়ল। তারা সেইসব মুসলমানকে ছেড়ে দিল, যাদেরকে যিম্মি করে রেখেছিল এবং সন্ধির প্রস্তাব করল।

হোদায়বিয়ায় অবস্থানকারী মুসলমানগণ হযরত ওছমান (রাঃ)-এর ফিরে আসার পূর্বে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন– ওছমান গণী বায়তুল্লায় চলে গেছেন। তিনি তওয়াফও করে থাকবেন। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ওছমান সম্পর্কে আমি এরূপ ধারণা করি না যে, আমাদিগকে এখানে বাধাপ্রাপ্ত অবস্থায় রেখে সে একা বায়তুল্লাহর তওয়াফ করবে।

অতঃপর হযরত ওছমান (রাঃ) ফিরে এলে সাহাবায়ে-কেরাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করছেন? তিনি বললেন ঃ আমার সম্পর্কে আপনাদের এই ধারণা ভ্রান্ত। আল্লাহর কসম, নবী করীম (সাঃ)-এর হোদায়বিয়ায় থাকা অবস্থায় যদি আমি এক বছরও মক্কায় অবস্থান করতাম, তবে তাঁর তওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি বায়তুল্লাহর তওয়াফ করতাম না। কোরায়শরা আমাকে তওয়াফের অনুমতি দিয়েছিল; কিন্তু আমি রাযী হইনি।

একথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম বললেন ঃ আল্লাহর বিধানাবলী সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সর্বাধিক জ্ঞাত এবং তাঁর ধারণা আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশী উন্নত মানের।

বায়হাকী মোহাম্মদ ইবনে কা'ব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে-আকরাম (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ)কে বললেন ঃ লেখ এটা সেই সন্ধিপত্র, যা মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও সুহায়ল ইবনে আমর সম্পাদন করেছেন। কিন্তু হযরত আলী বেঁকে বসলেন যে, তিনি মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু লিখবেন না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি লিখ। তোমাকে সমান ছোয়াবই দেয়া হবে। কারণ, তুমি পরাভূত।

ইবনে সা'দ এয়াকূব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হোদায়বিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম সকলেই মাথার কেশ মুণ্ডন করেন এবং কোরবানীর উট যবেহ করেন। অতঃপর আল্লাহতায়ালার প্রেরিত একটি ঝঞ্ঝা বায়ু তাদের কেশসমূহ উড়িয়ে হেরেমের মধ্যে ফেলে দেয়।

আহমদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হোদায়বিয়া দিবসে সত্তরটি উট যবেহ্ করা হয়। কোরায়শদের বাধার কারণে বায়তুল্লায় পৌঁছতে না পেরে উটগুলো এমনভাবে কাঁদতে থাকে, যেমন সন্তানের শোকে কাঁদে।

ওয়াকেদী আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হযম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুয়ায়তাব ইবনে আবদুল ওয্যা বলত, হোদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে

যখন আমি মক্কায় ফিরে এলাম, তখন আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল মোহাম্মদ অচিরেই বিজয়ী হয়ে যাবেন।

বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হোদায়বিয়া থেকে ফিরার পথে এক শেষ রাতে দণ্ডায়মান হলেন এবং বললেন ঃ আমার হেফাযত কে করবে? আমি আরয করলাম ঃ আমি করব। তিনি বললেন ঃ তুমি ঘুমিয়ে পড়বে। এরপর তিনি বললেন ঃ আমাকে কে পাহারা দিবে? আমি পুনরায় আরয করলাম ঃ আমি দিব। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা, তুমিই পাহারা দাও। সেমতে আমি সম্পূর্ণ কাফেলাকে পাহারা দিলাম। যখন ভোর হয়ে গেল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কথা অনুযায়ী আমাকে ঘুমে পেয়ে বসল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। এরপর সূর্যোদয়ের পরেই জাগ্রত হলাম। সকলেই জাগ্রত হয়ে গেলে হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা নামায থেকে গাফেল হয়ে যাবে– এটাই যদি আল্লাহর অভিপ্রায় না হত, তবে তোমরা ঘুমিয়ে পড়তে না। কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা চেয়েছেন যে, তাঁর বিধান তোমাদের পরে আগমনকারীদের জন্যে প্রকাশিত হোক। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং সকলকে নিয়ে যথারীতি নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি বললেন ঃ আমার উম্মতের যে ব্যক্তি নামাযের সময় ঘুমিয়ে পড়ে, তার জন্যে বিধান হচ্ছে, যখন জাগ্রত হবে, তখনই সে নামায আদায় করবে।

এরপর সকলেই আপন আপন সওয়ারী নিয়ে এসে গেল। হুযূর (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ তুমি এদিকে যাও। আমি গেলাম এবং তাঁর উষ্ট্রীর নাকারশি নিয়ে এলাম, যা একটি বৃক্ষে লটকে গিয়েছিল। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি আপনার উষ্ট্রীর নাকারশি একটি বৃক্ষে জড়ানো অবস্থায় পেয়েছি। হাত না লাগালে এটা খুলত না।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে মাজমা, ইবনে জারিয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমরা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে হোদায়বিয়া থেকে ফিরে এলাম, তখন 'কুরা-গামীম' নামক স্থানে সূরা ফাতাহ্ নাযিল হল। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ এটা কি ফাতাহ্ (বিজয়)? হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এটা বিজয়।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বললেন ঃ এই নিকটবর্তী বিজয়ের অর্থ হচ্ছে খয়বর বিজয় এবং وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا এর অর্থ হচ্ছে পারস্য ও রোম বিজয়, যা পরবর্তী কালে হওয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত হয়েছিল।

বায়হাকী মোজাহিদ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন হোদায়বিয়াতে ছিলেন, তখন তাঁকে স্বপ্নে দেখানো হয় যে, তিনি এবং তাঁর সাহাবীগণ শান্তিতে মক্কায় প্রবেশ করেছেন। তাঁদের কারও মাথা মুণ্ডানো ছিল এবং কারও কেশ কর্তিত ছিল। অতঃপর সাহাবায়ে-কেরাম যখন হোদায়বিয়াতে কোরবানীর পশু যবেহ করলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার স্বপ্নের ব্যাখ্যা কি? এর প্রেক্ষাপটে আল্লাহতায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন ঃ

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ - لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُؤُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ لَا تَخَافُوْنَ -

আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ চাহেন তো তোমরা মসজিদুল-হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে নিরাপদে – কেউ কেউ মস্তক মুণ্ডিত করবে কেউ কেউ কেশ কর্তন করবে। তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। (সূরা ফাতাহ)

এরপর সাহাবায়ে-কেরাম সেখান থেকে ফিরে আসেন এবং খয়বর জয় করেন। এর পরের বছর তাঁরা ওমরা আদায় করলেন। এভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন এশার নামায পড়তেন, তখন শেষ রাকআতে 'কুনূতে-নাযেলা' পাঠ করতেন এবং এই দোয়া করতেন–পরওয়ার দেগার! ওলীদ ইবনে ওলীদকে মুক্তি দাও, পরওয়ারদেগার, আইয়াশ ইবনে আবী রবীযাকে রক্ষা কর, পরওয়ারদেগার, দুর্বল মুমিনদেরকে মুক্তি দাও। পরওয়ারদেগার, মুযার গোত্রের উপর এমন দুর্ভিক্ষ নাযিল কর, যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আমলে হয়েছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সবসময় দুর্বল মুমিনদের জন্যে দোয়া করতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাদেরকে কোরায়শদের কবল থেকে মুক্তি দিলেন। মুক্তি লাভের পর তিনি তাদের জন্যে দোয়া করা ছেড়ে দেন।

'আল-আখবার' গ্রন্থে হায়ছাম ইবনে আদীর রেওয়ায়েতে সাঈদ ইবনে আছ (রাঃ) বলেন ঃ আমার পিতা আছ বদর যুদ্ধে নিহত হলে আমি আমার চাচা আবান ইবনে য়াযীদের লালন-পালনে এসে পড়লাম। সে বাণিজ্যের উদ্দেশে সিরিয়া গেল এবং এক বছর সেখানেই অবস্থান করল। এরপর সে ফিরে এল। সে রসূলুল্লাহ

(সাঃ)-এর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত। ফিরে এসেই সে সর্বপ্রথম জিজ্ঞাসা করল ঃ মোহাম্মদের কি হল? আমার চাচা আবদুল্লাহ জবাব দিল ঃ খোদার কসম, মোহাম্মদ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি শান-শওকতে অবস্থান করছেন এবং তাঁর সম্মান আরও বেড়ে গেছে। তার প্রচারিত দ্বীন পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি উচ্চস্তরে উন্নীত হয়ে গেছে।

এ কথা শুনে আবান চুপ হয়ে গেল এবং কোন প্রকার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করল না। এরপর সে ভোজের আয়োজন করে বনী-উমাইয়ার নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাল। ভোজ শেষে সে বলল ঃ

ঃ বণী উমাইয়ার সম্মানিত নেতৃবৃন্দ! সিরিয়ায় অবস্থানকালে আমি বাকা নামক এক সন্ন্যাসীকে দেখেছি। সে চল্লিশ বছর পর্যন্ত গির্জার বাইরে মাটিতে পা রাখেনি। একদিন সে গির্জা থেকে নিচে অবতরণ করলে সকল মানুষ তাকে দেখার জন্যে সমবেত হল। আমিও তার কাছে গেলাম। আমি তাকে বললাম ঃ আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই। সে আমাকে নিভৃতে নিয়ে গেল। আমি বললাম ঃ আমি একজন কোরায়শী। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। তার দাবী এই যে, আল্লাহ তাকে প্রেরণ করেছেন।

সন্ন্যাসী ঃ তার নাম কি?

আমি ঃ তার নাম মোহাম্মদ।

সন্ন্যাসী ঃ কতদিন পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছেন?

আমি ঃ প্রায় বিশ বছর হয়ে গেছে।

সন্ন্যাসী ঃ আমি তোমার কাছে তার গুণাবলী ও দেহাবয়ব বর্ণনা করব না কি?

আমি হতবাক হয়ে বললাম ঃ অবশ্যই বর্ণনা করুন।

সন্ন্যাসী তাঁর গুণাবলী সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে বর্ণনা করল। অতঃপর সে বলল ঃ তিনি এই উম্মতের নবী। তিনি অবশ্যই বিজয়ী হবেন। তাঁকে আমার সালাম বলে দিয়ো। এরপর সন্ন্যাসী তার গির্জায় চলে গেল। এটা হোদায়বিয়ার বছরের ঘটনা।

ইবনে সা'দ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহতায়ালা আমার কল্যাণের ইচ্ছা করে আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে দেন। আমি মনে মনে বললামঃ মোহাম্মদ (সাঃ)-এর মোকাবিলা করার জন্যে আমি সকল ক্ষেত্রেই উপস্থিত হয়েছি এবং প্রতি ক্ষেত্রেই আশাতীতরূপে এবং অলৌকিক পন্থায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। তাঁর এসব সাফল্য আল্লাহর সমর্থন ও সাহায্যের কথাই প্রমাণ করে। আমি মনে মনে ভাবছিলাম যে, এক অসার বস্তুর জন্যে আমি আমার প্রচেষ্টা নিয়োজিত করছি। মোহাম্মদ (সাঃ) অচিরেই বিজয়ী হয়ে যাবেন।

মোহাম্মদ (সাঃ) যখন হোদায়বিয়া অভিমুখে গমন করছিলেন, তখন তাঁকে বাধা দেয়ার জন্যে আমি মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনীর সাথে বের হলাম। আমি আসফান নামক স্থানে তাঁর ও তাঁর সাহাবীগণের সাথে মিলিত হলাম। আমি তাঁর পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি তাঁর সহচরগণকে যোহরের নামায পড়ালেন। আমরা এই অবস্থায় তাঁর উপর হামলা করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমাদের ইচ্ছা বদলে গেল। এতে কল্যাণই ছিল। তিনি আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবগত হয়ে গেলেন। সেমতে তিনি আছরের নামায যুদ্ধকালীন পদ্ধতিতে পড়ালেন। ফলে আমাদের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। আমি মনে মনে বললাম, লোকটি খোদায়ী হেফাযতপ্রাপ্ত। এরপর আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। আমাদের অশ্বারোহীরা যে রাস্তায় মোতায়েন ছিল, তিনি সেই রাস্তা পরিত্যাগ করে ডানদিকের পথ ধরলেন।

কোরায়শরা হোদায়বিয়াতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সন্ধিচুক্তি স্থাপন করল। এর ফলে তিনি স্বস্তি পেলেন। তখন আমি মনে মনে বললাম, এখন আশ্রয়ের আর কি বাকী রইল। নাজ্জাশীর কাছে আশ্রয় নেয়ারও পথ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুসারী হয়ে গেছেন। মুসলমানরা তার কাছে সুখে শান্তিতে বাস করছে। এখন আমি কি করব? সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দিকে চলে যাব এবং আপন ধর্ম বিসর্জন দিয়ে খৃষ্টধর্ম অথবা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে নিব? এভাবে অনারবদের অনুগামী হয়ে তাদের মধ্যেই অবস্থান করব, না এখানে যারা এখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, তাদের সহযোগী হয়ে আপন গৃহেই থেকে যাব? আমি সাংঘাতিকরূপে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিলাম। ঠিকএমনি সময়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'ওমরাতুল-কাযার' উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করলেন। আমি গা ঢাকা দিলাম। আমার ভ্রাতা ওলীদ ইবনে ওলীদ নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে এলেন। তিনি আমাকে অনেক তালাশ করেও পেলেন না। অবশেষে তিনি আমার নামে এই মর্মে একটি পত্র লিখলেন ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

ইসলাম থেকে তোমার পলায়ন আমাকে যারপর নাই বিস্মিত করেছে। তোমার বুদ্ধি বিকৃত, ইসলামের মত অমূল্য ধন কেউ হারাতে পারে কি? রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তোর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন এবং বলেছেন ঃ খালিদ কোথায়? আমি আরয করেছি, আল্লাহ তাকে নিয়ে আসবেন। তিনি বললেন ঃ তার মত ব্যক্তিত্বের ইসলাম থেকে দূরে থাকা উচিত নয়। সে যদি ইসলামের কাতারে এসে মুশরিকদের অবমাননা ও লাঞ্ছনার কারণ হত, তবে এটা তার জন্যে কল্যাণকর হত। আমরা তাকে অন্যদের অগ্রে স্থান দিতাম।

অতএব হে ভাই! যে সৌভাগ্য তোমার হাত ছাড়া হয়ে গেছে, সেটি পুনরুদ্ধারে ব্রতী হও এবং এই ক্ষতি পূরণ করে নাও।

হযরত খালিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন – ভাইয়ের পত্র পাঠ করে আমি প্রভাবিত না হয়ে পারলাম না। ইসলামের প্রতি যে আগ্রহ আমার মনে দানা বেঁধেছিল, এ পত্র তাকে সজীব করে তুলল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উক্তি আমাকে অনাবিল আনন্দ ও প্রশান্তি দান করল। আমি তাঁর কাছে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। ইতিমধ্যে আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি সংকীর্ণ ও অপ্রশস্ত জনবসতি এবং দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত এলাকা ও শহর থেকে বের হয়ে সতেজ ও সবুজে ঘেরা প্রশস্ত এলাকায় পৌছে গেছি। আমি মনে মনে বললাম, এটা নিশ্চিতই একটি সুসংবাদ।

মদীনায় পৌছার পর আমি স্থির করলাম যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে এই স্বপ্ন সম্পর্কে আলোচনা করব। সেমতে আমি তাঁকে স্বপ্নের কথা বললে তিনি মন্তব্য করলেন ঃ এটাই তোমার বের হওয়া, যার বদৌলতে আল্লাহ্ পাক তোমাকে ইসলামের তওফীক দান করেছেন। আর যে কঠোর অবস্থার মধ্যে তুমি ছিলে, সেটা ছিল কুফরী ও শিরকের অবস্থা।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হওয়ার পাকাপোক্ত সংকল্প করার পর আমি মনে মনে ভাবলাম, তাঁর কাছে যাওয়ার জন্যে আমি কাকে সঙ্গে নিয়ে যাব? আমি ছফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাথে দেখা করলাম এবং বললাম ঃ হে আবূ ওয়াহাব! আমরা কি পরিস্থিতিতে আছি, তা তুমি দেখছ না? আমরা সকলেই দাঁতসদৃশ। তুমি দেখতেই পাচ্ছ যে, মোহাম্মদ আরব ও আজমের বিরুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গেছেন। যদি আমরা তাঁর খেদমতে হাযির হয়ে তাঁর অনুসারী হয়ে যাই, তবে এটা আমাদের জন্যে উত্তম হবে। কেননা, মোহাম্মদের গৌরব ও মাহাত্ম্য আমাদেরই গৌরব ও মাহাত্ম্য।

ছফওয়ান কঠোরভাবে অস্বীকার করল এবং বলল ঃ যদি আমাকে ছাড়া কেউ অবশিষ্ট না থাকে, তবুও আমি মোহাম্মদের অনুসরণ করব না। এই কথাবার্তার পর আমি তার কাছ থেকে চলে এলাম এবং মনে মনে বললাম, ছফওয়ানের পিতা ও ভ্রাতা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছে। ফলে তার অন্তরে জ্বালা আছে। এরপর আমি ইকরামা ইবনে আবী জহলের সাথে দেখা করলাম এবং ছফওয়ানের কাছে যা যা বলেছিলাম, তার কাছেও তাই বললাম। ইকরামাও আমাকে ছফওয়ানের অনুরূপ জওয়াব দিল। আমি তাকে বললাম ঃ তোমার সাথে যে কথাবার্তা হল, তা গোপন রাখবে। সে বলল ঃ আমি এ সম্পর্কে কারও কাছে কিছু বলব না।

হযরত খালিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এরপর আমি গৃহে এসে সওয়ারী প্রস্তুত করার আদেশ দিলাম। অতঃপর আমি ওছমান ইবনে তালহার কাছে গেলাম।

আমি মনে মনে ভাবতে লাগলাম ওছমান আমার গভীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার সাথে এ ব্যাপারে কথা বলা উত্তম হবে। এরপর তার বাপদাদার নিহত হওয়ার কথা আমার মনে পড়ে গেল। এরপর আর তার সাথে আলাপ করা সমীচীন মনে করলাম

না। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল যে, আমি যখন এখান থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলেছি, তখন তার সাথে কথা বললে ক্ষতি কি?

সেমতে আমি ওছমানের কাছে যেয়ে সেইসব কথাই বললাম, যা ইতিপূর্বে ছফওয়ান ও ইকরামার কাছে বলেছিলাম। আমি আরও বললাম ঃ আমাদের অবস্থা এখন শৃগালের গর্তের মত। এতে যত পানিই ঢালা হোক না কেন, গর্ত সকল পানি গিলে ফেলে।

আমার কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনে অতি শীঘ্রই সে পরিস্থিতির গভীরে পৌঁছে গেল। সে বিনা দ্বিধায় আমার সাথে একমত হয়ে সেই মুহূর্তেই রওয়ানা হতে সম্মত হল। সে বললঃ আমার এই উষ্ট্রীকে তুমি পথিমধ্যে বসা দেখতে পাবে।

খালিদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি ইয়াজিজ নামক স্থানে ওছমানের সাথে মিলিত হওয়ার পরিকল্পনা তৈরি করলাম। স্থির হল সে আমার পূর্বে সেখানে পৌঁছলে যাত্রা বিরতি দিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে। আর আমি অগ্রে পৌঁছে গেলে তার জন্যে অপেক্ষা করব। সেমতে আমরা প্রত্যুষে রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং ছোবহে ছাদিক পর্যন্ত ইয়াজিজে পরস্পরে মিলিত হলাম। পরদিন প্রত্যুষে সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে হাদা নামক স্থানে পৌঁছলাম। সেখানে আমরা আমর ইবনুল আছকে পেলাম। সে আমাদেরকে দেখে মারহাবা বলে জিজ্ঞেস করল ঃ কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? আমরা বললাম ঃ আপনি কোথায় যাচ্ছেন? সে বলল ঃ আগে তোমরা বল কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ ?

আমরা বললাম ঃ ইসলামে প্রবেশ করতে এবং মোহাম্মদের অনুসরণ করতে যাচ্ছি। আমর ইবনুল আছ বলল ঃ এ সংকল্প আমাকেও গৃহ থেকে বের করেছে।

খালিদ ইবনে ওলীদ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা তিনজনেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে একসঙ্গে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলাম। হাররার ময়দানে উপস্থিত হয়ে উট থেকে অবতরণ করলাম। আমাদের আগমনের সংবাদ কেউ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছিয়ে দিল। তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। আমি সর্বোত্তম পোশাক পরিধান করে তাঁর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা করতেই ভাইয়ের সাথে দেখা হল। তিনি বললেন ঃ তাড়াতাড়ি যাও। তোমার আগমনের সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ) পেয়েছেন। তিনি অত্যন্ত আনন্দিত মনে তোমাদের জন্যে অপেক্ষমাণ আছেন। আমরা দ্রুত রওয়ানা হয়ে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দেখে মুচকি হাসছিলেন। আমি সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সালাম করলাম। তিনি হাসিমুখে জবাব দিলেন। আমি বললাম ঃ আশহাদু আন্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্নাকা রসূলুল্লাহ।" তিনি বললেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَاكَ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তোমাকে সুপথ দেখিয়েছেন।

অতঃপর বললেন ঃ খালিদ! আমি তোমার মধ্যে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা লক্ষ্য করতাম। আমার ধারণা ছিল যখনই তুমি আল্লাহ্ প্রদত্ত এসব প্রতিভাকে কাজে লাগাবে, তখনই তোমার বিবেক তোমাকে কল্যাণের দিকে নিয়ে আসবে।

খালিদ ইবনে ওলীদ বর্ণনা করেন, আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি জানেন আমি বহুবার ইসলামের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি এবং সত্য ধর্মের অনুসারীদের মোকাবিলায় অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে নিয়ে এসেছি। আপনি আল্লাহ পাকের দরবারে আমার এসব কুকর্ম ক্ষমা করার জন্যে দোয়া করুন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ ইসলাম পূর্ববর্তী সকল গোনাই মিটিয়ে দেয়।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) জেহাদের উদ্দেশ্যে উযকান নামক স্থানে মুশরিকদের সম্মুখীন হলেন। তিনি যখন সাহাবীগণকে যোহরের নামায পড়ালেন, তখন মুশরিকরা মুসলমানদেরকে রুকু ও সিজদা করতে দেখে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল ঃ এটা চমৎকার সুযোগ। এই অবস্থায় তোমরা তাদের উপর অতর্কিতে হামলা করতে পারবে। তারা পূর্বাহ্নে টেরও পাবে না। তাদের এক ব্যক্তি বলল ঃ মুসলমানদের এরপর আরও একটি নামায (আছর) আছে, যা তাদের কাছে তাদের পরিবার-পরিজনের চেয়ে অধিক প্রিয়। অতএব সে সময় তাদের উপর একযোগে আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত থাক।

আল্লাহ তায়ালা وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ الخ আয়াত নাযিল করলেন এবং মুশরিকদের এই পরিকল্পনা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ)কে অবগত করে দিলেন। তিনি যখন আছরের নামায পড়ালেন, তখন মুশরিক বাহিনী সম্মুখে কেবলার দিকে ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের পশ্চাতে মুসলমানদের দু'টি কাতার করে 'ছালাতে-খওফ' তথা যুদ্ধকালীন পদ্ধতিতে নামায পড়ালেন। ফলে মুশরিকরা দেখল যে, মুসলমানদের এক কাতার সিজদা করছে এবং এক কাতার দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। তারা বলতে লাগল ঃ আমরা তাদের উপর হামলা করার ব্যাপারে যে পরিকল্পনা করেছিলাম, সে সম্পর্কে তারা অবহিত হয়ে গেছে।

যীকার্দ যুদ্ধ

মুসলিম সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুশরিকরা মুসলমানদের কিছু সংখ্যক উট লুট করে নিয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তারা (লুটের উট নিয়ে) গাতফান ভূমিতে অবস্থান করবে। ইতিমধ্যে জনৈক গাতফানী এসে সংবাদ দিল যে, মুশরিকরা অমুক গাতফানীর বাড়ী হয়ে গমন করেছে। সে তাদের জন্যে একটি উট যবেহ্ করেছে।

মুসলিম ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, মুশরিকরা মদীনার গবাদি পশু লুট করে পালিয়ে যায়। 'আযা' নাম্নী একটি উষ্ট্রীও এসব গবাদি পশুর মধ্যে ছিল। তারা একজন মুসলমান মহিলাকেও গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। লুটেরারা সকলেই এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়লে মহিলা সন্তর্পণে উঠে আযা উষ্ট্রীর কাছে এল এবং তার পিঠে সওয়ার হয়ে ছহিছালামতে মদীনায় পৌঁছে গেল।

বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আছে যে, আবূ কাতাদাহ্ (রাঃ) মদীনায় আগত সওয়ারীর জন্তুসমূহের মধ্য থেকে একটি ঘোড়া ক্রয় করলেন। এরপর তার সাথে মুশরিক মুসৃইদা কেযারী দেখা করতে এল। সে জিজ্ঞাসা করল ঃ হে আবূ কাতাদাহ! এই ঘোড়া কেন? আবূ কাতাদাহ্ বললেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গী হয়ে জেহাদে যেতে চাই। তাই ঘোড়াটি ক্রয় করে প্রস্তুত রেখেছি। মুসইদা বলল ঃ তোমাদেরকে হত্যা করা তো খুবই সহজ।

একথা শুনে আবূ কাতাদাহ্ বললেন ঃ আমি আল্লাহ্ তায়ালার কাছে আশা করছি যে, ভবিষ্যতে এই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে আমি তোমার সাথে দেখা করব। মুসইদা বলল ঃ আমীন!

একদিন আবূ কাতাদাহ্ এই ঘোড়াকে চাদরের আঁচল থেকে খোরমা খাওয়াচ্ছিলেন। ঘোড়াটি হঠাৎ মাথা উঁচু করল এবং কান নিচু করল। আবূ কাতাদাহ্ বললেন ঃ আল্লাহর কসম, সে প্রতিপক্ষের ঘোড়ার ঘ্রাণ পেয়েছে। আবূ কাতাদাহ্র জননী বললেন ঃ বেটা, আমরা মূর্খতা যুগে বাপের বেটাই ছিলাম 'মায়ের বেটা' ছিলাম না। এখন যখন আল্লাহ তায়ালা মোহাম্মদ (সাঃ)-কে আমাদের মধ্যে এনেছেন, তখন আমরা কিরূপে মায়ের বেটা হতে পারি? অতঃপর ঘোড়াটি পুনরায় তার মাথা উত্তোলন করল এবং কান নিচু করল। আবূ কাতাদাহ্ বললেন ঃ খোদার কসম, সে প্রতিপক্ষের ঘোড়ার ঘ্রাণ পেয়েছে। এরপর বিলম্ব না করে তিনি ঘোড়ার পিঠে গদি কষলেন এবং অস্ত্র নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তির সাথে দেখা হলে সে বলল ঃ লুণ্ঠিত উটগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ সেগুলো উদ্ধার করতে গেছেন। আবূ কাতাদাহ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে দেখা করলেন। তিনি আদেশ করলেন ঃ আবূ কাতাদাহ! যাও। আল্লাহ তায়ালা তোমার সঙ্গে আছেন।

আবূ কাতাদাহ বর্ণনা করেন– আমি গেলাম। হঠাৎ আমি দেখলাম কিছুলোক উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি কালবিলম্ব না করে তাদের উপর হামলা করলাম। আমার ললাটে একটি তীর লাগল। আমি সেটি বের করে আনলাম। আমার ধারণা ছিল যে, আমি তীরের ফলা বের করে ফেলেছি। আমার সম্মুখে জনৈক দক্ষ অশ্বারোহী এল। তার মুখমণ্ডল শিরস্ত্রাণে আবৃত ছিল। সে বলল ঃ আবূ

কাতাদাহ্! আল্লাহ্ আমাকে তোর সাথে মিলিয়েছেন। অতঃপর সে আপন মুখমণ্ডল খুলে দিল। অমনি আমি মুসইদা ফেযারীকে চিনতে পারলাম। সে বলল ঃ তরবারি কিংবা বর্শা দিয়ে যুদ্ধ করব, না মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হব? তুমি যা চাইবে, তাই করব। আমি বললাম ঃ তোর ইচ্ছা। সে বলল ঃ মল্লযুদ্ধই ভাল। অতঃপর সে তার ঘোড়া থেকে নিচে অবতরণ করল। আমিও আমার ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম। শুরু হল মল্লযুদ্ধ। আমি তাকে ভূতলশায়ী করে বুকের উপর চেপে বসলাম। অতঃপর হাত দিয়ে তার তরবারিতে আঘাত করলাম। পরক্ষণেই সে দেখল যে, তার তরবারি আমার হাতে এসে গেছে।

মুসইদা বলল ঃ হে আবূ কাতাদাহ! আমাকে জীবিত থাকতে দে। আমি বললাম ঃ আমি তোকে জীবিত ছাড়ব না। সে বলল ঃ আমার সন্তানদের কে লালন-পালন করবে? আমি বললাম ঃ অগ্নি আছে। অতঃপর আমি তার প্রাণ সংহার করলাম। আমি আমার চাদর খুলে তাতে মুসইদার মৃতদেহ জড়িয়ে দিলাম। তার কাপড় নিজে পরিধান করে অস্ত্রও নিয়ে নিলাম। অতঃপর তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে গেলাম। কেননা, আমার ঘোড়া মোকাবিলার সময় পালিয়ে মুসলিম বাহিনীর দিকে চলে গিয়েছিল। বাহিনীর জওয়ানরা তাকে দেখে চিনে নেয়।

আমি সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে মুসইদার ভাতিজার নিকট পৌঁছলাম। সে সতের জন অশ্বারোহীর মধ্যে ছিল। আমি এত জোরে তার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করলাম যে, তার কোমর ভেঙ্গে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়ল। যে উটগুলোকে তারা নিয়ে যাচ্ছিল, আমি বর্শা উঁচিয়ে সেগুলোকে ফিরালাম।

নবী করীম (সাঃ) ও তাঁর সাহাবীগণ লশকরের জায়গায় আগমন করলেন। তিনি আবূ কাতাদাহর ঘোড়াটিকে পা কাটা অবস্থায় দেখতে পেলেন। এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আবূ কাতাদাহর ঘোড়ার পা কেটে দেয়া হয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) তাকে দু'বার বললেন ঃ তোমার জননীর কল্যাণ হোক, যুদ্ধে তোমার অনেক শত্রু আছে।

আবূ কাতাদাহ্ বলেন ঃ এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) সেই জায়গায় এলেন, যেখানে আমি মুসইদার সাথে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলাম। হঠাৎ তিনি আবূ কাতাদাহর চাদরে জড়ানো একটি মৃতদেহকে পড়ে থাকতে দেখলেন। এক ব্যক্তি বলে উঠল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আবূ কাতাদাহকে শহীদ করা হয়েছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ আবূ কাতাদাহর প্রতি রহমত নাযিল করুন। আল্লাহর কসম, আবূ কাতাদাহ লশকরের পিছনে সমর সঙ্গীত গাইতেছে।

হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক ও ওমর ফারুক (রাঃ) দ্রুতগতিতে মৃতদেহের দিকে অগ্রসর হলেন। মৃতদেহের উপর থেকে কাপড় সরিয়ে নিতেই তারা মুসইদাকে দেখতে পেলেন। তারা বললেন ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্য

বলেছেন। এদিকে আমি উটগুলোকে একত্রিত করতে করতে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন ঃ আবূ কাতাদাহ, তোমার মুখমণ্ডল গৌরবোজ্জ্বল হোক। তুমি অশ্বারোহীদের সরদার। আল্লাহ তোমার মধ্যে, তোমার সন্তানদের মধ্যে এবং তোমার পৌত্রদের মধ্যে বরকত দান করুন। তিনি আরও বললেন ঃ তোমার মুখমণ্ডলে একি দেখছি? আমি বললাম ঃ আমার ললাটে একটি তীর লেগেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আমার কাছে এস। অতঃপর তিনি খুব নম্রভাবে তীরের ফলাটি টেনে বের করলেন এবং ক্ষতস্থানে পবিত্র মুখের থুথু লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর তার উপরে আপন হাতের তালু দিয়ে ঈষৎ চাপ দিলেন। কসম সেই সত্তার, যিনি তাঁকে নবুওয়তের সম্মানে ভূষিত করেছেন। এরপর সারা জীবন আমার শরীরে কোন আঘাত লাগেনি এবং কোন ক্ষতও সৃষ্টি হয়নি।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত মুহরিয ইবনে নযলা (রাঃ) বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম দুনিয়ার আকাশ আমার জন্যে খুলে দেয়া হয়েছে। আমি তাতে প্রবেশ করে সপ্তম আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম। এরপর আমি সিদরাতুল-মুন্তাহা পর্যন্ত গেলাম। আমাকে বলা হল, এটা তোমার জায়গা। আমি এ স্বপ্নটি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলাম। কেননা, তিনি ছিলেন স্বপ্নের সর্বোত্তম ব্যাখ্যাতা। তিনি বললেন ঃ তোমাকে শাহাদাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এর একদিন পর যীকার্দ যুদ্ধে হযরত মুহরিম শহীদ হয়ে যান।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ যীকার্দ যুদ্ধের দিন রসূলে করীম (সাঃ) আমাকে পেয়ে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেন এবং বলেন ঃ ইলাহী! তার কেশে এবং ত্বকে বরকত দান কর। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমার মুখমণ্ডল গৌরবোজ্জ্ব হোক। তুমি মুসইদাকে হত্যা করেছ? আমি বললাম ঃ জ্বী হাঁ। তিনি বললেন ঃ তোমার মুখে কি হল? আমি বললাম ঃ তীর লেগেছে। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে এস। আমি কাছে গেলে তিনি তাতে পবিত্র থুথু লাগিয়ে দিলেন। এরপর কখনও আমার কোন আঘাত লাগেনি এবং আঘাতে পুঁজও সৃষ্টি হয়নি। আবূ কাতাদাহ সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন; কিন্তু মনে হত যেন পনের বছরের কিশোর।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যীকার্দ যুদ্ধে 'বায়সান' নামক ঝরণার কাছ দিয়ে গমন করেন। এই ঝরণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জওয়াবে আরয করা হল যে, এর নাম বায়সান। এর পানি লবণাক্ত। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বরং এর নাম নো'মান এবং এর পানি মিঠা। অতএব রসূলুল্লাহ (সাঃ) এই ঝরণার নাম বদলে দিলেন এবং আল্লাহ পাক এর পানির স্বাদ পরিবর্তন করে মিঠা করে দিলেন।

খয়বর যুদ্ধ

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত সালামাহ্ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে খয়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং সারারাত বিরতিহীনভাবে চলতে লাগলাম। কাফেলার এক ব্যক্তি হযরত আমের ইবনে আওফকে বলল ঃ আপনি আমাদেরকে নিজের কিছু কবিতা শুনান। বলাবাহুল্য, তিনি কবি ছিলেন। আমের উষ্ট্রপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন এবং কবিতা গেয়ে গেয়ে উট হাঁকাতে লাগলেন। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু ছিল এরূপ ঃ ইলাহী! তোমার সাহায্য না হলে আমরা সৎপথ পেতাম না। না আমরা যাকাত দিতাম না নামায পড়তাম। আমাদের গোনাহসমূহ মার্জনা কর। আমরা এটাই প্রার্থনা করি। শত্রুর সাথে মোকাবিলার সময় আমাদের পদযুগল অনড় রাখ। রসূলে আকরাম (সাঃ) বললেনঃ কে উট হাঁকাচ্ছে? সাহাবীগণ বললেন ঃ আমের। তিনি এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তার প্রতি রহমত নাযিল করুন। এক ব্যক্তি আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তার জন্যে শাহাদত ওয়াজেব হয়ে গেছে।

যুদ্ধের সারিতে দণ্ডায়মান হয়ে আমের জনৈক ইহুদীর গোছায় আঘাত করার জন্যে তরবারি উত্তোলন করলেন। ঘটনাচক্রে তরবারির অগ্রভাগ তারই হাঁটুতে আঘাত করল এবং এতেই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত সালামাহ্ ইবনে আকওয়া (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই কবিতা পাঠক কে? সাহাবীগণ জওয়াব দিলেন ঃ আমের। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা তোমার মাগফেরাত করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন কারও জন্যে বিশেষভাবে এস্তেগফার করতেন, তখন সে অবশ্যই শহীদ হত।

বুখারী ও মুসলিম হযরত সালামাহ্ ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বর যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে যেতে পারেন নি। তাঁর চোখে অসুখ ছিল। তিনি মনে মনে বললেন, এটা কিরূপে সম্ভব যে, আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে পিছনে থেকে যাব? সেমতে তিনি অসুস্থ চোখ নিয়েই রওয়ানা হলেন এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে মিলিত হলেন। খয়বর বিজয়ের পূর্ব রাত্রিতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আগামীকাল আমি এমন ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা দিব, যাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল পছন্দ করেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর হাতেই বিজয় দিবেন। এরপর দেখা গেল যে, হযরত আলী উপস্থিত আছেন। অথচ আমরা তাঁর উপস্থিতি আশাও করতাম না। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেন ঃ এই যে আলী উপস্থিত আছেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে ঝাণ্ডা দিলেন। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর হাতে সাফল্য দান করলেন।

মুসলিম অন্য তরিকায় সালামাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলীর চোখে পবিত্র থুথু দিলে তিনি সুস্থ হয়ে যান। সালামাহ থেকে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী ঝাণ্ডা নিলেন এবং দুর্গের নিচে গেড়ে দিলেন। দুর্গের উপর থেকে এক ইহুদী তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনি কে?

উত্তর হল ঃ আমি আলী। ইহুদী বলল ঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের কসম, আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করবেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা সেদিনই হযরত আলীর হাতে খয়বর বিজয় সম্পন্ন করলেন।

আবূ নয়ীম বলেন ঃ এ থেকে প্রমাণিত হল যে, ইহুদীদের প্রতি প্রেরিত কিতাবের তথ্য অনুযায়ী হযরত আলী সম্পর্কে তারা পূর্ব থেকেই জানত যে, তাঁর হাতে খয়বর বিজিত হবে।

ইমাম সূয়ূতী বলেন ঃ এ ঘটনাটি ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ খুদরী, এমরান ইবনে হুছায়ন, জাবের ও আবূ লায়লা আনছারীর রেওয়ায়েতসমূহে বর্ণিত আছে। আবূ নয়ীম সবগুলো রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন। সবগুলো রেওয়ায়েতেই চোখে থুথু দেয়া এবং তাতে হযরত আলীর চোখ সুস্থ হওয়ার কথাও বর্ণিত আছে।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত বুরায়দা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) খয়বরে বললেন ঃ আগামীকল্য ঝাণ্ডা এমন এক ব্যক্তিকে দিব, যে আল্লাহ ও রসূলের প্রিয়। সে খয়বরের দূর্গ জয় করবে। হযরত আলী সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। অন্য কোরায়শগণ ঝাণ্ডা পাওয়ার জন্যে উৎসাহী হয়ে উঠেন। কিন্তু এর পরেই হযরত আলী (রাঃ) এসে পড়লেন। তিনি তখন চক্ষু রোগে ভুগছিলেন। রসূলে করীম (সাঃ) তাঁকে বললেন ঃ আমার কাছে এস। অতঃপর তিনি আলীর (রাঃ) উভয় চোখে পবিত্র থুথু দিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর অসুখ দূর হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর হাতেই ঝাণ্ডা দিয়ে দিলেন।

বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও তিবরানী আওসাতে আবদুর রহমান ইবনে আবী ইয়ালা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আলী (রাঃ) তীব্র গরমের দিনে মোটা কাপড়ের আলখেল্লায় তূলা ভর্তি করে পরিধান করতেন এবং কন্‌কনে শীতের দিনে দু'টি হালকা ও পাতলা কাপড় পরিধান করতেন। তিনি শীতের কোন পরওয়া করতেন না। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ নবী করীম (সাঃ) খয়বর যুদ্ধের দিন বললেন, কাল আমি এমন ব্যক্তিকে ঝাণ্ডা দিব, যে আল্লাহ ও রসূলের প্রিয়। আল্লাহ তায়ালা তার হাতে কামিয়াবী দান করবেন। সেমতে হুযূর (সাঃ) আমাকে ডেকে ঝাণ্ডা দিলেন এবং বললেন ঃ ইলাহী! শৈত্য ও উত্তাপ থেকে তাকে হেফাযত কর। এরপর থেকে আমি শৈত্য ও উত্তাপ অনুভব করিনা।

ইবনে ইসহাক, হাকেম ও বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, ইহুদী মারহাব খয়বরের দূর্গ থেকে বের হয়ে ঘোষণা করল ঃ আমার মোকাবিলা কে করবে? মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা বললেন ঃ আমি করব। হুযূর (সাঃ) মোহাম্মদ ইবনে মাসলামাকে বললেন ঃ মোকাবিলার জন্যে দাঁড়িয়ে যাও। অতঃপর তিনি দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! মারহাবের মোকাবিলা করার জন্যে ইবনে মাস্‌লামাকে সাহায্য কর। এরপর মোকাবিলায় মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা মারহাবকে হত্যা করলেন।

বায়হাকী মূসা ইবনে ওকবা ও হযরত ওরওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বরবাসীদের মধ্য থেকে জনৈক কৃষ্ণকায় গোলাম আগমন করল। তার সঙ্গে ছিল তার মালিকের এক পাল ছাগল। সে এসেই বলল ঃ যদি আমি মুসলমান হয়ে যাই, তবে কি পাব? নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ তুমি জান্নাত পাবে। গোলাম আরয করল ঃ হে আল্লাহর নবী! এই ছাগলগুলো আমার কাছে আমানতস্বরূপ। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ এগুলোকে আমাদের লশকর এলাকার বাইরে নিয়ে যাও। এরপর এগুলোর প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে আওয়াজ সহকারে তাড়িয়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা তোমার আমানত যথাস্থানে পৌছে দিবেন। গোলাম তাই করল। সেমতে ছাগলগুলো মালিকের কাছে পৌছে গেল। ইহুদী মালিক বুঝতে পারল যে, তার গোলাম মুসলমান হয়ে গেছে। অতঃপর গোলাম ঘাতকের হাতে নিহত হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা এই গোলামকে মাহাত্ম্য দান করেছেন। তার অন্তর কল্যাণের প্রতি আগ্রহী এবং সাচ্চা ঈমানদার ছিল। আমি তার মাথার কাছে দু'জন আয়তলোচনা হূরকে দেখতে পেয়েছি।

বায়হাকী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বর যুদ্ধে সৈন্যরা এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে। তার সাথে এক পাল ছাগল ছিল, সেগুলোকে সে চরাচ্ছিল। লোকটিকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আনা হলে সে বলল ঃ আমি আপনার প্রতি এবং আপনার আনীত বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। কিন্তু এই ছাগলগুলোর কি ব্যবস্থা করব ? এগুলো আমার কাছে আমানত। এতে কারও একটি, কারও দু'টি কারও এর বেশি ছাগল রয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ছাগলদের মুখে কংকর নিক্ষেপ কর। তারা তাদের মালিকদের কাছে পৌছে যাবে। সেমতে এক মুষ্টি কংকর নিয়ে ছাগলগুলির মুখে মেরে দেয়া হল। তারা দৌড়ে দৌড়ে আপন আপন মালিকের কাছে পৌছে গেল। এরপর লোকটি যুদ্ধেক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হল। তার গায়ে একটি তীর বিদ্ধ হলে সে শহীদ হয়ে গেল। অথচ সে ইসলাম গ্রহণের পর আল্লাহর সামনে একটি সিজদাও করেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তার কাছে আয়তলোচনা দু'জন হূর স্ত্রী রয়েছে।

হাকেম ও বায়হাকী শাদ্দাদ ইবনে হাদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, জনৈক বেদুঈন ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদীনায় হিজরত করে। খয়বর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু গণীমত লাভ করে তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করেন। এ লোকটিকেও তার অংশ দিলেন। সে বলে উঠল ঃ আমি এজন্যে আপনার অনুসরণ করিনি; বরং এই উদ্দেশ্যে অনুসরণ করেছি, যাতে আমার (কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করে) এই জায়গায় একটি তীর লেগে যায়, যার ফলশ্রুতিতে আমি মারা যাই এবং জান্নাতে প্রবেশ করি। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যদি তুমি আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস কর, তবে আল্লাহ তোমার বাসনা পূর্ণ করবেন। সেমতে যুদ্ধ শুরু হলে লোকটির সেই জায়গায় তীর লাগল, যেদিকে সে ইশারা করেছিল। নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ সে আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। তাই আল্লাহ তার সাধ পূর্ণ করেছেন।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হযম (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি খয়বরে হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ আমরা অর্থাভাবে খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করছি। আমাদের কাছে কিছুই নেই। হুযূর (সাঃ) দোয়া করলেন ঃ পাওয়ারদেগার! তুমি তাদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত আছ। তাদের কোন সামর্থ্য নেই। তাদেরকে দেয়ার মত আমার কাছেও কিছু নেই। অতএব তুমি তাদের হাতে একটি বড় খাদ্যসামগ্রী বিশিষ্ট দূর্গ জয় করে দাও। সেমতে সাহাবায়ে-কেরাম গেলেন। আল্লাহ্ পাক তাঁদের হাতে ছা'ব ইবনে মুয়াযের কেল্লা জয় করে দিলেন। খয়বরে এর চেয়ে অধিক খাদ্যসামগ্রী বিশিষ্ট কোন কেল্লা ছিল না।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী আবূ সুফিয়ান মোহাম্মদ ইবনে সহল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খয়বরে ইহুদীদের মোকাবিলা করছিলেন, তখন খয়বরবাসীরা নিযার নামক দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করল এবং কঠোর মোকাবিলা করল। এমন কি, একটি তীর এসে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাপড়ে লাগল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মুঠি কংকর নিয়ে তাদের দুর্গে নিক্ষেপ করলেন। দুর্গ নড়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে ভূমিসাৎ হয়ে গেল। মুসলমানরা অগ্রসর হয়ে দুর্গের অধিবাসীদেরকে গ্রেফতার করল।

বায়হাকী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত ছফিয়্যার চোখে সবুজ চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এই সবুজ চিহ্ন কেন? তিনি বললেন ঃ আমি ইবনে আবিল হাকীকের কোলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম যে, একটি চাঁদ আমার কোলে এসে গেছে। আমি এ স্বপ্ন ইবনে আবিল হাকীকের কাছে বর্ণনা করলে সে আমাকে সজোরে চপেটাঘাত করে বলল ঃ ইয়াসরিবের রাজার রাণী হওয়ার বাসনা রাখ? (এটা সেই চপেটাঘাতেরই চিহ্ন।)

ইবনে সা'দ হুমায়দ ইবনে হেলাল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ছফিয়্যা বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, এক জায়গায় আমি আছি এবং সেই ব্যক্তি আছেন, যিনি আল্লাহর রসূল হওয়ার দাবী করেন। একজন ফেরেশতা আমাদের দু'জনকে তার পাখার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। আমার লোকজন এই স্বপ্নের খণ্ডন করল এবং এ ব্যাপারে আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করল।

আবূ ইয়ালা হুমায়দ ইবনে হেলাল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত ছফিয়্যা বলেছেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নীত হই, তখন তিনি আমার কাছে সর্বাধিক অপছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বললেন ঃ তোমার কওম এরূপ করেছে, এরূপ করেছে। এরপর সেখানে থাকতে থাকতেই আমার পছন্দ হঠাৎ এমন পাল্টে যায় যে, তিনি সর্বাধিক পছন্দনীয় ব্যক্তি মনে হতে লাগল।

বায়হাকী আছেম আহয়ালের তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন খয়বরে আগমন করেন, তখন খয়বরে খেজুর ফসলের অপূর্ব সমাহার ছিল। সাহাবীগণ প্রচুর খেজুর খেলেন এবং জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এর প্রতিকারের জন্যে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ মশকে পানি ঠাণ্ডা কর। অতঃপর ফজরের উভয় আযানের মধ্যবর্তী সময়ে আল্লাহর নাম নিয়ে সেই পানি শরীরে ঢেলে দাও। সাহাবায়ে কেরাম তাই করলেন। ফলে তাঁরা রোগ মুক্ত হয়ে গেলেন।

ওয়াকেদী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি খয়বর রওয়ানা হলাম। সঙ্গে আমার গর্ভবতী স্ত্রীও ছিল। পথিমধ্যে তার রক্তস্রাব শুরু হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একথা জানালে তিনি বললেন ঃ পানিতে খেজুর ভিজিয়ে রাখ। খেজুর উত্তমরূপে ভিজে গেলে তোমার স্ত্রী সেই পানি পান করে নিবে। আমি তাই করলাম। ফলে আমার স্ত্রী কোন অসহনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি।

আবূ নয়ীম হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমরা খয়বর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার ইচ্ছা করে আমাকে বললেন ঃ আবদুল্লাহ! দেখ তো আড়াল করার কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হয় কিনা? আমি একটি বৃক্ষ দেখতে পেয়ে তাঁকে জানালে তিনি বললেন ঃ দেখ, আরও কিছু দেখা যায় কিনা? আমি এ বৃক্ষ থেকে যথেষ্ট দূরে আরও একটি বৃক্ষ দেখলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ উভয় বৃক্ষকে বলে দাও যে, আল্লাহর রসূলের নির্দেশে তোমরা পরস্পরে মিলে যাও। আমি উভয় বৃক্ষকে তাই বলে দিলাম। তারা পরস্পরে একত্রিত হয়ে গেল। প্রয়োজন শেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রস্থান করলে প্রত্যেক বৃক্ষ পুনরায় আপন আপন স্থানে চলে গেল।

ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) যুদ্ধে জয়লাভের পর খয়বরবাসীদের সাথে নিম্নোক্ত শর্তে সন্ধি করেন ঃ

(১) আপন প্রাণ ও পরিবার পরিজনকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাবে,

(২) সোনা, রূপা ও এগুলো দিয়ে নির্মিত কোন বস্তু সঙ্গে নেয়া যাবে না।

এরপর কেনানা ও রবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হল। তিনি তাদেরকে বললেনঃ তোমাদের সেইসব পাত্র কোথায়, যেগুলো তোমরা মক্কাবাসীদেরকে ধার দিতে? তারা বলল ঃ আমরা পলায়নপর অবস্থায় দিনাতিপাত করেছি। এক ভূখণ্ড আমাদেরকে লাঞ্ছিত করত এবং অন্য ভূখণ্ড সম্মান দিত। এই অবস্থায় আমরা সকল পাত্র নষ্ট করে ফেলেছি। রসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ মনে রেখ, তোমরা কোন বস্তু গোপন করলে আমি তার সংবাদ পেয়ে যাব। তখন এ জন্যে তোমাদের প্রাণ ও সন্তান-সন্তুতিকে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

তারা উভয়েই এক বাক্যে বললঃ আপনি আমাদের সম্পর্কে এরূপ ধারণা করবেন না। আমরা যা বলেছি এর খেলাফ হলে আমরা যে-কোন শাস্তি মাথা পেতে নিব।

এরপর রসূলে করীম (সাঃ) জনৈক আনছারীকে ডেকে বললেনঃ অমুক ভূ-খণ্ডের দিকে যাও। সেখানে কোন পানি ও বৃক্ষলতা নেই। এরপর সেখান থেকে খর্জুর বাগানের দিকে অগ্রসর হলে তুমি প্রথমেই ডানে কিংবা বামে একটি খর্জুর বৃক্ষ দেখবে। এরপর আরও একটি উঁচু বৃক্ষ দেখবে। সেই বৃক্ষে যা কিছু আছে, সব আমার কাছে নিয়ে এস। সেমতে আনছারী সেখানে গেলেন এবং সেখান থেকে ইহুদীদের পাত্র ও অন্যান্য সম্পদ নিয়ে এলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের উভয়কে মৃত্যুদন্ড দিলেন এবং তাদরে সন্তান-সন্ততিকে বন্দী করে নিলেন।

হারেছ ইবনে আবী উসামা হযরত আবু ওসামা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) খয়বর যুদ্ধে বললেনঃ যে ব্যক্তির উট দুর্বল কিংবা অবাধ্য, সে যেন যুদ্ধ থেকে ফিরে যায়। অতঃপর তিনি হযরত বেলালকে এ কথা লশকরের মধ্যে ঘোষণা করে দিতে বললেন। ঘোষণার পর এ ধরনের লোক ফিরে গেল। কিন্তু লশকরের মধ্যে এক ব্যক্তি একটি অবাধ্য উটে সওয়ার হয়ে রাতের বেলায় একটি দলের কাছ দিয়ে গমন করল। উট ক্ষিপ্ত হয়ে সওয়ারকে মাটিতে ফেলে দিল। এতে তার মৃত্যু হল লোকটির লাশ হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে আনা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ এর কি হয়েছে? ছাহাবীগণ ঘটনা বর্ণনা করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত বেলালকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি আমার ফরমান ঘোষণা করনি? বেলাল (রাঃ) বললেনঃ আমি ঘোষণা করেছিলাম। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকটির নামাযে জানাযা পড়াতে অস্বীকার করলেন।

বায়হাকী হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সফরকালে বললেনঃ ইনশাআল্লাহ, আজ রাতে আমরা সফর করব। তাই

আমাদের সাথে এমন কোন ব্যক্তি যেন না চলে, যার উট দুর্বল কিংবা অবাধ্য। এতদসত্ত্বেও এক ব্যক্তি তার অবাধ্য উটে সওয়ার হয়েই রওয়ানা হয়ে গেল। পথিমধ্যে উট তাকে নিচে ফেলে দিল। ফলে তার উরু চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং সে মারা গেল। হুযূর (সাঃ) বেলালকে আদেশ দিলেন। তিনি তিনবার ঘোষণা করলেন যে, নবী করীমের (সাঃ) নির্দেশ অমান্যকারীদের জন্য জান্নাত বৈধ নয়।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত আবু বকর ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আমর (রাঃ) বলেনঃ হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রহঃ) তাঁর শাসনামলে আমাকে লিখিত আদেশ দিলেন, 'কাছিবা' সম্পর্কে তদন্ত কর, এটা খয়বরের মাল থেকে রসূলুল্লাহর (সাঃ) প্রাপ্য এক পঞ্চমাংশ ছিল, না বিশেষভাবে তাঁরই ছিল! আমি এ সম্পর্কে ওমরা বিনতে আবদুর রহমানকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ইবনে আবিল হাকীকের সাথে সন্ধি করার সময় নাতাত ও শিকের পাঁচটি অংশ করেন। তন্মধ্যে 'কাছিবা' ছিল এক অংশ। অতঃপর তিনি পাঁচটি বড়ি তৈরী করে একটিতে 'আল্লাহ' শব্দ লিখে দিলেন এবং দোয়া করলেনঃ পরওয়ারদেগার! আমার অংশ কাছিবায় করে দাও। সে মতে সর্বপ্রথম 'আল্লাহ' শব্দ লিখিত বড়িটি কাছিবার সীমার ভিতরই পাওয়া গেল। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, কাছিবা হচ্ছে নবী করীম (সাঃ)-এর এক পঞ্চমাংশ। অবশিষ্ট অংশগুলোর উপর কোন চিহ্ন ছিল না। সেগুলো মুসলমানদের জন্যে আঠার অংশে ভাগ করা হয়। আবু বকর বলেনঃ আমি এ তথ্যটি লিপিবদ্ধ করে ওমর ইবনে আবদুল আজীজের কাছে পাঠিয়ে দিলাম।

বোখারীর রেওয়ায়েতে হযরত এয়াযিদ ইবনে আবী ওবায়দ (রাঃ) বলেনঃ আমি হযরত সালামাহ ইবনে আকওয়ার (রাঃ) পায়ের গোছায় একটি আঘাতের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলামঃ এটি কিসের চিহ্ন? তিনি বললেনঃ এ আঘাতটি খয়বর যুদ্ধে লেগেছিল। সকলেই বলছিল সালামাহ শহীদ হয়ে গেছে। অতঃপর আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তিনটি ফুঁক দিলেন। এরপর আজ পর্যন্ত এ আঘাতের কারণে আমার কোন কষ্ট হয়নি।

বোখারী ও মুসলিম হযরত সহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, কোন এক যুদ্ধে মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের তুমুল সংঘর্ষ হল। বহুলোক হতাহত হল। অতঃপর উভয় দলই আপন আপন লশকরের দিকে চলে গেল। মুসলমানদের মধ্যে এক (মুনাফিক) ব্যক্তি এদিক-ওদিক বিক্ষিপ্ত কাফেরের পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা করছিল। মুসলমানরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আলোচনা করলেন যে, আজকের যুদ্ধে অমুক ব্যক্তি যেরূপ অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়েছে, তা আর কেউ দেখাতে পারেনি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এ লোকটি

তো দোযখী। ছাহাবায়ে-কেরামের কাছে এ উক্তি দুঃখজনক ঠেকল। তাঁরা বলতে লাগলেন, যদি অমুক ব্যক্তিও দোযখী হয়, তবে আমাদের মধ্যে জান্নাতী কে হবে? এক ব্যক্তি বললঃ আল্লাহর কসম, সে এই অবস্থায় কখনও মৃত্যু বরণ করবে না। এ কথা বলে সে লোকটির পিছনে পিছনে রইল। লোকটি দ্রুত চললে সেও দ্রুত চলত। সে থেমে গেলে সেও থেমে যেত। অবশেষে লোকটি গুরুতর রূপে আহত হল। যখমের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করার সংকল্প করল। সেমতে নিজের তরবারি মাটিতে রেখে আপন বক্ষ তার ধারাল অংশের উপর স্থাপন করল। অতঃপর সজোরে চাপ দিয়ে আত্মহত্যা করল। পশ্চাতে গমনকারী মুসলমান হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে আরয করলঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর সাচ্চা রসূল। হুযূর (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ ব্যাপার কি? সে লোকটির ঘটনা বর্ণনা করল।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমরা সফরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি এক ব্যক্তি সম্পর্কে বললেন যে, সে দোযখী, অথচ সে নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৌঁছে লোকটি অসম সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করল এবং গুরুতর আহত হল। ফলে সে নড়াচড়া করতেও সক্ষম ছিল না। হুযুর (সাঃ)-কে বলা হলঃ আপনি যার সম্পর্কে দোযখী বলেছিলেন, আল্লাহর কসম, সে আল্লাহর পথে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেছে এবং গুরুতর আহত হয়েছে।

হুযূর (সাঃ) বললেনঃ সে দোযখী। এতে কারও কারও মনে সন্দেহ দেখা দিল। অবশেষে লোকটি যখমের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আপন তূনের দিকে হাত বাড়াল এবং একটি তীর নিয়ে নিজেই নিজেকে হত্যা করল। ছাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা আপনার কথা সত্য করে দিয়েছেন।

বায়হাকী যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বর যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গীগণের মধ্যে এক ব্যক্তির ইন্তেকাল হলে তিনি ছাহাবীগণকে বললেনঃ তোমরা তোমাদের সঙ্গীর নামাযে-জানাযা পড়ে নাও। কথা শুনে ছাহাবীগণের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তোমাদের সঙ্গী আল্লাহর পথে খিয়ানত করেছে। অতঃপর আমরা তার আসবাব পত্রের তল্লাশী নিলাম। সেখানে ইহুদীদের একটি হার পাওয়া গেল, যা দু'দেরহামেরও সমমূল্যের ছিল না।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে খয়বর যুদ্ধে ছিলাম। আমরা গনীমতে সোনারূপা পেলাম

না। তবে কাপড় ও অন্যান্য সম্পদ পেলাম। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) উপত্যকার দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি মুদগাম নামক একটি গোলাম উপহার পেয়েছিলেন। সে তাঁর গদি খুলছিল, এমন সময় একটি তীর এসে লাগায় সে শহীদ হয়ে গেল। ছাহাবীগণ বললেনঃ তার জন্যে জান্নাত মোবারক হোক।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ কখনই নয়। সে সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, খয়বর যুদ্ধে গনীমত বন্টনের পূর্বে যে চাদরটি সে চুরি করেছিল, সেটি তার প্রতি অগ্নিবর্ষণ করছে।

বোখারী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বর বিজিত হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে বিষমিশ্রিত একটি রান্না করা ছাগল পেশ করা হল। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ এখানে যত ইহুদী উপস্থিত আছে, সবাইকে একত্রিত কর। সে মতে সকল ইহুদীকে তাঁর সম্মুখে সমবেত করা হল। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করব। তোমরা হয় অস্বীকার করবে, না হয় স্বীকার করে নিবে।

ইহুদীরা বললঃ খুব ভাল কথা।

হুযূরঃ তোমাদের পিতা কে?

ইহুদীঃ আমাদের পিতা অমুক।

হুযূরঃ তোমরা মিথ্যা বলেছ। তোমাদের পিতা অমুক নয়; বরং অমুক।

ইহুদীঃ আপনি ঠিকই বলেছেন।

হুযূরঃ তোমরা এই ছাগলে বিষ মিশ্রিত করেছ?

ইহুদীঃ হাঁ, আমরা এতে বিষ দিয়েছি।

হুযূরঃ কি কারণে তোমরা এরূপ করলে?

ইহুদীঃ আমাদের উদ্দেশ্যে ছিল আপনি মিথ্যা নবী হলে আমরা স্বস্তি পেয়ে যাব। আর সত্য নবী হলে এই বিষে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, এক ইহুদী মহিলা নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে একটি রান্না করা বিষ মিশ্রিত ছাগল প্রেরণ করল। ছাহাবীগণ খেতে উদ্যত হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ থাম। এতে বিষ মিশ্রিত আছে। তিনি মহিলাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন যে, তুমি এরূপ করলে কেন? সে বললঃ আমি জানতে চেয়েছিলাম যে, আপনি নবী হলে আল্লাহ আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করে দিবেন। আর মিথ্যাবাদী হলে মানুষ স্বস্তি পেয়ে যাবে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাকে কিছুই বললেন না।

বায়হাকী হযরত আবদুর রহমান ইবনে কা'ব ইবনে মালেক থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, খয়বরে এক ইহুদী মহিলা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে একটি বিষ মিশ্রিত ছাগল প্রেরণ করল। তিনি তা থেকে কিছু খেলেন এবং ছাহাবীগণও খেলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ থেমে যাও। এরপর মহিলাকে বললেনঃ তুমি এতে বিষ মিশ্রিত করেছ? সে বললঃ আপনাকে কে বলল? তিনি হস্তস্থিত একটি হাড়ের দিকে ইশারা করে বললেনঃ সে বলেছে। মহিলা বললঃ হাঁ, আমি বিষ মিশ্রিত করেছি।

ওয়াকেদী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ) বলেনঃ আমি জরফ নামক স্থানে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি- এশার নামাযের পরে কারও কাছে যেয়ো না। গোত্রের এক ব্যক্তি রাতের বেলায় তার স্ত্রীর কাছে এসে অসহনীয় পরিস্থিতি দেখতে পেল। সে স্ত্রীকে কিছুই বলল না এবং তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করল। কিন্তু স্ত্রীর গর্ভ থেকে তার সন্তানও ছিল এবং স্ত্রীর প্রতি তার অগাধ ভালবাসাও ছিল। বলাবাহুল্য, সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নাফরমানীর কারণে এই দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখতে পেল।

মুসলিম হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) খয়বর থেকে ফেরার পথে সারা রাত সফর করেন। যখন আমাদের চোখে নিদ্রা প্রবল হল, তখন শেষ রাত্রে তিনি অবস্থান করলেন এবং বেলালকে বললেনঃ রাতে আমার হেফাযত কর। অতঃপর আপন সওয়ারীর সাথে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় বেলালেরও নিদ্রা এসে গেল। তিনিও জাগ্রত হলেন না এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও ছাহাবায়ে-কেরামের মধ্যে কেউ জাগ্রত হলেন না। এমতাবস্থায় রৌদ্র উঠে গেল।

যায়দ ইবনে আসলাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত বায়হাকীর রেওয়ায়েতে উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে বললেনঃ বেলাল যখন দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল, তখন শয়তান তার কাছে এসে তাকে শুইয়ে দিল এবং শিশুকে যেমন ঘুম পাড়ানি গান গেয়ে ঘুম পাড়ানো হয়, তেমনিভাবে বেলালকে ঘুম পাড়াল। এরপর হুযূর (সাঃ) বেলালকে ডাকলেন। তিনিও তাই বললেন, যা রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আবু বকরের কাছে বলেছিলেন। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার লশকর

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত শিহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে ত্রিশজন অশ্বারোহীর সঙ্গে ইয়াসির ইবনে রিসাম ইহুদীর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এই দলে আবদুল্লাহ ইবনে আনীসও

ছিলেন। ইয়াসির আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীসের মুখমন্ডলে এমন মারাত্মক আঘাত করল, যা তার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

আবদুল্লাহ্ ইবনে আনীস হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে আগমন করলেন। তিনি ক্ষতস্থানে পবিত্র থুথু লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এই ক্ষতস্থান থেকে কোন রক্তও বের হয়নি এবং তাঁর কোন প্রকার কষ্টও হয়নি।

ওমরাতুল কাযা

ওয়াকেদী ও বায়হাকী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) ওমরাতুল কাযার জন্যে অস্ত্রশস্ত্রসহ বাতনে-ইয়াজিজ পর্যন্ত আগমন করেন। এরপর একদল কোরায়শ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ মোহাম্মদ! আপনি এ পর্যন্ত আমাদের ছোটবড় কাউকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখেননি। আপনি নিজের কওমের কাছে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাচ্ছেন; অথচ আপনি সন্ধিপত্রে শর্ত করেছিলেন যে, আপনি তাদের কাছে মুসাফির সুলভ হাতিয়ার নিয়ে এবং তরবারি কোষবদ্ধ করে যাবেন। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ আমি তোমাদের কাছে অস্ত্রসহ যাব না।

আহমদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসুলে করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম মক্কায় আগমন করলে মুশরিকরা পরস্পর বলাবলি করলঃ তোমাদের কাছে যারা আসছে, তাদেরকে মদীনার জ্বর দুর্বল ও নিস্তেজ করে দিয়েছে। আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে তাদের এই উপহাস সম্পর্কে অবগত করে দিলেন। সেমতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামকে আদেশ দিলেন, তোমরা তওয়াফের তিন চক্করে রমল করবে; অর্থাৎ বুক ফুলিয়ে গর্বভরে চলবে, যাতে মুশরিকরা তোমাদের শক্তি সামর্থ্য প্রত্যক্ষ করে।

আহমদ ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) যখন ওমরার সফরে 'মাররুয্-যাহ্রানে' অবস্থান করছিলেন, তখন ছাহাবায়ে-কেরাম সংবাদ পেলেন, কোরায়শরা বলাবলি করছে- এরা এত দুর্বল ও কৃশ হয়ে গেছে যে, ঠিকমত দাঁড়াতেও পারে না। সাহাবায়ে-কেরাম একে অপরকে বললেনঃ যদি আমরা নিজেদের সওয়ারীর উটগুলোকে যবেহ্ করে এগুলোর গোশত ও শোরবা খেয়ে নেই, তবে আগামীকাল মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছুলে আমরা যথেষ্ট শক্তিবান ও সতেজ থাকতে পারব। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এরূপ করো না। তবে নিজেদের খাদ্য পাত্র আমার কাছে নিয়ে এস। সকলেই আপন আপন খাদ্য পাত্র এনে একত্রিত করলেন। অতঃপর দস্তরখান বিছিয়ে সকলেই পেটপুরে আহার করলেন। প্রত্যেকেই আপন খাদ্য পাত্রও ভরে

নিলেন। পরদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মসজিদে হারামে প্রবেশ করলেন এবং ছাহাবায়ে-কেরামকে রমল করার আদেশ দিলেন। তখনকার দৃশ্য দেখে কোরায়শরা বলতে লাগল, কোথায় চলতেও রাযী ছিল না, আর এখন কি না হরিণের মত লাফালাফি করছে!

গালিব লায়ছীর অভিযান

ইবনে সা'দ জুনদুব ইবনে মুকায়ছ জুহানী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) গালিব লায়ছীকে একটি লশকরের সাথে প্রেরণ করেন। আমিও তাদের সাথে ছিলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) লশকরকে কুদিয়া নামক স্থানে বনী মলূহ গোত্রে অভিযান পরিচালনা করার আদেশ দেন। আমরা অভিযান শেষে তাদের উট হাঁকিয়ে নিয়ে এলাম। তারা তড়িৎগতিতে বিপদসংকেত দিল এবং অল্প সময়ের মধ্যে গোটা গোত্রকে আমাদের পশ্চাদ্ধাবন ও মোকাবিলা করার জন্যে প্রেরণ করল। আমাদের সংখ্যা খুবই অল্প ও সীমিত ছিল এবং তাদের মোকাবেলা করার শক্তি আমাদের ছিল না। আমরা উটগুলোকে হাঁকিয়ে সেখান থেকে বের হয়ে পড়লাম কিন্তু তারা আমাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে নিকটে পৌঁছে গেল। অবশেষে আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকা অন্তরায় হয়ে গেল। আমরা উপত্যকার একদিকে মুখ করা অবস্থায় ছিলাম। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এই উপত্যকায় পানি নিয়ে এলেন। উপত্যকার উভয় প্রান্ত জলমগ্ন হয়ে গেল। সেদিন আমরা মেঘ অথবা বৃষ্টি কিছুই দেখিনি। অথচ উপত্যকায় এতবেশী পানি এসে গেল যে, তা পার করার সাধ্য কারও ছিল না। আমরা তাদেরকে দেখলাম, তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে; ফলে আমরা তাঁদের নাগালের বাইরে চলে এলাম।

যায়দ ইবনে হারেছার লশকর

আবূ নয়ীম হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, বনী ফিজারা গোত্রের উম্মে কারফা নাম্নী এক মহিলা নবী করীম (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্যে তার পুত্র ও পৌত্রদের সমন্বয়ে গঠিত ত্রিশ জনের একটি অশ্বারোহী দল প্রেরণ করল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) সংবাদ পেয়ে বললেনঃ ইয়া আল্লাহ! তাঁকে সবংশে খতম করে দাও। অতঃপর তিনি যায়দ ইবনে হারেছাকে একটি দলসহ তাদের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। উভয় লশকরের মধ্যে সংঘর্ষ হল। ফলশ্রুতিতে উম্মে কারফা ও তার সন্তান সন্ততি সকলেই নিহত হল।

মূতা অভিযান

বোখারী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মূতা অভিযানে যায়দ ইবনে হারেছা (রাঃ)-কে আমীর নিযুক্ত করে বলেনঃ

যদি সে শহীদ হয়ে যায়, তবে হযরত জাফরকে আমীর করে নিবে। তাকেও শহীদ করা হলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর হবে।

ওয়াকেদী রবীয়া ইবনে ওছমানের তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, ইহুদী নোমান ইবনে রাহতী এসে অন্যান্য লোকের সাথে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটে দাঁড়িয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বলছিলেন- যায়দ ইবনে হারেছা লশকরের আমীর, সে শহীদ হয়ে গেলে জাফর ইবনে আবী তালেব আমীর এবং সেও শহীদ হয়ে গেলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর হবে। যদি আবদুল্লাহও শহীদ হয়ে যায়, তবে মুসলমানরা নিজেদের মধ্য থেকে কাউকে আমীর নির্বাচিত করে নিবে।

এ কথা শুনে ইহুদী নোমান বললঃ হে আবুল কাসেম! আপনি নবী হলে আপনি কমবেশী যাদের নাম বলেছেন, তারা সবাই শহীদ হয়ে যাবে। কেননা, বনী-ইসরাঈলের নবীগণের মধ্যে এটাই হয়ে এসেছে। তারা যখন কোন কওমের বিরুদ্ধে কাউকে আমীর নিযুক্ত করে বলতেন, সে শহীদ হয়ে গেলে অমুক আমীর হবে, তখন তারা একশ জনের নাম উচ্চারণ করলে একশ জনই শহীদ হয়ে যেত। এরপর সেই ইহুদী যায়দ ইবনে হারেছাকে বললঃ তুমি প্রস্তুত থাক, মোহাম্মদ নবী হলে তুমি আর ফিরে আসবে না। যায়দ বললেনঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, তিনি সত্য নবী এবং অত্যন্ত সৎকর্মপরায়ণ নবী।

ওয়াকেদী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ আমি মূতা অভিযানে উপস্থিত ছিলাম। আমি এত সাজ-সরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, রেশম ও সোনারূপা দেখলাম, যা দেখা কারও সাধ্যে ছিল না। আমার দৃষ্টি ঝলসে গেল। ছাবেত ইবনে আকরাম আমাকে বললঃ আবূ হুরায়রা! তোমার কি হল? তুমি শত্রুপক্ষের বিপুল সংখ্যাধিক্য দেখে হতভম্ব হয়ে যাচ্ছ। তুমি বদর যুদ্ধে আমাদের সাথে ছিলে না। আমরা যে সাফল্য অর্জন করেছিলাম, তা সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে ছিল না।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম মূসা ইবনে ওকবা ও ইবনে শিহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ আমার কাছ দিয়ে জা'ফর ফেরেশতাদের দলের সাথে গমন করেছেন। তিনি ফেরেশতার মতই দ্রুতগতিতে যাচ্ছিলেন। যেন তাঁর দু'টি পাখা ছিল।

সাহাবায়ে-কেরাম বর্ণনা করেন যে, হযরত ইয়ালা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে মূতার মুজাহিদগণের খবর নিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে সংবাদ দাও। আর যদি চাও, তবে আমি তোমাকে বিস্তারিত সংবাদ বলে দিতে পারি। ইয়ালা বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আপনিই বর্ণনা করুন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) সমস্ত ঘটনা ও পরিস্থিতি বর্ণনা করলেন।

এসব শুনে ইয়ালা বললেনঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আপনি তাদের ঘটনাবলীর মধ্য থেকে কোন একটিও বর্ণনা না করে ছাড়েননি। রসূলে করীম (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা আমার সম্মুখ থেকে ভূপৃষ্ঠের সকল আড়াল দূর করে দিয়েছিলেন। ফলে আমি স্বচক্ষে রণাঙ্গনের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি।

বোখারী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) হযরত যায়দ, জা'ফর ও আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহাকে প্রেরণ করেন এবং যায়দের হাতে ঝাণ্ডা সমর্পণ করেন। তাঁরা তিনজনই শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁদের শাহাদতের সংবাদ আমার পূর্বেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে-কেরামকে বলে দিলেন। তিনি বললেনঃ যায়দের হাতে ঝান্ডা ছিল। সে শহীদ হয়ে গেলে জা'ফর ঝান্ডা তুলে নিল। সে-ও শহীদ হয়ে গেল। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিলে সে-ও শহীদ হয়ে গেল। এরপর খালিদ ইবনে ওলীদ আমীর নিযুক্ত না হয়েই ঝান্ডা হাতে নিল। সে কামিয়াব হয়ে গেল।

বায়হাকী আবু কাতাদাহ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মূতার উদ্দেশে সৈন্য প্রেরণের সময় বললেনঃ যায়দ ইবনে হারেছা তোমাদের আমীর। সে শহীদ হয়ে গেলে জা'ফর তোমাদের আমীর হবে। যদি সে-ও শহীদ হয়ে যায়, তবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আমীর হবে। তাঁরা রওয়ানা হয়ে গেলেন এবং যতদিন আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করলেন। এরপর হুযূর (সাঃ) মিম্বরে এলেন এবং নামাযের প্রস্তুতি ঘোষণা করা হল। সকলেই সমবেত হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ তোমাদের লশকর সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে অবগত করছি যে, দুশমনের সাথে মোকাবিলায় যায়দ শহীদ হয়ে গেছে। এরপর ঝান্ডা জা'ফরের হাতে যায়। শেষ পর্যন্ত সে-ও শহীদ হয়ে গেছে। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা তুলে নেয় এবং দৃঢ়তার সাথে জেহাদে প্রবৃত্ত হয়। শেষ পর্যন্ত তাকেও শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর খালিদ ইবনে ওলীদ নিজেই আমীর হয়ে ঝান্ডা তুলে নিয়েছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আরও বললেনঃ পরওয়ারদেগার! খালিদ তোমার একটি তরবারি। তুমিই তাকে সাহায্য কর। তখন থেকে হযরত খালিদ সায়ফুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হন।

ওয়াকেদী ও বায়হাকী আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হযম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যখন মূতায় কাফেরদের সাথে সাহাবীগণের মোকাবিলা হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) মিম্বরে এসে বসলেন। তাঁর ও সিরিয়ার মাঝখানে যে সকল বস্তু অন্তরায় ছিল, সেগুলোকে হটিয়ে দেওয়া হল। তিনি মিম্বরে বসে রণাঙ্গণ পরিদর্শন করছিলেন। তিনি বললেনঃ যায়দ ঝান্ডা নিয়েছে। তার কাছে শয়তান

এসেছে। সে তার দৃষ্টিতে পার্থিব জীবনের মহব্বত, মৃত্যুর তিক্ততা এবং দুনিয়ার মহব্বত সৃষ্টি করল। যায়দ বললঃ এখন মুমিনদের অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হয়ে গেছে। কাজেই দুনিয়ার মোহ্ সৃষ্টি করে লাভ হবে না। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শহীদ হয়ে গেল। এরপর জান্নাতে প্রবেশ করল। সেখানে সে দ্রুতগতিতে পদচারণা করছে।

এরপর ঝান্ডা জা'ফরের হাতে গেল। তার কাছেও শয়তান এসে তার মনে জীবনের মহব্বত এবং মৃত্যুর তিক্ততা সৃষ্টি করার প্রয়াস পেল। জা'ফর বললঃ মুমিনদের অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় হয়ে গেছে। কাজেই তোর চেষ্টা ব্যর্থ হবে। অতঃপর সে সম্মুখে অগ্রসর হল এবং শহীদ হয়ে জান্নাতে চলে গেল। সে জান্নাতে ইয়াকূতের দু'টি পাখায় ভর করে উড়ছে। যথেচ্ছা গমন করছে। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ঝান্ডা হাতে নিল এবং শহীদ হয়ে গেল। সে থেমে থেমে জান্নাতে প্রবেশ করল।

সর্বশেষ খবরটিতে আনছারগণের মনে কিছুটা বিষাদের ছায়া নেমে এল। তাঁরা প্রশ্ন করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, তাঁর থেমে থেমে জান্নাতে প্রবেশ করার কারণ কি? তিনি বললেনঃ আহত হওয়ার কারণে তার মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। ফলে সে নিজেকে তিরস্কার করে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে এবং শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার গোত্রের লোকজন আশ্বস্ত হল।

ওয়াকেদী স্বীয় ওস্তাদগণ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর জন্যে পৃথিবীস্থিত আড়ালসমূহ তুলে নেওয়া হয়। ফলে তিনি যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেন। যখন খালিদ ইবনে ওলীদ ঝাণ্ডা হাতে নিলেন, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ এবার যুদ্ধের চুল্লী গরম হবে।

ইবনে সা'দ আবু আমের থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে যখন হযরত জা'ফর ও তাঁর সঙ্গীগণের শাহাদতের সংবাদ এল, তখন তিনি কিছুক্ষণ বিষন্ন হয়ে বসে থাকেন, এরপর মুচকি হাসেন। এই হাসির কারণ জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি বললেনঃ আমার সহচরগণের শাহাদত আমাকে বিষন্ন করেছিল। এরপর আমি তাদেরকে জান্নাতে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকতে দেখে হেসেছি। তারা সিংহাসনে মুখোমুখি উপবিষ্ট রয়েছে। তাদের কারও মধ্যে আমি বিমুখতা অনুভব করেছি। যেন সে তরবারিকে অপছন্দ করছে। আমি জাফরকে দু'পাখা বিশিষ্ট ফেরেশতার মত দেখেছি। তার উভয় পাখা রক্ত রঞ্জিত।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর নিকটে হযরত আসমা বিনতে ওমায়স বসা ছিলেন।

হঠাৎ তিনি সালামের জওয়াব দিলেন, অতঃপর বললেনঃ হে আসমা, সে জা'ফর। সে জিব্রাইল, মিকাইল ও ইসরাফীলের সঙ্গে রয়েছে। সে আমাকে সালাম করেছে। তুমিও তার সালামের জওযাব দাও। জা'ফর আমাকে বলেছে যে, সে অমুক অমুক দিন দুশমনের সাথে মোকাবিলা করেছে। তার শরীরের সম্মুখভাগে তীর, বর্শা, ও তরবারির তেহাত্তরটি যখম আছে। সে ডান হাতে ঝাণ্ডা নিলে ডান হাত কর্তিত হল। এরপর বাম হাতে নিলে তা-ও কর্তিত হয়ে গেল। উভয় হাতের বিনিময়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে দু'টি পাখা দিয়েছেন। সে জিবরাঈল, মিকাঈল উভয়ের সাথে উড্ডয়ন করে। জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা অবতরণ করে এবং জান্নাতের ফলমূলের মধ্য থেকে যেটি ইচ্ছা ভক্ষন করে।

ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আসমা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে এসে বললেনঃ জা'ফরের শিশু সন্তানদেরকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাদেরকে নিয়ে এলাম। তিনি তাদের ঘ্রাণ নিলেন। তার চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত হল। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আপনি কাঁদছেন কেন? জা'ফর ও তার সঙ্গীদের কোন দুঃসংবাদ এসেছে কি? তিনি বললেনঃ হাঁ, অদ্য সে শহীদ হয়ে গেছে।

ওয়াকেদী, বায়হাকী ও ইবনে আসাকির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার মায়ের কাছে এলেন এবং তাঁকে আমার পিতার শাহাদতের সংবাদ দিলেন।। তিনি বললেনঃ আমি সুসংবাদ দেই যে, আল্লাহ তায়ালা জা'ফরের দু'টি পাখা তৈরী করে দিয়েছেন। সে জান্নাতে উড়ছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এলেন, তখন আমি আমার ভাইয়ের জন্যে ছাগল ক্রয় করছিলাম। তিনি বললেনঃ পরওয়ারদেগার! তার কারবারে বরকত দান কর। তখন থেকে আমি যে-কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করি, তাতে বরকত হয়।

বোখারী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) যখন হযরত জা'ফরের পুত্রকে সালাম করতেন, তখন বলতেন

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ ذِى الْجَنَاحَيْنِ সালাম তোমার প্রতি হে দু'পাখা ওয়ালার পুত্র।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন– আমি জান্নাতে গিয়ে দেখি, জা'ফর ফেরেশতাদের সাথে উড়ছে এবং হামযা সিংহাসনে ঠেস দিয়ে বসে আছেন।

দারেকুতনী গারায়েবে-মালেক গ্রন্থে হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেনঃ "ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ"। সাহাবায়ে-কেরাম আরয করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, এটা কি? তিনি বললেনঃ আমার কাছ দিয়ে জা'ফর একদল ফেরেশতার সাথে গমন করেছে। সে আমাকে সালাম করেছে।

হাকেম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ রাতে জা'ফর আমার কাছ দিয়ে একদল ফেরেশতার সাথে গমন করেছে। তার দু'টি রক্তাক্ত পাখা আছে, যার অগ্রভাগ সাদা।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনে আলী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি জা'ফরকে ফেরেশতার আকৃতিতে দেখেছি। সে জান্নাতে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার পাখাদ্বয়ের অগ্রভাগ থেকে রক্ত ঝরছে। আমি যায়দ ইবনে হারেছাকে তার চেয়ে কম মর্তবায় দেখেছি। আমি বললামঃ আমি তো যায়দকে জা'ফররের চেয়ে কম মর্তবার মনে করতাম না। তখন জিবরাঈল আমার কাছে এসে বললেনঃ যায়দ জা'ফর অপেক্ষা মর্তবায় কম নয়। কিন্তু আমরা জা'ফরকে আপনার সাথে আত্মীয়তার কারণে একটু বেশী সম্মান করে থাকি।

হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেনঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি। আমি জা'ফরের মর্তবাকে যায়দের মর্তবার চেয়ে উচ্চ দেখলাম। আমাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি এর কারণ জানেন কি? আমি বললামঃ না। বলা হল, আপনার এবং জা'ফরের মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, সে কারণেই জা'ফরের মর্তবা উঁচু করা হয়েছে।

যাতুস সালাসিল অভিযান

বায়হাকী ও ইবনে ইসহাকের রেওয়ায়েতে আওফ ইবনে মালেক আশজায়ী (রাঃ) বলেনঃ আমি যাতুস-সালাসিল অভিযানে উপস্থিত ছিলাম। হযরত আবু বকর এবং ওমরও (রাঃ) আমার সঙ্গে ছিলেন। আমি এক সম্প্রদায়ের কাছ দিয়ে গেলাম। তারা একটি যবেহ করা উটের কাছে সমবেত ছিল এবং উটের গোশত কাটাকাটি করতে পারছিল না। আমি উট যবেহ করা ও গোশত তৈরী করার কাজে পারদর্শী ছিলাম। আমি তাদেরকে বললামঃ তোমরা যদি এই উটের এক দশমাংশ আমাকে দাও তবে আমি এর গোশত দ্রুত তৈরি করে দিব। তোমরা এ শর্তে রাযী আছ কি? তারা বললঃ হাঁ, দিব।

আমি গোশত কেটে-কুটে তাদের মধ্যে বন্টন করে দিলাম এবং শর্ত অনুযায়ী এক দশমাংশ গোশত নিয়ে সঙ্গীদের কাছে এলাম। আমরা সকলেই সে গোশত খেলাম। হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) বললেনঃ হে আওফ, তোমার কাছে এই গোশত কোত্থেকে এল?

আমি সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলাম। তারা উভয়েই বললেন ঃ আমাদেরকে এই গোশত খাইয়ে তুমি ভাল করনি। অতঃপর তারা উভয়েই বমি করে পেট থেকে এই গোশত বের করতে শুরু করলেন।

ছাহাবীগণ যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলাম। তিনি বললেনঃ আওফ নাকি? আমি আরয করলামঃ জ্বী হাঁ। এছাড়া তিনি আমার সাথে আর কোন কথা বললেন না।

সাইফুল-বাহর অভিযান

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ রসূলে করীম (সাঃ) আমাদেরকে তিনশ অশ্বারোহীর সাথে প্রেরণ করলেন। আমাদের নেতা ছিলেন আবূ ওবায়দা ইবনুল জাররাহ। আমরা কোরায়শদের একটি কাফেলার সন্ধানে ছিলাম। আমরা তীব্র ক্ষুধার সম্মুখীন হয়ে শেষ পর্যন্ত বৃক্ষের লতা-পাতা খেতে শুরু করলাম। এরপর সমুদ্র আমাদের জন্যে আম্বর নামক একটি মৎস্য তীরে নিক্ষেপ করল। পনের দিন পর্যন্ত আমরা এই মাছ খেয়ে বেশ মোটাতাজা হয়ে গেলাম। আবূ ওবায়দা এর একটি পাঁজরের হাড় নিয়ে খাড়া করলেন এবং লশকরের মধ্যে দীর্ঘতম ব্যক্তিকে তালাশ করলেন। তেমনি সর্বাধিক দীর্ঘ উট নিলেন। লোকটিকে উটে সওয়ার করিয়ে দিলেন। অতঃপর সে এই হাড়ের নিচ দিয়ে ওপারে চলে গেল।

মুসলিম হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেনঃ রসুলুল্লাহ (সাঃ) আমাদেরকে হযরত আবু ওবায়দার নেতৃত্বে কোরয়শদের একটি কাফেলার সন্ধানে প্রেরণ করেন। তিনি আমাদেরকে এক বস্তা খেজুর পাথেয় স্বরূপ দিলেন। এ ছাড়া আমাদের কাছে কোন কিছু ছিল না। আবূ ওবায়দা আমাদেরকে একটি করে খেজুর দিতেন। আমরা সেটি চুষে চুষে পানি পান করে নিতাম। এটিই সারা দিনের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেত। ঘটনাক্রমে সমুদ্র আমাদের জন্যে আম্বর নামক একটি মৎস্য নিক্ষেপ করল। আমরা এক মাস পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে এই মৎস্য খেলাম এবং মোটাতাজা হয়ে গেলাম।

মক্কা বিজয়

বায়হাকী মারওয়ান ইবনে হাকাম ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির ফল স্বরূপ এটা স্থির হয়েছিল যে, কেউ

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কোন চুক্তি করতে চাইলে করতে পারে। পক্ষান্তরে কেউ কোরায়শদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে চাইলে তারও এরূপ করার ক্ষমতা আছে। সে মতে বনী খোযায়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে এবং বনু বকর কোরায়শদের কাতারে শামিল হয়ে গেল। তাদের এই চুক্তি সতের কিংবা আঠার মাস পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এরপর বনু বকর ও বনী খোযায়ার মধ্যে পানি তথা একটি কূপের প্রশ্নে বিবাদ হয়ে গেল। বনু বকর রাতের বেলায় বনী খোযায়ার উপর হামলা করে বসল। কোরায়শরা মনে করল, রাতের অন্ধকারে কেউ টের পাবে না। সে মতে তারা বনু বকরকে কেবল অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ সরঞ্জাম দিয়েই সাহায্য করল না, উপরন্তু নিজেরা বনু-বকরের সাথে মিলে মিশে বনী খোযায়ার উপর হামলাও করল।

বনী খোযায়ার আমর ইবনে সালেম দ্রুতগামী উটে সওয়ার হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে খবর দেওয়ার জন্যে রওয়ানা হল। সে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেনঃ হে আমর! তোমাদের মদদ করা হবে। এ কথাবার্তা বলার সময় আকাশে মেঘখন্ড দেখা গেল। হুযূর (সাঃ) মেঘখণ্ড দেখে বললেনঃ এই মেঘ বনী কা'বের সাহায্যার্থে প্রচুর বারিবর্ষণ করবে।

মোটকথা, রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধপ্রস্তুতির আদেশ দিলেন এবং নিজেদের রওয়ানা হওয়ার বিষয়টি গোপন রাখলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে এই বলে দোয়া করলেন যে, শত্রুর বস্তীতে উপনীত হওয়া পর্যন্ত যেন বিষয়টি কোরায়শদের কাছে অজানা থাকে।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার পাকাপোক্ত ইচ্ছা করলেন, তখন হযরত হাতেব ইবনে আবী বালতায়া গোপনে কোরায়শদের কাছে একটি পত্র লিখলেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তোমাদের উপর হামলা করার জন্যে মুসলিম বাহিনীর প্রতি প্রস্তুতি গ্রহণের আদেশ জারি করেছেন।

পত্রটি মুযায়না গোত্রের এক মহিলাকে পারিশ্রমিক ঠিক করে অর্পন করা হল, যাতে সে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কোরায়শদের হাতে সেটি পৌঁছে দেয়। মহিলা পত্রটি তার মাথার চুলের মধ্যে রেখে উপরিভাগে খোপা বেঁধে নিল। অতঃপর সে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল।

হযরত হাতেব (রাঃ)-এর এই কার্যক্রমের সংবাদ উর্ধজগত থেকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে গেল। তিনি হযরত আলী ও যুবায়র ইবনে আওয়াম (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তাঁরা যেয়ে হাতেব (রাঃ)-এর প্রেরিত মহিলাকে পত্রসহ ধরে ফেললেন।

বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে, যুবায়রকে এবং মেকদাদকে প্রেরণ করলেন এবং বললেনঃ তোমরা 'রওযা খাখ' পর্যন্ত যাও। সেখানে তোমরা উটের পিঠে এক পর্দানশীন মহিলাকে পাবে। তার কাছে একটি পত্র আছে। তোমরা পত্রটি হস্তগত করে নিবে। হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ আমরা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে দ্রুত গতিতে ছুটে চললাম এবং রওযা খাখে পৌঁছে গেলাম। সেখানে উটের পিঠে এক মহিলাকে পেয়ে বললামঃ শীঘ্র করে পত্রটি বের কর। কিন্তু সে এমন ভান করল যেন কিছুই জানে না। বললঃ একজন মুসাফির মহিলাকে উত্যক্ত করো না। আমার কাছে কোন পত্র নেই।

আমরা বললামঃ তোকে পত্র অবশ্যই দিতে হবে। নতুবা আমরা তোর দেহ তল্লাশী করব। যদি তোকে উলঙ্গ করার প্রয়োজন হয়, তবে আমরা তা করতেও দ্বিধা করব না।

অনেক কথা কাটাকাটির পর মহিলা খোপার ভিতর থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা সেটি নিয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। পত্রটি হাতেব ইবনে আবী বালতায়া (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকের নামে ছিল। এতে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কতিপয় গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করেছিলেন।

রসূলে করীম (সাঃ) হাতেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলেনঃ হাতেব, এটা কি?

(বলাবাহুল্য, হযরত হাতেব ছিলেন একজন পাক্কা ও নিষ্ঠাবান মুসলমান।) তিনি বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আমার সম্পর্কে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিবেন না। ব্যাপার এই যে, মক্কায় আমার সন্তানাদি থাকার কারণে আমি কোরায়শদের মিত্র ছিলাম। কারণ, আমি কোরায়শ বংশীয় নই। আপনার সঙ্গে যত মুহাজির আছেন, কোরায়শদের সাথে তাদের আত্মীয়তার বন্ধন আছে। ফলে কোরায়শরা তাদের সন্তান-সন্ততির হেফাযত করে। তাদের সাথে আমার কোন বংশগত সম্পর্ক না থাকার কারণে আমি সমীচীন মনে করলাম যে, তাদের সাথে কোন অনুগ্রহ মূলক আচরণ করা উচিত, যাতে তারা আমার সন্তান-সন্ততির হেফাযত করে। সুতরাং আমি এই পত্র ধর্মত্যাগ করার এবং ইসলামের পর কুফরে সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে লিপিবদ্ধ করিনি।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) ছাহাবায়ে-কেরামকে লক্ষ্য করে বললেনঃ দেখ, যা সত্য, হাতেব তাই বর্ণনা করেছে।

ওমর ফারুক (রাঃ) বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাকে অনুমতি দিন এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ হাতেব বদর যুদ্ধে শরীক ছিল। তোমরা কি জান, যারা বদরযোদ্ধা, তাদেরকে আল্লাহপাক বলে দিয়েছেন- যা চাও, কর। আমি তোমাদেরকে মাফ করলাম। এরপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেনঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ الخ

অর্থাৎ হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের অভিন্ন দুশমনকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না।

হাকেম ও বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের বছরে দশ হাজার মুসলমান সমভিব্যাহারে মক্কা রওয়ানা হন এবং'মাররুয-যাহরানে' অবস্থান গ্রহণ করেন। তাঁর এই আগমনের বিষয়টি কোরায়শদের অজানা ছিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কোন খবর তারা পাচ্ছিল না। তিনি কি করছেন, তাও তারা জানত না।

বায়হাকী ইবনে শিহাব থেকে রেওয়ায়েত করেন, কথিত আছে, মক্কা গমনের পথে হযরত আবু বকর (রাঃ) রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ , আমি নিজেকে এবং আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি, আমরা মক্কার নিকটে পৌঁছলে একটি কুকুর হাঁপাতে হাঁপাতে বের হয়ে এল।

আমরা তার কাছে পৌঁছলে সে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। আমি দেখলাম, তার স্তন থেকে দুধ বের হচ্ছে। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ তাদের কুকুর চলে গেছে এবং দুধও এসে গেছে। তারা তোমার কাছে স্বজন তোষণের আবেদন করবে এবং তুমি তাদের কতকের মোকাবিলা করবে। যদি তুমি আবু সুফিয়ানের মুখোমুখি হয়ে যাও, তবে তাকে হত্যা করবে না। আবু সুফিয়ান ও হাকামের সাথে আমাদের মোকাবিলা হল।

মুসিলম, তায়ালেসী ও বায়হাকী হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন আনছারগণ বলাবলি করলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন শহর ও আপন বংশের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে গেছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ এ সময় ওহী আসতে শুরু করল। যখন ওহী আসত, তখন আমরা জানতে পারতাম। ওহী নাযিল হওয়ার সময় পর্যন্ত কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টি তুলে তাকাতে পারত না।

যখন ওহী সমাপ্ত হল, তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেনঃ হে আনছারগণ! তোমরা বলেছ যে, তাঁর মনে আপন শহরের প্রতি মহব্বত এবং আপন গোত্রের প্রতি দয়া সৃষ্টি হয়ে গেছে। কখনই নয়। তোমরা যা মনে করছ, তা কখনই হবে না। আমি তো আল্লাহর বার্তাবাহক ও রসূল। আমার জীবন মরণ তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। আমি তোমাদেরকে কিরূপে ত্যাগ করতে পারি?

এ কথা শুনে আনছারগণ ভাবের আতিশয্যে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর বিনয় সহকারে বললেনঃ আল্লাহর কসম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের মহব্বতের তাগিদে এ কথাটি আমাদের মুখ থেকে বের হয়ে পড়েছে। কোন মন্দ খেয়ালের বশবর্তী হয়ে নয়। রসূলে আকরাম (সাঃ) বললেনঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল তোমাদের ভাবাবেগ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তোমাদের ওযর কবুল করেন।

ইবনে সা'দ আবূ ইসহাক সুবাইয়ী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, যুলজৌশন কেলাবী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তাকে বললেনঃ তোমার ইসলাম গ্রহণে বাধা কিসের? সে বললঃ আপনার কওম কোরায়শ আপনার প্রতি মিথ্যারোপ করেছে, দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এবং আপনার সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এখন আমি ভাবছি, যদি আপনি তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হন, তবে আমি আপনার প্রতি ঈমান আনব এবং আপনার অনুসরণ করব। পক্ষান্তরে যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে আমি আপনার অনুসরণ করব না।

রসূলে আকরাম (সাঃ) বললেনঃ হে যুলজৌশন, যদি তুমি কিছুদিন জীবিত থাক, তবে ইনশাআল্লাহ অতি সত্বর আমার বিজয় প্রত্যক্ষ করবে।

যুলজৌশন বর্ণনা করেন– আমি খরবিয়া নামক স্থানে অবস্থান কালে মক্কার দিক থেকে জনৈক উষ্ট্রারোহী আগমন করল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলামঃ মক্কার খবর কি? সে বললঃ মোহাম্মদ (সাঃ) মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট বিজয় অর্জন করেছেন। তখন আমি অনুভব করলাম যে, এ পর্যন্ত ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান করে আমি মূর্খতারই পরিচয় দিয়েছি।

হাকেম ও বায়হাকী আবু মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে কথা বলার সময় এক ব্যক্তি থর থর করে কাঁপছিল। তিনি তাকে বললেনঃ সহজ হও। আমিও একজন কোরায়শী মহিলার সন্তান, যিনি অনেক সময় গোশতের শুটকি খেয়েও জীবন ধারণ করতেন।

এক রেওয়ায়েত আছে– আমি তো কোন বাদশাহ নই।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন সেখানে তিনশ ষাটটি মূর্তি দেখতে পেলেন। তিনি প্রত্যেকটি মূর্তির দিকে ছড়ি দিয়ে ইশারা করলেন এবং বললেন- সত্য এসে গেছে এবং বাতিল অপসৃত হয়েছে। বাতিল অপসৃত হওয়ারই বিষয়। তিনি যে মূর্তির দিকেই ইশারা করতেন, সেটিই ছড়ি স্পর্শ করা ব্যতিরেকেই আপনা-আপনি ভূমিসাৎ হয়ে যেত।

আবু নয়ীম হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন ছড়ি হাতে দণ্ডায়মান হলেন। তখন বায়তুল্লাহর আশেপাশে তিনশ ষাটটি প্রতিমা রাখা ছিল। পৌত্তলিকেরা এগুলোকে সীসা ও তামা গলিয়ে স্থাপন করে রেখেছিল। তিনি যখনই হাতের ছড়ি কোন প্রতিমার দিকে উত্তোলন করতেন, তখনই সেটি আপনা-আপনি ভূমিস্যাৎ হয়ে যেত। রসূলে করীম (সাঃ) তখন আল্লাহর এই বাণী উচ্চারণ করতেন ঃ

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

সত্য এসে গেছে এবং বাতিল অপসৃত হয়েছে। নিশ্চয় বাতিল অপসৃত হওয়ারই বিষয়।

এ সম্পর্কেই তামীম ইবনে আসাদ খুযায়ী এই কবিতা বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতিমার কাছে ছোয়াব অথবা শাস্তির আশা রাখে, তার জন্যে প্রতিমাদের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞান আছে।

ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় এক রাতে মক্কার নিকটবর্তী হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ কোরায়শের মধ্যে এমন চার ব্যক্তি আছে, যারা শিরক থেকে অনেকটি মুক্ত এবং সকলের চেয়ে বেশি ইসলামের প্রতি আগ্রহশীল। তাঁকে প্রশ্ন করা হলঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! তারা কারা?

তিনি বললেন ঃ ইতাব ইবনে ওসায়দ, জুবায়ব ইবনে মুতয়িম, হাকীম ইবনে হেযাম এবং সুহায়ল ইবনে আমর।

হাকেমের রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বায়তুল্লায় পৌঁছে আমাকে বললেন ঃ বসে যাও। আমি কা'বা প্রাচীরের এক পার্শ্বে বসে গেলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাঁধে আরোহণ করে বললেন ঃ দাঁড়িয়ে যাও। আমি তাঁকে বহন করে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আপন পায়ের নিচের দিকে দুর্বলতা অনুভব করে বললেন ঃ আলী, তুমি আমার কাঁধে আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলে তিনি আমাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন আমার মনে হচ্ছিল যেন আমি ইচ্ছা করলেই আকাশের প্রান্ত স্পর্শ করতে পারি। আমি কা'বার ছাদে আরোহণ করলাম এবং রসূলুল্লাহ (সাঃ) আলাদা হয়ে গেলেন। তিনি বললেন ঃ কোরায়শদের প্রতিমাই হচ্ছে কাফেরদের সর্ববৃহৎ প্রতিমা, সেটি ভূমিসাৎ করে দাও।

কোরায়শদের প্রতিমাটি ছিল তাম্রনির্মিত। এটি লোহার পেরেগ দ্বারা মজবুতভাবে স্থাপন করা হয়েছিল। পেরেগগুলো মাটি পর্যন্ত প্রোথিত ছিল। রসূলে

করীম (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ এটি ভূমিসাৎ করার কৌশল কর; অর্থাৎ বল যে, সত্য এসে গেছে এবং বাতিল অপসৃয়মান।

সেমতে আমি সেটি উপড়ানোর তদবীর করতে লাগলাম। অবশেষে আমি সক্ষম হয়ে গেলাম। প্রতিমাটি ভূমিসাৎ হয়ে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেল।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন শহরে প্রবেশ করে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ চাচা, তোমার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র ওতবা ইবনে আবী লাহাব ও মা'তাব ইবনে আবী লাহাব কোথায়? আমি আরয করলাম ঃ যে সকল কোরায়শ দূরে পালিয়ে গেছে, তারাও তাদের সাথে চলে গেছে। তিনি বললেন ঃ তাদেরকে আমার কাছে আন।

আমি উটে সওয়ার হয়ে আরনা পর্যন্ত গেলাম এবং তাদেরকে নিয়ে এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হল। তারা বয়াতও করল। এরপর হুযূর (সাঃ) তাদেরকে হাত ধরে মুলতাযাম পর্যন্ত নিয়ে এলেন এবং কিছুক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করে হাসিখুশী ফিরে এলেন। তাঁর চোখে মুখে আনন্দের চিহ্ন পরিস্ফুট ছিল। আমি আরয করলামঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে সদা প্রফুল্ল রাখুন, আমি আপনার মুখমণ্ডলে আনন্দের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন ঃ আমি পরওয়ারদেগারের কাছে আমার এই চাচাত ভ্রাতৃদ্বয়কে চেয়েছিলাম। তিনি আমাকে দিয়ে দিলেন।

তিবরানী 'আওসাতে' হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কাবিজয়ের দিন বললেন ঃ এটা সেই বিজয়, যার ওয়াদা আল্লাহ্ পাক আমাকে দিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি তেলাওয়াত করলেন ঃ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ

(যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে)।

আবূ ইয়ালা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন ইবলীস বুকফাটা বিলাপে ভেঙ্গে পড়লো। তার কাছে তার চেলাচামুণ্ডারা সমবেত হলে সে বলল ঃ আজিকার পর তোমরা আর আশা করোনা যে, উম্মতে-মোহাম্মদীকে শিরকের দিকে ফিরিয়ে দিতে পারবে।

বায়হাকী ইবনে আবযা থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন এক কৃষ্ণাঙ্গিনী বৃদ্ধা এলোকেশী নারী আগমন করল। সে তার মুখ মণ্ডল আঁচড়াচ্ছিল এবং অভিশাপ দিয়ে যাচ্ছিল। আরয করা হল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা এক কৃষ্ণাঙ্গিনী বৃদ্ধাকে দেখেছি। সে নিজের মুখমণ্ডল আঁচড়াচ্ছে

এবং ধ্বংস ও বিনাশ আহ্বান করছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে হচ্ছে 'নায়েলা' প্রতিমার প্রতিচ্ছবি। সে হতাশ হয়ে গেছে যে, তোমাদের এই জনপদে কখনও তার পূজাপাট করা হবে!

ইবনে সা'দ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে হাব্বান, দারেকুতনী ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে হারেছ ইবনে মালেক বলেন ঃ আমি মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আজিকার পরে কিয়ামত পর্যন্ত কখনও এই শহরকে জেহাদের ময়দানে পরিণত করা হবে না।

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ এই উক্তির অর্থ এই যে, মক্কাবাসীরা কখনও কুফরে ফিরে যাবে না। ফলে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদও করতে হবে না। সেমতে তাই হয়েছে।

মূসা ইবনে দাউদ ও ইবনে লুহাইয়ার রেওয়ায়েতে হযরত মুতী বলেন ঃ আমি মক্কা বিজয়ের দিন রসূলুল্লাহকে (সাঃ) বলতে শুনেছি, আজিকার পরে কিয়ামত পর্যন্ত কোন কোরায়শীকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হবে না।

ইমাম বায়হাকী বলেন ঃ এই উক্তির অর্থ এই যে, কোরায়শরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাবে। কোন কোরায়শীকে কুফরের কারণে হত্যা করা হবে না।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেনঃ মক্কা বিজয়ের দিন আকাশে ধোঁয়া ছিল এবং দিনটি ছিল আল্লাহ তায়ালার এই উক্তির প্রতীক ঃ

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

যেদিন আকাশ সুস্পষ্ট ধূম্রে আচ্ছাদিত হবে।

ইবনে আবী হাতেম বলেন ঃ আল্লাহর ফরমান,

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

এর তফসীর প্রসঙ্গে আল মরজ বলেন ঃ এটা ছিল মক্কা বিজয়ের দিন।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম হযরত আবূ তোফায়ল থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদকে নখলায় প্রেরণ করলেন। নখলায় 'ওযযা' নামক প্রতিমাটি স্থাপিত ছিল। তিনটি পেরেগের উপর প্রতিমাটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। খালিদ সেখানে যেয়ে পেরেগগুলো কেটে দিলেন এবং তার উপর নির্মিত গৃহ বিধ্বস্ত করে দিলেন। অতঃপর তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ

তুমি কিছুই করনি। তুমি আবার সেখানে যাও। হযরত খালিদ আবার গেলেন। তাকে পুনরায় আসতে দেখে ওযযার পূজারীরা পালিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিল। তারা বলছিল ঃ হে ওযযা! তুমি তাকে অন্ধ করে দাও। নতুবা তুমি নিজেই লাঞ্ছিত হয়ে মরে যাও।

হযরত খালিদ বর্ণনা করেন, অকস্মাৎ আমি একজন উলঙ্গ এলোকেশী নারীকে দেখলাম। সে নিজের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করছিল। তিনি মাথায় তরবারির আঘাত করে ওকে হত্যা করলেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে তাঁকে অবহিত করলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এই নারী ছিল ওযযা।

ইবনে সা'দ সায়ীদ ইবনে আমর হুযালী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন স্বীয় লশকরকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি খালিদ ইবনে ওলীদকে প্রেরণ করলেন ওযযা প্রতিমাটি বিধ্বস্ত করার জন্যে। খালেদ ওযযার কাছে যেয়ে তরবারি উত্তোলন করতেই হঠাৎ এক কৃষ্ণকায়া, উলঙ্গ দেহ, এলোকেশী নারী তাঁর দিকে তেড়ে এল। হযরত খালিদ তরবারির আঘাতে ওটিকে দ্বিখণ্ডিত করে দিলেন। এরপর তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে ঘটনা বিবৃত করলেন। তিনি এরশাদ করলেন ঃ হ্যাঁ, এই নারীই ছিল ওযযা। তোমাদের এই জনপদে যে আর কোন কালেই ওর উপাসনা অর্চনা হবে না এরূপ নিশ্চিত দেখেই সে এরূপ বেপরোয়া হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ওয়াকেদী তাঁর ওস্তাদগণ থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কা বিজয়ের পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) যায়দ আশহালকে প্রেরণ করলেন 'মানাত' প্রতিমাটি ধ্বংস করার জন্যে। মানাত প্রতিমার মন্দির ছিল মুশাল্লাম নামক স্থানে। যায়দ বিশজন অশ্বারোহী নিয়ে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছার পর মানাতের সেবকরা বললঃ তোমার ইচ্ছা কি? যায়দ বললেন ঃ মানাত প্রতিমা বিধ্বস্ত করার ইচ্ছা রাখি। সেবকরা বললঃ হুঁ, তুমি আর মানাত!

যায়দ মানাতের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। হঠাৎ একটি কৃষ্ণকায়া এলোকেশী নারী তাঁর দিকে তেড়ে এল। সে ক্রমাগত অভিশাপের বানী উচ্চারণ করছিল এবং নিজের বুকে করাঘাত করছিল। পূজারীরা বলল ঃ হে মানাত! কিছু ক্রোধ প্রদর্শন কর।

হযরত যায়দ তরবারির এক আঘাতে সেই নারীকে হত্যা করলেন এবং প্রতিমার দিকে এগিয়ে চললেন, অতঃপর সেটি মাটিতে মিশিয়ে দিলেন।

ইবনে সা'দ, বায়হাকী ও ইবনে আসাকির আবূ ইসহাক সুবাইয়ী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা বিজয়ের পর আবূ সুফিয়ান ইবনে হরব বসে বসে এই বলে বিড়বিড় করছিল যে, হায়! যদি আমি মোহাম্মদের মোকাবিলার জন্যে একটি বড় সৈন্যদল গঠন করতাম! ইত্যবসরে রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উভয় কাঁধে করাঘাত করে বললেন ঃ তুমি এরূপ করলে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে লাঞ্ছিত করে দিতেন। আবূ সুফিয়ান মাথা তুলতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে মাথার কাছে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ এই মুহূর্তে আমি আপনার নবুওয়তে বিশ্বাসী ছিলাম না। নিঃসন্দেহে আমি মনে মনে এসব কথা বলেছি।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আবূ সুফিয়ান দেখলেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যাচ্ছেন এবং পিছনে বহু লোকজন তাঁকে অনুসরণ করছে। আবূ সুফিয়ান মনে মনে বলতে লাগলেন ঃ হায়! আমি যদি এই ব্যক্তির সাথে পুনরায় যুদ্ধ করতাম! অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন এবং নিজের পবিত্র হাতে আবূ সুফিয়ানের বুক স্পর্শ করে বললেন ঃ তাহলে আল্লাহ তোমাকে অপদস্থ করে দিতেন।

আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি মনে মনে যে কথা বলেছি, তার জন্যে আল্লাহর কাছে তওবা ও এস্তেফার করছি।

বায়হাকী, ইবনে আসাকির ও আবূ নয়ীম হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যির (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মক্কা বিজয়ের সময় সাহাবায়ে-কেরাম রাতের বেলায় শহরে প্রবেশ করেন এবং সকাল পর্যন্ত সকলেই তকবীর, তাহলীল ও তওয়াফে ব্যাপৃত থাকেন। এ সময় আবূ সুফিয়ান তার স্ত্রী হিন্দাকে বলেন ঃ দেখতে পাচ্ছ, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। এরপর সকালে আবূ সুফিয়ান রসূলুল্লাহর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হলে তিনি এরশাদ করলেন ঃ তুমি হিন্দাকে বলেছ- দেখতে পাচ্ছ, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে। ঠিকই এই বিজয় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। খোদার কসম, আমার এ কথা আল্লাহ ও হিন্দা ছাড়া কেউ শুনেনি।

ওকায়লী ও ইবনে আসাকির হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল্লায় তওয়াফরত অবস্থায় আবূ সুফিয়ানের দেখা পান। তিনি আবূ সুফিয়ানকে বললেন ঃ তোমার ও হিন্দার মধ্যে এইসব কথা হয়েছে। আবূ সুফিয়ান মনে মনে বললেন ঃ হিন্দা আমার গোপন কথা ফাঁস করে দিয়েছে। আমি তাকে শাস্তি দিব। তওয়াফ শেষে রসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ সুফিয়ানের সাথে দেখা করে বললেন ঃ আবূ সুফিয়ান! হিন্দাকে এ ধরনের কোন কথা বলবে

না। কেননা, হিন্দা তোমার কোন গোপন কথা ফাঁস করেনি। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

ইবনে সা'দ, ইবনে আসাকির ও হারেছ ইবনে আবী উমামা স্বীয় মসনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হযম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বাইরে চলে গেলেন এবং আবূ সুফিয়ান মসজিদে বসে মনে মনে বললেন ঃ মোহাম্মদ (সাঃ) কেন যে বিজয়ী হলেন, তা আমি বুঝি না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাছে এলেন এবং বুকে হাত মেরে বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালার সমর্থনের কারণে তোমাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছি। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ শুরায়হ আদভী (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) মক্কা বিজয়ের দিন দণ্ডায়মান হয়ে এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ তায়ালা মক্কাকে সম্মানিত ও নিষিদ্ধ করেছেন– মানুষ তা করেনি। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্যে মক্কায় রক্তপাত সংঘটিত করা অথবা মক্কার বৃক্ষ কর্তন করা জায়েয নয়। যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের যুদ্ধ করার কারণে এখানে যুদ্ধ করাকে বৈধ মনে করে, তবে তাকে বলে দাও যে, আল্লাহ তাঁর রসূলকে অনুমতি দিয়েছেন– তোমাদেরকে অনুমতি দেননি। আমাকেও কেবল দিনের এক মুহূর্তের জন্যে অনুমতি দেয়া হয়েছে। আজ মক্কার নিষিদ্ধতা তেমনি বহাল হয়ে গেছে, যেমন কাল ছিল।

বুখারী ও মুসলিম হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা মক্কা থেকে 'আছহাবে-ফীল' তথা হস্তীবাহিনীকে প্রতিহত করে দেন এবং স্বীয় রসূল ও মুমিনগণকে এখানে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দেন। সাবধান! মক্কা আমার পূর্বে কারও জন্যে হালাল ছিল না এবং আমার পরে কারও জন্যে হালাল হবে না। আমার জন্যেও কেবল দিনের এক মুহূর্তের জন্যে হালাল হয়েছে।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হযরত ওছমান ইবনে তালহা (রাঃ) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরতের পূর্বে মক্কায় আমার সাথে মিলিত হন এবং আমাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। আমি বললামঃ মোহাম্মদ! আমি অবাক যে, আপনি চান আমি আপনার অনুসরণ করি! অথচ আপনি স্বগোত্রের বিরোধিতা করছেন এবং একটি নতুন দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন।

আমরা ইতিপূর্বে সোমবার ও বৃহস্পতিবার বায়তুল্লাহর দ্বার খুলতাম। একদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) এলেন এবং মানুষের সাথে ভিতরে প্রবেশ করতে লাগলেন। আমি

কঠোর ভাষায় তাঁকে ভিতরে প্রবেশে বাধা দিলাম। কিন্তু তিনি আমার সাথে সহনশীল আচরণ করলেন এবং বললেন ঃ আশা করি একদিন তুমি এই চাবি আমার হাতে দেখবে। তখন আমি যার হাতে ইচ্ছা, চাবি দিয়ে দিব। আমি বললাম ঃ তাহলে কোরায়শ ধ্বংস ও লাঞ্ছিত হয়ে যাবে? তিনি বললেন ঃ সেদিন কোরায়শ থাকবে এবং সসম্মানে থাকবে। একথা বলার পর তিনি বায়তুল্লাহর ভিতরে চলে গেলেন।

তাঁর এ উক্তি আমার মনে গভীর দাগ কাটলো। আমি বিশ্বাস করে নিলাম যে, তিনি যেমন বলেছেন, তেমনি হবে। সেমতে আমি ইসলাম গ্রহণের সংকল্প করলাম। এ জন্যে আমার গোত্র আমাকে খুব শাসাল। এরপর মক্কা বিজয়ের দিন হুযূর (সাঃ) আমাকে বললেন ঃ ওছমান! বায়তুল্লাহর চাবি আন। আমি চাবি নিয়ে এলাম। তিনি চাবি হাতে নিলেন এবং আমাকে দিয়ে দিলেন, অতঃপর বললেন ঃ চিরকালের জন্যে এই চাবি নিয়ে নাও। জালেম ছাড়া কেউ এ চাবি তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিবে না। আমি যখন পিঠ ঘুরিয়ে সেখান থেকে রওয়ানা হলাম, তখন হুযূর (সাঃ) আমাকে ডাক দিলেন। আমি তাঁর কাছে ফিরে এলে তিনি বললেন ঃ মনে আছে আমি একদিন তোমাকে কি বলেছিলাম? আমার সেই কথা মনে পড়ে গেল, যা হিজরতের পূর্বে মক্কায় তিনি আমাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ওছমান! অচিরেই তুমি এই চাবি আমার হাতে দেখতে পাবে। তখন আমি যার হাতে ইচ্ছা, এ চাবি তুলে দিব। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কি বল, আমার কথা বাস্তবে পরিণত হয়েছে কি না? আমি আরয করলাম ঃ নিঃসন্দেহে ঘটনা তাই। আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আল্লাহর রসূল।

যুহরী বর্ণনা করেন, খুযায়মা ইবনে হাকীম আসলামী একবার হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কাছে এলেন এবং মোহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা প্রকাশ করে বললেন ঃ

ঃ মোহাম্মদের মধ্যে আমি এমন অনেক গুণ দেখতে পাই, যা অন্য কারও মধ্যে দেখি না। তিনি আপন বংশের মধ্যে মহৎ এবং অত্যধিক বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তাঁর প্রতি মানুষের মহব্বত দেখে আমি বিস্মিত হই। আমি মনে করি, তিনি সেই নবী, যিনি তেহামায় (মক্কায়) আবির্ভূত হবেন।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ আমি মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল।

খুযায়মা বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আপনি সত্যবাদী। অতঃপর তিনি নিজের দেশে চলে গেলেন এবং বলে গেলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! যখন আমি

আপনার আবির্ভাবের সংবাদ পাব, তখনই আপনার খেদমতে হাযির হয়ে যাব। অতঃপর খুয়ায়মা মক্কা বিজয়ের দিন উপস্থিত হন।

হুনায়ন যুদ্ধ

বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ আপনি হুনায়ন যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে পালিয়েছিলেন? হযরত বারা বললেন ঃ কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ) পলায়ন করেননি। হাওয়াযেনের লোকজন ছিল দক্ষ তীরন্দাজ। আমরা যখন তাদের উপর আক্রমণ করলাম, তখন তারা পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। সাহাবীগণ গণীমত সংগ্রহে মেতে উঠলেন। তখন তারা আমাদের উপর অজস্র ধারায় তীরবর্ষণ করতে লাগল। এতে মুসলিম বাহিনী পরাজয়বরণ করল। আমি সেদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখলাম যে, আবূ সুফিয়ান তাঁর খচ্চরের লাগাম ধারণ করে আছেন এবং তিনি বলছেন,

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ - أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

আমি নবী। মিথ্যা নয়। আবদুল মুত্তালিবের রক্ত আমার ধমনীতে প্রবহমান।

মুসলিম, আবূ উয়ায়না ও নাসায়ী হযরত আব্বাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) হুনায়ন যুদ্ধে কয়েকটি কংকর হাতে নেন এবং কাফেরদের মুখমণ্ডলের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করেন। অতঃপর তিনি বললেন ঃ পরওয়ারদেগারের কসম, কাফেররা পরাজিত হয়েছে। তাঁর কংকর নিক্ষেপের পর আমি লক্ষ্য করলাম কাফেরদের জোর বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের ব্যাপারটির কায়া পলট হয়ে গেছে।

মুসলিম সালামাহ ইবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুনায়ন যুদ্ধে যখন মুশরিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঘিরে ফেলল, তখন তিনি খচ্চর থেকে অবতরণ করলেন এবং এক মুষ্টি মাটি হাতে তুলে মুশরিকদের মুখের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। তিনি বললেনঃ শত্রুর মুখ লাঞ্ছিত হোক। সে মতে এমন কোন লোক ছিল না, যার চোখ এই মাটিতে ভরে না গিয়েছিল। অতঃপর তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে গেল।

ওবায়দ ইবনে হুমায়দ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে এয়াযিদ ইবনে আমের বর্ণনা করেন যে, তাকে সেই ভয়ভীতির পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা হুনায়ন যুদ্ধে আল্লাহ তায়ালা মুশরিকদের অন্তরে জাগরুক করে দিয়েছিলেন। জবাবে

এয়াযিদ কংকর হাতে নিয়ে বড় বাসনে ফেলতেন, ফলে তাতে আওয়াজ সৃষ্টি হত। অতঃপর এয়াযিদ বলতেনঃ আমরা অন্তরে এমনি ধরনের আওয়াজ অনুভব করতাম।

বায়হাকী ও ইবনে আসাকির উম্মে বরছনের মুক্ত ক্রীতদাস আবদুর রহমান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হুনায়নে উপস্থিত ছিল এমন এক মুশরিক বলে– মুসলমানদের সাথে আমাদের মোকাবিলা হলে তারা ততক্ষণও টিকে থাকতে পারল না যতক্ষণে একটি ছাগলকে দোহন করা যায়। আমরা তাদের মুখ ফিরিয়ে দিলাম। আমরা যখন তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলাম, তখন হঠাৎ সাদা খচ্চরের আরোহীকে দেখতে পেলাম। তিনি ছিলেন রসূলে করীম (সাঃ)। আমরা তাঁর কাছে শুভ্র সুন্দর লোকদেরকে দেখলাম। তিনি বললেনঃ শত্রু লাঞ্ছিত হোক। ফিরে যাও। আমরা ফিরে এলাম। অতঃপর আমরা পরাজিত হলাম।

ইবনে ইসহাক, আবূ নয়ীম ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে জুবায়র ইবনে মুতয়িম বলেনঃ আমি হুনায়ন যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। সাহাবায়ে কেরাম লড়াইরত ছিলেন। হঠাৎ আমি কাল চাদরের মত একটি বস্তু দেখলাম, যা আকাশ থেকে নেমে আমাদের লশকরের মধ্যে পতিত হল। এরপর আমরা বিক্ষিপ্ত পিপীলিকায় উপত্যকা ভরে যেতে দেখলাম। অতঃপর কাফেরদের পরাজয় ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। আমরা এ বিষয়ে সন্দেহ করি না যে, তারা ছিল ফেরেশতা।

ইবনে সা'দ ও ইবনে আসাকির আবদুল মালেক ইবনে ওবায়দ প্রমুখ থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, শায়বা ইবনে ওছমান স্বীয় ইসলাম গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ নবী করীম (সাঃ) যখন বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন আমি মনে মনে বললাম, আমি কোরায়শদের সাথে হাওয়াযেনবাসীদের সাহায্যার্থে হুনায়ন যাব। কোরায়শ ও হাওয়াযেনের সম্মিলিত বাহিনীর যুদ্ধ আসন্ন। যদি আমি যুদ্ধের চরম মুহূর্তে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে সফল হয়ে যাই, তবে আমি হব সকল কোরায়শের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আমি মনে মনে আরও বললামঃ যদি আরব ও অনারবের মধ্য থেকে একটি লোকও অবশিষ্ট না থাকে এবং সকলেই মোহাম্মদের অনুসারী হয়ে যায়, তবুও আমি তাঁর অনুসরণ করব না।

সে মতে আমি যে ইচ্ছা নিয়ে হুনায়নে শরীক হয়েছিলাম, সেই সুযোগের অপেক্ষায় রইলাম। আমার এই ইচ্ছা আমার মনে অত্যন্ত সুদৃঢ় হয়ে যাচ্ছিল। মোকাবিলা শুরু হলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের খচ্চর থেকে নামলেন। আমি তরবারি উত্তোলন করলাম এবং তাঁকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে গেলাম।

তরবারি তুলে যেই তাঁকে আঘাত করব, অমনি বিদ্যুতের মত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আমার সম্মুখে অন্তরায় হয়ে গেল। অগ্নি স্ফুলিঙ্গ আমাকে জ্বালিয়ে দেয়ার উপক্রম হল। দৃষ্টিশক্তি রহিত হওয়ার আশংকায় আমি দু'হাত দিয়ে দুই চোখ চেপে ধরলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। তিনি ডাক দিলেনঃ শায়বা! আমার কাছে এস। আমি কাছে গেলে তিনি আমার বুকে হাত বুলিয়ে বললেনঃ পরওয়ারদেগার! একে শয়তানের কবল থেকে বাঁচাও।

শায়বা বর্ণনা করেনঃ সেই মুহূর্তেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছে আমার দৃষ্টিশক্তি, আমার শ্রবণশক্তি এবং আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়ে গেলেন। আমার মধ্যে শত্রুতার যে আগুন ছিল, আল্লাহ তায়ালা তা দূর করে দিলেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ কাছে এস এবং যুদ্ধ কর। আমি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাঁর দুশমনদেরকে তরবারি দিয়ে খতম করছিলাম। আল্লাহ জানেন আমি সবার চেয়ে বেশি আপন প্রাণের সাথে তাঁর হেফাযত করাকেই পছন্দ করতাম। তখন যদি আমার মৃত পিতা জীবিত হয়ে আমার মুখোমুখি হত, তবে আমি তার উপরও হামলা করতে দ্বিধা করতাম না। এরপর হুযূর (সাঃ) তাঁর তাবুতে চলে গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। তিনি বললেনঃ শায়বা! আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যে ইচ্ছা করেছেন, তা তোমার মনে লুক্কায়িত ইচ্ছা অপেক্ষা উত্তম। এরপর তিনি সেইসব ইচ্ছা সম্পর্কে আমাকে অবহিত করলেন, যেগুলো আমি মনে মনে করেছিলাম। আমি সেসব ইচ্ছার কথা কখনও কারও কাছে ব্যক্ত করিনি। আমি আরয করলামঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল। আমি আরও বললামঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করুন। তিনি বললেনঃ আল্লাহ তোমার মাগফেরাত করে দিয়েছেন।

আবুল কাসেম বগভী, বায়হাকী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকির শায়বা ইবনে ওছমান (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন হুনায়নের যুদ্ধে অবতরণ করেন, তখন আমি আমার পিতা ও চাচাকে স্মরণ করলাম। তাদেরকে হযরত আলী ও হযরত হামযা (রাঃ) হত্যা করেছিলেন। আমি মনে মনে বললামঃ আজ মোহাম্মদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব। আমি তাঁর কাছে এসে হযরত আব্বাসকে তাঁর ডান দিকে দেখলাম। আমি ভাবলাম আব্বাস তো তাঁর চাচা। তাঁকে ছেড়ে যাবে না। আমি তাঁর বাম দিকে এসে আবূ সুফিয়ান ইবনে হারেছকে দেখলাম। আমি ভাবলাম আবূ সুফিয়ান তাঁর চাচাত ভাই। তাঁর সঙ্গ ছাড়বে না। অতঃপর আমি তাঁর পিছন দিকে থেকে এলাম এবং একেবারে কাছে এসে গেলাম। যখন তরবারি দিয়ে আঘাত করতে কোন ব্যবধান রইল না,

তখন আমার সামনে বিদ্যুতের মত আগুনের স্ফুলিঙ্গ উত্থিত হল। আমি ভীত হয়ে পিছনে সরে এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঘুরে আমার দিকে দেখলেন এবং বললেন ঃ শায়বা, এস। অতঃপর তিনি আমার বুকে হাত রাখলেন। আল্লাহ তায়ালা আমার মন থেকে শয়তান বের করে দিলেন। আমি তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করতেই তিনি আমার কাছে প্রাণাধিক প্রিয় হয়ে গেলেন। তিনি বললেনঃ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। এরপর হুযূর আব্বাসকে বললেনঃ যে সকল মুহাজির বৃক্ষতলে আমার হাতে বয়াত করেছে এবং যে সকল আনছার মুহাজিরগণকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তাদের সকলকে ডেকে আন।

শায়বা বলেনঃ আনছারগণ যেরূপ দ্রুতবেগে হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এলেন, আমি তার তুলনা খুঁজে পাই না। তবে এটা বলা যায় যে, যেরূপ উট দ্রুতবেগে তার বাচ্চাদের কাছে যায়। সাহাবীগণ এত অধিক সংখ্যায় তাঁর কাছে জমায়েত হলেন যেন তিনি লোকারণ্যের মধ্যে আছেন। আনছারগণের বর্শা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এত বেশি নিকটে ছিল যে, ভয়াবহতার দিক দিয়ে সেগুলো কাফেরদের বর্শা অপেক্ষা অধিক বিপজ্জনক ছিল। অতঃপর হুযূর (সাঃ) বললেনঃ আব্বাস! আমাকে কিছু কংকর দাও। শায়বা বর্ণনা করেন, আল্লাহ তায়ালা খচ্চরকে কথা বুঝার ক্ষমতা দান করেছিলেন। সে হুযূর (সাঃ)-কে পিঠে নিয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ল এবং তার পেট মাটিতে লেগে যাওয়ার উপক্রম হল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কংকর নিয়ে কাফেরদের মুখের উপর মারলেন এবং বললেনঃ

شَاهَتِ الْوُجُوْهُ - حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ

তারা ধ্বংস হোক। তরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।

আবূ নয়ীম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, মুসলমানরা হুনায়ন যুদ্ধে পরাজয় বরণ করল। তখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'দুলদুল' নামক সাদা খচ্চরে সওয়ার ছিলেন। তিনি বললেনঃ দুলদুল! মাটির সাথে মিশে যা। সে তার পেট মাটিতে লাগিয়ে দিল। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এক মুষ্টি মাটি নিয়ে কাফেরদের মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেনঃ حٰمٓ - لَا يُنْصَرُوْنَ তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না। এরপর সকল কাফের পলায়ন করল। আমরা না কোন তীর মারলাম, না কোন বর্শা।

তায়েফ যুদ্ধ

যুবায়র ইবনে বাক্কার ও ইবনে আসাকির যায়ীদ ইবনে ওবায়দ শফকী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেনঃ আমি তায়েফ যুদ্ধের সময় আবূ সুফিয়ানকে

ইবনে ইয়ালার প্রাচীরের ছায়ায় বসে ফল খেতে দেখলাম। আমি তাকে লক্ষ্য করে একটি তীর মারলাম। তীরটি তার চোখে লাগল। আবূ সুফিয়ান হুযূর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার এই চক্ষু আল্লাহর পথে আহত হয়েছে। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ তুমি চাইলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব। তিনি তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে দিবেন। আর যদি চাও, তবে এর বিনিময়ে তোমার জন্যে রয়েছে জান্নাত। আবূ সুফিয়ান বললেন ঃ আমি জান্নাতই চাই।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, উনিয়া ইবনে হিছন রসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বললেন ঃ আপনি আমাকে তায়েফবাসীদের কাছে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি তাদের সাথে ইসলাম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করব। সম্ভবতঃ আল্লাহতায়ালা তাদেরকে হেদায়েত দান করবেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন। সে তায়েফবাসীদের কাছে যেয়ে বলল ঃ তোমরা স্বস্থানে অটল থাক। আমরা গোলামের চেয়েও বেশি লাঞ্ছিত হয়ে গেছি। আমি কসম খেয়ে বলছি যদি তোমরা জয়যুক্ত হতে পার তবে আরবরা সম্মানিত ও শক্তিশালী হবে। তোমরা তোমাদের দুর্গে অটল থাক এবং নিজেদের শক্তি নিজেদের হাতে খতম করা থেকে বেঁচে থাক। তারা যেন তোমাদের উপর এত বেশি হামলা না করতে পারে যে, এই বৃক্ষকেও কেটে ফেলে। এরপর উনিয়া ফিরে এল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বললেন ঃ তুমি তাদেরকে কি বলেছ? সে বলল ঃ আমি তাদের সাথে আলোচনা করেছি এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি। দোযখ থেকে সতর্ক করেছি এবং জান্নাতের দিকে পথ প্রদর্শন করেছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি তাদেরকে এই এই কথা বলেছ। উনিয়া বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি সত্য বলেছেন। আমি আল্লাহর কাছে এবং আপনার কাছে তওবা করছি।

ওরওয়া বলেন ঃ ইত্যবসরে খওলা বিনতে হাকীম আগমন করল এবং বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার তায়েফ গমনে বাধা কিসের? তিনি বললেন ঃ আমাকে এ পর্যন্ত তায়েফবাসীদের সম্পর্কে অনুমতি দেয়া হয়নি। আর আমি মনেও করি না যে, আমরা এ সময়ে তায়েফ জয় করতে পারব। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন ঃ আপনি তায়েফবাসীদের উদ্দেশ্যে বদ দোয়া করুন এবং অগ্রসর হোন। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা বিজয় আপনাকেই দিবেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ তাদের সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে অনুমতি আসেনি। এরপর তিনি সেখান থেকে ফিরে আসেন। ফিরে

আসার সময় তিনি এই দোয়া করলেন ঃ পরওয়ারদেগার! এদেরকে হেদায়াত দান কর এবং এরা আমাদিগকে কষ্ট দিচ্ছে সে বিষয়ে আমাদেরকে মদদ কর।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আরও বলা হয়েছে যে, রমযান মাসে তায়েফের একটি প্রতিনিধি দল রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে মুসলমান হয়ে যায়।

ইবনে সা'দ হযরত হাসান থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) তায়েফ অবরোধ করলেন। ওমর ফারুক (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! ছকীফ গোত্রের জন্যে বদ-দোয়া করুন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আল্লাহ তায়ালা ছকীফ গোত্র সম্পর্কে আমাকে অনুমতি দেননি। হযরত ওমর বললেন ঃ তবে যাদের সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা অনুমতি দেননি, তাদের সাথে আমরা যুদ্ধ করব কেন? অতঃপর অবরোধ তুলে সকলেই ফিরে এলেন।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ইবনে আমর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, আমরা যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম, তখন পথিমধ্যে এক কবরের কাছ দিয়ে গমন করলাম। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ এটা আবূ রিগালের কবর। আবূরিগাল হচ্ছে ছকীফ গোত্রের মূল প্রতিষ্ঠাতা। সে ছিল ছামূদ বংশীয়। এখানে তার প্রতি কোন বালা এলে তা প্রতিহত করা হত। যখন সে এই হেরেম থেকে বের হল, তখন তার উপর সেই আযাব নাযিল হল, যা তার সম্প্রদায়ের উপর নাযিল হয়েছিল। তাকে এখানেই দাফন করা হয়। এর চিহ্ন এই যে, তার সাথে স্বর্ণ নির্মিত একটি বৃক্ষ শাখা দাফন করা হয়েছে। যদি তুমি এই কবর খনন কর, তবে তুমি স্বর্ণের শাখাটি পেয়ে যাবে। এরপর সকলেই তার কবর খননে তৎপর হয়ে উঠল। কবরের ভিতর থেকে বাস্তবিকই একটি স্বর্ণের শাখা বের করা হল।

ইবনে সা'দ মোহাম্মদ ইবনে জা'ফর থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) জেয়েররানা নামক স্থান থেকে ওমরা করেন এবং বলেন ঃ এখান থেকে সত্তর জন নবী ওমরা করেছেন।

তাবূক যুদ্ধ

ইবনে ইসহাক, হাকেম ও বায়হাকী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) থেকে রেওয়াযেত করেন যে, রসূলে করীম (সাঃ) যখন তাবূক রওয়ানা হন, তখন কয়েকজন সাহাবী পিছনে থেকে যান। তাঁরা নানা কারণে প্রিয় নবীজীর (সাঃ) সহগামী হতে পরেননি। হযরত আবূ যর (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কাফেলার একজন এক ব্যক্তিকে অনেক দূরে আসতে দেখে বলল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! রাস্তায় একজনকে একা একা আসতে দেখা যাচ্ছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ যর হবে।

অতঃপর সাহাবীগণ গভীর দৃষ্টিতে দেখে বললেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আবূ যরই তো আসছে। হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্ আবূ যরের প্রতি রহম করুন। সে একাকী চলে এবং একাকীই ইন্তেকাল করবে। একাকীই জীবিত থাকবে।

তাঁর ইন্তেকালের ঘটনা এই যে, জীবন-সায়াহ্নে তিনি সমসাময়িক লোকদের কাছ থেকে যন্ত্রণা ভোগ করে রবযা নামক এক নিভৃত স্থানে চলে যান। সেখানেই তার ইন্তিকাল হয়। তাঁর সঙ্গে তাঁর পত্নী ও গোলাম ছিল। তাঁর জানাযা পথের উপর রেখে দেয়া হয়। এ সময়ে সম্মুখ থেকে একটি কাফেলাকে আসতে দেখা যায়। কাফেলার মধ্যে ছিলেন খ্যাতনামা সাহাবী হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)। তিনি এসেই জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এটা কি? বলা হল ঃ এটা হযরত আবূ যর (রাঃ)-এর জানাযা। একথা শুনে হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য বলেছিলেন ঃ আল্লাহ আবূ যরের প্রতি রহমত নাযিল করুন, বেচারা একা চলে, একা ইন্তিকাল করবে এবং একই পুনরুত্থিত হবে। এরপর ইবনে মসউদ (রাঃ) উট থেকে অবতরণ করে স্বহস্তে তাঁকে কবরস্থ করেন।

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর ইবনে হযম থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, হযরত আবূ খুছায়মা (রাঃ) রসূলুল্লাহ-এর পশ্চাতে তাবূক রওয়ানা হন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন এক মঞ্জিলে অবতরণ করছিলেন, তখন লোকেরা বলল ঃ এক সওয়ার রাস্তা দিয়ে আগমন করেছে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ আবূ খুছায়মা হবে। সাহাবীগণ বললেন ঃ আল্লাহর কসম সে আবূ খুছায়মাই।

বায়হাকী ও আবূ নয়ীম ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সময়ে তাবূকে অবস্থান করেন, তখন পানি একেবারে কমে গিয়েছিল। হুযূর (সাঃ) আপন পবিত্র হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করলেন। অতঃপর কুলির পানি একটি ঝরণায় ফেলে দিলেন। ঝরণা উথলে উঠতে লাগল। অবশেষে উপরিভাগ পর্যন্ত পানিতে ভরে গেল। আল্লাহর রহমতে আজপর্যন্তও ঝরণাটি তেমনি রয়ে গেছে।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত মুয়ায ইবনে জবল (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে তাবূক রওয়ানা হলাম। তিনি বললেন ঃ আমরা ইনশাআল্লাহ আগামীকল্য তাবূকের ঝরনায় পৌঁছে যাব। কিন্তু সূর্যোদয়ের পূর্বে পৌঁছা যাবে না। সুতরাং তোমাদের কেউ ঝরনার কাছে গেলে তাতে হাত লাগাবে না। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) ঝরণার কাছে গেলেন। ঝরণায় জুতার ফিতা সমান

পানি ছিল। তা-ও খুব ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছিল। ঝরণা থেকে অঞ্জলি দিয়ে অল্প অল্প পানি নিয়ে একটি পাত্রে জমা করা হল। অতঃপর হুযূর (সাঃ) সেই পানি দিয়ে আপন মুখমণ্ডল ও হাত ধৌত করলেন এবং ব্যবহৃত পানি ঝরণায় ঢেলে দিলেন। ঝরণা থেকে প্রচুর পানি নির্গত হতে লাগল। সকলেই তা থেকে পানি পান করলেন। এরপর নবী করীম (সাঃ) বললেন ঃ মুয়ায! যদি তুমি বেঁচে থাক, তবে দেখবে যে, এর পানি উদ্যানসমূহকে সিক্ত করবে।

হযরত মুয়াযের অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, ঝরণার পানি সশব্দে বিদ্যুৎবেগে নির্গত হতে লাগল। সেই পানি আজপর্যন্ত ফোয়ারার অনুরূপ উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন ঃ নবী করীম (সাঃ) তাবূক পৌঁছলে সাহাবায়ে-কেরাম ক্ষুধায় কাতর হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! আপনি অনুমতি দিন আমরা সওয়ারীর উটগুলো যবেহ করে গোশত খাই এবং চর্বি হাছিল করি। ওমর ফারুক (রাঃ) বললেন ঃ হুযূর, এরূপ করলে সওয়ারীর সংখ্যা হ্রাস পাবে। আপনি বরং অবশিষ্ট খাদ্য সামগ্রী এক জায়গায় একত্রিত করে বরকতের দোয়া করুন। আশা করা যায় আল্লাহ্ পাক তাতে বরকত দিবেন।

রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ ভাল কথা। অতঃপর তিনি একটি চামড়ার দস্তরখান বিছালেন এবং তাতে প্রত্যেকের অবশিষ্ট খাদ্যসামগ্রী একত্রিত করার আদেশ দিলেন। কেউ একমুষ্টি গম নিয়ে এল এবং কেউ এক মুষ্টি খেজুর এবং কেউ এক খণ্ড রুটি আনল। ফলে দস্তরখানে কিছু জমা হয়ে গেল। এরপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বরকতের দোয়া করে সাহবায়ে-কেরামকে বললেন ঃ আপন আপন পাত্র ভরে নাও। লশকরে এমন কোন পাত্র রইল না, যা খাদ্য সামগ্রীতে ভর্তি হল না। এরপর সকলেই তৃপ্ত হয়ে খেয়ে নিলেন। তা সত্ত্বেও খাদ্য বেঁচে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবূদ নেই এবং আমি আল্লাহর রসূল। যে বান্দা সন্দেহাতীতরূপে এই কলেমায় বিশ্বাস করে সে আল্লাহতায়ালার সাথে মিলিত হবে, তাকে জান্নাত প্রবেশে বাধা দেয়া হবে না।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে হযরত আমর আসলামী (রাঃ) বলেন ঃ তাবূক সফরে ঘিয়ের মশকের দেখাশুনা আমার দায়িত্বে ছিল। মশকে সামান্যই ঘি অবশিষ্ট ছিল। আমি নবী করীম (সাঃ)-এর জন্যে খাদ্য প্রস্তুত করার ইচ্ছা করে মশকটি

রৌদ্রে রেখে ঘুমিয়ে পড়লাম। মশকের ঘি গলে গেল এবং উপচে পড়তে লাগল। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি দৌড়ে গিয়ে মশকের মুখ চেপে ধরলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে দেখছিলেন। তিনি বললেন ঃ যদি তুমি মশকের মুখ বন্ধ না করতে এবং এমনিতেই ছেড়ে দিতে, তবে এ উপত্যকায় ঘিয়ের একটি নহর বয়ে যেত।

ইবনে সা'দের রেওয়ায়েতে হামযা ইবনে আমর আসালামী বলেন ঃ আমরা যখন তাবূকে ছিলাম, তখন মুনাফিকরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উষ্ট্রী নিয়ে পালিয়ে গেল। যাওয়ার সময় উটের পিঠ থেকে কতক আসবাবপত্র মাটিতে পড়ে যায়। হামযা বলেন ঃ আমার হাতের পাঁচটি অঙ্গুলিই আলোকময় হয়ে গেল এবং চমকিতে লাগল। অবশেষে আমি অঙ্গুলির আলোকে পড়ে যাওয়া আসবাবপত্র কুড়িয়ে নিলাম।

ওয়াকেদী, আবূ নয়ীম ও ইবনে আসাকিরের রেওয়ায়েতে এরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বলেন ঃ তাবূকে অবস্থানকালে রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত বেলালকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ খাওয়ার কিছু আছে কি? হযরত বেলাল বললেন ঃ সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমরা আমাদের থলে ঝেড়ে ফেলেছি। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ দেখ, হয়তো কিছু পেয়ে যাবে। হযরত বেলাল একটি একটি থলে নিয়ে সেগুলো ঝাড়তে শুরু করলেন। কোন থলে থেকে এক খেজুর এবং কোনটি থেকে দু'টি খেজুর মাটিতে পড়ল। অবশেষে আমি বেলালের হাতে সাতটি খেজুর দেখলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি বড় থালা আনিয়ে তাতে খেজুরগুলো রাখলেন। অতঃপর খেজুরগুলোর উপর আপন পবিত্র হাত রেখে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, খাও। আমরা তিন জনেই খেজুর খেলাম। আমি একটি একটি করে খেজুর গননা করে চুয়ান্নটি খেজুর গননা করলাম। এগুলোর আঁটি আমার অপর হাতে ছিল। আমার উভয় সঙ্গীও তাই করছিল। অবশেষে আমরা তৃপ্ত হয়ে হাত গুটিয়ে নিলাম। আমি অবাক হয়ে দেখলাম যে, সেই সাতটি খেজুর তখনও অবশিষ্ট ছিল। হুযূর (সাঃ) বেলালকে বললেন ঃ এই খেজুরগুলো তুলে রাখ। এগুলো থেকে যে খাবে, সে তৃপ্ত হয়ে যাবে।

পরদিন রসূলুল্লাহ (সাঃ) বেলালকে বললেন ঃ খেজুরগুলো নিয়ে এসো। তিনি খেজুরগুলোর উপর পবিত্র হাত রেখে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, খাও। আমরা ছিলাম দশজন। সকলেই খেয়ে তৃপ্ত হয়ে গেলাম। এরপর যখন হাত গুটিয়ে নিলাম তখন খেজুর তেমনি অবশিষ্ট ছিল। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ আমার আল্লাহ পাকের কাছে লজ্জা লাগে। নতুবা মদীনায় পৌছে যাওয়া পর্যন্ত আমরা এই খেজুর খেতাম।

অতঃপর তিনি খেজুরগুলো এক শিশুকে দিয়ে দিলেন। সে ঐগুলো চর্বণ করতে করতে চলে গেল।

আবূ নয়ীমের রেওয়ায়েতে বনী সা'দের এক ব্যক্তির বর্ণনা ঃ আমি তাবূকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এলাম। তিনি একদল সাহাবীর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের সপ্তম। আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। তিনি বললেন ঃ বেলাল! আমাদেরকে কিছু খাওয়াও। হযরত বেলাল একটি চামড়ার দস্তরখান বিছিয়ে একটি থলে থেকে খাদ্য বের করতে লাগলেন। অতঃপর ঘি ও পনীর মিশ্রিত খেজুর সম্মুখে রাখলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ খাও। আমরা খেতে খেতে তৃপ্ত হয়ে গেলাম।

আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই খেজুর তো এই পরিমাণে ছিল যে, আমি একাই খেতে পারতাম। পরের দিন আমি তাঁর খেদমতে এসে দশ ব্যক্তিকে বসা দেখলাম। তিনি বললেন ঃ বেলাল ! কিছু খাওয়াও। হযরত বেলাল থলে থেকে স্বহস্তে এক মুষ্টি খেজুর বের করতে লাগলেন। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বের কর। আরশের মালিকের কাছে অনটনের আশংকা করো না। হযরত বেলাল থলের খেজুরগুলো ছড়িয়ে দিলেন। আমি অনুমান করলাম দু' মুদের বেশি হবে না। নবী করীম (সাঃ) আপন পবিত্র হাত খেজুরের উপর রেখে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, খাও। সকলেই খেল। আমিও তাদের সঙ্গে খেলাম। অবশেষে পেটে খাওয়ার জায়গা রইল না। বেলাল যে পরিমাণ খেজুর এনেছিলেন, দস্তরখানে সেই পরিমাণ বাকী রয়ে গেল। মনে হচ্ছিল যে, আমরা যেন একটি খেজুরও খাইনি। পরের দিন ভোরে আমি আবার এলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আরও দশ ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। এক কিংবা দু'জন বেশি হবে। হুযূর (সাঃ) বললেন ঃ বেলাল, খানা খাওয়াও। বেলাল হুবহু সেই থলেটি এনে ছড়িয়ে দিলেন। হুযূর (সাঃ) আপন পবিত্র হাত তার উপর রেখে বললেন ঃ বিসমিল্লাহ, খাও। আমরা খেলাম। অতঃপর যে পরিমাণ খেজুর ছড়ানো হয়েছিল, সেই পরিমাণ তুলে নেয়া হল। তিনদিন পর্যন্ত তিনি তাই করলেন।

আবূ নয়ীম ও ওয়াকেদীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেন ঃ তাবূক থেকে মদীনায় ফেরার পথে তীব্র উত্তাপের মধ্যে লশকরের লোকজন দারুন পিপাসার সম্মুখীন হল। কারও কাছে কোন পানি ছিল না। রসূলে করীম (সাঃ) যায়দ ইবনে হুযায়রকে পানির খোঁজে প্রেরণ করলেন। তিনি তাবূক ও হিজরের মধ্যবর্তী স্থানে গেলেন এবং চতুর্দিকে পানির খেঁজে ছুটাছুটি করলেন। অবশেষে পানি ভর্তি

একটি পুরাতন মশক এক মহিলার কাছে পেলেন। ওসায়দ মহিলার সাথে কথাবার্তা বললেন এবং মশকটি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিয়ে এলেন। তিনি মশকের পানিতে বরকতের দোয়া করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা আপন আপন মশক নিয়ে এস। অতঃপর যত মশক ছিল, সবগুলো ভরে নেয়া হল। এরপর তিনি লশকরের উট ও ঘোড়া সমবেত করে সেগুলোকে পেট ভরে পানি পান করালেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওসায়দের আনা পানি একটি বড় পাত্রে ঢাললেন এবং তাতে হাত রেখে আপন মুখমণ্ডল ও উভয় পা ধৌত করলেন। অতঃপর দু'রাকাত নামায পড়লেন। তিনি যখন সেখান থেকে ফিরে এলেন, তখন পাত্র থেকে পানি উথলে উঠছিল।

মুসলিমের রেওয়ায়েতে আবূ হুমায়দ বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে তাবূকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। অবশেষে ওয়াদিউল ফুলায় এক মহিলার বাগানে পৌঁছলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা অনুমান কর এই বাগানে কি পরিমাণ খেজুর আছে। আমরা অনুমান করলাম। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমান ছিল দশ ওয়াসক। তিনি মহিলাকে বললেন ঃ আমার এই অনুমানটি মনে রাখবে। আমরা এ পথেই আবার ফিরে আসব।

এরপর আমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাবূক পৌঁছলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আজ রাতে ভীষণ ঝড়ঝঞ্ঝা হবে। এতে কেউ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হবে না। তোমরা আপন আপন উট খুব শক্ত করে বেঁধে রাখ। শেষ পর্যন্ত তাই হল। ভীষণ বায়ু চলল। এক ব্যক্তি বাইরে দাঁড়ালে তাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং তয় পাহাড়ের কাছে ফেলে দিল।

এরপর আমরা তাবূক থেকে ফেরার পথে উপরোক্ত ওয়াদিউল-ফুলায় পৌঁছলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলাকে কি পরিমাণ ফল পাওয়া গেল জিজ্ঞাসা করলেন। মহিলা বলল ঃ পূর্ণ দশ ওয়াসক।

ইবনে সা'দ রেওয়ায়েত করেন যে, মুগীরা ইবনে শো'বাকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ এই উম্মাহর মধ্যে হযরত আবূ বকর (রাঃ) ছাড়া কেউ নামাযে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইমামতি করেছে কি? মুগীরা বললেন ঃ হাঁ, আমরা একবার সফরে ছিলাম। সেহরীর সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) একটু দূরে পড়ে গেলেন। আমিও সঙ্গে গেলাম। অবশেষে আমরা সকলের দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেলাম। হুযূর (সাঃ) সওয়ারী থেকে নেমে আমার দৃষ্টি থেকে উধাও হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমি তাঁকে দেখলাম না। এরপর তিনি আগমন করলেন। আমি পানি ঢেলে দিলাম। তিনি ওযূ করলেন এবং মোজার উপর মসেহ্ করলেন। এরপর আমরা এসে সকলের সাথে মিলিত হলাম।

তখন ফজরের নামায শুরু হয়ে গিয়েছিল। ছাহাবীগণ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাঃ)-কে ইমাম করে নিয়েছিলেন। তিনি এক রাকআত পড়ে দ্বিতীয় রাকাতে ছিলেন। আমি আবদুর রহমান ইবনে আওফকে অবহিত করার জন্যে যেতে শুরু করলে হুযূর (সাঃ) আমাকে নিষেধ করলেন। অতঃপর আমরা যে রাকাত পেলাম, তাই পড়ে নিলাম এবং বাকী রাকাতের কাযা পড়লাম। নবী করীম (সাঃ) আবদুর রহমান ইবনে আওফের পিছনে নামায পড়ে বললেন ঃ কোন নবীকে আল্লাহর দরবারে ডাকা হয় না, যে পর্যন্ত তিনি উম্মতের কোন সৎ ব্যক্তির পিছনে নামায না পড়ে নেন।

ইবনে সা'দ বলেন ঃ আমি ওয়াকেদীর কাছে এ হাদীসটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন ঃ এটা তাবূক যুদ্ধের ঘটনা।

ইবনে ইসহাক ও বায়হাকী সহল ইবনে সা'দ সায়েদী থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, নবী করীম (সাঃ) যখন তাবূকের পথে হিজর নামক স্থানে অবস্থান করলেন, তখন বললেন ঃ আজ রাতে তোমাদের মধ্যে কেউ যেন সঙ্গী ছাড়া বাইরে না যায়। দু' ব্যক্তি ছাড়া সকলেই তাই করল। দু'ব্যক্তির মধ্যে একজন প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে একা একা বাইরে গেল এবং অন্যজন তার উটের খোঁজে বের হল। প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে তার প্রয়োজনের স্থলে গলা টিপে দেয়া হল এবং শেষোক্ত ব্যক্তিকে প্রবল বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং তয় পাহাড়ে ফেলে দিল।

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঘটনার সংবাদ দেয়া হলে তিনি বললেন ঃ আমি তো আগেই নিষেধ করেছিলাম যে, সঙ্গী ছাড়া কেউ বাইরে যাবে না।

অতঃপর তিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তির জন্যে দোয়া করলেন। সে সুস্থ হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁর কাছে তখন পৌঁছল, যখন তিনি মদীনায় ফিরে গেলেন।

ইবনে আবী দুনিয়া ও হাকেম হযরত আনাস (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, তিনি বলেন ঃ আমরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সঙ্গে জেহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। হিজর নামক স্থানের নিকটে পৌঁছে আমরা একটি আওয়াজ শুনলাম। কেউ বলছিল, পরওয়াদেগার! আমাকে মোহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কর, যাদের মাগফেরাত করা হবে এবং যাদের দোয়া কবুল করা হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আনাস, যেয়ে দেখ তো কিসের আওয়াজ? আমি পাহাড়ে গেলাম। আমি এক শুভ্র পোশাকধারী ব্যক্তিকে দেখলাম। তার মাথা ও দাঁড়ি সাদা এবং সে দৈর্ঘ্যে তিনশ' হাত। সে আমাকে দেখেই বলল ঃ তুমি নবী করীম (সাঃ)-এর প্রেরিত?

আমি বললাম হাঁ। সে বলল ঃ তাঁর কাছে যেয়ে আমার সালাম আরয কর এবং বল যে, আপনার ভাই ইলিয়াস (আঃ) আপনার সাথে দেখা করতে চান।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমি হুযূর (সাঃ)-এর কাছে এসে এ সংবাদ জ্ঞাত করলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন। নিকটে পৌঁছার পর তিনি আমার অগ্রে চলে গেলেন এবং আমি পিছনে রয়ে গেলাম। তাঁরা দীর্ঘক্ষণ আলাপ আলোচনা করলেন। এরপর তাঁদের উভয়ের উপর আকাশ থেকে খাদ্য নাযিল হল। হুযূর (সাঃ) আমাকেও ডেকে নিলেন। আমি তাঁদের সঙ্গে রকমারি খাদ্য খাওয়ার পর দাঁড়িয়ে এক তরফে চলে গেলাম। এরপর একটি মেঘখণ্ড এল। মেঘ খণ্ডটি সেই মহৎ ব্যক্তিকে নিজের মধ্যে তুলে নিল। আমি তাতে তাঁর বস্ত্রের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম। মেঘখণ্ড তাঁকে আকাশ পানে নিয়ে যাচ্ছিল।

আবূ নয়ীম ওয়াকেদীর তরিকায় রেওয়ায়েত করেন যে, তাবূকের সফরে সাহাবায়ে-কেরামের সামনে একটি বিশাল বপু সর্প আত্মপ্রকাশ করল। সকলেই এর সামনে থেকে পালিয়ে গেলেন। সর্পটি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তিনি উটের উপর সওয়ার ছিলেন। এরপর সর্পটি রাস্তা থেকে সরে গিয়ে সটান দাঁড়িয়ে গেল। সাহাবীগণ ফিরে এলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা জান এ সর্পটি কে? সাহাবীগণ আরয করলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেন ঃ আটজন জিনের যে দলটি আমার কাছে কোরআন শ্রবণ করতে এসেছিল, সে তাদেরই একজন। আমি তাদের বস্তীতে এসেছি। তাই সে কর্তব্য মনে করে আমাকে সালাম করতে এসেছে। সে তোমাদেরকেও সালাম বলেছে। সাহাবীগণ বললেন ঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

আবূ দাউদ ও বায়হাকী রেওয়ায়েত করেন যে, সাহাবায়ে কেরাম তাবূকে অবতরণ করে চলাফিরায় অক্ষম এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। তাকে তার অবস্থার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে সে বলল ঃ রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাবূকে এক খর্জুর বৃক্ষের ছায়ায় অবতরণ করলেন। তিনি বৃক্ষকে সম্মুখে আড়াল করে নামায পড়তে শুরু করলেন। আমি এবং একটি বালক সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এসে তাঁর এবং বৃক্ষের মাঝখান দিয়ে চলে গেলাম। তিনি বললেনঃ যে আমার নামায কেটে দিয়েছে আল্লাহ তার পদচিহ্ন কেটে দিন। এরপর থেকে আমি পদযুগলের উপর দাঁড়াতে পারি না।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবূক থেকে ফিরে আসতে মনস্থ করলেন, তখন হযরত খালিদ ইবনে ওলীদকে

দওমাতুল-জন্দলের খৃষ্টান বাদশাহ ওকায়দরের বিরুদ্ধে অভিযান করতে প্রেরণ করেন। তাঁর সঙ্গে চারশ' বিশজন অশ্বারোহী দেয়া হল।

হযরত খালিদ আরয করলেনঃ ইয়া রসূলুল্লাহ! আমরা দওমাতুল-জন্দলে যেয়ে কি করতে পারব? সেখানে ওকায়দরের মত ক্ষমতাশালী বাদশাহ রয়েছে। আমরা একটি ক্ষুদ্র দলের আকারে সেখানে পৌঁছব।

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ আশা করি আল্লাহ্ তায়ালা যখন তোমাদেরকে ওকায়দরের সম্মুখীন করবেন, তখন সে শিকাররত থাকবে। তোমরা দওমাতুল-জন্দলের চাবি হস্তগত করবে এবং ওকায়দরকে বন্দী করে নিবে। আল্লাহ্ তোমাকে সাফল্য ও বিজয় দান করবেন।

সে মতে হযরত খালিদ রওয়ানা হলেন এবং দওমাতুল-জন্দলের নিকটে পৌঁছে এক জায়গায় অবস্থান করলেন। এ দিকে রাতের বেলায় একটি বন্য গাভী এসে ওকায়দরের দুর্গের দ্বারে গুঁতা মারতে লাগল। ওকায়দর তখন মদ্যপানে রত ছিল এবং দুর্গের অভ্যন্তরে দুই পত্নীর মাঝে বসে গান গেয়ে যাচ্ছিল। তার এক পত্নী দেখতে পেল যে, একটি বন্য গাভী দুর্গের দ্বারে গুঁতা মেরে যাচ্ছে। সে বললঃ অদ্য রাতে মাংস খেতে পারিনি। এ কথা শুনে গাভী শিকার করার জন্যে ওকায়দর ঘোড়ায় সওয়ার হল। তার চাকর ও পরিবারের সদস্যরাও তার সাথে রওয়ানা হল। অবশেষে তারা হযরত খালিদ ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ দিয়ে গমন করল। অমনি হযরত খালিদ ওকায়দর ও তার সঙ্গীদেরকে গ্রেফতার করে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেন। আতঃপর নবী করীম (সাঃ)-এর উক্তি স্মরণ করলেন। ওকায়দর বললঃ খোদার কসম, এ রাত ছাড়া আমরা কখনও বন্যগাভী আমাদের কাছে আসতে দেখিনি। অন্য রেওয়ায়েতে আছে যে, এরপর ওকায়দরকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়ে দেয়া হল।

বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাবূক থেকে ফিরছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে কিছু (মুনাফিক) লোক তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। পরামর্শ করে যে, পথিমধ্যে কোন একটি উঁচু জায়গা থেকে তাঁকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দেয়া হবে। তারা এর জন্যে প্রস্তুতও হয়ে যায় এবং মুখোশ পরে নেয়। পরবর্তী উচু স্থানটিতে পৌঁছার পর রসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-কে আদেশ দিলেনঃ এই দুষ্কৃতকারীদেরকে তাড়িয়ে দাও। হযরত হুযায়ফা ঢাল নিয়ে গেলেন এবং তাদের উটের মুখে আঘাত করলেন। তিনি তাদেরকে মুখোশ পরিহিত দেখতে পেলেন। আল্লাহ্ তাদের মনে ভীতি সঞ্চার

করে দিলেন। তারা বুঝতে পারল যে, রসূলে করীম (সাঃ) তাদের ষড়যন্ত্র টের পেয়ে গেছেন। তারা দ্রুতবেগে এসে কাফেলার সাথে মিলিত হয়ে গেল।

হযরত হুযায়ফা ফিরে এলে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তাঁকে বললেনঃ তুমি তাদের স্বরূপ ও দুরভিসন্ধির কথা জান? তিনি বললেনঃ না। হুযূর (সাঃ) বললেনঃ ওরা স্থির করেছিল যে, আমি যখনই উঁচুস্থানে আরোহণ করব, তারা তখন আমাকে ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিবে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আরও আছে যে, আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তাদের নাম বাপের নামসহ বলে দিয়েছেন। আমি তোমাকে এসব নাম বলে দিব। সে মতে হুযূর (সাঃ) হযরত হুযায়ফাকে (রাঃ) বারটি নাম বলে দিলেন।

বায়হাকীর অন্য এক রেওয়ায়েতে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) বলেনঃ আমি রসূলে করীম (সাঃ)-এর উষ্ট্রীর লাগাম ধরে অগ্রে অগ্রে হেঁটে যাচ্ছিলাম এবং আম্মার পিছন থেকে হাঁকছিলেন। আমরা যখন একটি উচ্চভূমিতে উপনীত হলাম, তখন হঠাৎ বারজন উষ্ট্রারোহীকে দেখতে পেলাম। তারা সম্মুখ দিক থেকে টিলার উপর এসে গেল। আমি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে বললে তিনি তাদেরকে ধমকিয়ে দিলেন। তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করল। হুযূর (সাঃ) আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি এই লোকদেরকে চিনেছ? আমি বললামঃ না। তারা মাথায় এবং মুখে কাপড় জড়িয়ে রেখেছিল। তিনি এরশাদ করলেনঃ এরা ছিল মুনাফিক। কিয়ামত পর্যন্ত এরা মুনাফিক থাকবে। তুমি জান ওদের অভিসন্ধি কি ছিল? আমি আরয করলামঃ না। তিনি বললেনঃ ওরা চেয়েছিল আমার চারপাশে ভিড় করে আমাকে নিচে ফেলে দিতে। তিনি আরও বললেনঃ আল্লাহ তায়ালা ওদেরকে "দবীলা " দিয়ে মেরে ফেলবেন। আমরা আরয করলামঃ হুযূর! দবীলা কি? তিনি বললেনঃ এটা আগুনের একটি শিখা, যা তাদের প্রত্যেকের ধমনীতে পতিত হবে এবং তাকে বধ করবে।

মুসলিম হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেন যে, রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন- আমার উম্মতের মধ্য থেকে বারজন মুনাফিক কখনও জান্নাতে দাখিল হবে না। যে পর্যন্ত সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ না করে। তাদের মধ্যে আটজনকে দবীলা দ্বারা আক্রমণ করা হবে। দবীলা একটি অগ্নি শিখা যা তাদের কাঁধের মধ্যস্থলে প্রকাশ পাবে এবং বক্ষ ভেদ করে চলে যাবে।

আসওয়াদ অভিযান

'কিতাবুর-রিদ্দতে' জাশীশ দায়লামী বর্ণনা করেন- আমাদের কাছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি পত্র এল। তাতে তিনি আমাদেরকে ইসলামের উপর অটল

থাকা, জেহাদের জন্যে বের হওয়া এবং আসওয়াদ কায্যাবের বিরুদ্ধে কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেমতে আমরা আসওয়াদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাকে হত্যা করলাম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তখনও জীবিত ছিলেন। আমরা ঘটনার সংবাদ দিয়ে একটি পত্র লিখলাম এবং একজন দূতকে তাঁর কাছে প্রেরণ করলাম। কিন্তু দূত পৌঁছার আগেই হুযূর (সাঃ) ইহধাম ত্যাগ করলেন। কিন্তু আসওয়াদের সাথে যেদিন যুদ্ধ হয়, সেই রাতেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে সংবাদ পেয়ে যান এবং সাহাবীগণকে অবহিত করেন। আমাদের প্রেরিত দূত হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর কাছে পৌঁছে এবং তিনি আমাদের পত্রের জওয়াব দেন।

দায়লামী হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, যে রাতে আসওয়াদকে হত্যা করা হয়, সে রাতেই ওহীর মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে খবর এসে যায়। হুযূর (সাঃ) আমাদের কাছে এসে বললেনঃ আজ রাতে আসওয়াদ আনাসী নিহত হয়েছে। তাকে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি হত্যা করেছে। সে সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভূত। জিজ্ঞাসা করা হলঃ সে কে?

হুযূর (সাঃ) এরশাদ করলেনঃ সে হচ্ছে ফিরোজ। ফিরোজ সাফল্য অর্জন করেছে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত